পরলোক তত্ত্ব

শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ

প্রাচী পাব্‌লিকেশন্‌স্‌

প্রথম প্রকাশ (প্রাচী)
১৯৬৫ (১১ ই মে, বৌদ্ধ পূর্ণিমা)

প্রকাশক :
এইচ্. রায়চৌধুরী
৬৩বি, ন্যাশনাল প্রেস, বাক্‌সাড়া
হাওড়া- ৭১১৩০৬

প্রচ্ছদ — শ্রীঅজয় ঘোষ।

মুদ্রণ :
পিপল্‌স লেজার গ্রাফিক্স এণ্ড প্রিন্টার্স
১২৬ এ, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯
শৈব্যা লেজার
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলেজস্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রকাশকের নিবেদন

আজ হতে, প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে আমার পিতা "ঁ বিবেকানন্দ রায়চৌধুরী মহাশয়" "আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ" পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। তখন থেকেই তাঁর মনে সুপ্ত বাসনা ছিল, যোগত্রয়ানন্দের সমস্ত গ্রন্থ এক এক করে প্রকাশ করার।

১৯১৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী পিতার মৃত্যুর পরে, " প্রাচী প্রকাশনীর" নতুন পুস্তক প্রকাশে ভাঁটা পড়ে। এই দীর্ঘ ৪০ বৎসরের প্রতিষ্ঠানটি আর রাখবো কিনা, কিংবা, আর কোনো নতুন পুস্তক প্রকাশ করবো কিনা, তা নিয়ে মনে সংশয় উপস্থিত হয়। এই সময়ে, ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসি।

ওনার অদম্য উৎসাহ ও প্রেরণায় যেন আমি নতুন শক্তি লাভ করি। এরই ফল স্বরূপ এক বৎসরের মধ্যে তিনটি নতুন পুস্তক (**"ভাগবতের কথা" "মহাজন সংবাদ", "পরলোক তত্ত্ব"**) আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়া **আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপের ১ম খন্ড, সাধুদর্শন** সৎপ্রসঙ্গে ৪র্থ খন্ড ও ৬ষ্ঠ খন্ড পুনর্ব্বার পুনর্মুদ্রিত হয়।

"পরলোক তত্ত্ব" পুস্তকখানি তিনটি খন্ডে বিভক্ত। এরপর আর কোনো খন্ড আছে কিনা, তা আমাদের জানা নেই।

পুস্তকখানি যথাসম্ভব অবিকৃত রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভূমিকায় যোগত্রয়ানন্দের ভূমিকাটাই দেওয়া হোল।

এর পরে যদি কোনো ভুল ত্রুটি যাকে, তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের।

আশা করি, আমাদের প্রকাশনার অন্যান্য পুস্তকের ন্যায়, এই পুস্তকখানিও জনগণের সমাদর লাভ করবে। প্রচ্ছদশিল্পী, শ্রীঅজয় ঘোষ বিনা পারিশ্রমিকে এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপটটি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুরের বড় জামাতা) এই গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত ভুল ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ধন্যবাদ দেবার মতো সম্পর্ক, এদের সঙ্গে আমার নয়। সবশেষে, ঈশ্বরের কাছে আমার নিবেদন — উনি যেন সবার মঙ্গল বিধান করেন।

বিনীত

প্রকাশক

পরলোক

প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় খণ্ড একত্রে

"আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ" কার প্রণীত।

ওঁ

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ভূমিকা।

"পরলোক"-নামক গ্রন্থ প্রকাশের কারণ। —একদিন যে, মরিতে হইবে, মানুষমাত্রেই তাহা জানে, সর্ব্বদা মনে না হইলেও, একদিন যে, মৃত্যুর অহৃদ্য করালকবলে অবশভাবে কবলিত হইতে হইবে, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত প্রিয়তম ধনজনাদির মমতাপাশ ছেদন করিতে হইবে, কখনও না কখনও মানুষমাত্রের তাহা মনে হয়, অনিত্য সংসার ইহা স্মরণ করাইয়া দেয়। মরণ অবশ্যম্ভাবী, তাহা বিশ্বাস করি, কিন্তু 'আমাকে একদিন নিশ্চয়ই মরিতে হইবে', যখন ইহা মনে পড়ে, তখন কি জানি কেন, হৃদয়টা একটু বিচলিত হয়, চিত্তগগন নৈরাশ মেঘে আবৃত হয়। মরণচিন্তা আমাদের আনন্দপ্রদ নহে, আমাকে মরিতে হইবে, ইহলোক ছাড়িতে হইবে, আমরা এই চিন্তাকে আধিকক্ষণ হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না। মরণের রূপ কি, সকলেরই অহৃদ্য সকলেই কি, মৃত্যুভয়ে ভীত? মৃত্যু যে কাহারই হৃদ্য নহে, তাহা স্থির, তবে সকলেই মৃত্যুকে ভয় করেন না, মৃত্যুর ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিতে পারেন, সংসারে এইরূপ সামর্থ্যবিশিষ্ট পুরুষও আছেন। কোন্ পুরুষ মৃত্যুভয়ে ভাত নহেন? কিরূপে মৃত্যুর ভীমভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিবার সামর্থ্য জন্মে? মৃত্যু আমাদের এত অহৃদ্য, এমন ভীষণ হইল কেন?

জ্ঞানীর হৃদয় মৃত্যুভয়ে কম্পিত হয় না, বিবেকিপুরুষ মৃত্যুকে নিদ্রার রূপান্তর বলিয়াই মনে করেন, তত্ত্বদর্শী মৃত্যুর ভীমভ্রূকুটিকে অনায়াসে উপেক্ষা করিতে সমর্থ। অবিদ্যাই মৃত্যুকে এত ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। যে জ্ঞানের উদয় হইলে, মরণভয় থাকে না; যে জ্ঞানের বিকাশ হইলে, হইলে মৃত্যুর ভীম ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিবার সামর্থ্য জন্মে, সেই জ্ঞানের স্বরূপ কি? আত্মার স্বরূপদর্শনই, 'আত্মার মরণ নাই, আমি বস্তুতঃ অমর, দেশ-কালের পরিবর্ত্তনে আমার পরিবর্ত্তন হয় না, আমি অবিচালী, আমি অপরিণামী,' এই জ্ঞানই, সেই জ্ঞান। আমি যদি অমর হই, তবে কাহার মরণ হয়? তবে আমার মরণভয় কেন? আমাকে এক দিকে মরিতেই হইবে, মানুষমাত্রের এই বিশ্বাস সহজ হইল কেন?

আমি আমাকে চিনি না, আমি কে, তাহা আমি জানি না, অবিদ্যা আমাকে আমার প্রকৃতরূপ দেখিতে দেয় না, যাহা মরণধর্ম্মা নহে, মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ আমি তাহাকে মরণধর্ম্মা বলিয়া নিশ্চয় করি, আমি নিত্যকে অনিত্য, এবং অনিত্যকে নিত্য বলিয়া ভ্রমে পতিত হই, আমি আত্মজ্ঞান-বিহীন, আমি অবোধ, এইজন্য মৃত্যু আমাকে ভয় দেখায়,'আমাকে একদিন মরিতেই হইবে,' মানুষ মাত্রের তাই এই রূপ প্রত্যয় সহজ হইয়াছে। মরণ পরিবর্ত্তনভিন্ন অন্য কিছু নহে, যাহা স্বভাবতঃ পরিবর্ত্তনশীল, যাহা বস্তুতঃ মরণধর্ম্মা, তাহারই মৃত্যু হইয়া থাকে। যাহার যাহা স্বভাব, তাহা কখনও তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না। স্বভাবতঃ মরণশীল, চিরদিন মরিতেছে, মরিবে, স্বভাবতঃ অমর, চিরদিন একভাবে আছে চিরদিন অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে বিদ্যমান থাকিবে।

'আমি মরিয়া কোথায় যাইব'? আমি যাহাদিগকে ভালবাসি, যাহারা আমাকে আত্মীয় মনে করে, যাহাদিগের সঙ্গ ছাড়িতে হইবে ভাবিলে, আমার হৃদয় শোকে অভিভূত হয়, আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিলে, যাহাঁদের প্রাণ ব্যাকুল হয়, মৃত্যুর পর তাহারাই বা কোথায় যাইবে? এখানে যে সকল আত্মীয়জনের প্রেমশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, সুখে দিন কাটাইতেছি, মরণের পর কি, তাহাদের সহিত এই ভাবে মিলিত হইতে পারিব? মরিয়া কি, আবার তাহাদিগকে দেখিতে পাইব? মানুষের (অবশ্য যাঁহাদের মানবীয় জ্ঞানের অনেকতঃ বিকাশ হইয়াছে, যাঁহারা আসন্নচেতনরাজ্য অতিক্রম করিয়াছেন, বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রেরণায় যাঁহারা ইহলোক, পরলোক, এই দ্বিবিধ লোকেরই তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের) হৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের সমাধানের ইচ্ছা হয়, এই জাতীয় চিন্তা শোকানলে দহ্যমান হৃদয়ে বিশেষতঃ স্থান পায়, তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানবের কাছেও, ইহারা অবশ্য-মীমাংসিতব্য প্রশ্নরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। মরনের পর জীব কোথায় যায়, জীবের কি হয়, তাহা জানিবার ইচ্ছা অনেকেরই হয় বটে, কিন্তু তাহা জানা কি সম্ভব? শাস্ত্র বলিয়াছেন, স্থূল প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণদ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে তাহা জানা সম্ভব না হইলেও, সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষ বা আপ্তোপদেশদ্বারা তাহা জানা যায়, পরলোক দুর্জ্ঞেয় হইলেও, অজ্ঞেয় নহে। যাবৎ মোক্ষমসাধন জ্ঞানের বিকাশ না হয়, যাবৎ অবিদ্যাধ্বান্ত সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত না হয়, তাবৎ জীবকে মরণের পর কর্ম্মানুরূপ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্র প্রেত্য ভাব বা পুনর্জ্জন্ম মানিয়াছেন। পুনর্জ্জন্ম মানিতে কাহারা অসন্মত? লোকান্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপন করিতে কাহারা অপারগ? যাঁহারা স্থূলপ্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান-ব্যতীত অন্যপ্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, যাঁহারা অবিবেকী, যাঁহারা প্রমাদবিশিষ্ট, ঐন্দ্রিয়ক সুখভোগ ভিন্ন যাঁহাদের জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, তাঁহারা পুনর্জ্জন্ম মানিতে পারেন না, পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপন করতে অপারগ। যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অপারগ, শাস্ত্র তাঁহাদিগকেই 'নাস্তিক' বলিয়াছেন । পুনর্জ্জন্ম নাই, কর্ম্মফল নাই, আত্মা নাই, এক কথায় পরোক্ষ (স্থূলপ্রত্যক্ষের অবিষয়) বিষয় নাই, যাঁহারা

এইরূপ মতাবলম্বী, শাস্ত্রদৃষ্টিতে তাঁহারাই "নাস্তিক"। বৈদিক আর্য্যজাতিভিন্ন অন্য কোন জাতি যথাযথভাবে পরলোকের তত্ত্বানুসন্ধান করেন নাই, পুনর্জ্জন্মে দৃঢ়বিশ্বাস অন্য কোন জাতির নাই বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। অন্য জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিলে, পুনর্জ্জন্মের বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, প্রেত্যভাব, অন্যদেশীয় দার্শনিক গ্রন্থের বিচার্য্য বিষয়রূপে গৃহীত হয় নাই। গ্রীক ও ইজিপ্শিয়ানদিগের ধর্ম্ম ও দর্শনগ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, পুনর্জ্জন্মের আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অত্যল্পচিন্তাতেই উপলব্ধি হয়, তাহা বেদাদি শাস্ত্রসমূহের পুনর্জ্জন্ম-বিষয়ক উপদেশের বিকৃত প্রতিধ্বনি মাত্র, ইহারা শাস্ত্রোপদেশ যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। *যে জাতি পরোক্ষবিষয়ের অস্তিত্ব মানিতে প্রস্তুত নহেন, যে জাতি স্থূলপ্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধানকে পন্ডশ্রম মনে করেন, এই দেহের পতন হইলে, আমি হয়, অনন্তকালের জন্য সুখময় স্বর্গধামে, না হয়, দুঃখসঙ্কুল নরকে বাস করিব, অথবা মৃত্যুর পর আমার অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইবে, যে জাতি এইরূপ বিশ্বাস লইয়া বর্ত্তমান জীবন অতিবাহিত করেন, সে জাতির দৃষ্টি যে, নিতান্ত সংকীর্ণ, সে জাতির ধর্ম্ম ও দর্শন-গ্রন্থ যে, অতিমাত্র অপরিপুষ্ট, তাহা বলা যাইতে পারে।

আমরা বৈদিক আর্য্যজাতির কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কাল-ধর্ম্মবশতঃ আমাদের হৃদয় কলুষিত হইয়াছে বটে, বৈদিক আর্য্যজাতীয় প্রতিভা আমাদিগকে বিকৃত বা অযোগ্য-বোধে ত্যাগ করিয়াছেন সত্য, তথাপি, আজিও বেদকে আমরা ঈশ্বর বলিয়াই পূজা করিতে প্রস্তুত, ঋষিদিগকে সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা বা সর্বজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস করিতে সম্পূর্ণ অভিলাষী, পরলোকে (বুঝি আর নাই বুঝি) আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় আছে, যাবৎ মোক্ষসাধন জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ জীবকে কর্ম্মানুরূপ জন্মগ্রহণ করিতে হয়, আমরা এই শাস্ত্রোপদেশকে শিরোধার্য্য করি, ইহলোক ব্যতীত লোকান্তরের অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস আছে। ধর্ম্মের ফল সুখ, এবং অধর্ম্মের ফল দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্মই সৃষ্টি বৈষম্যের হেতু, কর্ম্মবৈচিত্র্যবশতঃ জগতের বিচিত্রতা হইয়া থাকে আমাদের প্রতিভাতে এই সকল কথা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। অতএব পরলোকের তত্ত্বানুসন্ধান মানবের যে, অবশ্য কর্ত্তব্য আমাদের তাহাই ধারনা। বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদি যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করি, তাহাতেই দেখিতে পাই, পরলোকের তত্ত্বানুসন্ধান আস্তিকের অবশ্য কর্ত্তব্য, এই উপদেশ আছে। পরলোক সম্বন্ধে শাস্ত্র হইতে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, তাহা জানাইলাম, এক্ষনে ইহার উদ্দীপক কারণ-সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব।

সুতীক্ষ্ণ শোকশরে হৃদয় বিদ্ধ হয় নাই, শোকসঙ্কুল সংসারে এতাদৃশ পুরুষ অত্যল্পই আছেন। যাঁহারাই সহিত আলাপ করি, তাঁহারই হৃদয়ে শোকশরকৃত ক্ষত

* The re-incarnation of souls is not a new idea; it is, on the contrary, an idea as old as humanity itself. It is the metempsychosis, which from the Indians passsed to the Egyptians, from the Egyptians to the Greeks and which was afterwards professed by the Druids."

—*The Day after Death. p.245*

দেখিতে পাই, কালের শাসন কেহই অতিক্রম করিতে পারেন না। মনে করি, অস্থির পদার্থকে আর ভালবাসিব না, যাহাকে ভালবাসি, যে আমার কথা রাখিবে বলিয়া বিশ্বাস করি, ইচ্ছা হয়, তাহাকেই বলি— 'যে ভাব মরণের অধীন নহে, যে ভাব তোমাকে কদাচ ত্যাগ করিবে না, তাহাকেই ভালবাস, তাহা হইলে, আর শোকানলে জ্বলিতে হইবে না, কিন্তু তাহা পারি না, আমার উপদেশ মত কেহ কার্য্য করিতে পারগ হইবে না বলিয়া, কাহাকেও তাহা বলি না। তিন চারি বৎসরের মধ্যে পাঁচ, ছয়টী প্রিয় পদার্থকে হারাইয়াছি, যদি আমি আগে মরিতাম, আমার বিশ্বাস, তাহা হইলে, তাহারা আমার অভাবে জীবন্মৃত হইত। আমার প্রতি তাহাদের যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহাতে আমি এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া, থাকিতে পারি না। কিন্তু তাহাতো হইল না, তাহারাই আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, অল্প দিনের মধ্যে অনেকগুলি প্রাণসম প্রিয়জনকে হারাইয়া, ত্রিভুবন-জননীকে বহুদিন বহুবার বলিয়াছি, মা! আমি না চাহিলেও, তুমি যাহা দিয়াছিলে, আবার তাহা কাড়িয়া লইলে কেন? মা! তুমি আমাকে যাহাদিগকে বাহ্যসঞ্চরি-প্রাণবোধে ভালবাসিতে বলিয়াছিলে, আমি তোমার আদেশেই যাহাদিগকে এত ভালবাসিয়াছিলাম, তাহাদিগকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ? আমাকে কি, আর তাহাদিগকে দেখাইবে না? জননী বলিয়াছিলেন, মৃত্যু কি, প্রকৃত প্রেম কাহাকে বলে, মৃত্যুর পর জীব কোথায় যায় তাহা জানাইবার জন্যই আমি তোমার প্রিয়জনদিগকে লুকাইয়া রাখিয়াছি মৃত্যু কাহাকে বলে, তাহা তুমি জান না প্রকৃত প্রেম কোন্ পদার্থ, তাহা তুমি বিদিত নও, অতএব তুমি শোকে অধীর হইতেছ। দেহ-ভেদ বা শরীর নাশ হইলে, জীবের বিনাশ হয় না. মূঢ় ব্যক্তিগণই, দেহ-ভেদ হইলে, জীবের অস্তিত্ব বিনষ্ট হইল, এই অমূলক কথা বলিয়া থাকে। বর্ত্তমান দেহে অবস্থান করিবার প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই, জীব দেহান্তরে গমন করে,. এই দেহান্তর-প্রাপ্তি বা শরীর ভেদই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি নামে অভিহিত হয়। জীবের নাশ হয় না, মৃত্যু অবস্থান্তরপ্রাপ্তিভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নহে, পরিবর্ত্তনাত্মক সংসারের কোন পদার্থ মুহূর্ত্তকালও পরিবর্ত্তিত না হইয়া, অবস্থান করিতে সমর্থ নহে। যোগীশ্রেষ্ঠ, মহাতেজা, সর্ব্বজ্ঞ, মহর্ষি বেদব্যাস, প্রিয়জন বিয়োগজনিত শোকানলে দহ্যমান কৌরবদিগের শোকাপনোদনার্থ কুরুক্ষেত্র-সমরে ত্যক্তপ্রাণ কুরু-পান্ডব সেনা ও নানাদেশবাসী মহাভাগ নরপতিগণকে পুনর্ব্বার দেখাইয়া ছিলেন। *সাগরে ভাসিতে ভাসিতে দুইখানি কাষ্ঠ যেরূপ পরস্পর সংযুক্ত ও সময়ানুসারে বিযুক্ত হয়, ওই দুষ্পার ভবপারাবারে ভাসমান প্রাণিগণেরও সেইরূপ কালসহকারে একত্র সমাগম ও বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। চক্রবৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল এই অনিত্য সংসারে প্রিয়জনের সহিত চিরসহবাস হইতে পারে না। পান্থনিবাসে পথিকগণ যেরূপ কিয়ৎকালের জন্য পরস্পর সঙ্গত হইয়া, পরে যে যাহার গন্তব্য স্থানে গমন করে, এই সংসারের স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সখা প্রভৃতির সঙ্গতিও সেইরূপ। যখন নিজ শরীরের সহিতই জীবের চিরসহবাস লাভের সম্ভাবনা নাই, তখন অপর কাহারও

* মহাভারত আশ্রমবাসিক পর্ব্ব দ্রষ্টব্য

সহিত চিরবাস ঘটিবার সম্ভাবনা কোথায়? জন্ম, মৃত্যু, লাভ, অলাভ, প্রিয়বস্তুর বিয়োগ, অপ্রিয়বস্তুর সংযোগ, সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ, এই সমস্তই অদৃষ্টের অনুবৰ্ত্তী। অদৃষ্টের অনুবৰ্ত্তী হইয়া, প্রাণিদিগের ভোগের নিমিত্ত কালক্রমে ইহারা উপস্থিত হয়, আবার কাল পূর্ণ হইলে, অন্তর্হিত হইয়া থাকে। আমি কোথায় আছি, কোথায় যাইব, আমি কে, কিরূপেই বা এই সংসার মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছি, কি জন্যই বা অনুতাপ করিতেছি, বিবেকিব্যক্তির এইরূপে চিত্তকে সংস্থাপিত করা কৰ্ত্তব্য। অনিত্য সংসারে দুঃখাবসানে সুখ, এবং সুখাবসানে দুঃখ অবশ্যই হইবে। অতএব যে ভাগ্যবান্ নিত্যসুখের অভিলাষী হইবেন, তাঁহার অনিত্য সুখ ও দুঃখ, এই উভয়কেই পরিত্যাগ করা কৰ্ত্তব্য। যে, নিমিত্ত দুঃখজনক শোক ও সন্তাপ প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশ উপস্থিত হয়, তাহার একাঙ্গকেও অন্তঃকরণে স্থান দেওয়া উচিত নহে। যাহার হৃদয়ে প্রকৃত প্রেমের বিকাশ হয়, তাহাকে কখনও শোক করিতে হয় না। আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে প্রকৃত প্রেমের বিকাশ হয় না। আমাদের পুত্রাদির প্রতি সাধারণতঃ যে ভালবাসা হইয়া থাকে, তাহা প্রকৃত প্রেম নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন, আত্মাই পরম প্রেমের আস্পদ। আমরা পুত্রাদির জন্য পুত্রাদিকে ভালবাসি না, পুত্রাদির প্রতি আমাদের আত্মীয়ভাব আছে, 'ইহারা আমার' এই বোধ আছে, তা'ই আমরা উহাদিগকে ভালবাসি, তা'ই আমাদের উহাদের প্রতি প্রীতি হয়। আপনার ন্যায় সৰ্ব্বভূতে সমান প্রীতির দৃঢ়তার নাম জ্ঞানের সমাপ্তি। অতএব আত্মজ্ঞানের পূর্ণভাবে বিকাশ না হইলে, প্রকৃত প্রেমের উদয় হয় না আত্মদর্শীই বস্তুতঃ প্রেমিক।* আত্মাই সৰ্ব্ব, ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, সকল পদার্থই আত্মস্বরূপ, যে ব্যক্তির এই পারমার্থিক জ্ঞানের উদয় হয়, তাঁহার আর মোহ থাকে না, তিনি আর শোকার্ত্ত হয়েন না। শোক মোহাদি অবিদ্যার কার্য্য, অবিদ্যার নাশ হইলে, আর শোক মোহাদি থাকিবে কেন ("যস্মিন সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ বিজানতঃ তত্র কে মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত।।' শুক্লযজুর্বেদসংহিতা ৪০/৪) যে ব্যক্তি বেদোপদিষ্ট ভাবনারূপ অগ্নিহোত্র সম্পাদন করেন, সেই পুরুষের ইহলোকে যে কোন বস্তু নষ্ট হয়, পুত্রাদি যে কোন প্রিয়জনের বিয়োগ হয়, অর্থাৎ ইহলোকে সে যাহা কিছু হারায়, মরণোত্তর স্বর্গলোকে তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে (" যদ্ধ বা তস্য কিঞ্চনশ্যাতি মনম্রিয়তে যদপাজন্তি সৰ্ব্ব হৈবৈনং তদমুষ্মিংল্লোকে*** ")।

দয়াময়ীর এই সকল উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত হৃদয় অনেকতঃ শান্তিলাভ করিয়াছে। যে ব্যক্তি যে ভেষজ সেবন করিয়া, যে ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ

---

* "পঞ্চদর্শীকার বলিয়াছেন—"দেহাত্মবৎ পরাত্মত্বদার্ঢ্যেবোধঃ সমাপ্যতে।" —চিত্রদীপ।

অতএব বলিতে পারা যায়, জ্ঞান ও প্রেম অভিন্নপদার্থ। যাঁহারা জ্ঞানকে উপেক্ষা করেন, কিন্তু প্রেমের আদর করেন, বেদে, দর্শনে প্রেমবিকাশের উপায় প্রদর্শিত হয় নাই, বেদে দর্শনে প্রেমের কথা নাই, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহারা ভ্রান্ত, প্রেমের প্রকৃতরূপ, প্রেমের বিমলমূৰ্ত্তি তাঁহাদের নয়নে পতিত হয় নাই।

করে, অন্যকে সেই ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত দেখিলে, সে তাহাকে সহানুভূতিবৃত্তির প্রেরণায় সেই ভেষজ সেবন করিতে উপদেশ দিয়া থাকে। যাঁহারা শাস্ত্রের কথা বিশ্বাস করেন, যাঁহারা আমাদের ন্যায় শোকানলে দহ্যমান, তাঁহাদিগকে শোকনিবারণের শাস্ত্রোক্ত ভেষজ বলিয়া দিবার, অপহৃত প্রিয়জনের সহিত পুনর্ব্বার মিলিত হইবার উপায় জানাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। এই ইচ্ছাই পরলোক নামক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দীপক কারণ। যদি কেহ এই গ্রন্থ পাঠ পূর্ব্বক কিছু উপকৃত হয়েন, তাহা হইলে, আমার লোকান্তরগত প্রিয়জনেরাই যেন তাহার ফলভোগ করেন, দয়াময়ীর কাছে, তাঁহার এই অবোধ সন্তানের ইহাই করপুটে প্রার্থনা। মা যতদিন তাঁহার এই অধম, এই নিতান্ত অকিঞ্চন সন্তানকে এই দেহে রাখিবেন, ততদিন অবিরাম প্রার্থনা করিব, যাহারা আমার সকাশ হইতে পরমানন্দময়ী ত্রিভুবনজননীর চিরশান্তি নিকেতনে গমন করিবার পথ জানিতে ইচ্ছা করিত, ত্রিতাপহারিনী তাহাদিগকে তাহাদের ঈপ্সিততম স্থানে উপনীত হইবার পথ প্রদর্শন করুন, তাহাদিগকে ক্রোড়ে গ্রহণ করুন।

পরলোক নামক গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ও তৎপ্রতিপাদন রীতি সম্বন্ধে দুই এক কথা। পরলোক চারিখন্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রস্তাবনা, আস্তিক ও নাস্তিক, পরলোক কোন্ পদার্থ, জীবের জন্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ, জীবের জন্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মতসংগ্রহ, এবং জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য, ইহারাই প্রথম খন্ডের বিষয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয়খন্ডে জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি ও পুনর্জ্জন্মের কথা আছে. পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য, কর্ম্মতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, লোকান্তর, মরণোত্তর জীবের গতি এবং ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব ও লিঙ্গদেহ, ইহারাই চতুর্থখন্ডের বিষয়।

'পরলোক' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে 'যাহা লোকিত বা দৃষ্ট হয় না, লৌকিক প্রত্যক্ষের যাহা অবিষয়' আমরা এই অর্থ প্রাপ্ত হই। 'পরলোক' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে ইহাকে সক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় বা অদৃষ্ট (Unseen) পদার্থমাত্রের বাচকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সূক্ষ্ম বা স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থের সংখ্যাই অধিক, প্রত্যক্ষগম্য পদার্থের সংখ্যা অত্যল্প। অতএব যাঁহারা প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপন করিতে অপারগ, তাঁহাদের জ্ঞান যে, স্বল্পদেশবৃত্তিক, তাহা বলা বাহুল্য। যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে পারেন না, শাস্ত্র তাঁহাদিগকে যে, নাস্তিক বলিয়াছেন, তাহা অন্বর্থ হইয়াছে। আস্তিক ও নাস্তিকের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, পরলোকের স্বরূপ অগ্রে দ্রষ্টব্য। কার্য্যের কারণাবধারণই বিজ্ঞান ও দর্শনের উদ্দেশ্য। কার্য্যের কারণাবধারণ ও পরলোকের স্বরূপনিরূপণ, প্রকৃতপ্রস্তাবে একই কথা জগতের

কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, ঈশ্বর আত্মা, কর্ম্ম, জড়শক্তি বা পরমাণু ইত্যাদি পদার্থের তত্ত্বান্বেষণ করিতেই হয়। প্রত্যক্ষৈক প্রমাণ পুরুষবৃন্দ কখন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক পদবাচ্য হইতে পারেন না, স্থূল-প্রত্যক্ষদ্বারা কোন কার্য্যের তত্ত্ববিনিশ্চয় হওয়া অসম্ভব। জগৎ কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, চেতন ও অচেতন, এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ কি, জীবের উৎপত্তি কিরূপে হয়, মরণের পর জীবের অস্তিত্ব থাকে কি না, সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ বিদ্বান, কেহ মূর্খ, কেহ সুস্থ ও অবিকলাঙ্গ, কেহ রুগ্ন ও বিকলাঙ্গ, কেহ ধার্মিক, কেহ অধার্ম্মিক, এইরূপ সৃষ্টিবৈষম্যের কারণ কি, কেবল স্থূল প্রত্যক্ষের শরণ গ্রহণ করিলে, এই সকল প্রশ্নের সমাধান হয় না, ক্রমবিকাশবাদীরা এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক, সংশয় বিরহিত উত্তর প্রদান করিতে পারগ হয়েন নাই, শোকসন্তপ্তহৃদয়ে শান্তিবারি সেচনের শক্তি স্থূলপ্রত্যক্ষবাদের থাকিতে পারে না, 'অণুসমূহের পরস্পর সংযোগ হইতে জীবের জন্ম হয়, আবার উহাদের বিশ্লেষই মরণবিকার, কোন প্রেক্ষাবানই এইরূপ কথা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। ক্ষুদ্রতম জীব হইতে মনুষ্য পর্যন্ত সকলেই যে স্বত্ব সংরক্ষণার্থ সদা সচেষ্ট মরণের পর তাহা আর থাকিবে না, কোন ব্যক্তি কি, এইরূপ বিশ্বাসকে প্রকৃতপ্রস্তাবে হৃদয়ে স্থান দিতে প্রস্তুত? যাহার প্রতি জীবের এত মমতা, তাহার একেবারে নাশ হইবে, এ চিন্তা বোধ হয়, জীবমাত্রের হৃদয়ের বাধাপ্রদ। মরণের পর কোন না কোনরূপে আমার অস্তিত্ব থাকিবে, অধিকাংশ মানুষের হৃদয়ে এবম্প্রকার বিশ্বাসই স্থান পায়, আত্মার অনশ্বরত্ববাদের (স্পষ্ট, অস্পষ্ট যে ভাবের হউক) পক্ষপাতী হওয়াই মানবের প্রাকৃতিক। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ব্যাল্‌ফোর ষ্টুয়ার্ট্ ও পি. জি. টেট্, তাঁহাদের 'অন্‌সিন্ য়ুনিভার্স (Unseen Universe) নামক গ্রন্থে এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন।* মরণের পর জীবের যে, অস্তিত্ব থাকে, ইহাঁরা তাহা কিয়ৎপরিমাণে বিশ্বাস করিয়াছেন, যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক যুক্তির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক অন্যকে তাহা বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি যাবৎ পুনর্জ্জন্ম ও কর্ম্মতত্ত্বের শাস্ত্রব্যাখ্যাত রূপ ইহাঁদের নয়নে যথাযথভাবে পতিত না হইতেছে, তাবৎ ইহাঁরাও শাস্ত্র দৃষ্টিতে আস্তিক বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় কি না, কোন্ প্রমাণে তাহা বিনিশ্চিত হয়? শাস্ত্র পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, সূক্ষ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তোপদেশ, এই ত্রিবিধ

* "The great majority of mankind have always belived in some fashion in a life after death; many in essentital immortality of the soul; but it is certain that we find many disbelievers in such doctrines who yet retain the nobler attributes of humanity. It may, however, be questioned wether it be possible even to imagine the great bulk of our race to have lost their belief in a future state of existance, and yet to have retained the virtues of civilized and well-ordered communities."—*The Unseen Universe. p.23*

প্রমাণদ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইয়া থাকে। তবে আপ্তোপদেশই প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অবিষয় পদার্থের তত্ত্বনিশ্চয়ের প্রধান প্রমাণ। জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় কি না, উহা জানিতে হইলে, প্রথমতঃ জীবের জন্ম সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ পাওয়া যায়, তাহা শ্রবণ করা উচিত। যাঁহারা পুনর্জ্জন্মের, প্রতিক্ষেপক, তাঁহারা আত্মান্তর নিরপেক্ষ মাতাপিতাকেই অপত্যোপাৎদনের কারণ বলিয়া স্থির করেন। অতএব ইহাঁদের মতে, পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীরান্তর গ্রহণরূপ আত্মার পরলোক-পুনর্জ্জন্ম নাই। 'পুনর্জ্জন্ম' শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা নাস্তিকদিগের মত উদ্ধৃত করিয়াছি। জীবের জন্মতত্ত্ব অবগত হইতে হইলে, উৎপত্তিসম্বন্ধে যত প্রকার মত প্রচলিত আছে, তাহা জানা আবশ্যক, আমরা এইজন্য জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে যত প্রকার মত আছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রদান করিয়াছি। জগতের সৃষ্টি ও জীবের জন্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রের সহিত প্রতীচ্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগের কোন্ কোন্ অংশে মতের একতা, এবং কোন্ কোন্ অংশে মতের বিরোধ আছে, কাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বেদকে ঋষি ও আচার্য্যেরা যে কারণে অভ্রান্ত ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই জানা উচিত। আধুনিক শিক্ষিতম্মন্য পুরুষবৃন্দের দৃষ্টিতে বেদ জানা উচিত। আধুনিক শিক্ষিতম্মন্য পুরুষবৃন্দের দৃষ্টিতে বেদ যেরূপে পতিত হয়েন, তাহা যে, বেদের প্রকৃত রূপ নহে, 'পরলোক' নামক গ্রন্থে আমরা তাহা প্রতিপাদন করিবার একটু চেষ্টা করিয়াছি। ঋষি ও আচার্য্যগণ বেদকে সর্ব্ববিদ্যার প্রসূতি বলিয়াছেন, বেদ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঋষি ও আচার্য্যদিগের এইরূপ মত প্রকাশের অভিপ্রায় কি, তাহা জানিতে হইলে, বেদের স্বরূপ দর্শন অবশ্যকর্ত্তব্য। বেদের স্বরূপদর্শন করিতে হইলে, শব্দের তত্ত্বান্বেষণ করিতে হয়। আমরা যে, এ গ্রন্থে শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছি, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। অনেকের ধারণা, বেদে সত্যাংশ হইতে কাব্যাংশই অধিকতর। এইরূপ ধারণা যে, সত্যভূমিক নহে, তৎপ্রতিপাদনার্থ, অপিচ বেদ হইতেই যে অখিল শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা জানাইবার জন্য আমরা ন্যায়, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের স্বরূপবর্ণন করিয়াছি।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অবিষয় পদার্থসমূহের তত্ত্বান্বেষণও নিঃশ্রেয়স-প্রার্থীর, স্থির কল্যাণাকাঙ্খীর অবশ্যকর্ত্তব্য, যাহাদের এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে স্থান পাইয়াছে, বেদভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর নাই পরলোক স্থূলপ্রত্যক্ষের অবিষয়, অতএব পরলোকের স্বরূপ-দর্শনের বেদই একমাত্র দর্শন। আমরা এইজন্য পরলোকের তত্ত্ববিনিশ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বেদ ও বেদাশ্রিত শাস্ত্রসমূহকেই প্রধানতঃ আশ্রয় করিয়াছি। প্রতীচ্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ, পূর্ব্বেই জানাইয়াছি, পরলোক সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলেন নাই, অতএব পরলোকের তত্ত্বানসন্ধিৎসু পুরুষবর্গের

প্রতীচ্য দর্শন ও বিজ্ঞান হইতে বিশেষ সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্র পাঠ করিলে, আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান পরস্পর বিসংবাদী বহু মতের-নানাবিধ সিদ্ধান্তের সংবাদ পাওয়া যায়। শাস্ত্রে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি বিবিধবাদের কথাই আছে। সকলেই যথাশক্তি স্ব-স্বমতের ও পরমতের খন্ডনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। পরস্পর স্থাপনার্থ ও পরমতের খণ্ডনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। পরস্পর বিরুদ্ধ মতসমূহের প্রত্যেকই সত্য হইতে পারে না। অতএব শাস্ত্রদ্বারা কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। প্রতিভাভেদই মতভেদের কারণ গুনভেদে প্রতিভার ভেদ হইয়া থাকে। ঋষিরা সর্ব্বজ্ঞ হইলেও, অধিকারী অনুসারে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন, কোন মতই ঋষিদিগের স্ব-কপোল কল্পিত নহে। দ্বৈতবাদাদি যত প্রকার বাদ বিদ্যমান আছে, সকলেই সনাতনী শ্রুতি হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। যিনি যেরূপ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সেইরূপ মতাবলম্বী হইবেন, সংসারেই চিরদিনই মতভেদ আছে, চিরদিনই মতভেদ থাকিবে। তবে ঋষিদিগের মতভেদ প্রকৃত সাধকের ক্ষতিকর নহে, যে উপায় অবলম্বন করিলে, মতভেদের সমন্বয় হয় পারমার্থিক জ্ঞানের বিকাশ হয়, সেই উপায় সম্বন্ধে ঋষিদিগের মধ্যে মতভেদ নাই, সাধনাবিষয়ে ঋষিরা একমত। চিত্তশুদ্ধি না হইলে, প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় না, এই বিষয়ে ঋষিদিগের মতভেদ নাই। শুদ্ধ কণ্ঠে রাখিবার জন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা শাস্ত্র রচনা করেন নাই, শাস্ত্রোপদেশ সকলকে হৃদয়ে রাখিবার, শাস্ত্রোপদেশানুসারে কর্ম্ম করিয়া চিত্তের মল-শোধনার্থ, শাস্ত্রকর্ত্তারা শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। যিনি শাস্ত্রোপদেশ পালনপূর্ব্বক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহাকে কদাচ বিপন্ন হইতে হয়না, তিনি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইতে পারগ হয়েন। অভিমান রাহুগ্রস্ত হৃদয়ে শাস্ত্রের প্রকৃত রূপ পতিত হয় না, সাধনাবিহীনের মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া, কখন কাহারও অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। বৈজ্ঞানিকগণও বোধ হয়, আমাদের এই কথা গ্রাহ্য করিবেন। রামচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, মুখে বেদান্তবাগীশ হইতে পারেন, সমগ্র বেদান্ত গ্রন্থ তাঁহার কণ্ঠে থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি যদি হৃদয়ে বৈদান্তিক না হয়েন, তবে তাঁহা দ্বারা বেদান্ততত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর কি, বিশেষ কোন উপকার হইতে পারে? যিনি পাতঞ্জলসূত্র, বেদব্যাসকৃত যোগসূত্রভাষ্য, বাচস্পতিমিশ্রকৃত ভাষ্যটীকা, এবং বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত যোগবার্ত্তিক কণ্ঠে করিয়াছেন, কিন্তু চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য যোগশাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কোন দিন কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন নাই, তিনি কি, যোগশাস্ত্রের উপদেষ্টা হইবার যোগ্য? আপনি ভগবান শাস্ত্রীর কাছে বেদ পড়িতে আরম্ভ করিলেন, ভগবান-শাস্ত্রীর চার বেদ কণ্ঠে বিদ্যমান, বেদভাষ্য নিরুক্ত, ব্যাকরণ ইত্যাদিও তাঁহার স্মৃতিপথে সদা জাগরূক, কিন্তু তিনি কখনও যথাবিধি বেদোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন নাই। তিনি বেদ-সংস্কৃতমতি নহেন, অতএব মন্ত্রশক্তিতে তাঁহারই শ্রদ্ধা জন্মে নাই, দেবতাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস দৃঢ় হয় নাই, তিনি তপস্বী বা যোগী নহেন। এই

ভগবান্-শাস্ত্রীর কাছে বেদ পড়িয়া আপনি কখনও ঋষিসেবিত বেদের সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইবেন না। বেদ অপ্রান্ত বেদ সর্ব্ববিদ্যা প্রসূতি বেদ হইতে বিশ্বজগৎ প্রসূত হইয়াছে, ইত্যাদি বেদোপদেশ সমূহে ভগবান শাস্ত্রীর যেরূপ বিশ্বাস, আপনারও তদ্রূপ বিশ্বাসই হইতে পারে, তদতিরিক্ত কিছু হওয়া সম্ভব নহে। তাই বলিতেছি, শাস্ত্রে প্রকৃত রূপ দর্শনপূর্ব্বক কৃতার্থ হইতে হইলে, শাস্ত্রের উপদেশ পালন করিবার প্রয়োজন আছে। সংসারে খ্যাতি, অর্থ ও সম্মান প্রাপ্তিই যদি শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রয়োজন হয়, তবে স্বতন্ত্র কথা, আর যদি মোক্ষসাধন জ্ঞানপিপাসা মিটাইবার জন্য, ভবসন্তাপ নিবারণের নিমিত্ত শাস্ত্রসিন্ধুতে অবগাহনের প্রয়োজন বোধ হইয়া থাকে, তবে বিগলিতাভিমান হইতে হইবে, সাধক, শাস্ত্রজ্ঞ গুরুর চরণ-সেবা করিতে হইবে, চিত্তমল বিধৌত করিতে হইবে। যিনি এইরূপে শাস্ত্রচরণ সেবা করিবেন, ঋষিদিগের মধ্যে যে, বস্তুতঃ মতভেদ নাই, তাহা তাঁহার উপলব্ধি হইবে, ঋষিরা সর্ব্বজ্ঞ কি না, এইরূপ সংশয় নিরস্ত হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, পুনর্জ্জন্ম হয় কি না, তর্কদ্বারা তাহার মীমাংসা হইতে পারে না, পুনর্জ্জন্ম হয় কিনা, সংস্কারে সাক্ষাৎকার হইলে, আপনা হইতে তাহা বুঝিতে পারিবে (" সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম।"— পাং দং,বি,পা,১৮।।) দেবতা আছেন কি না, স্বাধ্যায়দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইবে, যথাশাস্ত্র স্বাধ্যায় করিলে, ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, অভীষ্ট দেবতা তাদৃশ সাধকের সকল প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তাঁহার সকল অভাব মিটাইয়া দেন ("স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ" — পাং দং) অতএব, দেবতা আছেন কিনা তাহা জানিতে হইলে, বাগযুদ্ধ করিয়া, বৃথা কালক্ষেপ করার অপেক্ষা স্বাধ্যায় করাই (অবশ্য দেবতা-দর্শনলাভের যাঁহার প্রয়োজন হইয়াছে) শ্রেয়ঃ। শাস্ত্র বহুশঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্যের উপদেশ করিয়াছেন, শাস্ত্রকর্ত্তারা শুদ্ধ কল্পনার শরণগ্রহণপূর্ব্বক কোন কথা বলেন নাই। দেবতাগণ সবিগ্রহ হইয়া, ভক্তের সহিত কথোপকথন করেন, যাজ্ঞিকগণ মন্ত্রশক্তিদ্বারা অগ্ন্যাদি দেবতাদিগকে আবাহন করিতে পারেন, অগ্ন্যাদি দেববৃন্দ শরীর গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়েন, ইত্যাদি বেদোপদেশসমূহ কেবল কল্পনার বিজৃম্ভণ নহে। যেরূপ ক্রিয়াদ্বারা এই সকল শাস্ত্রোপদেশের সত্যতা পরীক্ষিত হইয়া থাকে, একালে অল্পব্যক্তিই সেইরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ, সেইরূপ ক্রিয়া করিতে হইলে দেহ ও মনের যাদৃশ সংস্কার অবশ্য কর্ত্তব্য, এক্ষণে অত্যল্প ব্যক্তিই দেহ ও মনের তাদৃশ সংস্কার করিতে প্রস্তুত। বিষয়ভোগাসক্ত চিত্ত কদাচ চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগসাধনে ক্ষমাবান হইতে পারে না। যোগ কাহাকে বলে, ব্যাকরণের সহিত যোগের সম্বন্ধ কি, আমরা এই গ্রন্থে তাহার একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পরলোকের স্বরূপ যথাশাস্ত্র বর্ণন করিতে হইলে, লোকান্তরে, কর্ম্মতত্ত্ব, মরণোত্তর জীবের গতি, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব ও লিঙ্গদেহ, এই সকল পদার্থের তত্ত্বব্যাখ্যা আবশ্যক হইয়া থাকে। বেদান্তদর্শনের তৃতীয় ও চতুর্থাধ্যায়ে জীবের কর্ম্মানুরূপ

গতিসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ আছে, শ্রুতি পাঠপূর্বক লোকান্তরাদি পদার্থ সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, পরলোকের চতুর্থখণ্ডে সংক্ষেপে তাহা জানাইয়াছি। ইহলোক ও পরলোক বস্তুতঃ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে, ইহলোকের সংবাদ গ্রহণ না করিলে, পরলোকের ঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। 'পুরুষের ইহলোক, পরলোক, এই দুইটি স্থান', ইত্যাদি শ্রুতি-বচনসমূহের অর্থ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেট্ ও ব্যালফোর ষ্টুয়ার্টের মস্তিকে কিয়দংশে প্রতিভাত হইয়াছে বলিয়া, মনে হয়। 'পরলোক' নামক গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সকল, এবং যে রীতিতে উহাদের প্রতিপাদন করা হইয়াছে, যথাপ্রয়োজন তাহা জানান হইল। "মানবতত্ত্ব" "ভূত ও শক্তি" এবং "পরলোক", এই গ্রন্থত্রয় যে অবস্থায় ও যেভাবে লিখিত হইয়াছে , তাহা ভাবিলে 'মা! তোমার কৃপা হইলে, পঙ্গুও গিরিলঙঘনে সমর্থ হয়, অন্ধও চক্ষুষ্মান্ হয়, মূক ও বাক্ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে'। আমার মুখ হইতে অবশভাবে এই সকল কথা উচ্চারিত হয়। আমার বিশ্বাস, "পরলোক" নামক গ্রন্থে ত্রুটি আছে, পাঠকগণ দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা।

প্রথম প্রস্তাব

দ্বিতীয় প্রস্তাব

তৃতীয় প্রস্তাব

চতুর্থ প্রস্তাব।

ধর্ম্ম, পিতার অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল পুত্রে সংক্রমণ করে কি না; এতদ্বিষয়ক বাইস্‌মনের মত। —পিতার অর্জিত ধর্ম্ম অপত্যে সংক্রমণ করে, এইরূপ মতাবলম্বীদিগের স্বমত-সমর্থক প্রমাণ। প্রতিবাদীর প্রতিবাদ। জড় হইতে জীবের উৎপত্তি হয়, অথবা জীবই জীবের উৎপত্তিকারণ? ক্রমাভিব্যক্তিবাদের প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস দোষ। শরীরের উপাদান ও উৎপত্তি তত্ত্ব। প্রোটোপ্লাজম্ কোন্ পদার্থ?

পঞ্চম প্রস্তাব

জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য। — জীবের উৎপত্তি-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশের প্রতিচিন্তন। আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদের সংক্ষিপ্ত সংবাদ। সৎকার্য্যবাদ-স্থাপনের যুক্তি। উপাদাননিয়মই 'কার্য্য কারণ-গর্ভে সূক্ষ্মভাবে (শক্তিরূপে) বিদ্যমান থাকে', একথা সপ্রমাণ করে, অপিচ কারণ হইতে যে, কার্য্যের উৎপত্তি হয়, কার্য্য ও কারণ যে, সর্ব্বথা অভিন্ন পদার্থ নহে, একথাও সর্ব্ববাদিসম্মত। সৎকারণবাদের অভিপ্রায়। সত্যলক্ষণ। মিথ্যার লক্ষণ ও প্রকারভেদ। আস্তিক ষড়্দর্শন পরস্পর দ্বারদ্বারিভাবে সম্বন্ধ। আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ ইহাদের কোন বাদই বস্তুতঃ মিথ্যা নহে, জ্ঞানের পর্ব্বভেদানুসারে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে সত্যত্ববোধ হওয়াই প্রাকৃতিক। মতভেদের কারণ। মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা। সৎকার্য্যবাদ ও অসৎকার্য্যবাদের সাধর্ম্ম-বৈধর্ম্ম্য। অদ্বৈতবাদ-স্থাপনের উপায়। দ্বৈত বা ভেদের ত্রৈবিদ্য। অদ্বৈতবাদ আরম্ভবাদী বা পরিণামবাদীদিগের দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ বলেন নাই। আরম্ভ, পরিণাম ও বিবর্ত্তের লক্ষণ। কার্য্যকারণের ভেদাভেদ দুর্নিরূপণীয়। সৎকারণবাদই অসন্দিগ্ধবাদ।

জগতের সৃষ্টিবিষয়ক মতসূহের সমালোচনা। — পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সৃষ্টিবাদ, ক্রমবিকাশবাদ ও পরিণামবাদ, ইহারা শাস্ত্রব্যাখ্যাত আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদেরই বিকৃত রূপ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিজ্ঞানবাদের সাদৃশ্য। বিজ্ঞানবাদ ও বৈদিক অদ্বৈতবাদের পার্থক্য। প্রতীচ্য দর্শনসমূহের যেন প্রাচ্য দর্শনসমুহেরই রূপান্তর। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিকগণের বৈলক্ষণ্য। সংসারের অনাদিত্ববাদই সর্ব্বথা দোষবিরহিত। শাস্ত্রোপদিষ্ট সংসারের অনাদিত্ববাদের অভিপ্রায়। পণ্ডিত স্পেন্সার অনাদিত্ববাদকে সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত বলেন নাই কেন? স্পেন্সার

action) ভোক্তৃ ও ভোগ্যের ইতরব্যাবর্ত্তক শাস্ত্রীয় লক্ষণ। চিন্তাশীল পণ্ডিত স্পেন্সার জড় ও চৈতন্যের বৈধর্ম্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই কেন? সাংখ্যমতের সহিত ঈশ্বর সাধক শ্রুতিবচনের সমন্বয়। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম। বুদ্ধি কোন্ পদার্থ? অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম কাহাকে বলে? সৃষ্টির প্রয়োজন বিষয়ক সপ্তবিধ মত। জড়বাদী ও ব্রহ্মবাদী, উভয়-মতেই সৃষ্টি স্বাভাবিক, তবে এতদুভয়ের পার্থক্য কি? আস্তিক দর্শনসকলের প্রয়োজন ও অধিকার-ভেদ। সাংখ্যদর্শনে অচেতনের কর্তৃত্ব, অপিচ জগৎকর্ত্রী প্রকৃতির অচেতনত্ব স্বীকারের উদ্দেশ্য। ভক্তির অধিকারী। সাংখ্যাদি মত পরমার্থতঃ বেদবিরুদ্ধ না হইলে, বেদান্তদর্শনে সাংখ্যাদি মত খণ্ডিত হইয়াছে কেন? সাংখ্যমতের শ্রুতিমূলকত্ব। সাংখ্যমত ও ক্রমবিকাশবাদের সংক্ষিপ্ত সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য।

(১৬৭—৩০২) পৃষ্ঠা

স্বতঃসৃষ্টিবাদ বা প্যান্থিজম্। পণ্ডিত স্পেন্সার-প্রদর্শিত স্বতঃ-সৃষ্টিবাদ-দূষণ। প্রতীচ্য হেগেলিজ্‌ম্ ও প্রাচ্য অদ্বৈতব্রহ্মবাদের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য। সৎ ও অসৎ বা ভাব ও অভাবের স্বরূপ প্রকার ভেদ ও সম্বন্ধ। ভাব ও অভাব-সম্বন্ধে হেগেল ও ন্যায়দর্শনের সমন্বয়। জগতের সৃষ্টিবিষয়ক বিভিন্ন মতের সমালোচনার উদ্দেশ্য। বেদ-বোধিত বিবর্ত্ত বা পরিণামবাদে স্পেনসার-প্রদর্শিত স্বত-সৃষ্টিবাদ-দুষণের সম্ভাবনা নাই, পণ্ডিত স্পেনসার স্বোক্ত দুষণদ্বারা প্রকৃতপক্ষে স্ব-মতকেই দূষিত করিয়াছেন। ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্টিবাদে পণ্ডিত স্পেন্সার যে সকল অনুপপত্তি দেখাইয়াছেন, বাইবেলোক্ত সৃষ্টিবাদই তদ্দ্বারা দূষিত বেদবোধিত ঈশ্বর-সৃষ্টিবাদে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই। সৃষ্টিবিষয়ক ত্রিবিধ পাশ্চাত্যমত প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্ররই উৎসৃষ্ট, কিন্তু বিকৃত তাই, অপিচ সৃষ্টিতত্ত্বের দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্ব প্রদর্শনই পণ্ডিত স্পেন্সারের সৃষ্টিবিষয়ক মত-খণ্ডনের উদ্দেশ্য। সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যজ্ঞ কে, সৃষ্টিতত্ত্ববিনিশ্চয়ে সর্ব্বোপরি প্রমাণ কি, ইত্যাদি-বিষয়ক দোপদেশের সহিত চিন্তাশীল পণ্ডিত স্পেন্সারের উক্তির সমন্বয়।

সূচীপত্র

ষষ্ঠ প্রস্তাব

সংক্ষিপ্ত সংবাদ। জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যাদি-বিষয়ক মতভেদের তাৎপর্য্য। বেদ বা জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদই বস্তুতঃ সত্যবাদ। অপ্রমাণ জ্ঞানোৎপত্তির হেতু। সৃষ্টিবিষয়ক শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত ক্রমবিকাশবাদের বিরোধ। বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের অনুমান। পণ্ডিত স্পেনসারের মতে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের অনুপপত্তি। বেদাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের রূপ পণ্ডিত স্পেনসারের জ্ঞানগোচর হয় নাই। তাই ভারতবর্ষীয় বৈশেষিক সৃষ্টিবাদকে তিনি অবজ্ঞা করিতে পারিয়াছেন। বিশ্বাসের তত্ত্ববিনিশ্চয়ে স্পেন্‌সারের মতিভ্রম। শ্রদ্ধাতত্ত্ব। সত্যজ্ঞান মাত্রেই আপ্তোপদেশমূলক। শ্রদ্ধাহীনকে বেদ শুনাইতে নাই কেন? শক্তিবাদী পণ্ডিত স্পেন্‌সার ম্যাটারকে শাস্ত্রদৃষ্টিতে সৃষ্টপদার্থ বলিতে অসম্মত হইতে পারেন কি? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-প্রমাণে বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ ও ক্রমবিকাশবাদ। অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারই পরমাণুসমূহকে যথাপ্রয়োজন ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে সন্নিবেশিত করে, পণ্ডিত ষ্ট্যালোও এইরূপ মতের পক্ষপাতী। মূলভূতবিষয়ক কুকের মত। বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের ন্যায় ক্রমবিকাশবাদও স্পেন্‌সার প্রদর্শিত আপত্তিপূর্ণ। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ ধর্ম্মবিশিষ্ট দ্বিবিধ পরমাণু আছে, অথবা প্রত্যেক পরমাণুই দেশ ও কালভেদে আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণাত্মক হয়। 'কার্য্যমাত্রেই ত্রিগুণাত্মক' এই শাস্ত্রোপদেশই বস্তুতঃ নির্দ্দোষ ও সার্ব্বভৌম। ঈশ্বর কর্ম্মের স্রষ্টা নহেন। লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব যথাযথভাবে জানিতে পারিলে, পণ্ডিত স্পেন্‌সারের মনে শক্তির সৃষ্টত্বাশঙ্কা উদিত হইত না বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরত্বাদি আপত্তির উদ্ধার। ক্রমবিকাশবাদের শরণ গ্রহণ মুমুক্ষুর প্রার্থনীয় হইতে পারে না। ধর্ম্মাধর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরের কিরূপে স্বাতন্ত্র্য উপপন্ন হয়। (১৬৭—৩০২)

শ্রুত্যুপদিষ্ট ভূতোৎপত্তি ক্রমের সহিত পণ্ডিত ক্রুক্‌সের ভূতাভিব্যক্তি-ক্রমের সমন্বয়। পরিণাম ধর্ম্মাধর্ম্মাধীন। যজ্ঞ কোন্ পদার্থ। 'যজ্ঞই জগতের রূপ', এই কথার উদ্দেশ্য। প্রজাপতি কাহাকে বলে। 'প্রজাপতি যজ্ঞ সৃষ্টি করিলেন' এতদ্বাক্যের অভিপ্রায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রজাপতি যজ্ঞোপকরণ কোথায় পাইয়াছিলেন। 'বিশ্বজগৎ ছন্দের পরিণাম' এই শাস্ত্রোপদেশগর্ভে আধুনিক রসায়নতন্ত্রের মূলসূত্র সন্নিবেশিত আছে। ছন্দোতত্ত্বের সার্ব্বভৌম রূপ। সপ্তচ্ছন্দোবাদের সহিত প্রাচ্য-প্রতীচ্য বিভিন্ন শাস্ত্রসিদ্ধান্তের সমন্বয়। বেদোক্ত সৃষ্টির সাধারণ ক্রম। বিরাট্‌সৃষ্টির ক্রম। ঈশ্বর বিশ্বাসে পণ্ডিত গ্রোভ, টেট্, ব্যাল্‌ফোর ষ্টুয়ার্ট্ ও ওয়ালেস্। জড়ৈকত্ববাদী স্পেন্‌সারের অতর্কিত চৈতন্যবাদ। প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব। প্রাচীনদিগের জ্ঞান সত্যভূমিক নহে, স্পেন্‌সারের এতাদৃশ সিদ্ধান্তের ব্যভিচার। দৈশিক সভ্যতা ও বর্ব্বরতা সম্বন্ধে পণ্ডিত ওয়ালেসের অভিমত। প্রাচীনভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ে পাশ্চাত্য কতিপয় পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত। পণ্ডিত স্পেন্‌সার কর্ত্তৃক সংকীর্ণার্থে প্রযুক্ত 'বিশ্বাস অনুভবমূলক' এতদ্বাক্যের শাস্ত্রীয় ব্যাপক রূপ। অনুভবের ব্যুৎপত্তি ও স্বরূপ। সাত্ত্বিক রাজস ও তামস জ্ঞানের স্বরূপ। প্রতিভা-ভেদই মতভেদের কারণ। পণ্ডিত স্পেনসার-লক্ষিত

সর্ব্বকার্য্য-কারণ শক্তি, ও শাস্ত্রোক্ত আত্মা, এক পদার্থ নহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। সংকল্পাদিই লিঙ্গশরীরের অস্তিত্ব অনুমাপক। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তত্ত্ব। দেবতাবাদে পাশ্চাত্য অনুমান। 'চেতন পুরুষের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অস্তিত্বাঙ্গীকার, বর্ব্বরের কার্য্য', আধুনিক জড়বিজ্ঞান এইরূপ মত-প্রকাশের যোগ্যতাবিশিষ্ট। বেদাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত বিজ্ঞানবিবৃত সৃষ্টিতত্ত্বের সর্ব্বাংশে একতা হইতে পারে না।

শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক সৃষ্টিবাদ ও প্রতীচ্য ক্রমবিকাশবাদের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।— বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের তাৎপর্য। এভোলিউশন্ শব্দের আধুনিক ব্যবহারিক অর্থের স্মরণ। উন্নতির শাস্ত্রীয় রূপ। শব্দের প্রামাণ্য কিরূপে অবধারিত হয়। ভৌতিক রাজ্যাদি চতুর্ব্বিধ প্রাকৃতিক পর্ব্বের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব হইতে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট কেন, এ প্রশ্নের শ্রুত্যুক্ত সমাধান। শক্তির অভিব্যক্তি নিমিত্তান্তর সাপেক্ষ। সাংখ্যমতে উন্নতি ও অবনতির স্বরূপ। শাস্ত্রোপদিষ্ট উন্নতি ও অবনতির কারণ। উন্নতি ও অবনতি দুইই প্রাকৃতিক নিয়ম। ধর্ম্মাতিশয্যে মনুষ্যদেহ সুরদেহে পরিণত হইতে পারে, আবার অধর্ম্মবশতঃ পশ্বাদির আকারও লাভ করিতে পারে। যেরূপ কর্ম্ম যেরূপ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের কারণ, তাহা নিয়ত নির্দ্দিষ্ট আছে। আধুনিক পাশ্চাত্য পন্ডিতগণের কেহ কেহ পুনর্জ্জন্মাদি স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু কর্ম্মবশতঃ মনুষ্যাদির ইতর জীবত্ব-প্রাপ্তি স্বীকার করিতে পারেন নাই। কর্ম্মবশতঃ মানুষের ইতরজীব জাতিতে অবরোহণ বেদাদি শাস্ত্রসম্মত। উন্নতি, প্রকৃতি ও নিয়ম, এই শব্দত্রয়ের অর্থ। 'নেচার' পদার্থের সহিত প্রকৃতি পদার্থের অনেকতঃ সাদৃশ্য আছে। ক্রমবিকাশের, অপিচ সর্ব্বপ্রকার জাগতিক পরিণামক্রমের কারণসম্বন্ধীয় পন্ডিত স্পেন্সারের অনুমান সাংখ্যমতের প্রতিধ্বনি মাত্র। গুণত্রয় প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে, সাংখ্য দর্শনের এতাদৃশ সিদ্ধান্তের তাৎপর্য। প্রকৃতির সৃষ্টি প্রয়োজন। শুদ্ধ অচেতন প্রকৃতি হইতে কিরূপে সৃষ্টি ও লয়, এই দ্বিবিধ বিরুদ্ধ কার্য সংঘটিত হইতে পারে। কালই প্রকৃতিক্ষোভক কর্ম্মাভিব্যক্তির নিমিত্ত। প্রকৃতির নিয়ম। গণনা করিতে হইলে, কাহাকেও এককরূপে গ্রহণ করিতে হয় কেন। কালদ্বৈবিধ্যে শাস্ত্রোপদেশের সহিত পন্ডিত নিউটনের সিদ্ধান্তের সমন্বয়। সংবেদনের স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশ ও পাশ্চাত্য মতের সাদৃশ্য। খণ্ডকাল কিরূপে কল্পিত হয়। ত্রিগুণবিষয়ক মৈত্র্যুপনিষদের উপদেশ।

প্রাকৃতিক বিপরিণাম সম্বন্ধে জার্ম্মন্‌দেশীয় উলফ্, গেটে, বনবেয়ার প্রভৃতি পন্ডিতগণের সিদ্ধান্ত। নৈহারিক সিদ্ধান্তের আজিও নিঃসন্দিগ্ধ উপপত্তি হয় নাই। ভূমন্ডলের ক্রমাভিব্যক্তি ও জীবজাতির ক্রমভিব্যক্তি। ক্রুসের অনুমান। ক্রমোন্নতিবাদ ব্যবস্থাপক বিজ্ঞানশাখা। আকৃতিবিজ্ঞান (Morphology) ক্রমোন্নতিবাদের কিরূপ

সাহায্য করিয়াছেন। প্রাণিগণের প্রাথমিক যন্ত্রসকলের ক্রমশঃ বিলোপ হইয়াছে কি না, এতদ্বিষয়ক ক্লস ও ডারুবিনের অনুমান। মানুষের প্রথমাভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন। ক্রমোন্নতি বাদ-ব্যবস্থাপক যুক্তির পরীক্ষা। জীবজাতির পৌর্ব্বাপর্য্য ও উন্নতিবিষয়ক ক্রমবিকাশবাদের সিদ্ধান্ত প্রতিভাভেদে সুগম হইলেও আমাদের দুর্ব্বোধ্য। নিখিল কার্য্যজননশক্তি প্রকৃতিগর্ভে নিত্য বিদ্যমান থাকিলে, প্রথমে মনুষ্যোৎপত্তিতে ক্রমবিকাশবাদের মতে কি বাধা আছে। ওয়ালাসের মতে ক্রমবিকাশবাদের অজ্ঞাত তত্ত্ব। শারীর উপাদান অবিশেষ কোষসমূহ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে বিভিন্নরূপ ক্রিয়া করে কেন। স্নায়ব সংস্থান সম্বন্ধে রাসায়নিক শারীর-বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত সংবাদ। শারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্বৃত্তির কারণ-সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ। অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম স্বীকার না করিলে, শুদ্ধ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদদ্বারা সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ কি, এই প্রশ্নের কোন সমাধান হয় না। ক্রমোন্নতিবাদী অধ্যাপক ক্লসের মতের বর্ত্তমান ক্রমবিকাশবাদের অপূর্ণতা। বিভিন্ন জীবজাতির দেহের সংস্থানগত সদৃশ্য তাহাদের পরস্পরের পৌর্ব্বাপর্য্য ব্যবস্থাপক নহে, প্রারব্ধকর্ম্মের সাদৃশ্যানুমাপক মাত্র। 'সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ নাই' এরূপ বিশ্বাস কাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় এবং তাহার কারণই বা কি।

ত্রিবিধ শরীরের সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব। শাস্ত্রোক্ত শারীরযন্ত্রে ত্রৈবিধ্য ও তাহার হেতু, এবং পাশ্চাত্যমতের সমন্বয়। পোষণাদি শারীরযন্ত্রসকল ইতরেতরাশ্রয়ী? শারীরযন্ত্র বিভাগের কারণ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাকালিষ্টারের সিদ্ধান্ত হইতে শাস্ত্রোপদেশের শ্রেষ্ঠত্ব। স্নায়ুকোষ। যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা নির্ণিত না হইলেও, বানর ও মনুষ্যের কোষ সর্ব্বথা একরূপ নহে। বানর হইতেই ক্রমশঃ মানুষের অভিব্যক্তি হইয়াছে, এ সিদ্ধান্তের কোন অব্যভিচারী হেতু নাই। সাদৃশ্য পৌর্ব্বাপর্য্যের অনুমাপক নহে, এতৎসম্বন্ধে বীলের উক্তি। জীবের আনুপূর্ব্ব্যানুমান সম্বন্ধে আবুয়েনের মত। বহু জীবযোনি ভ্রমণানন্তর মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। এইরূপ শাস্ত্রোপদেশসমূহ কি, পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদের অনুকূল। মনুষ্যদেহের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদক শ্রুত্যুপদেশ। সাত্ত্বিকাদি বৃত্তিভেদে বিভিন্ন গতি। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ শাস্ত্রোপদেশেরই বিকৃত রূপ। বিষ্ণুপুরাণোক্ত নবধা সৃষ্টি। প্রতীচ্য ক্রমবিকাশবাদিগণ যোগ্যতম (Fittes) বলিতে অনেকতঃ ভোক্তৃ-প্রপঞ্চকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

শাস্ত্রব্যাখ্যাত বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের স্বরূপ। মানবীয় স্থায়িসাম্যাবস্থায় উপনীত হইতে না পারিলে, ইতর-জাতিতে অবরোহণের সম্ভাবনা থাকে। ত্রিবিধ সাম্যভাব। কাহাদের পতনের আশঙ্কা নাই। আবির্ভাব-তিরোভাবদ্বারা জীবলোক নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। পিতামাতার শারীরধর্ম্মও যে, পুত্রাদিতে সংক্রমণ করে, তদ্বিষয়ক শ্রুতির উপদেশ। পণ্ডিত স্পেন্সারের মতে উন্নতির স্বরূপ ও আমাদের অনুমান।

'উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম' একথা সত্য নহে। প্রবৃত্তিমাত্রেরই চরমাবস্থা নিবৃত্তি। চিত্তের পরিণাম ও ভূতেন্দ্রিয়াদির পরিণাম। স্পেন্‌সার-ব্যাখ্যাত গতি বা ধর্ম্ম-পরিণামের সহিত শাস্ত্রোপদেশের সমন্বয়। অবিশেষ হইতে বিশেষভাবপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ। উন্নতিবিষয়ক স্পেন্‌সারের সিদ্ধান্তে আশঙ্কা। উন্নতি, অবনতির ও পূর্ণাবস্থার শাস্ত্রীয় রূপ।

— ঃ —

সপ্তম প্রস্তাব

বেদ বা শব্দতত্ত্ব। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সংক্ষিপ্ত সংবাদ। বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য সম্বন্ধে মহর্ষি জৈমিনির উপদেশ। শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের সম্বন্ধ নিত্য। প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। কোন্ পদার্থ স্বতঃপ্রমাণ হইবার যোগ্য। ন্যায় বৈশেষিকোক্ত শব্দার্থ সম্বন্ধের সাময়িকবাদ ও পাশ্চাত্য সাঙ্কেতিকবাদ একরূপ নহে। অলৌকিক পদার্থ সম্বন্ধে হ্যামিল্‌টন ও জেবন্স্ প্রভৃতি মত। শব্দনিত্যত্ববাদিগণের শব্দ কোন্ পদার্থ। অনুমানের প্রকারভেদ (অধষ্টিপ্পনী) তথ্যের আবিষ্কার কিরূপে হয়। দর্শন ও পরীক্ষাসম্বন্ধে বিভিন্ন পাশ্চাত্য মত। যৌক্তিক জ্ঞানের স্বরূপ। অনুমান-ত্রৈবিধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মত। ব্যাপ্তি নিশ্চয়ই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। ব্যাপ্তিগ্রহের বা স্বাভাবিকসম্বন্ধনির্ণয়ের হেতু। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অধিকার। বৈদিক আর্য্যজাতি আধিভৌতিক পরীক্ষারও ব্যবহার করিতেন। বেদোপদিষ্ট পরোক্ষ বিষয়সকল কল্পনামূলক নহে, উহারা প্রত্যক্ষভূমিক বহুশঃ পরীক্ষিত সত্য। বাক্ বা শব্দই আদিভূতপদার্থ। প্রকৃতি বেদজ্ঞ বা বিজ্ঞানবিৎ কি, সকলেই হইতে পারেন?

মানস কর্ম্ম-সম্বন্ধে শারীর-বিজ্ঞান ও বৈশেষিক-দর্শনের উপদেশ। ভর্তৃহরি-ব্যাখ্যাত শব্দতত্ত্বকে বিশ্বকারণ বলিতে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। বর্ণোৎপত্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ। শব্দের পরাপশ্যন্ত্যাদি চতুর্ব্বিধ অবস্থা শব্দ হইতে কিরূপে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। বেদাদি শাস্ত্রে 'শব্দ'পদ যদার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শব্দই সর্ব্ববর্ণের প্রকৃতি। বর্ণভেদ রহস্য। সকলেরই ভাষা আছে। বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য ও কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বৈজ্ঞানিকগণ বড়ই সংকটাপন্ন হইয়াছেন, শাস্ত্রোক্ত শব্দের স্বরূপ দর্শন হইলে, তাঁহারা সহজেই উদ্ধার পাইতে পারেন। একসাইটেশন্ (Excitation) শব্দেরই রূপান্তর। স্নায়ুগণ বিশেষতঃ উত্তেজনীয় হইল কেন, এতদ্বিষয়ক শাস্ত্রীয় সমাধানই বিশুদ্ধ ও ব্যাপক। শব্দ-ভাবনাই সর্ব্বকর্ম্মের মূল, ডাক্তার ওয়ালার এই শাস্ত্রোপদেশ শিরোধার্য্য করিবেন। বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, কর্ম্মকে এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয় কেন?

বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ সকল শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য। দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রয়োজন, বিষয় ও সম্বন্ধ। মহর্ষি গোতমোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণের দোষোদ্ধার। ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের কারণ ও স্বরূপ-সম্বন্ধে হল্‌মন্, ল্যাড প্রভৃতি পাশ্চাত্য পন্ডিতগণের মত। জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়বিষয়ক প্রাচীন ও আধুনিক পাশ্চাত্য জড়ৈকত্ববাদের অনুমান। ভৌতিকশক্তির রূপান্তর হইতে চিদভিব্যক্তি অসম্ভব। নিয়ত-পরিণামী পরমাণ্বাদি হইতে চিরস্থায়িনী সম্বিৎ আর্বিভূত হইতে পারে না। স্পেনসার, জনষ্টুয়ার্ট্ মিল, প্রভৃতি পন্ডিতগণের জ্ঞেয়বিষয়ক সিদ্ধান্ত। ম্যাটারের গুণ বা ধর্ম্ম নামে লক্ষিত পদার্থ আমাদের মানস বিকার, ইত্যাদি রূপ সিদ্ধান্তবাদী পন্ডিতগণ কি প্রকারান্তরে বিজ্ঞানবাদী, (অতএব ওয়েবারের লক্ষণানুসারে) অপ্রাকৃত দার্শনিক শ্রেণীভুক্ত নহেন। মাইন্ড ও ম্যাটার সম্বন্ধে জড়ৈকত্ববাদের চক্রক-তর্ক আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, বেদই এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানের মিলিতমূর্ত্তি। জ্ঞান ও কর্ম্ম বেদের দুইটী অঙ্গ। পরা ও অপরাবিদ্যা। প্রতিভার কার্য্যকারিতা। প্রতিভাহেতু অভ্যাস ইদানীন্তন, কি জন্মান্তরভাবী। কেহ কোন নূতন শব্দের সৃষ্টি করেন নাই, এতদ্বাক্যের অভিপ্রায়। শব্দশক্তির স্বরূপ। শব্দ বা বেদই জ্ঞান ও সংস্কারের হেতু! স্ফোট কোন্ পদার্থ। আধুনিক বিজ্ঞান শব্দ বা বেদের রাজস ও তামস প্রতিভারই ব্যাখ্যা করেন। 'শব্দব্রহ্ম হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে' এই বেদোপদেশ কি, কল্পনার বিজৃম্ভণ।

পন্ডিত স্পেন্‌সার বর্ণিত সৃষ্টির ইতিহাস। প্রত্যক্ষবাদমূলক (Empirical) ও পূর্ণ (Rational) এই উভয়বিধ দর্শনের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ। বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসম্বন্ধে লক্, হিয়ুম, প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুমান। আধুনিক নরশরীর বিজ্ঞান শারীর অঙ্গ-সংস্থানগত ভেদের কারণ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিতে ক্ষমবান্ নহেন্, বেদের চরণসেবা করিলে সকল জিজ্ঞাসাই বিনিবৃত্ত হয়। বেদ অনন্ত (অধষ্টিপ্পনী) বেদার্থ পরিগ্রহ করিবার জন্য চিত্তের সংস্কার আবশ্যক। বৈদিক শারীরতত্ত্ব। মস্তিষ্কের সংস্থানবিষয়ক সংক্ষিপ্ত পাশ্চাত্য মত। জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ ক্ষেত্র সম্বন্ধে বেদোপদেশ ও পাশ্চাত্য শারীর বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সমন্বয়। প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া। প্রত্যাবৃত্তক্রিয়াও সংস্কারমূলক। শাস্ত্রোক্ত প্রযত্নভেদ। প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া সহজজ্ঞানকৃত-কর্ম ও প্রসিদ্ধ বুদ্ধিপূর্বক-কর্মের পার্থক্য। সহজজ্ঞান জন্মান্তরের প্রতিভা বা সংস্কারমূলক। অভ্যস্ত স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম্ম এবং মুখ্য স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম। প্রতিভার প্রকার ভেদ। বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে স্পেন্‌সার প্রভৃতি অনুমান। অদৃষ্ট বা জন্মান্তরকৃত সংস্কারবিশেষই অজ্ঞাত-স্বভাব পদার্থে রাগ-বিরাগের হেতু।

কর্ম্মমাত্রেই সপ্রয়োজন। জড় পরমাণুর পরস্পর আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ কি, নির্নিমিত্তক। কর্ম্মসম্বন্ধীয় স্পেন্‌সার প্রভৃতি পন্ডিতগণের অনুমান দোষমুক্ত নহে। জড়ত্ব প্রাপ্তিই কি, পাশ্চাত্যমতে জীবের চরম উন্নতি। বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক কর্মবিষয়ক পাশ্চাত্য

জড়বাদিগণের সিদ্ধান্তে কতিপয় আশঙ্কা। প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া, বুদ্ধিপূর্ব্বককর্ম্ম ও প্রাণনব্যাপার, ইহাদের শাস্ত্রীয় সমাধান। সংকল্পই সকলকর্ম্মের মূল। ভূত ও ভৌতিক শক্তি-সম্বন্ধে ওয়ালেসের মত ও শাস্ত্রোপদেশের সমন্বয়। ভৌতিকশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি-সম্বন্ধে ওয়ালেস, গ্রীণ, ক্যান্ট, শোপেন্‌হার, মার্টিনিউ ও সালী প্রভৃতি পাশ্চাত্য পন্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অনেকতঃ শাস্ত্রোপদেশের সংবাদী। প্রযত্নাদি-নিষ্পাদ্য ত্রিবিধ কর্ম্ম। কর্ম্মমাত্রেই জড়শক্তি নিষ্পাদ্য, এতন্মত-সমর্থক যুক্তি। বৈষম্যময় জগতে সাম্যভাব দর্শনের আকাঙ্খা হয় কেন। মতভেদ রহস্য।

কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত। কারণ সম্বন্ধে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মত। কারণ সম্বন্ধে মহাভাষ্যকারের উপদেশ ও উপাদান কারণের কারণত্ব ব্যবস্থাপন। কার্য্য কারণ সম্বন্ধে অধ্যাপক বেনের সিদ্ধান্ত। বেন, মিল্, প্রভৃতি জড়বাদী পন্ডিতগণ কর্ত্তৃক কারণ-তত্ত্বের স্বরূপ বস্তুতঃ কিছুই ব্যাখ্যাত হয় নাই। তাপাদি ভৌতিকশক্তি বিশ্বজগতের মুলকারণ হইতে পারে না। পন্ডিত স্পেনসারবর্ণিত বিশ্বকার্য্যকারণ শক্তিসাতত্যকে শাস্ত্রোক্ত প্রকৃতির অস্ফুট রূপ বলা যাইতে পারে। উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ। কর্ম্মমাত্রেই বুদ্ধিপূর্ব্বক। অন্ধশক্তি (Blind force) কোন কার্য্যের মুখ্য কারণ হইতে পারে না, এতদ্বিষয়ক মার্টিনিউর অভিপ্রায় (অধষ্টিপ্পনী) স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম্মের শাস্ত্রীয় রূপ। বিশিষ্ট-চেতনাদি চতুর্ব্বিধ প্রাকৃতিক পর্ব্ব। অপ্রাণ ও সপ্রাণ পদার্থের শরীরোৎপত্তি সম্বন্ধে স্পেন্‌সারের সিদ্ধান্ত। জীবনের-স্বরূপ সম্বন্ধে স্পেন্‌সার প্রভৃতি পাশ্চাত্যগণের মত। প্রাণের স্বরূপ ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ। জীবন সম্বন্ধে স্পেনসার প্রভৃতি পন্ডিতগণের সিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রোপদেশের ইতর বিশেষ। অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতের স্বরূপসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সমাধান। বাহ্য ও আন্তরভাবের ব্যাপক রূপ। আত্মজ্ঞানের মলিনতাই বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, কর্ম্মের এই দ্বৈবিধ্যোপলব্ধির হেতু। কর্ম্মমাত্রেই সংকল্পমূলক, একথা মানিতে হইবে, না হয়, নির্নিমিত্তবাদের আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে। সংকল্প শক্তির, অপিচ সূক্ষ্ম প্রাকৃতিকশক্তির তত্ত্বানভিজ্ঞতাই লর্ড কেল্‌বিন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পন্ডিতগণকে যোগবিভূতিতে অনাস্থাবান্ করিয়াছে।

বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টিই শ্রুতির অনুমোদিত। চিদেকত্ববাদও তো জড়ৈকত্ববাদের ন্যায় আপাততঃ যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বেদোপদিষ্ট অদ্বৈতবাদ সাধারণের দুরধিগম্য বলিয়াই ঋষিগণ অধিকারভেদে প্রস্থানভেদের উপদেশ করিয়াছেন। মায়াসহিত ব্রহ্মকে বিশ্বজগতের উপাদান বলাতে, অদ্বৈত বাদের হানি হয় নাই কেন। অদ্বৈতজ্ঞানের অধিকারী কে। ভাক্ত বৈদান্তিকের শ্রুত্যুক্ত পরিণাম। জগদুপাদানের অচেতনত্ববাদে সাংখ্যের উপপত্তি। জগৎকারণের চেতনত্ববাদে বেদান্তের যুক্তি। প্রকৃতিসর্ব্বজ্ঞত্ববাদে সাংখ্যের যুক্তি। ব্রহ্ম-সর্ব্বজ্ঞত্ববাদে বেদান্তের উপপত্তি। স্বাতন্ত্র্য শব্দের অর্থ। নিত্য জ্ঞানক্রিয় ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য সম্ভব হয় কি না। সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক

ক্রিয়ার পার্থক্য। কার্য্য ও কারণ, বস্তুতঃ অভিন্ন। ক্রম ও যৌগপদ্যের স্বরূপ। ব্রহ্মের ঈক্ষণকর্তৃত্ব কিরূপে উপপন্ন হয়। ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব জগতের উৎপত্তি ক্রম সম্বন্ধে শ্রুত্যুপদেশ। সৃষ্টির অগ্রে বিদ্যমান কর্ম্ম পদার্থে স্বরূপ। ব্রহ্মই জগতের উপাদান, এবং ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ, ইত্যাদি অদ্বৈত-প্রতিপাদক শ্রুতিবচন তর্কবিচার বা উপদেশগম্য নহে, ইহারা সাধনালব্ধ স্বানুভূতিবেদ্য। বেদান্তমতে এক ব্রহ্মের উপাদানত্ব ও নিমিত্তত্ব কিরূপে উৎপন্ন হয়। অবিদ্যার স্বরূপ অশরীরী ব্রহ্মের সংকল্প কিরূপে উপপন্ন হয়। অপরিণামী ব্রহ্মের কর্তৃত্ব-জ্ঞাতৃত্ব উপপন্ন হয় না, এতদ্বিষয়ক সাংখ্যদর্শনের ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিপ্রায়। কর্তৃত্ব বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিপ্রায়। কর্তৃত্ব বিষয়ে সাংখ্য ও বেদান্তমতের ঐক্যানৈক্য। সাংখ্যদর্শনে আদিসর্গকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক বলা হইয়াছে কেন।

আদিসর্গ বস্তুতঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক। সাংখ্যমতে চিচ্ছক্তির ব্যাপারবত্ত্বই অস্বীকৃত হইয়াছে। ব্যাপারহীনের সত্তা উপপন্ন হয় কি। অস্, ভূ, বিদ্ ইত্যাদির ধাতু-সংজ্ঞা কিরূপে উপপন্ন হয়। জন্মাদি ছয়টি ভাব-বিকার এক ভাব বা ক্রিয়ারই প্রকারভেদ। অস্, ভূ, ইত্যাদির ধাতুসংজ্ঞা হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতেও, বাধা নাই। অনুপপদভাব ও সোপপদভাব। পরাপর ভেদে ব্রহ্মের দ্বিবিধ ভাব। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ। শুষ্ক তর্ক-বল দ্বারা কণাদাদির মত খন্ডন চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নহে। শব্দোৎপত্তি সম্বন্ধে ন্যায় বৈশেষিকদর্শন ও জার্ম্মন্ পণ্ডিত হেলম্‌হোল্‌জের সিদ্ধান্ত। তাপ, আলোক ও তড়িৎপদার্থ সম্বন্ধে বিবিধ পাশ্চাত্য মত। কর্ম্মোৎপত্তি সম্বন্ধে বৈশেষিকদর্শনের উপদেশ। সংবেগ (Velocity) বা শক্তি (Energy) আধার হইতে আধারান্তরে গমন করে কি না, এ সম্বন্ধে অধ্যাপক বেমার সিদ্ধান্ত ও বৈশেষিক মতের সমন্বয়। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মসম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ ও বিবিধ পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত। পরিবর্ত্তনাত্মক ও অপরিবর্ত্তনাত্মক ভাব সম্বন্ধে ন্যায় বৈশেষিক ও সাংখ্যপাতঞ্জলের উপদেশ। সাংখ্যমতে দ্রব্যপদার্থ। ভূত ও শক্তি সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের সমন্বয়। ত্রিগুণতত্ত্বের স্বরূপদর্শন হইলে, প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণের ভূত ও শক্তি বিষয়ক মতভেদের সমন্বয় হইবে। সর্ব্বপ্রকার শক্তিই যে, ত্রিগুণপরিণাম, অধ্যাপক কিলীর তাহাই বিশ্বাস। শ্রুতি বায়ু বলিতে কোন পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন। পাশ্চাত্য শক্তিসাতত্য শ্রুতিবর্ণিত বায়ুরই সধৃমিক রূপ। শাব্দিকগণের নাদ ও স্ফোট। নিত্য ও অনিত্য শব্দ। তাপাদি যে, শব্দের রূপান্তর, বৈজ্ঞানিকগণও তাহা স্বীকার করিবেন। শব্দার্থ সম্বন্ধে নিত্য। জানার স্বরূপ। কর্ম্মসংস্কার। শব্দের সার্ব্বভৌম ব্যাপক রূপ। শব্দসংস্কার কোন্ পদার্থ। শব্দ সংস্কারের কার্য্যকারিতা। সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। নিত্য শব্দার্থসম্বন্ধে ও উহাদের অনাদি সংস্কার, এতদুভয় সত্ত্বেও শব্দার্থ জ্ঞান উপদেশ সাপেক্ষ কেন। তপস্যাদ্বারা বিনা উপদেশে শব্দের অর্থ পরিজ্ঞান হয়। বেদ ও বেদ্য সম্বন্ধে শ্রুতির উপদেশ।



শ্রীশ্রীশিবরামানন্দ পরমহংস



যোগত্রয়ানন্দ

ওঁ

শ্রীশ্রীসদাশিবঃ

শরণম্।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

পরলোক।

প্রস্তাবনা।

জ্ঞানের বিষয়।—দেখিতেছি, দেখিয়াছি, দেখিব; জানিতেছি, জানিয়াছি, জানিব; পাইতেছি, পাইয়াছি, পাইব; শুনিতেছি, শুনিয়াছি, শুনিব; হইতেছে, হইয়াছে, হইবে; ইহারা যথাক্রমে বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার প্রয়োগ। প্রত্যেক ক্রিয়ার বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, এই ত্রিবিধ অবস্থা আছে। ক্রিয়ামাত্রের যে, বর্ত্তমানাদি ত্রিবিধ অবস্থা আছে, তাহা সকলেই জানেন, যিনি ব্যাকরণ পড়েন নাই, তাঁহারও ইহা অবিদিত নহে। নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বরও বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদের ব্যবহার করে, সুকুমারমতি বালক বালিকারাও বলে, 'দেখিতেছি', 'দেখিয়াছি,' 'দেখিব,.' 'হইতেছে', 'হইয়াছে,' 'হইবে,' 'খাইতেছি,' 'খাইয়াছি,' 'খাইব','পাইতেছি', 'পাইয়াছি', 'পাইব'। মানুষের মত স্পষ্ট বা ব্যাপকভাবে না হইলেও, পশু পক্ষীরাও যথাশক্তি অতীতের স্মরণ ও ভবিষ্যতে বিশ্বাস করিয়া থাকে। অতীতের স্মরণ ও ভবিষ্যতে বিশ্বাস করিতে না পারিলে, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম সম্পাদিত হয় না। যেরূপ কর্ম্ম করিয়া, যাদৃশ ফললাভ হইয়াছে, সেইরূপ কর্ম্ম করিলে, পুনর্ব্বার তাদৃশ ফললাভ হইবে, এই বিশ্বাসই, কর্ম্ম প্রবৃত্তির বা কর্ম্মনিবৃত্তির কারণ। যে প্রকার কর্ম্ম করিয়া, কেহ একবার সুখ পাইয়াছে, পুনর্ব্বার সে সেইপ্রকার কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়; এবং যে প্রকার কর্ম্ম করিয়া, কেহ একবার দুঃখ পাইয়াছে, সে আর ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই প্রকার কর্ম্ম করে না। ফল পাইবার আকাঙ্ক্ষায় যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, ভবিষ্যতে বিশ্বাস না থাকিলে, কি সেই সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত? ভবিষ্যৎ যদি অসৎ হইত, তাহা হইলে, অভাববিশিষ্ট জীবের অভাব মোচনের প্রবৃত্তি হইত না। শোকার্ত্ত ভবিষ্যতের আশাব্যঞ্জক মুখের দিকে তাকাইয়াই, দুর্ব্বহ শোকভার বহন করেন; সর্ব্বজনের উপেক্ষিত দরিদ্রের, ভবিষ্যৎই একমাত্র বন্ধু; প্রারব্ধ অবশ্য ভোগ করিতে হইবে বিনা ভোগে প্রারব্ধের ক্ষয় হয় না, বিবেকী পুরুষ ইহা জানিয়াও যে, নীরবে প্রারব্ধের ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন, ভবিষ্যতের আশ্বাস-বাক্যই তাহার কারণ; পারলৌকিক দুঃখের বর্ণন

শুনিয়া, অনেক সময়ে পাপীর দুর্দ্দমনীয় পাপানুষ্ঠানের বেগ মন্দীভূত হইয়া থাকে। ভবিষ্যৎ যদি অসৎ হইত, তাহা হইলে, কেহই কালান্তরে ফল পাইবার আশায় কোন কর্ম্ম করিতে পারিতেন না। সকল ক্রিয়ার ফল সদ্য পাওয়া যায় না; বীজ রোপণমাত্রেই ফল জন্মায় না। অতএব ভবিষ্যতে বিশ্বাস জীবের (বিশেষতঃ মানুষের) স্বতঃসিদ্ধ, ভবিষ্যতে বিশ্বাস উন্নতি-সোপানে অধিরোহণ করিবার প্রধান আলম্বন।

জ্ঞানের স্বরূপ চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, ইহা বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, এই ত্রিকালবিষয়ক। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে অতীতের সহিত সম্বদ্ধ করিতে না পারিলে, বিজ্ঞানের উদয় হয় না। পরিপুষ্ট বিজ্ঞানের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার বলিয়াছেন, 'পরিমাণাত্মক ভবিষ্যদ্দর্শনই (Quantitative prevision) পরিপুষ্ট বিজ্ঞান' (Developed science)। মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা প্রজ্ঞানসম্পন্ন, যাঁহারা লোকালোকদর্শী—অর্থাৎ যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক এই দ্বিবিধ লোকই অবলোকন করেন, শ্রুতি তাঁহাদিগকে 'বিশিষ্ট-চেতন,' এবং যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদিগকে ইতরজীবের ন্যায় 'আসন্নচেতন,' বলিয়াছেন (ঐতরেয় আরণ্যক দ্রষ্টব্য)।

চক্ষুঃ, কর্ণ; নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা বাহ্য জগৎকে জানিয়া থাকি। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সহিত রূপাদি বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে, যে যে ক্রিয়া হয়, আমরা সেই সেই ক্রিয়াই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিষয় সমূহের সম্বন্ধজনিত ক্রিয়ার সংস্কার আমাদের চিত্তে লাগিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিষয়সমূহের সম্বন্ধজনিত ক্রিয়ার সংস্কার যদি আমাদের মনে সংলগ্ন হইয়া না থাকিত, তাহা হইলে, আমাদের অতীতের স্মরণ হইত না, অধিক কি, তাহা হইলে, বিশিষ্টজ্ঞানের উৎপত্তিই হইত না, তাহা হইলে, মনুষ্য পশু-পক্ষ্যাদি হইতে উচ্চতর জীবরূপে পরিগণিত হইত না। ঐতরেয় আরণ্যক এই নিমিত্ত মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা লোকালোকদর্শী নহেন, তাঁহাদিগকে 'আসন্নচেতন' বলিয়াছেন।

যে শক্তি দ্বারা চিত্তে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধজনিত ক্রিয়া সংস্কার সংলগ্ন হইয়া থাকে, চিত্তের সেই শক্তিকে ধারণা-শক্তি (The power of retention) বলে। বিবেচন (Discrimination), সম্মেলন বা সমীকরণ (Agreement or identification) এবং সন্ধারণ (Retention) বিশিষ্টজ্ঞানের উৎপত্তিতে এই তিনটী ক্রিয়ার প্রয়োজন। মানুষের চিত্ত বিবেকশক্তি, সমীকরণশক্তি এবং ধৃতি বা ধারণাশক্তি, এই ত্রিবিধ শক্তিবিশিষ্ট, এইজন্য মনুষ্যবিজ্ঞানের আবিস্কার

করিতে পারগ হয়, এইজন্য মনুষ্যকে 'বিশিষ্টচেতন' এই বিশেষণে বিশেষিত করা হয়।

প্রত্যেক ঐন্দ্রিয়ক ব্যাপারের নিষ্পত্তিতে আমরা বিবেকশক্তির ব্যবহার করিয়া থাকি। অতীত সংবেদন হইতে বর্ত্তমান সংবেদনকে বিবেচিত—পৃথক্‌কৃত করিতে না পারিলে, উহা (বর্ত্তমান সংবেদন) কখনই আমাদের পরিজ্ঞাত হয় না। চিত্ত নিরন্তর বিবেচন-ক্রিয়া-নিরত। চিত্ত সর্ব্বদা অতীত সংবেদন হইতে বর্ত্তমান সংবেদনকে পৃথক্ করে বটে, কিন্তু যদি এই বিবেচনই চিত্তের এক মাত্র ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে, বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইত না, তাহা হইলে, মানবের ভবিষ্যৎ দর্শন (Prevision) থাকিত না। একরূপ সংবেদনকে অন্যরূপ সংবেদন হইতে বিবেচন করিলে, 'ইহা উহা হইতে ভিন্ন', 'ইহা উহা নহে', আমরা এই মাত্র জানিতে পারি, 'কি হইবে', শুদ্ধ বিবেচন হইতে, তাহা নিশ্চয় হয় না। অতীতের সহিত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে সম্বদ্ধ করে, এইরূপ কোন নিঃশ্রয়ণী (সিঁড়ী) ও লোকালোকদর্শী মানবচিত্তের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যে শক্তি দ্বারা মানব ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে উপস্থিত সংবেদন সমূহের সমীকরণ (Identification) করিতে পারে তাহাকে সম্মেলন বা সমীকরণ শক্তি (The power of detecting identity) বলে।

প্রোজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সমীপবর্ত্তী হইলে, সন্তাপলক্ষণ (সন্তাপ হইয়াছে, লক্ষণ যাহার) জ্বররোগে আক্রান্ত বা প্রখরকর দিবাকরের নয়নপথে পতিত হইলে, আমরা 'তাপ' কোন্ পদার্থ, তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকি। কোন কিছু উপলব্ধি করিতে হইলে, চিন্তা করিতে হয়, পূর্ব্বসংস্কার সমূহের সহিত উপলভ্যমান সংবেদনের সংযোজন করিতে হয়, তুলনা করিতে হয়। উপলব্ধির নিয়মানুসারে তাপ সংবেদনকে চিত্ত সংলগ্ন সংস্কার সমূহের সহিত তুলনা করিলেই, ইহা যে, শৈত্যানুভূতির বিরোধী, ইহা যে, শৈত্য হইতে পৃথক্, প্রথমেই তাহা বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু শৈত্যানুভবের বিরোধী এইমাত্র জ্ঞান 'তাপ' কোন্ পদার্থ, সম্পূর্ণরূপে তাহার নিশ্চায়ক নহে। 'তাপ' কোন্ পদার্থ, যথাযথভাবে তাহা জানিতে হইলে, ইহাকে চিত্তসংলগ্ন তাপসংস্কারের সহিত সমীকৃত করিতে হইবে। যে পদার্থকে যে ব্যক্তি ইহ জীবনে কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই, অথবা যে পদার্থ, স্থূল প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইবার নহে, তৎপদার্থের জ্ঞান কেবল বিবেচন দ্বারা—ইহা উহা নহে (যাহাকে 'নেতি নেতি' বলে), ইহা উহা হইতে ভিন্ন, এইরূপে অর্জ্জিত হয়।

জ্ঞান যে, বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, এই ত্রিকাল-বিষয়ক, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে অতীতের সহিত সম্বদ্ধ করিতে না পারিলে যে, বিজ্ঞানের উদয় হয়

না, তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা গেল।

পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, অতীত ও অনাগত (ভবিষ্যৎ) স্বরূপতঃ সৎ, ইহারা সূক্ষ্মভাবে এবস্থান করে, ইহারা অসৎ নহে। অতীত ও অনাগত যে, স্বরূপতঃ সৎ, তাহার প্রমাণ কি?

যাহা অসৎ, অবিদ্যমান, যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না; এবং যাহা সৎ, তাহারও বিনাশ অসম্ভব। যাহা পরে হইবে, তাহাকে 'অনাগত' (ভবিষ্যৎ), যাহা হইয়াছে, তাহাকে অতীত', এবং যাহা নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত—যাহা হইতেছে, তাহাকে 'বর্ত্তমান' বলে। ভবিষ্যৎ, অতীত ও বর্ত্তমান, এই ত্রিবিধ বস্তুই জ্ঞানের জ্ঞেয়—জ্ঞানের বিষয়, আমরা ভবিষ্যৎ, অতীত ও বর্ত্তমান, এই ত্রিবিধ বিষয়ই জানিয়া থাকি। বিষয়—জ্ঞেয় না থাকিলে, জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না; ভবিষ্যৎ ও অতীত বিষয়ের যখন জ্ঞান হয়, তখন স্বীকার করিতে হইবে, ভবিষ্যৎ ও অতীত বিষয় সৎ, ইহারা সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

কর্ম্মকে ভোগজনক ও মুক্তিজনক এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মানুষ ভোগের জন্য, না হয় মুক্তির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। উক্ত দ্বিবিধ কর্ম্মের ফলই ভবিষ্যৎ; কর্ম্ম করিলে, পরে ফল পাইব, এই বিশ্বাসেই লোকে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। ফল যদি অসৎ হইত, কুশলব্যক্তিগণ (প্রজ্ঞানসম্পন্ন, অভ্রান্ত যোগিবৃন্দ) কখনই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। যাহা সূক্ষ্ম বা অব্যক্তভাবে বিদ্যমান, নিমিত্তকারণ তাহাকেই বর্ত্তমানভাবে—ব্যক্ত অবস্থাতে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়, যাহা বস্তুতঃ নাই, নিমিত্তকারণ তাহাকে প্রকটীভূত করিতে পারে না, অপূর্ব্বকে (যাহা ছিল না, তাহাকে) উৎপাদন করা, নিমিত্তকারণের সাধ্য নহে। ধর্ম্মী বা দ্রব্যের ধর্ম্ম অনেক প্রকার, ধর্ম্মী অনেক ধর্ম্ম-স্বভাব (অনেক ধর্ম্ম হইয়াছে, স্বভাব যাহার); ধর্ম্মীর ধর্ম্ম সকল অধ্বভেদে—অবস্থাবিশেষে অবস্থান করে, কোন ধর্ম্ম বর্ত্তমান অবস্থাতে, কোন ধর্ম্ম অতীত বা অনাগতরূপে বিদ্যমান থাকে। বর্ত্তমান ধর্ম্ম যে প্রকার ব্যক্তভাবে দ্রব্য অবস্থান করে, অতীত ও অনাগত সেইপ্রকার ব্যক্তভাবে অবস্থান করে না। অনাগত ধর্ম্ম ব্যঙ্গ—প্রকাশ্য (যাহা প্রকাশিত হইবে)-স্বরূপে, এবং অতীত অনুভূত ব্যক্তিভাবে (অনুভূত হইয়াছে, ব্যক্তি—প্রকাশ যাহার) বিদ্যমান থাকে। একটী অবস্থার বর্ত্তমানকালে, অপর দুইটী ধর্ম্মিস্বরূপে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। অতএব বর্ত্তমানাদি ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে কোন অবস্থাই অসৎ নহে, না থাকিয়া, হওয়া, কোন অধ্বা বা অবস্থারই হয় না। *

অতীত ও অনাগত যে, স্বরূপতঃ সৎ, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য পতঞ্জলিদেব

* "অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাম্।"—পাং, দং, কৈ, পা, ১২ সূ। ইহার ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

ও যোগসূত্রের ভাষ্যকার ভগবান্ বেদব্যাস যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথাপ্রয়োজন শ্রবণ করিলাম। অসতের উৎপত্তি, এবং সতের নাশ যে, হইতে পারে না, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও তাহা বুঝাইয়া থাকেন। শক্তি-সাতত্যের (Persistence of force) স্বরূপ বর্ণন করিতে যাইয়া, বৈজ্ঞানিকগণ 'অসতের উৎপত্তি, এবং সতের নাশ, হইতে পারে না, এই তথ্যেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিকগণ কি পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন? অসতের উৎপত্তি হয় না, অপিচ সতের নাশও অসম্ভব, বৈজ্ঞানিকগণ এই কথা মানেন, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, শাস্ত্র প্রতিপাদিত 'পরলোক' নামক পদার্থ কি বৈজ্ঞানিকগণ দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে?

অসতের উৎপত্তি বা সতের নাশ হইতে পারে না, যাঁহারা ইহা স্বীকার করিয়াছেন, জগৎ অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থাতে আগমন, এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমন করিয়া থাকে, যাঁহারা ইহা মানিয়াছেন, তাঁহারা যে, পরলোকের অস্তিত্ব একেবারে বিশ্বাস করেন না, তাহা বলা যায় না। তবে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকেই শাস্ত্র প্রতিপাদিত 'পরলোক' নামক পদার্থের অস্তিত্বে পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

[শাস্ত্র প্রতিপাদিত পরলোক নামক পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য।] আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যৎ-পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই; অতএব যৎপদার্থের তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন ইহাঁদিগদ্বারা যথাযথভাবে উপলব্ধ হয় না, তৎপদার্থের তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা মানবের কর্ত্তব্য কি না?

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যাঁহাদের দৃষ্টিতে সর্ব্বজ্ঞ বা অভ্রান্ত পুরুষরূপে পতিত হইয়াছেন, ঐন্দ্রিয়ক সুখভোগকেই যাঁহারা জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, স্থূল প্রত্যক্ষ ব্যতীত যাঁহারা অন্য প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না, শাস্ত্র প্রতিপাদিত 'পরলোক' নামক পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন তাঁহারা বুঝিবেন না। পরলোকের তত্ত্বান্বেষণ তাঁহাদের সমীপে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া সম্ভব নহে।

কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'যাহারা বালক—অবিবেকী, যাহারা প্রমাদবিশিষ্ট, যাহারা বিত্তমোহে মুগ্ধ তাহারা দৃশ্যমান লোককেই সৎ বলে, যাহা স্থূল প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, তৎপদার্থের অস্তিত্ব তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে না। পারলৌকিক সদগতিলাভের জন্য শাস্ত্র যে সকল সাধনের উপদেশ করিয়াছেন, তাহারা সেই সকল সাধনের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারে না'। *

'পরলোক' পরোক্ষ—স্থূলপ্রত্যক্ষের অবিষয়; যাঁহারা স্থূল-প্রত্যক্ষের অবিষয়

* "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে।।"—কঠোপনিষৎ।

পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা যে, পরলোকের অস্তিত্ব মানিবেন না, তাঁহারা যে, পারলৌকিক সদগতিলাভের জন্য শাস্ত্র যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তৎপ্রতি কর্ণপাত করিবেন না, তাহা বলা বাহুল্য।

পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপন যাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব, তাহা শুনিলাম. এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত? অপিচ এই পরোক্ষবিষয়ের অস্তিত্বে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা কোন্ প্রমাণে এই অদৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া থাকেন।

যাঁহারা আপ্তবচনে আস্থাবান্, আপ্তোপদেশ যাঁহাদের সমীপে শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে পরিগণিত হয়, তাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত; বেদাদিশাস্ত্রের উপদেশানুসারেই তাঁহারা পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রের উপদেশ, যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ও ভাগ্যবান্ তাঁহারা পরলোকে সংশয় করিবেন না। সংসারে প্রত্যক্ষ অল্প, অপ্রত্যক্ষই অধিক। শাস্ত্র, অনুমান বা যুক্তিদ্বারা অপ্রত্যক্ষবিষয় সমূহের উপলব্ধি হইয়া থাকে। যে ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা প্রত্যক্ষের উপলব্ধি হয়, সেই ইন্দ্রিয়সমূহই অপ্রত্যক্ষ। অপিচ ইহাও দেখা যায় যে, অতিসন্নিকর্ষ বা অতিবিপ্রকর্ষ বশতঃ, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন, চিত্তের অনবস্থান বা চঞ্চলতা হেতু, সমগুণ দ্রব্যসকলের পরস্পর সংমিশ্রণবশতঃ, বস্ত্বন্তরের দ্বারা অভিভূত হওয়ায়, অতিসূক্ষ্মতা বশতঃ, বিদ্যমান বস্তুজাতেরও অনুপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহারাই সৎ, তাহা ছাড়া অন্য কোন পদার্থ সৎ নহে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। স্থূলদর্শী প্রত্যক্ষবাদিগণ বিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই, সূক্ষ্ম বা স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থসমূহের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন।

পরলোকের অস্তিত্বে আস্থাবান্ পুরুষও সংসারে আছেন, সন্দেহ নাই। স্ব স্ব বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রেরণায় যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন, পরলোকের তত্ত্বজিজ্ঞাসা তাঁহাদের না হইয়া থাকিতে পারে না। অতএব শাস্ত্র প্রতিপাদিত 'পরলোক' নামক পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান যে, কতিপয় মানবের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

পরলোকের তত্ত্বজিজ্ঞাসার স্বরূপ কি?—আমি কি ছিলাম, কিরূপে ছিলাম, ভবিষ্যতেই বা আমার কি হইবে, কোথায় যাইব, কিরূপে থাকিব, বর্ত্তমান জন্মে যাহাদের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াছি, তাহারাই বা কোথায় ছিল, কিরূপে ছিল, তাহাদের সহিত আমি কেন সম্বদ্ধ হইলাম; যাহাদের এত ভালবাসি যাহাদের দুঃখে দুঃখী এবং সুখে সুখী হই, যাহাদিগের বিরহ কষ্টজনক, ক্ষণকাল যাহাদিগকে না

দেখিতে পাইলে, জগৎ শূন্য বোধ হয়, তাহাদের সঙ্গ যে একদিন ছাড়িতে হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, ইহা তো প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ, কিন্তু কথা হইতেছে, কাল যখন আমাকে ইহাদের অসেচনক সঙ্গ ছাড়িতে বাধ্য করিবে, আমি যখন ইহাদিগকে ত্যাগপূর্ব্বক লোকান্তরে নীত হইব, তখনও কি আমার ইহাদিগকে মনে পড়িবে? তখনও কি আমার এই মমতা থাকিবে? মৃত্যুর পর জীব কোথায় যায়, এই পৃথিবীলোক ছাড়া কি অন্য লোক আছে? যদি থাকে, তবে তাহার স্বরূপ কি? শাস্ত্রবর্ণিত স্বর্গ ও নরক কোথায় অবস্থিত? মনুষ্যত্বই কি জীবত্বের চরমাবস্থা? অথবা মনুষ্য হইতেও উৎকৃষ্টতর জৈব সর্গ আছে? জগৎ বৈচিত্র্যময়, সংসারে দেখিতে পাই, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ সৎ, কেহ অসৎ, কেহ রুগ্ন ও দুর্ব্বল, কেহ সুস্থ ও সবল, এক কথায় যে দিকে নয়ন প্রেরণ করি, সেই দিকেই জগতের বৈচিত্র্যময়ী মূর্ত্তি নয়নগোচর হইয়া থাকে? জগৎ এমন বৈচিত্র্যময় হইল কেন? সদগতি লাভের উপায় কি? ঈশ্বরকে কিরূপে জানা বা পাওয়া যায়? যাঁহারা পরলোকের তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মনে এই জাতীয় প্রশ্ন সকল উদিত হয়, পরলোকের তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মনে এই জাতীয় প্রশ্ন সকল উদিত হয়, পরলোকের তত্ত্বজিজ্ঞাসার ইহাই স্বরূপ। বুঝিতে পারা গেল, অতীত ও ভবিষ্যতের—অব্যক্ত বা সূক্ষ্মের তত্ত্বজিজ্ঞাসা, এবং পারলৌকিক তত্ত্বজজ্ঞিাসা এক পদার্থ।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে অতীতের সহিত সম্বদ্ধ করিতে না পারিলে যে, বিজ্ঞানের উদয় হয় না, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে অতীতের সহিত সম্বদ্ধ করিবার চেষ্টাই যে, মনুষ্যের ইতরজীব ব্যাবর্ত্তক লক্ষণ, পূর্ব্বে তাহা বিদিত হইয়াছি। অতএব বলিতে পারা যায়, মনুষ্যত্বের যে পরিমাণে বিকাশ হইতে থাকে, সেই পরিমাণে পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস দৃঢ়ভূমি হয়, সেই পরিমাণে পরলোকের তত্ত্বজিজ্ঞাসা প্রবলা হয়। পরলোকের তত্ত্বানুসন্ধান যে, মানবের কর্ত্তব্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল। যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন না, শাস্ত্রমতে তাঁহারা স্থূলদর্শী তাঁহারা নাস্তিক।

আমরা আপ্তোপদেশকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করি; বেদ ও বেদাশ্রিত অখিল শাস্ত্র পরলোকের তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন; এই নিমিত্ত পরলোক সম্বন্ধে শাস্ত্র হইতে যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি, আমরা যাঁহাদের পরলোকে বিশ্বাস আছে, তাঁহাদিগকে, তাহার একটু আভাস দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথম প্রস্তাব।

আস্তিক ও নাস্তিক।

'আস্তিক' ও 'নাস্তিক', এই শব্দদ্বয়ের আমরা যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকি, সুতরাং ইহারা প্রসিদ্ধার্থক (প্রসিদ্ধ—হইয়াছে অর্থ যাহার), সন্দেহ নাই। 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' প্রসিদ্ধার্থক হইলেও, শাস্ত্র হইতে আমরা ইহাদের যে অর্থ পাইয়াছি, তাহা জানান আবশ্যক মনে করিলাম।

'আস্তিক' ও নাস্তিক' এই শব্দদ্বয়ের নিরুক্তি। —পাণিনিদেব বলিয়াছেন, 'অস্তি' (আছে) ও 'নাস্তি' (নাই), এই শব্দদ্বয়ের উত্তর 'ঠক্' প্রত্যয় করিয়া, যথাক্রমে 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক', এই পদদ্বয় সিদ্ধ হইয়াছে। * 'আছে' এইরূপ মতি—এবম্প্রকার বিশ্বাস যাঁহার, তিনি 'আস্তিক', এবং 'নাই' এইরূপ মতি যাঁহার তিনি 'নাস্তিক'। † 'অস্তি'—সৎ—আছে, (Exsists) যিনি এবম্প্রকার বুদ্ধিবিশিষ্ট,—এইরূপ মতিমান, তিনিই যদি 'আস্তিক' পদবাচ্য হয়েন, তাহা হইলে, 'আস্তিক' শব্দ চেতন পদার্থ-মাত্রের বাচক হইতেছে, কারণ 'আমি আছি,' এই জ্ঞান সকল চেতনেরই বিদ্যমান। কিন্তু 'আস্তিক' শব্দ নিশ্চয়ই এইরূপ অর্থে প্রযুক্ত হয় না। তবে 'আস্তিক' শব্দের পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তির সার্থকতা কি?

কৈয়ট ও বৃত্তিকার জয়াদিত্য বলিয়াছেন, "পরলোক আছে, যিনি এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত, তিনি 'আস্তিক', এবং তদ্বিপরীত, পরলোক নাই, ইহলোকই একমাত্র লোক, যাঁহার এবম্প্রকার বিশ্বাস, তিনি 'নাস্তিক'।" *

ভগবান্ পাণিনি ও পতঞ্জলিদেব 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই শব্দদ্বয়ের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে যাঁহারা স্থূলপ্রত্যক্ষবাদী, তাঁহারাই যে, নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত হইতেছেন, তাহা প্রতিপন্ন হইল।

'আস্তিক' ও 'নাস্তিক', এই শব্দদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অর্থের সহিত ইহাদের যথোক্ত ব্যুৎপত্তির সঙ্গতি প্রদর্শন। —যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন, তাঁহারা, 'আস্তিক', যাঁহারা তদ্বিপরীত, অর্থাৎ, যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা 'নাস্তিক', 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই শব্দদ্বয়ের সাধারণতঃ এই অর্থেই ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞাতব্য হইতেছে, ভগবান্ পাণিনি ও পতঞ্জলিদেব আস্তিক ও নাস্তিকের যেরূপ নিরুক্তি করিয়াছেন, তাহার সহিত ইহাদের এই প্রসিদ্ধ বা ব্যাবহারিক অর্থের কি কোন সম্বন্ধ আছে? শাস্ত্র কি, 'পরলোক আছে, যিনি এইরূপ

---

* "অস্তিনাস্তিদিষ্টং মতিঃ।"—পা ৪/৪/৬০।

† 'অস্তীত্যস্য মতিঃ আস্তিকঃ। নাস্তীত্যস্য মতিঃ নাস্তিকঃ।—মহাভাষ্য।

---

* "পরোলোকোঽস্তীতি মতির্যস্য স আস্তিকস্তদ্বিপরীতো নাস্তিকঃ।"—কৈয়ট

বুদ্ধিবিশিষ্ট, তিনি আস্তিক,' এবং যিনি তদ্বিপরীত, তিনি নাস্তিক, আস্তিক ও নাস্তিক, এই শব্দদ্বয়ের এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন?

যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন, অদৃষ্ট মানেন, শাস্ত্র তাঁহাদিগকেই 'আস্তিক', এবং তদ্বিপরীত পুরুষগণকে 'নাস্তিক' বলিয়াছেন। শিবপুরাণে উক্ত হইয়াছে, 'আস্তিক্যই সদাচারের মূল কারণ; আস্তিকব্যক্তি যদি প্রমাদাদিবশতঃ সদাচার হইতে বিচ্যুত হয়েন, তথাপি তিনি চিরদূষিত বা মলিন হয়েন না, আস্তিকতা তাঁহাকে বিমল করিয়া লয়, সুতরাং আস্তিক হওয়া, আত্মকল্যাণার্থীর প্রধান কর্ত্তব্য। সুকৃতি বা পুণ্যকর্ম্ম বশতঃ যেপ্রকার ইহলোকে সুখপ্রাপ্তি, এবং দুষ্কৃতিনিবন্ধন দুঃখভোগ হইয়া থাকে, সেইপ্রকার পরলোকেও সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখভোগ করিতে হয়, এবম্প্রকার বিশ্বাসই 'আস্তিক্য'। *

শাণ্ডিল্যোপনিষৎ বলিয়াছেন, বেদোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মে বিশ্বাসের নাম আস্তিক্য।† যাঁহার পরলোকে বিশ্বাস নাই, তাঁহার বেদোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মে বিশ্বাস হইতে পারে না। কঠোপনিষৎও যে, পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসবিহীন ব্যক্তিগণকেই 'নাস্তিক' বলিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা বিদিত হইয়াছি।

শুক্রনীতিসারে উক্ত হইয়াছে, যুক্তি যে গ্রন্থের বলীয়সী, সকল বস্তু স্বভাবসিদ্ধ, ঈশ্বর কাহারও কর্ত্তা নহেন, বেদ অকিঞ্চিৎকর, যে গ্রন্থের এইরূপ ব্যবস্থা, তাহা নাস্তিক গ্রন্থ। ‡

যাহা স্থূল প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়, তাহাকে আসন্নচেতন পশুপক্ষীরাও সৎ বলিয়া বিশ্বাস করে। যাহা সূক্ষ্ম, যাহা স্থূল প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন তাহার তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা, বিশিষ্টচেতন মানবের বিশেষ ধর্ম্ম। মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা স্থূলপ্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা যে, 'আসন্নচেতন', তাহা নিশ্চিত। আসন্নেরই নিকটবর্ত্তিবস্তুরই, স্থূলপ্রত্যক্ষগম্য পদার্থেরই জ্ঞান যাঁহার আছে, তদ্ব্যতীত পদার্থ যাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না, তিনি 'আসন্নচেতন'। 'নাই এইরূপ মতি যাঁহার', তিনি নাস্তিক',

---

* "সদাচারস্য তস্যাহুরাস্তিক্যং মূলকারণম্।
আস্তিকশ্চেৎ প্রমাদাদ্যৈঃ সদাচারাদপি চ্যুতঃ।।
ন দূষ্যতি নরো নিত্যং তস্মাদাস্তিকতাং ব্রজেৎ।।
যথেহাস্তি সুখং দুঃখং সুকৃতৈর্দুষ্কৃতৈরপি।
তথা পরত্র চাস্তীতি মতিরাস্তিক্যমুচ্যতে।।" শিবপুরাণ।

† "আস্তিক্যং নাম বেদোক্তধর্ম্মাধর্ম্মেষু বিশ্বাসঃ।"—শাণ্ডিল্যোপনিষৎ।

‡ 'যুক্তির্বলীয়সী যত্র সর্ব্বং স্বাভাবিকং মতম্। কস্যাপি নেশ্বরঃ কর্ত্তা ন বেদো নাস্তিকং হি তৎ।।—শুক্রনীতিসার।

'নাস্তিক' শব্দের এই ব্যুৎপত্তি কেমন সুন্দর, কত ব্যাপক, এক্ষণে তাহা চিন্তা করুন। যে সকল পদার্থকে অনায়াসে জানিতে পারিতেছি, তাহাদিগকে আছে বলিয়া মানা, 'আস্তিকের' লক্ষণ হইতে পারে না, তাহাদিগকে চেতন পদার্থমাত্রই আছে বলিয়া স্বীকার করে। যাহা স্থূল দৃষ্টিতে পতিত হয় না।, তাহার অস্তিত্ব বিশ্বাস করাই, তাহার তত্ত্ব জানাই আস্তিকের লক্ষণ। যাঁহারা স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাঁহারা কোন কার্য্যের মূল কারণ জানিবেন কিরূপে? যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন না, অদৃষ্টে যাঁহাদের প্রত্যয় নাই, তাঁহারা কখনও প্রকৃতপ্রস্তাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী হইতে পারেন না, ঈশ্বরের স্বরূপ তাঁহারা নিতান্ত সংকীর্ণভাবেই দেখিয়া থাকেন। 'পরলোকে যাঁহার বিশ্বাস আছে, তিনি আস্তিক' এবং 'পরলোকে যাঁহার বিশ্বাস নাই, তিনি নাস্তিক,' 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই শব্দদ্বয়ের এইরূপ ব্যুৎপত্তির তাৎপর্য্য যথাযথভাবে গৃহীত হইলে, 'যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তিনি আস্তিক', যিনি তদ্বিপরীত তিনি নাস্তিক', 'আস্তিক' ও 'নাস্তিকের' এই প্রসিদ্ধ অর্থও যে, উক্ত ব্যুৎপত্তির গর্ভেই বিদ্যমান, তাহা প্রতিপন্ন। এ কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে, 'ঈশ্বর আছেন', এই জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে মানবের বিশ্বাস জন্মিবার কারণ কি, তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে যাইয়াই মানুষের ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে।—'বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না,' ইহা প্রসিদ্ধ কথা, সকলেই এই কথা বলিয়া থাকেন, কার্য্যের কারণানুসন্ধানই বিজ্ঞান ও দর্শনের কার্য্য। ইন্দ্রিয়দ্বারে যাহা পতিত হয়, তাহা কি? তাহা কোন্ নিয়মে, কি নিমিত্ত উৎপন্ন, স্থিত ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়; অপিচ যাহা পরিদৃষ্ট হয় না, ইন্দ্রিয়গ্রামের যাহা অবিষয়, তাহাই বা কিংস্বরূপ, এই সকল প্রশ্নের সমাধানের জন্যই বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে ও হইতেছে।

'বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না,' সকলেই এই কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 'বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না,' মানুষের এইরূপ জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? এইরূপ বিশ্বাসের হেতু কি? 'কার্য্যমাত্রের কারণ আছে,' এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যুক্তি কি?

মনুষ্যের কখন শৃঙ্গোৎপত্তি হয় না, বালুকা নিষ্পীড়ন করিয়া, কেহ কখনও তৈল বাহির করিতে পারগ হয়েন না। এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া, যাহা সৎ, সূক্ষ্মভাবে, শক্তিরূপে যাহা বিদ্যমান, তাহাই উৎপন্ন হয়, তাহারই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, যাহা অসৎ, যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হয়

না, সৎকে কেহ অসৎ বা অসৎকে সৎ করিতে পারেন না, মানুষের মনে স্বাভাবিক নিয়মে এবম্প্রকার বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, কার্য্যমাত্রের কারণ আছে, বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হয় না, এইরূপ বিশ্বাসের ইহাই হেতু।

যাহার উৎপত্তি বা জন্মাদি বিকার আছে, অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হয়, বিদ্যমান থাকে, বৃদ্ধি পায়, যাহার বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ হয়, তাহা 'কার্য্য'। যাহা থাকিলে, যাহা উৎপন্ন হয়, বিদ্যমান থাকে, বৃদ্ধি পায়, যাহা থাকিলে, যাহার বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ হয়, তাহাকে তাহার কারণ বলে। ন্যায়বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, যাহা না থাকিলে, যাহা হয় না, যাহা যাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা তাহার কারণ। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকগণও বলিয়াছেন, 'যে পূর্ব্ববর্ত্তিভাব বা ভাবসমূহ হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, যাহার বা যাহাদের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতা ব্যতিরেকে যে কার্য্য সঙ্ঘটিত হয় না, তৎকার্য্যের তাহা বা তাহারা কারণ।

কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ শক্তিসাতত্যকেই (Persistence of Force ও Conservation of Energy) প্রধানতঃ লক্ষ্য করিতেছেন। ধর্ম্মী বা বস্তুমাত্রেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম, শক্তি বা যোগ্যতাবিশিষ্ট; ধর্ম্মীর ধর্ম্মগত পরিবর্ত্তন হয়, শক্তিসমূহ এক অবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক অন্য অবস্থা গ্রহণ করে; ধর্ম্ম বা শক্তিসমূহ একরূপ অবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক অন্যরূপ অবস্থা গ্রহণ করে বটে, কিন্তু ইহারা তত্ত্বতঃ বিনষ্ট বা বর্দ্ধিত হয় না, সমষ্টিভূত শক্তির মানের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, ইহা সতত সমান থাকে; কি যান্ত্রিকশক্তি, কি রাসায়নিক শক্তি, কি তাড়িতশক্তি, কি জীবনীশক্তি, সকলেই পরস্পর সম্বদ্ধ, সকলেই সকলের আকার ধারণ করিতে, সকলের ভাবে ভাবিত হইতে পারে। দ্রব্যের ধর্ম্ম বা শক্তিসমূহ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমন করিতে পারে, ইহারা পরস্পর সম্বদ্ধ, শক্তির তত্ত্বতঃ ধ্বংস হয় না, এই নিমিত্ত জগতে বিবিধ বিচিত্র পরিণাম সঙ্ঘটিত হয়। শক্তিসমূহের সাতত্য, ইহাদের ইতরেতর-সম্বন্ধ, ইহাদের রূপান্তর-প্রাপ্তিযোগ্যতা, এবং ইহাদের তুল্যবৃত্তিকত্বই (Equivalence), আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টিতে কারণতত্ত্ব।

শক্তিসাতত্য (Persistence of Force), শক্তিসমূহের ইতরেতর-সম্বন্ধ (Correlation), ইহাদের রূপান্তর-গ্রহণ-যোগ্যতা (Convertibility) ইত্যাদিকে কার্য্যের কারণ বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কারণতত্ত্বের যে, ইহারাই পূর্ণরূপ নহে, তাহাও স্বীকার্য্য। কোন কার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, কেবল তাহার সাধারণশক্তিকে ধরিলে, কারণানুসন্ধান যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় না, শক্তিসমূহের তত্ত্বতঃ নাশ হয় না, ইহারা একভাব ত্যাগপূর্ব্বক অন্যভাব গ্রহণ

করিতে পারে, এই সকল বিষয় জানিলেই, কারণানুসন্ধানের চেষ্টা পূর্ণভাবে ফলবতী হইবে না। কেবল উপাদান কারণই কার্য্য প্রসবিতা নহে, প্রত্যেক কার্য্যোৎপত্তিতে উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণের প্রয়োজন। সহকারি বা নিমিত্তকারণের (Collocation) বিচিত্রতাই বিচিত্র কার্যোৎপত্তির হেতু, সহকারী বা নিমিত্তকেও কার্য্যের কারণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

জগৎ যে বৈচিত্র্যময়, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই বৈচিত্র্যময় সংসারের বিচিত্রতার কারণ কি, তাহা জানিতে যাইলে, বিচিত্রকার্য্যের যে, বিচিত্র কারণ আছে, একরূপ কারণ হইতে যে, বিচিত্র কার্য্যসমূহের উৎপত্তি হইতে পারে না, তাহা অনুমান হয়। শাস্ত্রের উপদেশ কর্ম্মের বিচিত্রতাই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ। যাঁহারা অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম স্বীকার করেন না, ঈশ্বরেচ্ছাই (Will of God) বিচিত্র সৃষ্টির কারণ, যাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর কি পক্ষপাতী অথবা তিনি অনবস্থিতচিত্ত? ঈশ্বর যদি পক্ষপাতী বা অনবস্থিতচিত্ত (Whimsical) না হয়েন, তবে কেনই বা তাঁহার ইচ্ছা একজনকে সুখী, অন্যকে দুঃখী, একজনকে ধনী, অন্যকে দরিদ্র একজনকে আস্তিক, অন্যকে নাস্তিক করিতেছে?

শাস্ত্র বুঝাইয়াছেন, ঈশ্বর যে, কাহাকেও সুখী, কাহাকেও মধ্যমভোগভাক্, এবং কাহাকেও অত্যন্ত দুঃখী করেন, তাহাতে তাঁহার সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় রাগদ্বেষের উপপত্তি হয় না, তাঁহার নির্ম্মল স্বভাবের বিলোপ প্রসঙ্গ হয় না, তাঁহার পক্ষপাতিত্ব বা নিষ্ঠুরত্ব প্রতিপন্ন হয় না। ঈশ্বর সাপেক্ষ, ঈশ্বর ধর্ম্মাধর্ম্ম বা অদৃষ্টের অপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করেন, সৃজ্যমান প্রাণিদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মই সৃষ্টিবৈষম্যের হেতু, ইহাতে ঈশ্বরের কোন অপরাধ নাই। * ঈশ্বর মেঘ সদৃশ; মেঘ যেরূপ ব্রীহি-যবাদির সাধারণ কারণ, ঈশ্বর সেইরূপ দেব-মনুষ্যাদি-সৃষ্টির সাধারণ কারণ, এবং ব্রীহি-যবাদির বীজগত বিচিত্র ধর্ম্ম বা শক্তি যেরূপ ইহাদের বৈষম্যের, ইহাদের বিচিত্রতার অসাধারণ হেতু, সেইরূপ জীবগত কর্ম্ম তাহাদের বৈষম্যের অসাধারণ হেতু। অতএব ঈশ্বর পক্ষপাতী, অনবস্থিত বা নির্দ্দয় নহেন। অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম স্বীকার না করিলে, সৃষ্টিবৈচিত্র্যের রহস্য কোনরূপেই উদ্ভিন্ন হয় না; জগতের বৈচিত্র্য অদৃষ্টের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে।

কার্য্যমাত্রের কারণ আছে, বিনা কারণে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, তাহা

---

* "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি।"—বেদান্তদর্শন, ২।১।৩৪

"সাপেক্ষোহীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্মীমিতে। কিমপেক্ষত ইতি চেৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাবপেক্ষত ইতি বদামঃ। অতঃ সৃজ্যমানপ্রাণিধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিরিতি নায়মীশ্বরস্যাপরাধঃ।"—

শারীরকভাষ্য।

বুঝিলাম; বিচিত্র কার্য্যের যে, বিচিত্র কারণ আছে, তাহাও মানিলাম, কিন্তু ঈশ্বর নামক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে যাই কেন? প্রকৃতি বা পরমাণু এবং অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্ম বৈচিত্র্য, ইহাদিগদ্বারাই যদি বিশ্বকার্য্যের সর্ব্বপ্রকার কারণতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়, তবে আর অতিরিক্ত ঈশ্বর নামক পদার্থের অঙ্গীকারের প্রয়োজন কি? যিনি স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিতে পারেন না, যিনি সাপেক্ষ, যাঁহাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা অদৃষ্টের অপেক্ষা করিয়া, কর্ম্ম করিতে হয়, তাঁহাকে **'ঈশ্বর'**— সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলিব কেন?

প্রকৃতি, পরমাণু, ধর্ম্মাধর্ম্ম ইত্যাদি ইহারা অচেতন। অচেতন বা জড় কোন কার্য্যের স্বতন্ত্র কারণ হইতে পারে না, চেতনের প্রণোদন ব্যতিরেকে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, কোন কর্ম্ম সম্পাদন করা, জড়ের সাধ্য নহে। অতএব 'ঈশ্বর' নামক স্বতন্ত্র কারণের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে।

কতিপয় কার্য্য যে, চেতনকর্ত্তৃক, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ; অচেতন চেতনের প্রবর্ত্তনা ব্যতিরেকে, স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার বহু অনুকূল দৃষ্টান্ত আমাদের নয়নে পতিত হয়। মৃত্তিকা আপনা হইতে ঘটরূপে পরিণত হয় না, তন্তু স্বয়ং প্রেরিত হইয়া বস্ত্রাকার ধারণ করে না। ঘটের উপাদান মৃত্তিকাতে ঘটরূপে পরিণত হইবার যোগ্যতা আছে সত্য, কিন্তু উপাদানাভিজ্ঞ (উপাদানের স্বরূপ যে বিদিত আছে) কুলাল (কুমোর) যাবৎ ইহাকে দণ্ড-চক্রাদি নিমিত্তকারণ সহযোগে ঘটাকারে পরিণত না করে, তাবৎ ইহা মৃত্তিকাভাবেই বিদ্যমান থাকে। এইরূপ তন্তুবায় তন্তুসমূহকে যথাপ্রয়োজন সন্নিবেশিত না করিলে, বস্ত্র হয় না। অতএব ঘট-পটাদি যে, চেতনকর্ত্তৃক, তাহা অসন্দিগ্ধ।

বৃক্ষাদির উৎপত্তি, পর্ব্বতের অভ্যুত্থান, বাষ্পের মেঘাকার ধারণ ও জলরূপে পৃথিবীতে অবতরণ, রাসায়নিক ও ভৌতিকশক্তির বিবিধ লীলা, জীবনীশক্তির বিচিত্র ব্যাপার, ভূকম্প ইত্যাদি ইহারা সন্দিগ্ধচেতনকর্ত্তৃক, এই সকল কার্য্য চেতনের প্রেরণাপেক্ষ কি না, স্থূল প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা তাহা বিনিশ্চিত হয় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা যে সকল বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণীত হয় না, সেই সকল বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে, অনুমান ও আপ্তোপদেশের শরণ গ্রহণ করিতে হয়।

নৈয়ায়িকগণ অনুমান প্রমাণদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। যাহা সাবয়ব (অবয়ব বিশিষ্ট), তাহা কার্য্য; 'যাহা কার্য্য, তাহা চেতনকৃতক; ক্ষিত্যাদি জগৎ, কার্য্য পদার্থ, অতএব ইহা চেতনকর্ত্তৃক"। * নৈয়ায়িকগণ এইরূপ যুক্তিদ্বারা

* "এবমনুমানে নিরূপিতে তস্মাজ্জগন্নির্ম্মাতৃপুরুষধৌরেয়সিদ্ধিঃ ক্ষিত্যাদৌ কার্য্যত্বেন ঘটবৎ সকর্ত্তৃকত্বানুমানাৎ।"—তত্ত্বচিন্তামণি।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ন্যায়মতে পরমাণু জগতের উপাদান কারণ, এবং পুরুষের কর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বর নিমিত্তকারণ। পুরুষ কর্ম্ম করে, সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর পুরুষের পুরুষাকারকে সফল করেন, পুরুষের কর্ম্মফল নিষ্পত্তি, ঈশ্বরাধীন।

পুরুষের কর্ম্মফল নিষ্পত্তি যে ঈশ্বরাধীন, তাহার প্রমাণ কি? ফলনিষ্পত্তি ঈশ্বরাধীন, এই কথা স্বীকার করিব কেন?

মহর্ষি গোতম এতদুত্তরে বলিয়াছেন, পুরুষ চেষ্টা করিয়াও, কদাচিৎ সফল, কদাচিৎ বিফল হইয়া থাকে। অতএব অনুমান করিতে হইবে, পুরুষের কর্ম্মফলপ্রাপ্তি পরাধীন। পুরুষের কর্ম্মফলপ্রাপ্তি যাঁহার অধীন, তিনিই ঈশ্বর। *

ফলনিষ্পত্তি যদি ঈশ্বরাধীন হয়, তবে পুরুষের সমীহা (চেষ্টা) ব্যতিরেকে ফল নিষ্পন্ন হউক। পুরুষের চেষ্টা ব্যতিরেকে যখন ফলনিষ্পত্তি হয় না, তখন কর্ম্মকে ফলনিষ্পত্তির কারণ না বলিয়া ঈশ্বরকে কারণ বলিবার হেতু কি?

ফললাভার্থ যতমান পুরুষের পুরুষাকারকে ঈশ্বর ফলদান দ্বারা অনুগৃহীত করেন, এই কথা বলা হইয়াছে; ফললাভার্থ চেষ্টা না করিলেও ঈশ্বর ফলদান করিবেন, ইহা বলা হয় নাই। †

যাদৃশ ফল লাভ করিতে হইলে, যে রূপ কর্ম্ম করা উচিত, যিনি তাদৃশ ফললাভার্থী হইয়া, অবিকল সেইরূপ কর্ম্ম করেন, তিনিই সফলচেষ্ট হইয়া থাকেন; কর্ম্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে, প্রার্থনানুরূপ ফলপ্রাপ্তি হয় না। পুরুষ চেষ্টা করিয়াও যে স্থলে বিফলচেষ্ট হয়, তৎস্থলে বুঝিতে হইবে, কর্ম্ম যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত হয় নাই। অতএব কর্ম্মই কর্ম্মের ফলদাতা; ঈশ্বরকে কর্ম্মফলদাতা বলিবার প্রয়োজন কি?

ফললাভেব প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও, কি জন্য কর্ম্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয় না? এতদুত্তরে বলিতে হইবে, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির হীনতা বা প্রতিবন্ধক শক্তির প্রতিবন্ধকতা তাহার কারণ; অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অবিকলতাই কর্ম্মফল প্রাপ্তির কারণ। এখন দেখিতে হইবে, ঈশ্বর কোন পদার্থ।

ন্যায়মতে গুণবিশিষ্ট আত্মান্তরই ঈশ্বর। সাধারণ পুরুষ বা আত্মার জ্ঞান, প্রযত্ন, ইচ্ছা ইত্যাদি অনিত্য, পরিচ্ছিন্ন; ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রযত্ন, ইচ্ছা ইত্যাদি নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন। সাধারণ আত্মা বা পুরুষের ন্যায় ঈশ্বরের অধর্ম্ম, মিথ্যাজ্ঞান ও প্রমাদ নাই। অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, সাধারণ আত্মা হইতে ঈশ্বর যখন বিলক্ষণ পদার্থ,

---

* "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ।"—ন্যায়দর্শন, ৪।১।১৯।

† "ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলনিষ্পত্তেঃ।"—ন্যায়দর্শন, ৪।১।২৪।
"তৎকারিতত্বাদহেতুঃ।"— ন্যায়দর্শন ৪।১।২১।

তখন তাঁহাকে আত্মজাতীয় বলা হইয়াছে কেন? সাধারণ আত্মা অনিত্য বুদ্ধ্যাদিগুণবিশিষ্ট, এবং ঈশ্বর নিত্য বুদ্ধ্যাদিযুক্ত সত্য তথাপি বুদ্ধ্যাদিগুণযোগিত্বধর্ম্মের সমানতা হেতু ঈশ্বরকে বিশিষ্ট আত্মা বলা হইয়াছে। ঈশ্বর প্রত্যেক জীবাত্মাতে সংস্কাররূপে বিদ্যমান ধর্ম্মাধর্ম্মসমূহের, এবং পার্থিবাদি পরমাণুপুঞ্জের প্রবর্ত্তক। *

বিনা প্রয়োজনে কোন প্রেক্ষাবান্ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না। যিনি আপ্তকাম, যাহা প্রাপ্তব্য, তৎসমস্তই যাঁহার পাওয়া হইয়াছে, তাঁহার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। অতএব আপ্তকাম ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি হইবে কেন? যিনি আপ্তকাম তাঁহার যে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য জগৎ নির্ম্মাণে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। 'ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির প্রবৃত্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে, তিনি পরানুগ্রহার্থ জগৎ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়েন', একথাও বলা যায় না, কারণ ঈশ্বর যদি কারুণ্যবশতঃ জগৎ সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে, সংসার সুখময় হইত, কোন প্রাণিকে তাহা হইলে, যাতনাভোগ করিতে হইত না। ঈশ্বর করুণাপূর্ব্বক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অকালে নিষ্ঠুর কাল কর্ত্তৃক মুষিত (অপহৃত) হৃদয়রত্ন কি এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিবেন? চিররুগ্নকে কি ইহা স্বীকার করান সুখসাধ্য? দারিদ্র্যদহনে নিয়ত দহ্যমান ব্যক্তির কি এই সিদ্ধান্ত মনোমত হইতে পারে?

ঈশ্বরের জগৎ সর্জ্জন যে, করুণামূলক, জীবের অনুগ্রহার্থই তিনি যে, জগৎ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহলেশ নাই, প্রত্যেক ঐশনিয়ম, ঈশ্বর যে, পরমদয়ালু, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে। ঈশ্বর আমাদের পরমপিতা; দুষ্ট সন্তানকে পিতা শাসন করেন, বিপথগামী সন্তানকে সৎপথে আনিবার জন্য তিরস্কার বা প্রহার করেন। স্বল্পবোধ সন্তান পিতাকে এইজন্য নির্দ্দয় মনে করিলেও, পিতা বস্তুতঃ পরমদয়ালু, দুষ্ট সন্তানের পরম হিতৈষী। রোগী যাহা খাইতে চাহে, চিকিৎসক অপথ্য বলিয়া, যদি তাহাকে তাহা খাইতে নিষেধ করেন, তবে কি চিকিৎসককে নিষ্ঠুর বলিতে হইবে? একখানি প্রস্তর কোন নদীতটে পড়িয়াছিল; লোকে তাহার উপরি মল, মূত্র ত্যাগ করিত। একজন প্রতিমাকর প্রস্তরখানিকে গৃহে আনয়নপূর্ব্বক, দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল, প্রতিমা নির্ম্মাতার পাষাণদারণ যন্ত্রের আঘাত পাইয়া, প্রস্তরখানি তাহাকে বলিয়াছিল, বিধাতা তোমার হৃদয় এমন নিষ্করুণ করিয়াছিলেন কেন? আমি নদীতটে পড়িয়াছিলাম, তোমার কোনই অনিষ্টাচারণ করি নাই, তুমি কি জন্য বিনা অপরাধে আমাকে এত কষ্ট দিতেছ?

* "গুণবিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ ••• প্রত্যাত্মবৃত্তীন্ ধর্ম্মাধর্ম্মসঞ্চয়ান্ পৃথিব্যাদীনি চ ভূতানি প্রবর্ত্তয়তি •••।"—বাৎস্যায়নভাষ্য।

প্রতিমানির্ম্মাতা উত্তর করিয়াছিলেন, আমি নিষ্ঠুর নহি, আমি তোমার কি উপকার করিতেছি, তাহা তুমি এখন বুঝিতে পারিবে না। যন্ত্রের আঘাতে তোমার যে, কষ্ট হইতেছে, তাহা আমি জানি, কিন্তু এ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। নদীতটে পড়িয়াছিলে, লোকে তোমার উপরি মল, মূত্র ত্যাগ করিত, এক্ষণে তোমাকে আমি দেবপ্রতিমা করিয়া দিলাম; যাহারা তোমার উপরি মল, মূত্র ত্যাগ করিত, এখন তাহারাই তোমাকে পুষ্প, চন্দন দিয়া পূজা করিবে, এখন তাহারাই তোমার চরণে প্রণত হইবে, তুমি এখন দেবমন্দিরে প্রতিষ্ঠাপিত হইবে। অতএব একটু কষ্ট দিলেও আমি তোমার পরমবন্ধু, নিষ্ঠুর শত্রু নহি।

পুণ্যের ফল সুখ, পাপের ফল দুঃখ। শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর সুখ ও দুঃখের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। জীবকে দুঃখ দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত নহে। পাপের জন্য জীব দুঃখ পায়, পুণ্য হেতু সুখভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মানুসারে ফল দেওয়াই বিশ্বসম্রাটের নিয়ম। পিতা, চিকিৎসক বা পূর্ব্বোক্ত প্রতিমা নির্মাতার ন্যায় আমাদের মঙ্গলের জন্যই মঙ্গলময় পরমপিতা সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জীবের কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ। জীবের কর্ম্মানুরোধে জগৎকে বৈচিত্রময় করেন বলিয়া, ঈশ্বররের স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না। লৌকিক রাজা সাধুকে অনুগ্রহ এবং দুষ্টকে নিগ্রহ করেন, স্বকৃত নিয়মসমূহের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন, এই জন্য কি তাঁহার স্বাধীনতা বাধিত হয়? স্বীয় অঙ্গ আত্মব্যবধায়ক নহে।

ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিগড়বদ্ধ জীব অবিরাম নিগড় (বেড়ী) মোচনের জন্য—অপবর্গ বা মুক্তির পুরদ্বারে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু শৃঙ্খল কাটিয়া অপবর্গের পুরদ্বারে প্রবেশ করিতে পারগ হইতেছে না, করুণাময় পরমপিতা ইহা দেখিয়া কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? এইরূপ দুর্গত সন্তানগণ নিশ্চয়ই তাঁহার দয়ার পাত্র। ফলভোগ ব্যতিরেকে কর্ম্মের ক্ষয় হয় না; স্বর্গ-নরকাদির সৃষ্টি ব্যতিরেকে কর্ম্মফলের ভোগ হওয়া অসম্ভব; দয়ালু ভগবান্ এই নিমিত্ত বৈষম্যময় জগতের সৃষ্টি করেন।

ভগবান্ যে, কারুণ্যবশতঃ জগতের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত নৈয়ায়িকগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটু আভাস দিলাম।*

অচতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে, চেতন কর্ত্তৃক প্রেরিত না হইলে, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, অচেতনের কর্ত্তৃত্ব (যিনি স্বতন্ত্র, তিনি কর্ত্তা) উপপন্ন হয় না; জ্ঞান, চিকীর্ষা এবং প্রযত্নবিশিষ্ট পদার্থেরই কর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর; অতএব নিত্য

* ন্যায়সূত্র, ন্যায়বার্ত্তিক, ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা, ন্যায়মঞ্জরী, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, তত্ত্বচিন্তামণি, বৈশেষিকদর্শনের প্রশস্তপাদকৃতভাষ্য, ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

জ্ঞান, চিকীর্ষা ও প্রযত্নবিশিষ্ট ঈশ্বর নামক পদার্থের অস্তিত্ব অনুমান প্রমাণে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অচেতন স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, ঈশ্বর নামক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকারের যদি ইহাই যুক্তি হয়, তবে চেতন জীবাত্মা সমূহের অধিষ্ঠাতৃত্ব অঙ্গীকার করিলেই তো ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে, অতিরিক্ত ঈশ্বর নামক পদার্থের অস্তিত্ব মানিবার প্রয়োজন কি?

পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, বিরুদ্ধ সংস্কারবিশিষ্ট, বহুজীবাত্মার বিশ্বের অধিষ্ঠাতৃত্ব সম্ভবপর হয় না। বহু ব্যক্তিদ্বারা সাধ্য কার্য্যের তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে, জানিতে পারা যায়, কর্ম্মকরগণ একজন নেতার আদেশের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। পিপীলিকাদি আসন্নচেতন জীববৃন্দও এই নিয়ম পালন করে, ইহারাও একটী প্রবর্ত্তকের আদেশানুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে। অধিষ্ঠাতার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, জীবাত্মার সেই সকল গুণ নাই। অধিষ্ঠেয়ের স্বরূপ, অধিষ্ঠেয়ের সাধ্য প্রয়োজন ইত্যাদি পূর্ব্বে জানা না থাকিলে, কেহ অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। সারথি রথের অধিষ্ঠাতা; রথ অধিষ্ঠেয়; রথে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে সারথির রথের স্বরূপ ও তৎসাধ্য প্রয়োজনের জ্ঞান যে, থাকে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। জীবাত্মার বিশ্বজগতের স্বরূপের, বিশ্বজগতের সাধ্য প্রয়োজনের জ্ঞান থাকা অসম্ভব; অতএব জীবাত্মা বিশ্বজগতের, অধিষ্ঠাতা হইবার অযোগ্য।

'কর্ম্মফলপ্রাপ্তি যে, ঈশ্বরাধীন, কর্ম্মই যে, কর্ম্মের ফলদাতা নহে', এক্ষণে এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

কর্ম্ম করিয়াও যে, ইচ্ছানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, বুঝিয়াছি, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির হীনতাই তাহার কারণ। শক্তিহীনতার পূর্ণতা কিরূপে হইতে পারে? আমার যাহা নাই, তাহাকে আমি কিরূপে পাইতে পারি? যাঁহার তাহা আছে, যদি তিনি আমাকে দয়া করিয়া, তাহা দান করেন, তবেই আমি তাহা পাইতে পারি? কর্ম্মদ্বারা হীনশক্তির শক্তিবৃদ্ধি হয়, মূঢ়ের চৈতন্যোদয় হইয়া থাকে। অসৎ কখনও সৎ হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, অল্পের ভূমা আছে, পরিচ্ছিন্নের অপরিচ্ছিন্নভাব আছে। অপিচ অল্প ও ভূমা পরস্পর সম্বন্ধ, পরিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছিন্ন হইতে একেবারে ভিন্ন নহে। জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির পূর্ণভাবই ঈশ্বর। অতএব সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই কর্ম্মের ফলদাতা, কর্ম্ম কর্ম্মের ফলদাতা নহে। মহর্ষি গোতম এই কথা বুঝাইবার জন্যই বলিয়াছেন, 'পুরুষের কর্ম্মফল নিষ্পত্তি ঈশ্বরাধীন।'

তবে ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই সর্ব্বেসর্ব্বা বলি না কেন? কর্ম্ম মানিবার প্রয়োজন কি?

কর্ম্ম না মানিলে, জগতের বৈচিত্র্য উপপন্ন হইবে কেন? কর্ম্ম ন মানিলে, ঈশ্বরের নির্দ্দয়তা, কর্ম্মপ্রবর্ত্তনের বা জগৎ সর্জ্জনের আনর্থক্য, এবং মোক্ষের অসম্ভাব্যতা, এই তিনটী দোষ অপরিহার্য্য হইয়া থাকে। আমরা এই নিমিত্ত বলিয়াছি, যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান নিতান্ত সংকীর্ণ, ঈশ্বরের প্রকৃতরূপ তাঁহাদের নয়নে পতিত হইতে পারে না। পুনর্জ্জন্ম, অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম, জীবাত্মা, স্বর্গ, নরক, যাঁহারা এই সকল পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, এই সকল পদার্থের তত্ত্ব যাঁহাদের যথাপ্রয়োজন বিনিশ্চিত হইয়াছে, তাঁহারাই ঈশ্বরের প্রকৃতরূপ দর্শনের যোগ্য। পূর্ব্বমীমাংসা ও সাংখ্যদর্শন এই নিমিত্ত বিবিধ যুক্তিদ্বারা এই সকল পদার্থের স্থাপনার্থ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসা ও সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরের প্রকৃতরূপ প্রদর্শন করিবার জন্যই প্রকৃতি, পুরুষ ও কর্ম্মকে প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন, 'ঈশ্বর' নামক পদার্থ সম্বন্ধীয় অপূর্ণ বা ভ্রান্ত জ্ঞানের প্রোৎসারণার্থ ঈশ্বরসিদ্ধির প্রতিকূলে বহু তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। আমরা জীবাত্মা, পরমাত্মা, ঈশ্বর ও কর্ম্মশীর্ষক প্রস্তাবে সাংখ্য ও মীমাংসকদিগের তর্ক-বিতর্কের একটু সংবাদ দিব।

কাপিল ও পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বসিদ্ধির প্রতিকূলে বহু তর্ক-বিতর্ক থাকিলেও, ইহাঁরা নাস্তিকদর্শন শ্রেণীভুক্ত হয়েন নাই কেন? কাপিল ও পূর্ব্বমীমাংসা পরলোক মানিয়াছেন, অদৃষ্ট বা পূর্ব্ব কর্ম্ম মানিয়াছেন, দেহব্যতিরিক্ত পুরুষ বা জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, দেহব্যতিরিক্ত পুরুষ বা জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, বেদের অভ্রান্তত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এইনিমিত্ত ইহাঁরা আস্তিকদর্শন শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। আমরা এস্থলে বলিয়া রাখিতেছি, কপিল ও জৈমিনি যে, ঈশ্বর মানেন নাই, তাহা নহে। বেদ প্রতিপাদিত ঈশ্বরের রূপ যথাযথ ভাবে দর্শন করিতে হইলে, কপিল ও পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের উপদেশ অবশ্য শ্রোতব্য।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তিত্রয় হইতেই বিশ্বজগতের সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধিত হইতেছে ও হইয়াছে, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বর নামক স্বতন্ত্র কর্ত্তার অস্তিত্ব মানিতে চাহেন না, তাঁহারা স্পষ্ট, অস্পষ্ট যে ভাবেই হউক, এই কথা বলিয়া থাকেন। নাস্তিক বৈজ্ঞানিকগণ অনেকতঃ বিকৃত কাপিল মতাবলম্বী। বিকৃত কাপিল মতাবলম্বী বলিলাম কেন? নাস্তিক বৈজ্ঞানিকগণ কর্ম্মের প্রকৃতরূপ দেখেন নাই, কর্ম্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিতে পারগ হয়েন নাই, চৈতন্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানেন নাই, পুনর্জ্জন্ম অঙ্গীকার করেন নাই, আমরা যে,

ইহাঁদিগকে বিকৃত কাপিল-মতাবলম্বী বলিলাম, ইহাই তাহার কারণ।

জড়শক্তি যে, কালের অধীন হইয়া, কার্য্য করে, তাহা মানিতে হইবে। যদি তাহা না মানা যায়, তাহা হইলে বিশ্বজগতের সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইত, কখন প্রলয়াবস্থা আসিত না, অথবা ইহার চিরপ্রলয়াবস্থাতেই অবস্থান অবশ্যম্ভাবী হইত, কদাচ সৃষ্টি হইত না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। জ্ঞানশক্তি বিরহিত জড়ের কালজ্ঞান থাকা সম্ভব নহে; কোন্ কালে ইহা কর্ত্তব্য, কোন্ কালে অকর্ত্তব্য, তদবধারণ জ্ঞানশক্তিবিহীনের সাধ্য হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, জড়শক্তি ব্যতীত ঈশ্বর নামক পদার্থ আছেন. আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, ইহারা ইতরেতরাশ্রয়ী। যাহারা ইতরেতরাশ্রয়ী, তাহাদের কেহই মূল কারণ হইতে পারে না। জড়শক্তি সকল যখন আপেক্ষিক, তখন স্বীকার করিতে হইবে, কোন স্বতন্ত্র, কোন পূর্ণ সত্য ইহাদের মূলে বিদ্যমান আছে, স্বাধীনকে অবলম্বন না করিয়া, পরাধীন থাকিতে পারে না। নাস্তিক বৈজ্ঞানিকগণ কোন কার্য্যের আদ্যন্তের তত্ত্বানুসন্ধানে তত মনোযোগী নহেন তা'ই ইহাঁদের ঈশ্বরকে ছাড়িলে, অদৃষ্টকে প্রত্যাখ্যান করিলে, পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস না করিলে, বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। জড় প্রকৃতি স্বতন্ত্রভাবে বিশ্ব পরিণামসাধন করিতে পারে, যদি ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, ভোগ-মোক্ষাদি প্রয়োজনের অভাবনিবন্ধন, ইহার বিশ্বপ্রপঞ্চের জনকত্ব সিদ্ধ হয় না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকেই ব্যক্ত-জগতের পরিণাম যে, চৈতন্যাধিষ্ঠিত অব্যক্ত দ্বারা হইয়া থাকে, ঈশ্বরেচ্ছাই যে, নিখিলকার্যের মূলকারণ, পরমাণুসকল যে, কোন নিয়ামকশক্তিদ্বারা প্রবর্ত্তিত, যথাপ্রয়োজন সন্নিবেশিত ও নিয়ামিত হইয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার, ডারুয়িন, বুক্নার, হক্স্লী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, যাঁহারা ভূত ও ভৌতিক শক্তিকে সর্ব্বকার্য্যের কারণরূপে অবধারণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারাও জড়বাদের উপরি অচলভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয়েন নাই। ডারুয়িন্, স্পেন্সার প্রভৃতি চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ একবার বলিয়াছেন, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, পরোক্ষ বা আধ্যাত্মিক কর্ত্তৃত্বে সম্প্রত্যয়, মানবজাতির আদিমাবস্থায় ছিল না; কিঞ্চিৎ তর্ক বা বিচারশক্তির সহিত যখন কল্পনা ও কৌতূহলবৃত্তির অংশতঃ বিকাশ হয়, তখনই স্বাভাবিক নিয়মে মানবের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ঘটনাপুঞ্জের তত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্তি জন্মে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, পরোক্ষ বা আধ্যাত্মিক কর্ত্তৃত্বে সম্প্রত্যয়, এই অবস্থায় হইয়া থাকে। স্বপ্ন দর্শন, ছায়াবলোকন, এবং অন্যান্য কারণবশতঃ অর্দ্ধ সভ্য মানব শরীরাত্মা ও অন্তরাত্মা, আত্মার এই দ্বৈবিধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে আরম্ভ করে।

অন্যবার বলিয়াছেন, ক্রমবিকাশবাদের (Evolution theory) বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিপ্রতিভাত রূপ জড়বাদাত্মক নহে, আমরা জড়বাদী নহি; জড়শক্তি হইতে সজীব বা চেতনপদার্থের উৎপত্তি হওয়া কোনরূপেই সম্ভবপর নহে, জড়ের স্বাতন্ত্র্য নাই; কার্ব্বন, হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্ ইত্যাদির সমবায় হইতে কিরূপে চৈতন্যের আবির্ভাব হইবে, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না।

তাই বলিতেছি, ইহাঁরা জড়বাদের উপরিও স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয়েন নাই। তাহার পর 'ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস অর্দ্ধসভ্যাবস্থায় হইয়া থাকে', উক্ত পণ্ডিতদিগের এইরূপ অনুমানই কি, অব্যভিচারি প্রত্যক্ষভূমিক? বীল্, গ্রোভ্, টেট্, ষ্টুয়ার্ট কুক্, জেবন্স, ওয়ালেস্, প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও যখন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন, এই সুসভ্যাবস্থাতেও অন্তরাত্মার অস্তিত্ব স্থাপনে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছেন, তখন কেমন করিয়া বলিব, ডারুয়িন, স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের ঐরূপ অনুমান অব্যভিচারি প্রত্যক্ষভূমিক। বীল্, গ্রোভ্, টেট্ ইত্যাদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক কুলচূড়ামণিগণকে কিরূপে অর্দ্ধসভ্য বলিয়া গ্রহণ করি?

শাস্ত্র 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই শব্দদ্বয়ের প্রধানতঃ যে যে অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা জানানই আমাদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব মানেন, শাস্ত্র যে প্রধানতঃ তাঁহাদিগকেই 'আস্তিক', এবং যাঁহারা তদ্বিপরীত তাঁহাদিগকে 'নাস্তিক' বলিয়াছে, তাহা উপলব্ধি হইল।

যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন, শাস্ত্র তাঁহাদিগকেই বিশেষতঃ আস্তিক, এবং যাঁহারা তদ্বিপরীত তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়াছেন কেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, 'পরলোক' বলিতে শাস্ত্র কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা জানা আবশ্যক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পরলোক কোন্ পদার্থ?

'পরলোক' এই শব্দের ব্যুৎপত্তি।—'পরলোক', 'পর ও 'লোক' এই পদদ্বয়ের মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে। 'পর' শব্দ শ্রেষ্ঠ, অরি, দূর, অন্য, উত্তর ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'লোক' শব্দ ভুবন ও জন, এই দ্বিবিধ অর্থের বোধক। দর্শনার্থক 'লোক' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া, 'লোক'। যাহা লোকিত—দৃষ্ট হয়, তাহা 'লোক'। যাহা লোকিত—দৃষ্ট হয় না, যাহা লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয়, বহিঃস্থিত, দূরবর্ত্তী, তাহা 'পরলোক'।

পরলোকের ব্যুৎপত্তি হইতে কি বুঝা যায়?—যাহা লোকিত—দৃষ্ট হয় না, যাহা লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয়, তাহা 'পরলোক', 'পরলোকের এই ব্যুৎপত্তি হইতে কি বুঝা যায়, এখন তাহা দেখিতে হইবে।

যাহা স্থূল, তাহার সূক্ষ্ম অবস্থা আছে, স্থূল সূক্ষ্মদ্বারা ব্যাপ্ত। 'যাহা স্থূল, তাহার সূক্ষ্ম অবস্থা আছে', এই কথার অভিপ্রায় কি? কার্য্যের কারণ আছে, এই কথার যাহা অভিপ্রায়, যাহা স্থূল, তাহার সূক্ষ্ম অবস্থা আছে, স্থূল সূক্ষ্মদ্বারা ব্যাপ্ত, এইকথারও তাহাই অভিপ্রায়। যাহা স্থূল, তাহা কার্য্যকারণাত্মক। যাহার অন্তঃ ও বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে, তাহাই কার্য্যপদার্থ, সুতরাং যাহা স্থূল, তাহা কার্য্য-কারণাত্মক, এই কথার অর্থ হইতেছে, যাহা স্থূল, তাহা কারণগর্ভে বিদ্যমান, তাহা অন্তঃ ও বহিঃ, এই দ্বিবিধ অবস্থাবিশিষ্ট। 'অন্তঃ' ও 'বহিঃ' (Inner and outer) যথাক্রমে অব্যক্ত ও ব্যক্ত বা সূক্ষ্ম ও স্থূল এই অর্থেরই বাচক, ব্যক্ততা ও অব্যক্ততা ভিন্ন আন্তর ও বাহ্যের মধ্যে অন্য কোন রূপ ভেদ নাই। যাহা লোকিত হয়, তাহা লোক, যাহা লোকিত বা দৃষ্ট হয় না, তাহা 'পরলোক'। যাহা লোকিত হয়, তাহা স্থূল, তাহা ব্যক্ত, তাহা কার্য্য; যাহা লোকিত হয় না, যাহা স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয়, তাহা সূক্ষ্ম, তাহা অব্যক্ত, তাহা কারণ। অতএব বলিতে পারা যায়, লোক, স্থূল, ব্যক্ত ও কার্য্য (Seen), এবং পরলোক, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত ও কারণ (Unseen), ইহারা সমানার্থক।

যাহার যাহা সূক্ষ্ম, যাহার যাহা কারণ—ব্যাপক, তাহার তাহা আত্মা, তাহার তাহা 'ব্রহ্ম'। যাহা অকার্য্য, যাহা কাহারও বিকার নহে, যাহার অন্তঃ ও বহিঃ, এই দ্বিবিধ অবস্থা নাই, সতরাং যাহা পরমকারণ, তাহাকেই 'পরমাত্মা', 'পরব্রহ্ম', এই নামে অভিহিত করা হয়। *

যাহা সূক্ষ্ম, যাহা অব্যক্ত বা কারণ, যাহা ব্যাপক, যাহা লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয়, তাহা 'পরলোক', পরলোকের এই ব্যুৎপত্তির স্বরূপ চিন্তা করিতে যাইয়া, আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, 'পরলোক' আত্মা, অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম, পুনর্জ্জন্ম, মৃত্যু, স্বপ্ন, সুষুপ্তি শাস্ত্রবর্ণিত স্বর্গাদি লোক, অতীত ও অনাগতভাব ইত্যাদির বাচক।

'পরলোক' কি সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে? 'পরলোক' বলিতে লোকে সাধারণতঃ পর বা ভবিষ্যৎ জগৎকে (Next or future world)

---

* "অন্তর্বহিশ্চ কার্য্যদ্রব্যস্য কারণান্তরবচনাদকার্য্যে তদভাব।" —ন্যায়দর্শন ৪।২।২০।
"আত্মা অভ্যন্তরো সর্বমেব হি তেনোভিতং ভবতি সর্ব্বগত্বাৎ। * * * সূক্ষ্মেণ হি স্থূলং ব্যাপ্যতে, ন স্থূলেন সূক্ষ্মম্ স্থূলঞ্চ কার্য্য-কারণম্, সূক্ষ্ম আত্মা।" —নিরুক্তটীকা।
"ব্যক্তভাব্যক্তভামাত্রভেদো হ্যান্তরবাহ্যয়োঃ।" —স্যাংখ্যসার।
"যস্য যদ্ব্যাপকং তস্য তদ্‌ব্রহ্মাঽত্মোধরাদিকম্।" —সাংখ্যসার।

বুঝিয়া থাকেন; পরলোকের যথোক্ত ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ, নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধ নহে। শাস্ত্রে 'পরলোক শব্দ সামান্যতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিষয় পদার্থ-মাত্রের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে'। আত্মা, স্বর্গাদিলোক, পুনর্জ্জন্ম ইত্যাদি পরলোকর উক্ত ব্যাপক অর্থেরই অন্তর্ভূত। আত্মা, স্বর্গাদিলোক, পুনর্জ্জন্ম, অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম, ইত্যাদি ইহারা লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থ, অতএব পরলোকের ব্যুৎপত্তি অনুসারে, ইহাদিগকে 'পরলোক' বলিতেই হইবে।

'পর বা ভবিষ্যৎ জগৎ' বলিতে লোকের কি বোধ হয়? যাঁহারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, অতীত ও অনাগতকে যাঁহারা স্বরূপতঃ বিদ্যমান বলিয়া স্বীকার করিতে অপারগ, পর বা ভবিষ্যৎ জগৎ তাঁহাদের সমীপে আকাশকুসুমের ন্যায় বস্তুশূন্য বা অসৎ পদার্থরূপেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। যাঁহারা অতীত ও অনাগতকে স্বরূপতঃ সৎ বলিয়া বিশ্বাস করিতে অপারগ, প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থসমূহ যাঁহাদের দৃষ্টিতে আকাশকুসুমবৎ অসৎ, তাঁহারা কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারেন? তাঁহারা কি কোন কার্য্যের সূক্ষ্ম অবস্থা দেখিতে পান? বিনা কারণে কোন কার্য্য উৎপন্ন হয়না, সতের নাশ ও অসতের উৎপত্তি অসম্ভব, যাঁহারা ইহা মানেন, তাঁহারা কিরূপে অতীত ও ভবিষ্যৎ জগৎ না মানিয়া থাকিতে পারেন, আমাদের তাহা বোধগম্য হয় না। ফল কথা যাঁহাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ জগতে বিশ্বাস নাই, 'সতের নাশ ও অসতের উৎপত্তি অসম্ভব', মুখে এই কথা বলিলেও, তাঁহাদের অন্তরে যে, এই তথ্যের প্রকৃতরূপ পতিত হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ।

যাঁহারা কার্য্যের কারণাসুন্ধান করেন, তাঁহাদের যে, অতীত ও অনাগতের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবে কার্য্যমাত্রের পরমকারণকে জানিবার চেষ্টা না হইলে, পরলোকের ব্যাপক বা পূর্ণরূপ অনুমাননেত্রে পতিত হয় না। কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে করিতে যখন এরূপ কারণপ্রকোষ্ঠে উপনীত হওয়া যায়, যে কারণপ্রকোষ্ঠ অন্য কারণগর্ভে বিদ্যমান নহে, অর্থ্যাৎ যাহা অবিকার—অকার্য্য, যাহা পরমকারণ, কারণানুসন্ধান তখনই পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক কার্য্যের পরমকারণ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে না পারিলে, কারণানুসন্ধিৎসা চরিতার্থ হয় না, প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হয় না।

প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা যাহা সিদ্ধ হইবে, তাহাই মানিব, তাহা ছাড়া আর কিছু মানিব না, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহারাও পরমাণু (Atom), ইথার (Ether) এবং শক্তি (Force), এইসকল পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সন্দেহ নাই। পরমাণু, ইথার, শক্তি, ইহারা যে, ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থ

নহে, তাহা বলা বাহুল্য। পণ্ডিত গ্রোভ (Grove) বলিয়াছেন, শক্তিকে (Force) আমরা দেখিতে পাই না, কর্ম্মই আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। 'অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা যাহা সিদ্ধ হইবে, তাহাই মানিব, তাহা ছাড়া আর কিছু মানিব না', বৈজ্ঞানিকগণকে, নিশ্চয়ই এইরূপ প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হয়। পরলোকে অল্প বিস্তর বিশ্বাস মানুষমাত্রের আছে; বিশিষ্ট প্রতিভার প্রেরণায় স্থূলপ্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থ সকলের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে যাঁহারা প্রস্তুত নহেন, তাঁহারাও পরলোককে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না।

প্রতিভা বিমল না হইলে, কোন শব্দের প্রকৃত অর্থের পরিগ্রহ হয় না। অতএব 'পরলোক', এই শব্দের প্রকৃত অর্থ যে, সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে, তাহা কখনই সম্ভব নহে; যাঁহার যেরূপ প্রতিভা পরলোকের তিনি সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করিবেন। 'ইহা এইরূপ', সকলেই স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন; প্রতিভাই জ্ঞান, বিশ্বাস, ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তি ইত্যাদির নিয়ন্ত্রী, প্রতিভা দ্বারাই জাতি ও ব্যক্তিগত জ্ঞান-বিশ্বাসাদি ব্যবস্থাপিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত শক্তি যেপ্রকার নিমিত্তকারণযোগে আবির্ভূত হয়, সেই প্রকার জন্মান্তরের অভ্যাসজনিত, প্রত্যেক ব্যক্তিগত প্রতিভা, নিমিত্তকারণযোগে প্রকটিত হইয়া থাকে।

শ্রুত্যাদি শাস্ত্রে 'পরলোক' শব্দ বিশেষতঃ যদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।— বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, মৃত্যুর পর জীব যে লোকে গমন করে, 'পরলোক', এই শব্দ দ্বারা সেই লোককে লক্ষ্য করিয়াছেন। পুরুষের 'ইহলোক' ও 'পরলোক' এই দুইটি স্থান। প্রত্যক্ষতঃ অনভূয়মান, (যাহার প্রত্যক্ষতঃ অনুভাব হয়), শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংবেদন (Sensations)-বিশিষ্ট স্থান, বর্ত্তমান জন্ম, 'ইহলোক', এবং শরীরাদির বিয়োগের উত্তরকালে, মরণের পর অনুভবনীয় স্থান 'পরলোক'। * যাবৎ মুক্তি না হয়, তাবৎ পুরুষ জন্ম ও মরণদ্বারা (জন্মদ্বারা ইহলোকে এবং মরণদ্বারা পরলোকে) 'ইহলোক' ও 'পরলোক', এই দ্বিবিধ লোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকে।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ যদর্থে পরলোক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার স্বরূপ জানিতে হইলে, বলা বাহুল্য, স্বর্গাদি লোকের আত্মার, পুনর্জ্জন্মের, লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহের, এবং শুভাশুভ কর্ম্মের তত্ত্বদর্শন আবশ্যক।

চরকসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, যে সকল পুরুষের মনঃ, বুদ্ধি, শরীর, মানসবল রোগাদিদ্বারা উপহত নহে, যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক, এই দ্বিবিধ লোকেরই

* "তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদং চ পরলোকস্থানং চ * * *।"—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদের প্রাণৈষণা (যাহাতে দীর্ঘ ও নীরোগ জীবন হয়, তজ্জন্য চেষ্টা), ধনৈষণা (যথান্যায় অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা) এবং পরলোকৈষণা' (পরলোকে যাহাতে সদগতিলাভ হয়, তজ্জন্য চেষ্টা), এই ত্রিবিধ এষণা (সাধনা) অবশ্য কর্ত্তব্য। 'পরলোক' এস্থলেও জন্মান্তর এবং স্বর্গাদি পরোক্ষ লোক বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন না, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল মানেন না, ইহলোক ব্যতীত লোকান্তরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন না, চরকসংহিতাও তাঁহাদিগকেই 'নাস্তিক' বলিয়াছেন (চরকসংহিতার সূত্রস্থানের একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

বর্ত্তমানদেহের পতন হইলে, আর জন্ম হয় না, আত্মা দেহ ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ নহেন, পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব, যাঁহাদের এই রূপ মত, বলা বাহুল্য, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে 'নাস্তিক' পদবাচ্য। পুনর্জ্জন্ম মানেন না, অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই, মরণের পর মানুষের হয় চিরকালের জন্য সুখময় স্বর্গধামে বাস, না হয় অনন্তকালের জন্য দুঃখময় নরকে অবস্থিতি হইয়া থাকে, এবম্প্রকার মত পোষণ করেন, অথচ 'ঈশ্বর' আছেন, এই কথা বলেন, পৃথিবীতে ঈদৃশ ব্যক্তি আছেন। শাস্ত্রমতে ইহারাও (ঈশ্বর আছেন বলিলেও) স্থূলদর্শী, ইহাঁরাও নাস্তিক। 'ঈশ্বর' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, ইহাঁরাও তাহা জানিতে পারেন নাই।

'পরলোক' নামক গ্রন্থে কোন্ কোন্ পদার্থের তত্ত্বান্বেষণ কর্ত্তব্য? যাহা পরোক্ষ—প্রত্যক্ষের অবিষয়, তাহা পরলোক, পরলোক, এই শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে আমরা এই অর্থ পাইয়াছি। যাহা বর্ত্তমান, যাহা স্থূল, তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয়, এবং যাহা অতীত ও অনাগত, যাহা সূক্ষ্ম, তাহা পরোক্ষ—প্রত্যক্ষের অবিষয়। অতএব যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়দ্বারে পতিত হয়, তাহাদের অতীত ও অনাগত অবস্থা এবং যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়দ্বারে পতিত হয় না, অনুমান ও আপ্তোপদেশ দ্বারা যাহাদের সত্তা সপ্রমাণ হইয়া থাকে, সেই সকল পদার্থের স্বরূপ, 'পরলোক' নামক গ্রন্থে ইহাদেরই তত্ত্বানুসন্ধান কর্ত্তব্য।

যাহা সৎ—বস্তুতঃ বিদ্যমান, তাহারই উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, অসৎ—যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হয় না, যাঁহারা এই কথা স্বীকার করেন, 'যাহা ইন্দ্রিয়দ্বারে পতিত হয়, তাহাদের অতীত ও অনাগত অবস্থাও যে, সৎ, তাঁহাদিগকে তাহা মানিতে হইবে। রামের পুত্র ছিল না, পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল, মাতা, পিতা ছিলেন, অন্তর্হিত হইলেন। সতের নাশ, এবং অসতের উৎপত্তি হইতে পারে না; অতএব অস্বীকার করিতে হইবে, রামের পুত্র সূক্ষ্ম অবস্থা বিশেষে বিদ্যমান ছিল, এবং মাতা-পিতাও সূক্ষ্ম অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত হইলেন। জন্ম ও মৃত্যু

পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যাহা জন্মায়, তাহা সূক্ষ্ম অবস্থা বিশেষে বিদ্যমান থাকে, এবং যাহা বিনাশ প্রাপ্ত বা বিলুপ্ত হয় (শাস্ত্র অদর্শনকেই নাশ বলিয়াছেন, 'নশ্‌' ধাতুর অর্থ অদর্শন), তাহাও সূক্ষ্ম অবস্থা বিশেষে প্রবেশ করে, এই কথার তত্ত্বচিন্তা করিতে যাইলে, পরিদৃশ্যমান পৃথিবী লোকব্যতীত অন্য লোক বা স্থান যে, আছে, তাহা অনুমান হয়। কোন বস্তু (অবশ্য পরিচ্ছিন্ন বা বিকারাত্মক বস্তু) আধারশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে পারে না, সুতরাং জন্মের পূর্ব্বে, এবং মরণের পরে জীবের অবস্থানযোগ্য স্থান বা লোকসমূহ আছে, এইরূপ অনুমান হওয়া, ন্যায়সঙ্গত, সন্দেহ নাই। কর্ম্মভেদে অবস্থার ভিন্নতা হইয়া থাকে। দৃশ্যমানে সংসারে জীবের উচ্চাবচ (উচু নীচু) অবস্থা আমরা দেখিতে পাই। বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না; অতএব জীবের উচ্চাবচ অবস্থার যে, কারণ আছে, তাহা মানিতে হয়। শুভাশুভ কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্মই জীবের উচ্চাবচ অবস্থা প্রাপ্তির কারণ। দৃষ্ট বা স্থূলদ্বারা অদৃষ্ট বা সূক্ষ্মের সিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম অঙ্গীকার করিতে হইবে। কর্ম্মভেদানুসারে জীবের যখন অবস্থার ভেদ হইয়া থাকে, তখন মরনের পর জীবমাত্রেই একস্থানে গমন করে, ইহা কখন সম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব পরলোক যে, একরূপ নহে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, ভূর্লোক, অন্তরিক্ষলোক ও স্বর্লোক, প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ লোকের সংবাদ পাওয়া যায়। ভৌতিকরাজ্য, উদ্ভিদ্‌রাজ্য, সংকীর্ণ চেতনরাজ্য, এবং বিশিষ্ট চেতনরাজ্য, ইহলোকে আমরা এই চতুর্ব্বিধ রাজ্য বা প্রকৃতির এই চতুর্ব্বিধপর্ব্ব দেখিতে পাই। ইহালোকে মনুষ্যই উচ্চতম জৈব সর্গ। মর্ত্ত্যধামে মনুষ্য উচ্চতম জীব হইলেও, মনুষ্যত্ব জীবত্বের চরম পর্ব্ব নহে, মনুষ্য হইতে উৎকৃষ্টতর জীব আছেন। 'লোক', এই শব্দ যে, ভুবন ও জন, এই দ্বিবিধ অর্থের বোধক, পূর্ব্বে তাহা বিদিত হইয়াছি। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ, এই শব্দত্রয় যথাক্রমে যাঁহার স্বর্গলোকবাসী, তাঁহাদের সহিত পৃথিব্যাদি লোকত্রয়ের বোধক হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি লোকত্রয়ের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রিয়া (Mutual action) হয়, ইহারা পরস্পর সম্বন্ধ।

যে সকল পদার্থ আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহারা পরিচ্ছিন্ন, তাহারা সাতিশয় (Finite)। জ্ঞানের তারতম্য—ন্যূনাধিক্য, আমরা দেখিতে পাই। যে পদার্থ সাতিশয় (Finite), যে পদার্থের তারতম্য লক্ষিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই কোন একস্থানে নিরতিশয় (Infinite) হইবে। সংসারে জ্ঞানের যখন তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে, একব্যক্তি হইতে অপর এক ব্যক্তিকে, তাহা হইতে অন্য এক ব্যক্তিকে যখন আমরা অধিকতর সূক্ষ্মদর্শী বলিয়া বুঝিতে পারি, তখন অনুমান হয় এইরূপ কোন এক পুরুষ আছেন, যাঁহার জ্ঞান নিরতিশয় যাঁহাতে জ্ঞানের এই তারতম্য পরিসমাপ্ত

হইয়াছে। যে স্থানে জ্ঞান নিরতিশয়তা প্রাপ্ত হয়, শাস্ত্রে তিনি 'ঈশ্বর' এই নামে অভিহিত হইয়াছেন।

প্রত্যক্ষগম্য পদার্থমাত্রেই প্রতিক্ষণ-পরিণামী, নিয়ত পরিবর্তনশীল, সংসারের কোন পদার্থেই মুহূর্তকালের জন্য এক অবস্থাতে অবস্থান করিতে পারে না। প্রত্যক্ষগম্য পদার্থমাত্রেই যে প্রতিক্ষণপরিণামী, তাহা যখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি, তখন স্বীকার করিতে হইবে, অপরিণামি-পদার্থও আছে। জগৎ যদি কেবল পরিণামি-পদার্থের সমষ্টি হইত, তাহা হইলে, ইহার অস্তিত্ব কাহারও বুদ্ধিতে বিষয়ীভূত হইতে পারিত না। অপরিণামিপদার্থ ব্যতিরেকে পরিণামি-পদার্থকে কে জানিবে? যিনি জ্ঞাতা, তিনিও যদি প্রতিক্ষণ-পরিণামী হয়েন, তাহা হইলে, কিরূপে এবং কাহারই বা জ্ঞান হইবে? অতএব পরিণামিভাবসমূহের পশ্চাদ্বর্ত্তী, অপ্রত্যক্ষ সত্তাক (যৎপদার্থের সত্তা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না) কোন অপরিণামী বা স্থির পদার্থ যে, আছেন, তাহা অনুমানসিদ্ধ। এই অপরিণামি-পদার্থই 'আত্মা', এই নামে উক্ত হয়েন।

যাবৎ মুক্তি না হয়, তাবৎ জীবকে ইহলোক হইতে পরলোকে, এবং পরলোক হইতে ইহলোকে, গমনাগমন করিতে হইয়া থাকে। মৃত্যু হইলে, স্থূলশরীর—শবদেহ ইহলোকেই পড়িয়া থাকে। স্থূলশরীর যে, স্বর্গাদি লোকে গমন করে না, স্থূলশরীর দ্বারা যে, স্বর্গাদি ভোগ সম্ভবপর নহে, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, প্রত্যক্ষশরীর ব্যতিরিক্ত সূক্ষ্মশরীর আছে।

পরলোকের তত্ত্বান্বেষণ করিতে হইলে, পুনর্জ্জন্ম, অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম, স্বর্গাদিলোক, আত্মা, লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহ, ঈশ্বর এই সকল পদার্থের স্বরূপাবলোকন যে, অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল। আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে যথাশক্তি ও যথাস্থান এই সকল বিষয়েরই তত্ত্বচিন্তা করিব।

তৃতীয় প্রস্তাব

জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ

পুনর্জ্জন্ম পরোক্ষ— ইহা স্থূল প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। যাঁহারা প্রত্যক্ষপর—প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য প্রমাণ যাঁহাদের সমীপে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয় না, মরণের পর আবার জন্ম হয়, তাঁহারা কখনই ইহা করিতে পারিবেন না, স্থূলপ্রত্যক্ষপর

ব্যক্তিগণকে পুনর্জ্জন্ম হয়, ইহা বিশ্বাস করান কোনরূপেই সম্ভবপর নহে। নাস্তিককে আস্তিক করিবার জন্য আমরা 'পরলোক' নামক গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আস্তিক্যের বীজ লইয়া, যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা, অপিচ যথাশক্তি নাস্তিক মত খন্ডনপূর্ব্বক, আমরা এই গ্রন্থে তাঁহাদিগকে মরণের পর যে, আবার জন্ম হয়, চৈতন্য যে, ভূত বা ভৌতিকশক্তির ধর্ম্ম নহে, পূর্ব্ব কর্ম্মই যে, বর্ত্তমান জন্মের কারণ ইত্যাদি বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

পুনর্জ্জন্ম হয়, ইহা সপ্রমাণ করিতে হইলে, অগ্রে জীবের জন্ম বা উৎপত্তি সম্বন্ধে যতপ্রকার মত প্রচলিত আছে, তৎসমুদয়ের শ্রবণ ও মনন করিতে হইবে। জন্মের স্বরূপদর্শন না হইলে, পুনর্জ্জন্মের তত্ত্ব নির্ণীত হইবে না।

কোন পদার্থের উৎপত্তি তত্ত্ব চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইবামাত্র উহা উৎপত্তির পূর্ব্বে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান ছিল, কি না, এইরূপ জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে। এইরূপ জিজ্ঞাসা হইবার কারণ কি? নাস্তিকগণের মনেও কি এতাদৃশ প্রশ্ন উদিত হয়?

পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, অসৎ—যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার জন্ম বা উৎপত্তি হইতে পারে না, এবং সৎ—যাহা বস্তুতঃ আছে, তাহারও একেবারে নাশ—ধ্বংস হয় না, এইরূপ বিশ্বাসই, 'কার্য্যমাত্রের কারণ আছে, বিনা কারণে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না', এবম্প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার হেতু। নাস্তিকগণও কার্য্যের কারণানুসন্ধান করেন, সন্দেহ নাই, পূর্ব্ব ও অপরভাবের বোধ নাস্তিকদিগেরও আছে। তবে ইহাঁরা পরোক্ষ পূর্ব্বভাবের অস্তিত্ব ভাবিতে যাইলে, ইহাঁদের প্রতিভা বাধা পায়। নাস্তিকগণ ভূত ও ভৌতিক শক্তিকেই সৎ বলিয়া স্বীকার করেন, ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহাদের সত্তা প্রতিপন্ন হয়, তাহাদের অব্যবহিত পূর্ব্বভাব বা একটু সূক্ষ্ম অবস্থা নাস্তিকগণ মানিতে প্রস্তুত, তাহা ছাড়া ইহাঁরা কোন ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থের সূক্ষ্মতর অবস্থা অঙ্গীকার করিতে সম্মত নহেন। নাস্তিকগণকেও কর্ম্ম মানিতে হয়, তবে পূর্ব্বকর্ম্ম মানিতে যাইলে, ইহাঁরা বিপদে পড়েন। পরমাণু ও পরমাণুনিষ্ঠ শক্তি, ইহারাই ইহাঁদের মতে চেতন, অচেতন, সপ্রাণ, অপ্রাণ সর্ব্বপ্রকার পদার্থের কারণ—পূর্ব্বভাব, চৈতন্য, প্রাণ, মনঃ ইত্যাদি ভূতেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ কার্য্য। নিত্য ও অনিত্য, এই দ্বিবিধ ভাবের অল্প-বিস্তর জ্ঞান বিশিষ্ট চেতন পুরুষমাত্রের আছে। নাস্তিকগণও পরমাণু বা ভূত ও ভৌতিকশক্তিকে নিত্য, এবং তৎকার্য্যজাতকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, মানুষ, বিবিধ রাসায়নিক ও ভৌতিক পরিণাম, ইহারা যে, হয়, যায়, তাহা সকলকেই মানিতে হইবে। যাহা হয়, যায়, তাহা অনিত্য সন্দেহ নাই। কার্য্য অনিত্য বটে, কিন্তু কারণ অনিত্য নহে, কারণ যদি অনিত্য হইত, তাহা হইলে জগৎ থাকিত

না, হইত না। মাতা, পিতা মরিতেছেন, কন্যা, পুত্র, জন্মগ্রহণ করিতেছেন, কিছুকাল পরে, ইহাঁরাই আবার মাতা, পিতা হইতেছেন। বীজ হইতে অঙ্কুর হইতেছে, অঙ্কুর হইতে শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ জন্মাইতেছে, বৃক্ষ হইতে ফল হইতেছে, ফল হইতে আবার বীজ হইতেছে। অতএব কারণের ধ্বংস হয় না, কারণ অনিত্য নহে। কার্য্য অনিত্য, কারণ নিত্য, তাহা বুঝিলাম, এক্ষণে জানিতে হইবে, কার্য্য হইতে কারণকে পৃথক্ করিয়া, দেখিতে যাইলে, আমরা কি দেখিতে পাই। 'ঘট' একটী কার্য্য পদার্থ। মৃত্তিকা ঘটের পূর্ব্বভাব, ঘটের কারণ। ঘট হইতে মৃত্তিকাকে বাদ দিলে, কি থাকে? 'ঘট', এই নাম মাত্র থাকে, আর কিছুই থাকে না। মৃত্তিকা যে, ঘট নহে, তাহা স্থির। মৃত্তিকাতে আর কি সংযুক্ত হইলে, ঘট হয়? ঘটের উৎপত্তিতে মৃত্তিকা ছাড়া, আর কোন্ কারণের প্রয়োজন হয়? মৃত্তিকা ভিন্ন ঘটে আর কি আছে? কুম্ভকারের প্রযত্ন, দণ্ড-চক্রের ক্রিয়া, জল, ঘটের উৎপত্তিতে মৃত্তিকা ছাড়া, এই সকল পদার্থের প্রয়োজন হয়। কুম্ভকারের প্রযত্ন, দণ্ড-চক্রের ক্রিয়া, এবং জল, ইহারা ঘটের উৎপত্তিতে কিরূপ উপকার করিয়া থাকে? মৃত্তিকাতে যে সকল ধর্ম্ম বা শক্তি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, ইহারা সেই সকল ধর্ম্ম বা শক্তিকে অভিব্যক্ত করে। মৃৎকণা (Particles) সমূহ যেরূপে সন্নিবেশিত হইলে ঘট হয়, সেইরূপে সন্নিবেশিত হইবার যোগ্যতা উহাদের আছে, কিন্তু জড় বলিয়া, উহারা আপনা হইতে সেইরূপে পরিণত হইতে পারে না। কুম্ভকার, দণ্ড-চক্রাদিদ্বারা মৃৎকণা সমূহে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান যোগ্যতাকে প্রকটিত করে। মৃত্তিকা ঘটকার্য্যের উপাদান কারণ, কুম্ভকার ও দণ্ড-চক্রাদি নিমিত্ত কারণ। অতএব দেখা যাইতেছে, কার্য্যমাত্রেই উপাদানকারণযুক্ত নিমিত্তকারণ। উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণের মধ্যে উপাদান কারণ যে, নিত্য, উপাদান কারণ যে, কার্য্য হইতে কদাচ পৃথক্ হইয়া, অবস্থান করে না, তাহা সুখবোধ্য। অনিত্য কে? উপাদান কারণের সহিত নিমিত্ত কারণের সংযোগ অনিত্য। কার্য্যমাত্রেই উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব কোন কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে হইলে, তাহার উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণের স্বরূপ নিরূপণ আবশ্যক হয়।

বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মায়। বীজ হইতে যখন অঙ্কুর জন্মায়, তখন বীজ কি নষ্ট হয়? যদি বলা যায়, বীজ নষ্ট হয়, তাহা হইলে, জিজ্ঞাস্য হইবে, আবার কিরূপে বীজের উৎপত্তি হইয়া থাকে? অণুসমূহের একরূপ সন্নিবেশের নাম বীজ, অন্যরূপ সন্নিবেশের নাম অঙ্কুর। অতএব বীজ যখন অঙ্কুর হয়, তখন তাহার

অণুসমূহের সন্নিবেশেরই (Arrangement) অন্যথা হয়, উহারা (অণুসমূহ) নষ্ট হয় না, অপিচ অণুসমূহের পুনর্ব্বার অন্যরূপে (বীজাকার ধারণ করিতে হইলে, যেরূপে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত) সন্নিবেশিত হইবার যোগ্যতাও অব্যাহত থাকে। মৃত্তিকা যেমন ঘটের উপাদানকারণ, এবং কুম্ভকার ও দণ্ডচক্রাদি নিমিত্তকারণ, সেইরূপ অঙ্কুরের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ কি?

বীজ অঙ্কুরের উপাদান কারণ, এবং ঈশ্বরেচ্ছা, কাল, পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্ট ইত্যাদি ইহারা নিমিত্ত কারণ। ঈশ্বরেচ্ছা, কাল, পূর্ব্বকর্ম্ম, অঙ্কুর কার্য্যের ইহাদিগকে কারণ বলিয়া স্বীকারের প্রয়োজন কি? অচেতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না; ঘটের উৎপত্তিতে যে জন্য কুম্ভকারের প্রয়োজন, অঙ্কুরের উৎপত্তিতেও সেইজন্য ঈশ্বরের আবশ্যক। কুম্ভকারের প্রযত্ন, চিকীর্ষা ও ঘটের উপাদানাভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে যেমন ঘটকার্য্যের উৎপত্তি হয় না, তেমন ঈশ্বরের প্রযত্নাদি ব্যতিরেকে অঙ্কুরের উৎপত্তি হইতে পারে না। বীজে অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি বিদ্যমান থাকিলেও, ইহা যে, কালের অধীন হইয়া কার্য্য করে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অঙ্কুর কার্য্যের ঈশ্বরেচ্ছা ও কাল যে, নিমিত্ত কারণ, তাহা কতকটা বুঝিতে পারা গেল, এখন পূর্ব্বকর্ম্মকে নিমিত্ত বলিবার প্রয়োজন কি, তাহা চিন্তনীয়। আম, কাঁটাল, জাম ইত্যাদি নানাজাতীয় বৃক্ষ আছে, ইঁহারা যে, বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। আমের বীজ হইতে আমগাছ হয়, কাঁটালের বীজ হইতে কাঁটালগাছ হয়; আমের বীজ হইতে কাঁটাল, বা কাঁটালের বীজ হইতে আমগাছ জন্মায় না। আন্তর ও বাহ্য, সজীবদেহ এই দ্বিবিধ প্রকৃতিদ্বারা জাত, স্থিত, বর্দ্ধিত, বিপরিণামপ্রাপ্ত, ক্ষীণ ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। বীজ বৃক্ষের আন্তর প্রকৃতি, এবং মৃত্তিকা, জল, বায়ু, তেজঃ ও আকাশ ইত্যাদি ইহারা বাহ্য প্রকৃতি। অঙ্কুরিত হইবার, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পল্লব, পুষ্প ও ফলবিশিষ্ট হইবার শক্তি বীজে বিদ্যমান থাকে, মৃত্তিকাদি বাহ্যপ্রকৃতি বীজগর্ভে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত উক্ত শক্তির উদিতাবস্থায় আগমনপথের সহায় হয়। বাহ্যপ্রকৃতি বৃক্ষমাত্রের সাধারণ কারণ, বাহ্যপ্রকৃতি আম্রবীজেরও যাহা, অন্যান্য বীজেরও তাহা। এখন জ্ঞাতব্য হইতেছে, আন্তর, প্রকৃতিভেদের কারণ কি? অণুসমূহের সন্নিবেশাদির ভেদবশতঃ আন্তরপ্রকৃতির ভেদ হইয়া থাকে, যদি এই কথা বলা যায়, তাহা হইলেও, সন্নিবেশাদির ভেদের কারণ কি, এই প্রশ্নের সমাধান আবশ্যক হইবে। পূর্ব্বকর্ম্ম বা সংস্কার ব্যতীত অণুসমূহের সন্নিবেশাদির ভেদের আর কোন কারণ, অনুমান প্রমাণে সিদ্ধ হয় না। একজাতীয় বৃক্ষের মধ্যেও যে, পরস্পর ভেদ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহারও পূর্ব্বকর্ম্মভেদই

কারণ। যতপ্রকার উদ্ভিদ আছে, তৎসমস্তই এক আদি উদ্ভিদের সন্তান-সন্ততি, বিশেষ বিশেষ বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তি একজাতীয় মূল বৃক্ষোৎপাদিকাশক্তির বিশেষ বিশেষ পরিণাম, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বকর্ম্ম স্বীকার করিতেই হইবে। অতঃপর জীবের উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা শ্রবণ করা যাউক।

'জীবের উৎপত্তি', এই কথার অর্থ।—উপাদানশক্তির নিমিত্তশক্তি দ্বারা ব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্তির নাম 'উৎপত্তি'। জীব কোন্ পদার্থ? লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা বা পুরুষই 'জীব'। 'জীবের উৎপত্তি', এই কথার সুতরাং অর্থ হইতেছে, লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন পুরুষের—চৈতন্যের স্থূলশরীর গ্রহণ। অতএব সজীব শরীরের উৎপত্তি তত্ত্ব অবগত হইলেই, জীবের উৎপত্তি-রহস্যের উদ্ভেদ হইবে।

জীব ও জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদের উপদেশ।—আত্মা অমর্ত্ত্য—মরণরহিত, আত্মা নিত্য পদার্থ (Immortal)। অমর্ত্ত্য আত্মা যখন শরীর গ্রহণ করেন, তখন ইহাঁর 'জীব', এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। 'শরীর' স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ। আত্মা এই ত্রিবিধ শরীরের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া, শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগার্থ উর্দ্ধাধঃ নানাবিধ লোকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। জীবাত্মার সহিত সূক্ষ্ম দেহের নিত্য সম্বন্ধ। যাহারা অবিবেকী—স্থূলদর্শী, তাহারা ভূতাত্মা বা দেহকেই বিশেষতঃ জানিয়া থাকে, দেহাতিরিক্ত আত্মাকে জানিতে পারে না, আত্মজ্ঞান দুর্লভ। * ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত বিশ্বজগতে—দ্যুলোক ও ভূলোক মধ্যে যতসংখ্যক দেহ আছে, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, (জ্ঞানেন্দ্রিয়) মনঃ, বাক্ (কর্ম্মেন্দ্রিয়) ও প্রাণ, এই পঞ্চ পদার্থ, এবং ইহাদের আধার স্বরূপ দশভূত (মাতা হইতে প্রাপ্ত পঞ্চ, এবং পিতা হইতে প্রাপ্ত পঞ্চ) মিলিত এই পঞ্চদশ,তাহাদের উৎকৃষ্ট অঙ্গ। চক্ষুরাদি পঞ্চসংখ্যক পদার্থ, † মাতা-পিতা হইতে প্রাপ্ত ভূতদশকের (মাতৃ-

---

* "অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতো মর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যেনা সযোনিঃ। তা শশ্বন্তা বিষূচীনা বিয়ন্তান্যন্যং চিক্যুর্ন নিচিক্যুরন্যম্।।"—ঋগ্বেদসংহিতা ২।১৬৪।৩৮।

"অমর্ত্ত্যঃ অমরণধর্ম্মায়মাত্মা মর্ত্ত্যেন মরণধর্ম্মণা ভূতাত্মনা দেহেন সযোনিঃ সমানস্থানত্রয়পরিচ্ছেদ কোদেহোঽস্তি তত্র সর্ব্বত্র সোয়মপি তিষ্ঠন্নিত্যর্থঃ যদ্বা সসমানোৎপত্তিঃ সহ বাসেন স্বস্মিন্নুৎপত্তিরুপচর্য্যতে। * * * পরমাত্মৈব সূক্ষ্মশরীরোপাধিকঃ সন্ নানাবিধং কর্ম্ম কৃত্বা তদ্ভোগায় জীবসংজ্ঞাং লব্ধ্বা। শরীরত্রয়েণ সম্বদ্ধো লোকান্তরেষু সঞ্চরতি। স্থূলসূক্ষ্মোভয় শরীরপরিগ্রহেণ লোকে গুণত্রয়ান্বিতঃ সন্ পরিভ্রমতি।"—সায়ণভাষ্য

† 'চক্ষুঃ' ও 'শ্রোত্র'দ্বারা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, 'বাক্', শব্দদ্বারা পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, 'প্রাণ' শব্দদ্বারা পঞ্চপ্রাণ, এবং 'মনঃ' এই শব্দদ্বারা বুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণ লক্ষিত হইয়াছে। অতএব ঋগ্বেদ চক্ষুরাদি পঞ্চপদার্থ বলিতে লিঙ্গদেহকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

পিতৃজ রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই ষট্‌কোশাত্মক—ষাট্‌ কৌশিক শরীরের) সংযোগে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ দেহরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে এরূপ স্থান নাই, যে স্থান জীবদেহশূন্য। *

শরীরের উৎপত্তি বিচার।—ন্যায়দর্শন বলিয়াছেন, পূর্ব্ব শরীরকৃত কায়িক, বাচিক ও মানসিক শুভাশুভ কর্ম্মের ফলের অনুবদ্ধ (আত্মাতে সমবেত—সম্বদ্ধ হইয়া, সংস্কাররূপে অবস্থান) হেতু শরীরের উৎপত্তি হয়, পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকলের সংস্কার দ্বারা প্রেরিত ভূতসমূহ হইতে বর্ত্তমান শরীর নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, ভূতনিচয় স্বতন্ত্রভাবে শরীর নির্ম্মাণ করে না। †

নাস্তিকগণ বলিয়া থাকেন, কর্ম্মনিরপেক্ষ পরমাণুসমূহ হইতে যে প্রকার পাষাণ, স্ফটিক প্রভৃতির মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, জীবের শরীরও সেই প্রকার কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূত সকল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্ট মানিবার প্রয়োজন নাই।

মহর্ষি গৌতম এতদুত্তরে বলিয়াছেন, শরীরের উৎপত্তি অকর্ম্মনিমিত্ত, বিনা কর্ম্মে শরীরের উৎপত্তি হয়, ইহা যেমন সাধ্য—প্রতিপাদ্য (To be proved), ইহা যেমন সিদ্ধ বা প্রতিপন্ন নহে, পাষাণাদির মূর্ত্তি, বিনা কর্ম্মে উৎপন্ন হয়, ইহাও সেইরূপ সাধ্য, ইহাকেও সেইরূপ সপ্রমাণ করিতে হইবে। একটী সাধ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়, অন্যের সাধন হইতে পারে না। পাষাণাদির আকৃতি, বিনা কর্ম্মে নির্ম্মিত হয়, ইহা যদি সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে, 'শরীরের উৎপত্তি, পাষাণাদির মূর্ত্তির ন্যায় কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূতসকল হইতে হইয়া থাকে, এই কথা বলিতে পারিতে। তাহার পর পাষাণাদির মূর্ত্তির উৎপত্তি কর্ম্মনিরপেক্ষ পরমাণুসমূহ হইতে হইয়া থাকে, যদি ইহা অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলেও, উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা শরীরের উৎপত্তি যে, কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূতসমূহ হইতে হয়, তাহা সপ্রমাণ হইবে না, কারণ, পাষাণাদির মূর্ত্তির উৎপত্তি এবং শরীরের উৎপত্তি, এই উভয়ের সমতা নাই, নির্জ্জীবদেহ ও সজীবদেহের উৎপত্তি পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সজীব দেহের উৎপত্তি বীজপূর্ব্বক, শুক্র ও শোণিতের সংযোগে গর্ভ উৎপন্ন হয়, জনিষ্যমাণ

---

* "সহস্রধা পঞ্চদশান্যুক্‌থা যাবদ্দ্যাবাপৃথিবী তাদ্দিত্তৎ।"—ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।১১৪।৮।

† "পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তি।"—ন্যায়দর্শন।

"ভূতেভ্যোমূর্ত্ত্যুপাদানবত্তদুপাদনম্।"—ন্যায়দর্শন।

"ন সাধ্যসমত্বাৎ।"—ন্যায়দর্শন।

"নোৎপত্তিনিমিত্তত্বান্ মাতাপিত্রোঃ।"—ন্যায়দর্শন।

"তথাহারস্য।"—ন্যায়দর্শন।

জীবের গর্ভযাতনা ভোগের, এবং মাতা-পিতার অপত্য সুখভোগের অদৃষ্ট দ্বারা প্রেরিত ভূতসকল হইতে শরীরের গঠন হইয়া থাকে। অপিচ মাতা-পিতার পূর্ব্বকর্ম্ম যেমন শরীরোৎপত্তির নিমিত্তকারণ, সেইরূপ আহারও (ভুক্ত ও পীত) শরীরোৎপত্তির নিমিত্তকারণ। মাতা-পিতা যাহা পান ও ভোজন করেন, তাহা হইতে শোণিত ও বীর্য্যের উৎপত্তি হয়; গর্ভাশয়স্থ বীজ মাতার রস-রক্তাদি হইতে উপচিত (বৃদ্ধি প্রাপ্ত) হইয়া থাকে; সজীবদেহের উৎপত্তিতে অণুসমূহ নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সন্নিবেশিত হয়, সজীবদেহের বৃদ্ধিও নিয়ম অতিক্রম পূর্ব্বক হয় না। অতএব নির্জ্জীবদেহের উৎপত্তিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, সজীবদেহের উৎপত্তি, বিনা কর্ম্মে হইয়া থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, যুক্তিসঙ্গত নহে।

দম্পতীর সংযোগই যে, গর্ভাধানের একমাত্র হেতু নহে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। স্ত্রী-পুরুষের সংযোগই যদি গর্ভোৎপত্তির একমাত্র হেতু হইত, তাহা হইলে, সংসারে কোন দম্পতীই অপত্যবিহীন হইতেন না। সন্তানের মুখাবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইতে, অনেকেরই সাধ, কিন্তু ব্যক্তিমাত্রের সে সাধ পূর্ণ হয় না কেন? স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ হইতে যখন কদাচিৎ গর্ভ উৎপন্ন হয়, কদাচিৎ হয় না, তখন মানিতে হইবে, স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ, গর্ভোৎপত্তির একমাত্র কারণ নহে। যাঁহাদের অপত্যবান্ হইবার অদৃষ্ট আছে, তাঁহারাই অপত্যবান্ হয়েন, যাঁহাদের তাহা নাই, তাঁহাদিগকে অপত্যবিহীন হইয়া থাকিতে হয়। অতএব কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূতসমূহ হইতে শরীরের উৎপত্তি হয়, ইহা সৎ সিদ্ধান্ত নহে।

পূর্ব্বকর্ম্ম যেমন শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত কারণ, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের রচনাতে যে, অণুসমূহের বিশেষ-বিশেষভাবে সংযোগ হইয়া থাকে, তাহারও পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্টই নিমিত্তকারণ। কর্ম্মনিরপেক্ষ পৃথিব্যাদি ভূতসমূহকেই যদি স্নায়ু, ত্বক, অস্থি, শিরা পেশী, কলল, কন্ডরা, শিরঃ, বাহু, উদর, হৃদয়, আমাশয়, পক্বাশয় ইত্যাদির একমাত্র কারণ বলা হয়, তাহা হইলে, সমান কারণ হইতে বিভিন্নরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয় কেন, এই প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না। *

পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য ইত্যাদি অগণ্য জীবশরীর আছে। জৈব শরীরসমূহের মধ্যে আবার কোন শরীর অবিকলাঙ্গ, কোন শরীর বিকলাবয়ব, কোন শরীর রোগবহুল, কোন শরীর তদ্বিপরীত। পূর্ব্বকর্ম্মের বিচিত্রতা ভিন্ন জৈবশরীরের এইরূপ বৈষম্যের অন্য কি কারণ হইতে পারে?

শাস্ত্রের উপদেশ জীবাত্মা অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্মভেদ বশতঃ বিবিধ বিচিত্র শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

---

* "প্রাপ্তৌ চানিয়মাৎ।"—ন্যায়দর্শন
"শরীরোৎপত্তিনিমিত্তবৎ সংযোগোৎপত্তিনিমিত্তং কর্ম্ম।"—ন্যায়দর্শন

গর্ভের উৎপত্তি।—'গৃ' ধাতুর উত্তরে প্রত্যয় 'ভন্' করিয়া, 'গর্ভ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। জীবের সঞ্চিতকর্ম্মের ফলদাতা ঈশ্বর কর্তৃক প্রকৃতিবল দ্বারা শুক্রযোগে গর্ভাশয়ে স্থাপিত পুরুষ বা জীবাত্মার নাম 'গর্ভ', 'গর্ভ' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে আমরা এই অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, স্ত্রীশক্তি পুরুষ হইতে শুক্রাবস্থিত গুণ বা শক্তিকে যখন গ্রহণ করে, স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তি যখন পরস্পর মিলিত হয়, তখন গর্ভের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মাতৃশক্তি, পিতৃশক্তি, আত্মা, সাত্ম্য, রস, এবং সত্ত্ব—মনঃ এই সকলভাব মিলিত হইয়া, গর্ভ জন্মায়। সত্ত্ব—অন্তঃকরণ নিঃশ্রয়ণীর ন্যায় জীবকে স্থূল শরীরের সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকে, স্থূলশরীরের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ ঘটাইয়া থাকে। সত্ত্ব বা অন্তঃকরণের স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্যের উপরি দেহের স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য নির্ভর করে, সত্ত্ব শরীর ত্যাগ করিলে, প্রাণ ত্যাগ হয়, প্রাণ সত্ত্বেরই বৃত্তি বিশেষ, সত্ত্বই ইন্দ্রিয়গণের চালক। শুদ্ধ, রাজস, ও তামসভেদে সত্ত্ব ত্রিবিধ। যে গুণপ্রধান মন লইয়া, যাহার মৃত্যু হয়, পুনর্জ্জন্মকালে, তাহার মন সেই গুণ প্রধান হইয়া থাকে। *

সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, পুরাণ এবং শ্রুতির উপদেশ লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীরের সহিত স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীরের সম্বন্ধ ও বিচ্ছেদই যথাক্রমে জন্ম ও মরণরূপ বিকার।

ঐতরেয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে, শরীর গ্রহণেচ্ছু জীবাত্মা প্রথমতঃ পিতৃশরীরস্থ সপ্তম ধাতুরূপ রেতোনামক পদার্থে প্রবেশ করেন। জীবপ্রবিষ্ট, সর্ব্বাঙ্গসারভূত রেতঃ, অগ্নি সম্পর্কবশতঃ ঘৃতের ন্যায় কামাগ্নি কর্ত্তৃক বিলীন হইয়া, ঋতুকালীন স্ত্রীসঙ্গম দ্বারা যখন গর্ভাশয়ে নিষিক্ত হয়, তখন শরীরের আরম্ভ হইয়া থাকে। রেতে প্রবেশকে জীবের প্রথম জন্ম বলে। জীবাত্মার পিতৃশরীর, মাতৃশরীর এবং নিজ শরীর, এই ত্রিবিধ আবাস স্থান। গর্ভধারিণী স্বশরীরে প্রবিষ্ট, পুরুষের আত্মরূপ অপত্যকে পরিপালন করেন, বিরুদ্ধ আহার-বিহারাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া থাকেন। পিতার দুই আত্মা—দুই দেহ। পুত্ররূপ আত্ম বা দেহকে তিনি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মনিষ্পাদনার্থ স্বীয় প্রতিনিধিরূপে গৃহে অবস্থাপিত করেন, এবং অন্য আত্মা—অন্য দেহ কৃত-কৃত্য হইয়া, লৌকিক কুটুম্ব-পোষণাদি ও শাস্ত্রীয় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক বয়োগত হইলে, লোকান্তরে গমন করেন। পিতা স্থূলদেহ হইতে বহির্গত হইয়া, স্বকর্ম্মানুসারে স্বর্গে, নরকে বা মনুষ্যলোকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। আত্মার ইহাই তৃতীয় জন্ম। যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত জন্মদ্বয় পুত্রদেহের

* "মাতৃতঃ পিতৃতঃ সাত্ম্যতো রসতঃ সত্ত্বত ইত্যেতেভ্যো ভাবে সমুদিতেভ্যো গর্ভঃ সম্ভবতি।"—চরকসংহিতা।

এবং এই তৃতীয় জন্ম দেহান্তরের, তথাপি (পিতা ও পুত্রের উপাধি ভিন্ন হইলেও) আত্মার একত্ব অভিপ্রায় করিয়া, জন্মত্রয় বলা হইয়াছে। *

সুশ্রুতসংহিতাও বলিয়াছেন, শুক্র শোণিত ও জীব—লিঙ্গ শরীরাধিষ্ঠিত পুরুষ, পরস্পর সংযুক্ত হইয়া, গর্ভাশয়স্থ হইলে, তাহার 'গর্ভ', এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। পুরুষাধিষ্ঠিত গর্ভ, বায়ু দ্বারা বিভক্ত, তেজঃ দ্বারা পরিপক্ক, জলদ্বারা ক্লিন্ন, পৃথিবীদ্বারা সংহত, এবং আকাশদ্বারা বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে বিবর্দ্ধিত হইয়া, যখন ইহা হস্তপাদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হয়, তখন ইহার 'শরীর' এই আখ্যা হইয়া থাকে।†

ঋতুকালে গর্ভাশয়ে নিষিক্ত পুংবীজ (Spermatozon) স্ত্রী-বীজের (Ovum) সহিত মিলিত হইয়া, একরাত্রে কলল (ঈষৎ ঘন) হয়; পঞ্চ বা সপ্তরাত্রে (গর্ভোপনিষৎ বলিয়াছেন সপ্তরাত্রে, যাস্কের মতে পঞ্চরাত্রে) উহা বুদ্বুদাকার ধারণ করে, অর্দ্ধমাসাভ্যন্তরে (১৫ দিনে) পিণ্ডাকার হয়; একমাসে কঠিন হইয়া থাকে। ভগবান্ য়াস্ক বলিয়াছেন, সপ্তরাত্রে পেশীবৎ, দ্বিসপ্তরাত্রে অযুদাকার, পর্ব্বুবিংশতি রাত্রে ঘন এবং একমাসে কঠিন হইয়া থাকে। দুই মাসের মধ্যে শিরঃ, তিন মাসে পাদদেশ, চতুর্থমাসে অঙ্গুলি, জঠর ও কটিদেশ, পঞ্চমমাসে পৃষ্ঠবংশ, ষষ্ঠমাসে নাসিকা, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, সপ্তমে জীবসংযুক্ত (চলনাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট), এবং অষ্টমমাসে পূর্ণাঙ্গ হয়। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, তৃতীয়মাসে গ্রীবার চতুর্থমাসে ত্বকের, পঞ্চমমাসে নখ ও রোমের, ষষ্ঠমাসে মুখ, নাসিকা, চক্ষুঃ ও শ্রোত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সপ্তমমাসে ভ্রূণ চলন-সমর্থ, অষ্টম মাসে বুদ্ধিদ্বারা অধ্যবসায় করিতে পারগ এবং নবম মাসে উহার সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়। *

নবম মাসে, শাস্ত্র পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, গর্ভস্থ জীবের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান হয়, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মে সে যাহা যাহা করিয়াছে, তৎসমুদায় তাহার স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠে। 'আমি নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়াছি, বিবিধ আহার ও বিবিধ স্তন পান করিয়াছি, কত মাতা-পিতা দেখিয়াছি, কত সুহৃৎ পাইয়াছি, আহা!

---

* পুরুষেহবা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি যদেতদ্রেতঃ তদেতৎ সর্ব্বেভ্যোহঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতমাত্মন্যেবাত্মনং বিভর্ত্তি তদ্যদা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈনজ্জনয়তি তদস্য প্রথমং জন্ম * * *।" —ঐতরেয় আরণ্যক।।

† "শুক্রশোণিতং গর্ভাশয়স্থমাত্মপ্রকৃতিবিকারসম্মূর্চ্ছিতং গর্ভ ইত্যুচ্যতে। তঞ্চ চেতনাবস্থিতং বায়ুর্বিভজতি। তেজ এনং পচতি। আপঃ ক্লেদয়ন্তি। পৃথিবী সংহন্ত্যাকাশং বিবর্দ্ধয়তি।" —সুশ্রুতসংহিতা।

* "ঋতুকালে প্রয়োগাদেকরাত্রোষিতং কলিলং ভবতি সপ্তরাত্রেণ কাঠিনো ভবতি মাসদ্বয়েন শিরঃ কুরুতে মাসত্রয়েণ পাদপ্রদেশো ভবত্যথ * * * গর্ভোপনিষৎ।"—নিরুক্ত পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

আমি পুনঃ পুনঃ ভবসাগরে উন্মজ্জিত ও নিমজ্জিত হইতেছি, কতবার, কত দেহে অবশভাবে প্রবিষ্ট ও তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি, এই দুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার কোনই উপায় দেখিতে পাইতেছি না; পুত্র-কলত্রাদির জন্য কত শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছি, তাহাদের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, আত্মোদ্ধারের পথ অবলম্বন করি নাই, কিরূপে তাহাদিগকে সুখী করিতে পারিব, জীবনের অধিকাংশ সেই চিন্তাতেই কাটাইয়াছি, এখন আমি একাকী তজ্জন্য দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছি; এইবার গর্ভ হইতে মুক্ত হইলে, সাংখ্য-যোগের অভ্যাস করিব অশুভ কর্ম্মের ক্ষয়কর্ত্তা, কর্ম্মফল ও মুক্তিদাতা শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিব, যাহাতে দুর্ব্বিষহ ভবযাতনার শান্তি হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব, যাহাতে মায়ার ক্রীড়া-পুত্তলিকা হইয়া, সংসার-সাগরে অবশভাবে ভাসিয়া যাইতে না হয়, তজ্জন্য যত্ন করিব'; নবম মাসে জীব এইরূপ পরিতাপ ও প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে। কিন্তু দশম মাসে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার আর কিছুই মনে থাকে না, তখন সে পূর্ব্ব জন্ম ও মরণের কথা ভুলিয়া যায়, তাহার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের দুঃখভোগের স্মৃতি তখন অগাধ বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়া যায়। *

সুশ্রুতসংহিতা বলিয়াছেন, প্রথমমাসে কলল ও দ্বিতীয়মাসে শীত (শ্লেষ্মা) উষ্ণ (পিত্ত) ও অনিলদ্বারা অভিপচ্যমান পঞ্চ, মহাভূতের সঙ্ঘাত ঘন—কঠিন হইয়া থাকে। এই ঘনপদার্থ যদি পিণ্ডবৎ—বর্ত্তুলাকৃতি হয়, তবে পুরুষ, পেশীবৎ—দীর্ঘাকৃতি হয়, তাহা হইলে, স্ত্রী এবং যদি অর্ব্বুদাকার (বর্ত্তুলফলার্দ্ধবৎ) হয়, তবে নপুংসক জন্মগ্রহণ করে। তৃতীয়মাসে দুই হস্ত, দুই পাদ ও শিরঃ, এই পঞ্চ অঙ্গের পঞ্চ পিণ্ডকার উৎপত্তি এবং সূক্ষ্মভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভাগ আরম্ভ হয়। চতুর্থমাসে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভাগ অপেক্ষাকৃত প্রব্যক্ত হইয়া থাকে। গর্ভের কেশ, শ্মশ্রু, লোম, অস্থি, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, রেতঃ প্রভৃতি স্থির উপাদানসমূহ পিতৃজ; মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র ইত্যাদি মৃদু উপাদানসমূহ মাতৃজ; শরীরের উপচয়, বল, বর্ণ প্রভৃতি রসজ; ইন্দ্রিয়,

---

* "মৃতশ্চাহং পুনর্জ্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ।
নানাযোনিসহস্রানি ময়োষিতানি যানি বৈ।।
আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধা স্তনাঃ।
মাতরো বিবিধা দৃষ্টাঃ পিতর সুহৃদস্তথা।।"

—নিরুক্ত পরিশিষ্ট।

গর্ভোপনিষদেও এই কথা উক্ত হইয়াছে।—
"যদি যোন্যাং প্রমুঞ্চামি সাংখ্যং যোগং সমভ্যসেৎ। অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়িনম্।।
যদি যোন্যাং প্রমুঞ্চামি তংপ্রপদ্যে মহেশ্বরম্। অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়িনম্।।
—গর্ভোপনিষৎ।

জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ুঃ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি আত্মজ, মানসপ্রকৃতির বিচিত্রতা সত্ত্বজ; বীর্য্য, আরোগ্য, বল, বর্ণ, মেধা, ইহারা সাত্ম্যজ।

যকৃৎ, ফুস্‌ফুস্‌, মস্তিষ্ক, হৃদয়, উণ্ডুক, বৃক্ক, আমাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয়, গর্ভাশয়, ত্বক, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, স্নায়ু, ধমনী, শিরা, লসীকা ইত্যাদি ইহারা অগ্নি ও সোমের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের স্পন্দন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহারা অগ্নি ও সোমের ভিন্ন ভিন্ন ছন্দঃ। ভগবান্ ধন্বন্তরি বলিয়াছেন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উৎপত্তিতে যে গুণাগুণসমূহ বিদ্যমান থাকে, তাহারা গর্ভের ধর্ম্মাধর্ম্ম নিমিত্তজ।

গর্ভের (ভ্রূণের) কোন অঙ্গ সর্ব্বাগ্রে সম্ভূত হয়? এসম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। কাহারও মতে শিরঃ দেহেন্দ্রিয়ের মূল, অতএব শিরই সর্ব্বাগ্রে সম্ভূত হইয়া থাকে; কেহ কেহ বলিয়াছেন, হৃদয়ই প্রথমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, কোন মতে নাভিই প্রথমজাত অঙ্গ। ধন্বন্তরি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, গর্ভের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বংশাঙ্কুর বা আম্রফলের ন্যায় যুগপৎ আবির্ভূত হইয়া থাকে।

জৈবশরীর ভেদের কথা।—বীজ হইতে যে, শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইতেছে; বহুবিধ জীবশরীর আমরা দেখিতে পাই; অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, জীবশরীর কি, একজাতীয় বীজ হইতেই উৎপন্ন হয়, অথবা পৃথক্, পৃথক্ জীবশরীরের পৃথক্, পৃথক্ বীজ আছে?

ছান্দোগ্যোপনিষৎ অণ্ডজ, জীবজ, এবং উদ্ভিজ্জ, প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ বীজের কথা বলিয়াছেন। অণ্ড হইতে জাত, 'অণ্ডজ'। পক্ষ্যাদির শরীর অণ্ডজ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। জীব হইতে জাত 'জীবজ'। জরায়ুজকে শ্রুতি 'জীবজ', এই শব্দদ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। মনুষ্য, পশু ইত্যাদির শরীর জীবজ। উদ্ভিদ্ হইতে জাত 'উদ্ভিজ্জ'। * শাস্ত্রান্তরে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্ব্বিধ, অথবা উষ্মজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, সাংকল্পিক ও সাংসিদ্ধিক, এই ষড়্‌বিধ শরীরের কথা আছে।

সুশ্রুতসংহিতা ও চরকসংহিতাতে চতুর্ব্বিধ সপ্রাণ পদার্থের বিবরণ আছে। ভগবান্ কপিল উষ্মজাদি ষড়্‌বিধ শরীরের কথা বলিয়াছেন। দন্দশূকাদি 'উষ্মজ', পক্ষি-সর্পাদি, 'অণ্ডজ', মনুষ্যাদি 'জরায়ুজ', বৃক্ষাদি 'উদ্ভিজ্জ' সনকাদি ঋষিগণ 'সঙ্কল্পজ', এবং মন্ত্র ও তপঃ প্রভৃতি সিদ্ধিজ, রক্তবীজের শরীরোৎপন্ন শরীরাদি, 'সাংসিদ্ধিক'। † সাংকল্পিক ও সাংসিদ্ধিক জৈবশরীর সম্বন্ধে কিছু বলিবার

---

* "তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

† "জঙ্গমা খল্বপি চতুর্ব্বিধা জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জাঃ।"—সুশ্রুতসংহিতা।
"যেষাঞ্চৈষা মতিস্তেষাং যোনির্নাস্তি চতুর্ব্বিধা।।"—চরকসংহিতা।
"উষ্মজাণ্ডজজরায়ুজোদ্ভিজ্জসাংকল্পিক সাংসিদ্ধিকং চেতি ন নিয়মঃ।"—সাং দং ৫। ১১১

আপাততঃ প্রয়োজন নাই। ভগবান্ শঙ্করস্বামী বলিয়াছেন, স্বেদজ ও উষ্মজ (সংশোকজ), ইহারা উদ্ভিজ্জেরই অন্তর্ভূত। বিজ্ঞানভিক্ষু বুঝাইয়াছেন, শ্রুতি অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ প্রায়িক অভিপ্রায়ে, এই ত্রিবিধ শরীরের উপদেশ করিয়াছেন, অণ্ডজাদি ত্রিবিধশরীর ব্যতিরিক্ত অন্য শরীর নাই, বা হইতে পারে না, শ্রুতির ইহা আশয় নহে।

জীব নিত্য, জীবের জন্ম ও মরণ নাই।—জীবের প্রকৃত প্রস্তাবে উৎপত্তি হয় না, সুতরাং বিনাশও হইতে পারে না। বেদাদি শাস্ত্রমতে জীব নিত্য; স্থূল শরীরের সহিত জীবের সম্বন্ধ ও বিয়োগকে লোকে সাধারণতঃ ইহাঁর জন্ম ও মরণ বলিয়া মনে করে। ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন, "জীব বিযুক্ত শরীরেরই মৃত্যু হয়, জীবের মরণ নাই"। * জীবের যদি জন্ম ও মরণ না থাকে, তবে 'রাম জন্মগ্রহণ করিল,' 'রাম মরিল', লোকে এইরূপ কথার ব্যবহার হয় কেন? জীবের জন্ম ও মরণ হয়, এবম্প্রকার বিশ্বাসের হেতু কি?

ভগবান্ বাদরায়ণ বলিয়াছেন, "'রাম জন্মগ্রহণ করিল', 'রাম মরিল', এইরূপ ব্যবহার গৌণ, ইহা চরাচর (স্থাবর, জঙ্গম) শরীর বিষয়ক, শরীরেরই জন্ম ও মরণ হয়। শরীর ও জীব, এই উভয়ের ঐক্যাধ্যাস বশতঃ—শরীরের ধর্ম্ম জীবে আরোপ করার জন্য, জীবের জন্ম বা মরণ হইয়া থাকে'," লোকে এইরূপ বাক্যের ব্যবহার হয়। শ্রুতি জীবাত্মাকে নিত্য বলিয়াছেন, জীবাত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ শ্রুতি সম্মত নহে। †

জীব ও জীবের (জৈব শরীরের) উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা জানান হইল। স্থূল শরীরের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধই জীবের জন্ম; স্থূল শরীরের সহিত জীবের সম্বন্ধ অবিদ্যা, কাম ও পূর্ব্ব কর্ম্ম বা অদৃষ্ট বশতঃ হইয়া থাকে, পূর্ব্ব কর্ম্মের সংস্কারই জীবের শরীর গ্রহণের কারণ; বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রমতে শরীর স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই ত্রিবিধ; ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোন কথার উল্লেখ নাই; স্থূল শরীর পাঞ্চভৌতিক; ভূত সকল জীবের পূর্ব্বকর্ম্ম সংস্কারদ্বারা প্রেরিত হইয়া, শরীর নির্ম্মাণ করে, স্বতন্ত্রভাবে করে না; শরীরের পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তিতেও পূর্ব্বকর্ম্মের নিমিত্ততা আছে, অণুসমূহের ভিন্ন-ভিন্নভাবে সন্নিবেশিত হইবার, পূর্ব্বকর্ম্মই হেতু; শাস্ত্র জৈবশরীরকে অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ প্রধানতঃ

---

* "জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবোম্রিয়তে"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

† "চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশোভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ"—বেদান্তদর্শন ২। ২। ১৬।
"নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ।"—বেদান্তদর্শন ২। ২। ১৭।

এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; জীব শুভাশুভ অদৃষ্টানুসারে অণ্ডজাদি বীজে প্রবেশ করিয়া থাকেন; জীব নিত্য, যাহা নিত্য তাহার উৎপত্তি বা নাশ হইতে পারে না, শরীরেরই উৎপত্তি ও নাশ হইয়া থাকে; জীবের উৎপত্তি বা জন্ম সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলিয়াছেন, তাহা জানিতে যাইয়া, আমরা এই সকল উপদেশ পাইয়াছি। জীবের জন্ম বিষয়ক এই যথোক্ত শাস্ত্রীয় উপদেশ সমূহের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, কর্ম্মতত্ত্বের, জীবতত্ত্বের, ত্রিবিধ শরীরতত্ত্বের এবং ঈশ্বরও সৃষ্টিতত্ত্বের অনুসন্ধান কর্ত্তব্য, এই সকল তত্ত্বের সমীচীন জ্ঞান ব্যতিরেকে জীবের জন্ম বিষয়ক শাস্ত্রীয় উপদেশ সকলের মর্ম্মোপলব্ধি হওয়া সম্ভব নহে। আমরা পরে সংক্ষেপে এই সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান করিব, আপাততঃ জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কিরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করা যাউক।

চতুর্থ প্রস্তাব।

জীবের জন্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত সংগ্রহ।

জীবের জন্ম সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ যে যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের বিশেষ বিবরণ প্রদানের ইহা উপযুক্ত স্থান নহে। অদ্যাপি বঙ্গভাষাতে কোন তত্ত্বেরই বিস্তার পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিবার সময় আসে নাই, সম্ভবতঃ কখনও আসিবে না। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত বঙ্গসন্তানদিগের মধ্যে অনেকেই বঙ্গ ভাষাতে লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতে অনিচ্ছুক অনেকেরই বঙ্গভাষা-জ্ঞান নিতান্ত সংকীর্ণ হইয়াছে, বহু ব্যক্তিই মাতৃভাষার উন্নতির প্রয়োজন বুঝেন না, অতএব বঙ্গভাষা যে, চিরদিন এইরূপ দীন দশাতেই থাকিবেন, তাহা অনুমান হয়। যাহা হইবার তাহাই হইবে, সুতরাং এসম্বন্ধে কোন কথা বলা অনর্থক।

সৃষ্টিবাদ, ক্রমবিকাশবাদ ও পরিণামবাদ।—জীবের জন্মস্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ যে যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, তাহা জানাইতে হইলে, প্রথমে সৃষ্টিবাদ, ক্রমবিকাশবাদ ও পরিণামবাদ, এই তিনটী বাদের একটু সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। সৃষ্টি, ক্রমবিকাশ ও পরিণাম (Creation, Evolution and Emanation), এই ত্রিবিধ বাদের প্রত্যেকেরই রূপ ভেদ আছে। 'জগৎ অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান', 'জগৎ স্বয়ং সৃষ্ট', এবং ইহা 'ঘটকার্য্যের কুম্ভকারের ন্যায় কোন পুরুষ বিশেষ দ্বারা সৃষ্ট', পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার বিশ্বের উৎপত্তি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, এই ত্রিবিধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। (১) "জগতের বর্ত্তমান প্রবাহ, বর্ত্তমান ক্রম, প্রকৃতির যে যে ভাববিকার সমূহ

এক্ষণে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে, তৎসমুদায় অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান আছে"; (২) "প্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থা দীর্ঘকালের নহে, ইহা কোন পূর্ব্ববর্ত্তি-ভাব বা কারণ হইতে উদ্ভূত হয় নাই"। (৩) "জগতের বর্ত্তমান অবস্থা নির্দ্দিষ্ট কালাবচ্ছিন্ন বটে, ইহা যে অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান নহে, তাহা সত্য, কিন্তু ইহা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কোন পূর্ব্ববর্ত্তি-পর্ব্ব বা অবস্থা হইতে প্রসূত হইয়াছে, অপিচ এই পূর্ব্বগত পর্ব্ব বা অবস্থাও তৎ পূর্ব্বগত পর্ব্ব বা অবস্থা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, জগৎ এইরূপ ক্রম পরম্পরায় অভিব্যক্ত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ইহা অকস্মাৎ উৎপন্ন পদার্থ নহে", পণ্ডিত হকসলীও জগতের উৎপত্তি বিষয়ক এই ত্রিবিধ বাদের সংবাদ দিয়াছেন। তৃতীয় বাদটীই 'ক্রমবিকাশ বাদ' (Evolution theory), এই নামে প্রসিদ্ধ। *

"ভূত (Matter), এবং আকৃতি (Form), এই উভয়ই ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রসূত"; "ভূত (Matter)-সমূহ সৃষ্টি পদার্থ নহে, ঈশ্বর পূর্ব্ব হইতে সৎ-বিদ্যমান ভূত সকল দ্বারা জগৎ রচনা করেন"; এবং 'প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ, অথবা প্রাকৃতিক পদার্থ সকলের আকৃতি ঈশ্বরের সহিত নিত্যভাবে বিদ্যমান আছে, পাশ্চাত্য সৃষ্টিবাদের এই ত্রিবিধ রূপের নির্ব্বাচন করিতে পারা যায়। হকস্‌লী ও সালী (Huxley and Sully) বলিয়াছেন, সৃষ্টিবাদ ক্রমশ'ই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, শুদ্ধ ঈশ্বরেচ্ছাই যে, বিশ্বজগতের স্বতন্ত্রকারণ নহে, আধুনিক সৃষ্টিবাদীদিগের মধ্যে অনেকেই ক্রমশঃ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন, জগতের উৎপত্তিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কারণেরও যে, কার্য্যকারিতা আছে, আধুনিক সৃষ্টিবাদিগণের মধ্যে বহুব্যক্তিই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। দুই একটী বিষয়ে ক্রমবিকাশবাদের সহিত এই পরিবর্ত্তিত বা নবীন সৃষ্টিবাদের অনৈক্য থাকিলেও, অনেক বিষয়েই ইহাঁরা একমত হইয়াছেন। বিবাদ মিটিলেই ভাল। সজীবপদার্থের উৎপত্তি, মানুষের মনের মূল কারণ, বিশ্বের ইতিহাস, এই সকল বিষয়ে নবীন

* "So far as I know, there are only three views—three hypotheses which have been ever entertained, or which well can be entertained, respecting the past history of nature. Upon the first of these the assumption is that the order of nature which now obtains has always obtained—in other words, that the present course of nature, the present state of things, has subsisted from all eternity. * * * The third hypotheses also assumes that the present order of nature has had but limited duration, but it supposes that the present order of things proceeds by natural process from an antecedent order and that from another antecedent order and so on."

—*The Theory of Evolution*, p.4.

সৃষ্টিবাদের সহিত অদ্যাপি ক্রমবিকাশবাদের মতের মিল হয় নাই; সজীবপদার্থের উৎপত্তি ও মনের প্রথমাভিব্যক্তি যে, ঈশ্বর কর্ত্তৃক হইয়া থাকে, ইহারা যে, জড়প্রকৃতির কার্য্য নহে, নবীন সৃষ্টিবাদীরা এখনও এই মত ছাড়িতে পারেন নাই। পরিণামবাদও (Emanation theory), জগৎ চেতন প্রকৃতি বা কারণের কার্য্য, এই কথা বলেন। পরিণামবাদের এই বিষয়ে সৃষ্টিবাদের সহিত একতা আছে, বলিতে হইবে। পরিণামবাদ বিশ্বের উৎপত্তি যে, প্রয়োজনাধীন (Necessary) তাহা স্বীকার করিয়াছেন, ভাববিকার সমূহের পারম্পর্য্য—পর্ব্বভেদ অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব ক্রমবিকাশবাদের সহিত ইহাঁর এই সকল বিষয়ে একতা আছে, সন্দেহ নাই। পরিণামবাদ বিশ্বের আদিমাবস্থাকে পূর্ণাবস্থা, এবং ক্রমাভিব্যক্ত বা বিশেষ-ভাবাপন্ন অবস্থাসমূহকে ক্রমাবনত বলিয়াছেন, ক্রমবিকাশবাদের সহিত ইহাঁর এই বিষয়ে বিশেষ মতবিরোধ আছে। অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ হইয়া থাকে, পরিণামবাদের এই সিদ্ধান্ত ক্রমবিকাশবাদের সংবাদী।

ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যে সকল পদার্থের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, তাহাদিগকে বাহ্য সৎ—বাহ্য জগৎ (Objective reality) বলা হয়। এই বাহ্য সৎ বা বাহ্যজগতের স্বরূপ কি? ইহাদিগের কতটুকু সত্য? যে অবিশেষ ভাব হইতে জগতের এই বিশেষ বিশেষ ভাবের বিকাশ হইয়াছে, সেই অবিশেষ ভাবের তত্ত্ব কি? কিরূপে—কোন্ রীত্যনুসারে অবিশেষভাব বিশেষভাব প্রাপ্ত হয়, বিশ্বজগতের তত্ত্বচিন্তকদিগের মনে এই সকল প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে। এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়াই, প্রতিভাভেদে ভিন্ন ভিন্ন বাদের আবির্ভাব হইয়াছে। "পরিবর্ত্তন (Change) বা পৃথগাত্মক পদার্থ (Individual object) বস্তুতঃ সৎ নহে, এক অপরিণামী পদার্থই বস্তুতঃ সৎ, উৎপত্তি ও লয় ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ", বিশ্বজগতের স্বরূপসম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ যত প্রকার বাদ আছে, এইটী তাহাদের একদিকে চরম সীমা—পরাকোটি (Extreme view); "ক্রমাভিব্যক্ত দৃশ্যমান পদার্থসমূহ, এবং ক্রমাভিব্যক্তি নিয়ম, ইহারাই বস্তুতঃ সৎ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই সৎ নহে", এইটী তাহাদের অন্যদিকের চরম সীমা—পরাকোটি। উক্ত সীমাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী—বহুবিধ অবান্তরবাদও বিদ্যমান আছে। একত্ববাদী ও দ্বৈতবাদী, দার্শনিকদিগকে প্রধানতঃ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পরে। একত্ববাদের বিজ্ঞানৈকত্ববাদ ও জড়ৈকত্ববাদ এই দুই রূপ। বিজ্ঞানৈকত্ববাদের (Idealistic monism) সিদ্ধান্ত, বিজ্ঞানই একমাত্র সৎ, ভূত (Matter) বিজ্ঞান বা মনের বিজৃম্ভণ। জড়ৈকত্ববাদের (Materialistic monism) সিদ্ধান্ত ভূতই (Matter) সৎ পদার্থ, মনঃ (Mind) ভূতেরই বিপরিণাম বিশেষ, চৈতন্য ভূত ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। দ্বৈতবাদে

মনঃ (Mind) ও ভূত (Matter), ইহারা দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ সৎপদার্থ (Perfectly distinct kinds of reality)। পাশ্চাত্য দ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত, ভৌতিক পরিণাম ও মানস পরিণাম পদ্ধতি স্বতন্ত্র, এই দ্বিবিধ পরিণাম পদ্ধতি পরস্পর অসম্বদ্ধ (Unconnected processes)। জড়ৈকত্ববাদীদিগের মতে ভৌতিক ও মানসিক পরিণাম বিভিন্ন কারণের কার্য্য নহে, ইহারা এক পদার্থের দ্বিবিধ পরিণাম। ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণের মধ্যে এক সম্প্রদায়কে জড়ৈকত্ববাদী বলা যাইতে পারে। যাহা অভিব্যক্ত হয়, তাহার স্বরূপ কি, অপিচ কোন্ রীতিতে জগতের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, ক্রমাভিব্যক্তি বাদের এই দুইটীই প্রতিপাদ্য বিষয়। ক্রমাভিব্যক্তিবাদের এই দুইটীই প্রতিপাদ্য বিষয় বটে, তথাপি কোন্ রীতি বা ক্রমানুসারে জগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তদবধারণই এই বাদের মুখ্য লক্ষ্য।

ক্রমাভিব্যক্তিবাদের দ্বিবিধরূপের কথা।—ক্রমাভিব্যক্তিবাদীদিগের মধ্যেও দুই সম্প্রদায় আছেন। এক সমপ্রদায়ের সিদ্ধান্ত প্রাকৃতিকপরিণাম সমূহ ঈশ্বরের সংকল্প বা চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব অপেক্ষা করে না ইহারা অচেতন প্রকৃতির উদ্দেশ্যবিহীন বা অন্ধ নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। অন্য সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত প্রত্যেক প্রাকৃতিকপরিণামেই যখন রচনা কৌশলের, নিয়ম, উদ্দেশ্য বা সংকল্পের স্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন চেতনের অনধিষ্ঠিত অচেতনদ্বারা কোন পরিণাম সংঘটিত হয় না। ডারুবিনের মতে উদ্দেশ্যবিহীন অচেতন প্রকৃতির নির্ব্বাচনই বিবিধ উচ্চাবচ পরিণামের কারণ; প্রকৃতির আপূরণ দ্বারা যথোপযুক্ত উপাদানসমূহ, সংহত হইলেই, শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির পরিণাম হইয়া থাকে। ওয়ালেস্ প্রভৃতি ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ চেতনের কারণত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। অতএব ক্রমাভিব্যক্তি সম্বন্ধে যান্ত্রিক ব্যাপারবৎ অবুদ্ধিপূর্ব্বক (Mechanical), এবং বুদ্ধি বা সংকল্পপূর্ব্বক (Teleological), এই দ্বিবিধ মত আছে।

ওয়ালেস্ (Wallace) বলিয়াছেন, মনুষ্যজাতির অভিব্যক্তির জড়প্রকৃতির অবয়বের অনুপ্রবেশই একমাত্র কারণ নহে, মনুষ্যজাতির অভিব্যক্তিতে কোন বাহ্য ইচ্ছা বা সংকল্পশক্তির মধ্যস্থতা (Intervention of an external Will) প্রয়োজন। অসভ্য বা বর্ব্বর মনুষ্যগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ শক্তি সকল অনভিব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে, যাহাদের তাহারা বর্ত্তমান অবস্থাতে কোনই ব্যবহার করে না। জড়প্রকৃতির আপূরণই সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত মানবীয় শক্তিসমূহের অভিব্যক্তির যদি একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে, ঐ অসভ্য লোকদিগের সূক্ষ্ম বা অব্যপদেশ্যভাবে বিদ্যমান শক্তিসকল তদবস্থাতেই বিদ্যমান থাকিত না, উহাদের তাহা হইলে, বিকাশ হইত, অসভ্য মানুষেরা বর্ত্তমান অবস্থাতেই উহাদের ব্যবহার করিত।

ক্রমাভিব্যক্তিবাদের এই দ্বিবিধ দৃষ্টিকে একীভূত করিবার জন্য অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

ক্রমবিকাশবাদীদিগের মধ্যে যাঁহারা জড় প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, অতএব জড় প্রকৃতিই যাঁহাদের মতে সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক পরিণামের একমাত্র কারণ, তাঁহারা বিশ্বজগতের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ বা লয়ের, জীবজাতির অভিব্যক্তি ও ইহার বিবিধ পরিণামের কিরূপ উপপত্তি করিয়া থাকেন?

ক্রমাভিব্যক্তি নিয়ম।—পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ক্রমাভিব্যক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, বলিয়াছেন, অবিশেষ, অসম্বদ্ধ ও সমান জাতীয় ভাবের (Homogeneity), অবিচ্ছিন্ন ভেদ ও সংসর্গ দ্বারা বিশেষ, সম্বদ্ধ ও বিজাতীয় ভাবে (Heterogeneity) পরিণত হওয়ার নাম 'ক্রমাভিব্যক্তি' (Evolution)। * ক্রমাভিব্যক্তির কারণ কি? ভূত (Matter), ভৌতিক শক্তি (Force) এবং গতির (Motion) ধর্ম্মই ক্রমাভিব্যক্তির কারণ। শক্তি-সাতত্যকেই (Persistence of Force) পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ক্রমাভিব্যক্তির প্রধান কারণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ক্রমাভিব্যক্তি, ইহাঁর মতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক যান্ত্রিক ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কোন নির্দ্দিষ্ট একজাতীয় জড়সংঘাতে আগন্তুক বা নৈমিত্তিক শক্তিসমূহের (Incident forces) ক্রিয়াকে দৃষ্টান্তরূপে লইয়া, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ক্রমাভিব্যক্তির স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। সাম্যভাবের অস্থায়িত্ব (Instability of homogeneous), এবং আগন্তুক বা নৈমিত্তিক শক্তির ক্রিয়াসমূহের গুণন—অভ্যসন (Multiplication of the effects) এই দুইটী নিয়ম দ্বারাই ক্রমবিকাশ (Evolution) সংঘটিত হইয়া থাকে। অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক (Universally co-existent), আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তিবশতঃ ক্ষুদ্র, বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার জাগতিক পরিণামই নির্দ্দিষ্ট তালে তালে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, আকর্ষণশক্তির যখন প্রাদুর্ভাব ও বিপ্রকর্ষণশক্তির অভিভব হয়, তখন জগৎ অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তবস্থায় আগমন করে, এবং বিপ্রকর্ষণ শক্তির যখন প্রাদুর্ভাব ও আকর্ষণশক্তির অভিভব হয়, তখন ইহা ক্রমশঃ ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় প্রবেশ করে। অগণ্যকাল ব্যাপিয়া, আকর্ষণশক্তির প্রাদুর্ভাব থাকে, তৎপরে বিপ্রকর্ষণশক্তির প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হয়। সৃষ্টি

* "Evolution is an integration of matter and concomitant dissipation of motion; during which the matter passes from an indefinite, incoherent homogeneity to a definite coherent heterogeneity; * * *"

—*First Principles. 396.*

ও প্রলয় এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তিত হইতেছে।* জড় জগৎ, উদ্ভিদ্ জগৎ জীব জগৎ এই সকলেরই বিকাশ যে, এই নিয়মে হইয়া থাকে, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তাহা বুঝাইয়াছেন।

অবিশেষ বা সামান্যভাব হইতে ক্রমশঃ বিশেষ বিশেষ ভাব প্রাপ্তিই যে, ক্রমাভিব্যক্তির স্বরূপ, এবং এই ক্রমাভিব্যক্তি যে, শুদ্ধ জড় শক্তি হইতে হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করিলাম, এখন জীবের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি ও বিপরিণামপ্রাপ্তি অপক্ষয় ও নাশ, এই ষড়্ভাব বিকারের নিয়ম কি, তাহা শুনিতে হইবে, এক জাতীয় জীব হইতে কোন্ নিয়মে, কিরূপে নানাজাতীয় জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা জানিতে হইবে।

স্থাবর ও জঙ্গম জীবের মধ্যে যত প্রকার সাজাত্য ও বৈজাত্য লক্ষিত হয়, তৎসমুদায়ই ক্রমাভিব্যক্তির ফল। ফ্রান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ প্রাণি তত্ত্ববিদ লামার্ক (J. B. Lamarck) প্রথমে জীবাবতরণবাদের (Doctrine of Descent or Organic Evolution) সূত্রপাত করেন, তৎপরে ডারুবিন্ কর্ত্তৃক উহা নূতন ও পূর্ণভাবে গঠিত হইয়াছে। কোন অজ্ঞেয় নিয়মানুসারে জড়শক্তি হইতে আদিম জীবের অভিব্যক্তি হয়, তদনন্তর তাহা হইতে ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবের বিকাশ হইয়াছে। সন্তান উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, অপিচ স্বয়ং কিছু অপূর্ব্ব (যাহা পূর্ব্বে ছিল না) ধর্ম্মের অর্জ্জন করে। দেশাদি নিমিত্ত কারণবশতঃ সন্তানের প্রকৃতি অনেকাংশে নূতনভাবে ভাবিত হইয়া থাকে, জন্মকালে যেরূপ থাকে, পরে অবিকল তদ্রূপ থাকে না, মাতা-পিতা হইতে কিয়দংশে ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। একব্যক্তি পিতা হইতে যে সকল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, অপিচ স্বয়ং যে সকল ধর্ম্ম অর্জ্জন করে, এই উভয়বিধ ধর্ম্মই তাহার সন্তানে সংক্রামিত হয়। অতএব বলা বাহুল্য, তাহার সন্তান আর সর্ব্বাংশে পিতৃ-পিতামহের সদৃশ হয় না। এইরূপ অল্প-অল্প করিয়া, বিসদৃশ বা ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত হইতে হইতে বহুপুরুষ অতীত হইলে,

---

* "Apparently the universally co-existent force of attraction and repulsion, which, as we have seen, necessitate rhythm in all minor changes throughout the universe, also necessitate rhythm in the totality of its changes—produce now an immeasurable, period during which the attractive forces predominating cause universal concentration, and then an immeasurable period during which the repulsive forces predominating, cause universal diffusion—alternate eras of Evolution and Dissolution. And thus there is suggested the conception of a past during which there have been successive Evolutions analogous to that which is now going on and a future during which successive other such evolutions may go on ever the same in principle but never the same in concrete result." —*First Principles*, p. 537.

পরিশেষে পূর্ব্ব পুরুষের সহিত পরপুরুষের এইরূপ পার্থক্য জন্মায় যে, উভয় পুরুষকে আর সমান জাতীয় বলিয়া অবধারণ করা যায় না। পণ্ডিত লামার্ক পৈতৃক ধর্ম্ম অপত্যে সংক্রমণ এবং সঙ্গতি (Heredity and adaptation) জীবের ক্রমাভিব্যক্তির এই দুইটী নিয়ম অবগত ছিলেন। অপত্যে পৈতৃক ধর্ম্মের সঞ্চারণ নিয়ম (Law of heredity) সাজাত্যের, এবং সঙ্গতি-নিয়ম (Law of adaptation) বৈজাত্যের মূলপ্রবর্ত্তক। * পণ্ডিত লামার্ক ক্রমবিকাশের এই দুইটী নিয়ম জানিতে পারিয়াছিলেন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের (Natural selection) বিশেষ তত্ত্ব পান নাই; জীবগণের ইতরেতর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা তিনি বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন' (Natural selection) এই সংজ্ঞার তিনি আবিষ্কার করিতে পারগ হয়েন নাই। * প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন' কাহাকে বলে?

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural selection) কাহাকে বলে?—ইহা সুবিদিত বিষয় যে, জীবের বংশবিস্তার অতিমাত্র ত্বরিত ও ব্যাপকভাবে হইয়া থাকে, অধিক কি, এই বংশবিস্তারের বেগ যদি নিয়মিত বা প্রতিবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে, সমগ্র পৃথিবী এক যুগ্ম জীবের সন্ততি দ্বারাই পরিব্যাপ্ত হইয়া যাইত। জীবন ধারণ করিতে হইলে, আহারের প্রয়োজন; কিন্তু পৃথিবীতে জীবের সংখ্যা যত, আহারের পরিমাণ তত নহে। এইরূপ অবস্থায় আহার সংগ্রহার্থ জীবসমূহের মধ্যে যে, পরস্পরের সহিত পরস্পরের সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী, তাহা সুখবোধ্য। যাহার বল, বুদ্ধি অধিক, জীবন সংগ্রামে সেই জয়লাভ করে, বলহীন, বা অল্প বুদ্ধির পরাজয় হইয়া থাকে। অন্যকে পরাভব করিতে হইলে, উপযুক্ত সাধনসম্পন্ন হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। অতএব জীবসমূহকে জীবনসংগ্রামের অনুকূল সাধনসম্পন্ন হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে হয়। যে সকল জীব যে পরিমাণে জীবনসংগ্রামের অনুকূল সাধনসম্পন্ন, সেই সকল জীবের সেই পরিমাণে বিজয়লাভ হইবার কথা। পৃথিবীতে যত জীব জন্মগ্রহণ করে, তত জীবিত থাকে না; যাহারা জীবিত থাকে, তাহারা নিশ্চয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত জীব সমূহ হইতে অতিরিক্ত সাধনসম্পন্ন। প্রকৃতিদেবী

---

* "Darwin starts from the principle of heredity, according to which the characteristics of parents are transmitted to their off-spring. But side by side with this, there is an adaptation determined by the peculiar conditions of nourishment, a limited variability of form, without which individuals of like descent would be identical."—*Elementary Text-book of Zoology—Dr. C. Claus. Vol. I., p. 145.*

* "Lamarck touches upon the struggle of each against all, but does not discover the term Natural selection."

—*The Doctrine of Descent.—Oscar Schmidt, p. 168.*

যোগত্যানুসারে তাঁহার যে সকল সন্তানকে স্বহস্তে নির্ব্বাচন করেন,—বাছিয়া লয়েন, জীবনসংগ্রামে তাহারই জীবিত থাকে, তাহারাই পৃথিবীতে স্ব-স্ব বংশ বিস্তার করিতে পারগ হয়। জীবন সংগ্রামের অনুকূল সাধনসম্পন্ন জীবের সংরক্ষণের, এবং প্রতিকূল সাধনসম্পন্ন জীবের সংহারের নাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural selection) বা যোগ্যতমের পরিত্রাণ (Survival of the fittest)।

যথোক্ত প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের (Natural selection) স্বরূপ চিন্তা করিলে, কি বোধ হয়?—সংসারে নানাজাতীয় পদার্থ আমরা দেখিতে পাই, অপ্রাণ বা জড়, সপ্রাণ, (উদ্ভিদ্ ও জীব), আসন্নচেতন (পশু, পক্ষী, কীট), এবং বিশিষ্টচেতন (মনুষ্যাদি) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সামান্যতঃ এই চতুর্ব্বিধপদার্থ আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। অপ্রাণাদি চতুর্বিধ পদার্থের আবার প্রত্যেকের অগণ্য অবান্তর জাতিভেদ আমাদের বুদ্ধিগোচর হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, অপ্রাণাদি পদার্থসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম প্রভৃতি বিকারের, ইহাদের জাতি ও ব্যক্তিগতভেদের কারণ কি? জীবের জন্মাদি বিকারের তত্ত্ব চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব অন্যান্য পদার্থের দিকে দৃষ্টি প্রেরণের আপাততঃ প্রয়োজন নাই। জীবের উৎপত্তি ও জাতিভেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে 'বৈশেষিক সৃষ্টি (Special creation) ও 'ক্রমবিকাশ' (Evolution), এই দ্বিবিধ বাদ বিদ্যমান আছে। বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের অনুমান পৃথিবীতে বিদ্যমান প্রত্যেক অবান্তর জীবজাতি পৃথক্ পৃথক্ বা বিশেষ বিশেষ জীবজাতি হইতেই প্রাকৃতিক রীতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কুক্কুর হইতে কুক্কুর জন্মলাভ করিয়াছে, ভেক হইতে ভেক উৎপন্ন হইয়াছে, অশ্ব হইতে অশ্ব প্রসূত হইয়াছে, মানুষ হইতে মানুষ আবির্ভূত হইয়াছে। একজাতীয় জীব যে, অন্যজাতীয় জীব হইতে ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, পৃথিবীতে যত জাতীয় জীব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তৎসমুদায় যে, একজাতীয় জীবের সন্তান-সন্ততি বৈশেষিক সৃষ্টিবাদ তাহা স্বীকার করেন না।

ক্রমবিকাশবাদের অনুমান, একজাতীয় জীব ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে নানাজাতিতে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে। একজাতীয় জীব হইতে কিরূপে, কোন্ নিয়মানুসারে, পৃথিবীতে নানাজাতীয় জীবের বিকাশ হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ক্রমবিকাশবাদিগণ 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন'কেই (Natural selection) প্রধান কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন। বিনা প্রয়োজনে কোন কর্ম্ম হয় না; অতএব একজাতীয় জীব যে, অন্যজাতিতে পরিণত হয়, তাহা নিষ্প্রয়োজন—নিরর্থক নহে। সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহার, জীবমাত্রেই, এই দুইটী প্রয়োজন প্রেরিত হইয়া, কর্ম্ম করে। স্বীয় সত্তারক্ষণের—বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা জীবমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম। জীবন

যদি রক্ষিত না হয়, তাহা হইলে, কে আর সুখভোগ করিবে? স্বীয় সত্তার সংরক্ষণই সুতরাং জীবের মুখ্য প্রয়োজন। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, আহারের প্রয়োজন, খাইতে না পাইলে, জীবন থাকে না। জীবের বংশবিস্তার করিবার শক্তি অত্যন্ত প্রবলা; জীবের এই বংশবিস্তারের শক্তি যদি নিয়মিত না হইত, তাহা হইলে, পৃথিবীতে একজাতীয় জীবের সন্তান-সন্ততি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যাইত, অন্যজাতীয় জীবের বাস করিবার স্থান থাকিত না। প্রকৃতি এই নিমিত্ত বিবিধ উপায়ে, জীবের বংশবিস্তারের স্রোতকে বাধা দিয়া থাকেন। যাহারা যোগ্য, তাহারাই বাঁচিয়া থাকুক, প্রকৃতির ইহাই ইচ্ছা। যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাও, তবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, যেরূপ সামর্থ্যবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ সামর্থ্যবিশিষ্ট হইবার জন্য সচেষ্ট হও, কারণ প্রকৃতি যোগ্যতার মাত্রানুসারে পৃথিবীতে বাসের অধিকার প্রদান করেন, যোগ্য জীবসমূহকে বাছিয়া লওয়া, এবং অযোগ্য জীববৃন্দকে এস্থান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া, প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতি এই নিমিত্ত আহারের আয়োজন জীবসংখ্যার মাত্রানুসারে করেন না। অতএব আহার সংগ্রহের জন্য জীবসমুহের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা—মারামারি, কাটাকাটি অবশ্যম্ভাবী, তাহা বলা বাহুল্য। যাহার বল অধিক, দুর্ব্বলের মুখ হইতে সে আহার কাটিয়া লয়। অনুকূল সাধনসম্পন্ন না হইলে, বাঁচিয়া থাকিবার উপায় নাই, জীবগণ এইজন্য অনুকূল সাধনসম্পন্ন হইবার চেষ্টা করে, প্রকৃতি হইতে জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিবার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহার্থ যত্নবান্ হয়। জীবের জাত্যন্তর পরিণামের, ক্রমোন্নতির অভিমুখে ধাবিত হইবার ইহাই প্রবর্ত্তক হেতু। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন প্রত্যেক জীবকে তাহার জীবন রক্ষার উপযোগি-শরীর সংবিধানপূর্ব্বক ক্রমশঃ উন্নমিত করে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের তত্ত্বচিন্তাপূর্ব্বক আমাদের উপলব্ধি হইয়াছে, ইহা সত্তাসংরক্ষণের চেষ্টা (Struggle for existence) এবং পৈতৃকধর্ম্মের অপত্যে সংক্রমণ ও সঙ্গতির (Heredity and adaptation), মিলিত ক্রিয়া, এই দ্বিবিধ তথ্যের উপরি প্রতিষ্ঠিত।

ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণের মতভেদের কথা।—লামার্ক পৈতৃকধর্ম্মের অপত্যে সংক্রমণ এবং সঙ্গতি—সংযোজন (Heredity and adaptation), এই দুইটীকেই ক্রমাভিব্যক্তির প্রধান কারণ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। ডারুবিনের মতে পূর্ব্বপুরুষের অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল (The effects of use and disuse) পর-পুরুষে সঞ্চারিত হইয়া, জীবের ক্রমাভিব্যক্তিব্যাপারের কিঞ্চিৎ সহায়তা করে বটে, কিন্তু ক্রমাভিব্যক্তির ইহা মুখ্য কারণ নহে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই (Natural selection) ক্রমাভিব্যক্তির মুখ্য কারণ। লামার্ক, পিতা তদীয় অপত্যে তাঁহার সহজ ও অর্জ্জিত,

এই দ্বিবিধ ধর্ম্মই সংক্রামিত করেন, এইরূপ মতাবলম্বী ছিলেন। আধুনিক ক্রমাভিব্যক্তিবাদীদিগের মধ্যে অনেকে এইরূপ মতের অনুবর্ত্তন করেন না। পিতার অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল, পিতার অর্জ্জিত ধর্ম্ম, অপত্যে সংক্রামিত হয় কি না, বৈজ্ঞানিকগণ অধুনা তাহার সমাধানার্থ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। পিতার অর্জ্জিত ধর্ম্ম যে, অপত্যে সংক্রমণ করে, ডারুবিন্ তাহা একেবারে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু নবীন সম্প্রদায় বিশেষ ইহা অস্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। নবীন সম্প্রদায়ের অনুমান মাতা পিতা কেবল ন্যাসধারী, কেবল প্রতিভূস্বরূপ (Trustee)। পিতার স্বীয় অর্জ্জিত ধর্ম্ম অপত্যে সংক্রামিত করেন না, যে মূল বা বীজভূত শক্তির পিতা ফল ও ন্যাসধারী, সেই মূল বা বীজভূত শক্তিরই তিনি সংক্রামক বা বাহক ভিন্ন অন্য কিছু নহেন। গর্ভধারিণীর ভ্রূণের উপরি যে অধিকার, যে প্রভুত্ব, পোতস্থ দ্রব্যের (Cargo) উপরি পোতের (জাহাজের) যে অধিকার, যে কর্ত্তৃত্ব, পিতার আত্ম-ন্যস্ত জনিষ্যমাণ বীজের উপরি তাহা হইতে কোনরূপ বিশেষ অধিকার বা প্রভুতা নাই। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মতে পিতার অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল অপত্যে সংক্রমণ করে, অপিচ পৈতৃকধর্ম্মের অপত্যে সংক্রমণই সভ্য মনুষ্যের অভিব্যক্তির প্রধান কারণ, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন উন্নতিপ্রবণ পরিণামসাধনে পর্য্যাপ্ত নহে। নবীন সম্প্রদায় বিশেষের প্রধান নেতা, জার্ম্মন্-দেশীয় প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বাইস্‌মন্ (Weismann) বলিয়াছেন, পিতার অভ্যাস বা অনভ্যাসের ফল অপত্যে সংক্রমণ করে না, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই (Natural selection) ক্রমবিকাশের প্রধান বা একমাত্র কারণ।

পিতার অর্জ্জিত ধর্ম্ম, পিতার অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল অপত্যে সংক্রমণ করে কি না, ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণের ইহা অতীব প্রয়োজনীয় প্রশ্ন, অথবা কেবল ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণের কেন, যাঁহারা মনুষ্যজাতির সুখময়ী অবস্থার চিরস্থিতি কামনা করেন, সেই সকল পুরুষমাত্রের ইহা অবশ্য মীমাংসিতব্য প্রশ্নরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত, এই প্রশ্নের যথাযথভাবে সমাধানের উপরি সদাচারবিষয়ক, সমাজবিষয়ক, রাজনীতিবিষয়ক, ধর্ম্ম, নীতি ও পুনর্জ্জন্মবিষয়ক সিদ্ধান্ত সকল নির্ভর করিতেছে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, "বৈজ্ঞানিকদিগের এই প্রশ্নের সমাধানার্থ মনোনিবেশ নিতান্ত আবশ্যক"।

কথা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের বিশ্বাস পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাবৎ বেদাদি শাস্ত্রোপদেশ শিরোধার্য্য করিতে না পারিতেছেন, তাবৎ এই প্রয়োজনীয় প্রশ্নের যথাযথভাবে সমাধান হওয়া অসম্ভব। বেদাদিশাস্ত্রে এই গহন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবৃন্দের অদ্যাপি নিঃসন্দিগ্ধরূপে অমীমাংসিত, এই বহু

বিবাদাস্পদ প্রশ্নের যেরূপ মীমাংসা আছে, পণ্ডিত 'বাইস্‌মন্‌' তাহা অবাধে গ্রহণ করিতে পারেন, পণ্ডিত ডারুবিন্‌ তাহা অবাধে গ্রহণ করিতে পারেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্‌ স্পেন্‌সারও তাহা অবাধে গ্রহণ করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, বেদাদিশাস্ত্র উক্ত প্রশ্নের যেরূপ সমাধান করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে, নৈহারিকী অবস্থাকে বিশ্বের আদ্যাবস্থা বলিয়া বুঝিলে, ইষ্টসিদ্ধি হইবে না; স্নায়ুকেন্দ্রকে আত্মা বা মনঃ বলিয়া বুঝিলে ইষ্ঠসিদ্ধি হইবে না; শুদ্ধ আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণশক্তির চিরস্থায়ী প্রজা হইয়া থাকিলে, উদ্দেশ্য সফল হইবে না; বেদাদিশাস্ত্র এই প্রশ্নের যেরূপ সমাধান করিয়াছেন, তাহা পরে জানাইতেছি, আপাততঃ বাইস্‌মনের মত কি, এবং উভয়পক্ষ স্ব-স্ব মত স্থাপনার্থ কিরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দেখিব।

বাইস্‌মনের (Weismann) মত।—পিতার অর্জ্জিত ধর্ম্ম, পিতার অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল, অপত্যে সংক্রমণ করে, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহারা বলেন, বীজ পিতার সমগ্র মানসিক ও দৈহিক প্রকৃতির প্রতিকৃতি বা আদর্শস্বরূপ, পিতার মানসিক ও দৈহিক প্রকৃতি সূক্ষ্মভাবে বীজে নিহিত থাকে। বাইস্‌মনের মতে বীজের সহিত পুরুষের সমগ্র মানসিক ও দৈহিক প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই। বাইস্‌মন্‌ বলেন, জীবের 'বীজ' ও 'তদাবরণ', এই দুইটী ভাগ। বীজ ভাগই প্রকৃত প্রস্তাবে জীব, আবরণভাগ উহার ভোগায়তন, উহার শরীর। বীজ ভাগকে বাহ্যপ্রকৃতির হস্ত হইতে রক্ষা করাই, আবরণভাগের প্রয়োজন। বীজ হইতেই আবরণভাগের উৎপত্তি হয়, বীজ স্বয়ংই স্বীয় রক্ষার্থ আবরণ বা উপাধি নির্ম্মাণ করে। যাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার ধর্ম্ম তাহাতে বিদ্যমান থাকে। অতএব বীজ হইতে উৎপন্ন আবরণে যে, বীজের ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিবে, তাহা সুখবোধ্য। বীজ যেরূপ, তাহারও আবরণ বা দেহও তদনুরূপ হইয়া থাকে। বৃক্ষ বীজ হইতে বৃক্ষদেহ, অশ্ব বীজ হইতে অশ্বদেহ, মনুষ্যবীজ হইতে মনুষ্যদেহ উৎপন্ন হয়। আবরণভাগের সহিত বাহ্যপ্রকৃতির সম্বন্ধ, বাহ্যপ্রকৃতির সহিত আবরণভাগেরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশতঃ আবরণভাগ বাধিত হয়, পরিবর্ত্তিত বা বিকার প্রাপ্ত হয়। আবরণ বা উপাধির বিকারে বীজের বিকার হয় না, আবরণের উন্নতিতে বীজের উন্নতি হয় না। বীজ স্বয়ং আবরণের নির্ম্মাণ করে, কিন্তু আবরণ হইতে বীজের উৎপত্তি হয় না। যৌবনকাল উপস্থিত হইলে, বীজ আপনাকে আপনি বিভাগ করে, আত্মার কিয়দংশ আত্মা হইতে বিসৃষ্ট করিয়া থাকে। এই বিসৃষ্ট অংশ স্বতন্ত্র জীবন লাভ করে, স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ আবরণ নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। বীজে যে সকল ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, তাহাই জীবের সহজ ধর্ম্ম অপিচ আবরণভাগে, বাহ্যপ্রকৃতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশতঃ

যে সকল ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহারা জীবের অর্জ্জিত ধর্ম্ম। বীজ যখন বিভক্ত হইয়া, স্বতন্ত্র আবরণ উৎপাদনপূর্ব্বক ব্যাপার আরম্ভ করে, তখন বীজের যাহা সহজ ধর্ম্ম, তাহাই তাহাতে অনুবর্ত্তন করে, অর্জ্জিত বা আবরণভাগের ধর্ম্ম অনুবর্ত্তন করে না। পিতা হইতে অপত্য বীজ ধর্ম্মই প্রাপ্ত হয়, পিতাও আবার তদীয় পিতা হইতে বীজ ধর্ম্মই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আবরণভাগের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন নাই, পিতার অর্জ্জিত ধর্ম্ম লাভ করেন নাই। জীবের আবরণভাগেরই পরিবর্ত্তন হয়, বীজভাগের পরিবর্ত্তন সম্ভাবনা অল্প। বীজের কি তাহা হইলে কদাচ পরিবর্ত্তন হয় না? কদাচ পরিবর্ত্তন না হইলে, অভিব্যক্তি হইবে কিরূপে? অতএব বীজেরও যে, পরিবর্ত্তন-যোগ্যতা আছে, তাহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। বীজের উন্নতিতেই জীবের উন্নতি হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই জীবের উন্নতি সাধক।

পিতার অর্জ্জিত ধর্ম্মও অপত্যে সংক্রমণ করে, এইরূপ মতাবলম্বীদিগের স্বমত সমর্থক প্রমাণ।—পণ্ডিত কার্পেণ্টার (W.B. Carpenter, M.D.) তাঁহার নরশরীর বিজ্ঞানে (Principles of Human Physiology) বলিয়াছেন, 'প্রজনন প্রক্রিয়ার প্রকৃত স্বরূপ ও ইতিহাস যাহাই হউক, মাতা পিতার প্রকৃতি যে, বীজে সংক্রমণ করে, তাহা স্থির। অশ্ব ও গর্দ্দভ, সিংহ ও ব্যাঘ্র, বহুবিধ কুক্কুর ইত্যাদি বিজাতীয়—পরস্পর অত্যন্ত বিলক্ষণ ইতর জীবসমূহের, অথবা একদিকে য়ুরোপীয়, অন্যদিকে নিগ্রো বা আমেরিকাদেশবাসী মনুষ্যগণের সংকর প্রজননব্যাপারে স্ত্রী-ও-পুরুষ ধর্ম্মের পরস্পর সংমিশ্রণ হয়, ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন প্রকৃতিক স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম হইতে উৎপন্ন সন্তান অল্প-বিস্তর মাতা-পিতার বিমিশ্র লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা বীজের ধর্ম্ম বা গুণ যে, মাতা-পিতার প্রকৃতির অধীন, তাহা সপ্রমাণ হয়। গর্দ্দভ ও ঘোটকী হইতে সঞ্জাত অশ্বতর, রূপান্তরিত গর্দ্দভমাত্র। অশ্বতরে প্রধানতঃ গর্দ্দভের, এবং অংশতঃ ঘোটকীর লক্ষণ ব্যক্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যের সন্তানগণেও যে, মাতা-পিতার সাদৃশ্য, মাতা-পিতার দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতির সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অবিসম্বাদিত। কোন কোন সন্তান অনেকতঃ পিতৃলক্ষণবিশিষ্ট হয়, আবার কোন কোন সন্তানে মাতৃলক্ষণ আধিক্যতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ অপত্যে যে, মাতা-পিতার সাদৃশ্য থাকে, তাহা নিশ্চিত। এরূপও হইয়া থাকে যে, কোন কারণবশতঃ পুত্র মাতা-পিতার বিলক্ষণ হইল, কিন্তু পৌত্র বা প্রপৌত্র পিতামহ পিতামহীর, কিংবা প্রপিতামহ-প্রপিতামহীর সমান লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। মাতা-পিতার সৎ, অসৎ অভ্যাসের ফলও অপত্যে সংক্রমণ করে, পুত্র মাতা-পিতার অর্জ্জিত ধর্ম্মও প্রাপ্ত হয়। গণ্ডমালা,

বাত, উপদংশ, উন্মাদ, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগসমূহ বংশ পরম্পরায় সংক্রমণ করে। মাতা-পিতার উভয়ের বা অন্যতরের অতিরিক্ত সুরাপানের অভ্যাস নিবন্ধন সন্ততিবর্গ প্রায়ই জড়বুদ্ধি হয়, উহাদের উন্মাদপ্রবণতা জন্মায়, অথবা উহাদের মন অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ধৈর্য্যহীন হইয়া থাকে। মাতা-পিতার মধ্যে উভয়েই যেস্থলে অত্যাচারী তৎস্থলেই ইহা বিশেষতঃ হইতে দেখা যায়। ৩৫৯ সংখ্যক জড় মস্তিষ্কের (Idiots) মধ্যে, অনুসন্ধানপূর্ব্বক (যাহাদের পূর্ব্বপুরুষের ইতিবৃত্ত জানিবার সুবিধা ছিল) নির্ণীত হইয়াছিল, অন্যূন ৯৯ জন অতিরিক্ত মদ্যপায়ীর সন্তান। যে সকল অপত্যবতী বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করে, তাহাদের দ্বিতীয় পতি সংসর্গে জাত সন্তান সমূহে অনেক সময়ে পূর্ব্বপতির প্রবল সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এই রূপ হইবার দুইটী কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ পূর্ব্ব পতির ছবি পত্নীর চিত্তে দৃঢ়ভাবে লগ্ন হইয়া থাকা; দ্বিতীয়তঃ গর্ভধারিণীর শোণিত, ভ্রূণাবরণী কলার মধ্য দিয়া সঞ্চরণকালে (Through the placental circulations) ভ্রূণ (Foetus) হইতে তাহার জনকপ্রাপ্ত সংস্কারসমূহের কোন কোন সংস্কার গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং অন্য পুরুষের সংসর্গে জাতগর্ভে তাহা সঞ্চারণ করে। অন্য পুরুষের সংসর্গে জাত সন্তানে এইনিমিত্ত পূর্ব্বপতির সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। গর্ভাধান কালে মাতা-পিতার যেরূপ শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি থাকে, বীজও যে, বাহুল্যতঃ তদ্রূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মৈথুনকালে স্ত্রী যদি অন্য কোন পুরুষের রূপ অভিনিবিষ্টচিত্তে ভাবনা করে, তাহা হইলে, সন্তানে তৎ-পুরুষের সাদৃশ্য সংক্রান্ত হইয়া থাকে। (গর্ভবতী স্ত্রী যদি গ্রহণের সময়ে ভ্রূণের কোন অঙ্গ সমাহিতচিত্তে ভাবনা করিয়া বহির্দ্দেশে চূর্ণ বা সিন্দুরাদির ফোটা দেন, তাহা হইলে, সন্তানের সেই অঙ্গে ঐরূপ চিহ্ন হয়। গ্রহণের সময় গর্ভবতীকে মাছ কাটিতে নিষেধ করা হয় কেন, তাহা জানা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি, গ্রহণের সময়ে কোন এক গর্ভবতী মাছ কাটিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার কন্যার ওষ্ঠ কাটা হইয়াছিল।)

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার তাঁহার জীবতত্ত্ববিজ্ঞানে (Principles of Biology) পূর্ব্ব পুরুষের অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল যে পরপুরুষে সংক্রমণ করে, তৎপ্রতিপাদনার্থ বলিয়াছেন, ইংরাজের হনু (Jaws), অষ্ট্রেলিয়া দেশীয় বা নিগ্রোর হনু হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া থাকে। সভ্যজাতির হনু যে, অসভ্য জাতির হনু হইতে ক্ষুদ্রতর হয়, পূর্ব্বপুরুষের উক্ত যন্ত্রের ব্যবহারের অল্পতাই তাহার কারণ। এইরূপ অন্যান্য শরীর যন্ত্র সমূহের হ্রাস-বৃদ্ধিও অপত্যে পূর্ব্ব পুরুষদিগের অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফলের সংক্রমণ হেতু হইয়া থাকে।

প্রতিবাদীর প্রতিবাদ।—বাদী যে সকল হেতু দেখান, সেই সকল হেতু যে, অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষযুক্ত, প্রতিবাদীর তৎপ্রতিপাদনই প্রধানতঃ কর্ত্তব্য। 'মাতা-পিতার অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল অপত্যে সংক্রমণ করে', এই প্রতিজ্ঞার স্থাপনের জন্য বাদী দেখাইয়াছেন, সন্তান মাতা-পিতার শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, বিভিন্ন জাতীয় বা বিসদৃশ প্রকৃতিক স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গ হইতে জাত সন্তান মাতা-পিতার সংমিশ্রিত লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে; মাতা-পিতার রোগপ্রবণতা সন্তানে সংক্রমণ করে, অপরিমিত সুরাপানাসক্ত মাতা-পিতার সন্ততিগণ প্রায়ই জড়বুদ্ধি, উন্মাদরোগগ্রস্ত বা ক্ষীণ মস্তিষ্ক হইয়া থাকে, পূর্ব্ব পুরুষের অভ্যাস বিশেষ বশতঃ পরপুরুষের অঙ্গ বিশেষের পরিপুষ্টি, এবং অনভ্যাস বশতঃ কৃশতা প্রাপ্তি হয়। প্রতিবাদীকে এক্ষণে দেখাইতে হইবে, বাদি প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত সকল, হয়, অমূলক, না হয়, ভিন্ন হেতু হইতে উৎপন্ন, প্রতিবাদীকে প্রমাণ করিতে হইবে, অপত্য মাতা-পিতার সদৃশ গুণবিশিষ্টি হয়, এই কথা একেবারে মিথ্যা, অথবা অপত্য যে মাতা-পিতার তাহার অন্য কারণ আছে। অপত্য যে, অধিকাংশ স্থলে কোন না কোন অংশে মাতা-পিতার সদৃশ হয়, তাহা অমূলক নহে, পূর্ব্বপুরুষের বিশেষ বিশেষ রোগপ্রবণতা যে, পর পর পুরুষে সংক্রমণ করে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে, ইহা বহুশঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। তবে ব্যভিচারের দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

বাইস্‌মন্ (Weismann) বলিয়াছেন, আবরণের ধর্ম্ম বীজে সংক্রান্ত হয় না; অতএব বলা বাহুল্য, মাতা-পিতার রোগ ইহাঁর মতে অপত্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় না। অপত্যকে যে স্থলে মাতা-পিতার সমান রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়, তৎস্থলে প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনকে তাহার কারণরূপে অবধারণ করিতে হইবে। মাতা-পিতার অর্জ্জিত ধর্ম্ম অপত্যে সংক্রমণ করে, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহারা বলেন, মাতা-পিতার যে বয়সে যে রোগ প্রাদুর্ভূত হয়, অপত্যের সেই বয়সে সেই রোগের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। প্রতিবাদী এই সিদ্ধান্তের দোষপ্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন, অপত্যের স্নায়ব দৌর্ব্বল্য (Nervousness) প্রথম বয়সেই অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু মাতা-পিতার যে স্নায়ব-দৌর্ব্বল্য হইতে অপত্য এই রোগপ্রবণতা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে, এইরূপ অনুমান করা হয়, মাতা-পিতার সেই স্নায়ব দৌর্ব্বল্য প্রায়ই অধিক বয়সে ঘটিয়া থাকে। মাতা-পিতা ও অপত্যের রোগাভিব্যক্তির এই কালিক পার্থক্য, অর্জ্জিত ধর্ম্মের সংক্রমণ নিয়মের বিরোধী হইতেছে, সন্দেহ নাই। পিতার প্রথম বয়সের (পানাসক্ত হইবার পূর্ব্বে) নিরাময় মস্তিষ্কের সবীর্য্য অবস্থা অপত্যে সংক্রামিত হয় না কেন? পিতার অভ্যাসফলের সংক্রমণ নিয়ম কি তবে কেবল মন্দ ফলপ্রসূ? এই নিয়মবশতঃ কি পিতার নব অর্জ্জিত দুর্ব্বলতাই অপত্যে সঞ্চারিত হয়?

প্রতিভার মহিমা 'বিচিত্র! হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার, কার্পেণ্টার, ডারুবিন, ইহাঁরা বিদ্বান্, ধীমান্, বিশিষ্ট চিন্তাশীল, সন্দেহ নাই। তথাপি পৈতৃক-প্রাপ্তি যে, ক্রমাভিব্যক্তির কারণ নহে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না কেন? এত বুঝেন, আর এইটা বুঝেন না, ইহার কারণ কি? বাইস্মন্, গল্টন্, বল, ইহাঁরা যে সকল যুক্তিদ্বারা পৈতৃকপ্রাপ্তি নিয়মকে (Law of Heredity) প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি ধীমান্ পণ্ডিতবৃন্দের স্বচ্ছ মস্তিষ্কে সেই সকল যুক্তি যথাযথভাবে প্রতিভাত হয় না, ইহাঁরা সেই সকল যুক্তিকে প্রকৃত যুক্তি বলিয়া, গ্রহণ করিতে পারেন না, ইহার হেতু কি? পক্ষান্তরে বাইস্মন্, গলটন প্রভৃতি মনীষাসম্পন্ন সুধীবর্গই বা হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারাদি পণ্ডিতগণের পৈতৃকপ্রাপ্তি নিয়মের প্রতিপাদক যুক্তিসমূহকে প্রকৃত যুক্তিরূপে গ্রহণ করিতে অপারগ হয়েন কেন? শুদ্ধ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন হইতে বিবিধ, বিচিত্র, বিশ্বপরিণাম সংঘটিত হয়, এই মতের স্থাপন যে, অসম্ভব, বাইস্মনাদির বিমল মস্তিষ্ক তাহা বুঝিতে অক্ষম হইল কেন? যে প্রকৃতি একজনকে নীরোগ, সবল, প্রকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন, ধনবান্ করিতেছেন, সেই প্রকৃতি আবার অন্য একজনকে রোগার্ত্ত দুর্ব্বল, জড়বুদ্ধি এবং নির্ধন করিতেছেন, ইহার কারণ কি? প্রকৃতি কি পক্ষপাতিনী? প্রকৃতি কি যদৃচ্ছাচারিণী? প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কি কোন নিয়ম নাই? ইহা কি আকস্মিক (Result of chance)? প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন যদি অহেতুক বা আকস্মিক হয়, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন যদি অস্থির, অনিয়মিত বা কামাচারী হয়, তবে বিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা কি হইবে? বৈজ্ঞানিক তথ্য সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের অপর পর্য্যায়—সংজ্ঞান্তর; বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। প্রকৃতির যদি কোন নিয়মই না থাকে, তবে বিজ্ঞানের আর কি কর্ত্তব্য থাকিবে?

শাস্ত্র বলিয়াছেন (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), "প্রতিভাই জ্ঞান, বিশ্বাস, ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তি ইত্যাদির নিয়ন্ত্রী, প্রতিভাদ্বারাই জাতি ও ব্যক্তিগত জ্ঞান-বিশ্বাসাদি ব্যবস্থাপিত হয়"। মতভেদ যে প্রতিভামূলক তাহা স্বীকার করিতে হইবে। মতভেদের তত্ত্ব চিন্তা করিলে, বহু বিবাদাস্পদ বিষয়ের মীমাংসা হয়, জন্মান্তরে সংস্কার যে, বর্ত্তমান জন্মে অনুবর্ত্তন করে, তাহা প্রতিপন্ন হয়।

ডারুবিন্ প্রমুখ ক্রমাভিব্যক্তি বাদিগণের মতে বুঝিতে পারা গেল, জড় প্রকৃতিই বিশ্বজগতের সপ্রাণ, অপ্রাণ, চেতন অচেতন সর্ব্বপ্রকার পদার্থের একমাত্র কারণ। ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ কোন কার্য্যের মূল কারণের অনুসন্ধান করেন না। জীবের প্রথমাভিব্যক্তি কিরূপে হইল, 'জগতের এই অভিব্যক্তিই আদি অথবা ইহার পূর্ব্বে ইহার আরও অভিব্যক্তি হইয়া গিয়াছে; জড় বা নির্জীব পদার্থ হইতে জীবের

উৎপত্তি হয়, অথবা জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে ইত্যাদি প্রশ্ন সমূহের ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ কোনরূপ সমাধান করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। জীবের জন্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত কি, তাহা জানানই আমাদের বর্ত্তমান প্রয়োজন; জীবের জন্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে যতপ্রকার মত প্রচলিত আছে, তাহা জানিতে হইলে, সৃষ্টিবাদ ক্রমবিকাশবাদ ও পরিণামবাদ, এই বাদত্রয়ের একটু সংবাদ দেওয়া উচিত, আমরা এই জন্য এই সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিলাম, এক্ষণে জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'যে যে রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা জানাইব।

জড় হইতে জীবের উৎপত্তি হয়, অথবা জীবই জীবের উৎপত্তিকারণ?— জড় বা নির্জীব পদার্থ হইতে জীবের উৎপত্তি হয়, অথবা জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এই বিষয় লইয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রধানতঃ দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে। এক পক্ষ বলেন, জড়পদার্থ স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, প্রাণ নামক পদার্থ উৎপাদন করে, 'প্রাণ' জড় বস্তুর বিকার, ইহা জড় শক্তি ব্যতীত 'জীবন' নামক স্বতন্ত্র শক্তিপ্রসূ[illegible]হে। ব্যাষ্টিয়ান্ (H. Bastian, M.A., M.D.) বলিয়াছেন, দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, সজীব পদার্থ (Living matter) কর্ম্ম নিরপেক্ষ অণুসমূহের রাসায়নিক সংযোগ বিশেষের ফল ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অন্যপক্ষ বলেন, জীবন জড়শক্তির পরিণাম নহে, জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে, নির্জীব কখনও সজীবের উৎপাদক হইতে পারে না। নির্জীব হইতে জীবের আবির্ভাব হইতে পারে না, জীবতত্ত্ববিদ্ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ইদানীং অনেকেই এই মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন।

বিশ্বজগতের ইতিহাস বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ইহার নৈহারিকী অবস্থাকে (Nebulous state) আদিরূপে গ্রহণ করেন। বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক গৃহীত বিশ্বের এই আদ্যাবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ক্রমাভিব্যক্তিবাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, নীহারাবস্থা হইতে বিশ্বের ক্রমবিকাশ হইতে পৃথিবীতে যখন প্রথমে জীবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন নির্জীব জড়পদার্থ হইতে তাহার অভিব্যক্তি হইয়াছিল? অথবা সজীব পদার্থ হইতে হইয়াছিল?

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার জীবের প্রথমাভিব্যক্তি কবে, কিরূপে হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। পণ্ডিত পার্কার এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোনরূপ সমাধান করিতে পারেন নাই। পার্কার এইমাত্র বলিয়াছেন,

নির্জীব জড়পদার্থ হইতে আদ্যজীবের অভিব্যক্তিবাদ যে, একেবারে অনর্থক বা যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা মনে করা উচিত নহে। জগতের ইতিহাসে কোন অবস্থাতে যে, নির্জীব জড়পদার্থ হইতে জীবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, ক্রমাভিব্যক্তিবাদের স্থাপন পক্ষে এইরূপ অনুমান অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃদ্ধ গোতম শিষ্য ইহা শুনিয়া বলিবেন, ইহারই নাম 'প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস' (Abandonment of the original proposition)। * বাদী বলিলেন, জড় হইতে জীবের উৎপত্তি হয় না, জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে, যেহেতু প্রকৃতি বা কারণের বিসদৃশ কার্য্য উৎপন্ন হয় না। প্রতিবাদী বলিলেন, প্রকৃতি বা কারণের বিসদৃশ কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব', এই প্রতিজ্ঞা অতিব্যাপ্তি দোষযুক্ত, কারণ জীবের প্রথমাভিব্যক্তি জড়শক্তি হইতেই হইয়া থাকে। বাদী অমনি প্রত্যুত্তর করিলেন, প্রকৃতি বা কারণের বিসদৃশ পরিণাম হইতে পারে না, একথা কে বলে? জড় হইতে জীবের উৎপত্তি যে, একেবারে অসম্ভব, আমরা তাহা বলি না। ন্যায়মতে ইহা 'প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস'। পণ্ডিত পার্কার 'জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হয়', এই পক্ষের সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি? ভূত (Matter)ও ভৌতিকশক্তি (Force) ভিন্ন যাঁহারা অন্য কোন পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা "নির্জীব পদার্থ হইতে জীবের উৎপত্তি হইতে পারে না", কিরূপে এই মতের স্থাপন করিবেন?

ভূত (Matter) ও শক্তি (প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক—Physicochemical) দ্বারা সজীব পদার্থ নির্ম্মাণ করিতে বৈজ্ঞানিকগণ অদ্যাপি পারগ হয়েন নাই, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বহুব্যক্তি এইজন্য সজীব পদার্থ, পূর্ব্ববর্ত্তী সজীব পদার্থ হইতেই জন্ম লাভ করে, এইরূপ সিদ্ধান্তকেই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন। তবে জীবের প্রথমাভিব্যক্তিকে পরীক্ষার বিষয়ীভূত করিলে, 'জড় হইতে জীবের উৎপত্তি হইতে পারে না', এইমত বিচলিত হইয়া থাকে। *

---

* "পক্ষপ্রতিষেধে প্রতিজ্ঞাতার্থাপনয়নং প্রতিজ্ঞাসংন্যাসঃ।"—ন্যায়দর্শন ৫। ২। ৫।
স্বপক্ষের সাধন, পরপক্ষ কর্ত্তৃক দূষিত হইলে, বাদী যদ্দ্বারা স্বীয় পক্ষের স্থাপন করিলেন, প্রতিবাদী যদি সেই হেতুসমূহ অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষযুক্ত প্রমাণ করিয়া দিলে, তদুদ্ধরণে অসমর্থ বিবেচনায় বাদী যে, প্রতিজ্ঞাত অর্থের ত্যাগ করেন, তাহার নাম 'প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস'।

---

* "We have therefore two theories of the lower organisms the theory of *Biogenesis*, according to which each living thing, however simple, arises by a natural process of budding, fission, spore-formation, or what not, from a parent organism; and the theory of Abiogenesis, or as it is sometimes called *spontaneous or Equivocal Generation*, according to which fully formed living organisms sometimes arise from

শরীরের উপাদান ও উৎপত্তিতত্ত্ব।—সজীব পদার্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যে, দ্বিবিধমত প্রচলিত আছে, তাহা শ্রবণ করিলাম, এখন সজীব দেহের উপাদান ও উৎপত্তি তত্ত্ববিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করা যাউক। সজীব দেহকে পাশ্চাত্য জীববিজ্ঞান এককোষাত্মক ও অনেক কোষাত্মক (Protozoa or unicellular; and Metazoa, or animals composed of many cells), এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। অনেক কোষাত্মক শরীর বিবিধ, বিচিত্র যন্ত্রসমষ্টি। বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, পত্র, জীবের হৃদয়, মস্তিষ্ক, পাকাশয়, অস্থি, স্নায়ু, শিরা, ধমনী ইত্যাদি ইহারা ভিন্ন ভিন্ন শারীর যন্ত্র। এই সকল শারীরযন্ত্র আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব দ্বারা নির্ম্মিত; এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বসমূহকে 'টীশু' (Tissue) এই নামে অভিহিত করা হয়। যথোক্ত 'টীশু' সকলের যাহারা ঘটকাবয়ব (Constituent parts) তাহাদিগকে 'শেলস্' (Cells) বলা হয়। 'শেল্'ই (Cell) জীব শরীরের মূল উপাদান—একক (Ultimate unit)। 'শেল্' (Cell) শব্দটি অনেকতঃ সংস্কৃত 'কোষ', এই শব্দের সমানার্থক। 'মোল' (Mohl), 'রেম্যাক্' (Remak), ভির্শো (Virchow) প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে 'শেল' (Cell) অকস্মাৎ উৎপন্ন পদার্থ নহে, প্রত্যেক 'শেল্' পূর্ব্ববর্ত্তী 'শেল্, হইতে আবির্ভূত হয়।

পরিস্পন্দনশক্তি (Power of movement), নির্জীব পদার্থের আশোষণ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা উহাকে সজীব পদার্থে (Protoplasm) পরিণত করিবার শক্তি, বর্দ্ধিত হইবার শক্তি, নিঃস্রবণ শক্তি (Power of secretion) এবং প্রজনন শক্তি (Power of reproduction), শেল্সমূহে (Cells) এই সকল শক্তি বিদ্যমান আছে। শেলে যে সজীব পদার্থ আছে, তাহার নাম 'প্রোটোপ্লাজম্' (Protoplasm)। প্রোটোপ্লাজমের অন্তরে নানাজাতীয় কণিকা বা অঙ্কুর (Minute granules) সকল অবস্থান করে, উহাদিগকে 'বীজাঙ্কুর' (Nucleus) বলা হয়। পুংবীজ বা কোষ (Spermatozoon) স্ত্রী বীজ বা কোষের (Ovum) সহিত মিলিত হইয়া গর্ভ উৎপাদন করে। কোষের সংবিভাগ (Division) হইতে শরীরের গঠন হইয়া থাকে।

---

not-living matter. In former times the occurrence of a biogenesis was universally believed in. * * * It must not be thought that this question is in any way a vain or absurd one. That living protoplasm has at some period of the world's history originated from not living matter seems necessary corollary of the doctrine of evolution, and is obviously the very essence of the doctrine of special creation; and there is no a *priori* reason why it should be impossible to imitate the unknown conditions under which the process took place."—*An Elementary Course of Practical Zoology. by Parker. pp. 282-3.*

কোষ প্রথমতঃ দ্বিধা বিভক্ত হয়, এই দ্বিধা বিভক্ত কোষের প্রত্যেকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। কোষ সকলের এইরূপে সংবিভাগ হয়। কোষ সকল বিভক্ত হইলেও, পরস্পর একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না। সংবিভক্ত কোষসমূহ ক্ষুদ্র গোলাকারে সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। কোষসমূহের সম্মিলন হইতে একটী স্তর বা সন্তানিকা (Membranous layer) উৎপন্ন হয়। এই সূক্ষ্ম স্তর বা সন্তানিকাকে বীজত্বক্ (Blastoderm—Germinal membrane), এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। বাহ্য ত্বক্‌স্তর (Epiblast or Ectoderm), মধ্য ত্বক্‌স্তর (Mesoblast or Mesoderm), এবং অন্ত্য ত্বক্‌স্তর (Hypoblast or Entoderm), বীজ ত্বক্ আবার এই তিনটী স্তরে সংবিভক্ত হয়। এই তিনটী ত্বক্‌স্তর হইতে সমস্ত শারীর যন্ত্রের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

প্রোটোপ্লাজম্ কোন্ পদার্থ?—পাশ্চাত্য জীব বিজ্ঞান পাঠপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, 'প্রোটোপ্লাজম্' অখিল জৈব শরীরের উপাদান; 'প্রোটোপ্লাজম্ কীট প্রসব করে, প্রোটোপ্লাজম্ পতঙ্গ প্রসব করে, প্রোটোপ্লাজম্ তরু, লতা প্রসব করে, প্রোটোপ্লাজমই বিবিধ বিচিত্র প্রকৃতিবিশিষ্ট, হিতাহিত বিবেকশক্তিমান্, মানুষ নির্ম্মাণ করে। এখন জ্ঞাতব্য হইতেছে এই 'প্রোটোপ্লাজম্' কোন্ পদার্থ?

প্রোটোপ্লাজমের স্বরূপ কি, জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অদ্যাপি তাহা স্থির করিতে পারেন নাই, প্রোটোপ্লাজমের স্বরূপ সম্বন্ধে বিবিধ মত আছে। 'মোল' (Mohl) বর্ণহীন অথবা ঈষৎ পীতাভ, কণময়, পিচ্ছিল পদার্থবিশেষকে 'প্রোটোপ্লাজম্' বলিয়াছেন। কুন্ (Kuhne) প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত সংকোচন ধর্ম বিশিষ্ট পদার্থ মাত্রকেই 'প্রোটোপ্লাজম্' বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। ডাক্তার বীল্ এই মতের অনুমোদন করেন নাই। আকুঞ্চনশীলতাকেই (Contractility) যাঁহারা প্রোটোপ্লাজমের ইতর ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, ডাক্তার বীল্ তাঁহাদিগকে 'আমিবা' (Amoeba) ও 'পৈশিকবিধান', এই উভয়ের আকুঞ্চনাত্মক স্পন্দনের পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বীলের সিদ্ধান্ত অখিল সজীব পদার্থের অস্তিত্ব যাহার আশ্রিত, তাহা 'জীবাঙ্কুর' পদার্থ বিশেষ (Bioplasm)। প্রোটোপ্লাজম্‌কে অনেকেই অর্দ্ধ তরল অণ্ডলালবৎ (Albuminous) পদার্থ বলিয়াছেন।

জীবের জন্মসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত কি, তাহা একরূপ শ্রবণ করা হইল, অতঃপর জীবের জন্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক কি বুঝিয়াছি, তাহা নিবেদন করিব।

পঞ্চম প্রস্তাব।

জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য।

জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশের প্রতিচিন্তন।—শাস্ত্র মতে 'জীব' নিত্য, যাহা নিত্য, তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইতে পারে না; স্থূল শরীরের সহিত জীবের সংযোগকেই লোকে সাধারণতঃ জীবের জন্ম, এবং বিচ্ছেদকেই জীবের মরণ বলিয়া থাকে। জীবের স্থূল শরীরের সহিত সংযোগ হইবার কারণ কি? শরীরের উৎপত্তি হয় কেন? অবিদ্যা, কাম ও পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্ট বশতঃ স্থূল শরীরের সহিত জীবের সম্বন্ধ হয়; পূর্ব্বশরীরে কৃত কায়িক, বাচিক ও মানসিক শুভাশুভ কর্ম্মের সংস্কার দ্বারা প্রেরিত ভূতসমূহ হইতে বর্ত্তমান শরীর নিষ্পন্ন হয়; পূর্ব্বকর্ম্মের ভেদানুসারে শরীরের ভেদ হয়। পূর্ব্বকর্ম্ম যেমন শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত কারণ, সেইরূপ ভিন্ন-ভিন্ন অবয়বের রচনাতে যে, অণুসমূহের বিশেষ-বিশেষ ভাবে সন্নিবেশ হইয়া থাকে, তাহারাও পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্টই নিমিত্ত কারণ। উপাদান ও নিমিত্ত (বেদে উপাদান কারণ বুঝাইতে 'আরম্ভণ' এই শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়), কার্য্যমাত্রের এই দ্বিবিধ কারণ। বেদ বলিয়াছেন, বিশ্বতশ্চক্ষুঃ (সর্ব্বতোদৃষ্টি, বিশ্বস্থ চক্ষুষ্মান্ প্রাণিবর্গের চক্ষুঃ সমষ্টিই যাঁহার চক্ষু, অথবা অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়ের যিনি যুগপৎ দ্রষ্টা, যিনি সর্ব্বজ্ঞ), বিশ্বতোমুখ, বিশ্বতোবাহু ও বিশ্বতস্পাৎ, বিশ্বকর্ম্মা পরমেশ্বর একাকী—অনন্যসহায় হইয়া, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বাহু (ধর্ম্মাধর্ম্মই লোকযাত্রানির্ব্বাহক, সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে বিশ্বকর্ম্মার বাহুরূপে রূপিত করা হইয়াছে) ও পতনশীল (অনিত্য) পঞ্চভূতরূপ উপাদান কারণদ্বারা (উদয়নাচার্য্যের মতে গতিশীল পরমাণুপুঞ্জ) জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, জগৎকার্য্যের উপাদান কারণ পঞ্চভূত এবং নিমিত্ত কারণ সৃজ্যমান পদার্থসমূহের ধর্ম্মাধর্ম্ম।* কর্ম্মবৈচিত্র্যই যে, সৃষ্টি বৈচিত্র্যের নিমিত্ত কারণ, এতদ্দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। সংসার অনাদি, কারণে লীন হওয়ার নাম লয়, ধ্বংস—একেবারে বিনষ্ট হওয়া, লয় শব্দের অর্থ নহে। জীব যে সকল কর্ম্ম করে, শুভই হউক, অথবা অশুভই হউক, তাহাদের সংস্কার জীবের অন্তঃকরণে লগ্ন হইয়া থাকে। এই সংস্কার সকলই ভবিষ্যৎ প্রপঞ্চের—ভাবি-সৃষ্টি বীজস্বরূপ। বেদ

---

* "কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎস্বিৎকথাসীৎ। যতোভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্ম্মা বিদ্যামৌর্ণোন্ মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ।। বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ।।"—ঋগ্বেদসংহিতা ৮। ১০। ৮১। বা শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা ১৭। ১৮ ও ১৯।

ইহাকে পুনঃসৃষ্টির বা পুনর্জ্জন্মের বীজ বলিয়াছেন। ন্যায়দর্শন যে, উদ্ধৃত মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে। জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা শাস্ত্র হইতে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, সেই সকল সারগর্ভ উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে হইলে, জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে বেদ ও বেদাশ্রিত—বেদমূলক শাস্ত্রসমূহ কি বলিয়াছেন, অগ্রে তাহা শ্রবণ করা উচিত। আমাদের বিশ্বাস পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সৃষ্টিবাদ, ক্রমবিকাশবাদ ও পরিণাম বা বিবর্ত্তবাদ, শাস্ত্র ব্যাখাত আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদেরই বিকৃতরূপ। বিশ্বাসটা সত্যভূমিক কি না, পরীক্ষা করা যাউক।

আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদের সংক্ষিপ্ত সংবাদ।—ভারতবর্ষে প্রচারিত দার্শনিক মতসমূহকেও আস্তিক ও নাস্তিক এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়। আস্তিক ও নাস্তিক এই দ্বিবিধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের মধ্যেও পরস্পর মতভেদ আছে। ন্যায়বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল, পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা এই ষড়বিধ দর্শনকে শাস্ত্র 'আস্তিক' দর্শন এবং চার্ব্বাক, চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ ও জৈন, এই ছয় প্রকার দর্শনকে 'নাস্তিক' দর্শন বলিয়াছেন। অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে আস্তিক-নাস্তিকভেদে দ্বাদশ প্রকার দার্শনিক মতকে 'অসৎকার্য্যবাদ', 'সৎকার্য্যবাদ' ও 'সৎকারণবাদ', এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সংক্ষেপশারীরক-প্রণেতা শ্রীসর্ব্বজ্ঞমুনি বলিয়াছেন, কণাদ আরম্ভবাদের, ভদন্ত (বৌদ্ধ বিশেষ) সঙ্ঘাতবাদের, কপিল ও পতঞ্জলি পরিণামবাদের, এবং বেদান্ত বিবর্ত্তবাদের উপদেষ্টা। *

'আরম্ভ' শব্দের অর্থ 'উৎপত্তি', 'উপক্রম', (Beginning)। আরম্ভের বাদ—'আরম্ভবাদ'। 'আরম্ভ' কথাটী আমরা সচরাচর কোন্ অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি? পূর্ব্বে যে ভাবের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইতে ছিল না, তাদৃশ ভাবের অস্তিত্ব যখন প্রথম প্রত্যক্ষগোচর হয়, তখন আমরা তাহাকে 'আরম্ভ' বলিয়া থাকি; 'ছিল না, হইল', ইহারই নাম 'আরম্ভ'। 'পরি' উপসর্গপূর্ব্বক 'নম' ধাতুর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া, 'পরিণাম' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নম' ধাতুর অর্থ নমন—নতি, অবতরণ। সূক্ষ্ম বা অদৃশ্য অবস্থা হইতে স্থূল বা দৃশ্যমান অবস্থায় আগমনের, অথবা পূর্ব্বধর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া, ধর্ম্মান্তরের অভিব্যক্তির নাম 'পরিণাম'। 'বিবর্ত্ত' শব্দের অর্থ হইতেছে, বিশেষ বা বিরুদ্ধরূপে স্থিতি। সায়ণাচার্য্য অথর্ব্ববেদের ভাষ্যভূমিকাতে বলিয়াছেন, 'পূর্ব্বরূপের ত্যাগ না করিয়া যে অসত্য নানাকারের প্রতিভাস, তাহার নাম বিবর্ত্ত'। শুক্তিকাতে (ঝিনুকে) রজতের বা রজ্জুতে সর্পের

* "আরম্ভবাদঃ কণভক্ষপক্ষঃ সঙ্ঘাতবাদস্তু ভদন্তপক্ষঃ। সাংখ্যাদিপক্ষঃ পরিণামবাদো বেদান্তপক্ষস্তু বিবর্ত্তবাদঃ।।"—সংক্ষেপ শারীরক।

প্রতীতি বিবর্ত্তের দৃষ্টান্ত। 'পূর্ব্বরূপ ত্যাগপূর্ব্বক যে নানাকারের প্রতিভাস, তাহার নাম পরিণাম'। দুগ্ধের দধিরূপে প্রতিভাস পরিণামের দৃষ্টান্ত। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও উহার টীকা পাঠ করিলে, বিবর্ত্ত ও পরিণামের সুন্দর লক্ষণ পাওয়া যায়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের টীকাকার বলিয়াছেন, কারণ হইতে পঞ্চপ্রকারে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। ১ম। অতিরোহিত প্রাগবস্থ; ২য়। প্রতিবদ্ধ প্রাগবস্থ; ৩য়। প্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থ; ৪র্থ। অপ্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থ; ৫ম। বিনষ্ট প্রাগবস্থ। তিরোহিত হয় নাই, পূর্ব্বাবস্থা যাহার (যে কার্য্যের), তাহা 'অতিরোহিত প্রাগবস্থ'। মৃত্তিকা ঘটের পূর্ব্বাবস্থা; মৃত্তিকা যখন ঘটরূপে পরিণত হয়, তখন ইহার মৃত্তিকাবস্থার তিরোধান হয় না। প্রতিবদ্ধ হইয়াছে, পূর্ব্বাবস্থা যাহার, তাহা 'প্রতিবদ্ধ প্রাগবস্থ'। জল যখন অত্যন্ত শীতল হয়, তখন উহা হিমশিলারূপে পরিণত হইয়া থাকে; জল হিমশিলার পূর্ব্বাবস্থা; জল যখন হিমশিলা (বরফ বা শিল) হয়, তখন উহার জলীয় অবস্থা বিনষ্ট হয় না, প্রতিবদ্ধ হয়; বিনষ্ট হইলে, হিমশিলা পুনর্ব্বার জলরূপে পরিণত হইতে পারিত না। প্রচ্ছন্ন—আবৃত বা লুক্কায়িত হইয়াছে, পূর্ব্বাবস্থা যাহার, তাহা 'প্রচ্ছন্নপ্রাগবস্থ'। রজ্জুতে যখন সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, ভ্রমবশতঃ রজ্জু যখন সর্পাকারে প্রতীয়মান হয়, তখন রজ্জুর রজ্জুত্ব ভ্রান্তের সমীপে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। ন প্রচ্ছন্ন='অপ্রচ্ছন্ন'; অপ্রচ্ছন্ন হইয়াছে, পূর্ব্বাবস্থা যাহার, তাহার নাম, 'অপ্রচ্ছন্নপ্রাগবস্থ'। জল হইতে তরঙ্গের উৎপত্তি, 'অপ্রচ্ছন্নপ্রাগবস্থ' কার্য্যের দৃষ্টান্ত। তরঙ্গের পূর্বাবস্থা জল; জল হইতে যখন তরঙ্গ সকল উৎপন্ন হয়, তখন জল অদৃশ্য হয় না, জলই যে, তরঙ্গিত হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিনষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্বাবস্থা যাহার, তাহার নাম 'বিনষ্টপ্রাগবস্থ'। দুগ্ধের দধিরূপে পরিণতি 'বিনষ্টপ্রাগবস্থ কার্য্যের দৃষ্টান্ত'। * বিনষ্ট প্রাগবস্থরূপ কার্য্যই 'বিকার' বা 'পরিণাম'। বশিষ্ঠদেব, কারণ হইতে যাদৃশ কার্য্যের উৎপত্তিতে কারণের স্বরূপের বিপর্য্যয় হয়, তাদৃশ কার্য্যের উৎপত্তিকেই 'পরিণাম' বলিয়াছেন। আদ্যন্ত সমান বস্তুর স্বরূপের অসংস্পর্শি (যাহা স্বরূপকে স্পর্শ করে না, স্বরূপের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করে না)—বৈষম্যের প্রতিভাসের নাম 'বিবর্ত্ত'। বিবর্ত্তে কারণের স্বরূপ চ্যুতি হয় না, কার্য্যরূপে বিবর্ত্তিত কারণকে পুনর্ব্বার স্বভাবে আনয়ন দুঃসাধ্য ব্যাপার নহে। বশিষ্ঠদেব অতিরোহিত প্রাগবস্থাদি চতুর্ব্বিধ কার্য্যোৎপত্তিকে 'বিবর্ত্ত' এবং 'বিনষ্টপ্রাগবস্থ' কার্য্যকে বিকার বা পরিণাম বলিয়াছেন। যাঁহারা বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক

---

* "পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগেন অসত্য নানাকার প্রতিভাসোবিবর্ত্তঃ। পূর্ব্বরূপপরিত্যাগে সতি নানাকার প্রতিভাসঃ পরিণামঃ।"—অথর্ব্ববেদভাষ্য।

"তত্র কারণে কার্য্যোদ্ভবঃ পঞ্চধা।"—যোগবাশিষ্ঠটীকা।

ও রাসায়নিক (Physical and Chemical), এই দ্বিবিধ পরিবর্ত্তনের তত্ত্ব বিদিত আছেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, বশিষ্ঠদেবের 'অতিরোহিত প্রাগবস্থ', 'প্রতিবদ্ধপ্রাগবস্থ' ও 'অপ্রচ্ছন্নপ্রাগবস্থ' এই ত্রিবিধ বিবর্ত্তভেদের সহিত বিজ্ঞানবর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের (Physical change), এবং 'বিনষ্টপ্রাগবস্থ'-কার্য্য বা পরিণামের সহিত রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের (Chemical change) কিছু সাদৃশ্য আছে।

মৃত্তিকা হইতে যেরূপ ঘটের উৎপত্তি হয়, তন্তু হইতে যেরূপ পটের আরম্ভ হয়, নৈয়ায়িকদিগের মতে সেইরূপ পরমাণুসমূহ হইতে পৃথিব্যাদি জগতের আরম্ভ হইয়া থাকে। মৃত্তিকা ঘটের উপাদান বা সমবায়িকারণ; কুম্ভকার ও দণ্ডচক্রাদি ইহার নিমিত্তকারণ। পরমাণুসমূহ বিশ্ব জগতের উপাদান কারণ, ঈশ্বর, কাল, দিক্, অদৃষ্ট ইত্যাদি ইহারা নিমিত্তকারণ। মৃত্তিকাতে যেমন ঘট বিদ্যমান থাকে না, সেই প্রকার পরমাণুতে ব্যক্ত জগৎ বিদ্যমান থাকে না। সাংখ্যের সিদ্ধান্ত, ক্ষীর যেরূপ দধিরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মক প্রধান (প্রকৃতি) মহত্তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব ইত্যাদিরূপে পরিণত হইয়া, বিচিত্র বিশ্বরূপ ধারণ করে। অবিদ্যমানের জন্ম হয় না, বিদ্যমানেরও ধ্বংস প্রাপ্তি অসম্ভব। অতএব অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না। সাংখ্যদর্শন কার্য্যকে সৎ বলেন, এই নিমিত্ত ইহাঁকে সৎকার্য্যবাদী বলা হয়। ন্যায়-বৈশেষিক অসৎকার্য্যবাদী। বেদান্তের সিদ্ধান্ত অখণ্ডৈকরস পরমাত্মা স্বীয় মায়া দ্বারা আকাশাদি জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়েন। বেদান্তদর্শন সুতরাং বিবর্ত্তবাদী বা সৎকারণবাদী। কারণ সৎ, কারণ নিত্য, কার্য্য মিথ্যা, কার্য্য অসৎ, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহারাই 'সৎকারণবাদী'।

সৎকার্য্যবাদ স্থাপনের যুক্তি।—সাংখ্যদর্শন সৎকার্য্যবাদের স্থাপনের জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, অতঃপর তাহা শ্রবণ করিতে হইবে।

অসৎ, যাহা বস্তুতঃ বিদ্যমান নাই, তাহার অভিব্যক্তি হয় না, অসৎকে কেহ সৎ করিতে পারে না। যাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে তাহার 'উপাদান' কারণ বলে। মৃত্তিকা ঘটের তন্তু পটের উপাদান কারণ। মৃত্তিকা হইতে পট বা তন্তু হইতে ঘট উৎপন্ন হয় না। অতএব প্রত্যেক কার্য্যের উপাদান কারণের যে, নিয়ম আছে, তাহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। কার্য্য তাহার উপাদান কারণের সহিত অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্ব হইতেই সম্বদ্ধ হইয়া থাকে, কি না? যদি স্বীকার করা যায়, কার্য্য তাহার উপাদান কারণের সহিত অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্ব হইতেই সম্বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, কার্য্যকে অভিব্যক্তির পূর্ব্বেও সৎ—সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান বলিতে হইবে, কারণ অসৎ বা অবিদ্যমানের বিদ্যমানের সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না।

আর যদি বলা যায়, কার্য্য, অভিব্যক্তির পূর্ব্বে কারণের সহিত সম্বদ্ধ থাকে না, তাহা হইলে, ইহা ইহার কার্য্য, ইহা ইহার কারণ, এইরূপ নিয়মের অনুপপত্তি হয়, তাহা হইলে, সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের উৎপত্তি হওয়া, অসম্ভব হয় না। উপাদানের যখন নিয়ম আছে, তখন কার্য্যের সহিত তৎকারণের যে, সম্বন্ধ আছে, তাহা মানিতে হইবে। কার্য্য দেখিয়া, আমরা শক্তির অনুমান করিয়া থাকি। সকল বস্তু হইতে যখন সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, তখন বলিতে পারা যায়, যাহাতে যৎকার্য্য নিষ্পাদনের শক্তি—যোগ্যতা আছে, তাহাই তৎকার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, এবং যাহাতে যৎকার্য্য সম্পাদনের শক্তি নাই, তাহা তৎকার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। শক্তির ব্যক্ত অবস্থাই 'কার্য্য', এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব কার্য্যকে শক্তির আত্মভূত এবং শক্তিকে কারণের আত্মভূত বলা যাইতে পারে। কার্য্যশক্তিমত্তাই বস্তুতঃ উপাদান কারণত্ব, কার্য্যের অনাগত অবস্থাই 'শক্তি' পদার্থ। কার্য্য সুতরাং, উপাদান কারণ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে। কার্য্য যখন কারণ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, কার্য যখন কারণাত্মক, তখন কারণকে সৎ বলিয়া স্বীকার করিলেই, কার্য্যকেও সৎ বলিয়া স্বীকার করা হয়, কারণ যদি সৎ হয়, তবে কারণ হইতে অভিন্ন কার্য্য অসৎ হইতে পারে না। কার্য্য যে, কারণ হইতে ভিন্ন নহে, তাহার প্রমাণ কি? যাহা, যাহা হইতে ভিন্ন, তাহা তাহার ধর্ম্ম হইতে পারে না। কার্য্য কারণের ধর্ম্ম, অতএব কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে।*

সৎকার্য্যবাদীরা যেরূপ যুক্তি দ্বারা সৎ কার্য্যবাদের স্থাপন করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা জানান হইল, এক্ষণে অসৎকার্য্যবাদী অসৎকার্য্যবাদ স্থাপনার্থ যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করা যাউক।

অসৎকার্য্যবাদ স্থাপনের যুক্তি।—আস্তিকদর্শন সমূহের মধ্যে ন্যায়-বৈশেষিক অসৎকার্য্যবাদী। উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ বা কার্য্য বিদ্যমান থাকে না, বিদিত হইয়াছি, অসৎকার্য্যবাদের ইহাই আশয়। উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ বা কার্য্য বিদ্যমান থাকে না, এই মতের বিরুদ্ধে যে সকল তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে, মহর্ষি গোতম প্রথমে স্বয়ংই সেই সকল তর্ক তুলিয়াছেন।

কার্য্যমাত্রের উপাদান কারণ যখন নিয়ত, সকল পদার্থই যখন সকলের কারণ নহে, প্রত্যেক কার্য্যের সহিত তদুপাদান কারণের যখন নিত্য সম্বন্ধ, অপিচ অবিদ্যমান বস্তুর সহিত বিদ্যমান বস্তুর কদাচ সম্বন্ধ হইতে পারে না, ইহাই যখন

* "অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্যম্।।"—সাংখ্যকারিকা "
"অসত্ত্বান্নাস্তি সম্বন্ধঃ কারকৈঃ সত্ত্বসঙ্গিভিঃ। অসংবদ্ধস্য চোৎপত্তিং ইচ্ছতো ন ব্যবস্থিতিঃ।"

সকলের সহজ বিশ্বাস, তখন উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপৎস্যমান (যাহা উৎপন্ন হইবে) পদার্থ ছিল না, এইরূপ সিদ্ধান্তকে সৎসিদ্ধান্ত বলিতে পারা যায় না। উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ ছিল, এই সিদ্ধান্তই কি তবে ন্যায়সঙ্গত? তাহাও বলা যায় না, কারণ ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট বিদ্যমান ছিল, বোধ হয়, কেহই ইহাকে ন্যায্য সিদ্ধান্ত বলিয়া, গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল, বা ছিল না, এই দ্বিবিধ মতই দেখা যাইতেছে যুক্তিসিদ্ধ নহে। তবে এসম্বন্ধে সৎসিদ্ধান্ত কি?

মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ বিদ্যমান থাকে না, ইহাই সৎসিদ্ধান্ত। 'উৎপত্তি' ও 'বিনাশ' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, অবিদ্যমান, অনভিব্যক্ত বা অনুৎপন্ন বস্তুর, অভিব্যক্ত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থা প্রাপ্তির নাম উৎপত্তি, এবং বিদ্যমান বা অভিব্যক্ত বস্তুর অদৃশ্য অবস্থায় গমনের নাম বিনাশ। সৎ বা উৎপন্নের পুনরুৎপত্তি হইতে পারে না। উৎপত্তি ও বিনাশ, বা আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই ভাববিকারদ্বয়, যখন আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, ঘট,-পটাদি উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থসমূহকে যখন আমরা উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতে দেখিতেছি, তখন উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তুকে সৎ বা উৎপন্ন বলিতে পারা যায় না। উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু বিদ্যমান থাকে, এই মতকে যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, 'উৎপত্তি' ও 'বিনাশ' এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ-স্থল থাকে না, ছিল না, হইল, ইহারই নাম উৎপত্তি। নিত্যস্বরূপ চিতিশক্তির যে প্রকার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, সেই প্রকার কার্য বা ফলকেও যদি নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, ইহাও (কার্য্য বা ফল) যে, উৎপত্তি বিনাশ রহিত, তাহা মানিতে হয়।

সৎকার্য্যবাদীরা বলেন, উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তি ধর্ম্মক পদার্থ বা কার্য্যকে যদি অসৎ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, সকল বস্তু হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যোৎপাদনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না।

মহর্ষি গোতম এই সকল আপত্তির খণ্ডনার্থ বলিয়াছেন, কার্য্য মাত্রের উপাদান কারণ যে, নিয়ত, সকল বস্তুই যে, সকল বস্তু প্রসব করিতে সমর্থ নহে, তাহা স্থির। 'অসৎকার্য্যবাদে তন্তুসকলই পটের উপাদান, মৃত্তিকাদি উপাদান নহে, এবম্প্রকার উপাদনিয়মের সিদ্ধি হয় না', সৎকার্য্যবাদীদিগের এইরূপ আপত্তির কোন যুক্তি নাই। সকল বস্তু যে, সকল বস্তুর কারণ হইতে পারে না, স্বভাব বিশেষই তাহার কারণ। এই তন্তুসমূহ দ্বারা পট নির্ম্মিত হইবে, ইহা জানিয়া,

তন্তুবায় পট নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়, তন্তুসমূহে পট বিদ্যমান আছে, এইরূপ বুদ্ধি লইয়া পট নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত না। এই তন্তু সকলে পট বিদ্যমান আছে, তন্তুবায়ের যদি এইরূপ বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে, তাহার পট নির্ম্মাণের প্রবৃত্তি হইত না, সিদ্ধ বা নিষ্পন্ন বস্তুর সাধন করিতে কোন প্রেক্ষাবানের প্রবৃত্তি হয় না। অতএব কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে কার্য্য যে, বিদ্যমান থাকে না, তাহা বুদ্ধিসিদ্ধ।*

'অভিব্যক্তির পূর্ব্বেও কার্য্য বিদ্যমান থাকে', এই বাক্যের ইহা তাৎপর্য্য নহে যে, কার্য্য অভিব্যক্তির পূর্ব্বে ব্যক্তভাবেই অবস্থান করে; ঘট যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তিকাগর্ভে ঘটরূপেই বিদ্যমান থাকে না, তাহা সহজ বুদ্ধিগম্য। যাহা অভিব্যক্ত হয়, তাহা অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বেও থাকে, এই মতের (—সৎকার্য্যবাদের) মর্ম্ম হইতেছে, কার্য্যমাত্রেই অভিব্যক্তির পূর্ব্বে পূর্ব্বে স্ব-স্ব কারণগর্ভে শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে। অভিব্যক্তির অভাববশতঃ, কার্য্য বিদ্যমান থাকিলেও উপলব্ধ হয় না।

প্রতিবাদীরা অতঃপর প্রশ্ন করেন, 'অভিব্যক্তি' পূর্ব্ব হইতেই সৎ অথবা অসৎ? অভিব্যক্তি যদি পূর্ব্ব হইতেই সৎ হইত, তাহা হইলে, তন্তু সকলেই পটের উপলব্ধি হইত, কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন অভিব্যক্তিকে পূর্ব্ব হইতেই সৎ বলা যাইতে পারে না। সৎকার্য্যবাদীরাও অভিব্যক্তিকে পূর্ব্ব হইতেই সৎ বলেন না। অসৎ অভিব্যক্তির যাঁহারা পশ্চাৎ উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারা অসৎ কার্য্যমাত্রের উৎপত্তি স্বীকার না করিবেন কেন? 'অসৎ—যাহা বিদ্যমান নাই, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না,' সৎকার্য্যবাদিগণের সৎকার্য্যবাদ স্থাপনের এইরূপ যুক্তির যে, ব্যভিচার স্থল আছে, এতদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

উপাদান-নিয়ম সৎকার্য্যবাদ স্থাপনের অন্যতম যুক্তি। সৎকার্য্যবাদের সিদ্ধান্ত প্রধান বা প্রকৃতি বিশ্বকার্য্যের উপাদান। 'কার্য্য' কারণাত্মক, কার্য্য কারণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। অতএব বলা যাইতে পারে, বিশ্বকার্য্য প্রধান বা প্রকৃতি হইতে অভিন্ন। অখিলকার্য্য যখন প্রকৃতি বা কারণ হইতে অভিন্ন, তখন স্বীকার করিতে হইবে, সকল কার্য্য হইতেই সকল কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভবপর। সৎকার্য্যবাদে তাহা হইলে, উপাদান-নিয়ম সিদ্ধ হইতে পারে না, সকল কার্য্য সর্ব্বাত্মক, যে বাদের

---

* "নাসন্নসন্নসদসৎ সদসতোর্বৈধর্ম্যাৎ।"—ন্যায়দর্শন ৪। ১। ৪৮।

"উৎপাদব্যয়দর্শনাৎ।"—ন্যায়দর্শন ৪। ১। ৪৯।

"বুদ্ধিসিদ্ধন্তু তদসৎ।"—ন্যায়দর্শন ৪। ১। ৫০।

এইরূপ সিদ্ধান্ত, যে বাদে ইহাই উহার কারণ, ইহা ভিন্ন অন্য কারণ হইতে উহা উৎপন্ন হয় না, এইরূপ উপাদান-নিয়মের উপপত্তি দুর্ঘট। *

সৎকার্য্যবাদী বলিয়াছেন, কার্য্যমাত্রের উপাদান নিয়ত, যে কোন উপাদান হইতে যে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। যে কোন উপাদান হইতে যখন যে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, তখন স্বীকার করিতে হইবে, উপাদানের সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ আছে। অবিদ্যমান বা অসতের সহিত কদাচ বিদ্যমানের সম্বন্ধ হইতে পারে না; অতএব অঙ্গীকার করিতে হইবে, 'কার্য্য' বিদ্যমান বা সৎ। অসৎকার্য্যবাদী, বুঝিতে পারা গেল, সৎকার্য্যবাদে যে, উপাদান-নিয়ম সিদ্ধ হয় না, তৎপ্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন।

সৎকার্য্যবাদীর সিদ্ধান্ত, কার্য্য অভিব্যক্তির পূর্ব্বে শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে; কার্য্যের অনাগত অবস্থাই 'শক্তি' পদার্থ যাহাতে যেরূপ কার্য্যোৎপাদনের শক্তি নাই, তাহা হইতে তদ্রূপ কার্য্য উৎপন্ন হয় না।

কার্য্যের নিষ্পত্তিতে অবস্থিত ও আগন্তুক, এই দ্বিবিধশক্তির প্রয়োজন হয়। অবস্থিতশক্তি ও উপাদান একপদার্থ। মৃত্তিকা ঘটের অবস্থিত শক্তি, দণ্ড চক্রাদির সংযোগ আগন্তুক শক্তি। সৎ কার্য্যবাদী, এই উভয়বিধ শক্তির মধ্যে কোন্ শক্তিকে কার্য্যস্বরূপ, কার্যের অনাগত অবস্থারূপে গ্রহণ করিয়াছেন? আগন্তুক শক্তি যে, কার্য্যের স্বরূপ—কার্য্য হইতে অভিন্ন নহে, তাহা বলা বাহুল্য। অবস্থিত শক্তিকেও কার্য্যের স্বরূপ বলা যাইতে পারে না। অবস্থিত শক্তিকে যদি কার্য্যের স্বরূপ, কার্য্য হইতে অভিন্ন বলা হয়, তাহা হইলে, কার্য্য হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, স্বীকার করিতে হইবে। ঘট হইতে যে, ঘটের উৎপত্তি হয় না, তাহা স্থির। শক্তি হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়, এই বাক্যের তাৎপর্য্য চিন্তা করিতে যাইলে, শক্তি ও কার্য্য যে, এক পদার্থ নহে, তাহা প্রতিপন্ন হয়। শক্তি হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়, এইরূপ বাক্যপ্রয়োগের সার্থকতা কি? ঘট ও শরাব (শরা), এই উভয়েরই মৃত্তিকা কারণ, মৃত্তিকা অবস্থিতশক্তি বা উপাদান। শক্তি ও কার্য্য যখন একপদার্থ, তখন যেযে বস্তু কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান, এই স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে ঘট ও শরাবকে এক পদার্থ বলিতে হইবে। ঘট ও শরা যে, এক পদার্থ নহে,

* "অপিচ সৎকার্যাপক্ষে প্রধানোপাদানত্বাদ্বিশ্বস্য তস্য চাভেদাৎ কারণাত্মকত্বাচ্চ কার্য্যজাতস্য সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকমিতীদমিদং নেদমিদানীংনৈদমিতি নিয়মো ন স্যাৎ কস্যচিৎ কুতশ্চিদ্ বিবেকহেতোরভাবাৎ।"—ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা।

তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য, সন্দেহ নাই, অতএব উপাদান ও কার্য্য, এক পদার্থ নহে। *

সৎকার্যবাদ ও অসৎকার্য্যবাদের স্ব-স্ব মত স্থাপক যুক্তির কিঞ্চিৎ সংবাদ দেওয়া হইল, এখন সৎকারণবাদের অভিপ্রায় কি, তাহা শুনিতে হইবে।

সৎকারণবাদের অভিপ্রায়।—কারণ সৎ, কার্য্য মিথ্যা, সৎকারণবাদের, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধান্ত। 'কারণ সৎ, কার্য্য মিথ্যা', এই কথার অর্থ কি? 'কারণ সৎ, কার্য্য মিথ্যা', এই কথার অর্থ জানিতে হইলে, প্রথমে 'কারণ', 'কার্য্য', 'সত্য' ও 'মিথ্যা', এই চারিটা শব্দের অর্থ কি, তাহা জানা আবশ্যক। কারণ ও কার্য্য, এই শব্দদ্বয়ের অর্থ, পূর্ব্বে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, অধনুা সত্য ও মিথ্যার লক্ষণ কি, তাহা জানিলেই, 'কারণ সৎ', 'কার্য্য মিথ্যা', এই কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

'সত্য' ও 'মিথ্যা', এই শব্দদ্বয়ের ব্যবহার সকলেই করিয়া থাকেন, অতএব বলা যাইতে পারে, সত্য ও মিথ্যার অল্পবিস্তর জ্ঞান মানুষমাত্রের আছে। সৎকারণবাদীরা কার্য্যকে মিথ্যা বলেন, সৎকার্য্যবাদীদিগের দৃষ্টিতে কার্য্য সত্য, সুতরাং আমাদিগকে প্রথমতঃ জানিতে হইবে, সৎকারণবাদিগণ কোন্ কোন্ অর্থে এই শব্দদ্বয়ের ব্যবহার করিয়াছেন।

সত্তার্থক—ভাববচন—বিদ্যমানার্থবাচী 'অস্' ধাতুর উত্তর 'শতৃ' প্রত্যয় করিলে, 'সৎ' এই পদ সিদ্ধ হয়। 'সৎ' শব্দের অর্থ হইতেছে 'বিদ্যমান'। যাহা সৎ—যাহা অব্যভিচারী, তাহাই সত্য। ভবগান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 'যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, যদি তাহা সেরূপ কদাচ ত্যাগ না করে,—তাহার সেরূপের যদি কখন অন্যথা না হয়, তবে তাহাকে সত্য বলিতে হইবে।" * ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সত্যের যে লক্ষণ বলিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, ব্যক্তিমাত্রেই সেই লক্ষণদ্বারা সত্যের নির্ব্বাচন করেন, অসত্য বা মিথ্যা হইতে সত্যকে বাচিয়া লয়েন। জিজ্ঞাস্য হইবে, 'যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, যদি তাহার তদ্রূপের কদাচ অন্যথা—ব্যভিচার না হয়, তবে তাহা সত্য', সত্যের যখন ইহাই সার্ব্বভৌম লক্ষণ, ব্যক্তিমাত্রেই

---

* "উৎপত্তৌ খলু সিদ্ধায়ামুপাদানং বিচার্য্যতে।
সতস্তু সৈব নাস্তীতি কিমুপাদনচিন্তয়া।।"
"সৎকার্য্যবাদে চ সুতরানুপাদান নিয়মো দুর্ঘটঃ। সর্ব্বস্য সর্ব্বত্রভাবাৎ।" * * *
"ন শক্তিরেব কার্য্যমিতি বক্তব্যম্। কার্য্যস্বরূপস্য ততঃ পৃথগ্ভূতস্য প্রতীত্যাব্যবস্থাপনাৎ। শক্তেশ্চ কার্য্যত্বে কার্য্যাদেব কার্য্যোৎপাদোহঙ্গীকৃতঃ স্যাৎ।"—ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী।

* "যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতম্ তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি তৎসত্যম্।"—তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', এই বাক্যের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।
পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার সত্যের (Reality) যে লক্ষণ বলিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।
"By reality we mean persistence in consciousness"—*First Principles.*

যখন এই লক্ষণানুসারে অসত্য হইতে সত্যকে বাচিয়া লয়েন, তখন সত্যাসত্য নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া, লোকের এত মতভেদ হয় কেন? এক ব্যক্তির দৃষ্টিতে যাহা সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, অন্য ব্যক্তি তাহাকে মিথ্যা বলেন কেন? কেহ কার্য্যকে সত্য বলিয়া বুঝিতেছেন, কাহারও দৃষ্টিতে ইহা মিথ্যা বা অসৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, ইহার কারণ কি?

সত্যাসত্য নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইয়া, সকলেই সত্যের যথোক্ত লক্ষণের ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়দোষ, সংস্কারদোষ, অথবা প্রয়োজনভেদবশতঃ সত্যের উক্ত লক্ষণের ব্যবহার যথাযথভাবে করা হয় না, সকলে একরূপ লক্ষণদ্বারা সত্য নির্ব্বাচন করিলেও যে, সত্যাসত্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মতের অনৈক্য হইয়া থাকে, ইহাই তাহার কারণ।

যাহা অবিনাশী, অপরিণামী কোন কালেও যাহা নষ্ট বা পরিবর্ত্তিত হয় না, সৎকারণবাদিগণ তৎপদার্থকে সৎ বা সত্য বলেন; কার্য্যের সত্যত্ব এই লক্ষণানুসারে প্রতিপন্ন হয় না, কারণ কার্য্য পরিণামী, ইহা কোন কালে থাকে, কোন কালে থাকে না, কার্য্য যেরূপে নিশ্চিত—বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, ইহার তদ্রূপের ব্যভিচার হইয়া থাকে। সৎকারণবাদের উপদেশ কারণই সৎ, এবং কার্য্য কারণ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন, কার্য্য হইতে কারণকে পৃথক্ করিলে, কার্য্যের নাম মাত্র থাকে, উহার বাস্তব সত্তা থাকে না। ঘট কার্য্য, মৃত্তিকা কারণ; ঘট হইতে মৃত্তিকাকে পৃথক্ করিলে, ঘটের বাস্তব সত্তার যে, অভাব হয়, তাহা সুখবোধ্য।*

সৎকারণবাদীরা 'সত্য' শব্দের যদর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার একটু আভাস পাওয়া গেল, এক্ষণে 'মিথ্যা' শব্দের অর্থ কি, তাহা জানিতে হইবে।

'মিথ্যা' শব্দের অর্থ লইয়া বৈদান্তিক আচার্য্যগণ অনেক বিচার করিয়াছেন। পঞ্চপাদিকাতে মিথ্যা শব্দের 'অপহ্নব' ও অনির্ব্বচনীয়তা, এই দ্বিবিধ অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে।* বৈদান্তিক আচার্য্যগণ 'মিথ্যা' শব্দের অর্থ লইয়া যেসকল বিচার করিয়াছেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর তাহা অবশ্য শ্রোতব্য হইলেও, স্থানাভাববশতঃ, অপিচ সাধারণের শ্রুতিকটু হইবে বলিয়া, আমরা সেই সকল বিচারের এস্থানে কোন সংবাদ দিতে পারিলাম না। 'মিথ্যা' শব্দ লইয়া বৈদান্তিক আচার্য্যগণ যে সকল বিচার করিয়াছেন, যাঁহাদের তাহা জানিবার প্রবৃত্তি হইবে, তাঁহারা মধুসূদন সরস্বতী

---

* "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।"—বেদান্ত দর্শন ২। ১। ১৪।
অর্থাৎ প্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম বা কার্য্য ও কারণ, এই উভয়ের অনন্যত্ব—অভিন্নত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে, শ্রুতি (ছান্দোগ্যোপনিষৎ) ইহাদিগকে অভিন্ন বলিয়াছেন।

* "মিথ্যাশব্দো দ্ব্যর্থোঽপহ্নববচনোঽনির্ব্বচনীয়তাবচনশ্চ।"—পঞ্চপাদিকা।

বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থের 'মিথ্যাত্ব-নিরুক্তি', অথবা চিৎসুখমুনিকৃত তত্ত্বপ্রদীপিকার প্রথম পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন করিবেন।

যাহা সত্য হইতে বিবিক্ত, সৎকারণবাদ তাহাকেই 'মিথ্যা' বলিয়াছেন। সৎকারণবাদের সিদ্ধান্ত, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সর্ব্বকার্য্যের পরমকারণ; কারণই সত্য, কারণ-ব্যতিরিক্ত কার্য্য অসত্য—মিথ্যা।

কার্য্যের অবস্থিতি দ্বিধা,—স্বরূপে এবং কারণাত্মাতে, কার্য্য এই দুই প্রকারে অবস্থান করিয়া থাকে। সৎকারণবাদ বুঝাইয়া থাকেন. কার্য্যের স্বরূপে অবস্থিতির নাশ হইলেও, কারণাত্মাতে অবস্থিতির নাশ হয় না। মুদগরাঘাতে ঘটের স্বরূপাবস্থানের অভাব হয় বটে, কিন্তু কারণাত্মাতে (মৃত্তিকাভাবে) অবস্থিতির অভাব হয় না। * সৎকার্য্যবাদীরাও তো এই কথা বলিয়া থাকেন, তবে উভয়ের মতবিরোধ কোথায়?

কার্য্য যে, কারণাত্মাতে সৎ, সৎকারণবাদিগণ তাহা স্বীকার করেন, সৎকার্য্যবাদের সহিত সৎকারণবাদের এই বিষয়ে মতের একতা আছে। সৎকারণবাদ কার্য্যের কার্য্যরূপে স্থিতিকে পরমার্থতঃ সত্য বলেন নাই, এ বাদের সিদ্ধান্ত কার্য্যের ব্যবহারিকরূপ মিথ্যা; সৎকার্য্যবাদের সহিত সৎকারণবাদের এই অংশেই একটু মত বিরোধ আছে। যাবৎ তত্ত্বদর্শন না হয়, তাবৎ যে, কার্য্যের মিথ্যাত্ব উপলব্ধ হইতে পারে না, তাবৎ কার্য্যরূপের উচ্ছেদ যে, অসম্ভবপর, সৎকারণবাদীরা তাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন। †

মিথ্যাজ্ঞান তাত্ত্বিক ও প্রাধানিকভেদে দ্বিবিধ। শুক্তিতে (ঝিনুকে) রজতজ্ঞান, রজ্জুতে সর্পবোধ, বিষে অমৃত-প্রত্যয়, প্রধান বা প্রসিদ্ধ মিথ্যাজ্ঞান, এইরূপ জ্ঞান যে, মিথ্যাজ্ঞান, তাহা আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি। যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, যদি তাহার তদ্রূপের কোন দেশে ও কোন কালে ব্যভিচার না হয়, তবে তাহা সত্য। যেরূপ যাহা নিশ্চিত হয়, যদি তাহার তদ্রূপের ব্যভিচার হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে তাহা মিথ্যা। ইন্দ্রিয়দোষ বা ভ্রমবশতঃ রজতরূপে নিশ্চিত শুক্তি অত্যল্প পরীক্ষাতেই, ইহা যে, রজত নহে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। শুক্তিতে রজত-জ্ঞান বা রজ্জুতে সর্পবোধকে এইজন্য প্রাধানিক মিথ্যাজ্ঞান বলা হয়। তাত্ত্বিক মিথ্যা ব্যবহারিক বুদ্ধিতে যথাযথভাবে উপলব্ধ হয় না, তাত্ত্বিক মিথ্যাজ্ঞানই আমাদের কাছে সত্যজ্ঞান ইহার দ্বারাই প্রাধানিক মিথ্যাজ্ঞানকে আমরা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া

* "অবস্থিতিশ্চ দ্বেধা স্বরূপেণ কারণাত্মনা চ সৎকার্য্যবাদাভ্যুপগমাৎ।"—অদ্বৈতসিদ্ধি।

† "তথাচ সর্ব্বদা ব্যবহারকালে কার্য্যস্য তাদাত্ম্যাপন্নং কিঞ্চিৎ কার্য্যরূপমস্তি তত্ত্বদর্শনং বিনা তদুচ্ছেদাসম্ভবাদিতি সৎকার্য্যবাদঃ সাংখ্যানামিবাস্মাকমপি পরন্ত্বস্মাকং তদ্রূপং মিথ্যেতি বিশেষঃ।"—অদ্বৈতসিদ্ধি টীকা।

অবধারণ করিতে পারগ হই, তাত্ত্বিক মিথ্যাজ্ঞানই লোকে বৈজ্ঞানিক তথ্য বা প্রমাণসিদ্ধ সত্যরূপে আদৃত হইয়া থাকে। * যতদিন পারমার্থিক সত্য বা ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ না হইতেছে, ততদিন তাত্ত্বিক মিথ্যাজ্ঞান, মিথ্যা জ্ঞান হইলেও, সত্যজ্ঞানরূপে বিবেচিত হওয়াই প্রাকৃতিক।

পারমার্থিক সত্যজ্ঞানের বিকাশ না হইলে, জ্ঞানপিপাসা শান্ত হইবার নহে, পারমার্থিক জ্ঞানের বিকাশ না হইলে, মানব কখনই কৃতকৃত্য হইতে পারে না, করুণার্দ্রহৃদয় মহর্ষিরা এইজন্য প্রথমতঃ প্রাধানিক মিথ্যাজ্ঞানের অপনোদনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া, পরে তাত্ত্বিক মিথ্যাজ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া বুঝিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আস্তিক ষড়্দর্শন দ্রষ্টব্য পদার্থাবলোকন বা আত্মদর্শনের চক্ষুঃ। ষড়্দর্শন বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, ষড়্দর্শন বস্তুতঃ তাহা নহে; ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ছয়টী চক্ষুঃ নয়, দর্শন এক, তবে আন্তর বাহ্য বা স্থূল-সূক্ষ্ম অবস্থাভেদে ইহার ছয়টী-বিভাগ—ষট্‌সংখ্যক স্তর আছে মাত্র। আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ, অথবা অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, ইহারা দ্বারদ্বারিভাবে সম্বদ্ধ অধোঽধোভাবে স্থাপিত সত্যপ্রাসাদে আরোহণোপায় সোপানপর্ব্ব-ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সোপান-পর্ব্বসমূহের কোনটীই যেমন নিষ্প্রয়োজন নহে, সকলেরই যেমন কার্য্যকারিতা আছে, অধস্তন সোপানপর্ব্ব; তদুপরিতন সোপানপর্ব্ব হইতে ভিন্ন হইয়াও যেমন পরস্পর সংশ্লিষ্ট, অধস্তন সোপানপর্ব্বে অগ্রে আরোহণ না করিলে, যেরূপ উপরিতন সোপানপর্ব্বে আরোহণ করা যায় না, সেইরূপ আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ ইহাদের কোনটীই নিষ্প্রয়োজন নহে, ইহাদের সকলেরই কার্য্যকারিতা আছে, আপাতদৃষ্টিতে ইহারা পরস্পর ভিন্ন হইলেও, প্রকৃতপক্ষে অসম্বদ্ধ নহে, আরম্ভবাদ সোপানপর্ব্বে আরোহণ না করিলে, পরিণামবাদ সোপানপর্ব্বে আরোহণ করা কোনমতেই সম্ভব নহে, এবং পরিণামবাদ সোপানপর্ব্বে আরোহণ না করিলে বিবর্ত্তবাদ সোপানপর্ব্বে আরোহণ করা অসাধ্য ব্যাপার। সংক্ষেপশারীরকপ্রণেতা শ্রীসর্ব্বজ্ঞমুনি ঋষিদিগের মতভেদের কারণ বুঝাইবার সময়ে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। পরিণামবাদ ব্যবস্থিত (Established) হইলে, বিবর্ত্তবাদ স্বয়ং আগমন করে, বিবর্ত্তবাদরূপ সোপানপর্ব্ব স্বতই দৃষ্টিপথের পথিক হয়। *

---

* "সদ্বিবিক্তত্বং বা মিথ্যাত্বম্। সত্বং চ প্রমাণাসিদ্ধত্বম্। প্রমাণত্বং চ দোষাসহকৃতজ্ঞানকরণাত্ততত্বং তেন স্বপ্নাদিবৎ প্রমাণসিদ্ধভিন্নত্বেন মিথ্যাত্বং সিদ্ধ্যতি।"—অদ্বৈতসিদ্ধি।

* "বিবর্ত্তবাদস্য হি পূর্ব্বভূমির্ব্বেদান্তবাদে পরিণামবাদঃ। ব্যবস্থিতেঽস্মিন্ পরিণামবাদে স্বয়ং সমায়াতি বিবর্ত্তবাদঃ।।"—সংক্ষেপ-শারীরক।

'দ্বৈতবাদ' ও 'অদ্বৈতবাদ', এই দ্বিবিধ বাদের কথা আমরা অনেকশঃ শুনিয়াছি। অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে হইলে, দ্বৈতবাদ যে, পরমার্থতঃ মিথ্যা, তাহা প্রতিপাদন করিতে হইবে। দ্বৈতবাদের পরমার্থতঃ মিথ্যাত্ব সপ্রমাণ করিতে হইলে, কার্য্যের মিথ্যাত্ব সপ্রমাণ করিতে হইবে, দৃশ্যের পৃথক্ বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যে, বস্তুতঃ সত্য নহে, তাহা প্রতিপাদন করিতে হইবে। সৎকারণবাদ এই নিমিত্ত কার্য্যের কার্য্যরূপের মিথ্যাত্ব, কার্য্যের কারণ হইতে অনন্যত্ব—অভিন্নত্ব, সপ্রমাণ করিয়াছেন। সৎকারণবাদ, অদ্বৈতবাদ ও বিবর্ত্তবাদ এই বাদত্রয়ের অভিপ্রায় এক।

অদ্বৈতবাদ যে, মুখ্যবাদ, দ্বৈতবাদী আস্তিক দার্শনিকগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তবে লোকব্যবহার দ্বৈতজ্ঞানদ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, অদ্বৈতজ্ঞান স্বরূপতঃ সত্য হইলেও, সংসারী তাহা যথাযথভবে উপলব্ধি করিবার যোগ্য নহে, একেবারে অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ, অবিদ্যাদ্বারা সম্যগ্‌রূপে বদ্ধ, সংশয়াত্মক মনের বশে বিচরণশীল, বৃত্ত্যধীন পুরুষের কোনরূপেই সাধ্য নহে, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ এইজন্য দ্বৈতবাদের সমর্থন করিয়াছেন, দ্বৈতবাদের স্বরূপপ্রদর্শন করিয়াছেন। ঋগ্বেদসংহিতা পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, ঐন্দ্রিয়কজ্ঞানকে বিস্মৃতিসাগরে বিলীন না করিলে, বৃত্ত্যধীন জ্ঞানের নিরোধ না হইলে, ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান, ঋত বা পরব্রহ্মের প্রথমজ—প্রথমোৎপন্ন—আদিভূতজ্ঞানের পূর্ণভাবে বিকাশ না হইলে, অদ্বৈতবাদের স্বরূপদর্শন হইতে পারে না। * অতএব দ্বৈতপ্রতিপাদনপর দর্শনসকল অনর্থক নহে, অদ্বৈতজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইলে, প্রথমতঃ দ্বৈতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

পূর্ব্বরূপের ত্যাগ না করিয়া যে অসত্য নানাকারের প্রতিভাস, পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, তাহার নাম বিবর্ত্ত, এবং পূর্ব্বরূপ ত্যাগপূর্ব্বক যে নানাকারের প্রতিভাস, তাহার নাম 'পরিণাম'। বিবর্ত্তে কারণের স্বরূপ চ্যুতি হয় না, পরিণামে তাহা হয়। পরিণামে যে, কারণের স্বরূপ চ্যুতি হয়, তাহার প্রমাণ কি? দুগ্ধ দধির কারণ, দধির পূর্ব্বরূপ, দুগ্ধ যখন দধিরূপে পরিণত হয়, তখন উহার দুগ্ধভাবের অবস্থিতির অভাব হইয়া থাকে, দধিরূপে পরিণত দুগ্ধকে পুনর্ব্বার দুগ্ধাকারে আনয়ন করিতে পারা যায় না, অতএব বলিতে হইবে, পরিণামে কারণের স্বরূপচ্যুতি হয়।

দুগ্ধ কিরূপ অবস্থাতে, কিরূপ কারণ-সংযোগে দধিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। দুগ্ধের দধিরূপে পরিণতি ব্যাপারে দুগ্ধের উপাদান বা ঘটকাবয়ব সমূহের মধ্যে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়? দুগ্ধে অণুসমূহের যে, নাশ হয় না, কি পরিণামবাদী, কি

—বিজ্ঞানভিক্ষু স্বপ্রণীত সাংখ্য প্রবচনভাষ্যের ভূমিকাতে আস্তিক ষড়্‌দর্শনের পরস্পর সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিবেন।

* "যদামাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্বাচো অশ্নুতে ভাগমস্যাঃ।"—ঋগ্বেদসংহিতা ২। ৩। ২১। ২২।

আরম্ভবাদী উভয়েই তাহা স্বীকার করেন, সন্দেহ নাই। অম্ল সংযোগে দুগ্ধ দধির আকার ধারণ করে, তখন দুগ্ধের অণুসমূহের সন্নিবেশেরই ভেদ হইয়া থাকে, উহাদের আপেক্ষিক সাম্যাবস্থারই বিচ্যুতি হয়, কিন্তু অণুসকল ঠিক থাকে। অতএব বলিতে পারা যায়, পরিণামে ও প্রকৃতপ্রস্তাবে কারণের স্বরূপচ্যুতি হয় না, কার্য্যেরই রূপান্তর বা অবস্থাগত পরিবর্ত্তন হয়। দধিকে পুনর্ব্বার দুগ্ধরূপে আনয়ন সাধারণ-জ্ঞানে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইলেও, সাধারণশক্তি দ্বারা সাধ্য না হইলেও, বিশিষ্ট জ্ঞানে সম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে, শক্তি বিশেষ দধিকে পুনর্ব্বার দুগ্ধাকারে আনয়ন করিতে সমর্থ হইতে পারে, এবম্প্রকার অনুমান বোধ হয় একেবারে বাতুলোচিত নহে। অতএব জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে, আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ, অথবা অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, ইহারা যে, বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, ইহাদের সম্মিলন যে, অসম্ভবপর নহে, আমাদের বিশ্বাসে তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। দধিকে পুনর্ব্বার দুগ্ধাকারে আনয়ন অসম্ভব, ইহা এক অর্থে সত্য, আবার এক অর্থে মিথ্যা, 'যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, যদি তাহার তদ্রূপের কদাচ ব্যভিচার না হয়, তবে তাহাকে সত্য বলে', সত্যের এই লক্ষণানুসারেই ইহাকে সত্য ও মিথ্যা, দুই বলা যাইতে পারে। দধিকে সাধারণ লোকে দুধ করিতে পারে না, সুতরাং 'দধি কখন দুধ হয় না', সাধারণের সমীপে ইহা সৎসিদ্ধান্ত বলিয়াই বোধ হইবে; কিন্তু যিনি দধিকে দুধ করিতে পারেন, তিনি বলিবেন, 'দধিকে কখন দুধ করা যায় না', ইহা সার্ব্বভৌম সত্য নহে। গাঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট পরমাণুপুঞ্জকে বিশ্লিষ্ট করা তাপের ধর্ম্ম, শৈত্যের ধর্ম্ম ঠিক ইহার বিপরীত, শৈত্য পরমাণুসকলকে পরস্পর সম্বদ্ধ করে। তাপ ও শৈত্য, এই পদাথদ্বয়ের উক্ত ধর্ম্মদ্বয় যদি সার্ব্বভৌম বা অব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে, তাপ ও শৈত্য সম্বন্ধীয় এতাদৃশ জ্ঞানকে সত্য জ্ঞান বলিতে হইবে; কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, তাপ ও শৈত্যের উক্ত ধর্ম্মদ্বয় যে, সার্ব্বভৌম—অব্যভিচারী তাহার প্রমাণ কি? উহাদের উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের যে, ব্যভিচারস্থল আছে, প্রত্যক্ষ তাহা বলে না, অতএব প্রসারণ তাপের এবং আকুঞ্চন শৈত্যের ধর্ম্ম; এই জ্ঞান সত্য। যাঁহার প্রত্যক্ষ সার্ব্বভৌম কোন দেশ, কোন কাল, বা কোন বস্তু যাঁহার প্রত্যক্ষ সার্ব্বভৌম কোন দেশ, কোন কাল, বা কোন বস্তু যাঁহার প্রত্যক্ষকে বাধা দিতে পারে না, তিনিই মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন, প্রসারণ তাপের এবং আকুঞ্চন শৈত্যের সার্ব্বভৌম—অব্যভিচারী ধর্ম্ম, তাপ ও শৈত্যের উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের যে, ব্যভিচারস্থল নাই, তিনিই তাহা নিশ্চয় পূর্ব্বক বলিবার যোগ্য। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ সার্ব্বভৌম নহে, সুতরাং তাপ ও শৈত্যের উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের যে, ব্যভিচারস্থল নাই, সাধারণ মানুষে (যাঁহার প্রত্যক্ষ সার্ব্বভৌম নহে) তাহা বলিতে পারেন না, অন্ততঃ বলা উচিত নহে। আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচ্ছিন্ন, অতএব আমাদের প্রত্যক্ষদ্বারা সার্ব্বভৌম তথ্যের রূপ নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

হিয়ুম্ (Hume) ক্যাণ্ট্ (Kant) প্রভৃতি পণ্ডিতগণও অনেকতঃ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। * যাঁহারা পরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষকে সত্যাসত্য নির্ব্বাচনের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মতে যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিরোধী, তাহাই সত্য, এবং যাহা তদ্বিপরীত তাহা মিথ্যা। বৈদান্তিক আচার্য্যগণ এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, পরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ দ্বারা কখনও সার্ব্বভৌম সত্যাসত্য নির্ব্বাচিত হইতে পারে না, ব্যাবহারিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকারক হইলেও, পরিচ্ছন্ন প্রত্যক্ষ সার্ব্বভৌম সত্যাসত্য নির্ব্বাচনের মানদণ্ড নহে।

বিজ্ঞান (Science) যে সকল সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, ও করিতেছেন, তাহারা ব্যবহারিক জ্ঞানে সত্য হইলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে সত্য নহে, তাহারা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা অব্যভিচারী নহে। এইরূপ দৃশ্যজগৎ বা কার্য্য ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সত্য হইলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে মিথ্যা, সত্য-বিবিক্ত কার্য্য অসত্য। সৎকারণবাদ যাহা পরমার্থতঃ সত্য, যাহার কোথাও ব্যভিচার হয় না, যাহা নিয়ত স্থির, তাহাকেই সত্য বলিয়াছেন, সৎকারণবাদ কার্য্যকে কারণ হইতে অভিন্নরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব এ বাদের দৃষ্টিতে কার্য্যের কার্য্যরূপ, কার্য্যের ব্যবহারিক অবস্থা, কার্য্যের কারণ-বিবিক্ত ভাব যে, মিথ্যারূপেই পতিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? জগৎ বা কার্য্য পারমার্থিক দৃষ্টিতে অসত্য হইলেও, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সত্য বলিয়াই বোধ হয়, সুতরাং সৎকার্য্যবাদেরও প্রয়োজন আছে, যথোক্ত বিজ্ঞানেরও লৌকিক প্রয়োজন সিদ্ধিতে বিশেষ উপযোগিতা আছে, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, রসায়নতন্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞানশাখার ছায়া আশ্রয় না করিলে, মানব তাহার জাগতিক জীবনকে কথঞ্চিৎ বাধারহিত—নিরর্গল করিতে পারগ হয় না। সৎকারণবাদ যখন ব্যবহারিক জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন, জগতের সৃষ্টি—স্থিতি—লয়াদি পরিণামতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন ইহাকেও যে, যথাপ্রয়োজন সৎকার্য্যবাদের কতিপয় সিদ্ধান্তের ব্যবহার করিতে হইয়াছে, তাহা মানিতে হইবে।

'যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, যদি তাহার তদ্রূপের কদাচ ব্যভিচার না হয়, তবে তাহা সত্য' পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সত্যের ইহাই সার্ব্বভৌম লক্ষণ, সকলেই এই লক্ষণানুসারে সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, সকলেই যখন এক প্রকার

* "Heat expands, you state a fact which will be as true to-morrow and a thousand years from now as it is to-day, you state a necessary proposition and a concept properly so-called.

"But what right have I to affirm that this proposition is necessary, universal, true in every instance? Does experience reveal to me all cases, and are there no possible cases, beyond our observation, in which heat does not expand the bodies which it usually expands? Hume is right on this point since experience always furnishes only a limited number of cases, it cannot yield necessity and universality."

—*Weber*

লক্ষণানুসারে সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করেন, তখন সত্যাসত্য নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইয়া লোকের এত মতভেদ হয় কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিয়াছি, ইন্দ্রিয়দোষ, সংস্কারদোষ অথবা প্রয়োজনভেদবশতঃ সত্যের উক্ত লক্ষণের ব্যবহার যথাযথভাবে করা হয় না, সকলে একরূপ লক্ষণদ্বারা সত্যনির্ব্বাচন করিলেও যে, সত্যাসত্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মতের অনৈক্য হইয়া থাকে, ইহাই তাহার কারণ। আমাদের উক্ত প্রশ্নের এইরূপ সমাধানের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে, প্রথমতঃ 'ইন্দ্রিয়দোষ', 'সংস্কারদোষ' ও 'প্রয়োজনভেদ' এই পদত্রয়ের অর্থ কি, তাহা স্মরণ করিতে হইবে।

যাহা—যে ধর্ম্মী বা দ্রব্য ঠিক যে ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাকে ঠিক তদ্রূপে জানার নাম সত্য বা যথার্থজ্ঞান—সমীচীন অনুভব, ইহারই নাম 'বিদ্যা'। মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা ইহার বিপরীত, যাহা, যাহা নহে, যে ধর্মীতে যে ধর্ম বস্তুতঃ নাই, তাহাকে তাহা, সেই ধর্মাবিশিষ্ট বলিয়া জানা, মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা। যাহা দুষ্ট বা ব্যভিচারী জ্ঞান, মহর্ষি কণাদ তাহাকে 'অবিদ্যা' বলিয়াছেন। *

প্রশস্তপাদ বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান বা প্রত্যয়কে (Knowledge) বিদ্যা ও অবিদ্যা (প্রমা ও অপ্রমা), সামান্যতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মহর্ষি কণাদ মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষ, এই দ্বিবিধ দোষ হইতে মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যার উৎপত্তি হইয়া থাকে। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ রোগ বা বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত দূষিত হইলে, দৃশ্যমান বস্তু সকলের প্রকৃতরূপ চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হয় না, অতএব ইন্দ্রিয়দোষ যে, অযথার্থ জ্ঞান বা অবিদ্যার কারণ, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

ইন্দ্রিয় সকলের সহিত বিষয় সমুহের সন্নিকর্ষ হইলে পর, চিত্তে যে যে রূপ প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেই সেই রূপ প্রতিবিম্ব উহাতে লাগিয়া থাকে। প্রত্যক্ষীভূত বিষয়সকলের অনুপস্থিতিতেও আমরা যে, তাহাদিগকে ভাবিতে পারি, চিত্তে উহাদের ছাপ লাগিযা থাকাই তাহার কারণ। ইন্দ্রিয়বৈকল্য বা ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন দূষিত অনুভবই সংস্কারদোষের হেতু। কার্য্যগুণ কারণগুণ-পূর্ব্বকই হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ যখন সংস্কারের কারণ, তখন প্রত্যক্ষে দোষ থাকিলে, অবশ্যই সংস্কারও দূষিত হইবে। ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষ যে, মিথ্যাজ্ঞানের কারণ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, ইন্দ্রিয়বিকলতার কারণ কি? কাহারও ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্পূর্ণ, কাহারও অপূর্ণ হয় কেন? শাস্ত্রের উপদেশ, পূর্ব্বকর্ম্মই ইন্দ্রিয়বৈকল্যের হেতু। ইন্দ্রিয়বৈকল্য ও সংস্কারদোষ যে, অপূর্ণ বা পরিচ্ছিন্নশক্তির ফল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কর্ম্ম ও শক্তি ইহারা বস্তুতঃ এক পদার্থ, শক্তির ব্যক্তাবস্থাই 'কর্ম্ম'। মহর্ষি কণাদ 'ইন্দ্রিয়দোষ' ও 'সংস্কারদোষ' বলিতে কর্ম্মদোষকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। পরিচ্ছিন্নশক্তিই কর্ম্মদোষের কারণ। মিত হয়,

* "তদ্দুষ্টজ্ঞানম্।"—বৈশেষিকদর্শন ৯। ১। ১১।

পরিচ্ছিন্ন হয়, পদার্থ সকল যদ্দ্বারা, তাহাকে 'মায়া' বলে। অতএব বলিতে পারা যায়, শক্তি মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। পরিচ্ছিন্ন শক্তি যখন কর্ম্মদোষের কারণ, তখন শক্তি যদ্দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহাকেই কর্ম্মদোষের কারণ বলা যাইতে পারে। শক্তি যদ্দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহাকে 'মায়া', এই নামে অভিহিত করা হয়, অতএব মায়াই কর্ম্মদোষের কারণ, মায়াই ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষের হেতু। মায়া কোন্ পদার্থ? অনাদি কর্ম্মকেই এস্থলে মায়া বলিয়া বুঝিতে হইবে। কর্ম্ম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তিত্রয়ের কার্য্য। অতএব অনাদি কর্ম্ম ও সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অনাদি কার্য্য এক পদার্থ। কার্য্যের স্বরূপে স্থিতি ও কারণাত্মাতে স্থিতি, এই দ্বিবিধ স্থিতির কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কার্য্যের স্বরূপে স্থিতিই সাধারণতঃ 'কর্ম্ম' এই নামে, এবং কারণাত্মাতে স্থিতিই শক্তি বা কারণ, এই শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। শক্তি ও কর্ম্ম, এই উভয়ই সুতরাং 'মায়া'। যদ্দ্বারা পদার্থ সকল পরিচ্ছিন্ন (Conditioned) হয়, তাহাকে 'মায়া' বলে, নির্ঘণ্টুতে 'মায়া' শব্দের এইরূপ নিরুক্তি করা হইয়াছে। 'যদ্দ্বারা পদার্থ সকল পরিচ্ছিন্ন হয়,' এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা অবগত হইতে হইলে, পরিচ্ছেদের স্বরূপ কি, তাহা জ্ঞাতব্য। অদ্বৈতসিদ্ধি নামক প্রসিদ্ধ বৈদান্তিকগ্রন্থে দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ, এই ত্রিবিধ পরিচ্ছিন্নত্বের বিবরণ আছে। কোন এক দেশে বিদ্যমানত্বের নাম দেশতঃ পরিচ্ছিন্নত্ব, কোনকালে বিদ্যমানত্বের নাম কালতঃ পরিচ্ছিন্নত্ব এবং কোন বস্তুর সহিত তাদাত্ম্যাপন্নত্বের নাম বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নত্ব। * দেশাদি দ্বারাই যখন পদার্থ সকল পরিচ্ছিন্ন হয়, অপিচ যদ্দ্বারা পদার্থ সকল পরিচ্ছিন্ন হয়। তাহাই যখন 'মায়া', তখন দেশাদিকে মায়ারই ভিন্ন-ভিন্ন রূপ বলিতে হইবে। কাল-পরিচ্ছেদের অভাবকে নিত্যত্ব, দেশ-পরিচ্ছেদের অভাবকে বিভুত্ব এবং বস্তু-পরিচ্ছেদের অভাবকে পূর্ণত্ব বলা হয়। † সৎকারণবাদ নিত্য, বিভু ও পূর্ণ পদার্থকে 'ব্রহ্ম' এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন; এই ব্রহ্মই সর্ব্বকার্য্যের পরমকারণ, সৎকারণবাদ ব্রহ্মকেই পরমার্থতঃ সৎ বা সত্য বলিয়াছেন। যাহা এই ব্রহ্মবিবিক্ত, তাহা যে, অসৎ, তাহা সুখবোধ্য। ব্রহ্ম স্বীয় মায়া দ্বারা নানারূপে বিবর্ত্তিত—অসত্য নানাকারে প্রতিভাসিত হয়েন। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আদ্যন্তসমান বস্তুর স্বরূপের অসংস্পর্শি বৈষম্যের প্রতিভাসের নাম 'বিবর্ত্ত'। বিশ্বপ্রপঞ্চের আদ্যন্ত সমান, কারণব্রহ্মই বিশ্বের আদি এবং ব্রহ্মই অন্ত, বিশ্বজগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মে স্থিত এবং ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া থাকে। মধ্য বা কার্য্যাবস্থার যে বৈষম্য-প্রতিভাস, তাহা ব্রহ্মের স্বরূপকে—ব্রহ্মের নিত্যত্ব, বিভুত্ব ও পূর্ণত্বকে স্পর্শ (Affect) করে না, তাহা মায়িক বিজৃম্ভণ, তাহা (সত্যের যথোক্ত লক্ষণানুসারে)

---

* "পরিচ্ছিন্নত্বমপি হেতুঃ তচ্চ দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চেতি ত্রিবিধং।"—অদ্বৈতসিদ্ধি।

† "কালপরিচ্ছেদাভাবো নিত্যত্বং দেশপরিচ্ছেদাভাবো বিভুত্বং বস্তু পরিচ্ছেদাভাবঃ পূর্ণত্বম্।"
—অদ্বৈতসিদ্ধি।

অসত্য বা মিথ্যা। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, তাহার উচ্ছেদ হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, যাহার উচ্ছেদ হয়, তাহাকে পরমার্থতঃ সত্য—অব্যভিচারী বলা যাইবে কি রূপে? যাবৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ প্রপঞ্চের—কার্য্যের মিথ্যাত্ব উপলব্ধ হয় না, সৎকার্য্যবাদিগণ এই নিমিত্ত কার্য্যকে সৎ বলিয়াছেন। সৎকার্য্যবাদের সমর্থক ঋষিগণ সর্ব্বজ্ঞ বা অভ্রান্ত হইলেও, প্রয়োজনের প্রেরণায় সৎকার্য্যবাদের স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এইজন্য বলিয়াছি, ইন্দ্রিয়দোষ, সংস্কারদোষ, অথবা প্রয়োজনভেদবশতঃ সত্যের লক্ষণের ব্যবহার যথাযথভাবে করা হয় না। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণও যে, সর্ব্বত্র সত্যের যথোক্ত লক্ষণের ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন নাই, অনধিকারীদিগের প্রবোধের প্রয়োজনই তাহার কারণ।

পূর্ব্বে যে ভাবের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইতেছিল না, তাদৃশ ভাবের অস্তিত্ব যখন প্রথম প্রত্যক্ষগোচর হয়, তখন আমরা সাধারণতঃ তাহাকে 'আরম্ভ' বলিয়া থাকি। 'আরম্ভবাদ' ও 'অসৎকার্য্যবাদ', সুতরাং সমানার্থক। ছিল না, হইল, ইহারই নাম 'আরম্ভ'। 'ছিল না', এই কথার অর্থ কি? স্থূল-প্রত্যক্ষদ্বারা যাহার অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না, লোকে সাধারণতঃ তাহাকেই 'ছিল না' বা 'অসৎ' বলিয়া থাকে। আরম্ভ বা অসৎকার্য্যবাদী তার্কিকগণ 'ছিল না' (অসৎ),এই শব্দটী কোন্ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন? মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, যাহার ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদেশ হয় না, তাহা অসৎ। * উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদেশ হয় না, এইনিমিত্ত ইহাকে 'অসৎ' বলা হয়। কারণাত্মাতে অবস্থিত ভাবের কোনরূপ ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদেশ হয় না, এইজন্য তাদৃশ অবস্থাকে অসৎ, অর্থাৎ সাধারণতঃ পরিচিত সৎ হইতে অন্যভাবের সৎ বলা হইয়া থাকে। অতএব 'উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ ছিল' বলিলে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য গগণারবিন্দবৎ অসৎ ছিল, বুঝিতে হইবে না। যাহা গগণারবিন্দবৎ অসৎ, তাহার কদাচ ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদেশ হয় না। একবস্তুই অবস্থা, বুদ্ধি ও প্রয়োজনভেদে সৎ ও অসৎ, এই উভয়রূপেই ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে। তবে আস্তিক অসৎকার্য্যবাদের সহিত সৎকার্য্যবাদের পার্থক্য কি? আস্তিক অসৎকার্য্যবাদ সৎকার্য্যবাদ হইতে বস্তুতঃ বিভিন্ন পদার্থ নহে। আস্তিক অসৎকার্য্যবাদীরা কার্য্যের যে অবস্থাদ্বয়কে প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব বলিয়াছেন, সৎকার্য্যবাদিগণ কার্য্যের সেই অবস্থাদ্বয়কেই যথাক্রমে 'অনাগত ও অতীত' ভাবরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন, সৎকার্য্যবাদীদিগের মতের সহিত অসৎকার্য্যবাদিগণের কেবল এই অংশেই পার্থক্য। * কার্য্য পূর্ব্ব হইতে সৎ হইলেও, অভিব্যক্তির (Manifestation) অভাববশতঃ উপলব্ধ হয় না, সৎকার্য্যবাদীরা একথা অঙ্গীকার করিয়াছেন। যাঁহারা অভিব্যক্তির প্রাগভাব, অভিব্যক্তির পশ্চাদুৎপত্তি মানিয়াছেন, তাঁহারা কি এক অর্থে অসৎকার্য্যবাদী নহেন?

* "ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ।"—বৈশেষিকদর্শন।

* "অয়মেব হি সৎকার্য্যবাদিনামসৎকার্য্যবাদিভ্যো বিশেষো যৎ তৈরুচ্যমানৌ প্রাগভাবপ্রধ্বংসৌ সৎকার্য্যবাদিভিঃ কার্য্যস্যানাগতাতীতাবস্থে ভাবিরূপে প্রোচ্যেতে।"—বিজ্ঞানভিক্ষু।

ঘট কার্য্য, মৃত্তিকা কারণ। ঘটের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে ইহা যে মৃত্তিকাতে ঘটরূপে বিদ্যমান থাকে না, তাহা সহজ বুদ্ধিগম্য; অভিব্যক্তির পূর্ব্বে ঘট কারণগর্ভে ঘটরূপে বিদ্যমান থাকে, সৎকার্য্যবাদিগণ নিশ্চয়ই এইরূপ কথা বলেন নাই। সূক্ষ্মাবস্থায় বিদ্যমান—অব্যক্তভাবে অবস্থিত কার্য্যশক্তির—উপাদান কারণের নিমিত্ত কারণ সংযোগে—স্থূলাবস্থায় প্রকটিত হওয়ার নাম অভিব্যক্তি। উপাদান ও নিমিত্ত, কার্য্যমাত্রেরই এই দ্বিবিধ কারণ। উপাদান ও নিমিত্ত এই কারণদ্বয়ের ভেদাভেদ লইয়া অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ,এই বাদত্রয়ের মত বিরোধ আছে। আস্তিক অসৎকার্য্যবাদের বা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের উপদেশ, পরমাণু বিশ্বজগতের উপাদান বা সমবায়িকারণ, এবং ঈশ্বর, কাল, পূর্ব্বকর্ম্ম, বা অদৃষ্ট ইত্যাদি ইহারা নিমিত্ত কারণ। সৎকার্য্যবাদের বা সাংখ্যদর্শনের উপদেশ, প্রকৃতি ও কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম), ইহারাই যথাক্রমে বিশ্বজগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্ম, প্রকৃতিরই কার্য্য—বিকার। সাংখ্য মতে প্রকৃতি-বিকার অহংকার হইতেই বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও সংহারের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, অনহঙ্কৃতের স্রষ্টৃত্বের বা নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধ ব্রহ্মা ও রুদ্রের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তৃত্ব সাংখ্যমতে অহংকারোপাধিক। অহংকার অন্যের কর্ত্তা হউক, কিন্তু জ্ঞাতব্য হইতেছে, অহংকারের কর্ত্তা কে? সৃষ্টি ও লয়ের নিষ্পত্তি কালে প্রকৃতি-ক্ষোভক কর্ম্মের অভিব্যক্তি যে প্রকার কেবল কালবিশেষ হইতে হইয়া থাকে, অনবস্থা প্রসঙ্গ হইবে বলিয়া যেমন তদুদ্বোধক কর্ম্মান্তরের কল্পনা করা হয় না, সেই প্রকার কাল মাত্র নিমিত্ত হইতে অহংকারের অভিব্যক্তি হয়, ইহারও অন্য কর্ত্তা নাই। *

সাংখ্যশাস্ত্র কারণব্রহ্মকে—পুরুষ-সামান্যকে নির্গুণ বলিয়াছেন, নিত্য ঈশ্বরের অভ্যুপগম করেন নাই। 'কারণব্রহ্ম' এস্থলে 'কারণ' শব্দ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? 'কারণ' শব্দ এস্থলে স্বশক্তি-প্রকৃত্যুপাধিক (স্বশক্তি প্রকৃতি হইয়াছে উপাধি যাঁহার), অথবা নিমিত্ত কারণ, এই অর্থের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাংখ্যমতে প্রকৃতিই পুরুষার্থের প্রবর্ত্তক। *

---

* "অহঙ্কারকর্ত্রধীনা কার্য্যসিদ্ধির্নেশ্বরাধীনা প্রমাণাভাবাৎ।"—সাং দং, ৬।৬৪।

"অদৃষ্টোদ্ভূতিবৎ সমানত্বম্।"—সাং দং ৬।৬৫।

* "অত্র শাস্ত্রে কারণব্রহ্ম তু পুরুষসামান্যং নির্গুণমেবেষ্যতে। ঈশ্বরানভ্যুপগমাৎ। তত্র চ কারণশব্দঃ স্বশক্তিপ্রকৃত্যুপাধিকো বা নিমিত্তকারণতাপরো বা পুরুষার্থস্য প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকত্বাদিতি মন্তব্যম্।"—সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

অদ্বৈতবাদের উপদেশ, ব্রহ্মই বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদান কারণ, এবং ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ। † অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে হইলে, নিমিত্ত ও উপাদান, এই কারণদ্বয়ের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতে হইবে, ভোক্তৃ ও ভোগ্য বা দৃক্ ও দৃশ্য (Subject and Object), এই ভাবদ্বয়ের ভেদ যে, বাস্তব নহে, তাহা সপ্রমাণ করিতে হইবে, অপরিচ্ছিন্ন ও পরিচ্ছিন্নের এবং পরপ্রকাশ্যত্ব (জড়ত্ব) ও স্বপ্রকাশত্বের (চৈতন্যের) বিরোধভঞ্জন করিতে হইবে, এক কথায় অদ্বৈতসিদ্ধিতে ভেদের (Difference) অসিদ্ধি প্রদর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন, নাম, রূপ, ক্রিয়াবৎ বিকৃতরূপে উপলভ্যমান এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল এক অদ্বিতীয় সন্মাত্র ছিল ("সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ)। ঐতরেয় আরণ্যকেও উক্ত হইয়াছে, সৃষ্টির অগ্রে এই দৃশ্যমান জগৎ এক—অখণ্ডৈকরস আত্মভাবে বিদ্যমান ছিল, তখন আত্ম-বিলক্ষণ অন্য কোন বস্তু ছিল না ("আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ।"—ঐতরেয় আরণ্যক)। ছান্দোগ্যোপনিষৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে দৃশ্যমান জগৎ কেবল সন্মাত্র ছিল, এই কথা বুঝাইতে যাইয়া, অবধারণার্থক 'এব' এবং 'এক' ও 'অদ্বিতীয়', এই তিনটী পদের প্রয়োগ করিয়াছেন, কেন? কেবল অদ্বিতীয় পদ প্রয়োগ করিলেই তো ইষ্টসিদ্ধি হইত, অনর্থক অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য কি? অদ্বৈতসিদ্ধিপ্রণেতা মধুসূদন সরস্বতী ও সায়ণাচার্য্য এবম্প্রকার জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার জন্য বলিয়াছেন, স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয়, লোকপ্রসিদ্ধ এই ত্রিবিধ ভেদের নিষেধার্থ শ্রুতি 'এব' 'এক' ও 'অদ্বিতীয়', এই তিনটী পদের প্রয়োগ করিয়াছেন, স্বগতভেদ, সজাতীয়ভেদ ও বিজাতীয়ভেদ, লোকে এই ত্রিবিধভেদ উপলব্ধ হইয়া থাকে; এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, এই প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিতে হইলে, স্বগতাদি ত্রিবিধ ভেদেরই যে, অসিদ্ধি প্রদর্শন কর্ত্তব্য, শ্রুতি, এতদ্দ্বারা তাহাই জানাইয়াছেন। স্বগতাদি ত্রিবিধ ভেদের স্বরূপ কি?

এক বৃক্ষের শাখা, স্কন্ধ, পত্র, পুষ্প, ফল ইত্যাদির মধ্যে পরস্পর যে ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা 'স্বগতভেদ', বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে ভেদের উপলব্ধি হয়, তাহা সজাতীয় ভেদ, এবং বৃক্ষ ও পাষাণাদির মধ্যে যে ভেদপ্রতীতি হয়, তাহা 'বিজাতীয়ভেদ'। শ্রুতি বলিয়াছেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে—জগতের অব্যাকৃত অবস্থায় এক

---

† "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।"—বেদান্তদর্শন ১। ৪। ২৩।

অর্থাৎ, বিশ্বজগতের প্রকৃতিও ব্রহ্ম। 'প্রকৃতি' শব্দ দ্বারা এস্থলে উপাদান কারণই লক্ষিত হইয়াছে। ব্রহ্মকে বিশ্বজগতের প্রকৃতি বা উপাদানকারণ না বলিলে, শ্রুতির 'একক্কে জানিলে সকল জানা হয়', এই প্রতিজ্ঞার অপিচ কারণ ব্যতিরিক্ত কার্য্য মিথ্যা, এই সত্য প্রতিপাদনার্থ প্রদর্শিত ঘট-শরাবাদি মৃত্তিকারের মৃত্তিকাই সত্য, এই দৃষ্টান্তের উপরোধ।—বাধা হয়।

অদ্বিতীয় সন্মাত্র বস্তু বিদ্যমান ছিলেন; সৃষ্টি বা ব্যাকৃত অবস্থায় উক্ত অদ্বিতীয় সন্মাত্র বস্তুর স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয়, এই ত্রিবিধভেদ বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, ঈশ্বর, জীব, উদ্ভিদ্ বা স্থাবর, জীব এবং জড়, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সামান্যতঃ এই সকল বিশিষ্ট সৎপদার্থের অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি।* অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে হইলে, উক্ত অখণ্ডৈকরস সদ্বস্তুর উপলভ্যমান স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয়, এই ত্রিবিধ ভেদবুদ্ধির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতে হইবে।

উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন না করিলে যে, অদ্বৈতবাদের সিদ্ধি হইবে না, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। অদ্বিতীয়, কূটস্থ, চৈতন্যস্বরূপ, নিত্য ও অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের নানারূপে উপলভ্যমান বিশ্বজগতের উপাদানত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? আরম্ভবাদী ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন যে দৃষ্টিতে পরমাণুকে বিশ্বজগতের উপাদান বলিয়াছেন, অথবা পরিণামবাদী সাংখ্যদর্শন যে দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে বিশ্বকার্য্যের উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রুতিসিদ্ধ অদ্বৈতবাদ কি ব্রহ্মকে সেই দৃষ্টিতে বিশ্ব-জগতের উপাদান বলিয়াছেন, সেই দৃষ্টিতে কি ব্রহ্মের উপাদানত্ব সিদ্ধ হয়? না, শ্রুতি প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদ ব্রহ্মকে আরম্ভবাদী বা পরিণামবাদীদিগের দৃষ্টিতে বিশ্বজগতের উপাদান বলেন নাই, শ্রুতিপ্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদের অভিপ্রায়, ব্রহ্ম অবিদ্যা দ্বারা আকাশাদি প্রপঞ্চরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন, শ্রুতিসিদ্ধ অদ্বৈতবাদ আরম্ভ বা পরিণামবাদের প্রতিষ্ঠাপক নহেন, বিবর্ত্তবাদের স্থাপক। আরম্ভ, বিবর্ত্ত ও পরিণামের লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তথাপি পূজ্যপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী স্বপ্রণীত সিদ্ধান্ত-লেশসংগ্রহ নামক গ্রন্থে ইহাদের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করা আবশ্যক মনে করিলাম।

আরম্ভবাদ আরভ্যকে আরম্ভক হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়াছেন, অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত, ব্রহ্ম ও তদ্বিবর্ত্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ বস্তুতঃ অভিন্ন, অতএব আরম্ভবাদ ও বিবর্ত্তবাদ, এই উভয়ের ভেদ স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, সাংখ্যাভিমত পরিণামবাদে যখন পরিণাম ও পরিণামীর অভেদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তখন বিবর্ত্তবাদের সহিত পরিণামবাদেরও যে, ভেদ আছে, তাহা কিরূপে নির্দ্ধারিত হইবে?

* "লোকে বৃক্ষাদিপদার্থেষু স্বগতঃ সজাতীয়ো বিজাতীশ্চেতি ত্রিবিধো ভেদোঽস্তি।"—ঐতরেয় আরণ্যকভাষ্য।

"বৃক্ষস্য স্বগতোভেদঃ যত্রপুষ্পফলাদিভিঃ বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ তথা সদ্বস্তুনো ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে একাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধৈস্ত্রিভিঃ ক্রমাদিতি স্বগতভেদো নানাত্বরূপজীবেশ্বরভেদঃ সজাতীয়ভেদো দ্রব্যত্বাদিনা সজাতীয়-পৃথিব্যাদিভেদঃ বিজাতীয়ভেদো গুণাদিভেদঃ।"—অদ্বৈতসিদ্ধি।

'বিবর্ত্ত' ও 'পরিণাম', এই উভয়ের লক্ষণগত ভেদ হইতে 'বিবর্ত্তবাদ' ও 'পরিণামবাদের ভেদ নিশ্চিত হয়। উপাদানরূপে গৃহীত বস্তুর যে, তৎসমসত্তাক অন্যথাভাব, তাহার নাম 'পরিণাম', এবং উপাদানের অসমসত্তাক অন্যথাভাবের নাম 'বিবর্ত্ত'। সমান হইয়াছে সত্তা যাহার, তাহার নাম 'সমসত্তাক'। অন্যথা— পূর্ব্বাপেক্ষায় রূপান্তরে ভাব—ভবন—অবস্থান—অবস্থাবিশেষে অবস্থিতি 'অন্যথাভাব'। ঘট মৃত্তিকার সমানসত্তাক অন্যথাভাব—মৃত্তিকার অবস্থাবিশেষ। 'সমসত্তাক', এই বিশেষণ পদ প্রয়োগের উদ্দেশ্য কি? ঘট যে তন্তুর পরিণাম হইতে পারে না, তাহা জানানই উক্ত বিশেষণপদ প্রয়োগের উদ্দেশ্য। অপরিচ্ছিন্নের পরিচ্ছিন্নরূপে, স্বপ্রকাশের পরপ্রকাশ্য বা জড়রূপে, নিত্যের অনিত্যরূপে রজ্জুর সর্পভাবে যে প্রতিভাস, তাহা উপাদানের বিষমসত্তাক অবস্থাবিশেষের দৃষ্টান্ত। পারমার্থিকী, ব্যবহারিকী ও প্রাতিভাসিকী, কেহ কেহ সত্তার এই ত্রৈবিধ্য অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচৈতন্যের সত্তা পারমার্থিকী, ঘটাদিপ্রপঞ্চের সত্তা ব্যবহারিকী, এবং শুক্তি-রজতাদির সত্তা প্রাতিভাসিকী। যাঁহারা এই ত্রিবিধ সত্তা অঙ্গীকার করেন, প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁহাদের জন্য পরিণাম ও বিবর্ত্তের 'কারণ-সলক্ষণ অন্যথাভাব পরিণাম', এবং 'কারণ-বিলক্ষণ অন্যথাভাব বিবর্ত্ত', এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। প্রকৃতি জড়া—অচেতনা, প্রকৃতির সলক্ষণ জড় বা অচেতন মহত্তত্ত্বাদি অবস্থাবিশেষে অবস্থিতির নাম 'পরিণাম'। চিন্ময় ব্রহ্মের জড় বিশ্বপ্রপঞ্চাকারে স্থিতি 'বিবর্ত্ত'। * সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে বিবর্ত্ত ও পরিণামের ত্রিবিধ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। দ্বিবিধ লক্ষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল, এক্ষণে তৃতীয় প্রকার লক্ষণের অভিপ্রায় কি, তাহা দেখা যাউক।

উপাদান-কারণরূপে অভিমত বস্তু হইতে যে, অভিন্ন কার্য্য, তাহা পরিণাম, এবং উপাদান-কারণরূপে গৃহীত বস্তু হইতে কার্য্যের ভেদাভেদ দুর্নিরূপণীয়ত্বের নাম বিবর্ত্তত্ব। * কার্য্যকারণের বাস্তব ভেদাভেদ নিরূপণ দুঃসাধ্য কেন? মৃত্তিকা

---

* "ব্রহ্মণশ্চ উপাদানত্বং অদ্বিতীয়কূটস্থচৈতন্যরূপস্য ন পরমাণূনামিবারম্ভকস্বরূপং ন চ প্রকৃতেরিব পরিণামিত্বরূপং, কিন্ত্ববিদ্যয়া বিয়দাদিপ্রপঞ্চরূপেণ বিবর্ত্তমানত্বলক্ষণম্। বস্তুনস্তৎসমসত্তাকোঽন্যথাভাবঃ পরিণামঃ তদসমসত্তাকো বিবর্ত্ত ইতি বা, কারণ-সলক্ষণোঽন্যথাভাবঃ পরিণামঃ তদ্বিলক্ষণো বিবর্ত্ত ইতি বা।"—সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ।

"ননু ব্রহ্মতদ্বিবর্ত্তপ্রপঞ্চয়োরভেদঃ সিদ্ধান্তে উপেয়তে। আরম্ভবাদে তু আরভ্যমারম্ভকাদত্যন্তভিন্নমুপেয়ত ইতি আরম্ভবিবর্ত্তয়োর্ভেদঃ স্পষ্টঃ। সিদ্ধান্ত ইব পরিণামবাদেঽপি সাংখ্যাদ্যভিমতে পরিণাম-পরিণামিনোরভেদাভ্যুপগমাৎ বিবর্ত্তপরিণাময়োর্ভেদঃ কথমবগন্তব্য ইত্যাশঙ্ক্য লক্ষণভেদাদিত্যাহ।"—অচ্যুত কৃষ্ণানন্দতীর্থবিরচিত সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহটীকা।

* "কারণাভিন্নং কার্য্যং পরিণামঃ, তদভেদং বিনৈব তদ্ব্যতিরেকেন দুর্বচং কার্য্যং বিবর্ত্ত ইতি বা বিবর্ত্তপরিণাময়োর্বিবেকঃ।"—সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ।

কারণ, ঘট কার্য্য, তন্তু কারণ, পট কার্য্য, সুবর্ণ কারণ, কুণ্ডল কার্য্য। মৃত্তিকা হইতে ঘটকে, তন্তু হইতে পটকে, অথবা সুবর্ণ হইতে কুণ্ডলকে ভিন্নরূপে গ্রহণ করা যায় না। নিম্নোন্নতাদিযুক্ত মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘটের, সংযোগ-বিশেষযুক্ত তন্তুসমূহ ব্যতিরেকে পটের উপলব্ধি হয় না। মৃত্তিকাই ঘট, তন্তুই পট, সুবর্ণই কুণ্ডল, এইরূপ সামানাধিকরণ্যের প্রত্যয় হইয়া থাকে; ভিন্ন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে সামানাধিকরণ্য প্রত্যয় হওয়া সম্ভব নহে। অপিচ কারক ব্যাপারের পূর্ব্বে—নিমিত্ত-কারণ সংযোগে মৃত্তিকাদির ঘটাদিরূপে পরিণত হইবার অগ্রে ঘটাদি যে, মৃত্তিকাদিতে—উপাদানে অনভিব্যক্তভাবে—শক্তিরূপে বিদ্যমান ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে, তাহা স্বীকার না করিলে, মনুষ্যের শৃঙ্গোৎপত্তির ন্যায় ঘটাদির উৎপত্তিরই অনুপপত্তি হয়, তাহা হইলে যে কোন বস্তু হইতে যে কোন বস্তুর উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব হইত না। কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে কার্য্য-কারণের অভেদ সিদ্ধ হইলে, পরেও উহাদের অভেদ স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্য-কারণের অভেদবাদী সাংখ্যদর্শন এইরূপ যুক্তি-দ্বারা কার্য্য-কারণের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করেন। ভেদবাদী তার্কিকগণ বলেন, কার্য্য-কারণের অভেদ সম্ভব হয় না, একেরই কার্য্যত্ব ও কারণত্ব হইবে কিরূপে? মৃত্তিকাদ্বারা ঘটের জলাহরণাদি কার্য্য সম্পন্ন হয় না, ঘটও মৃত্তিকার সাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, মৃত্তিকার ন্যায় ঘট কখন ঘটোৎপাদনের সমর্থ নহে। কার্য্য-কারণের অভেদত্ব প্রতিপাদনার্থ অভেদবাদী যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ভেদবাদী সেই সকল যুক্তি খণ্ডনপূর্ব্বক স্বমত স্থাপন করিতে পারেন না, আবার ভেদবাদীদিগের প্রদর্শিত যুক্তি সকলও অভেদবাদীরা কাটিতে পারগ হয়েন না। অতএব কার্য্য-কারণের ভেদাভেদ দুর্নিরূপণীয়। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যকে সৎ বা অসৎ, এই উভয়ের কোনরূপেই যখন নিরূপণ করা যায় না, কার্য্য-কারণের ভেদাভেদও যখন দুর্নিরূপণীয়, তখন ইহার তত্ত্ব অসিদ্ধ বলিতে হইবে। কারণ যে, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বকালে, কার্য্যকালে, অপিচ ইহার নাশকালেও বিদ্যমান থাকে, তাহা স্থির, অতএব কার্য্যের অপেক্ষায় কারণকে সত্য বলা যাইতে পারে। মৃত্তিকাদি অবান্তর কারণ সমূহের স্ব-স্ব কার্য্যাপেক্ষায় সত্যত্ব সিদ্ধ হইলেও, পরমার্থতঃ সত্যত্ব সিদ্ধ হয় না, যে হেতু ইহারা পরমকারণ নহে; ইহারাও বিকার বা কার্য্যপদার্থ। যাহা দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং যাহা নিত্য, বিভু ও পূর্ণ নহে, তাহা কখন পরমকারণ হইতে পারে না। ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত সকলই বাধিত—সকলেই পরিচ্ছিন্ন। অতএব পরমকারণ ব্রহ্মই পরমার্থতঃ সত্য। বিকার বা কার্য্যজাতের অনির্ব্বাচ্যতা—অনিরূপণীয়তাবশতঃ মিথ্যাত্ব (অনির্ব্বচনীয়তা যে মিথ্যাত্বের অর্থান্তর, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে), এবং কারণের নির্ব্বাচ্যতা—নিরূপণীয়তা-নিবন্ধন সত্যত্ব সিদ্ধ

হইতেছে। 'সৎকারণবাদ'ই সুতরাং অসন্দিগ্ধবাদ।

অদ্বৈতবাদ ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান এবং ব্রহ্মকেই নিমিত্ত কারণ বলিয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, শুদ্ধ ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ, অথবা ঈশ্বররূপ বা জীবরূপ জগতের উপাদান কারণ? ব্রহ্ম, জীব ও ঈশ্বর নামক প্রস্তাবে আমরা এই প্রশ্নের শাস্ত্র হইতে যে-যেরূপ উত্তর পাইয়াছি, তাহার একটু সংবাদ দিব।

জগতের সৃষ্টি-বিষয়ক মতসমূহের সমালোচনা।—সৎকারণবাদের অভিপ্রায় কি, তাহা জানা গেল, এখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সৃষ্টিবাদ, ক্রমবিকাশবাদ ও পরিণাম বা বিবর্ত্তবাদ, ইহারা যে, শাস্ত্রব্যাখ্যাত আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদেরই বিকৃতরূপ, তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

'বিকৃতরূপ' এই শব্দের ব্যবহারে যে, অনেকেই বিরক্ত হইবেন, তাহা আমরা জানি, তথাপি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করা উচিত নহে বলিয়া, ব্যবহার করিতেছি। শাস্ত্র-ব্যাখ্যাত আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদের সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সৃষ্টিবাদ, ক্রমবিকাশবাদ ও পরিণাম বা বিবর্ত্তবাদের সর্ব্বাংশে একতা নাই, অপিচ যে যে বিষয়ে উভয়ের মধ্যে অনৈক্য আছে, আমাদের বিশ্বাস সেই সেই বিষয়ের শাস্ত্রীয় সমাধানই অবিকৃত, শাস্ত্রীয় সমাধানই যুক্তিসঙ্গত, আমরা এই নিমিত্ত 'বিকৃতরূপ' এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছি।

দ্বৈতবাদী ও একত্ববাদী, প্রতীচ্য দার্শনিকদিগের মধ্যেও যে, এই দুই সম্প্রদায় আছেন, অপিচ একত্ববাদেরও যে, জড়ৈকত্ববাদ (Materialistic monism) ও বিজ্ঞানৈকত্ববাদ (Idealistic monism), পরস্পর বিরুদ্ধ এই দ্বিবিধ রূপ আছে, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে. একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, হৃদয়ঙ্গম হয়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানৈকত্ববাদের সহিত বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞানবাদের এবং জড়ৈকত্ববাদের সহিত চার্ব্বাকমতের অনেক সাদৃশ্য আছে। মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকভেদে বৌদ্ধমত প্রধানতঃ চতুর্ব্বিধ। মাধ্যমিকেরা সর্ব্বশূন্যত্ববাদী (Nihilists), যোগাচারেরা বাহ্যশূন্যত্ববাদ—ক্ষণিকত্ববাদী (Subjective idealists), সৌত্রান্তিকেরা বাহ্যার্থানুমেয়ত্ববাদী (Representationists), বৈভাষিকেরা বাহ্যার্থপ্রত্যক্ষবাদী (Presentationists)। সৌত্রান্তিকের মতে পুষ্টিদ্বারা যেরূপ ভোজনের, ভাষাদ্বারা দেশের, কিংবা সম্ভ্রমদ্বারা স্নেহের অনুমান হয়, সেইরূপ জ্ঞানাকার দ্বারা জ্ঞেয়—বিষয় অনুমিত হইয়া থাকে, বাহ্যার্থ অনুমানসাধ্য। বৈভাষিকদিগের মতে গ্রাহ্য ও অধ্যবসেয়ভেদে বাহ্যার্থ দ্বিবিধ, প্রাত্যক্ষিক বস্তুকেই ইহাঁরা সত্য বলিয়াছেন, আনুমানিক বস্তু ইহাদের দৃষ্টিতে মিথ্যা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদেরও (Idealism) এইরূপ ভেদ দৃষ্ট হয়। বার্কেলে

(Berkley), ফিক্‌টে (Fichte), শেলিং (Schelling), হেগেল (Hegel) ও ক্যাণ্ট (Kant), ইঁহাদের মত যাঁহাদের জানা আছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদেরও যে, রূপভেদ আছে, তাঁহারা তাহা স্বীকার করিবেন। বার্কেলে বলিয়াছেন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যাহা উপলব্ধ হয়, যদি তাহাকে বাহ্যার্থ (Matter) বল, তবে আমি তাদৃশ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গম্য গুণসমূহের অতিরিক্ত, গুণাশ্রয় অজ্ঞেয় দ্রব্য বা সত্বের অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি না।* ফিক্‌টের বিজ্ঞানবাদ বিষয়িবিজ্ঞানবাদ (Subjective idealism), শেলিং এর বিজ্ঞানবাদ বিষয়বিজ্ঞানবাদ (Objective idealism), হেগেলের বিজ্ঞানবাদ পূর্ণবিজ্ঞানবাদ (Absolute idealism) শ্লেয়ারমেকার (Scheliermacher), কাণ্ট প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত বিজ্ঞানবাদ ও বাহ্যার্থ-সত্তাবাদ, এই উভয়ের সম্মিলনের চেষ্টা করিয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদের সিদ্ধান্ত, জ্ঞানে প্রতিভাসমান জ্ঞেয়জ্ঞানবৎ, জ্ঞান হইতে অভিন্ন, জ্ঞানই সত্য, জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞেয় অনাদিবাসনাপ্রাপিত অলীক পদার্থ। বৈদিক অদ্বৈতবাদও বলেন, জ্ঞান-স্বভাব আত্মাতেই অন্য সকল বস্তু অধ্যস্ত, সুতরাং আত্মা হইতে ভিন্ন বস্তু নাই। অতএব বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞানবাদের সহিত বৈদিক অদ্বৈতবাদের সাম্য আছে বলিতে হইবে। সংক্ষেপশারীরক প্রণেতা সর্ব্বজ্ঞমুনি, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, দৃশ্য বা জ্ঞেয় জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, দৃশ্য বা জ্ঞেয় জ্ঞানকল্পিত, এই মাত্র বলাতে যদি বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞানবাদ ও বৈদিক অদ্বৈতবাদ, এই উভয় সমান হয়, তাহা হইলে, সকল মতের সহিত বৌদ্ধমতের সাম্য আছে বলিতে হইবে। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক বৌদ্ধগণ বাহ্যার্থের অস্তিত্ব মানিয়াছেন, অতএব ন্যায়-বৈশেষিকাদির সহিত সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকদিগের মতের সাম্য আছে বলা উচিত। বিজ্ঞানবাদি বৌদ্ধগণ প্রদীপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণপূর্ব্বক গ্রাহ্য, গ্রাহক ও গ্রহণ, ইহারা যে, বস্তুতঃ অভিন্ন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বৈদিক অদ্বৈতবাদী 'পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ত্তৃ, করণ, ক্রিয়া ও কর্ম্ম, ইহাদের অভেদ কখন সম্ভবপর হয় না,' এই কথা বলিয়াছেন। 'আমি চক্ষুদ্বারা

"If by matter you understand that which is seen, felt, tasted and touched, then I say matter exists: I am as firm a believer in its existence as any one can be, and herein I agree with the vulgar. If on the contrary, you understand by matter that occult substratum which is not seen, not tasted and not touched—that of which the senses, do not, cannot inform you—then I say I believe not in the existence of matter, and herein I differ from the philosopher and agree with the vulgar."
—*History of Philosophy by Lewes, Vol. II, pp. 289—4.*

রূপ নিরীক্ষণ করিতেছি', লোকের এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে; এক বস্তুরই গ্রহীতৃ, গ্রাহ্য, ক্রিয়া ও করণত্ব কখন উপপন্ন হয় না। প্রদীপ দ্বারা অন্ধকার নিবৃত্ত হয়। যদি তমঃ না থাকে, তবে প্রদীপের কোন কার্য্যকারিতাই থাকে না। বৈদিক অদ্বৈতবাদ প্রমাতৃ, প্রমাণ ও প্রমেয় বা বিষয়, পরস্পর ভিন্ন এই সকল পদার্থের অভ্যুপগম করিয়াছেন। অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট প্রমাতা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় (প্রমাণ), রূপাদিবিষয়, অবগতি—রূপাদি আকারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জন্য অন্তঃকরণবৃত্তি (Perception), অদ্বৈতবাদ ইহাদের পরস্পর ভেদ অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব বিজ্ঞানবাদের সহিত অদ্বৈতবাদের সাম্য নাই। জিজ্ঞাস্য হইবে, অদ্বৈতবাদ যখন পরস্পর প্রবিভক্ত প্রমাতৃ-প্রমাণাদি প্রপঞ্চ অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন আত্মার নিষ্প্রপঞ্চ অদ্বয়ত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? অদ্বৈতবাদ পরস্পর প্রবিভক্ত প্রমাতৃ-প্রমাণাদিকে পরমাত্মসংশ্রয় (পরমাত্মা হইয়াছেন, আশ্রয় যাহার) তমঃ বা অবিদ্যাজনিত—অজ্ঞানকল্পিত বলিয়াছেন, অতএব অদ্বৈতবাদের ইহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই, বিজ্ঞানবাদের সহিতও এ বাদের সাম্য হয় নাই। অদ্বৈতবাদ প্রমাতৃ-প্রমাণ ও বিষয়াদির অপিচ জ্ঞানের স্থায়িত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং বিজ্ঞানবাদের সহিত অদ্বৈতবাদের এ বিষয়েও বৈসাদৃশ্য আছে। *

জ্ঞান (Thought) ও অর্থ (Matter), এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ নিরূপণ করিতে যাইয়া, বৌদ্ধগণ উভয়াস্তিত্ববাদী (জ্ঞান ও অর্থ, এই উভয়ই সৎ, এবম্প্রকার মতাবলম্বী), জ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাদী, এবং উভয়শূন্যত্ববাদী (জ্ঞান ও অর্থ, এই উভয়ের কেহই সৎ নহে, এইরূপ মতাবলম্বী), পরস্পর বিরুদ্ধ এই তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। উভয়াস্তিত্ববাদী বৌদ্ধগণের মতে গন্ধ-পরমাণুপুঞ্জই 'পৃথিবী', রস-পরমাণুপুঞ্জই 'জল', রূপ-পরমাণুপুঞ্জই 'তেজঃ' এবং স্পর্শ-পরমাণুপুঞ্জই 'বায়ু'; ভৌতিক স্থাবর, জঙ্গম শরীর,—ঘট, পট প্রভৃতি সকলেই পরমাণুপুঞ্জ; জীব সোপদ্রব (বাধিত) জ্ঞানসন্তান স্বরূপ, এবং ঈশ্বর নিরুপদ্রব (অবাধিত) জ্ঞানসন্তান স্বরূপ। বাহ্য ও আভ্যন্তর, এই দুইটী সমুদায়—সংঘাত (External aggregate and Internal aggregate), এই দুইটী ইহাঁদের মতে মূল পদার্থ। ভূত ও ভৌতিক পদার্থ, ইহারা বাহ্য সমুদায়—বাহ্য সংঘাত; এবং চিত্ত ও চৈত্ত্য, ইহারা আভ্যন্তর সমুদায়—আভ্যন্তর সংঘাত। জ্ঞানমাত্রাস্তিত্ব-বাদীদিগের মতে জ্ঞানই

* "ননু মাতৃমানবিষয়াবগতীরপরস্পরং প্রতিবিভাগবতীঃ।
উপয়ন্ ভদন্তমুনিনা সদৃশঃ কথমেষ বৈদিকমুনির্ভবতি।।"
"পরমাত্মসংশ্রয়তমোজনিতং প্রবিভক্তমেবতু পরস্পরতঃ।
স্থিরমভ্যুপেতমিহ নঃ সময়ে ননু মাতৃমানবিষয়প্রভৃতি।।"—সংক্ষেপশারীরক।

অদ্বৈতসিদ্ধিপ্রণেতা মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

একমাত্র সত্য, ভূত ও ভৌতিক পদার্থ মিথ্যা। বৌদ্ধমত ষড়্বধ আস্তিক দর্শনেই খণ্ডিত হইয়াছে। কোন আস্তিক দর্শন বিজ্ঞানবাদ গ্রহণ বা বাহ্যার্থের অস্তিত্ব প্রত্যাখান করেন নাই। বেদান্ত দর্শন বলিয়াছেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা যখন পঞ্চভূতাত্মক অর্থপ্রপঞ্চের উপলব্ধি হইতেছে, তখন ইহাকে অসৎ বলা যাইতে পারে না, বাহ্যার্থ যদি শশশৃঙ্গবৎ অসৎ হইত, তাহা হইলে, ইহার প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি হইত না। * অতএব বৌদ্ধমতের সহিত অদ্বৈতবাদের যে, সমতা নাই, তাহা বলা যাইতে পারে।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাদ, অর্থ (Matter)-মাত্রাস্তিত্ববাদ (Idealism and realism)এবং উভয়াস্তিত্ববাদ, সামান্যতঃ এই ত্রিবিধ দার্শনিকবাদ প্রচলিত আছে। আমাদের মনে হয়, চার্ব্বাক দর্শন, চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ দর্শন ও আর্হত দর্শন, এই ষড়্বিধ নাস্তিক দর্শনই যেন কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া, প্রতীচ্য দর্শন সমূহের আকার ধারণ করিয়াছে। আস্তিক দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে সত্য, কিন্তু জড়ৈকত্ববাদ ও বিজ্ঞানৈকত্ববাদের খণ্ডন করিবার সময়ে ইহাঁরা সকলেই একমত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে, আস্তিক প্রাচ্য দার্শনিক ও প্রতীচ্য দার্শনিক, এই উভয়ের মধ্যে একটী প্রধান বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। আস্তিক প্রাচ্য দার্শনিকগণের মধ্যে যিনি যে মতের সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যাবজ্জীবন, তিনি সেই মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, কদাচ স্বীয় প্রতিজ্ঞার সন্ন্যাস করেন নাই, প্রতিপক্ষের যুক্তিবলদ্বারা প্রতিহত হইয়া, স্বমত ত্যাগ করেন নাই। অদ্য একরূপ, কল্য অন্যরূপ কথা বলেন নাই, প্রাচ্য আস্তিক দার্শনিকগণ কখন স্ববচনবিরোধদোষে দূষিত হয়েন নাই। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে অনেকেই প্রতিজ্ঞা সন্ন্যাস করিয়াছেন, প্রতিপক্ষের যুক্তিবলে অনেককেই স্বমত ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে, অদ্য একরূপ, কল্য অন্যরূপ কথা বলিতে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বিশেষ অভ্যস্ত। প্রাচ্য আস্তিক দার্শনিক ও প্রতীচ্য দার্শনিক, এই উভয়ের মধ্যে এইরূপ বৈলক্ষণ্যের কারণ কি, সত্যানুসন্ধিৎসুর তদবধারণার্থ সচেষ্ট হওয়া উচিত।

জীবের জন্মই আমাদের মুখ্য বিচার্য্যবিষয়। জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমরা শাস্ত্র ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সকাশ হইতে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, তাহাদের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে হইলে, জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে যত প্রকার মত আছে, তাহা

* "নাভাব উপলব্ধেঃ।"—বেদান্তদর্শন ২। ২। ২৮।
"পঞ্চ মহাভূতাত্মকস্য অর্থপ্রপঞ্চস্য অভাবঃ শূন্যত্বং ন সম্ভবতি উপলব্ধেঃ
—প্রত্যক্ষপ্রমাণেনার্থপ্রপঞ্চস্যোপলভ্যমানত্বাৎ।"—

স্মরণ করা উচিত। আমরা এই জন্য আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদের সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রদান করিলাম। আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ, এই বাদত্রয়ের স্বরূপচিন্তাপূর্ব্বক আমাদের কি হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, অপিচ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বিশ্বজগতের সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাদের সহিত শাস্ত্রের কোন্ অংশে সাদৃশ্য ও কোন্ অংশে বৈসাদৃশ্য আছে, অতঃপর তাহা জানাইব।

(১) 'জগতের বর্ত্তমানক্রম, প্রকৃতির যে যে ভাববিকার সমূহ এক্ষণে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে তৎসমুদায় অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান আছে'; (২) প্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থা দীর্ঘকালের নহে, ইহা কোন পূর্ব্ববর্ত্তিভাব বা কারণ হইতে উদ্ভূত হয় নাই; (৩) জগতের বর্ত্তমান অবস্থা নির্দ্দিষ্ট কালাবচ্ছিন্ন বটে, ইহা যে, অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান নহে, তাহা সত্য, কিন্তু ইহা-প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কোন পূর্ব্ববর্ত্তী পর্ব্ব বা অবস্থা হইতে প্রসূত হইয়াছে, অপিচ এই পূর্ব্বগত পর্ব্ব বা অবস্থাও তৎপূর্ব্বগত পর্ব্ব বা অবস্থা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, জগৎ এইরূপ ক্রমপরম্পরায় অভিব্যক্ত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ইহা অকস্মাৎ উৎপন্ন পদার্থ নহে, জগতের উৎপত্তিতত্ত্ব বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, পণ্ডিত হক্‌সলী (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) এই ত্রিবিধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারও (১) স্বতঃ বিদ্যমানতাবাদ (Self-existence), (২) স্বতঃ সৃষ্টিবাদ (Self-creation), এবং (৩) বাহ্যকারণ বা ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্টিবাদ (Creation by external agency), এই ত্রিবিধ বাদের কথা বলিয়াছেন। জগতের স্বতঃবিদ্যমানতা ও অনাদিকাল হইতে বিদ্যমানতা, এই বাদদ্বয় বস্তুতঃ সমানার্থক। যাঁহারা জগৎকে অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান বলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহার সৃষ্টত্ব অস্বীকার করেন, যাহার আদি বা আরম্ভ নাই, তাহাকে সৃষ্ট বা কার্য্য পদার্থ বলা যাইতে পারে না। যাহা সাদি, তাহারই কারণ অন্বেষণ করিতে হয়। জগৎ যখন সাদি নহে, তখন ইহার আবার কারণ কি হইবে?

শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ জগৎকে অনাদি বলিয়াছেন। ভগবান্ বাদরায়ণ স্বপ্রণীত শারীরকসূত্রে বুঝাইয়াছেন, সংসারের অনাদিত্ব যুক্তি এবং শ্রুতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্র, এই উভয়দ্বারাই সিদ্ধ হয়, সংসারের অনাদিত্ব অস্বীকার করিলে, জগৎকে সাদি (Has a beginning) রূপে গ্রহণ করিলে, ইহাকে অকস্মাৎ-উদ্ভূত (Result of chance) বলিতে হইবে, তাহা হইলে মুক্তপুরুষদিগের পুনঃ সংসারে আগমন এবং অকৃতের অভ্যাগম অকৃত পুণ্য-পাপের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সুখ-দুঃখাদি বৈধর্ম্ম্যের

(Inequalities) কোন হেতু দেখাইতে পারা যায় না, জগতের উচ্চাবচ ভাবকে তাহা হইলে, নির্নিমিত্ত বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।* পক্ষান্তরে সংসারকে বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি বলিয়া স্বীকার করিলে, এই সকল দোষ ঘটে না। সংসারের অনাদিত্ব ইত্যাদি যুক্তিদ্বারা উপপন্ন হইতেছে। বেদাদিশাস্ত্রও সংসারকে অনাদি বলিয়াছেন। ঋগ্বেদসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, কালের মানদণ্ড স্বরূপ সূর্য্য, চন্দ্র এবং সুখময় স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ, এই ত্রিভুবন, বিধাতা পূর্ব্বকল্পে যেমন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আগামীকল্পেও সেইরূপ সৃষ্টি করিবেন। † সংস্কাররূপে অবিদ্যমান, অত্যন্ত অসৎ, অভিন্ন প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুখ-দুঃখাদি বৈষম্যের ঈশ্বর কারণ নহেন; কেবল অবিদ্যাকেও বৈষম্যের কারণ বলা যাইতে পারে না, একরূপ অবিদ্যা হইতে সৃষ্টিবৈষম্যের উপপত্তি হইবে কিরূপে? ভগবান্ শঙ্করস্বামী বলিয়াছেন, রাগাদি (রাগ, দ্বেষ, মোহ) ক্লেশের * বাসনা—সংস্কারদ্বারা আক্ষিপ্ত ধর্ম্মাদিলক্ষণ কর্ম্মাপেক্ষ অবিদ্যা—সংস্কারবতী মায়া সৃষ্টিবৈষম্যের হেতু। কর্ম্মব্যতিরেকে শরীরের উৎপত্তি অসম্ভব, আবার শরীর-ব্যতিরেকেও কর্ম্ম হইতে পারে না। সংসারকে অনাদি বলিয়া স্বীকার না করিলে, কর্ম্ম ও শরীর, এই উভয়ের পরস্পরাশ্রয়ত্ব দোষের কোনরূপেই পরিহার হইবে না, সংসারকে অনাদি বলিয়া মানিলে, বীজাঙ্কুর-ন্যায় দ্বারা কর্ম্ম ও শরীরের ইতরেতরাশ্রয়ত্ব প্রসঙ্গের উপপত্তির কোন দোষ হয় না। † পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) জগতের স্বতঃবিদ্যামানতা বা অনাদিত্ব স্বীকার করা প্রকারান্তরে ইহার সৃষ্টত্ব প্রতিষেধ করা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অনবচ্ছিন্ন অতীতকালিক সত্তার উপলব্ধি ও অপরিচ্ছিন্ন অতীত কালের উপলব্ধি এক কথা; অপরিচ্ছিন্ন অতীতকালের

---

* "উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।"— বেদান্তদর্শন, ২। ২। ৩৬।
"উপপদ্যতে চ সংসারস্যানাদিত্বম্। আদিমত্ত্বে হি সংসারস্য অকস্মাদুদ্ভূতের্মুক্তানামপি পুনঃ সংসারোদ্ভূতিপ্রসঙ্গঃ। অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চ। সুখদুঃখাদিবৈষম্যস্য নির্নিমিত্তত্বাৎ।"
শারীরকভাষ্য।

† "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।"— ঋগ্বেদসংহিতা।

* যাহা পুরুষকে দুঃখ দেয়—ক্লিষ্ট করে, তাহাকে 'ক্লেশ' বলে। পতঞ্জলিদেব অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পাঁচটিকে 'ক্লেশ'—দুঃখহেতু বলিয়াছেন ("অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ।"— পাং, দং, সাং, পা, ° সূ)। অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ স্যন্দমান হইয়া, সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের কার্য্যাবস্তুণসামর্থ্যকে দৃঢ়—বলবৎ করে, জগৎসর্জ্জনহেতু গুণত্রয়ের বৈষম্যরূপ পরিণাম নির্ব্বর্ত্তন করে, অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার পরম্পরায় কার্য্যকারণস্রোতকে উদ্ভাবিত করে, পরস্পর অনুগ্রহাধীন হইয়া, জাতি, আয়ুঃ ও ভোগলক্ষণ কর্ম্মবিপাক নিষ্পাদন করে।—

† "ন চেশ্বরো বৈষম্যহেতুরিত্যুক্তম্। ন চাবিদ্যা কেবলা বৈষম্যকারণমেকরূপত্বাৎ। রাগাদিক্লেশবাসনাক্ষিপ্তকর্ম্মাপেক্ষা ত্ববিদ্যা বৈষম্যকারী স্যাৎ। নচ কর্ম্মান্তরেণ শরীরং সম্ভবতি। ন চ শরীরমন্তরেণ কর্ম্মসম্ভবতীতীতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গঃ। অনাদিত্বে তু বীজাঙ্কুরন্যায়েনোপপত্তের্ন কশ্চিদ্দোষোভবতি।"—শারীরকভাষ্য।

উপলব্ধি (Conception of infinite past-time) অসম্ভব। অপিচ স্বতঃবিদ্যমানতা যদিও বুদ্ধিগম্য (Conceivable) হয়, তথাপি এই স্বতঃবিদ্যমানতাবাদ দ্বারা বিশ্বের তত্ত্বব্যাখ্যা কিছুই হয় না, এবাদ জগতের স্বরূপনিরূপণে কোনই উপকার করে না। বর্ত্তমানকালে বিদ্যমানকোন বস্তু, দুই ঘণ্টা পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল, শুদ্ধ এই জ্ঞানদ্বারা কি উহার স্বরূপাবধারণ হয়? অতএব বিশ্বের স্বতঃবিদ্যমানতাবাদ অনিরূপণীয়, আর নিরূপণীয় হইলেও, এতদ্দ্বারা যখন জগতের কোন রহস্যের উদ্ভেদ হয় না, তখন এ বাদ অনর্থক। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার স্বতঃবিদ্যমানতাবাদকে নাস্তিকবাদ (Atheistic theory) বলিয়াছেন। *

বেদ ও বেদাশ্রিত দর্শনাদি শাস্ত্র সমূহ জগৎকে অনাদি বলিয়াছেন, অতএব পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার জগতের অনাদিত্ববাদের যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন, সেই সকল দোষের পরিহার (যদি সম্ভব হয়) অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, সংসারকে স্বতঃবিদ্যমান বা অনাদি বলা ও ইহার সৃষ্টত্ব প্রতিষেধ করা একথা, যাহা স্বতঃবিদ্যমান, সুতরাং যাহা অনাদি, যাহা কালাবচ্ছিন্ন নহে, তাহাকে সৃষ্ট বলা যাইতে পারে না।

যাহার আদি (Beginning) নাই, তাহাকে 'অনাদি' বলে। 'আদি' কাহাকে বলে? মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, পৌর্ব্বাপর্য্যাত্মক ভাবসমূহের মধ্যে যে ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবান্তর লক্ষিত হয় না, যাহার অন্য পূর্ব্বভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু পরভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে 'আদি' বলে। * পূর্ব্বভাবকে কারণ বলা হয়। অতএব যাহার কারণ নাই, তাহাই 'অনাদি' পদবাচ্য। যাহার কারণ নাই, তাহাকে কার্য্য বলা যাইতে পারেনা। যাহা কার্য্য তাহাই সৃষ্ট, যাহা কার্য্য নহে, তাহা সৃষ্ট নহে। জগৎ যদি কার্য্য না হয়, তবে ইহা সৃষ্ট বা কৃতক পদার্থ নহে। যাহা নাই, তাহাকে করিবার জন্য কারকের প্রয়োজন হয়, যাহা নিত্যসিদ্ধ, তাহা কারকের ব্যাপার অপেক্ষা করে না, সিদ্ধের আবার সাধন কি? 'ঘট' যদি অনাদি বা নিত্যসিদ্ধ পদার্থ হইত, তাহা হইলে, কুম্ভকার ও দণ্ড-চক্রাদির কোন কর্ত্তব্য থাকিত না। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার এইজন্যই বলিয়াছেন, জগৎকে অনাদি

---

* "The assertion of self-existence is simply an indirect denial of creation. * * * Self-existence, therefore, necessarily means existence without a beginning. * * * To conceive existence through infinite past-time implies the conception of a infinite past-time, which is an impossibility."
—*First Principles, p. 31.*

* "সত্যনাস্মিন্ যস্মাৎ পূর্ব্বং নাস্তি পরমস্তি স আদিরিত্যুচ্যতে।"—মহাভাষ্য।

বা স্বতঃ বিদ্যমান বলা ও ইহার সৃষ্টত্ব প্রতিষেধ করা এক কথা।

শাস্ত্র পাঠ করিলে, এক কূটস্থ নিত্য, অপর প্রবাহরূপে নিত্য, এই দ্বিবিধ নিত্যত্বের সংবাদ পাওয়া যায়। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, তাহাও নিত্যপদবাচ্য, যাহার তত্ত্ব—তদ্‌ভাবত্ব (Essence) নষ্ট হয় না। জগৎ কূটস্থ নিত্যতাপেক্ষায় অনিত্য হইলেও, প্রবাহপরম্পরায় নিত্য। কোন বস্তুই একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, অবস্তু বা অভাব হইতে বস্তুসিদ্ধি—ভাবোৎপত্তি হইতে পারে না ("We are unable, on the one hand to conceive nothing becoming something or something becoming nothing."—*Hamilton*)।* পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সারও বলিয়াছেন, ভাব ও অভাব (Something and nothing) এই উভয়কে পরস্পর সম্বদ্ধ করা অসম্ভব, এই পূর্ব্বজ্ঞান হইতেই জড়বস্তু বা ভূতের (Matter) অনশ্বরত্বের এবং গতি বা কর্ম্মের সন্ততত্বের—অবিচ্ছিন্নতার (The indestructibility of matter and the continuity of motion) অনুমান হইয়া থাকে। † যাহা জন্মায়, কিছুকাল ব্যক্তাবস্থায় বিদ্যমান থাকে, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম প্রাপ্ত হয়, যাহার অপক্ষয় ও নাশ (অদর্শন—কারণে লয়) হয়, তাহাকে কার্য্য বলে, জন্মাদি ষড়্‌ভাব-বিকারকেই আমরা কার্য্য, এই নামে লক্ষ্য করিয়া থাকি। জন্মাদি ছয়টি ভাববিকার অবচ্ছিন্ন প্রবাহাত্মক, জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকারের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহত্বই সংসারের অনাদিত্ব—জগতের প্রবাহপরম্পরায় নিত্যত্ব, বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল, তাহা হইতে আবার বীজ, আবার অঙ্কুর, আবার বৃক্ষ, কার্য্য-কারণের এইরূপ (বীজাঙ্কুরবৎ) অনাদি প্রবাহ চলিয়া যাইতেছে। বীজ যখন অঙ্কুর হয়, তখন কি বীজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়? অঙ্কুরকে কি বিনষ্ট বীজের কার্য্য বলা যায়, বিনষ্ট বীজ হইতে কখন অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। বিনষ্ট বীজ হইতে যদি অঙ্কুরের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে, বীজকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইত না, ইহাকে চূর্ণীকৃত বা দগ্ধ করিলেই অঙ্কুর জন্মলাভ করিত। বীজের অবয়বসমূহ যখন নিমিত্ত-কারণ বিশেষের সংযোগবশতঃ প্রাদুর্ভূতক্রিয় (প্রাদুর্ভূত হইয়াছে—প্রকটিত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে, ক্রিয়া যাহার) হইয়া, পূর্ব্বব্যূহ—পূর্ব্বসন্নিবেশ

---

* "নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ।"—সাং, দং, ১। ৭৮।

নিবাসার্থক 'বস্' ধাতুর উত্তর 'তুন্' প্রত্যয় করিয়া, 'বস্তু' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা বাস করে—অবস্থান করে, যাহা সৎ, তাহা বস্তু। ন বস্তু=অবস্তু। অতএব অভাবই অবস্তু শব্দের অর্থ।

† "The indestructibility of matter and the continuity of motion, we saw to be really corollaries from impossibility of establishing in thought a relation between something and nothing. * * *"

(Molecular arrangements) ত্যাগপূর্ব্বক ব্যূহান্তর প্রাপ্ত হয়, তখন অঙ্কুরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, বীজাবয়ব সকলের পূর্ব্বব্যূহের নিবৃত্তি না হইলে, অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। অতএব কার্য্য কারণের অভাব নহে, অভাব (Nothing) হইতে ভাবোৎপত্তি হয় না। * কার্য্য-কারণের অনাদিত্ব-প্রবাহপরম্পরায় নিত্যত্ব স্বীকার না করিলে, অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি হয়, এই মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে, সংসারকে অকস্মাৎ উদ্ভূত (Result of chance) বলিতে হয়। কার্য্যমাত্রের উপাদান নিয়ম আছে, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না, কর্ম্মসমূহ সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে, কর্ম্মের নাশ হয় না, এই সকল সত্যই বিজ্ঞান বা দর্শনের আলম্বন, যদি ইহাদের সত্যত্ব অঙ্গীকার করা না হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান বা দর্শনের আবির্ভাব অসম্ভব হইয়া থাকে।

সংসার অনাদি, কারণে লীন হওয়ার নাম লয়, ধ্বংস—একেবারে বিনষ্ট হওয়া 'লয়' শব্দের প্রকৃত অর্থ নহে। জীব যে সকল কর্ম্ম করে, শুভই হউক, অথবা অশুভই হউক, তাহাদের সংস্কার জীবের অন্তঃকরণে লগ্ন হইয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশ (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), প্রলয়কালে ভবিষ্যৎ প্রপঞ্চের বীজভূত, পূর্ব্বসৃষ্টিতে কৃত কর্ম্মসমূহ প্রকৃতি বা মায়াতে বিলীন জীবগণের অন্তঃকরণে সমবেত হইয়া, সংস্কাররূপে অবস্থান করে। ঐ সকল বীজ যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন নিশাবসানে পৃথিবীর পুনঃ প্রকাশের ন্যায় জগৎ পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইয়া থাকে, জীবজগৎও সুপ্তোত্থিতের মত সংস্কারানুরূপ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। শাস্ত্রোপদিষ্ট সংসারের অনাদিত্ববাদের ইহাই অভিপ্রায়। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার ভূত বা জড়বস্তুর অনশ্বরত্বের এবং গতি বা কর্ম্মের সন্ততত্ত্বের (The indestructibility of matter and the continuity of motion) প্রতিপাদনাবসরে যে সকল যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, বলা বাহুল্য, তাহারা অনেকাংশে শাস্ত্রপ্রদর্শিত যুক্তিরই প্রতিকৃতি। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গ্রোভ গতি বা কর্ম্মের যে, একেবারে নাশ হয় না, তাহা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, নোদন বা অভিঘাত হইতে উৎপন্ন কোন একটী সামগ্রীর গতি (Motion) যখন অন্যসামগ্রীর কর্ম্মদ্বারা বাধিত—অবরুদ্ধ হয়, তখন আমরা উহাকে স্থির হইতে দেখিতে পাই, সুতরাং আমাদের সাধারণতঃ বিশ্বাস হইয়া থাকে, উহার গতি একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। এইরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণতঃ সত্য নহে। বিরুদ্ধ কর্ম্মদ্বারা বাধিত কর্ম্ম তদাশ্রয় স্থূল

* "ন বিনষ্টেভ্যোঽনিষ্পত্তেঃ।"-- ন্যায়দর্শন ৪। ১। ১৭।

"বীজাবয়বা কুতশ্চিন্নিমিত্তাৎ প্রাদুর্ভূতক্রিয়াঃ পূর্ব্বব্যূহং জহাতিব্যূহান্তরঞ্চাপদ্যন্তে ব্যূহান্তরাদঙ্কুর উৎপদ্যতে।"—বাৎস্যায়নভাষ্য।

দ্রব্য সম্বন্ধে (As regards the motion of the mas) বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু ইহা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, স্থূল বা দৃশ্যমান অবস্থা ত্যাগ করিয়া, ইহা অবস্থান্তর গ্রহণ করে, কর্ম্ম বা গতিরূপ ত্যাগপূর্ব্বক তাপাকারে পরিণত হইয়া থাকে। কোন কর্ম্মই বস্তুতঃ একেবারে নষ্ট হয় না, শক্তির একেবারে নাশ অসম্ভব। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারও অবিকল এইরূপ কথা বলিয়াছেন। *

প্রলয়কালেও এই প্রকার জগতের স্থূল গতি অবরুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু ইহার সূক্ষ্মভাবের নাশ হয় না, শক্তির ধ্বংশ হয় না ("The motion is suspended, but the force is not annihilated")। পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, ধর্ম্মী বা বস্তুমাত্রেই শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য, এই ত্রিবিধ ধর্ম্মদ্বারা অন্বিত। ধর্ম্মীর যে ধর্ম্ম স্ব-স্ব ব্যাপার শেষ করিয়া, অতীত পন্থায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে শান্ত ধর্ম্ম, অনাগত বা ভবিষ্যৎ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া, যাহা বর্ত্তমান অবস্থাতে স্বীয় ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে, তাহাকে উদিত ধর্ম্ম, এবং যাহা শক্তিরূপে অবস্থিত, যাহা ভবিষ্যৎ-পরিণামের বীজ, যাহাকে কোন বিশেষ নামদ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহাকে 'অব্যপদেশ্য' ধর্ম্ম বলে। আমরা যাহা দেখি, তাহা ধর্ম্মীর উদিত ধর্ম্ম, ইহারই নাম ধর্ম্মীর বর্ত্তমান অবস্থা; ধর্ম্মীর আর দুইটী ধর্ম্ম আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত, সূক্ষ্মতাবশতঃ আমাদের অতীন্দ্রিয়। ধর্ম্মীর অতীত ও অনাগত, এই ধর্ম্মদ্বয় সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ে অগোচর বটে, কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব অনুমানসাধ্য, সন্দেহ নাই। অসতের যখন সদ্ভাব হয় না, শক্তির একেবারে ধ্বংস হওয়া যখন অসম্ভব, তখন যাহা দেখিতেছি, নিশ্চয়ই তাহা অব্যপদেশ্য অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, ধর্ম্মীর শান্ত ও অব্যপদেশ্য, এই ধর্ম্মদ্বয়ের অস্তিত্ব, এবম্প্রকার অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অসৎ বা অভাব (Nothing) হইতে যে, ভাবের উৎপত্তি হয় না, পণ্ডিত

* "It may, however, be asked, what becomes of force when motion is arrested or impeded by the counter-motion of another body? This is generally believed to produce rest, or entire destruction of motion and consequent annihilation of force: so indeed it may, as regards the motion of the masses, but a new force, or new character of force, now ensues, the exponent of which instead of visible motion is heat. I venture to regard the heat which results from friction or percussion as a continuation of the force which was previously associated with a moving body, and, which, when this impinges on another body, ceasing to exist as gross palpable motion, continues to exist as heat."—*Correlation of Physical Forces p. 25. 'First Principles'* দ্রষ্টব্য।

স্পেন্‌সার তাহা বলিয়াছেন, কর্ম্মের সন্ততত্বও (Continuity) ইনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, সতের যে, নাশ হয় না, তাহাও ইহাঁর স্বীকৃত বিষয়। শাস্ত্র এই সকল সত্যের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াই, জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়-পরম্পরার অনাদিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, বিনা কারণে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, বিচিত্র কার্য্যের কারণও বিচিত্র, একরূপ কারণ হইতে বিচিত্র কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব, সংস্কাররূপে অবিদ্যমানের জন্ম বা অসতের সম্ভাব হইতে পারে না, সংসারের শাস্ত্র-প্রতিপাদিত অনাদিত্ববাদেব ইহাই অভিপ্রায়। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্‌ স্পেন্‌সার তবে সংসারের অনাদিত্ববাদকে সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত বলেন নাই কেন? জগৎকে অনাদি বলা ও ইহার সৃষ্টত্ব অস্বীকার করা সমান অর্থ, ইনি যে, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কারণ কি?

জগতের সৃষ্টি ও লয় যে, প্রবাহরূপে নিত্য, বর্ত্তমান সৃষ্টি, বিশেষতঃ না হইলেও, সামান্যতঃ যে, পূর্ব্বসৃষ্টির সদৃশী, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্‌ স্পেন্‌সারকে তাহা অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে। * কারণের নাশ না হইলে, কার্য্যের নাশ হইতে পারে না, অতএব যিনি জগৎকার্য্যের কারণকে অনশ্বর বলিয়াছেন, যিনি গতি বা কর্ম্মের সন্ততত্ব (Continuity) স্বীকার করিয়াছেন, ভূত ও ভৌতিকশক্তি যাঁহার দৃষ্টিতে নিত্য, তিনি জগৎকে কিরূপে অনাদি না বলিয়া থাকিতে পারেন? অভাব (Nothing) হইতে ভাবোৎপত্তি হইতে পারে না, সত্যেরও একেবারে নাশ অসম্ভব, স্পেন্‌সার, হ্যামিল্‌টন্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রোপদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছেন, অতএব সংসারের অনাদিত্ববাদকে প্রত্যাখ্যান করা, ইহাঁদের পক্ষে কোনরূপেই সম্ভবপর নহে। তবে এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, শাস্ত্র সৃষ্টি-প্রলয়-পরম্পরার অনাদিত্ব যে প্রকার ব্যাপকভাবে বর্ণন করিয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই প্রকার ব্যাপকভাবের অনাদিত্বকে চিত্তে ধারণ করিতে পারগ হয়েন নাই, কর্ম্মের শাস্ত্রবর্ণিত অনাদিত্বের স্বরূপ চিন্তা করিতে যাইলে, পাশ্চাত্য কোবিদকুলের চিন্তাশক্তি বাধা পায়, কর্ম্মের শাস্ত্রচিত্রিত অনাদিত্বের ছবি ইহাঁদিগের দৃষ্টিতে শুদ্ধ কল্পনার বিজৃম্ভণ বলিয়া বোধ হয়। নিদ্রিত ও জাগরিত, এই অবস্থাদ্বয়কে শাস্ত্র যথাক্রমে লয় ও সৃষ্টির অপরভাব বলিয়াছেন। লয় ও সৃষ্টির স্বরূপ কি, তাহা জানিতে হইলে, নিদ্রা

* "And thus there is suggested the conception of a past during which there have been successive evolutions analogous to that which is now going on; and a future during which successive other such Evolutions may go on—ever the same principle but never the same in concrete result." —*First Principles, p. 537*

ও জাগরণের স্বরূপ চিন্তা করিলেই যথেষ্ট হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের উপরতির নাম নিদ্রা; যে কালে ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ন্যায়ে উপরত হয়,—বিশ্রাম করে, যে কালে তমোগুণদ্বারা রজঃ ও সত্ত্বগুণ অভিভূত হইয়া পড়ে, সেইকাল নিদ্রাকাল। জাগ্রদবস্থা হইতে নিদ্রিতাবস্থার এই অংশেই পার্থক্য, উভয়াবস্থাতে সংস্কার বা বাসনা ঠিক থাকে। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে যে ভাবে থাকে, জাগরিত হইবার পরেও সেভাব ধারণ করে, তাহার কোন রূপ অন্যথা হয় না, ঘুমাইবার পূর্ব্বে যাহা ছিল না, জাগিয়া উঠিলে তাহা হয় না। সৃষ্টি ও লয় ঠিক এই ব্যাপার ভিন্ন আর কিছু নহে। সুষুপ্তিকে শাস্ত্র 'নিত্যপ্রলয়' এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। * সুষুপ্তিকালে ঐন্দ্রিয়ক কার্য্য সকলের উপরম হয়, পূর্ব্ব সংস্কারসমূহ তৎকালে সূক্ষ্মভাবে অন্তঃকরণে লীন হইয়া থাকে। সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইবার সময়ে ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, 'প্রলয়কালে জীব সকলের কর্ম্ম-সংস্কার সমূহ অন্তঃকরণে অব্যক্তভাবে থাকে।' জগতের অনাদিত্ববাদ যে, যুক্তিসঙ্গত, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যেও যে, অনেকে (অবশ্য শাস্ত্রের ন্যায় ব্যাপকভাবে নহে) জগৎকে অনাদি বলিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল, এখন জগৎকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করিল, ইহার সৃষ্টত্বের প্রতিষেধ করা হয় কি না, তাহা দেখিতে হইবে।

যাহা আছে, তাহার আবার সৃষ্টি কি? যাহা নাই, তাহাকে করার নামই সৃষ্টি, জগৎ যদি অনাদি বা স্বতঃ বিদ্যমান হয়, তবে ইহাকে সৃষ্টিপদার্থ বলা যাইতে পারে না, যাহা সাদি, তাহারই কারণ অন্বেষণ করিতে হয়, জগৎ যখন সাদি নহে, তখন ইহার কারণ, ইহার পূর্ব্বভাব কি হইবে? কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে যাইয়াই, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মানুষের ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে; অতএব জগৎকে অনাদি বা স্বতঃ বিদ্যমান বলিয়া স্বীকার করিলে, ঈশ্বরের—বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। পণ্ডিত স্পেন্‌সার এইজন্যই জগতের অনাদিত্ববাদকে 'নাস্তিকবাদ' বলিয়াছেন। বেদ ও বেদমূলক দর্শনাদিশাস্ত্র জগৎকে অনাদি বলিয়াছেন, বটে, কিন্তু জগদাধার বা জগৎপ্রাণকে তাড়াইয়া দেন নাই, জগতের অনাদিত্ববাদেও যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার প্রয়োজন আছে, তাহা বুঝাইয়াছেন. জগতের অনাদিত্ববাদ বুঝাইতে যাইয়া, বেদ বলিয়াছেন, 'কালের মানদণ্ডস্বরূপ সূর্য্য—চন্দ্র, এবং সুখময় স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ, এই

---

* "তত্র নিত্যপ্রলয়ঃ সুষুপ্তিঃ তস্যাঃ সকলকার্য্যপ্রলয়রূপত্বাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-পূর্ব্বসংস্কারাণাঞ্চ তদা কারণাত্মনাবস্থানং তেন সুপ্তোত্থিতস্য ন সুখ-দুঃখাদ্যনুপপত্তিঃ ন বা স্মরণানুপপত্তিঃ।"
—বেদান্তপরিভাষা।

ত্রিভুবন, বিধাতা পূর্ব্বকল্পে যেমন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আগামী-কল্পেও সেইরূপ কল্পনা বা সৃষ্টি করিবেন" ("সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথোস্বঃ।"—ঋগ্বেদসংহিতা, ৮। ৮। ৪৮)। বেদ জগৎকে অনাদি বলিয়াছেন, আবার বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বও মানিয়াছেন, অতএব জ্ঞাতব্য হইতেছে, বেদ কিরূপে পরস্পর বিরুদ্ধ এই মতদ্বয়ের সম্মিলন করিয়াছেন।

'অসৎ বা অবিদ্যমানের জন্ম হয় না', কার্য্যমাত্রের কারণ আছে', 'বিনা কারণে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না', এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ইহাই যুক্তি, সৎকার্য্যবাদীরা জগৎ বা কার্য্যকে যে, সৎ বলিয়াছেন, পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, ইহাই তাহার কারণ। সৎকারণবাদও যে, সৎকার্য্যবাদীদিগের সৎকার্য্যবাদের স্থাপনার্থ প্রদর্শিত যুক্তি সকলের আদর করিয়াছেন, তাহাও ইতঃপূর্ব্বে অবগত হইয়াছি। অসৎকার্য্যবাদ কার্য্যকে উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ বলিয়া গ্রহণ করিতে যে জন্য অনিচ্ছুক, পণ্ডিত স্পেন্‌সার অনেকতঃ সেইজন্যই বলিয়াছেন, জগৎকে অনাদি বলা ও ইহার সৃষ্টত্বের প্রতিষেধ করা সমান কথা। সৎকার্য্যবাদ কার্য্যকে অভিব্যক্তির পূর্ব্বেও সৎ বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহাকে স্থূলরূপে—ব্যক্তভাবে সৎ বলেন নাই, সৎকার্য্যবাদের সিদ্ধান্ত প্রাকৃতিক বস্তুমাত্রেই অব্যক্ত (সূক্ষ্ম—অতীত ও অনাগত) অবস্থা হইতে ব্যক্ত (সূক্ষ্ম-বর্ত্তমান) অবস্থাতে, এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থাতে গমনাগমন করিয়া থাকে, ধর্ম্মীর ধর্ম্মেরই পরিবর্ত্তন হয়, ধর্ম্মীতে বিদ্যমান ধর্ম্মেরই অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানকালে ভাবের অন্যথা—পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু দ্রব্যের বা শক্তির অন্যথাভাব হয় না, অতীত এবং অনাগতও স্বরূপতঃ সৎ—সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান। 'সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান', এই কথার অর্থ কি? 'ঘট' কার্য্য, মৃত্তিকা কারণ; স্থূল ও কার্য্য, এবং সূক্ষ্ম ও কারণ, ইহারা শাস্ত্রে সমানার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মৃত্তিকা ঘটের সূক্ষ্মাবস্থা, অতএব কারণাত্মাতে—শক্তিরূপে বিদ্যমান ও সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান, এক কথা। আস্তিক অসৎ কার্য্যবাদিগণ কার্য্য যে, উপাদান কারণাত্মাতে—সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, কারণ যে, সৎ—নিত্য তাহা স্বীকার করিয়াছেন। পরমাণু যে, নিত্যপদার্থ, পরমাণুর যে ধ্বংস হয় না, অসৎকার্য্যবাদের তাহা অভিমত। পরমাণুসমূহের জাতি, সংখ্যা ও সন্নিবেশগত ভেদই এই মতে বিবিধ বিচিত্র কার্য্যোৎপত্তির হেতু। পরমাণুসমূহ যে, ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায়, পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সন্নিবেশিত হয়, তাহা কি নিষ্কারণ? ইহারা কি, কাকতালীয় ন্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় ও পৃথক্ পৃথকভাবে সন্নিবেশিত হইয়া থাকে? আস্তিক অসৎকার্য্যবাদের উত্তর, 'তাহা হয় না,' অনাদি পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্ট পরমাণুসমূহকে ভিন্ন-ভিন্ন সংখ্যায় ও পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া থাকে। অতএব বুঝিতে পারা

গেল, আস্তিক অসৎকার্য্যবাদিগণ কর্ম্ম বা অদৃষ্ট এবং পরমাণু. এই দুইটাকে সৎ বলিয়াছেন। সৎকার্য্যবাদীদিগের কি সিদ্ধান্ত? সৎকার্য্যবাদিগণও কর্ম্মের অনাদিত্ব এবং প্রকৃতির নিত্যত্ব মানিয়াছেন, কর্ম্মবৈচিত্র্যই যে, সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু, তাহা অভ্যুপগম করিয়াছেন। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও অনাদি কর্ম্মসংস্কার সৃষ্টির কারণ, প্রকৃতি উপাদান-কারণ, এবং অনাদিকর্ম্মের আকর্ষণ নিমিত্ত কারণ। * সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থায় আগমনের নাম সৃষ্টি, এবং স্থূলাবস্থা হইতে সূক্ষ্মাবস্থায় গমনের নাম লয়। জগৎ অনাদি হইলেও, ইহা চিরকাল একভাবে বিদ্যমান নাই, থাকিতে পারে না। অতএব জগৎকে অনাদি বলিয়া মানিলে, ইহার যথোক্তলক্ষণ সৃষ্টিবাদ বাধিত হইবে কেন? একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, আস্তিক অসৎকার্য্যবাদের সহিত সৎকার্য্যবাদের এই বিষয়ে মূলতঃ বিরোধ নাই। অসৎকার্য্যবাদীরা নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। জড় প্রকৃতি ও কর্ম্ম, কেবল ইহারাই যে, বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ হইতে পারে না, তাহা বুঝাইয়াছেন। আস্তিক অসৎকার্য্যবাদ ও সৎকার্য্যবাদ, এই উভয়ের পরস্পর বিরোধের ইহাই মূলকারণ। সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যদর্শনের মতে, দুগ্ধ যে প্রকার চেতনের প্রযত্ন ব্যতিরেকে আপনা হইতে দধিরূপে পরিণত হয়, সেই প্রকার অচেতন প্রকৃতি চেতনের প্রেরণা ব্যতিরেকে স্বয়ং মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। * আস্তিক অসৎকার্য্যবাদীদিগের সিদ্ধান্ত, কার্য্যমাত্রেই চেতনকর্ত্তৃক, চেতনের প্রণোদন ব্যতিরেকে অচেতন স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম সৃষ্টিকার্য্যের সহকারিকারণ হইলেও প্রয়োজক কারণ নহে, কারণ, অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্মও জড় পদার্থ, অচেতন উপাদান বা কার্য্যশক্তি বিদ্যমান থাকিলেও, উহাকে যথাকালে যথাযোগ্য কর্ম্ম করিতে প্রেরণ করা চেতনের কার্য্য। অচেতন বা জড় দুগ্ধ পুরুষপ্রযত্ন নিরপেক্ষ হইয়া দধিরূপে পরিণত হয়, জল স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিম্নদেশাভিমুখে প্রধাবিত হয়, উর্দ্ধ প্রক্ষিপ্ত লোষ্ট্র পুরুষপ্রযত্নের অপেক্ষা না করিয়া ভূমিতে প্রত্যাগমন করে, শীত ঋতু অতীত হইলেই, বসন্ত আগমন করে, বসন্ত অতিবাহিত হইলেই গ্রীষ্ম আবির্ভূত হয়, কন্টকের তীক্ষ্ণতা, ধাতুসকলের বিচিত্রতা, স্বভাবতঃ হইয়া থাকে, একটী কাচদণ্ড এক হস্তে ধারণপূর্ব্বক অপর হস্তধৃত একখানি শুষ্ক পট্টবস্ত্রধারা উহাকে ঘর্ষণ করিলে, কাচদণ্ডটী ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কাগজ, খই প্রভৃতি লঘু দ্রব্যসূহকে আকর্ষণ করে, অচেতন চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, অচেতন জল বাষ্প ও মেঘরূপে পরিণত হয়, অতএব অচেতন বা জড়ের কর্ত্তৃত্ব নাই, স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, ইহা কোন

---

* কর্ম্মাকৃষ্টের্ব্বানাদিতঃ।" — সাং, দং

* "অচেতনত্বেপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য।" — সাং, দং।

কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, এই কথা স্বীকার করিব কেন? ঈশ্বরবাদী এতদুত্তরে বলেন, প্রকৃতি বা পরমাণু সমূহ যে, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, ঈশ্বরের প্রেরকত্বই তাহার কারণ, ইহারা আপনা হইতে কোন কর্ম্ম করে না। ইহার প্রমাণ কি? জড়ের স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কর্ম্ম করার দৃষ্টান্ত যে প্রকার সুলভ, ইহার চেতন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, কর্ম্ম করার দৃষ্টান্ত কি সেই প্রকার সুলভ? তাপ-সংযোগে দ্রব্যের অণু সকল পরস্পর বিপ্রকৃষ্ট এবং শৈত্য সংযোগে সন্নিকৃষ্টে হইয়া থাকে, ইহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু তাপ যে, কোন চেতন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দ্রব্যের অণু সকলকে পৃথক্ করে, অথবা অণু সকল যে, পুরুষবিশেষ দ্বারা প্রেরিত হইয়া, কদাচিৎ পরস্পর নিকটবর্ত্তী, কদাচিৎ দূরবর্ত্তী হয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা কি তাহা সপ্রমাণ করা যায়?

অচেতন যে, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কর্ম্ম করিতে পারে না, তৎপ্রতিপাদনার্থ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য নহে, কতিপয় কার্য্য যে, চেতন-কর্ত্তৃক, তাহা সপ্রমাণ করা অসম্ভব নহে। মৃত্তিকা কদাচ আপনা হইতে ঘটাকার ধারণ করে না; তন্তু সকলও তন্তুবায়ের প্রযত্ন ব্যতিরেকে কখন পটরূপে পরিণত হয় না। মৃত্তিকা, তন্তু প্রভৃতি জড়বস্তুজাত যখন চেতনের প্রেরকত্ব বিনা ঘটাদি কার্য্যরূপে পরিণত হয় না, তখন অনুমান করিতে হইবে, প্রকৃতি বা পরমাণুসমূহও চেতনের প্রযত্ন ব্যতিরেকে বিশ্বপ্রপঞ্চাকারে পরিণত হয় না। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ (Attraction and Repulsion) পরমাণু সমূহের ধর্ম্ম হইলেও, ইহারা যে, কোন নিয়ামকশক্তির অধীনে কর্ম্ম করে, তাহা মানিতে হইবে। সত্ত্ব, রজঃ ও তম, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলা হয়। প্রকৃতিকে নানা স্বভাববিশিষ্টা বলিয়া অঙ্গীকার করিলেও, ঈশ্বরের—নিয়ামকশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। যাহা কদাচিৎ হয়, কদাচিৎ হয় না, তাহা নিশ্চয়ই কোন নিয়ামকশক্তির অধীন। প্রকৃতি যে, কালের অধীন হইয়া পরিণাম সাধন করেন, তাহা স্বীকার্য্য। যদি তাহা না মানা যায়, তাহা হইলে, বিশ্বজগতের সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইত, কদাচ প্রলয়াবস্থা প্রাপ্তি হইত না, অথবা ইহার চিরপ্রলয়াবস্থাতেই অবস্থান অবশ্যম্ভাবী হইত, কদাচ সৃষ্টি হইত না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। প্রকৃতি যে, কালের মুখাপেক্ষা করে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জ্ঞানশক্তিবিরহিত অচেতন প্রকৃতির কালজ্ঞান থাকা অসম্ভব, কোন্ কালে ইহা কর্ত্তব্য, কোন্ কালে অকর্ত্তব্য, তদবধারণ জ্ঞানশক্তি-বিহীনের সাধ্য হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, প্রকৃতি-ব্যতিরিক্ত ঈশ্বর নামক পদার্থ আছেন। ঈশ্বরের প্রেরণা ব্যতিরেকে প্রকৃতি স্বয়ং

* "অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ।" — বেদান্তদর্শন ২/২/৯।

"অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ।" — বেদান্তদর্শন ২/২/৮।

সাম্যাবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক বিষমত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না।* সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণ বা শক্তিত্রয় ইতরেতরাশ্রয়ী; যাহারা ইতরেতরাশ্রয়ী, তাহারা আপেক্ষিক, ইতরেতরাশ্রয়ী অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক সত্ত্বাদি শক্তিত্রয়ের কেহই স্বতন্ত্র নহে; যাহারা পরতন্ত্র, অন্যোন্যাশ্রয়ী, (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) তাহাদের কেহই মূল বা স্বতন্ত্র কারণ হইতে পারে না; সত্ত্বাদি গুণত্রয় যখন আপেক্ষিক, তখন স্বীকার করিতে হইবে, কোন স্বতন্ত্র পদার্থ ইহাদের মূলে বিদ্যমান আছেন, স্বাধীনকে অবলম্বন না করিয়া, পরাধীন অবস্থান করিতে পারে না। ভগবান্ পাণিনিদেব কর্ত্তার লক্ষণ করিবার সময়ে বলিয়াছেন, 'ক্রিয়া নিষ্পত্তিতে যে কারককে স্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করা হয়, তৎকারকের নাম 'কর্ত্তা' ("স্বতন্ত্রঃকর্ত্তা।"— পা ১/৪/৫৪)। যে কার্য্যের যাহা আদ্যুৎপত্তিস্থান, যাহা হইতে যে কার্য্য প্রথম আরব্ধ হয়, তাহাকে তৎকার্য্যের স্বতন্ত্র বা প্রধানভূত কারণ বলা যায়, ইহারই নাম 'কর্ত্তা'। কর্ত্তা যে প্রধান—স্বতন্ত্র, তাহা কিরূপে জানা যায়? মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, কর্ত্তা করণাদিসাধন সমূহের প্রবর্ত্তয়িতা, কর্ত্তার প্রবর্ত্তন ব্যতিরেকে উহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না এইজন্য কর্ত্তাকে প্রধান বা স্বতন্ত্র বলিতে হইবে। * জ্ঞান (Knowledge of the proper means), চিকীর্ষা (Will or desire to act) এবং প্রযত্নের (Violation) যিনি আধার, অন্যান্য কারকের যিনি প্রযোক্তা—প্রবর্ত্তয়িতা (Which sets in motion all other causes) অন্যান্য কারণ যাঁহার নির্দেশবর্ত্তী, তিনিই কর্ত্তৃকারক। ন্যায়মতে মুখ্য ও গৌণভেদে কর্ত্তৃত্ব দ্বিবিধ। কৃতিমত্ত্ব — জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্নবত্ত্ব মুখ্যকর্ত্তৃত্ব, এবং ব্যাপারাশ্রয়ত্বাদি (রথ গমন করিতেছে, এখানে গমন ব্যাপারের আশ্রয়ত্বই রথের কর্ত্তৃত্ব) গৌণকর্ত্তৃত্ব। ** অতএব অচেতনের যে কর্ত্তৃত্ব, তাহা গৌণ কর্ত্তৃত্ব, মুখ্য কর্ত্তৃত্ব নহে। স্থালী, কাষ্ঠ, তণ্ডুল প্রভৃতি সকলেই বিদ্যমান আছে, কিন্তু পাককর্ত্তা যতক্ষণ না, ইহাদিগকে স্ব-স্ব শক্ত্যানুরূপ কার্য করিতে প্রবর্ত্তিত করেন, ততক্ষণ ইহারা কোন কর্ম্ম করে না। এতদ্বারা অচেতন স্থাল্যাদির গৌণ কর্ত্তৃত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। কর্ম্মমাত্রেই জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্নপূর্ব্বক, অতএব চেতন পুরুষই সকল কর্ম্মের মুখ্য কর্ত্তা, উপাদান-কারণ নিমিত্তকারণের নির্দেশবর্ত্তী। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যিনি পৃথিব্যাদি ভূতসমূহের অবস্থান করেন পৃথিব্যাদি ভূতসমূহের যিনি অন্তর, পৃথিব্যাদি ভূত সমূহ যাঁহাকে জানে না, ইহারা যাঁহার শরীর, যিনি

---

* "কথং পুনর্জ্জায়তে কর্ত্তা প্রধানমিতি। যৎ সর্ব্বেষু সাধনেষু সন্নিহিতেষু কর্ত্তা প্রবর্ত্তয়িতা ভবতি।" — মহাভাষ্য।

** "কর্ত্তৃত্বং চেতকারকাপ্রযোজ্যত্বে সতি সকলকারকপ্রযোক্তৃলক্ষণং জ্ঞানচিকীর্ষাপ্রযত্নাধারত্বং" — সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

"ক্রিয়ায়াঃ কৃতের্বা সমবায়িত্বম্।" —তত্ত্বচিন্তামণি।

গঙ্গেশোপাধ্যায় এতদ্দ্বারা গৌণ ও মুখ্য, এই দ্বিবিধ কর্ত্তৃত্বের লক্ষণ বলিয়াছেন।

ইহাদের অন্তর্য্যামী, ইহাদিগের অন্তরে থাকিয়া, যিনি ইহাদিগকে যথাযোগ্য পরিণামে পরিণত করেন, এইরূপে যিনি প্রাণে, বাক্‌পাণ্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ে, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, মনে ও বিজ্ঞানে অবস্থান করেন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধির যিনি অন্তর, প্রাণাদি যাঁহাকে জানে না, ইহারা যাঁহার, শরীর, যিনি ইহাদের অন্তর্য্যামী, তিনিই সত্য, তিনিই পূর্ণ, তিনিই অমৃত।"†

ভগবান্ বাদরায়ণ এই শ্রুতি শাসনানুসারে বলিয়াছেন, "ঈশ্বরই সর্ব্বকার্য্যের সাক্ষাৎ বা মুখ্য কর্ত্তা, সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বরের অভিধ্যান—তাঁহার ঈক্ষণবশতঃ আকাশাদি ভূতসমূহ স্ব-স্ব বিকারের সৃষ্টি করে, যথাযোগ্য বিবিধ পরিণাম সংঘটিত করে।* যাঁহারা স্থূলদর্শী—যাঁহারা নাস্তিক, তাঁহারা স্বভাব সিদ্ধ কর্ম্মসমূহকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণপূর্ব্বক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যাখান করেন, অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্মের অস্বীকার করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ড্রেপার (Draper) বলিয়াছেন, "মেঘের ঔজ্জ্বল্য বা কৃষ্ণিমার (শ্যামত্বের Brightness of blackness) কারণ আমরা দৃগ্‌বিজ্ঞানের যুক্তিদ্বারা নিরূপণ করি, ইহার বায়ুবেগে ইতস্ততঃ সঞ্চলন ব্যাপারের আমরা যান্ত্রিক ব্যাপার নিষ্পত্তির নিয়ম (On mechanical principles) দ্বারা ব্যাখ্যা করি; রাসায়নিক ক্রিয়াতত্ত্ব জ্ঞানদ্বারা, ইহার তিরোধান ব্যাপারের রহস্য আমরা উদ্ভেদ করিতে পারি। মেঘের উৎপত্তির এবং এই সকল অস্থির পরিণামের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া, আমাদিগকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের মাধ্যস্থ্যকে আমন্ত্রণ করিতে হয় না, প্রাকৃতিক নিয়মতত্ত্বদ্বারাই আমরা ইহাদের কারণ নির্ব্বাচন করিতে পারগ হই।"† বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ড্রেপার স্বভাবৈকশরণ নাস্তিক, মেঘোৎপত্তি, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি দৃশ্যমান কার্য্যসমূহ অন্যকারণ-নিরপেক্ষ জড় প্রাকৃতিক শক্তি হইতেই হইয়া থাকে, ইনি এইরূপ মতালবম্বী। বলা বাহুল্য, নাস্তিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে সকলেই পণ্ডিত ড্রেপারের সহিত একমত। তর্ককেশরী উদয়নাচার্য্য অকস্মাদুৎপত্তিবাদের খণ্ডনার্থ প্রবৃত্ত হইয়া, নাস্তিকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, নাস্তিকগণ! তোমরা 'অকস্মাৎ' শব্দ দ্বারা কি, (১) হেতুর অভাব—হেতুর নিষেধ— কোন কারণ নাই, এই কথা বলিতে চাও? (২) অথবা ভূতিনিষেধ—উৎপত্তিরই অভাব—আপনা হইতেই আছে, উৎপত্তি হয় নাই, এই

† "যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যোভূতেভ্যোহন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্য্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতম। ***"
— বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।।

* "তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎসঃ" — বেদান্তদর্শন ২/৩/১৩।

† "History of the Conflict between Religion and Science," *pp. 242-3."*

কথা বলা তোমাদের অভিপ্রায়? (৩) অথবা 'অকস্মাৎ' শব্দ অতিরিক্ত পারমার্থিক হেতুর (কারণের) নিষেধপর?—কার্য্য স্বাত্মহেতুক, এই কথা বলা তোমাদের উদ্দেশ্য? (৪) অথবা ইহাকে (কার্য্যকে) অনুপাখ্য—নির্দ্ধর্ম্মক বলাই তোমাদের আশয়? (৫) অথবা 'কার্য্যের স্বভাবই এই' এইরূপ মতপ্রকাশের জন্য তোমরা 'অকস্মাৎ' শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাক? এই পঞ্চপ্রকার বিকল্পের মধ্যে যেটীই নাস্তিকদিগের অভিপ্রেত হউক, বিমল প্রতিভাশালী তর্ককেশরী উদয়নাচার্য্যের একটীমাত্র অমোঘ সুতীক্ষ্ণ যুক্তিশরদ্বারা তাহাই খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হইয়াছে।

উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন, কার্য্যমাত্রেই যখন নিয়তাবধিক—সতত সনিয়ম (Invariably conditional), তখন ইহাকে কোন অর্থেই আকস্মিক (Result of chance), বলিতে পার না। অকস্মাদুৎপত্তিবাদিগণ! তোমার যে, কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা বলা বাহুল্য, তবে তোমরা বলিয়া থাক, কার্য্য উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু কার্যের উৎপত্তি কোন হেতুর অপেক্ষা করে না, কার্য্য বিনা হেতুতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কার্যোৎপত্তি যদি হেতুসাপেক্ষ না হয়, তবে ইহা কাদাচিৎক হয় কেন? ইহা সদাতন না হয় কেন? কার্য্যের উৎপত্তি যদি কোন হেতুরই অপেক্ষা না করে, তবে ইহার সর্ব্বদাই উৎপত্তি হওয়া উচিত, তাহা হইলে, উৎপত্তির কালিক পরিচ্ছেদ বা অবধি থাকা উচিত হয় না, তাহা হইলে, এইকালে উৎপত্তি হইল, তৎপূর্ব্বে হয় নাই, উৎপত্তির এবম্প্রকার কালিক অবধি থাকিবার কোনই কারণ প্রদর্শন করা যায় না, ফলতঃ তাহা হইলে, কার্য্যের উপত্তিমত্ত্ব ধর্ম্মই অসিদ্ধ হয়। অতএব বিনা হেতুতে কার্য্যোৎপত্তিরূপ আকস্মিকতা সম্ভবপর নহে। যদি ভূতি, ভবন বা উৎপত্তির নিত্যপ্রতিষেধ করা হয়, অর্থাৎ, কখনোই উৎপত্তি হয় নাই, 'অকস্মাদুৎপত্তির' যদি এই অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে, পূর্ব্ব ও পরিবর্ত্তিকালের ন্যায় মধ্য বা বর্ত্তমানকালেও উৎপত্তির অভাব-প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। কিন্তু মধ্যবর্ত্তী বা বর্ত্তমানকালে কার্য্যের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ; অতএব এইরূপ বিকল্পে প্রত্যক্ষের বিরোধ হয়, অকস্মাদুৎপত্তির' এইরূপ ব্যাখ্যা সুতরাং নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরী। কার্য্যই যদি কার্য্যের হেতু হয়, কার্য্যকে যদি সাত্মহেতুক বলা যায়, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য বিদ্যমান থাকে, যদি এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহা হইলে, উৎপত্তিপক্ষে হেতুর সর্ব্বদা বিদ্যমানতানিবন্ধন উৎপত্তির নিয়তত্বপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা কি হয়? অপিচ কার্য্য-কারণভাবরূপ বিকল্প স্বীকার করিলে, কার্য্যকেই কার্য্যের কারণ— কার্য্যের পূর্ব্বভাব বলিলে, স্বভাবের পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়মের (পূর্ব্বভাব কারণ, অপরভাব কার্য্য, এই বিধির) ব্যাঘাত হয়, লোকব্যবহারসিদ্ধ কার্য-কারণভাবের বিরোধ হয়।

কার্য্যকারণভাবই 'পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়ম'। এক পদার্থই পূর্ব্ব, এবং এক পদার্থই অপর হইতে পারে না। বস্ত্রার্থী বস্ত্রনির্ম্মাণার্থ বস্ত্র কারণ তন্তুসমূহকেই পূর্ব্বে আহরণ করে, প্রথমেই বস্ত্রের আহরণ সম্ভবপর নহে। অতএব কার্য্য স্বাত্মহেতুক, কার্য্যই কার্য্যের হেতু, অকস্মাদুৎপত্তিবাদের এইরূপ অর্থ নিশ্চয়ই সারহীনবোধে অগ্রাহ্য। কার্য্যের উৎপত্তি স্বভাবতঃ হইয়া থাকে, কার্য্যোৎপত্তি-সিদ্ধির জন্য, অদৃষ্ট কারণ অঙ্গীকার করিবার প্রয়োজন নাই, অদৃষ্ট প্রতিষেধী নাস্তিকদিগের এইটী পঞ্চম বিকল্প, অদৃষ্টবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক স্বমতস্থাপনের এইটী ব্রহ্মাস্ত্র। নাস্তিকগণ বলেন, অগ্নির দাহিকাশক্তি, কন্টকের তীক্ষ্ণতা, জলের শৈত্য বিনা কারণেই হইয়া থাকে, যেখানে অগ্নি সেইখানেই স্বভাবতঃ তাহার দাহিকাশক্তি আছে, কন্টকের তীক্ষ্ণতা স্বতই হইয়া থাকে, অগ্ন্যাদিকে এই জন্য কোন বাহ্যকরণের অপেক্ষা করিতে হয় না। উদয়নাচার্য্য স্বভাবৈকশরণ নাস্তিকগণের এবম্প্রকার মতের খণ্ডনার্থ যে সকল যুক্তিশর প্রয়োগ করিয়াছেন, বিস্তারপূর্ব্বক তাহাদের বর্ণন করিবার ইহা উপযুক্ত স্থল নহে, অপিচ তাহাদের বিস্তৃত বিবৃতি সাধারণ পাঠকের রুচিকরও হইবে না, আমরা এই নিমিত্ত এস্থলে যথাসম্ভব সংক্ষেপে উহাদিগের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি।

উদয়নাচার্য্য স্বভাববাদী নাস্তিকদিগকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'স্বভাব' বলিতে তোমরা কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া থাক? অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নির স্বভাব,' এই বাক্যের কি, 'অগ্নির দাহিকাশক্তি নির্নিমিত্ত, ইহা বিনা কারণে হইয়াছে,' ইহাই অভিপ্রায়? নিরবধিকত্ব (Unconditionality) বা 'অনিয়তাবধিকত্ব (Indefinite conditionality) কি 'স্বভাব' শব্দের অর্থ? অথবা 'স্বভাব' শব্দ ধর্ম্ম—প্রতিনিয়তাশক্তি (Inherent property—aptitude) বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে?

যাহা নিরবধিক—নির্হেতুক, যাহা বিনা কারণে, বিনা নিয়মে উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উৎপন্ন না হইবে কেন? যদি বল, নিরবধিক কার্য্যের সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উৎপন্ন না হওয়াই,—নিরবধিক কার্য্যের কাদাচিৎকত্বই (কখন হওয়া, কখন না হওয়াই—Occasionality) স্বভাব, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যাহা নিয়ত-'কাদাচিৎকত্ব', স্বভাব বিরহিত, তাহাই যখন নিরবধিক (Unconditional), 'নিরবধিকত্ব' ও 'কাদাচিৎকত্ব' ইহারা যখন দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম; তখন পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ এই ধর্ম্মদ্বয় কি যুগপৎ একের স্বভাব হইতে পারে? দাহিকাশক্তিকে অগ্নির, শৈত্যকে জলের নিষ্কারণ ধর্ম্ম বলিলে, অদৃষ্ট মানিতে হইবে। যাহা কার্য্য—যাহা জন্মাদি বিকারবিশিষ্ট, তাহাকে কখনও নিষ্কারণ বলা

যায় না, যাহা অকার্য্য—অবিকৃতি—যাহা কাহারও বিকার নহে, তাহাকেই নিষ্কারণ বলা যাইতে পারে। রাসায়নিক আকর্ষণ, আণবিক গুরুত্ব, ভৌতিক বস্তুসমূহের সংযোগ ও বিভাগ, এক কথায় বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় নিষ্কারণ নহে। সকল বস্তু যে, সকল বস্তুকে সমভাবে আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করে না, তাহা কি নির্নিমিত্ত হইতে পারে?— দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন পদার্থসমূহকে নিষ্কারণ—অকস্মাৎ উদ্ভূত বা স্বভাবসিদ্ধ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। কার্য্যের কারণানুসন্ধানই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের কর্ত্তব্য, তত্ত্বদিদৃক্ষু পুরুষমাত্রেই কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিয়া থাকেন। কার্য্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, যাঁহারা কার্য্যমাত্রের অদৃষ্ট বা অলৌকিক হেতুকে দেখিতে পান না, পরমকারণকে ধরিতে (ধরা অসম্ভব, এইরূপ বিশ্বাসবশতই হউক, কিম্বা অনাদি কর্ম্ম ও পরমকারণ পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপনের যোগ্যতা না থাকার জন্যই হউক) চেষ্টা করেন না, তাঁহারাই কার্য্যকে অকস্মাৎ উদ্ভূত—নির্নিমিত্ত, স্বাত্মহেতুক, স্বতঃবিদ্যমান বা স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া স্থির করেন। শুদ্ধ স্ব-স্ব পরিচ্ছিন্ন প্রতিভামূলক, নিরাগম (যাহা আগমমূলক নহে) তর্কদ্বারা পরমকারণের অনুসন্ধান করিলে, কোনরূপ অভ্রান্ত বা স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, বহির্দৃষ্টিদ্বারা অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নহে। অধ্যাত্মতত্ত্ব যথাযথভাবে অবলোকন করিতে হইলে, চিত্তকে অন্তর্মুখ করা, একাগ্র করা, চিত্তের বৃত্তিসমূহকে নিরোধ করা অত্যাবশ্যক। ভগবান্ বাদরায়ণ বলিয়াছেন, নিরাগম, কেবল স্ব-স্ব উৎপ্রেক্ষামূলক তর্কের প্রতিষ্ঠা—অব্যভিচারিত্ব অসম্ভব। একজন তার্কিক স্বীয় প্রতিভানুসারে যেরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহা হইতে সূক্ষ্মতর তর্কবুদ্ধিসম্পন্ন অন্য একজন তাঁহার সেই সিদ্ধান্তের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্তের স্থাপন করিয়া থাকেন, আবার অপর এক পুরুষ স্বীয় প্রখর তর্কবুদ্ধিদ্বারা এই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্তও কাটিয়া দেন; অতএব শুদ্ধ স্ব-স্ব উৎপ্রেক্ষামূলক তর্কদ্বারা স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুঃসাধ্য।* ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমানাখ্য তর্কের প্রাণ, ব্যাপ্তিজ্ঞানই যুক্তির পূর্ব্বরূপ, এবং মানুষের মনে ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভ্রান্তসংস্কার সঙ্কলিত হওয়াই যুক্তির উত্তররূপ। এই উভয়বিধ রূপ একীভূত হইলেই যৌক্তিক বা আনুমানিক জ্ঞান জীবন লাভ করে। কারণের বিকলতাতে কার্য্য বিকল বা অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। যাঁহার ব্যাপ্তিজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন বা দূষিত, তাঁহার যৌক্তিক জ্ঞান কখন অপরিচ্ছিন্ন, বা অব্যভিচারী হইতে পারে না। বেদাশ্রিত আস্তিক দার্শনিকগণ এই জন্য বেদের অবিরোধী, তর্ককেই বিশেষতঃ আদর করিয়াছেন, ব্যভিচারী বলিয়া সামান্য ব্যাপ্তিমূলক তর্ককে তাঁহারা সত্যজ্ঞান

* "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেযমিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।"— বেদান্তদর্শন ২/১/১১।

লাভের নিরঙ্কুশ প্রমাণরূপে আশ্রয় করেন নাই।

কার্য্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত পুরুষদিগের স্থূল-সূক্ষ্ম দৃষ্টি বা বিচারশক্তি ভেদে সামান্যতঃ যতপ্রকার সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রায় ততপ্রকার সিদ্ধান্তেরই উল্লেখ ও মীমাংসা করিয়াছেন।

দেখিতে পাওয়া যায়, কালে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, কালে স্থিত এবং কালে বিলীন হইয়া থাকে, কালই সর্ব্বভূতের বিপরিণামহেতু। কেহ কেহ এইজন্য কালকেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণরূপে অবধারণ করেন। দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক পদার্থের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম আছে; অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য, কন্টকের তীক্ষ্নতা স্বভাবসিদ্ধধর্ম্ম; পদার্থসমূহের এই স্বভাবই—এই প্রতিনিয়তশক্তিই কাহারও মতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়-হেতু। কেহ কেহ নিয়তি—অদৃষ্ট বা পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যাপুণ্যাত্মক কর্ম্মকেই জগতের কারণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কাহারও মতে জগৎ অকারণ সম্ভূত হইয়াছে, জগৎ আকস্মিক (Result of chance)। কেহ কেহ বলেন, আকাশাদি ভূত সকলই (ভূত ও ভৌতিকশক্তিই) জগতের কারণ। কোন মতে পুরষ বা বিজ্ঞানাত্মা জগতের যোনি।* শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি এইরূপে জগতের কারণবিষয়ক মতসমুহের উল্লেখানন্তর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন পরমাত্মার আত্মভূতা— পরমাত্মা হইতে অপৃথগভূতা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বা মায়াই বিশ্বজগতের কারণ, কাল, স্বভাব ও আকাশাদি ভূতসমুহের পরমেশ্বরই অধিষ্ঠাতা, তিনিই ইহাদের নিয়ামক, ইহারা তাঁহার নির্দেশবর্তী তাঁহার আজ্ঞানুসারে ইহারা কার্য করিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে 'স্বভাব', 'ঈশ্বর', 'কাল', 'যদৃচ্ছা', 'নিয়তি' ও 'পারিণাম', এই ষট্পদার্থকে স্থূলতঃ প্রকৃতি বা কারণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ স্থূলতঃ —ব্যাবহারিক উদ্দেশ্যসাধনার্থ স্বভাবাদিকে প্রকৃতি বা কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পরমার্থতঃ গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতিই যে, বিশ্বজগতের কারণ, আয়ুর্বেদের তাহাই প্রকৃত অভিপ্রায়। স্বভাব, কাল, নিয়তি ও পরিণাম, এই পদার্থচতুষ্টয় প্রকৃতি-পরিণামের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম, অতএব ইহারা প্রকৃতিরই অন্তর্ভূত। 'স্বভাব' সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের এবং তদ্বিকার মহত্তত্ত্বাদির ধর্ম্ম, সুতরাং ইহা প্রকৃতি পরিণাম হইতে অন্য পদার্থ নহে। নিয়তিও পূর্ব্বকৃত সদসৎকর্ম্মরূপা, অতএব ইহাও প্রকৃতিপরিণাম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। কালও তাহাই, কাল ও প্রকৃতি পরিণাম ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। ঈশ্বর প্রকৃতির ক্ষোভক, স্বভাবাদির উদ্বোধক। বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন, সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে, প্রতীয়মান হইবে,

---

* "কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।"

— শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

পুরুষোত্তম বিষ্ণুই ক্ষোভক, এবং রূপান্তরে তিনিই ক্ষোভ্য। সঙ্কোচ—গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, এবং বিকাশ—গুণক্ষোভ, বিষ্ণুই এই অবস্থাদ্বয়োপেত প্রধান বা প্রকৃতিরূপে বিদ্যমান আছেন। বিষ্ণুপুরাণের এই গুর্ব্বর্থ উপদেশের তাৎপর্য্য হইতেছে, বিশ্বজগৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিণাম; 'প্রকৃতি' বিষ্ণুর—সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বকারণ পরমাত্মার শক্তি; শক্তিমান হইতে শক্তি ভিন্ন পদার্থ নহে; পরমাত্মার প্রকৃতি বা শক্তি সঙ্কোচ-বিকাশশীলা।*

উদয়নাচার্য্য অকস্মাদুৎপত্তিবাদের খণ্ডনার্থ প্রবৃত্ত হইয়া, যে পঞ্চপ্রকার বিকল্পের † উল্লেখ করিয়াছেন, বলা বাহুল্য সেই পঞ্চপ্রকার বিকল্পের স্বরূপে চিন্তা করিলে প্রতীতি হয়, উদয়নাচার্য্য এতদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার প্রসিদ্ধ মতেরই সমাসতঃ একটু বিবরণ দিয়াছেন। স্বভাববাদিগণ 'স্বভাব' বলিতে যদি 'বস্তুধর্ম্ম', এই অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও (ড্রেপার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন),ইহাদিগকে, (অবশ্য কারণতত্ত্ব জিজ্ঞাসাকে পূর্ণভাবে চরিতার্থ করিবার প্রয়োজন বোধ হইলে, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হইলে), সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, সর্ব্বশক্তিমান্, নিরতিশয় পুরুষবিশেষ বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে, প্রকৃতি বা পরমাণু সকল যৎকর্ত্তৃক যথা কালে, যথা প্রয়োজন সন্নিবেশিত হয়, তাদৃশ কোন স্বতন্ত্র নিয়ামকশক্তি বা কর্ত্তা যে, আছেন, তাহা মানিতে হইবে, অনাদি কর্ম্মসংস্কার বা অদৃষ্টের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

'জগৎ অনাদি কাল হইতেই আছে,' এইরূপ মত প্রতীচ্যদেশেও প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু শ্রুতি ও তন্মূলক শাস্ত্রসমূহ যে জন্য জগৎকে অনাদি বলিয়াছেন, প্রতীচ্যদেশবাসীদিগের মধ্যে আমাদের বিশ্বাস, অত্যল্প ব্যক্তিই সেই জন্য জগৎকে অনাদি বলিতে পারগ হইয়াছেন। এক শব্দই প্রতিভাভেদে ভিন্ন-ভিন্ন অর্থে গৃহীত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শাস্ত্রের উপদেশ, জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য, জগৎ বীজাঙ্কুর ন্যায়ে অনাদি। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয় না, সতের নাশ—ধ্বংসপ্রাপ্তি অসম্ভব, শাস্ত্র এইজন্য জগৎকে অনাদি বলিয়াছেন, জগৎকে অনাদি বলিয়া স্বীকার

---

* "স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চ পুরুষোত্তমঃ।
স সঙ্কোচ বিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি চ স্থিত।।"—বিষ্ণুপুরাণ।

"সঙ্কোচঃ সাম্যং বিকাশো গুণক্ষোভঃ তাভ্যামুপলক্ষিতঃ। প্রধানত্বেঽপি স এব স্থিতঃ। তদবস্থাদ্বয়োপেতং প্রধানমপি বিষ্ণুরেবেত্যর্থঃ।"—শ্রীধরস্বামী।

সাংখ্য ও বেদান্তের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিবার ইচ্ছা হইলে, বিষ্ণুপুরাণের এই সারগর্ভ উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

† "হেতুভূতিনিষেধো ন স্বানুপাখ্যবিধির্ন চ।
স্বভাববর্ণনা নৈবমবধের্নিয়তত্বতঃ।। —ন্যায়কুসুমাঞ্জলি।

না করিলে, অকস্মাদুৎপত্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য্য হয়, নাস্তিকবাদের শরণ লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না, মুক্তিলাভ অসম্ভব হয়, শাস্ত্র এইনিমিত্ত সংসারের অনাদিত্ব মানিয়াছেন। পণ্ডিত স্পেন্‌সারের দৃষ্টিতে জগতের অনাদিত্ববাদ নাস্তিকবাদ, জগৎকে অনাদি বলা, ও ইহার সৃষ্টত্ব প্রতিষেধ করা সমান কথা। তাই বলিতেছি, শাস্ত্র চিত্রিত সংসারের অনাদিত্ববাদ হইতে স্পেন্‌সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য সুধীগণের দৃষ্টিতে পতিত জগতের অনাদিত্ববাদ ভিন্ন পদার্থ।

জগৎকে অনাদি বলিলে, ইহার সৃষ্টত্বের প্রতিষেধ করা হয় না, কারণ, শাস্ত্রের উপদেশ, জগৎ অনাদি হইলেও, পরিণামী, স্থূল ও সূক্ষ্ম, এই অবস্থাদ্বয়বিশিষ্ট, ইহা বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, এই তিনটী কালদ্বারা যুক্ত। সূক্ষ্ম বা প্রলয়কালে সংস্কাররূপে কারণে লীন জগৎ স্থূলাবস্থায় আগমন করে, আবার স্থূলাবস্থা হইতে সূক্ষ্মাবস্থায় গমন করিয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন, এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমন জগতের স্বরূপ। বেদ বলিয়াছেন, 'পরমাত্মা চতুষ্পাৎ, তাহার একপাদ অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিয়া থাকে, পরমাত্মার একপাদ মায়াযুক্ত, অপর পাদত্রয় মায়াবিনির্ম্মুক্ত। সৃষ্টিকালে পরমাত্মা মায়াদ্বারা দেব-তির্য্যগাদি ব্যবহারোপেত চেতন প্রাণিজাত, এবং অনশন—তদরহিত অচেতন গিরি, নদী, সাগব প্রভৃতি স্বয়ংই এই উভয়রূপে বিবিধ হইয়া, জগদাকার ধারণ করেন। পরমাত্মার অন্য ত্রিপাদ অমৃতস্বরূপ, অপরিণামি। ত্রিপাদপুরুষই নির্গুণব্রহ্ম, এবং জন্মাদি ষড়্ ভাববিকারাত্মক জগৎ সগুণব্রহ্ম।* জগৎ যে, প্রবাহরূপে নিত্য, শ্রুতি এতদ্দ্বারা তাহাও বুঝাইয়াছেন। সূক্ষ্ম বা অব্যক্তাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থায় আগমনই জগতের সৃষ্টি। সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কর্ম্মবৈচিত্র্যই কারণ। জগতের সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থায় আগমন, এবং স্থূলাবস্থা হইতে সূক্ষ্মাবস্থায় গমন, সর্ব্বকর্ম্মফলাধ্যক্ষ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন। যাহা আছে, তাহার আবার সৃষ্টি কি হইবে? এই প্রশ্নের শাস্ত্রসম্মত উত্তর হইতেছে, যাহা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান, তাহারই তো সৃষ্টি—স্থূলাবস্থায় আগমন হইয়া থাকে, অসতের (গগণারবিন্দবৎ অত্যন্ত অসৎকে লক্ষ্য করিয়াছি) কখন সৃষ্টি হইতে পারে না। অসৎ জগৎ ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, জগতের অনাদিত্ববাদ তাঁহাদের সমীপে সৃষ্টত্ববাদের বিরোধী বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। আস্তিক দর্শনমাত্রেই বেদমূলক, আস্তিক অসৎকার্যবাদ, সৎকার্যবাদ ও সৎকারণবাদ, এই ত্রিবিধবাদই মূলতঃ বেদ

---

* "ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি।।"—পুরুষসুক্ত।

হইতে প্রসূত হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্বপ্রপঞ্চের সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, দুইই শ্রুতিসিদ্ধ। সৃষ্টির পুর্ব্বে জগৎ ছিল না, ("অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ।") এই শ্রুত্যুপদেশের অভিপ্রায় হইতেছে, সৃষ্টির পুর্ব্বে জগৎ স্থুলাবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। আস্তিক অসৎকার্য্যবাদি দার্শনিকগণ এই শ্রুতিশাসনানুসারেই অসৎকার্য্যবাদের স্থাপন করিয়াছেন, এবং সৃষ্টির পুর্ব্বে জগৎ সন্মাত্র ছিল—সূক্ষ্ম বা অব্যক্তভাবে বিদ্যমান ছিল', এই শ্রুতিই আস্তিক সৎকার্য্যবাদের প্রস্তুতি। 'জগৎ অনাদি', এই মতের, জগৎ চিরদিন এই দৃশ্যমান অবস্থাতেই বিদ্যমান, ইহা অভিপ্রায় নহে। পাশ্চাত্যদেশে প্রচলিত জগতের অনাদিত্ববাদের সম্ভবতঃ জগৎ চিরদিন এই দৃশ্যমান অবস্থাতেই বিদ্যমান, ইহাই অভিপ্রায় নতুবা যে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার 'অসৎ কখন সৎ হইতে পারে না,' এই কথা বলিয়াছেন, যিনি শক্তিসাতত্যকে (Persistence of force) বিশ্বজগতের কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, জগতের অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমনের এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমনের কথা বলিয়াছেন, গতি বা কর্ম্মের সন্ততত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তিনি জগতের অনাদিত্ববাদকে যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করিবেন কেন? জগতের প্রবাহরূপে নিত্যত্ব বা সৃষ্টি ও প্রলয় পরম্পবার অনাদিত্ববাদই শক্তিসাতত্যের পূর্ণরূপ। ড্রেপার, ষ্ট্যালো প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণও এই কথাই বলিয়াছেন।* 'জগৎ স্বতঃ বিদ্যমান', ও 'জগৎ অনাদি', একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হইবে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে ইহারা সমানার্থক হইলেও, শাস্ত্রদৃষ্টিতে সমানার্থকরূপে বিবেচিত হয় না। 'জগৎ স্বতঃ বিদ্যমান', এই কথার অর্থ কি? জগৎ নিষ্কারণ,—অকস্মাৎ উৎপন্ন, অথবা ইহার উৎপত্তিই হয় নাই, ইহার লয়ও অসম্ভব, 'জগৎ স্বতঃ বিদ্যমান', এই কথার যদি এই অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে, বলিতে পারা যায়, ইহা শাস্ত্রের অনুমোদিত অর্থ নহে। উদয়নাচার্য্য অকস্মাদুৎপত্তিবাদের খণ্ডনাবসরে হেতু ও ভূতি (উৎপত্তি) নিষেধের যুক্তি বিরুদ্ধতা দেখাইয়াছেন। অতএব শাস্ত্রোক্ত জগতের অনাদিত্ববাদ যে, প্রতীচ্য পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক যথাযথভাবে গৃহীত হয় নাই, তাহা প্রতিপন্ন হইল।

---

* "The doctrine of the conservation and correlation of Force yields as its logical issue the time-worn oriental emanation theory, the doctrines of Evolution and Devlopment strike at that of successive creative acts. Now, the Asiatic theory of emanation and absorption is seen to be in harmony with this grand idea."

—*The Conflict of between Religion and Science,* *p. 358.*

পণ্ডিত ষ্ট্যালো বলিয়াছেন—"It is nothing more than an application of the simple principle that nothing can come from or to nothing.

—*Concepts of Modern Physics, pp. 68-9.*

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার বলিয়াছেন, "অনবচ্ছিন্ন অতীতকালিক সত্তার উপলব্ধি ও অপরিচ্ছিন্ন অতীত কালের উপলব্ধি এক কথা; অপরিচ্ছিন্ন অতীত কালের উপলব্ধি অসম্ভব।" অপিচ "স্বতঃ বিদ্যমানতাবাদ যদিও বুদ্ধিগম্য হয়, তথাপি এই বাদদ্বারা বিশ্বের তত্ত্বব্যাখ্যা কিছুই হয় না।

শাস্ত্র কালকে কলনাত্মক ও অখণ্ডদণ্ডায়মান, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে কাল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশহেতু, যে কাল অমৃত, তাহা 'অখণ্ডদণ্ডায়মান কাল', এবং যে কাল নির্দ্দেশ্য, যে কাল জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহা 'কলনাত্মক কাল'। কলনাত্মক কালও আবার স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব-নিবন্ধন মূর্ত্তামূর্ত্ত ভেদে দ্বিবিধ। তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, সূর্য্যমণ্ডল ভুবনস্থ ভূতজাতের উপরি তাপ প্রদান করাতে যে পাকক্রিয়া হইতেছে, সেই পাকক্রিয়াই কলনাত্মক কালের বিশেষণ, এতদ্দ্বারাই আমরা নিমেষাদি পরার্দ্ধ পর্যন্ত কাল-ভেদকে জানিয়া থাকি। মহাভাষ্যকার পূজ্যপাদ পতঞ্জলি-দেব 'কালাঃ পরিমাণিনা' (পা, ২/২৫), এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, 'যাদ্বীরা তরু, তৃণ, লতা প্রভৃতি মূর্ত্তিমদ্‌ দ্রব্যজাতের কদাচিৎ উপচয় ও কদাচিৎ অপচয় লক্ষিত হয়, তাহাকে 'কাল' বলে। কাল যদিও নিত্য, যদিও এক—অখণ্ড বা বিভুপদার্থ, কালের যদিও বাস্তব ভেদ নাই, তথাপি উপাধি-ভেদ-নিবন্ধন সর্ব্বগত আকাশবৎ ইহার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। অখণ্ডদণ্ডায়মান কাল ভিন্ন-ভিন্ন ক্রিয়োপাধিযুক্ত হইয়া, ভিন্ন-ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়েন। 'কাল' একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, দিবসরূপে, একরূপ ক্রিযাযুক্ত হইলে, 'রাত্রি' রূপে. একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, মাসরূপে, একরূপ ক্রিয়া যুক্ত হইলে. বৎসররূপে, একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, যুগরূপে বিশেষিত হইয়া থাকেন। পরিবর্ত্তন, ক্রিয়া বা গতিই (Motion of change) কলনাত্মক কালের স্বরূপ। আবির্ভাব ও তিরোভাব (বিকাশ ও বিনাশ), অথবা আপেক্ষিক অসদ্ভাব হইতে সদ্ভাব, এবং সদ্ভাব হইতে অসদ্ভাবপ্রাপ্তি পরিবর্ত্তনের রূপ। গতি বা পরিবর্ত্তনের পৌর্ব্বাপর্য্য-সম্বন্ধাত্মক মান বা সংখ্যাকে 'কলনাত্মক কাল' বলা যাইতে পারে। শাস্ত্র জগতের সৃষ্টি হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত কালকে মূর্ত্তকালের সীমা বলিয়াছেন। সৃষ্টির পর লয়, লয়ের পর আবার সৃষ্টি, জগতের সৃষ্টি ও লয় এইরূপ বীজাঙ্কুরন্যায়ে অনাদি। পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিদ্বারা অপরিচ্ছিন্নকে পূর্ণভাবে জানা অসম্ভব হইলেও, মানুষমাত্রেরই যে, কিছু না কিছু প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা মানিতে হইবে। গতির সন্ততত্ত্বের জ্ঞান যাঁহার হইতে পারে, অপরিচ্ছিন্ন অতীত কালের উপলব্ধি তাঁহার সমীপে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয কেন? গতি বা ক্রিয়া জ্ঞানই তো কলনাত্মক কালের জ্ঞান। অতএব গতি বা ক্রিয়ার সন্ততত্ত্ব

ও কালের সত্ততত্ত্ব একপদার্থ। জিজ্ঞাস্য হইবে, অতীতকে যদি অপরিচ্ছিন্নরূপে ধারণ করা যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইবে? শাস্ত্র এইজনাই সৃষ্টি ও লয়-পরম্পরার অনাদিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, জগৎকে প্রবাহ-পরম্পরায় নিত্য বলিয়াছেন।

জগতের বিকৃত অনাদিত্ববাদ-আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণদ্বারা বিশেষতঃ আদৃত ক্রমবিকাশবাদের বিরোধী হয়, ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিত স্পেন্সার সম্ভবতঃ এইজন্যই বোধ হয় জগতের উক্ত অনাদিত্ববাদকে প্রত্যাখান করিয়াছেন। 'জগতের বর্ত্তমান অবস্থা নির্দ্দিষ্ট কালাবচ্ছিন্ন বটে, ইহা যে, অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান নহে, তাহা সত্য, কিন্তু ইহা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কোন পূর্ব্ববর্ত্তী পর্ব্ব বা অবস্থা হইতে প্রসূত হইয়াছে, অপিচ এই পূর্ব্বগত পর্ব্ব বা অবস্থা ও তৎপূর্ব্বগত পর্ব্ব বা অবস্থা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, জগৎ এইরূপ ক্রমপরম্পরায় অভিব্যক্ত হইয়াছে', ক্রমবিকাশবাদের ইহাই অভিপ্রায়। জগতের বর্ত্তমান অবস্থা যে, নির্দ্দিষ্ট কালাবচ্ছিন্ন, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত। জগতের শাস্ত্রোক্ত অনাদিত্ববাদের (পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে), ইহা অভিপ্রায় নহে যে, জগতের বর্ত্তমান অবস্থা অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান আছে। তবে আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের সহিত শাস্ত্রের কোথায় বিরোধ? ক্রমবিকাশবাদিগণ জগতের শাস্ত্রপ্রতিপাদিত অনাদিত্ববাদকে যে, যুক্তিযুক্তবাদ বলিতে অনিচ্ছুক, তাহার কারণ কি? প্রশ্নটীর উত্তর দিতে হইলে, ক্রমবিকাশবাদের অভিপ্রায় কি, তাহা একবার স্মরণ করিতে হইবে।

'এভোলিউশন্' (Evolution) শব্দের মূল অর্থ অভিব্যক্তি, অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন, বিকসন বা প্রস্ফুটন (The act of unfolding or unrolling)। অতএব ইহা বৃদ্ধি ও বিপরিণামক্রমের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোরক (কুঁড়ী—Bud) হইতে পুষ্পের প্রস্ফুটনকে, বীজ হইতে অঙ্কুরের এবং অঙ্কুর হইতে শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষের উৎপত্তিকে 'এভোলিউশনের' (Evolution) দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এক শব্দই বহু অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পাটীগণিত ও বীজগণিতে মূলক্রিয়া বা মূলাকর্ষণকে (The extraction of roots), ঘাতক্রিয়ার (Involution) বিপরীত প্রক্রিয়াকে 'এভোলিউশন্' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ 'এভোলিউশন্' শব্দের সচরাচর যে অর্থে ব্যবহার করেন, তাহা জানাই আমাদের বর্ত্তমান প্রয়োজন, সুতরাং গণিতে 'এভোলিউশন্' শব্দ মূলক্রিয়া বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে কেন, এস্থলে তাহা চিন্তা করিতে যাওয়া, অপ্রাসঙ্গিক হইবে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ এক্ষণে 'এভোলিউশন্' শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থের উপরি তত নির্ভর করেন না। সূক্ষ্ম বা বীজভাবে বিদ্যমান—কারণাত্মাতে অবস্থিত বস্তুর ক্রমবিকাশব্যাপার বুঝাইতেই যে, 'এভোলিউশন্' শব্দের ব্যবহার করা হইত, এবং এখনও যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি বা

বিশেষ ও সামান্য-শরীরের অভিব্যক্তি বর্ণনস্থলে ইহার সাধারণতঃ এই অর্থেই প্রয়োগ করা হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ক্রমবিকাশের কতিপয় আধ্যাত্মিক বিবরণ সংগ্রহে (Certain metaphysical systems of evolution) দেখিতে পাওয়া যায়, 'এভোলিউশনের' সূক্ষ্ম বা বীজভাবে বিদ্যমান বস্তুর ক্রমবিকাশ, এই অর্থই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক 'এভোলিউশন্‌বাদ' (The modern doctrine of evolution) পরমাণুসমূহের পরস্পর সংযোগ এবং ভৌতিকশক্তির রূপান্তর প্রাপ্তিকেই (Transformation of energy) যে বাদ সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের কারণরূপে অবধারণ করিতেছেন, 'সূক্ষ্ম বা বীজভাবে বিদ্যমান বস্তুজাতের বিকাশ', 'এভোলিউশন্' শব্দের এইরূপ অর্থ গ্রহণ আবশ্যক মনে করেন না, যাহা অভিব্যক্ত হয়, তাহাই যে, সূক্ষ্মভাবে কারণাত্মাতে অবস্থান করে, (অমূর্ত্ত বা অশরীরী ভূত সকলে প্রাণ ও সম্বিৎ—Life and consciousness, সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে ইত্যাদি) আধুনিক 'এভোলিউশন্‌বাদ', এইরূপ মত পোষণের কোন কারণ দেখিতে পান না। 'এভোলিউশন্' (Evolution) শব্দটি ইদানীং 'উন্নতির' (Progress) পর্য্যায়রূপেই ব্যবহৃত হইতেছে। অধস্তন অবস্থা হইতে উর্দ্ধে গমন—অভ্যুদয় 'উন্নতি' (Progress) শব্দের অর্থ, অতএব বুঝিতে পারা গেল, অধস্তন অবস্থা হইতে উর্দ্ধে গমন 'এভোলিউশন্', শব্দের আধুনিক ব্যবহারিক অর্থ। কাহার এবং কিরূপে উন্নতি হইয়া থাকে? ভৌতিকরাজ্য, উদ্ভিদ রাজ্য, সংকীর্ণচেতনরাজ্য এবং বিশিষ্টচেতনরাজ্য, প্রকৃতির এই চতুর্ব্বিধ পর্ব্ব, এই চতুর্ব্বিধ সোপানপংক্তি আমাদের বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, অতএব জ্ঞাতব্য হইতেছে, 'এভোলিউশন্', শব্দ প্রকৃতির এই চতুর্ব্বিধ পর্ব্বেরই উন্নতি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়, কিম্বা উদ্ভিদরাজ্য সংকীর্ণচেতনরাজ্য ও বিশিষ্টচেতনরাজ্য, এই ত্রিবিধ প্রাকৃতিকপর্ব্বের উন্নতি বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে? 'এভোলিউশন্' শব্দটি বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতি বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে বটে, 'এভোলিউশন্' বলিতে লোকে সাধারণতঃ ভৌতিকজগতের উন্নতির দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করে না সত্য, তথাপি ভৌতিকরাজ্যাদি চতুর্ব্বিধ প্রাকৃতিকপর্ব্বের উন্নতিই যে, ইহার (এভোলিউশন্ শব্দের) ব্যাপক বা অসংকীর্ণ অর্থ, তাহা স্থির। যাদৃশ পরিণামসমূহ, সাক্ষাৎ পরম্পরা যে ভাবেই হউক, মানবের সুখ-সম্বর্দ্ধন করে, পণ্ডিত স্পেনসার বলিয়াছেন, তাদৃশ পরিণামসমূহই অভ্যুদয়াত্মকরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে।* ক্রমবিকাশবাদিগণ চেতনপদার্থজাতকে, বিশেষতঃ বিশিষ্টচেতন মানবজাতিকে যখন প্রকৃতির উৎকৃষ্টতম পরিণাম (Highest phase of all development) বলিয়া

---

* "Only those changes are held to constitute progress which directly or indirectly tend to heighten human happiness. And they are thought to constitute progress simply *because* they tend to heighten human happiness." —*Essays.—H. Spencer, Vol. 1. p 2.*

বিবেচনা করেন, কল্যাণবৃদ্ধি ও সুখ-সমৃদ্ধিকেই যখন মানবের উন্নতি বলা হইয়া থাকে, পণ্ডিত হক্‌সলী ও সালী বলিয়াছেন, তখন 'এভোলিউশন্' (Evolution) শব্দটার অধস্তন অবস্থা হইতে ঊর্দ্ধে গমন, নিকৃষ্টতর অবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর অবস্থাপ্রাপ্তি, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, বিশেষ দোষ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। কাহার উন্নতি হয়? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর পাইলাম, এখন কিরূপে উন্নতি হয়, উন্নতির স্বরূপ কি, আধুনিক ক্রমবিকাশবাদিগণ ইহার কি উত্তর দিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিব।

অবিশেষ, অসম্বদ্ধ ও সমানজাতীয় ভাবের, অবিচ্ছিন্ন ভেদ্ ও সংসর্গ দ্বারা বিশেষ, সম্বদ্ধ ও বিজাতীয়ভাবে পরিণত হওয়ার নাম, পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি, 'এভোলিউশন্' (Evolution)। অতএব বলা যাইতে পারে, অসংকীর্ণ বা অমিশ্রভাবের (Simple type of existence) সংকীর্ণ বা ব্যামিশ্রভাবে (Complex) পরিণতিই উন্নতি বা এভোলিউশন্ (Evolution)। 'এভোলিউশন্' বাদের উদ্দেশ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয় কি? দৃশ্যমান পদার্থ সমূহের তত্ত্ব নিরূপণই এভোলিউশন্ বাদের উদ্দেশ্য। 'পরিবর্ত্তনই' (Change) অবিরাম এক ভাব হইতে ভাবান্তর প্রাপ্তিই জগতের নিরূপণীয় স্বরূপ, 'এভোলিউশন্' বাদ এই জন্য প্রথমতঃ পরিবর্ত্তনের তত্ত্বব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, গতি বা কর্ম্ম (Motion) কোন পদার্থ, কিরূপে গতি বা কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, যথাশক্তি তদবধারণার্থ যত্ন করিয়াছেন, তৎপরে চেতনরাজ্যের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, ভৌতিকরাজ্য, উদ্ভিদরাজ্য, সংকীর্ণ-চেতনরাজ্য ও বিশিষ্ট-চেতন রাজ্য, এই চতুর্ব্বিধ প্রাকৃতিকপর্ব্বের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক 'এভোলিউশনবাদ' দৃশ্যমান জগতের আদ্যন্তের তত্ত্বনিরূপণের চেষ্টাকে অনেকতঃ নিষ্প্রয়োজন মনে করেন, প্রকৃতির মধ্যাবস্থার রূপ নিরূপণ করাকেই ইনি পরমপুরুষার্থ বলিয়া বুঝিয়াছেন; 'ভূত' (Matter) ভৌতিকশক্তি (Force), ভূতের অনশ্বরত্ব, শক্তি সমূহের সাতত্য (Persistence of force or Conservation of Energy), গতি বা কর্ম্মের সন্ততত্ত্ব (Continuity of motion), আগন্তুক বা নৈমিত্তিক শক্তি সমূহের ক্রিয়ার গুণন—অভ্যসন (Multiplication of effects), দৃশ্যমান জগতের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, আধুনিক ক্রমবিকাশবাদিগণ এই সকল সত্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এই সকল সত্যদ্বারাই জগতের সর্ব্ববিধ পরিণামের তত্ত্বব্যাখ্যানের চেষ্টা করিয়াছেন।

বিশ্বজগতে সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে বা সামান্যতঃ ও বিশেষতঃ অবিরাম ভূত ও ভৌতিকপদার্থ সমূহের এবং গতির সংপ্রবিভাগ বিশেষ-বিশেষ ভাবপ্রাপ্তি,

(Unceasing redistribution of matter and motion) হইতেছে। এই সংপ্রবিভাগ-বা বিশেষ বিশেষ ভাবপ্রাপ্তিই 'এভোলিউশনের' (Evolution) কারণ। ভূত ও ভৌতিক পদার্থসমূহের এবং গতির বিশেষ-বিশেষ ভাবপ্রাপ্তি হয় কেন? ভূত ও ভৌতিকশক্তির ইহাই স্বভাব, সাম্যাবস্থাতে অবস্থান করিতে ইহারা প্রাকৃতিক নিয়মে অপারগ, ভূত ও ভৌতিক পদার্থসমূহের এবং গতির যে, অবিরাম বিশেষ-বিশেষ ভাবপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, ইহাই তাহার কারণ, তদতিরিক্ত কোন কারণ নাই। ভূত (matter) এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ (Attractive and Repulsive) এই দ্বিবিধ ভৌতিকশক্তি, দৃশ্যমান জগতের অন্তর্ব্বহিঃ অন্বেষণ করিয়া, আধুনিক ক্রমবিকাশবাদিগণ এতদ্ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব জানিতে পারেন নাই। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই শক্তিদ্বয় পর্য্যায়ক্রমে প্রাদুর্ভূত ও আবির্ভূত হয়, কিছুকাল আকর্ষণশক্তির প্রবলতা ও বিপ্রকর্ষণশক্তির দুর্ব্বলতা, এবং তৎপরে বিপ্রকর্ষণশক্তির প্রবলতা ও আকর্ষণশক্তির দুর্ব্বলতা হইয়া থাকে। আকর্ষণশক্তির প্রাদুর্ভাবকালে সৃষ্টি (Evolution) এবং বিপ্রকর্ষণশক্তির প্রবলাবস্থাতে লয় (Disssolution) হয়। আকর্ষণশক্তি সংসর্গবৃত্তিক (Aggregative), বিপ্রকর্ষণশক্তি ভেদবৃত্তিক (Separative) অতএব আকর্ষণশক্তির প্রাদুর্ভাবকালে পরমাণুসমূহ ক্রমশঃ পরস্পর সন্নিকৃষ্ট ও গতির হ্রাস এবং বিপ্রকর্ষণশক্তির প্রবলাবস্থায় উহারা পরস্পর বিপ্রকৃষ্ট ও গতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কি ভৌতিকজগৎ, কি উদ্ভিদজগৎ, কি সংকীর্ণ বা আসন্নচেতনজগৎ, কি বিশিষ্টচেতনজগৎ, সকলেই এই নিয়মে জাত, স্থিত, বর্দ্ধিত, বিপরিণামপ্রাপ্ত, ক্ষীণ ও বিনষ্ট হয়। প্রলয়কালে—বিপ্রকর্ষণ শক্তির প্রবলাবস্থায় পরমাণুসমূহ নীহারভাবে ইতস্ততঃ ব্যাপ্ত ছিল পরে আকর্ষণশক্তির প্রাদুর্ভাবকালে পরস্পর সংহত হইয়া, ক্ষুদ্র, বৃহৎ পৃথক্-পৃথক্ সংস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে। যে নিয়মে 'জ্যোতিষিক-সমাজের গঠন হইয়াছে, যে নিয়মে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে, ঠিক সেই নিয়মেই উদ্ভিদশরীরের, অভিব্যক্তি হইয়াছে, ঠিক সেই নিয়মেই আসন্নচেতন ও বিশিষ্টচেতন, এই দ্বিবিধ প্রাণির শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, মনুষ্যসমাজ-শরীরের সম্মূর্চ্ছনও অবিকল সেই নিয়মাধীন। ভৌতিকরাজ্য, উদ্ভিদ্-রাজ্য, সংকীর্ণ বা আসন্নচেতনরাজ্য এবং বিশিষ্টচেতনরাজ্য, প্রকৃতির এই চতুর্ব্বিধ পর্ব্বই যে একরূপ নিযমে জাত, স্থিত, বর্দ্ধিত বিপরিণামপ্রাপ্ত, অপক্ষীণ ও বিনষ্ট হয়, সেই একরূপ নিয়মের স্বরূপ কি? ভূততন্ত্র (Physics) ও রসায়নতন্ত্র (Chemistry) যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মের (Laws of nature) আবিষ্কার করিয়াছেন, ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ বলেন, প্রকৃতির যথোক্ত চতুর্ব্বিধ পর্ব্বের সর্ব্বপ্রকার পরিণামই সেই সকল নিয়মাধীন। ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্র যে সকল

নিয়মের আবিষ্কার করিতে পারগ হইয়াছেন, তদ্দ্বারা কি প্রকৃতির ভৌতিকরাজ্যাদি চতুর্ব্বিধ পর্ব্বের সর্ব্বপ্রকার পরিণামের তত্ত্ব ব্যাখাত হয়? বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টিন্‌ড্যালের (TYNDALL) নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহ হইতেই এই প্রশ্নের যথেষ্ট সমাধান হইয়া থাকে।

পণ্ডিত 'টিন্‌ড্যাল্' বলিয়াছেন, "বিজ্ঞান (Science) বস্তু সমূহের মধ্যাবস্থার— অতীত ও অনাগতের অন্তরালে স্থিত রূপের, যাহা অস্মৎসমীপে 'প্রকৃতি' (Nature) নামে পরিচিত, তৎকার্য্যের অনেকাংশে দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু ইনি প্রকৃতির আদ্যন্তের কোনই সমাচার জানেন না। কোন্ ব্যক্তি বা বস্তু সূর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে, ইহার রশ্মিকে ব্যপদিষ্ট (Alleged) সামর্থ্য প্রদান করিযাছে, কোন ব্যক্তি বা বস্তু পরমাণুপুঞ্জ সৃষ্টি ও উহাদিগকে বিবিধ ইতরেতর কার্য্যকারিণী আশ্চর্য্যভূত শক্তি দিয়াছে, বিজ্ঞান তাহা জানেন না; এ রহস্যের উদ্ভেদার্থ বিজ্ঞান করপ্রসারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই, ইহা দুর্ভেদ্য রহস্য।" *

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসারও অনেকতঃ এইরূপ মতপ্রকাশ করিয়াছেন।

বিশ্বজগতের ইতিহাস বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অনেকেই ইহার নৈহারিকী বা বাষ্পময়ী অবস্থাকে (Nebulous state) আদিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যক্তজগতের আদ্য বা অব্যক্তাবস্থায় পরমাণুসকল পরস্পর অনির্দ্দেশ্য দূরবর্ত্তী হইয়াছিল। পরমাণুসমূহ এইরূপ অবস্থাতে কতকাল ছিল, এবং এইরূপ অবস্থায় থাকিবার কারণ কি, তৎপরে কি জন্য এবং কিরূপেই বা উহারা প্রথমতঃ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, পরমাণুপুঞ্জ প্রসুপ্ত অবস্থা হইতে সমষ্টিভাবে জাগিয়া উঠে, কিংবা ব্যষ্টিভাবে ক্রমশঃ জাগরিত হয়, বিজ্ঞান এই সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ সচেষ্ট হওয়া অনর্থক মনে করেন। পরমাণু সকল সুপ্তোত্থিত হইয়া, দীর্ঘকালের বিচ্ছেদের পর আত্মীয়জনগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে, পরস্পরের দিকে পরস্পর তীব্রবেগে ধাবমান হইতেছে, তদবস্থাই বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় চিন্তার অদ্যভূমি—প্রথম অবলম্বন। ক্রুক্‌স্ (CROOKES) প্রভৃতি কতিপয় আধুনিক রাসায়নিক ও ভূততন্ত্রকুশল পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন, যে ভূতসমূহ (Element) হইতে গ্রহাদির অভিব্যক্তি হইয়াছে,

* "Science understands much of this intermediate phase of things that we call nature, of which it is the product"; but science knows nothing of the origin or destiny of nature who or what made the sun, and gave his rays their alleged power? Who or what made and bestowed upon ultimate particles of their wonderous power of varied interaction? Science does not know the mystery, though pushed back, remains unaltered. —*Fragments of Science, Vl. II. p.52*

তাহারা বিশ্বতঃব্যাপ্ত এক অবিশেষভূতের বিকার। 'হাইড্রোজেন' (Hydrogen) প্রভৃতি বিশেষ-বিশেষ ভূতসমূহের যোনি উক্ত অবিশেষ ভূতকে পণ্ডিত 'ক্রুক্‌স্' 'প্রোটাইল্' (প্রাথমিক ভূত), এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই 'প্রোটাইল' নামক পদার্থ কোন অবিজ্ঞাত প্রক্রিয়াবশতঃ প্রথমতঃ ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল, তৎপরে পুনরপি বিভক্ত হইয়াছিল, এবং ঐ বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন খণ্ডসমূহ হইতে সূর্য্যমণ্ডলের ও সৌরজগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে, এবম্প্রকার অনুমান করিতে হইবে। 'প্রোটাইল' নামক প্রাথমিক ভূতের এইরূপ পরিণতিকালে, ইহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তখন আর ইহা এক জাতীয় (Homogeneous) থাকে না, তখন ইহা রসায়ন শাস্ত্র প্রসিদ্ধ 'হাইড্রোজেন্' প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। *

এক অবিশেষ ভূত হইতে গ্রহ-নক্ষত্রাদির আকার পরিণাম ও গতিবিশিষ্ট হওয়া কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? যে অবিশেষ ভূত হইতে গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবয়বের সন্নিবেশ হইয়াছে, তাহাকে হয়, স্থির, না হয়, সমগতবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্থির বা সমগতিবিশিষ্ট অবস্থা, বলবিজ্ঞানের (Dynamics) সাধারণ সূত্রানুসারেই প্রতিপন্ন হয়, কোন বাহ্য নোদন বা আকর্ষণ ব্যতীত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকদের মতে সর্ব্বব্যাপক বিশ্বের, অথবা ইহার যথোক্ত সমন্তাৎ ব্যাপ্ত বাষ্পময় ভাবের যখন বহিঃ কিছুই নাই, তখন ইহার নিত্য স্থির বা সমগতিবিশিষ্ট অবস্থায় অবস্থান অবশ্যম্ভাবী। অপিচ এই নীহারাবস্থার তাপমান যে, সর্ব্বত্র সমান হইবে, তাহা নিশ্চিত। কোন বাহ্যকারণ হইতে এই সাম্যভাবের যখন বিক্ষোভের সম্ভাবনা নাই, তখন বিশ্বের তাদৃশী নীহারাবস্থাতে চিরদিন অবস্থান অপরিহার্য্য।

নৈহারিক সিদ্ধান্তের অনুপপত্তি বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অধুনা এই সিদ্ধান্তের বিকলাঙ্গের পূরণ ও শোধনের জন্য,

---

* "It has already been stated that the material, out of which the elements that compose the planets were evolved, was of one uniform nature.*** Mr. Crookes, as we have seen, has named this substance Protyle. This protyle by some process may be supposed to have become broken up into separate masses, and again to have broken up, and out of each mass suns and systems to have been evolved. During this process the protyle may be supposed to have been gradually changing its constitution, continuing no longer homogeneous, but gradually changing into the various elements that enter into the constitution of the Earth and other planets."—*Popular Readings in Science, Vol. II, PP. 201—2.*

অথবা এতৎপরিবর্ত্তে অভিনব সিদ্ধান্তের সংস্থাপনের নিমিত্ত অনেকে সচেষ্ট হইয়াছেন।

শাস্ত্র এই নিমিত্ত অনাদি কর্ম্মসংস্কার বা অদৃষ্ট, কাল এবং সর্ব্বকর্ম্মফলাধ্যক্ষ ঈশ্বরের অভিধ্যান—তাঁহার ঈক্ষণকে নিমিত্তকারণরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যাভরণ নামক শারীরকভাষ্যের টীকাতে উক্ত হইয়াছে, ভূতাকাশ হইতে কাল ও অদৃষ্টরূপ নিমিত্তকারণযোগে বায়ু প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। 'ক্রুক্‌স্', 'মেন্দেলীফ্' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাসায়নিক পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন, হাইড্রোজেনাদি ভূত সমূহের মধ্যে যে ভূত, যে ভূত হইতে যত অধিক কাল বিলম্বে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেই ভূতের তাহা হইতে গুণগতবৈষম্যের মাত্রা তত অধিক, ভূতসমূহের অভিব্যক্তিকালের মাত্রানুসারে উহাদের গুণগত ভেদ হইয়া থাকে।

'ভূতসমূহের অভিব্যক্তিকালে মাত্রানুসারে উহাদের গুণগত ভেদ হইয়া থাকে' এই কথার অভিপ্রায় কি? পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, পরিণামের ভিন্নতার প্রতি পরিণামক্রমের ভিন্নতাই কারণ। একবস্তুই প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়া, বিবিধ আকার ও আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ক্রমের ভিন্নতা, পরিণাম-ভিন্নতার কারণ, 'ক্রম' কালের ধর্ম্ম, অতএব ভূতসমূহের অভিব্যক্তি-কালের মাত্রানুসারে উহাদের যে, গুণগত ভেদ হইবে, তাহা সুখবোধ্য। বস্তুমাত্রেই প্রতিক্ষণ পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে, 'ক্ষণ' কলনাত্মক কালের সূক্ষ্মতম অবস্থা, কলনাত্মক কালের একক (Unit), অতএব কালের মাত্রানুসারে যে, বস্তুসমূহের ধর্ম্মগত পরিণামের ভিন্নতা হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এক ক্ষণে যে পরিণাম বা ক্রিয়া হয়, দশ ক্ষণে তাহা হইতে নিশ্চয়ই অধিক পরিণাম বা ক্রিয়া হইয়া থাকে। ক্রিয়াভেদ নিবন্ধনই দ্রব্যসমূহ ভিন্নরূপে লক্ষিত হয়।

ভূত ও ভৌতিক পদার্থসমূহের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ অনুমান করিতেছেন, বলা বাহুল্য, তাহা শাস্ত্রীয় উপদেশের বিকৃতপ্রতিধ্বনি।

অতঃপর শরীর, প্রাণ ও মনের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ক্রমাভিব্যক্তিবাদের উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সার যে, শক্তি তাহার সাতত্যকেই সর্ব্বকার্য্যের কারণ বলিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বে তাহা বিদিত হইয়াছি। এক্ষণে জ্ঞাতব্য হইতেছে, পণ্ডিত স্পেন্‌সার যে শক্তি নামক পদার্থকে সর্ব্বকার্যের কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ জড়শক্তি, কিংবা শুদ্ধ চিচ্ছক্তি, অথবা তাহা চিৎ ও অচিৎ (জড়), এই উভয়াত্মিকা? চিৎ ও অচিৎ বা জড়, ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত এই দ্বিবিধ পদার্থের অস্তিত্ব

যে, আমাদের বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পাষাণ, উদ্ভিদ, আসন্ন চেতনপ্রাণী, ও বিশিষ্টচেতন পুরুষ, ইহারা সকলেই কি একরূপ কারণ হইতে অভিব্যক্তি হইয়াছে? বিষয়ী ও বিষয় বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (Subject and Object), পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন-ধর্ম্মাক্রান্ত এই পদার্থদ্বয় যে, একরূপ কারণের কার্য্য, তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

দ্বৈতবাদ ও একত্ববাদ, এই দ্বিবিধবাদের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; একত্ববাদের যে, বিজ্ঞানৈকত্ববাদ ও জড়ৈকত্ববাদ, এই দুইপ্রকার রূপ আছে, তাহাও আমাদের পূর্ব্ববিদিত বিষয়। দ্বৈতবাদিগণের মতে বিশ্বজগৎ চিৎ ও অচিৎ, এই দ্বিবিধ কারণের কার্য্য, বিজ্ঞানৈকত্ববাদীদিগের সিদ্ধান্ত, 'বিজ্ঞানই' একমাত্র সৎপদার্থ, বিষয় বিজ্ঞানেরই প্রতিভাস; জড়ৈকত্ববাদিগণ বলেন, বিষয়ী ও বিষয়, এই উভয়ই জড়শক্তির পরিণাম। পণ্ডিত স্পেনসার বলিয়াছেন, চিচ্ছক্তি হইতে জড়ের অভিব্যক্তি হয়, এই মত হইতে জড়শক্তি হইতে চিচ্ছক্তির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, এই মত অনুমোদনীয় বলিয়া বোধ হয়। * অতএব বুঝিতে পারা গেল, পণ্ডিত স্পেন্‌সারের মতে, অখিল বিশ্বকার্যের কারণরূপে লক্ষিত যথোক্ত শক্তিপদার্থ শুদ্ধ জড়াত্মক।

যে শক্তিকে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সার সর্ব্বকার্য্যের কারণরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া, তিনি বলিয়াছেন, যদ্দ্বারা বস্তু সকলকে আমরা 'বস্তু' বা 'সৎ' বলিয়া বুঝিতে পারি, অপিচ যদ্দ্বারা উহাদিগকে আমরা ক্রিয়াশীল বা পরিবর্ত্তনাত্মকরূপে নিশ্চয় করিতে সমর্থ হই, কোন কার্য্যপদার্থের তত্ত্ব চিন্তা করিতে যাইলে পরস্পর ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত, এই দ্বিবিধ শক্তির অস্তিত্ব আমাদের বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধ শক্তির মধ্যে প্রথমোক্ত শক্তিটী পরিবর্ত্তন বা বিকারহেতু নহে, ইহা স্বয়ং অক্রিয় বা অপ্রবর্ত্তক. শেষোক্ত শক্তি পরিবর্ত্তন বা বিকারহেতু। বিকারহেতু শক্তিকে পণ্ডিত স্পেনসার 'এনার্জী' (Energy), এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। বিকারহেতু শক্তির ক্রিয়মান ও স্থিতিশীল (Actual and Potential), এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে। অবিকারহেতু ও বিকারহেতু, এই দ্বিবিধ শক্তিই নিত্য। শাস্ত্র 'কূটস্থনিত্যতা' ও 'পবিণামিনিত্যতা', নিত্যতার, এই দ্বিবিধ রূপের বর্ণন করিয়াছেন। ভগবান্ বেদব্যাস পাতঞ্জল-দর্শনের ভাষ্যে চিন্ময়-পুরুষকে কূটস্থনিত্য, এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে পরিণামিনিত্য পদার্থ বলিয়াছেন।

* "Nevertheless, it may be as well to say here, once for all, that were we compelled to choose between the alternatives of translating mental phenomena into physical phenomena, or of translating physical phenomena into mental phenomena, The latter alternative would seem the more acceptable of the two."

Principles of Psychology Vol. I p.15

পরিণাম হইলেও যাহাতে তত্ত্বের—তদ্ভাব বা স্বরূপের হানি হয় না, তাহাই পরিণামিনিত্যতা। পণ্ডিত স্পেন্সার এই শাস্ত্রোপদেশেরই একটু আভাস দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

যাহা অবিকারহেতু যাহা স্বতন্ত্র, এবং যাহা বিকারহেতু, যাহা পরতন্ত্র, বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত তাহাদের একীকরণ কিরূপে সম্ভব হইবে? সাংখ্যদর্শন প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত পরুষের অস্তিত্ব স্থাপক হেতু প্রদর্শন করিবার সময়ে বলিয়াছেন, যাহা সংহত—যাহা ইতরেতরাশ্রয়ী একাধিক পদার্থজাতের সমূহ, তাহা পরার্থ—পরপ্রয়োজনসাধক। প্রকৃতি অন্যোন্যাশ্রয়ি-ত্রিগুণাত্মিকা, অতএব প্রকৃতি পরার্থা। প্রকৃতি ও তৎকার্য্য—তদ্বিকার, ইহারা যখন সংহত—একাধিক পদার্থের সমূহ, তখন ইহারা ভোক্তা (Subject) হইতে পারে না। যাহা পরিণামী, তাহার কখনও ভোক্তৃত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয় না। প্রকৃতি বা তদ্বিকার আপনাকে আপনি জানিবে কিরূপে? এক পদার্থেরই কর্ম্মত্ব ও কর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হয় কি? অপিচ প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত পুরুষ না থাকিলে, লোকের কৈবল্য বা মুক্তির জন্য প্রবৃত্তিই হইত না। শরীরাদিই যদি ভোক্তা হয়, তবে ভোক্তার কৈবল্যের জন্য, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইবার কোনই কারণ থাকিত না। জড়ের আবার সুখ-দুঃখের কি বোধ হইবে? জড়ের আবার মুক্তির ইচ্ছা হইবে কেন? স্বভাবকে ছাড়িতে কাহার ইচ্ছা হয়? স্বভাবকে ছাড়া কি সম্ভব? পরিণাম যখন প্রকৃতির স্বভাব, তখন প্রাকৃতিক বস্তুজাতের পরিণামের নিরোধ হইবে কিরূপে? *

অতএব পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারকে চিচ্ছক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে।

প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, ভূত, এই সকল পদার্থ চৈতন্যাধিষ্ঠিত ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির পৃথক্ পৃথক্ পরিচ্ছিন্ন অবস্থা। ভৌতিকরাজ্য তমোগুণপ্রধান, প্রাণরাজ্য রজোগুণপ্রধান, এবং মনোরাজ্য সত্ত্বগুণপ্রধান। মৈত্র্যুপনিষৎ বলিয়াছেন, প্রাণ ক্রিয়াশক্তি বা রজোগুণপ্রধান প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত চিচ্ছক্তি। এই প্রাণ স্বীয় রূপকে দুইপ্রকারে ধারণ করিয়া থাকেন। দেহে ইনি যে, আপনাকে প্রাণপানাদি পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়া বিদ্যমান আছেন, তাহা ইহাঁর এক প্রকার রূপ, এবং ব্রহ্মাণ্ডকরণ্ড মধ্যে ইনি যে, জগতের অবভাসক আদিত্যরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহা ইহাঁর অন্যপ্রকার রূপ। ভৌতিকরাজ্য আণবিক ও পারমাণবিক আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণের

* "সঙ্ঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যায়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোহস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ।" সাংখ্যকারিকা।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূর্ত্তি। প্রাণরাজ্য জীবনীশক্তি এবং আণবিক ও পরমাণবিক আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূর্তি। জীবদেহে ভৌতিক ও রাসায়নিক আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণের ক্রিয়া হয় বটে, কিন্তু নির্জীবদেহে যেভাবে হয়, সজীবদেহে ঠিক সেইভাবে হয় না। সজীব দেহ বহির্দেশ হইতে আহার সংগ্রহ করে আহৃত দ্রব্যসমূহকে যথা প্রয়োজন রসাদিতে পরিণামিত করে, দেহের রক্ষণ বা পোষণার্থ যে-যে অঙ্গে যে-যে দ্রব্যের যাবন্মাত্রায় বিতরণ আবশ্যক, তত্তৎ অঙ্গে সেই সেই দ্রব্যের তাবন্মাত্রা বিতরণ করে, ত্যাজ্যাংশ ত্যাগ করিয়া থাকে। এই সকল ব্যাপার শুদ্ধ রাসায়নিক নহে। জীব-রাজ্যে রাসায়নিকশক্তি অন্য কোন উচ্চতর শক্তির বশে, তাহার নির্দেশানুসারে ক্রিয়া করিয়া থাকে। এই উচ্চতর শক্তিই 'জীবনীশক্তি'।

'জীবনীশক্তি' যে, ভৌতিক ও রাসায়নিকশক্তি হইতে স্বতন্ত্র, তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত জার্ম্মন্‌দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভির্শো (VIRCHOW) বলিয়াছেন, প্রাণের অভিব্যক্তি নির্নিমিত্ত বা আকস্মিক নহে, সন্ততিপরম্পরায় ইহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, সজীব পদার্থ হইতেই সজীবপদার্থের উৎপত্তি হয়, এরূপ সজীবপদার্থ দৃষ্ট হয় না, যাহা এই নিয়ম অতিক্রমপূর্ব্বক কাকতালীয়ন্যায়ে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সজীবদেহে ভৌতিকশক্তি ও জীবনীশক্তি, এই দ্বিবিধশক্তি বিদ্যমান আছে।

প্রাণশক্তির কার্য্য স্নায়ুরজ্জুর প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া (Reflex action) ভিন্ন অন্য কিছু নহে, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহারা যদি জীবনীশক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার না করেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের মত স্থায়ী হইবে না, প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার সংস্কারই মূল। স্নায়ুরজ্জুর প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া যে, সংস্কারমূলক, ইহার নিষ্পত্তিতে মনের যে, সাক্ষাৎ প্রভুত্ব নাই, তাহা স্থির, কিন্তু তাহা বলিয়া, ইহা শুদ্ধ ভৌতিক বা রাসায়নিক সংস্কারশক্তির কার্য্য নহে, ইহা প্রাণশক্তিনিয়ামিত ভৌতিক ও রাসায়নিকশক্তির সংস্কারের কার্য্য।

শরীরোৎপত্তির যে, কেবল রাসায়নিক ও ভৌতিক আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণশক্তিই একমাত্র কারণ নহে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 'জীবের উৎপত্তিসম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ' শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা শরীরের উৎপত্তি যে, পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্টাধীন, তাহা অবগত হইয়াছি।

আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের সহিত শাস্ত্রের কোথায় বিরোধ, তাহা জানিতে যাইয়া, আমাদের উপলব্ধি হইল, আধুনিক ক্রমবিকাশবাদিগণ ভূত ও ভৌতিকশক্তি ব্যতীত চিচ্ছক্তি নামক স্বতন্ত্রপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, কর্ম্মের সন্ততত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু শাস্ত্র যে দৃষ্টিতে কর্ম্মকে অনাদি বলিয়াছেন,

ইহাঁরা তদ্দৃষ্টিতে কর্ম্মকে সত্তপদার্থ বলেন নাই; সতের নাশ ও অসতের উৎপত্তি হইতে পারে না বলিয়াছেন বটে, কিন্তু, বিশ্বকার্য্যের কারণরূপে অবধারিত শক্তি (Force) নামক পদার্থকে সপ্রাণ ও সম্বিদ্বিশিষ্ট বলিতে পারেন নাই, অপ্রাণ ও অচেতন জড়শক্তি হইতে সপ্রাণ ও সচেতন জীবের অভিব্যক্তি হওয়া সম্ভব বলিয়াছেন; জগতের বর্ত্তমান সৃষ্টিই যে, আদ্যসৃষ্টি নহে, জগৎ যে, অনাদিকাল হইতে অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায়, এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমনাগমন করিতেছে, তাহা মানিতে পারেন নাই, জড় বা নির্জ্জীব পদার্থ হইতে যে, জীবের উৎপত্তি হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্তে অচলভাবে অবস্থান করিতে পারগ হয়েন নাই, যাবৎ মুক্তি না হয়, তাবৎ জীব যে, স্বীয় শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে উচ্চাবচ স্থূলশরীর গ্রহণ করিয়া থাকে, তাবৎ যে, ইহাকে ইহলোক হইতে পরলোকে, এবং পরলোক হইতে ইহলোকে যাতায়াত করিতে হয়, ক্রমবিকাশবাদিগণ (অথবা পাশ্চাত্য দার্শনিকমাত্রেই) তাহা স্বীকার করেন নাই।

সাংখ্যদর্শনোপদিষ্ট পরিণামবাদের সহিত আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের তুলনা করিলে, কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

সাংখ্যদর্শন সৎকার্য্যবাদী, অসতের উৎপত্তি নাই, সতেরও বিনাশ হয় না, যাহাতে যাহা থাকে না, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি হয় না, অতীত এবং অনাগতও স্বরূপতঃ সৎ, সাংখ্যদর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত, সাংখ্যদর্শন কর্ম্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কর্ম্মবৈচিত্র্যকেই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ বলিয়াছেন; এদর্শনে প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত পুরুষের অস্তিত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে, ভোক্তৃ ও ভোগ্যের বৈধর্ম্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সাংখ্যদর্শন নির্গুণ ব্রহ্মের অস্তিত্ব মানিয়াছেন, জড় হইতে যে, জীবের উৎপত্তি হয় না, অপিচ যাবৎ মুক্তি না হয়, তাবৎ জীবকে যে, ইহলোক হইতে পরলোকে এবং পরলোক হইতে ইহলোকে গমনাগমন করিতে হয়, সাংখ্যদর্শন তাহা বুঝাইয়াছেন। অতএব আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের সহিত সাংখ্যদর্শনের এই সকল বিষয়ে মতের একতা নাই। সাংখ্য মতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতিই বিশ্বের সর্ব্ববিধ পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন, পুরুষ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অপরিণামী। নবীন ক্রমবিকাশবাদ যে, ভূত, ভৌতিকশক্তি ও প্রয়োজন (Matter, force and necessity), এই তিনটী পদার্থ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ স্বীকার করেন নাই, অচেতন ভূত ও শক্তি হইতেই বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে, এ বাদের যে, ইহাই সিদ্ধান্ত, আমরা পূর্ব্বে তাহা বিদিত হইয়াছি। অতএব 'অচেতন প্রকৃতি হইতে বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধিত হইয়া থাকে,'

সাংখ্য দর্শনের সহিত আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের এই অংশে কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়। ধর্ম্মীর ধর্ম্মগত পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু নাশ হয় না, সাংখ্য দর্শনের এই মত ক্রমবিকাশবাদের সম্বাদী। সাংখ্য দর্শন 'প্রকৃতি' বলিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে গ্রহণ করিয়াছেন। সত্ত্বগুণ প্রকাশ-সমর্থ, রজোগুণ প্রবৃত্তি বা পরিচালনসমর্থ এবং তমোগুণ নিয়মন বা প্রতিবন্ধসমর্থ। গুণত্রয় অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তিক, অন্যোন্যজননবৃত্তিক, এবং অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক। বিজ্ঞান বলিয়াছেন, প্রত্যেক ভৌতিকবস্তু (Material substance) প্রবৃত্তি বা ক্রিয়াশক্তি, গতি, প্রবৃত্তি বা ক্রিয়াশ্রয়তা ও জড়ত্ব (Active power, passivity & inertia) এই ত্রিবিধ ধর্ম্মবিশিষ্ট। ভূত ও ভৌতিকশক্তি বলিতে বৈজ্ঞানিকগণ যে, ত্রিগুণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, "মানবতত্ত্ব" এবং "ভূত ও শক্তি" নামক গ্রন্থে আমরা তাহার একটু আভাস দিয়াছি। অতএব সাংখ্য দর্শন ব্যাখ্যাত ভূত ও শক্তিতত্ত্ব যে, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান আলম্বন, তাহা বলা যাইতে পারে। তবে এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, ত্রিগুণতত্ত্বের সাংখ্য-ব্যাখ্যাত রূপের প্রতিকৃতি বিজ্ঞানের নেত্রে আজিও পূর্ণভাবে পতিত হয় নাই। সাংখ্য-ব্যাখ্যাত ত্রিগুণতত্ত্বের রূপ যখন বিজ্ঞাননেত্রে পূর্ণভাবে পতিত হইবে, তখন মনঃ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ব্যাহ্যার্থ ইত্যাদি পদার্থ বিষয়ক বিবাদ অনেকতঃ মিটিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। সাংখ্যদর্শনের (অথবা বলিতে পারি, শ্রুতির উপদেশ, কারণ, সাংখ্যদর্শন শ্রুতিরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন) উপদেশ, চিত্ত বা মনঃ সত্ত্বগুণপ্রধান প্রকৃতির পরিণাম। বেদান্তদর্শনের অন্নময়কোষ, প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ এবং আনন্দময়কোষ, এই পঞ্চকোষের স্বরূপ চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, অন্নময়াদি কোষপঞ্চক সত্ত্বাদি গুণত্রয়েরই বিশেষ-বিশেষ পরিণাম। "অন্নময়কোষ বা স্থূলশরীর তামস--তমোগুণপ্রধান প্রকৃতির কার্য্য, এই নিমিত্ত ইহা জাড্যবহুল—ইহার জড়ত্বধর্ম্ম অধিক। প্রাণময়কোষ রজোগুণবহুল—রাজস; রাজস বলিয়া, ইহা আধিক্যতঃ প্রবৃত্তি বা ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট। মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ ও আনন্দময়কোষ, ইহারা সত্ত্বগুণ প্রধান—সাত্ত্বিক। মনোময়াদি কোষত্রয় সাত্ত্বিক বটে, তথাপি তিনটীই সমভাবে সাত্ত্বিক নহে, সমভাবে সাত্ত্বিক হইলে, ইহাদের ভেদ হইবে কেন? তমোমিশ্র সত্ত্বগুণ মনোময়কোষের কারণ; রজোমিশ্র সত্ত্বগুণ বিজ্ঞানময়কোষের কারণ, এবং শুদ্ধ সত্ত্বগুণ আনন্দময়কোষের কারণ। মনোময়কোষ প্রাণময়কোষের অভ্যন্তর—আত্মচৈতন্যের অপেক্ষাকৃত প্রত্যাসন্ন—নিকটবর্ত্তী বলিয়া, ইহাতে সর্ব্বান্তর আত্মচৈতন্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। স্থূলদর্শী এইজন্য মনোময়কোষকেই 'আত্মা' বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়।

ক্রিয়াশক্তির যেরূপ আপাদমস্তক ব্যাপ্তি উপলব্ধ হয়, জ্ঞান-শক্তিরও সেইরূপ আপাদমস্তক ব্যাপ্তি উপলব্ধ হইয়া থাকে। সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় মনোময়কোষের অর্ন্তভূত।" *

পাশ্চাত্য নরশরীরবিজ্ঞান (Human physiology) ও মনোবিজ্ঞান (Psychology) মস্তিষ্ককেই (Brain) জ্ঞানশক্তির একমাত্র আধার বলিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রুত্যাদি শাস্ত্রের উপদেশ, মস্তিষ্কই জ্ঞানশক্তির একমাত্র আবাসস্থান নহে। মস্তিষ্কই যে, জ্ঞানশক্তির একমাত্র আধার নহে, হ্যামিল্টন্ ল্যাড্, রিচ্মণ্ড প্রভৃতি পণ্ডিতগণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্যারণ্য মুনি বলিয়াছেন, 'এক জ্ঞানশক্তিরই ত্রিগুণ-তারতম্যবশতঃ করণশক্তি, কর্ত্তৃশক্তি ও ভোগশক্তি, এই ত্রিবিধ ভেদ হইয়াছে।' পাশ্চাত্যদর্শন মনোময় কোষকেই 'মাইণ্ড্' (Mind), এই শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন।

দ্রষ্টা ও দৃশ্য বা ভোক্তা ও ভোগ্য (Subject and Object, or Mind and Matter), এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ লইয়া দার্শনিকগণ অনেক বিচার করিয়াছেন। দ্বৈতবাদ এই পদার্থদ্বয়কে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়াছেন, দ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে এই উভয়ই সৎপদার্থ। বিজ্ঞানৈকত্ববাদের সিদ্ধান্ত (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), দ্রষ্টা বা ভোক্তাই (Subject) সৎ, দৃশ্য বা ভোগ্যের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। জড়ৈকত্ববাদের মত দ্রষ্টা ও দৃশ্য, এই দুইটী যদিও পৃথকসত্তাক, ভিন্নজাতীয় পদার্থরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহা বস্তুতঃ এক জড়শক্তিরই পরিণাম।

মৈত্র্যুপনিষৎ ভোক্তৃ ও ভোগ্যের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করা যাউক। মৈত্র্যুপনিষৎ ভোক্তৃ ও ভোগ্যের স্বরূপপ্রদর্শনার্থ যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে, বহুবিধ সংশয় নিরস্ত হইবে।

মৈত্র্যুপনিষৎ বলিয়াছেন, 'প্রকৃতি, জগদ্বীজ, অব্যাকৃত, ইত্যাদি শব্দবাচ্য প্রধানই ভোগ্য (Object), এবং এই প্রধানের যিনি অন্তঃস্থ, যিনি প্রধান বা প্রকৃতির অন্তরে ইহার সত্তাপ্রদরূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই চেতন পুরুষই ভোক্তা।' "প্রধান ও তৎকার্য্য (ত্রিগুণবিকার), এই সকলই ভোগ্য (Object)," এস্থলে 'ত্রিগুণবিকার' বলিতে শ্রুতি কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন?

মৈত্র্যুপনিষৎ স্বয়ংই এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। যাহা প্রাকৃত—প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, যাহা প্রকৃতির কার্য্য, তাহা ভোগ্য। প্রকৃতিই যখন ভোগ্য, তখন যাহারা প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন, যাহারা প্রকৃতির কার্য্য, তাহারাও যে, ভোগ্য হইবে,

* তৈত্তিরীয়োপনিষদের বিদ্যারণ্যমুনিকৃত দীপিকা দ্রষ্টব্য।

তাহা সুখবোধ্য। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের ভেদ হইতে যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ কত ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে? মৈত্র্যপনিষৎ বলিয়াছেন, মহদাদি (মহৎ হইয়াছে, আদি যাহাদের) বিশেষান্ত (বিশেষবিকার শব্দবাচ্য পৃথিব্যাদি মহাভূতসমুহ হইয়াছে, অন্ত যাহার) পদার্থনিচয়ই প্রকৃতির বিকার বা কার্য্য। মহদাদি বিশেষান্ত পদার্থসমূহ যে, ত্রিগুণভেদের পরিণাম, তাহা শুনিলাম, কিন্তু জ্ঞাতব্য হইতেছে, মহদাদি বিশেষান্ত পদার্থসমূহ বলিতে, কোন্ কোন্ পদার্থকে গ্রহণ করা যাইবে? অপিচ 'মহৎ' পদার্থেরই বা স্বরূপ কি?

পাতঞ্জলদর্শন 'বিশেষ,' 'অবিশেষ', 'লিঙ্গমাত্র,' ও 'অলিঙ্গ' সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের এই চারিটী পর্ব্বের—অবস্থাবিশেষের বর্ণন করিয়াছেন। একাদশ ইন্দ্রিয় (চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং উভয়াত্মক মনঃ) ও আকাশাদি পঞ্চভূত, এই ষোড়শ (১৬) পদার্থকে উক্ত দর্শনে 'বিশেষ' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে; পঞ্চতন্মাত্র (সূক্ষ্মভূত), ও অহংকার, এই ছয়টীকে 'অবিশেষ' এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে, মহত্তত্ত্ব 'লিঙ্গ মাত্র' এই নামে, এবং প্রকৃতি—প্রধান (গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা) 'আলিঙ্গ' এই আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছে। * মৈত্র্যপনিষৎ 'মহদাদিবিশেষান্ত', এই শব্দদ্বারা মহত্তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চ স্থূলভূত, এই ত্রয়োবিংশতি (২৩) তত্ত্বকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব ত্রিগুণভেদে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'মহত্তত্ত্ব' প্রকৃতির আদ্যবিকার। 'মহত্তত্ত্ব' জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, এই শক্তিদ্বয়ের সম্মূর্চ্ছিত (মিলিত) রূপ। মহদাদি বিশেষান্ত এই ত্রয়োবিংশতি ত্রিগুণভেদের পরিণামকে ভোগ্য বলাতেই, অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ, ইহারাও যে, ভোগ, তাহা বলা হইয়াছে। শ্রুতি ভোগ্যকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত, এই দুইভগে বিভক্ত করিয়াছেন। 'প্রকৃতি' 'অব্যক্ত ভোগ্য', এবং মহদাদি বিশেষান্ত 'ব্যক্ত ভোগ্য'। ব্যক্ত ভোগ্যপদার্থ সমূহের মধ্যে বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি পুরুষের (ভোক্তার) ভোগকরণ, শব্দাদি বিষয় সমূহ কর্ম্ম। করণকে কর্ত্তা মনে করিয়া, অনেকে ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। মৈত্র্যপনিষৎ, বাক্, পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বচন, আদান, গমনাদি এবং প্রাণন, অপানন ইত্যাদি কর্ম্মসমূহকে মুখ্য প্রাণেরই কর্ম্ম বলিয়াছেন। নরশরীরবিজ্ঞান প্রাণশক্তির ক্রিয়াবিশেষকেই 'প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া' (Reflex action) বলিয়া থাকেন। অধ্যাপক ল্যাণ্ডোই (Dr. LANDOIS) প্রত্যাবৃত্তক্রিয়াকেই (১) বাহ্য বা ত্বগুৎপন্ন (Superficial), (২) গভীর বা কণ্ডরা-সমুৎপন্ন (Deep or tendon), এবং (৩) যান্ত্রিক (Organic), এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। শ্বাসক্রিয়া,

* "বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি।"—পাতঞ্জলদর্শন।

শোণিত-সঞ্চালন, ক্ষতসংরোহণ, পরিপাক ইত্যাদি প্রাণনব্যাপার সমূহ 'যান্ত্রিক' প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া। তাই বলিতেছি, নরশরীরবিজ্ঞান প্রাণশক্তির ক্রিয়াবিশেষকেই 'প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া' (Reflex action) বলিয়া থাকেন।

'ভোক্তৃ' ও 'ভোগ্য', এই পদার্থদ্বয়ের ইতরব্যাবর্ত্তক লক্ষণ কি? যাহা ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং যাহা অচেতন, তাহা ভোগ্য, এবং যাহা নির্গুণ, যাহা নির্ব্বিকার, যাহা আত্মা, যাহা চৈতন্য, তাহা ভোক্তা। অন্তঃকরণগত—অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বরূপে পতিত চিদাভাস, অবিবেকবশতঃ ভোক্তৃরূপে প্রতীয়মান হইলেও, স্বভাবতঃ ভোক্তা নহে। *

শাস্ত্র ভোক্তৃ ও ভোগ্য (Subject and Object), এই পদার্থদ্বয়ের ইতরব্যাবর্ত্তক লক্ষণ বলিতে যাইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিলে, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের, জড়ৈকত্ববাদ ও বিজ্ঞানৈকত্ববাদের বিবাদভঞ্জন হইবে, শাস্ত্রচরণে শতসহস্রবার প্রণত হইতে হইবে, সত্যজ্ঞানলিপ্সুর হৃদয় বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে। শ্রুতির উপদেশ, যাহা অপরিচ্ছিন্ন, যাহা একাধিক পদার্থের সংহতি নহে, সুতরাং যাহা কূটস্থনিত্য—অপরিণামী, তাহাই ভোক্তা বা দ্রষ্টা, যাহা একাধিক পদার্থের সংহতি, যাহা পরিণামী—নিয়ত চঞ্চল, তাহা কখন ভোক্তা বা জ্ঞাতা হইতে পারে না। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অতএব একাধিক পদার্থের সমূহ, সুতরাং প্রকৃতি অচেতনা। চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মস্তিষ্কে অবিকারাত্মক ও বিকারাত্মক, শক্তির এই দ্বিবিধরূপ প্রতিভাত হইয়াছে. তাঁহার বুদ্ধিতে সর্ব্বকার্য্যের কারণরূপে যে নিত্যপদার্থ পতিত হইয়াছে, তৎপদার্থকে তিনি আদ্যন্ত রহিত, অপরিচ্ছিন্নসত্তা বলিয়াই অনুমান করিয়াছেন, তথাপি তিনি জড়ৈকত্ববাদী হইলেন কেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না, ভোক্তৃ ও ভোগ্য, এই পদার্থদ্বয়ের ইতরব্যাবর্ত্তক লক্ষণ তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল না কেন, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। বিষয়ভোগাসক্ত চিত্তে, অপরিচ্ছিন্নের রূপও যে, পরিচ্ছিন্নভাবে পতিত হইয়া থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। পণ্ডিত স্পেন্সার আদ্যন্ত শূন্য, অপরিচ্ছিন্ন সত্তার নাম গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাদৃশ পদার্থের প্রকৃতরূপ দর্শন করিতে পারেন নাই। আদ্যন্ত শূন্য, অপরিচ্ছিন্ন সত্তা বা কূটস্থ নিত্যপদার্থ, চিন্ময়পুরুষ ভিন্ন যে, অন্য কিছু হইতে পারে না, পণ্ডিত স্পেন্সারের তাহা যথাযথভাবে উপলব্ধি হয় নাই।

---

* "প্রাকৃতমন্নং ত্রিগুণভেদপরিণামত্বান্মহদাদ্যং বিশেষান্তং লিঙ্গম্।"—মৈত্র্যুপনিষৎ।
"অনেনৈব চতুর্দ্দশবিধস্য মার্গস্য ব্যাখ্যা কৃতা ভবতি।"—মৈত্র্যুপনিষৎ

পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, চিত্ত দ্রষ্টা (পুরুষ) ও দৃশ্য (শব্দাদি বিষয় ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ), এই উভয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া, সকল বিষয়ের প্রকাশক হয়।* এই পাতঞ্জলসূত্রের ভাষ্য করিবার সময়ে ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, চিত্ত (মনঃ) মন্তব্য (জ্ঞেয়—object) পদার্থে উপরক্ত—মন্তব্যপদার্থের আকারে আকারিত হয়, অপিচ ইহা (স্বয়ং বিষয় বা দৃশ্য বলিয়া) বিষয়ী বা আত্মার সহিত স্বীয় বৃত্তিসহকারে অভিসম্বদ্ধ হইয়া থাকে। চিত্ত বিষয় ও বিষয়ী, এই উভয়ের সহিত সম্বদ্ধ হয় বলিয়া, উভয়রূপেই ভাসমান হইয়া থাকে, বিষয়াত্মক (পুরুষ বা আত্মার দৃশ্য) হইয়াও, অবিষয়াত্মকরূপে, স্বয়ং দ্রষ্টৃ বা ভোক্তৃ (Subject) ভাবে, অচেতন হইয়াও, চেতনরূপে প্রতিভাত হয়, প্রতিবিম্বগ্রাহী স্ফটিকের ন্যায় সর্ব্বপদার্থের অবভাসক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। চিত্ত আত্মার সমানাকার ধারণ করে বলিয়া, কেহ কেহ ভ্রান্তিবশতঃ চিত্তকেই চেতন বলেন, চিত্তের অতিরিক্ত 'আত্ম'-নামক পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া থাকেন; আবার কেহ কেহ 'চিত্তই একমাত্র সৎ, দৃশ্যমান বস্তুজাত চিত্ত-ব্যতিরিক্ত নহে, চেতনাচেতন জগৎ বিজ্ঞান-বিজৃম্ভণ, এইরূপ মতাবলম্বী হয়েন।

ভগবান্ বেদব্যাসের এই সকল অমূল্য উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিলে, জড়বাদ ও বিজ্ঞানবাদের আবির্ভাব রহস্যের উদ্ভেদ হইবে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যে, চিত্তব্যতিরিক্ত 'আত্ম' নামক পদার্থের রূপ স্পষ্টতঃ দেখিতে পান নাই, আমাদের ইহাই ধারণা। চিত্তব্যতিরিক্ত 'আত্ম'-নামক পদার্থের রূপ স্পষ্টতঃ দেখিতে হইলে, সমাধিনেত্রকে উন্মীলিত করিতে হইবে, চিত্তব্যতিরিক্ত 'আত্ম'-নামক পদার্থের রূপ স্থূলপ্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, অনুমান-নেত্রদ্বারাও ইহাকে যথাযথভাবে নিরীক্ষণ করা সম্ভব নহে।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ, ইহাদিগকে জড়শক্তির কার্য্য বলিয়াছেন। শ্রুতি এবং সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শনও ইহাদিগকে ত্রিগুণকার্য্য বলিয়াছেন। অতএব জ্ঞাতব্য হইতেছে, পণ্ডিত স্পেন্‌সারের সহিত এই বিষয়ে শ্রুত্যাদি শাস্ত্রের কি মতৈক্য আছে? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার যদি জড় ও চৈতন্য, এই পদার্থদ্বয়ের শ্রুত্যাদি শাস্ত্রবর্ণিত রূপ যথাযথভাবে অবলোকন করিতে পারগ হইতেন, যাহা পরিণামী, — বিকারাত্মক, যাহা সংহত, সুতরাং যাহা পরপ্রকাশ্য, তাহা জড়, এবং যাহা কূটস্থনিত্য—অপরিণামী, অবিকারী, তাহা চৈতন্য, যদি তিনি জড় ও চৈতন্যের এই বৈধর্ম্ম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, মনঃ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ইহারা জড়শক্তির কার্য্য বা ত্রিগুণ পরিণাম হইলেও, গুণত্রয়ের তারতম্য-নিবন্ধন পরস্পর ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত

---

* "দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্।" — পাং, দং।

হইয়াছে, এই শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে যদি তিনি ক্ষমবান্ হইতেন, তাহা হইলে, বলিতে পারা যাইত, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসারের সহিত শাস্ত্রের উক্ত বিষয়ে মতের একতা আছে।

সাংখ্য দর্শন প্রকৃতিকে সর্ব্ববিধ পরিণামসাধিকা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু চৈতন্যকে ভৌতিকদেহের (স্নায়ু প্রভৃতির) ধর্ম্ম বলেন নাই, চৈতন্য যদি দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে, মরণ ও সুষুপ্তি প্রভৃতির অভাব হইত, কারণ, দেহের অচেতনাতাই মরণাদি বিকার; স্বভাব যাবদ্‌দ্রব্যভাবী, যতদিন দ্রব্য থাকে, ততদিন তাহার স্বভাবের নাশ হয় না, দ্রব্যের নাশে স্বভাবও বিনষ্ট হইয়া থাকে। দেহ বিদ্যমান থাকিলেও যখন মরণাদি বিকার হইতেছে, তখন চৈতন্যকে দেহের স্বভাব বলা যাইতে পারে না। * চৈতন্য যে, শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, তৎপ্রতিপাদনার্থ মহর্ষি গোতমও অবিকল এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। রূপাদি শরীরের স্বাভাবিক গুণ; শরীর কদাচ রূপাদি বিহীন হয় না, কিন্তু চেতনাহীন হইয়া থাকে। † অতএব চৈতন্য জড়দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম,' এইরূপ সিদ্ধান্ত শাস্ত্র ও যুক্তিবিরুদ্ধ।

জড় বা অচেতন প্রকৃতি যে, বিবিধ পরিণাম সাধন করে, তাহার কারণ কি? ক্রমবিকাশবাদিগণ ইহার উত্তরে বলিয়া থাকেন, পরিণাম-সাধন প্রকৃতির স্বভাব বা প্রয়োজন। প্রকৃতি কদাচিৎ প্রবৃত্তিস্বভাবা, কদাচিৎ নিবৃত্তিস্বভাবা হয়েন কেন? অচেতন প্রকৃতি যে, সৃষ্টি ও লয় (Evolution & Dissolution), এই দ্বিবিধ বিপরীত কার্য্য সম্পাদন করে, তাহার হেতু কি? ক্রমবিকাশবাদিগণ ইহার যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহার নিগলিতার্থ হইতেছে, প্রকৃতির তাহা করাই স্বভাব। সাংখ্যদর্শনও বলিয়াছেন, দুগ্ধ যে প্রকার পুরুষপ্রযত্ন নিরপেক্ষ হইয়া, দধিরূপে পরিণত হইয়া থাকে, জল যে প্রকার স্বতই নিম্নাভিমুখে প্রধাবিত হয়, বসন্ত ঋতুর পর গ্রীষ্মঋতু, গ্রীষ্মের পর বর্ষা যেমন আপনা হইতেই আগমন করে, প্রভুভক্ত ভৃত্য যে প্রকার স্বভাব বা সংস্কার বশতঃ স্বীয় ভোগাভিপ্রায় ব্যতিরেকে নিয়ত স্বামীর সেবাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সেই প্রকার প্রকৃতি অন্যের প্রেরণা ব্যতিরেকে, স্বভাবতঃ বিনা ভোগকামনায় বিবিধ পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন। অনাদি কর্ম্মসংস্কারকেও (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) সাংখ্য-দর্শন প্রকৃতির পরিণাম-প্রবৃত্তির কারণ বলিয়াছেন। প্রকৃতি যে, স্বভাবতঃ পরিণাম সাধন করেন, তাহা বুঝিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে প্রকৃতির এইরূপ পরিণাম সাধনের কোন প্রয়োজন আছে, অথবা ইনি নিষ্প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া থাকেন? সাংখ্যদর্শন

---

* "প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ।"— সাং, দং, ৩।২১।

† "যাবচ্ছরীরভাবিত্বাদ্রূপাদীনাম্।"— ন্যায়দর্শন।

এতদুত্তরে বলিয়াছেন, প্রধান বা প্রকৃতি স্বতঃই সৃষ্টি করেন বটে, কিন্তু ইহার সৃষ্টি নিষ্প্রয়োজন নহে, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ বা মুক্তি, ইহাঁর জগৎ সর্জ্জনের প্রয়োজন। *

বেদ বলিয়াছেন, প্রকৃতি—চিদাত্মার অধীন, প্রকৃতি পরতন্ত্রা, স্বতন্ত্রা নহেন; প্রকৃতি পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, বিষমত্ব প্রাপ্ত হয়েন, পরমেশ্বরই প্রকৃতির ক্ষোভক।

অতএব প্রশ্ন হইবে, সাংখ্যদর্শন কি, শ্রুতির বিরোধী নহেন? সাংখ্যদর্শন কি, জড়ৈকত্ববাদিগণের ন্যায় জড়প্রকৃতিকেই সর্ব্বেসর্ব্বা বলেন নাই?

সাংখ্যদর্শন সর্ব্বজ্ঞানশক্তিমৎ সর্ব্বক্রিয়াশক্তিমৎ পুরুষসামান্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, অয়স্কান্তের (Magnet) সন্নিধিমাত্রে লৌহের যে প্রকার প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রকার সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষের সন্নিধিমাত্রে প্রকৃতির হইয়া থাকে, এই কথা বলিয়াছেন, অতএব সাংখ্যদর্শনের আধুনিক ক্রমবিকাশবাদিগণের সহিত সর্ব্বাংশে সাম্য নাই, সাংখ্যদর্শন শ্রুতিবিরোধীও নহেন। * সাংখ্যদর্শন একবার বলিয়াছেন, প্রকৃতি পুরুষপ্রযত্ন ব্যতিরেকে, স্বয়ংই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্বসিদ্ধ হয় না অন্যবার বলিয়াছেন, প্রকৃতি ঈশ্বরের প্রেরণানুসারে জগৎ সৃষ্টি করেন, ইহাতে সাংখ্যদর্শনকে কি স্ববচন-বিরোধরূপ দোষযুক্ত হইতে হয় নাই?

সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, অয়স্কান্তবৎ সান্নিধ্যমাত্রদ্বারা ঈশ্বরের প্রেরকত্ব সিদ্ধ হয়, শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে এইরূপ ঈশ্বরই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, কুম্ভকার যে প্রকার ঘট নির্ম্মাণ করে, ঈশ্বর সেইরূপে জগৎ নির্ম্মাণ করেন, অথবা ঈশ্বর স্বীয় ইচ্ছায় বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহাদের মতের প্রত্যাখ্যান করিবার উদ্দেশ্যেই, আমি নিত্য ঈশ্বরের প্রতিষেধ করিয়াছি। সাংখ্যদর্শনের এইরূপ উপদেশের অভিপ্রায় কি?

"প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করেন, মহদাদিরূপে জগদাকারে পরিণত হয়েন' এতদ্বাক্য শ্রবণানন্তর শ্রোতার জিজ্ঞাস্য হইবে, প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? প্রকৃতি নিষ্প্রয়োজন জগৎ সৃষ্টি করেন, যদি এই কথা বলা হয়, তাহা হইলে,

---

* "প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থা স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ।"— সাং, দং, ৩।৫৮।

"কর্ম্মবদ্দৃষ্টের্ব্বা কালাদেঃ।"— সাং, দং, ৩।৬০।

* "স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা।"— সাং, দং, ৩।৫৬।

"ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা।"— সাং, দং, ৩।৪৭।

মুক্তেরও বন্ধন-বিশিষ্ট হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। অপিচ বিনা প্রয়োজনে কখন কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না, অতএব প্রকৃতি নিষ্প্রয়োজন জগৎ সৃষ্টি করেন, ইহা কখন সম্ভব হয় না। সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ বা মোক্ষের জন্য প্রধানের (প্রকৃতির) জগৎ সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। পাতঞ্জল দর্শনও দৃশ্যের (Object) স্বরূপ প্রদর্শন করিবার সময়ে বলিয়াছেন, প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ এবং স্থিতিশীল তমঃ, এই গুণত্রয়ই দৃশ্য, ভূত ও ইন্দ্রিয়রূপে (তমোগুণের প্রাধান্যে স্থূলসূক্ষ্ম ভূতের, এবং সত্ত্বগুণের আধিক্যে ইন্দ্রিয়ের) সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরিণাম হইয়া থাকে, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গই দৃশ্য সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রয়োজন। * ভোগ (সুখ দুঃখের—ইষ্টানিষ্টের সাক্ষাৎকার) ও মোক্ষ, এই দুইটী ভিন্ন সৃষ্টির যে, অন্য কোন প্রয়োজন নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু কথা হইতেছে, অচেতন প্রকৃতির, 'আমার ইহা কর্ত্তব্য', এবম্প্রকার বোধ থাকা কি সম্ভব? প্রকৃতি যদিও জড়,—অচেতন, তথাপি পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ সচেতনবৎ হইয়া থাকেন।

মহর্ষি কপিল 'ঈশ্বর প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ না হওয়ায়, ("ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।"—সাং, দং ১।৯২), এইরূপ কথা বলিয়াছেন কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরের প্রকৃতরূপ দেখাইবার জন্য, 'ঈশ্বর' নামক পদার্থ সম্বন্ধীয় অপূর্ণ বা ভ্রান্তজ্ঞানের প্রোৎসারণার্থ ঈশ্বর-সিদ্ধির প্রতিকূলে মহর্ষি কপিল বহু তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। লৌকিক প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান বা তর্কদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ না হইলেও, বালকোচিত বিচারদ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি অসম্ভব হইলেও যে, কোন দোষ হয় না, মহর্ষি কপিল তাহা বুঝাইয়াছেন। সাংখ্যদর্শনের 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব লৌকিক প্রত্যক্ষাদিদ্বারা সপ্রমাণ না হওয়ায়' ইত্যাদি উপদেশের প্রকৃতি তাৎপর্য্য কি, তাহা বিশেষরূপে চিন্তা না করিয়া, অনেকে কপিলকে নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক বলিয়া থাকেন। 'ঈশ্বরের সিদ্ধি না হওয়ায়' (ঈশ্বরা সিদ্ধেঃ।), ইহা একটী অসম্পূর্ণবাক্য; লোকে স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে 'ঈশ্বরের সিদ্ধি না হওয়ায়,' এই বাক্যটীকে 'ঈশ্বরের সিদ্ধি না হওয়ায় ঈশ্বর নাই', এইরূপে সম্পূর্ণ করিয়া লয়েন, এবং এই নিমিত্ত কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষেধ করিয়াছেন, এবম্প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। 'ঈশ্বর নাই', ইহা বলাই যদি মহর্ষি কপিলের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে, তিনি স্পষ্টতঃ 'ঈশ্বরের অভাববশতঃ (ঈশ্বরাভাবাৎ') এই কথাই বলিতেন। লোকে 'ঈশ্বর' বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকেন, তাহা শ্রুতি প্রতিপাদিত ঈশ্বরের স্বরূপ নহে, তাদৃশ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন সাধারণদৃষ্টিতে সুখসাধ্য হইলেও, সত্যানুসন্ধিৎসু সূক্ষ্মবিচারশীল

* "প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্"— পাং, দং।

পুরুষের দৃষ্টিতে সুসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। 'ঈশ্বর আছেন,' এইরূপ বিশ্বাস বহু অসভ্য বর্ব্বরের হৃদয়েও বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহারা যে, ঈশ্বরের স্বরূপ দেখে নাই, তাহা নিশ্চিত, 'ঈশ্বর আছেন' অসভ্য বর্ব্বরদিগের এই সহজ বিশ্বাস যে, মুক্তির কারণ নহে, তাহা বলা বাহুল্য। 'ঈশ্বর' বলিতে লোকে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকেন, তাদৃশ ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে, লৌকিক তর্ক দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তাহা দেখাইবার জন্য মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরকে তোমরা মুক্তপুরুষ বলিবে, কি বদ্ধপুরুষ বলিবে'? হয় তাঁহাকে ক্লেশাদিমুক্ত বলিতে হইবে, না হয়, ক্লেশাদিবদ্ধ বলিতে হইবে, কারণ, মুক্ত ও বদ্ধ, এই দ্বিবিধ পুরুষ ব্যতীত পুরুষান্তরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না। ঈশ্বরকে যদি মুক্ত বল, তবে অভিমান, রাগাদির অভাববশতঃ তাঁহার বিশ্বজগতের স্রষ্টৃত্ব অসিদ্ধ হইবে। অভিমান—রাগাদি থাকিলে, মুক্তি হয় না, আবার ইহাদের অভাবেও স্রষ্টৃত্ব অসম্ভব হয়। বদ্ধের যে, জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভবপর নহে, তাহা বলা বাহুল্য। ঈশ্বর-প্রতিপাদক শ্রুতিবচন সমূহ কি তাহা হইলে মিথ্যা? না, শ্রুতিবচন কি মিথ্যা হইতে পারে? ঈশ্বর-প্রতিপাদক শ্রুতি সকলের তবে কিরূপে উপপত্তি হইবে?

শ্রুতিতে 'ঈশ্বর' শব্দ আত্মসামান্য—শুদ্ধ চিন্ময় নির্গুণ ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষ বিশেষ, এই দ্বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রুতি যেস্থলে ঈশ্বরের সংকল্পপূর্ব্বক স্রষ্টৃত্বাদি প্রতিপাদন করিয়াছেন, তৎস্থলে, উপাসনার জন্য ব্রহ্মাদিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। শ্রুতি বহুস্থলে তো ঈশ্বরকে প্রকৃত্যাদি অখিল পদার্থের অধিষ্ঠাতারূপে বর্ণন করিয়াছেন। যাঁহার সংকল্পাদিদ্বারা কোন পদার্থের কোনরূপ পরিণাম হয়, লোকে তাঁহাকেই তৎপদার্থের অধিষ্ঠাতা বলিয়া থাকে, অতএব সংকল্পবিহীন নির্গুণ ব্রহ্মের যথোক্ত-লক্ষণ অধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধ হইবে কিরূপে? মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, নির্গুণ ব্রহ্মের সংকল্পপূর্ব্বক স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় না, বলিয়াই তো আমি এই মতের প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক অয়স্কান্তবৎ (চুম্বকের সন্নিধিই যেমন লৌহের প্রেরক, চুম্বক যেমন সংকল্পপূবর্বক লৌহকে প্রেরণ করে না) প্রেরকত্ব অঙ্গীকার করিয়াছি। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'আমি বহু হইব', এইরূপ সংকল্পপূর্ব্বক ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়েন ("তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়"), এই শ্রুত্যুপদেশের তাহা হইলে, কিরূপে উপপত্তি হইবে? সাংখ্যাচার্য্যগণ ইহার দুই প্রকার উপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ১ম। কুল পতিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে, উক্ত প্রকার শ্রুতিবচন এইরূপ প্রকৃতি-বিষয়ক ইহা গৌণ বা ঔপচারিক বুঝিতে হইবে। ২য়। অথবা এতাদৃশ শ্রুতিবাক্য বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টিপ্রতিপাদক, অবুদ্ধিপূর্ব্বক আদিসর্গ প্রতিপাদক নহে। বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ সৃষ্টির স্বরূপ

কি? যে সকল কর্ম্ম সংকল্পমূলক, তাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক, এবং যাহারা তদ্বিপরীত, তাহা অবুদ্ধিপূর্ব্বক। 'এই পদার্থদ্বারা এইরূপ কার্য্য সিদ্ধ হইবে', এতাদৃশী বুদ্ধিই 'সংকল্প' এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানে, কর্ত্তা প্রথমে পদার্থের সন্দর্শন—স্বরূপাবধারণ করেন, যে পদার্থ যেরূপ কার্য্য সম্পাদন করিবে, যাহার যেরূপ কার্য্যনিস্পাদনের যোগ্যতা আছে, তাহা নিশ্চয় করেন। সন্দৃষ্ট—প্রমাণদ্বারা প্রমিত বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ, যদি তাঁহার ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিত হয়, তবে তিনি তাহা প্রার্থনা করেন, তৎপরে প্রার্থিত পদার্থ যে উপায়ে সমাধিগত হইবে, তাহা স্থির করেন, তদনন্তর কর্ম্মারম্ভ হয়। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের ইহাই স্বরূপ। সন্দর্শন—পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ, প্রার্থনা ও অধ্যবসায়, এই ত্রিবিধ মানসব্যাপার সর্ব্বপ্রকার বাহ্যক্রিয়া-প্রবৃত্তির মূল বা আদ্যপর্ব্ব—আদ্যাবস্থা। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের (Voluntary action) স্বরূপ প্রদর্শন করিতে যাইয়া, অধ্যাপক সালী যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিবেন। অধ্যবসায় বা ইচ্ছাকে (The rise of some desire in the mind) তিনি বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আদ্যাবস্থা (Initial stage), সমীহা, চেষ্টা বা আরম্ভকে দ্বিতীয়াবস্থা এবং, ক্রিয়াকে অন্ত্যাবস্থা বলিয়াছেন। একটু চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, অধ্যবসায়, সমীহা বা চেষ্টা, এবং ক্রিয়া, ইহারা এক শক্তিরই স্থান ও অবস্থাভেদে ভিন্ন-ভিন্ন সংজ্ঞামাত্র, ইহারা স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে। ইচ্ছা শক্তির অন্ত্যাবস্থাই 'কর্ম্ম' নামে পরিচিত পদার্থ (The last stage of the volition is known as the act)। যে সকল কর্ম্ম বুদ্ধিপূর্ব্বক নহে, তাহাদিগকে স্বয়ংসিদ্ধ (Automatic), প্রত্যাবৃত্ত (Reflex), সাহজিক বা যাদৃচ্ছিক (Spontaneous), ইত্যাদি নামে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। হৃদযন্ত্র, ফুস্‌ফুস্‌, বৃক্ক, যকৃৎ ইত্যাদি শারীরযন্ত্রসমূহের স্পন্দন অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের দৃষ্টান্ত। যাহাদিগকে স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম্ম বলা হয়, তাহাদিগের স্বরূপ চিন্তা করিলে, প্রতিপন্ন হইবে, স্বভাব বা সংস্কারই তাহাদের কারণ। আমরা ইচ্ছা করি, আর না করি, শ্বাসযন্ত্র স্বকার্য্য সাধন করে, পাকযন্ত্র পাককার্য্য নিস্পাদনে অমনোযোগী হয় না, হৃদযন্ত্রের অবিরাম নর্ত্তন স্থগিত হয় না। নিদ্রিতব্যক্তির পদতলে যদি কণ্ডূয়ন (Tickle) করা যায়, তাহা হইলে, নিদ্রিতাবস্থায় থাকিয়াই সে পদ সরাইয়া লয়। শ্বাসকার্য্যাদির নিষ্পত্তিতে যে, মনের প্রভুত্ব নাই, ইহারা যে, সংকল্পমূলক নহে, আপাতদৃষ্টিতে তাহাই বোধ হয়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, শ্বাসযন্ত্রাদি যে, এইরূপ কর্ম্ম করে, তাহার কারণ কি? বিজ্ঞান এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া থাকেন, শ্বাসযন্ত্রাদির এইরূপ কর্ম্ম করাই স্বভাব। শ্বাসযন্ত্র, পাকযন্ত্র বৃক্কযন্ত্র ইত্যাদি শারীরযন্ত্রসমূহ যে, এক অবিশেষ 'শেল্‌' (Cell) নামক পদার্থের কার্য্য, নরশরীরবিজ্ঞান তাহাই বলিয়াছেন,

অতএব প্রশ্ন হইতেছে, অখিলশারীর যন্ত্রের উপাদান যথোক্ত 'শেল্-নামক পদার্থে পৃথক্-পৃথগ্‌রূপ কার্য্য করিবার শক্তি পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান থাকে, ভিন্ন ভিন্নরূপ কর্ম্ম নিষ্পাদনের যোগ্যতা 'শেলস্' (Cells) সমূহের স্বভাব—আত্মনিষ্ঠধর্ম্ম, অথবা সন্নিবেশ ও সংখ্যাভেদ প্রভৃতি কারণ হইতে উহাদের পৃথক্ পৃথগ্‌রূপ কর্ম্ম করিবার যোগ্যতা উৎপন্ন হয়? যদি বলা যায়, সন্নিবেশ ও সংখ্যাভেদ প্রভৃতি কারণ হইতে উহাদের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ কার্য্য করিবার সামর্থ্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও, 'শেল্‌স' (Cells) সকল কি জন্য ভিন্ন-ভিন্নভাবে সন্নিবেশিত হয়, উহাদের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় সম্মূর্চ্ছিত হইবার হেতু কি? তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর এতাদৃশ জিজ্ঞাসাকে বিনিবৃত্ত করিবার প্রয়োজন হইবে। ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, ভিন্ন-ভিন্নরূপ কর্ম্মনিষ্পাদনের প্রয়োজনই শেল্‌স (Cells) সমূহকে ভিন্ন-ভিন্নভাবে সন্নিবেশিত করিয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, সমুদায় বস্তু কারণাত্মাতে অবস্থিত স্ব-স্ব পরিণামশক্তিদ্বারাই স্থূলরূপে পরিণত হইয়া থাকে, সংস্কারবতী প্রকৃতিই সৃজ্যপদার্থজাতের প্রধান সৃষ্টি কারণ, ঈশ্বর, বীজের অঙ্কুররূপে পরিণতিতে বৃষ্টিপাতের ন্যায়, পর্জন্যবৎ (সান্নিধ্যমাত্রদ্বারা) নিমিত্ত কারণ। * বীজের অঙ্কুররূপে পরিণতি অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, সন্দেহ নাই। অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের, বুঝিতে পারা গেল, সংস্কারবতী প্রকৃতি, কারণাত্মাতে অবিস্থতা পরিণামশক্তি এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্য—অয়স্কান্তবৎ সন্নিধিমাত্রদ্বারা চেতনের প্রেরকত্ব, এই দুইটিই কারণ। জড়ৈকত্ববাদিগণ চেতনের নিমিত্তত্ব—সন্নিধিমাত্রদ্বারা প্রেরকত্ব অঙ্গীকার করেন না। সাংখ্যদর্শন চেতনের নিমিত্তত্ব স্বীকার করিয়াছেন, পুরুষের সন্নিধান মাত্রদ্বারা প্রেরকত্ব মানিয়াছেন অতএব জড়ৈকত্ববাদিগণের সহিত সাংখ্যদর্শনের একতা নাই। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের সহিত অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের কি পার্থক্য অতঃপর তাহা চিন্তা করা যাউক।

বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের সহিত অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের পার্থক্য কি, তাহা অবগত হইতে হইলে, 'বুদ্ধি' কোন্ পদার্থ, অগ্রে তাহা স্থির করিতে হইবে।

সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, বুদ্ধি প্রকৃতির আদ্যবিকার মহত্তত্ত্বের অপরপর্য্যায়, নিশ্চয়াখ্য অধ্যবসায় ইহার সাধারণী বৃত্তি। অধ্যবসায় বুদ্ধির বৃত্তি—বুদ্ধির কার্য্য, তবে সাংখ্যদর্শন, @ 'অধ্যবসায়ই বুদ্ধি' ("অধ্যবসায়ো বুদ্ধি"), এই কথা বলিয়াছেন কেন? ধর্ম্মী হইতে ধর্ম্ম বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, সাংখ্যদর্শন এই জন্য 'অধ্যবসায়ই

---

* "নিমিত্তমাত্রমেবাসীৎ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি।
প্রধানকারণীভূতা যতোবৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ।।
নিমিত্তমাত্রং মুক্তৈকং নান্যৎ কিঞ্চিদবেক্ষতে।
নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠঃ স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম্।।"— বিষ্ণুপুরাণ, ১।৪।৫১ ও ৫২।

বুদ্ধি' এই কথা বলিয়াছেন। বুদ্ধিকে 'মহত্তত্ত্ব' বলা হইয়াছে কেন? যাহার বহুকার্য্য ব্যাপকত্ব আছে, যাহা মহৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট, সর্ব্বতোমুখী প্রভুতাবিশিষ্ট, লোকে তাহাকে 'মহান্' বলিয়া থাকেন। বুদ্ধি স্বেতর অখিল কার্য্যের ব্যাপক, বুদ্ধি মহৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট, এই নিমিত্ত বুদ্ধিকে মহত্তত্ত্ব বলা হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, 'ঋগ্বেদাদি' এই মহৎ বা হিরণ্যগর্ভ হইতে নিঃশ্বাসবৎ আবির্ভূত হইয়াছেন। ('অস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদ ইত্যাদি')। শতপথব্রাহ্মণ 'মহৎ' শব্দ দ্বারা এস্থলে মহত্তত্ত্বাধিষ্ঠিত চৈতন্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, পৃথিব্যাদি অচেতন পদার্থাভিমানি-চেতনকে বুঝাইতে বেদাদি শাস্ত্র 'পৃথিবী', 'জল' ইত্যাদি শব্দসমূহের ব্যবহার করিয়াছেন। অবাধিতদৃষ্টি, সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্রের এইরূপ করাই উচিত বটে, কিন্তু ইহার জন্য পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, উন্নতম্মন্য-পুরুষবৃন্দের সকাশ হইতে শাস্ত্রকে 'জড়োপাসক', 'অসভ্য' প্রভৃতি মধুরবচন শুনিতে হইয়াছে।

অধ্যবসায় যেমন মহত্তত্ত্বের ধর্ম্ম, সেইরূপ ধর্ম্ম, জ্ঞান বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, ইহারাও মহত্তত্ত্বেরই ধর্ম্ম বা কার্য্য, বুদ্ধিই ইহাদের উপাদান। ধর্ম্মাদিকে মহত্তত্ত্বের কার্য্য বলা হইয়াছে কেন? বুদ্ধি নিরতিশয় সত্ত্বগুণের কার্য্য, বুদ্ধি নিরতিশয় সত্ত্বগুণপ্রধান প্রকৃতির কার্য্য, ধর্ম্মাদিও সত্ত্বগুণের পরিণাম, অতএব ধর্ম্মাদিকে নিরতিশয় সত্ত্বগুণের কার্য্য, বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বের কার্য্য বলা হইয়াছে। অধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যসমূহে, পশ্বাদি এবং আসন্নচেতন জীবগণেও বুদ্ধির অংশ আছে, তবে ইহাদের অধর্ম্মের প্রাবল্য হইল কেন? মহত্তত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তিদ্বয়ের উপরাগবশতঃ ক্ষুদ্র ধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের (শক্তিহীনতা) কারণ হইয়া থাকে। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্র যে জন্য সকল পুরুষকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, এতদ্দ্বারা তাহা সুখবোধ্য হইবে। রজ ও তমঃ, এই গুণদ্বয়দ্বারা স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য আবৃত থাকাতেই, অন্যান্য উপাধির ঐশ্বর্য্য পরিচ্ছন্ন বা অপকৃষ্ট হইয়াছে।

বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বকে নিত্য ও অনিত্য, এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। কারণরূপ বুদ্ধি নিত্যা, কারণরূপ বুদ্ধি প্রকৃতিতে নিত্যভাবে বিদ্যমান থাকে, কার্য্যরূপ বুদ্ধি অনিত্যা, ইহার উৎপত্ত্যাদি পরিণাম হইয়া থাকে। মহত্তত্ত্ব হইতে অহংকারের পরিণাম বা উৎপত্তি হয়। অহংকার অন্তঃকরণদ্রব্য, অভিমান ইহার অসাধারণবৃত্তি—ইহার কার্য্য বা ধর্ম্ম। এক অন্তঃকরণই বীজ, অঙ্কুর ও বৃক্ষের ন্যায় বুদ্ধি, অহংকার ও মনঃ, এই অবস্থাত্রয়ভেদহেতু কার্য্য-কারণভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুরাণাদি শাস্ত্রে এইজন্যই, মহৎ, মনঃ, মতি, ব্রহ্মা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ঈশ্বর ইত্যাদিকে সমানার্থক বলিয়াছেন।

নিশ্চয়—অধ্যবসায় বুদ্ধির বৃত্তি; বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চিত পদার্থেই লোকের 'আমি' 'আমার', অহংকারের বৃত্তিরূপ এবম্প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অহংকার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক অহংকার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও উভয়াত্মক মনের, এবং তামস অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চসূক্ষ্মভূতের পরিণাম হয়।

বুদ্ধির যে লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া গেল, তাহাতে কর্ম্মমাত্রেই বুদ্ধিপূর্ব্বক, এই কথা বলা যায় না কি? যাহাদিগকে আমরা স্বাভাবিক বা স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম্ম বলি, তাহারও যে, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? যে সকল কর্ম্ম সাত্ত্বিক অহংকার হইতে উৎপন্ন, ইন্দ্রিয় ও মনের সাক্ষাৎ ক্রিয়াধীন, তাহাদিগকেই আমরা সচরাচর বুদ্ধিপূর্ব্বকক্রিয়া বলিয়া বুঝিয়া থাকি, এবং যে সকল কর্ম্ম তামস অহংকার দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, অথবা যাহারা সমষ্টি বা ব্যষ্টি মহত্তত্ত্ব কর্তৃক, তাহারই আমাদের সমীপে 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম' এই নামে লক্ষিত হইয়া থাকে।

সংস্কারের নূতনত্ব-পুরাতনত্ব বা সাদিত্ব-অনাদিত্বও কর্ম্মকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিবার হেত্বন্তর। জীববৃন্দ যে স্ব-স্ব জাত্যুচিত সংস্কারবশে কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম বলা হয়। জীববৃন্দ যে, বিনা শিক্ষায় স্বভাবতঃ—জাতমাত্রেই স্ব-স্ব জাত্যুচিতকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, পূর্ব্ব সংস্কারই তাহারই কারণ। এই সংস্কার বা কর্ম্মবাসনা প্রকৃতির অংশরূপ মহত্তত্ত্বে অবস্থান করে। জড়পদার্থজাতও স্ব-স্ব সংস্কার বশেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। বাহ্যপ্রকৃতিতে, কিংবা জীবদেহে বুদ্ধিপূর্ব্বক, অবুদ্ধিপূর্ব্বক যে সকল ক্রিয়া সংঘটিত হয়, আমরা অদূরদর্শিতাবশতঃ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, তৎসমস্তই বস্তুতঃ সংকল্পমূলক। ভৌতিকজগতে সংকল্পশক্তি প্রকৃতপ্রস্তাবে অন্ধবৎ প্রকৃতির নিয়ম পালন করে, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে, যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও দৈহিকক্রিয়ার বিনিয়মন করে, ভৌতিকজগৎ মানবীয় সংকল্পের মুখাপেক্ষা না করিয়াই, এই সকল কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ। অবধানমূলক কর্ম্ম বুদ্ধিপূর্ব্বক, এবং অনবধানমূলক কর্ম্ম অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(১) ঈশ্বর স্বীয় বিভূতি প্রকটনার্থ জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, (২) বিচার ব্যতিরেকে স্বপ্ন যে প্রকার অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার জগৎ অকস্মাৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে; (৩) জগতের সৃষ্টি মায়ার বিজৃম্ভণমাত্র; (৪) প্রভুর ইচ্ছাই সৃষ্টির কারণ; (৫) কাল হইতে ভূতসকলের উৎপত্তি হইযা থাকে, (৬) ভোগার্থ জগতের সৃষ্টি হয়; (৭) পরমেশ্বর ক্রীড়ার্থ জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, মাণ্ডূক্যোপনিষদের গৌড়পাদীয়কারিকা সৃষ্টির প্রয়োজনবিষয়ক এই সপ্তবিধ মতে উল্লেখ করিয়া, পরে

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বিশ্বজগতের সৃষ্টি করা পরব্রহ্মের স্বভাব, আপ্তকাম বা নিস্পৃহ পরব্রহ্মের আবার অন্য প্রয়োজন কি হইতে পারে? সচ্চিদানন্দৈকরসত্ব নির্গুণব্রহ্মের স্বভাব, এবং মায়াবিশিষ্ট বা সগুণব্রহ্মের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার স্বভাব। *

জড়বাদিগণও তো স্বভাবকেই কারণ বলিয়াছেন, তবে শ্রুতির সহিত ইহাদের পার্থক্য কি? জলের সহিত অগ্নির যেরূপ পার্থক্য, দিবসের সহিত রজনীর যাদৃশ ভিন্নতা, শ্রুতির সহিত স্বভাবৈকশরণ জড়বাদিগণের সেইরূপ পার্থক্য, তাদৃশ ভিন্নতা আছে। 'স্ব' এর ভাব 'স্বভাব'। 'স্ব'-শব্দের অর্থ 'আত্মা'। আত্মার সগুণ ও নির্গুণ, এই দ্বিবিধ অবস্থা। অতএব 'স্বভাব' শব্দটী 'নির্গুণ' ও 'স্বগুণ' আত্মার এই দ্বিবিধ অবস্থার বাচক। অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়ত্ব নির্গুণ আত্মার স্বভাব, এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, মায়াবিশিষ্ট বা সগুণ আত্মার স্বভাব। 'স্বভাব হইতে জগতের সৃষ্টি হয়, এই শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য হইতেছে, চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জড়ৈকত্ববাদিগণ যদি স্বভাবের পূর্ণ বা প্রকৃতরূপ দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে, সাংখ্যদর্শনের সহিত তাঁহাদের মতের ঐক্য হইত, তাহা হইলে, তাঁহার শ্রুতিকে বিমল বিজ্ঞানজননী বলিয়া বুঝিতে পারগ হইতেন, তাহা হইলে, তত্ত্বদর্শী ঋষিরা যে কারণে শ্রুতিচরণে মস্তক অবনত করিয়াছেন ইঁহারাও সেই কারণে শ্রুতিচরণে নতমস্তক হইতেন।

সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন কি না, সংক্ষেপে তাহা জানান হইল, সাংখ্যদর্শন যে নিমিত্ত 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব লৌকিক প্রত্যক্ষাদি দ্বারা সিদ্ধ না হইলেও, কোন ক্ষতি হয় না,' এই কথা বলিয়াছেন, তাহার একটু আভাস দেওয়া হইল। বেদান্তাদি আস্তিক দর্শন সমূহের সহিত সাংখ্যদর্শনের যে মূলতঃ কোনই বিরোধ নাই, পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদি শাস্ত্রসমূহে যে, সাংখ্যমতই সমাদৃত হইয়াছে, যোগী যে, সাংখ্যমতেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন, কর্ম্মীর যে, সাংখ্যমত ভিন্ন গত্যন্তর নাই, বৈদিক আর্য্যজাতির উপাসনাপ্রণালী যে, সাংখ্যমতের উপরি প্রতিষ্ঠিত, ভক্ত যে, ভগবান্ কপিলের সমীপে চিরঋণী, যাঁহারা বেদপ্রসূত সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতরূপ নিরীক্ষণ করিয়াছেন, যাঁহারা বিষ্ণুর

* "বিভূতিং প্রসবং ত্বন্যে, মন্যন্তে সৃষ্টিচিন্তকাঃ।
স্বপ্নমায়াস্বরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈর্বিকল্পিতা।।
ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিরিতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতাঃ।
কালাৎ প্রসূতিং ভূতানাং মন্যন্তে কালচিন্তকাঃ।।
ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে।
দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা।"—

মাণ্ডুক্যকারিকা।

অবতারবিশেষ, ভগবান কপিলের অমূল্য তত্ত্বোপদেশের মর্ম্ম যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে পারগ হইয়াছেন, তাঁহারা তাহা স্বীকার করিবেন। সাংখ্যদর্শন জ্ঞানপিপাসুর অসেচনক, সাংখ্যদর্শন যোগীর আরাধ্য সামগ্রী, সাংখ্যদর্শন ভক্তের অমূল্যনিধি, সাংখ্যদর্শনই নাস্তিকের ভীমমুদ্গর।

অব্যক্ত, অব্যাকৃত, গুণসাম্য, কারণ ইহার প্রকৃতির পর্য্যায়। এই প্রকৃতির অন্তরে সর্ব্ব্যাপক পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন। পরব্রহ্মাখ্য ভগবান্ বাসুদেব যখন জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার 'সঙ্কর্ষণ' সংজ্ঞক অংশ বহির্গত হইয়া, সন্নিধিস্থ প্রকৃতি-পুরুষকে ক্ষোভিত করেন। ক্ষুব্ধ প্রকৃতি পুরুষ হইতে বুদ্ধিলক্ষণ মহতের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই মহত্তত্ত্ব ভগবানের 'প্রদ্যুম্ন নামক অংশ। বিক্রিয়মাণ মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের অভিব্যক্তি হয়, অহংকার ভগবানের 'অনিরুদ্ধ' নামক অংশ। বেদের হিরণ্যগর্ভ ও সাংখ্যে মবত্তত্ত্ব সমান পদার্থ।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ষড়বিংশ অধ্যায়ে সাংখ্যমত বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত কপিলকে বিষ্ণুর অবতাররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বিবৃত সাংখ্যমতের সংক্ষিপ্ত সংবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পুরুষ ও প্রকৃতি, ভগবান্ কপিল এই দুইটিকেই মূল পদার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আত্মাই পুরুষপদবাচ্য পদার্থ। পুরুষের স্বরূপ বর্ণন করিতে যাইয়া, ভগবান্ 'অনাদি' 'নির্গুণ', প্রকৃতির পর'—প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, 'প্রত্যগ্‌ধামা' (প্রত্যক্—প্রতিলোম ধাম—স্ফূর্ত্তি—প্রকাশ যাঁহার), 'স্বয়ংজ্যোতিঃ' (স্বয়ংপ্রকাশ স্বরূপ) ও 'বিশ্বপ্রকাশক,' এই কয়েকটী বিশেষণপদের প্রয়োগ করিয়াছেন। 'অনাদি' বলাতে আত্মার ক্ষণিকপক্ষের প্রত্যাখান করা হইয়াছে, 'প্রকৃতির পর', এই বিশেষণটির দ্বারা আত্মা যে, সংসারী নহেন, আত্মা যে, অসঙ্গ, তাহা বুঝান হইয়াছে, 'নির্গুণ' বলাতে, আত্মা বা পুরুষ যে, জ্ঞান, ইচ্ছা চিকীর্ষাদি গুণবিশিষ্ট নহেন, তাহা সূচিত হইয়াছে ; 'স্বয়ংজ্যোতিঃ' -পদদ্বারা আত্মা যে, জ্ঞানের আধার নহেন, পরন্তু তিনিই যে, জ্ঞানস্বরূপ, তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে; আত্মার স্বয়ংপ্রকাশত্বের হেতু প্রদর্শন করিবার জন্যই 'যাঁহাদ্বারা বিশ্বের প্রকাশ হয়, যিনি বিশ্বপ্রকাশক,' এই কথা বলা হইয়াছে। 'প্রকৃতি' সূক্ষ্মা—অব্যক্তা, দৈবী (দেবের—বিষ্ণুর শক্তি) ও ত্রিগুণময়ী। শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন, আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিভেদে প্রকৃতি দ্বিবিধা। আবরণশক্তিদ্বারা প্রকৃতি জীবোপাধি 'অবিদ্যা' রূপে, এবং বিক্ষেপশক্তি দ্বারা পারমেশ্বরী মায়ারূপে বিদ্যমান আছেন। ইহা যে বেদান্তের অভিমত, পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে। পুরুষেরও 'জীব' ও 'ঈশ্বর,' এই দুই রূপ। যিনি প্রকৃতির

অবিবেকবশতঃ সংসরণ করেন, অবশভাবে জন্মাদি বিকারস্রোতে ভাসিয়া যান, তিনি 'জীব' এবং যিনি প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনকার্য্য সম্পাদন করেন, তিনি ঈশ্বর।* পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অনাদি। তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতির দশম প্রপাঠকের দশম অনুবাকে উক্ত হইয়াছে, অজা (যাঁহার জন্ম নাই, যিনি অনাদি, তিনি অজা)—মূলপ্রকৃতিরূপা মায়া, ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া, একাই দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদি বহুবিধ প্রজা প্রসব করিয়া থাকেন। এক প্রকৃতি হইতে কিরূপে বিবিধ বিচিত্র কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে, এই প্রশ্নের সমাধানার্থ শ্রুতি বলিয়াছেন, অজা বা প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অপিচ অনাদি কর্ম্মসংস্কারবতী, অতএব একা অজা হইতে বহুবিধ প্রজার বা বিবিধ বিচিত্র কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। জীবকেও শ্রুতি 'অজ' বলিয়াছেন, জীবও প্রকৃতি বা মায়ার ন্যায় অনাদি, জীবেরও প্রকৃতপ্রস্তাবে জন্ম নাই। আসক্ত ও বিরক্তভেদে জীব দ্বিবিধ। যে জীব যথোক্ত মায়াকে প্রীতিপূর্বক সেবা করেন, মায়ার বশে বিদ্যমান থাকেন, বিবেক রহিত হইয়া, বিষয়ভোগপূর্ব্বক প্রবাহরূপে জন্ম-মরণাদি বিকারাত্মক সংসারসাগরে সঞ্চরণ করেন, তিনি আসক্ত বা বদ্ধ জীব, এবং যিনি ভোগপূর্ব্বক মায়াকে ত্যাগ করিয়াছেন, ভোগপুরঃসর মায়ার স্বরূপ দর্শন করিয়া, যাঁহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, তিনি 'বিরক্ত' জীব।* শ্রীমদ্ভাগবত জীবের সংসার-প্রকার বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, এই শ্রুতিরই অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাবতে উক্ত হইয়াছে, পুরুষ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়দ্বারা ত্রিগুণাত্মক বিবিধ বিচিত্র প্রজা সৃষ্টিকারিণী যদৃচ্ছায় উপগতা প্রকৃতিকে লীলান্যায়ে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইবামাত্র জ্ঞানগূহা (জ্ঞানকে যাহা আবৃত করে, জ্ঞানাবরণশক্তি—অবিদ্যা) দ্বারা বিমোহিত হইয়া, আত্মরূপ—নিজ ভাব বিস্মৃত হইয়া যান, আমি যে, নির্গুণ, আমি যে, জ্ঞানস্বরূপ, আমি যে, কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিরহিত, আমি যে, নির্ব্বিকার, পুরুষের তখন আর তাহা মনে থাকে না,তখন তিনি প্রকৃতির অধ্যাসবশতঃ আপনাকে প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়াই মনে করেন, সত্ত্বাদি গুণত্রয়দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহের আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। পুরুষের এই অবিবেকই সংসারবন্ধনের

---

* "অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্।।" —শ্রীমদ্ভাগবত ২।২৬।৩
তত্র আবরণ-বিক্ষেপশক্তিভেদেন প্রকৃতির্দ্বিধা তত্রাবরণশক্ত্যা সৈব জীবোপাধিরবিদ্যা। বিক্ষেপশক্ত্যা সৈব মায়া পারমেশ্বরী। পুরুষশ্চ জীবেশ্বররূপেণ দ্বিবিধঃ তত্র যঃ প্রকৃত্যবিবেকেন সংসরতি স জীবঃ। যস্তু প্রকৃতিং বশীকৃত্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি করোতি স পরমেশ্বরঃ।
—শ্রীধরস্বামী।

* "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপাং।
অজোহ্যেকোজুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্য ।।ঃ"— তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

কারণ, ইহাই পারতন্ত্র্যের হেতু। কার্য্য (শরীর), করণ (ইন্দ্রিয়) এবং কর্তৃত্বের প্রকৃতিই কারণ। গুণসাম্য, নির্ব্বিশেষ, প্রকৃতির যে, গুণক্ষোভ—বৈষম্য বা বিশেষতা প্রাপ্তি হয়, তাহার কারণ কি? শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, নির্ব্বিশেষ, গুণসাম্য প্রকৃতির যাঁহা হইতে বিক্ষোভ হয়, তিনি 'কাল'রূপ ভগবান্। ভগবান্ আত্মমায়াদ্বারা প্রাণিদিগের অন্তরে অন্তর্যামী পুরুষরূপে এবং বাহিরে কালরূপে বিদ্যমান থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি ভেদ, এবং পুরুষ (জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য বিবক্ষায়) তত্ত্বসংখ্যা এই পঞ্চবিংশতি, এবং জীব ও ঈশ্বরের ভেদবিবক্ষায় ষড়্বিংশতি।

দৈব বা জীবের অদৃষ্ট—পূর্ব্বকর্ম্ম-সংস্কারবশতঃ ক্ষুভিতধর্ম্মিণী (ক্ষুভিত—বিষমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ধর্ম্ম যাঁহার) স্বীয় যোনি—অভিব্যক্তিস্থান, প্রকৃতিতে পরমপুরুষ—পরমেশ্বরবীর্য্যের—চিচ্ছক্তির আধান করেন, তাহা হইতে হিরণ্ময়—প্রকাশবহুল মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মহত্তত্ত্ব হইতে অহংকারাদি বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়। যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, তাহাকে তাহার কারণ বলা যায়, কারণের গর্ভে কার্য্য বিদ্যমান থাকে, এইনিমিত্ত, ভাগবত মহত্তত্ত্বের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন, মহত্তত্ত্ব জগদঙ্কুর, ইনি কূটস্থ (লয়-বিক্ষেপশূন্য), আত্মাতে—স্বগর্ভে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত অহংকারাদি বিশ্বপ্রপঞ্চকে প্রকটিত করিয়া থাকেন, প্রলয়কালীন আত্মপ্রস্বাপন—আত্মাবরক তীব্র তম'কে স্বীয় তেজ দ্বারা পান করেন। অধ্যাত্মরূপে ইনি 'চিত্ত' এই সংজ্ঞায়, অধিভূতরূপে 'মহান্' এই নামে, এবং উপাস্যরূপে 'বাসুদেব' এই আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকেন। মহত্তত্ত্ব সত্ত্বগুণপ্রধান, সুতরাং স্বচ্ছ (ভগবদ্‌বিম্বগ্রাহিত্বই স্বচ্ছত্ব), শান্ত। মহত্তত্ত্বোপাধিক পুরুষই বাসুদেব। সাংখ্যদর্শন ইহাকেই পালনকার্য্য নির্ব্বাহক 'বিষ্ণু' বলিয়াছেন ('মহতোহহম্‌।' —সাং—দং)। ভগবানের বীর্য্যসম্ভূত বিক্রিয়মাণ মহত্তত্ত্ব হইতে ক্রিয়াশক্তি ত্রিবিধ, (বৈকারিক বা সাত্ত্বিক, তৈজস বা রাজস এবং তামস) অহংকারের উৎপত্তি হয়। ভাগবত সংকর্ষণাখ্য পুরুষকে অহংকারের উপাস্য রূপ বলিয়াছেন। ভূত (সূক্ষ্মভূত), ইন্দ্রিয় ও মনঃ, ইহারা অহংকারের কার্য্য। বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অহংকার হইতে মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সংকল্প (চিন্তন), বিকল্প (বিশেষ চিন্তন) মনের ধর্ম্ম। অনিরুদ্ধ মনের উপাস্য রূপ।*

* "আমরা পূর্ব্বে যে, 'পরব্রহ্মাখ্য ভগবান্ বাসুদেব যখন জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহা হইতে তাঁহার 'সঙ্কর্ষণ' সংজ্ঞক অংশ বহির্গত হইয়া, সন্নিধিস্থ প্রকৃতি-পুরুষকে ক্ষোভিত করেন', ইত্যাদি মত উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সহিত ভাগবতের সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য নাই বলিতে হইবে। পূর্ব্ব মত ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি নামক গ্রন্থের গোলাধ্যায়ে উপন্যস্ত আছে।

সাংখ্যদর্শনের সহিত এই সকল বচনের যে, সাদৃশ্য আছে, তাহা বলা যাইতে পারে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও সাংখ্যমত বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে।

বেদ বলিয়াছেন, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ত্রিপাদ্ পুরুষ উর্দ্ধে উদিত আছেন, ইহাঁর একপাদ মাত্র পুনঃ পুনঃ মায়াতে আসিতেছেন; মায়াতে আসিয়া স্বয়ংই চেতন ও অচেতনরূপী—জগৎ হইয়া, ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। সেই আদিপুরুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হিরণ্ময় অণ্ডমধ্যে যিনি স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হয়েন, তিনিই স্বয়ম্ভু, হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, বিরাট ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। পরব্রহ্মের শক্তিই মায়া, প্রকৃতি, অব্যক্ত, প্রধান ইত্যাদি নামে উক্ত হয়েন। বেদে ব্রহ্মের ও ব্রহ্মার, এই দ্বিবিধ সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন ব্রহ্মের সৃষ্টিকেই আদিসৃষ্টি—অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি বলিয়াছেন। আদিসৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন। এই অবস্থায় প্রকৃতি বা মায়া অখণ্ডসচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ছিলেন। এই অবস্থায় প্রকৃতি বা মায়া অখণ্ডসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকেন।* অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, বেদ যেমন ব্রহ্মকে বিশ্বের 'অভিন্ন নিমিত্তোপাদান' (ব্রহ্মই নিমিত্তকারণ, এবং ব্রহ্মই উপাদান-কারণ) বলিয়াছেন, ব্রহ্মকেই ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা —(অন্তর্যামী)-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, † সাংখ্যদর্শন কি, সেই প্রকার ব্রহ্মকে জগতের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান বলিয়াছেন? সাংখ্যের দৃষ্টিতে কি, ভোক্তৃ, ভোগ্য ও অন্তর্যামী, এই পদার্থত্রয় অভিন্নরূপে পতিত হইয়াছে? অপিচ চেতনের প্রেরণা বিনা জড় স্বয়ং কোনরূপ কর্ম্ম করিতে পারে না, এই কথা কি, সাংখ্যদর্শনের অভিমত? এই কথা যদি সাংখ্যদর্শনের অভিমত হইত, তাহা হইলে কি, তিনি অচেতন স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, কর্ম্ম করিতে পারে, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য দুগ্ধের স্বতঃ প্রবৃত্তি ইত্যাদিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতেন? অপিচ সাংখ্য দর্শন যদি শ্রুতি বা বেদান্তাদি দর্শনের বিরোধী না হইতেন, তাহা হইলে কি, বাদরায়ণ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ঋষি ও আচার্য্যগণ সাংখ্যমতের খণ্ডনার্থ এত চেষ্টা করিতেন?

শ্রুতি পাঠ করিলে, বিদিত হওয়া যায়, শ্রুতি দ্বৈতবাদকেও আদর করিয়াছেন, দ্বৈতবাদেরও যে, প্রয়োজন আছে, তাহা বুঝাইয়াছেন, ফলতঃ অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ,

* "এতাবানস্য মহিমাহতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।।"
"তস্মাদ্বিরাডজায়তাবিরাজো অধিপুরুষঃ।
সজাতোহত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ।" — পুরুষসূক্ত।

† "ভোক্তাভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা।
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।।"—শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি।

সৎকার্য্যবাদ, অসৎকার্য্যবাদ, সৎকারণবাদ, অসৎকারণবাদ, আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ, বিবর্ত্তবাদ, শ্রুতিই এই সকল বাদের প্রসূতি। 'এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, এই শ্রুত্যুপদেশের তাৎপর্য্য যথাযথভাবে পরিগ্রহ করিতে হইলে, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও পূর্ব্বমীমাংসা, এই পঞ্চবিধ আস্তিকদর্শনের চরণসেবা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাঁরা অদ্বৈতমার্গের দ্বারস্বরূপ। ঋগ্বেদ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিবেন (৬৯ ও ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পরিচ্ছিন্নবুদ্ধিতে কখন অদ্বৈতজ্ঞান প্রতিভাত হইতে পারে না। অদ্বৈতভাবে ভাবিত হইতে না পারিলে, বীতরাগ ও বীতদ্বেষ না হইলে, চিত্তবৃত্তি সমূহের নিরোধ না করিলে কি, অখণ্ডসচ্চিদানন্দকে দেখিতে পাওয়া যায়? দ্বৈতরাজ্যের প্রজা কি, বিমল অদ্বৈতরাজ্যের যথার্থ সংবাদ জানিতে পারেন? সত্ত্বস্থ, সমদর্শী ঋষিগণ এই নিমিত্ত দ্বৈতবাদের উপদেশ করিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রসমূহ এই নিমিত্ত পরস্পর বিরুদ্ধ, নানাবিধ মতের উপন্যাস করিয়াছেন। গৌড়পাদ স্বপ্রণীত কারিকাতে বলিয়াছেন, শ্রুতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্রসমূহ সৃষ্টিবিষয়ক যে পরস্পর বিরুদ্ধ নানাবিধ মত উপন্যস্ত হইয়াছে, তৎসমুদায়েরই উপযোগিতা আছে, ইহারা অদ্বৈতমার্গে উপনীত হইবার উপায় স্বরূপ।*

অতএব দ্বৈতপ্রতিপাদনপর শাস্ত্রসমূহ শ্রুতি বিরোধী নহেন। উদয়নাচার্য্যও বলিয়াছেন, অদ্বৈতবাদ পরমার্থতঃ সত্য হইলেও, পারমার্থিকদৃষ্টিতে জগৎ অবিদ্যাকল্পিত বা মায়ার বিজৃম্ভণ হইলেও আর্দ্রকবণিকের বহিত্র চিন্তায় (আদার ব্যাপারীর জাহাজের ভাবনার) প্রয়োজন কি? † মহর্ষি কপিল মধ্যমাধিকারীদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভে যোগ্য করিবার জন্য; কর্ত্তৃত্বরহিত, অসঙ্গ, সাক্ষী চিদাত্মার স্বরূপ প্রদর্শনার্থ সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দেখানই মহর্ষি কপিলের উদ্দেশ্য। অতএব কাপিলদর্শনে অদ্বৈতবাদের সমর্থক বচন দেখিবার আশা করাই অন্যায়। দেহই আত্মা, স্বর্গ বা নরকগামী দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্মনামক পদার্থ নাই, যাঁহাদের এই রূপ বিশ্বাস স্বর্গ বা নরগামী দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব জানিতে না পারায়, যাঁহার বেদোক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিমুখ, উপাস্য ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞানাভাববশতঃ যাঁহারা ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিহেতু ঈশ্বরের

---

* "মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যাচোদিতাহন্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন।।"—গৌড়পাদকীয়কারিকা।

† "অবিদ্যৈব হি তথা-তথা বিবর্ত্ততে যথাযথানুভাব্যতয়া ব্যবহ্রিয়তে তত্তন্মায়োপনীতোপাধিভেদাচ্চানুভূতিরপি ভিন্নেব ব্যবহারপথমবতরতি গগনমিব স্বপ্নদৃষ্টঘটকটাহকোটরকুটীকোটিভিঃ। তদাস্তাং তাবৎ কিমাদ্রকবণিজো বহিত্রচিন্তযেতি।"—
আত্মতত্ত্ববিবেক।

উপাসনা করেন না, তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝাইবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত মহর্ষি গোতম ও কণাদ পরমাণুপঞ্জ হইতে পৃথিব্যাদির উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, মূলকারণ পরব্রহ্ম হইতে আকাশ, কাল, দিক্ ও পরমাণুসমূহ উৎপন্ন হইয়া, যখন ব্যবস্থিত হইয়াছে, তখনকার উত্তরকালীন সৃষ্টির উপদেশ করিয়াছেন, মহর্ষি কপিল চিৎ ও অচিৎ, এই পদার্থদ্বয়ের বিবেকহেতু পরমাণুসমূহের প্রাচীন অবান্তর সৃষ্টির কিছু বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মের মায়াদ্বারা চিৎ ও অচিৎ বা জড়, এই ভেদদ্বয়ে, চিদাত্মা-সকলের পরস্পর ভেদ, এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয়, সাংখ্যদর্শনের ইহারাই পদার্থ, ইহাদের তত্ত্বনিরূপণই সাংখ্যদর্শনের প্রয়োজন। অতএব সাংখ্যদর্শনে অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদন না থাকাতে, কোন দোষ হয় না।

সাংখ্যদর্শন, যে জন্য অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানের কথা বলেন নাই, তাহা বলা হইল, এক্ষণে 'অচেতন যে, স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করিতে পারে, সাংখ্যদর্শন তৎপ্রতিপাদনার্থ চেষ্টা করিয়াছেন কেন, যথাবুদ্ধি তাহা জানাইব।

'চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড় স্বয়ং কোনরূপ কর্ম্ম করিতে পারে না, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে যাইলে, আমাদের কি মনে হয়? 'চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড় যে, স্বয়ং কোন কর্ম্ম করিতে পারে না', তাহার 'মৃত্তিকা আপনা হইতে ঘটাকার ধারণ করিতে পারে না', ইহা একটী দৃষ্টান্ত। মৃত্তিকা চেতন কুম্ভকারদ্বারা প্রেরিত হইয়া, ঘটাকার ধারণ করে। 'কুম্ভকার' কি বিশুদ্ধ চিচ্ছক্তি? অথবা ইনি চিৎ ও জড়, এই দ্বিবিধশক্তির মিলিত রূপ? কুম্ভকারের শরীর, মন, বুদ্ধি ইহারা যে, জড়শক্তি, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব 'কুম্ভকার' বিশুদ্ধ চিচ্ছক্তি নহেন। এখন জ্ঞাতব্য হইতেছে, কুম্ভকারের চিচ্ছক্তি কিরূপে তাঁহার বুদ্ধি, মনঃ ও শরীরকে ঘট নির্ম্মাণ করিতে প্রেরণ করেন? চিচ্ছক্তির সহিত জড়শক্তির কিরূপে সম্বন্ধ হয়? জড়ের সহিত জড়ের যেরূপে সম্বন্ধ হয়, চিচ্ছক্তির সহিত জড়েরও কি সেইরূপে সম্বন্ধ হইয়া থাকে? সংযোগ ও সমবায়, এই দ্বিবিধ সম্বন্ধ লোকে পরিচিত আছে। ঘটের সহিত রজ্জুর, দণ্ডের সহিত পুরুষের যে সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধের উৎপত্তি ও বিনাশ মানবের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে; 'যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ' যাহার অপর নাম, তাহা সংযোগসম্বন্ধ। 'সমবায়'-সম্বন্ধ ন্যায়-বৈশেষিকমতে নিত্যসম্বন্ধ, ইহাকে 'অযুত-সিদ্ধ সম্বন্ধ,' এই নামেও উক্ত করা হইয়া থাকে। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, যে সম্বন্ধ হইতে কার্য্য-কারণের ইহা (এই কার্য্য, এই আধেয়) ইহাতে—এই কারণ বা আধারে বিদ্যমান আছে, এবম্প্রকার উপলব্ধি হয়, তাহা 'সমবায়'। অবয়বের সহিত অবয়বের, জাতির সহিত ব্যক্তির, দ্রব্যের সহিত গুণের

যে সম্বন্ধ, তাহা সমবায়সম্বন্ধ। সাক্ষাৎ ও পরম্পরাভেদেও সম্বন্ধকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। সংযোগ ও সমবায়, ইহারা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত। যে সম্বন্ধ সম্বন্ধান্তরঘটিত, যে সম্বন্ধ সংঘটনে সম্বন্ধান্তরের অপেক্ষা থাকে, তাহা পরম্পরাসম্বন্ধ। দৈশিক ও কালিক ব্যবধান—দৈশিক ও কালিক বিপ্রকর্ষ পরম্পরাসম্বন্ধের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। দৈশিক ও কালিক ব্যবধান থাকিলেও, দুইটী পদার্থ পরস্পর পরম্পরাসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পারে। চিচ্ছক্তির সহিত জড়ের যে সম্বন্ধ হয়, তাহা কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, অথবা পরম্পরাসম্বন্ধ? যদি তাহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বলা যায়, তাহা হইলেও, জানিতে হইবে, চিচ্ছক্তি জড়ের সহিত সমবায়সম্বন্ধে সম্বদ্ধ অথবা ইহারা পরস্পর পরমাণুদ্বয়ের ন্যায় সংযোগসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া থাকে? চিচ্ছক্তির সহিত জড়ের সংযোগসম্বন্ধ হইতে পারে না, কারণ অপ্রাপ্ত—পরস্পব অসম্মিলিত পদার্থদ্বয়ের যে প্রাপ্তি—যে মিলন, তাহাকে সংযোগ বলে। চিচ্ছক্তি যদি দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন নহে, পদার্থ না হয়েন, যদি ইনি সর্ব্বগা—সর্ব্বব্যাপক হয়েন, তবে এরূপ কোন পদার্থই থাকিতে পারে না, যৎপদার্থ ইহাঁর অপ্রাপ্ত। চিচ্ছক্তি যে, সর্ব্বব্যাপক, অপরিচ্ছিন্ন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। চিচ্ছক্তি যে, সর্ব্বব্যাপক তাহার প্রমাণ কি? যাহা দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন নহে, যাহা অপরিণামী, তাহাকেই আত্মা বা চিচ্ছক্তি বলা হইয়াছে। তাদৃশ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিব কেন? আমরা যে, পরিচ্ছিন্ন তাহা আমাদের বোধ হইয়া থাকে, যদি অপরিচ্ছিন্ন ও অপরিণামী পদার্থ না থাকিত, তাহা হইলে, আমাদের আমরা যে, পরিচ্ছিন্ন, সে জ্ঞান হইতে পারিত না। চিচ্ছক্তি যখন অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত, পূর্ণ, তখন বলা বাহুল্য, জড় বস্তুতেও চিচ্ছক্তি বিদ্যমান আছেন। জড়বস্তুতেও যদি চিচ্ছক্তি বিদ্যমান থাকেন, তবে জড়ের 'জড়' এই নাম হইল কেন? তবে চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড় স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, কোন কর্ম্ম করিতে পারে কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য, দার্শনিকগণ এত তর্ক করিয়াছেন কেন? তবে মনুষ্যাদি চেতন পদার্থজাতের ন্যায় 'জড়' নামে প্রসিদ্ধ পদার্থসমূহের অনুভূতি নাই কেন? সাংখ্যদর্শন প্রকৃতিকেও যে, জড় বা অচেতন বলিয়াছেন, তাহার কারণ কি?

যাহা পরিণামী, যাহা একাধিক পদার্থের সমূহ, অতএব যাহা অচেতন, যাহা পরপ্রকাশ্য, সাংখ্যদর্শন তাহাকে 'জড়' বলিয়াছেন, চিচ্ছক্তি সর্ব্বব্যাপক হইলেও, জড়ের জড়ত্বধর্ম্ম বিলুপ্ত হইতে পারে না। অগ্নি সংযোগে লৌহের দাহকত্বশক্তি জন্মে বলিয়া কি, ইহার লৌহত্বধর্ম্মের উচ্ছেদ হয়? লৌহ কি বস্তুতঃ অগ্নি হইয়া যায়? অতএব জড়বস্তুতে চৈতন্যশক্তি থাকিলেও, জড়কে 'জড়'ই বলিতে হইবে।

শক্তি বিদ্যমান থাকিলেও, উপাধিগত না হইলে, তাহার অভিব্যক্তি হয় না। নিরুক্তটীকাকার এই কথা বুঝাইবার জন্যই বলিয়াছেন, 'আত্মা সর্ব্বগত হইলেও, প্রতপ্ত লৌহের যে স্থানে দর্ভ (কুশ) মুষ্টি প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই স্থানেই যেমন অগ্নির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, সেই প্রকার সর্ব্বগত আত্মার যাবন্মাত্র কার্য্য-কারণ সংঘাতদ্বারা ব্যাপ্ত হয়, আত্মার তাবন্মাত্রই লক্ষীভূত হয়, তাবন্মাত্র প্রদেশেই চৈতন্য শক্তির অভিব্যক্তি হয়।* শক্তি উপাধি বা যন্ত্রগত না হইলে, তাহার অভিব্যক্তি হয় না,' ভগবান্ দুর্গাচার্য্য এতদ্দ্বারা এই কথাই বুঝাইয়াছেন। সাংখ্যদর্শন যাহা অপ্রকাশ বা জ্ঞানশূন্য, তাহাকে 'জড়' বলিয়াছেন। চিচ্ছক্তির স্বরূপ কি? যাহা প্রকাশ বা জ্ঞান স্বরূপ, তাহা চিৎ। "যাহা প্রকাশ বা জ্ঞান স্বরূপ, তাহা চিৎ", এই কথার অভিপ্রায় কি? সাংখ্যমতে 'চিৎ' নির্গুণ, যাহা নির্গুণ, তাহার কোন ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। প্রকাশ বা জ্ঞান চিতের ধর্ম্ম, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, সাংখ্য-দর্শন তাঁহাদের সহিত একমত নহেন, সাংখ্য-দর্শন চিৎকে জড়বিলক্ষণ ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ বলেন নাই, যিনি জড়ব্যাবৃত্ত—জড়-বিলক্ষণ হইয়া, জড়কে প্রকাশ করেন, তিনিই সাংখ্যমতে চিৎস্বরূপ।

কর্ম্ম করা অচিৎ বা জড়েই ধর্ম্ম, অপরিণামী চিন্ময় পদার্থের কোনরূপ ক্রিয়া থাকিতে পারে না। চেতনের প্রবর্ত্তনা ব্যতিরেকে জড় স্বয়ং কোনরূপ কর্ম্ম করিতে পারে না, যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহারা কি, নির্গুণ চিদ্রূপ পদার্থের প্রবর্ত্তকত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন? বেদান্তদর্শন প্রকৃতি বা মায়াধিষ্ঠিত চৈতন্যের প্রবর্ত্তকত্বই স্বীকার করেন নাই।* প্রবৃত্তি নির্গুণ পুরুষ বা ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, অচেতন প্রকৃতি স্বভাবতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এই কথা বলিবার আপত্তি কি?

প্রকৃতি প্রবৃত্তি-স্বভাবা, নিবৃত্তি-স্বভাবা, অথবা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই উভয় স্বভাবা? এইরূপ প্রশ্নের অভিপ্রায় কি? সংসারে দেখিতে পাই, প্রবৃত্তিমাত্রেই নিবৃত্তিতে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে, নিবৃত্তিই প্রবৃত্তির অন্ত্যাবস্থা। সৃষ্টি ও লয় পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে, শাস্ত্রমুখেও এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়; সাংখ্য-পাতঞ্জল, ন্যায়-বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা, সৃষ্টি ও লয়পরম্পরার অনাদিত্ব সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, প্রকৃতি প্রবৃত্তি-স্বভাবা, নিবৃত্তিস্বভাবা, অথবা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই উভয়স্বভাবা? এক পদার্থের পরস্পরবিরুদ্ধ একাধিক স্বভাববিশিষ্ট হওয়া, যুক্তি সঙ্গত হয় না। সাংখ্যদর্শন

---

* "নিরুক্তটীকা দ্রষ্টব্য।

* "পরমাত্মনস্তু স্বরূপব্যপাশ্রয়মৌদাসীন্যং মায়াব্যপাশ্রয়ং চ প্রবর্ত্তকত্বমিত্যস্ত্যতিশয়ঃ।"—শারীরকভাষ্য।

এতদুত্তরে বলিবেন, প্রকৃতিকে আমি প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়াছি, সত্ত্বাদি গুণত্রয় পর্য্যয়ক্রমে আবির্ভূত ও অভিভূত হয়, গুণত্রয় অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, আমি ইহা বুঝাইয়াছি। অতএব প্রকৃতি যে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই উভয় স্বভাবা হইবেন, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। শ্রুতি, বেদান্ত, পুরাণ, ইহাঁরাও মায়াকে সংকোচ-বিকাশশীলা বলিয়াছেন। প্রকৃতি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-স্বভাবের কার্য্য যে, অনিয়ামিত নহে, ইহা যে, কালাধীন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অচেতনের বিমৃশ্যকারিতা উপপন্ন হয় না, বাষ্পযন্ত্র জড় বাষ্পের বলে চলে সত্য, কিন্তু ইহা আপনা হইতে স্থির হইতে পারে না, চেতন পরিচালক কর্ত্তৃক নিয়ামিত না হইলে বাষ্পীয়রথ কখনও যথা প্রয়োজন স্থানে-স্থানে স্থির হইতে পারিত না, অচেতন কদাচ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম সম্পাদনে পারগ হয় না। বেদান্তদর্শন এইজন্য বলিয়াছেন, চিচ্ছক্তিবিযুক্ত প্রধান বা প্রকৃতির জগদ্-রচনা উপপন্ন হয় না, সাম্যাবস্থাতেও গুণত্রয়ের বৈষম্যপ্রাপ্তি-যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে, এই কথা মানিলেও, নিমিত্তকারণের অভাবে ইহাদের বৈষম্যভাব প্রাপ্তি সম্ভব হয় না। গুণত্রয়ের বৈষম্যপ্রাপ্তিকে যদি নির্নিমিত্ত বলা যায়, তাহা হইলে, কদাচিৎ বৈষম্যভাব প্রাপ্তির, কদাচিৎ সাম্যভাব প্রাপ্তির কোন কারণ প্রদর্শন করিতে পারা যায় না, তাহা হইলে, সর্ব্বদাই বৈষম্যপ্রাপ্তি না হইবার কোন হেতু থাকে না।

মহর্ষি কপিলের বুদ্ধিতে যে, এই সকল বিপ্রতিপত্তির রূপ পতিত হয় নাই, তাহা নহে। মহর্ষি কপিল জীবের অদৃষ্ট, কাল, অয়স্কান্তবৎ চিচ্ছক্তির সান্নিধ্যমাত্ররূপ প্রেরকত্ব বা নিমিত্তত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করস্বামী স্বপ্রণীত শারীরকভাষ্যে চিচ্ছক্তির অয়স্কান্তবৎ সান্নিধ্যমাত্ররূপ প্রেরকত্ব স্বীকার করিলেও যে ইষ্টাপত্তি হইবে না, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিয়াছেন, চিচ্ছক্তির সান্নিধ্যমাত্রই যদি অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তির নিমিত্ত হয়, তাহা হইলে, প্রকৃতির প্রবৃত্তির নিত্যত্ব প্রসঙ্গ হইয়া থাকে, কারণ, চিচ্ছক্তির সান্নিধ্য নিত্য, অয়স্কান্তের সান্নিধ্য ও চিচ্ছক্তির সান্নিধ্য একরূপ নহে, কারণ, অয়স্কান্তের সান্নিধ্য অনিত্য, ইহা ব্যাপারাপেক্ষ।

দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক সর্ব্বথা একরূপ হইতে পারে না, দৃষ্টান্তমাত্রেই পরিচ্ছিন্ন, বিশেষতঃ অপরিচ্ছিন্নের সর্ব্বাংশে সমানধর্ম্মা দৃষ্টান্ত সম্ভবে না, পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বতোভাবে একরূপ হইবে কিরূপে? মায়া, অব্যাকৃত, অবিদ্যা ইত্যাদি শব্দবাচ্য কারণের চৈতন্যব্যাপ্তি নিত্য, মায়াদি শব্দবাচ্য কারণে চৈতন্যের অধ্যাস অনিত্য নহে, অতএব সৃষ্ট্যাদির সান্তত্য সিদ্ধ হয় না কেন, এই প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া, মৈত্র্যুপনিষদের দীপিকাকার রামতীর্থস্বামী বলিয়াছেন, মায়াদি শব্দবাচ্য কারণে চৈতন্যের ব্যাপ্তি নিত্য হইলেও, সুষুপ্তের স্বপ্নাদিবৃত্তির উদ্ভবের

ন্যায়, বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞানুসারে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কাদাচিৎ চিদাভাসব্যাপ্তি হইয়া থাকে, অতএব মায়াদি শব্দবাচ্য কারণে চৈতন্যের ব্যাপ্তি নিত্যা হইলেও, সৃষ্ট্যাদির নিত্যত্বের আশঙ্কা করিবার অবকাশ নাই, বুঝিতে হইবে। * মহর্ষি কপিলও কি, এইরূপ উত্তর দিয়া, পার পাইতে পারেন না? সাংখ্যদর্শন চৈতন্যের নিত্যসান্নিধ্যকেই প্রেরকত্ব বলিয়াছেন। অচেতন প্রকৃতি বলিতে সাংখ্যদর্শন চৈতন্যের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট প্রকৃতিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। মৈত্র্যপনিষৎ বলিয়াছেন, পরমাত্মাতে বিদ্যমান তমঃ (তমঃ-শব্দদ্বারা প্রকৃতির বা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই লক্ষিত হইয়াছে,) অধিষ্ঠানভূত চিদাত্মাদ্বারা প্রেরিত হইয়া, বিষমত্ব (পূর্ব্বাবস্থা-প্রচ্যুতি-রূপবিক্ষোভ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে—কার্য্যোন্মুখ হয়। পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রকৃতির সাম্যাবস্থার যে বিষমত্বপ্রাপ্তি, তাহাই রজোগুণাখ্য কারণ, এবং রজোগুণের পরব্রহ্মপ্রেরিত যে, বিষমত্বপ্রাপ্তি, তাহাই সত্ত্বগুণপ্রধান কারণের রূপ।*

সাংখ্যদর্শনও চিচ্ছক্তির প্রেরকত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তবে সাংখ্যমতে, চিচ্ছক্তির এই প্রেরকত্ব সন্নিধানমাত্র-নিমিত্তক, ব্যাপারমূলক নহে। কুম্ভকার যেপ্রকারে মৃত্তিকাকে প্রেরণ করেন, নির্গুণ ব্রহ্মের সেই প্রকারে প্রকৃতিকে প্রেরণ করা সম্ভব হয় না, কারণ, কুম্ভকার শরীরী, ব্রহ্ম অশরীরী, কুম্ভকার রাগাদিবিশিষ্ট, ব্রহ্মে রাগাদি ধর্ম্ম নাই, সংকল্প মানস-ব্যাপার, ব্রহ্মের মনঃ নাই, সুতরাং তাঁহার সংকল্প-বিকল্প হইতে পারে না। ব্রহ্ম সর্ব্বগত, প্রকৃতিও সর্ব্বগতা, সর্ব্বগত পদার্থে স্পন্দনলক্ষণ (স্পন্দন—Vibration হইয়াছে, লক্ষণ যাহার) কর্ম্ম হওয়া সম্ভব নহে, কর্ম্ম না হইলে, কর্ম্মজন্য সংযোগও হইতে পারে না। ব্রহ্ম ও প্রকৃতি উভয়েই নিরবয়ব, নিরবয়ব পদার্থদ্বয়ের সংযোগজ-সংযোগও উপপন্ন হয় না। অকার্য্য পদার্থদ্বয়ের পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়িভাব সিদ্ধ হয় না, অতএব ব্রহ্মের সহিত প্রকৃতির সমবায়সম্বন্ধও উপপন্ন হইতে পারে না। অদ্বৈতব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্মের সহিত মায়া বা প্রকৃতির তাদাত্ম্যলক্ষণ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন।

প্রবৃত্তিরহিত ব্রহ্মের প্রবর্ত্তকত্ব কিরূপে উপপন্ন হইবে? বৈদান্তিকগণের উত্তর, প্রবৃত্তিরহিত অয়স্কান্ত (চুম্বক) যেপ্রকার লৌহের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে, সেই প্রকার স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত, সর্ব্বগত, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ঈশ্বর সকলের প্রবর্ত্তক

---

* "যদ্যপি মায়াব্যাকৃতাবিদ্যাদিশব্দবাচ্যস্য কারণস্য নিত্যৈব চৈতন্যব্যাপ্তি নিত্যমেব তত্রাধ্যস্তত্বাত্তথাপি সুষুপ্তস্য স্বপ্নাদিবৃত্ত্যুদ্ভববদ্‌বুদ্ধিপূর্ব্বিকৈব কাদাচিৎকী বিদ্যাকর্ম্মপূর্ব্বপ্রজ্ঞানুসারিণী চিদাভাসব্যাপ্তির্ভবতীতি ন সৃষ্ট্যাদিসাতত্যশঙ্কাবকাশ ইতি গময়িতব্যম্।"—মৈত্র্যুপনিষদ্দীপিকা।

* "তৎপরে স্যাত্তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্রূপং বৈ রজস্তদ্রজঃখল্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ সত্ত্বস্যরূপং।"—মৈত্র্যুপনিষৎ।

হইয়া থাকেন। * সাংখ্যদর্শনও তো অয়স্কান্তবৎ সন্নিধানমাত্রদ্বারা প্রেরকত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তবে উভয়ের পার্থক্য কোথায়?

সাংখ্যদর্শন, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, পুরুষ বা চিচ্ছক্তির সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়েন, এই কথা মানিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বরের সংকল্পপূর্ব্বক সৃষ্টি করা স্বীকার করেন নাই, অচেতন প্রকৃতির শক্তিতঃ প্রবৃত্তি সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে, অচেতন যে, অন্যের প্রযত্ন-নিরপেক্ষ হইয়া, স্বয়ং কার্য্য করিতে পারে, তৎপ্রতিপাদনার্থ সাংখ্যদর্শন অচেতন দুগ্ধের আপনা হইতে দধিরূপে পরিণতি, বৎসের বিবৃদ্ধির জন্য দুগ্ধের প্রবৃত্তি, জলের স্বতঃ নিম্নাভিমুখে গমন ইত্যাদিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সাংখ্যদশন অপিচ বলিয়াছেন, পুরুষ বা চিচ্ছক্তির সান্নিধ্যমাত্রাত্মক অধিষ্ঠাতৃত্ব যে, কেবল আদি সৃষ্টিতেই সিদ্ধ হয়, তাহা নহে, জীবের (অন্তঃকরণ-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব) বিশেষ কার্য্যসমূহেও, ব্যষ্টিসৃষ্টিতেও পুরুষের যে অধিষ্ঠাতৃত্ব, তাহাও সন্নিধানমাত্রাত্মক, ব্যাপারপূর্ব্বক নহে, কারণ, কূটস্থ চিন্মাত্রের ব্যাপারপূব্বক অধিষ্ঠাতৃত্ব উপপন্ন হয় না। ("বিশেষকার্য্যেষ্বপি জীবানাম্।"—সাং, দং) অচেতনের প্রবৃত্তিতে চেতনের অপেক্ষা আছে, ব্যাপারশূন্য চেতনের আপেক্ষিতত্ব উপপন্ন হয় না, অতএব চেতনের আপেক্ষিতত্বের উপপত্তির জন্য, চেতনও যে ব্যাপারযুক্ত, তাহা মানিতে হইবে, বেদান্তদর্শনের ইহাই গূঢ় অভিসন্ধি। চেতন ও অচেতন, এই উভয়ের সংযোগ হইলে, তবে প্রবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু এই প্রবৃত্তি অচেতনের, চেতনের বা চেতনপ্রযুক্তের নহে। সাংখ্য-দর্শনের ইহাই গূঢ় অভিপ্রায়। বৈদান্তিকগণ বলিয়াছেন, চেতন ও অচেতনের সংযোগনিবন্ধন অচেতনে যে, স্পন্দনরূপ প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা চেতনের নহে, আমরাও তাহা বলি, তবে আমাদের মতে, তাদৃশ স্পন্দনের প্রযোজিকা প্রযত্নাদিরূপা প্রবৃত্তি চেতনের, ব্যাপারবিহীন চেতনের প্রবৃত্তি হইবে কিরূপে?*

'প্রবৃত্তিরহিত অসঙ্গ, চৈতন্যস্বরূপ, জীব ও ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব কিরূপে উপপন্ন হইবে,' এই প্রশ্নের প্রবৃত্তিরহিত অয়স্কান্ত যে প্রকার লৌহের প্রবর্ত্তক হয়, স্বয়ং

* "অয়স্কান্তবদ্রূপাদিবচ্চ প্রবৃত্তিরহিতস্যাপি প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ।"—শারীরকভাষ্য।
"ননু, বেদান্তিনোঽপি চেতনয়োর্জীবেশ্বরয়োরসঙ্গচৈতন্যমাত্রস্বরূপয়োঃ কথমধিষ্ঠাতৃত্বমিত্যাশঙ্ক্য সন্নিধিমাত্রেণ তত্ত্ববিষ্যতীতি সদৃষ্টান্তমাহ।"—ব্রহ্মবিদ্যাভরণ।

* "তথা চ অচেতনপ্রবৃত্তৌ চেতনস্যাপেক্ষিতত্বান্নির্ব্যাপারস্য চ তস্যাপেক্ষিতত্বানুপপত্তেঃ। তদুপপত্তয়ে চেতনেঽপি ব্যাপারঃ কল্প্যত ইতি গূঢোঽভিসন্ধিঃ। * * * চেতনাচেতনসংযোগে প্রবৃত্তির্দৃষ্টা। সা অচেতনস্যৈব ন তু চেতনস্য। নাপি চেতনপ্রযুক্তস্যেতি সাংখ্যস্য গূঢোঽভিসন্ধিঃ। * * * ননু, চেতনাচেতনসংযোগে অচেতনগতা স্পন্দরূপা যা প্রবৃত্তির্দৃষ্টা, সা চেতনস্যেত্যস্মাভির্নোচ্যতে। অপি তু তাদৃশস্পন্দপ্রযোজিকা প্রযত্নাদিরূপাপ্রবৃত্তিশ্চেতনে অভ্যুপেয়েত্যুচ্যতে। নির্ব্যাপারস্য চেতনস্য প্রবৃত্ত্যুপযোগানুপপত্তেঃ।"—ব্রহ্মবিদ্যাভরণ।

প্রবৃত্তিশূন্য রূপাদি বিষয়সমূহ যে প্রকার চক্ষুরাদির প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে সেই প্রকার প্রবৃত্তিরহিত অসঙ্গ, ঈশ্বর সকলের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকেন, বৈদান্তিকগণ যে, এই সাংখ্যসম্মত সন্নিধানমাত্রদ্বারা প্রেরকত্ব অঙ্গীকারপূর্ব্বক সমাধান করিয়াছেন, তাহা তাৎকালিক সমাধান, বৈদান্তিকগণের তাহা প্রকৃত অভিপ্রায় নহে ("অয়স্কান্তবদিতি তু তাৎকালিকং সমাধানমিতিভাবঃ।"—ব্রহ্মবিদ্যাভরণ)। চেতনের অধিষ্ঠাতৃত্ব যে, ব্যাপারমূলক, বেদান্তদর্শনের তাহাই অনুমান। অচেতন প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃত্তি হওয়া যে, অসম্ভব নহে, তৎপ্রতিপাদনার্থ সাংখ্যদর্শন অচেতন দুগ্ধের বৎস-বিবৃদ্ধির জন্য স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি, অচেতন জলের লোকের উপকারের জন্য স্বতঃ প্রবৃত্তি ইত্যাদিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্তদর্শন বলিয়াছেন, অচেতন দুগ্ধ ও জল চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া প্রবৃত্ত হয়, আপনা হইতে হয় না। অচেতন রথাদির চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব অনুমান করিতে হইবে, অচেতন দুগ্ধ ও জল চেতনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়া, প্রবৃত্ত হয় না। শ্রুতিও বলিয়াছেন, পরমেশ্বর জলাদি ভূতসমূহের অন্তরে থাকিয়া ইহাদিগকে প্রেরণ করেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, অক্ষর পরব্রহ্মের শাসনে নদী সকল ভিন্ন-ভিন্ন দিকে গমন করে ("এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোহন্যানদ্যঃ স্যন্দন্তে।"—বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৯)

অচেতন দুগ্ধ বৎসের পরিপুষ্টির জন্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়, এই দৃষ্টান্তও সাধ্য, সিদ্ধ নহে, কারণ, চেতন ধেনুর স্নেহেচ্ছা, অপিচ বৎসের চোষণ দুগ্ধের প্রবর্ত্তক, ধেনুর ক্ষীরপ্রবৃত্তি অন্যের যত্ন-নিরপেক্ষ স্বতঃপ্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত নহে। দুগ্ধের দধিরূপে পরিণতি, অচেতনের স্বতঃ প্রবৃত্তি-প্রতিপাদক, সাংখ্যগৃহীত অন্য দৃষ্টান্ত। বেদান্তদর্শন বলিয়াছেন, এখানেও ঈশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়ম দুগ্ধের দধিরূপে পরিণত হইবার কারণ।

'নিমিত্তকারণ রহিত, অসহায় এক ব্রহ্মের বিচিত্র, ক্রমিক (ক্রমোৎপন্ন) বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হইবে, এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার সময়ে, বেদান্তদর্শনও নিমিত্তকারণ রহিত দুগ্ধের দধিজনকত্বকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ("উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি।"—বেদান্তদর্শন)। জিজ্ঞাস্য হইবে, তবে-সাংখ্যদর্শনের অপরাধ কি? ভগবান্ শঙ্করস্বামী এতদুত্তরে বলিয়াছেন, বাহ্য নিমিত্তকারণ অপেক্ষা না করিয়া, স্বাশ্রয় কার্য্য যে, হইয়া থাকে, তাহার লৌকিক দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য বেদান্তদর্শন 'দুগ্ধের দধিরূপে পরিণামে যেমন বাহ্য সাধন অপেক্ষিত হয় না', এইরূপ কথা বলিয়াছেন, নতুবা সর্ব্বপ্রকার কার্য্যোৎপত্তিতেই যে, ঈশ্বরের নিমিত্তত্ব (সাক্ষাৎ-পরম্পরা যে ভাবে হউক) আছে, শ্রুতির তাহাই উপদেশ। দুগ্ধের দধিরূপে পরিণাম কি, বাহ্যসাধন নিরপেক্ষ কার্য্যোৎপত্তির যথার্থ

দৃষ্টান্ত? রাসায়নিক পণ্ডিতগণ অথবা আধুনিক জীবাণুতত্ত্বানুসন্ধায়ী সুধীবর্গ, এই কথা শুনিয়া, কি বলিবেন? বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন, দুগ্ধকে কিছুকাল রাখিয়া দিলে, 'ল্যাক্টোস্' (Lactose) নামক দুগ্ধের উপাদানবিশেষ, ল্যাক্টিক্ এসিডে (Lactic acid) পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। জীবাণুতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এইরূপ পরিণাম দুগ্ধে জীবাণুবিশেষের অধিষ্ঠান হইতে সংঘটিত হইয়া থাকে। যাহাই হউক, দুগ্ধ যে, বাহ্যকারণ-নিরপেক্ষ হইয়া, দধিরূপে পরিণত হয় না, তাহা স্থির। প্রাচীনগণ জীবাণুর লীলা বিদিত না থাকিতে পারেন, কিন্তু দুগ্ধে অম্লসংযোগ করিবামাত্র উহা যে, দধির আকার ধারণ করে, গোয়ালেরা যে, অম্ল সংযোগ করিয়া দধি প্রস্তুত করিয়া থাকে, অথবা তাপসংযোগে যে, দুগ্ধের দধিরূপ বিকার হয়, তাহা প্রাচীনদিগের জানা ছিল, বলিতে হইবে। ভগবান্ বাদরায়ণ তবে, দুগ্ধের দধিরূপে পরিণামকে বাহ্যসাধন নিরপেক্ষ পরিণামের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন কেন?

দুগ্ধ অম্ল বা তাপ সংযোগে, অথবা জীবাণুবিশেষের অধিষ্ঠাননিবন্ধন দধির আকার ধারণ করে, জল, মৃত্তিকা, ইহারা 'অম্লাদি' নিমিত্তকারণযোগে কখনও দধি হয় না, জীবাণুবিশেষ জল, মৃত্তিকাদিকে সহস্র চেষ্টা করিয়াও, দধি করিতে পারেন না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, দুগ্ধের দধিরূপে পরিণত হইবার বাসনা বা যোগ্যতা আছে, এই জন্য ইহা দধিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। জল, মৃত্তিকাদির তাহা নাই, সুতরাং ইহারা দধির আকার ধারণ করিতে পারে না। দধিবাসনাবিশিষ্ট দুগ্ধ, কালবিশেষে যখন ইহার দধিবাসনা পরিপক্ক হয়, তখন দধির আকার গ্রহণ করিয়া থাকে। দধিবাসানা-বিশিষ্ট দুগ্ধ, কাল বিশেষে দধিবাসনা পরিপক্ক হইলে, যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, সেই প্রকার আকাশাদি-বাসনাবিশিষ্ট সর্ব্বকারণ ব্রহ্ম কালবিশেষে আকাশাদি বাসনা সমূহের ক্রমিক পরিপাক নিষ্পন্ন হইলে, বিচিত্র ক্রমোৎপন্ন আকাশাদির আকারতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভগবান্ বাদরায়ণ এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত দুগ্ধের দধিরূপ পরিণামকে লোকসিদ্ধ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সর্ব্বকারণ, সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে কোন কার্য্যপদার্থ অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানের প্রকৃত দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। লৌকিক পরীক্ষকদিগের যে অর্থে (সাধ্য বা সাধনে) বুদ্ধির সমতা হয়, সেই অর্থকে 'দৃষ্টান্ত' বলে ("লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ।"—ন্যায়সূত্র)। দুগ্ধের দধিরূপে পরিণতিব্যাপারকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, ভগবান্ বাদরায়ণ বাহ্য নিমিত্ত-নিরপেক্ষ ব্রহ্মের বিচিত্রজগৎ সৃষ্টি করা যে, অসম্ভব নহে, তাহাই বুঝাইয়াছেন।

সাংখ্যদর্শন তবে 'অচেতনের স্বতঃ প্রবৃত্তি সম্ভব,' এই শ্রুতিবিরুদ্ধ মতের উপন্যাস করিয়াছেন কেন? পরতন্ত্র অচেতন প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য আছে, সাংখ্যদর্শনের এইরূপ কথা বলিবার অভিপ্রায় কি?

অধিকারানুসারে উপদেশ প্রদান ঋষিদিগের রীতি ছিল। আমাদের বিশ্বাস, ঋষিদিগের এতাদৃশী রীতিই প্রকৃতপ্রস্তাবে হিতকরী। ভোগ ও মোক্ষ, এই দুইটী জীবের প্রয়োজন, ভোগ গৌণপ্রয়োজন, মোক্ষ মুখ্যপ্রয়োজন, পরম-পুরুষার্থ। মোক্ষ পরম-পুরুষার্থ হইলেও, অবিদ্যাবদ্ধ, সংসারসিক্ত জীব সাংসারিক সুখভোগকেই জীবনের মুখ্য প্রয়োজনরূপে স্থির করিয়া থাকেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পরমপুরুষার্থ-সিদ্ধি-পথের সম্পূর্ণতঃ উপকারক না হইলেও, নিষ্প্রয়োজন নহে, সাংসারিক জীবনকে যথাসম্ভব নিরর্গল করিতে হইলে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিতান্ত প্রয়োজন আছে। "এক ব্রহ্মই সৎ, তদ্ভিন্ন সকলই মায়া, সকলই মিথ্যা," যিনি এইরূপ জ্ঞান লাভের অধিকারী হইয়াছেন, যাঁহার সংসারবৈরাগ্য পূর্ণভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারই সমীপে এইরূপ জ্ঞানের প্রকৃত আদর হইবে, এইরূপ উপদেশ শ্রবণের তিনিই যথার্থ পাত্র। কিন্তু এ জ্ঞান লইয়া কি, জগতের ব্যাপার চলিতে পারে? বৃষ্টি হয় কেন, বাজ পড়ে কেন? শস্য কিরূপে উৎপন্ন হয়, জরাদি রোগোৎপত্তির কারণ কি, ইত্যাদি প্রশ্নের ঈশ্বর মেঘ উৎপাদন করেন, ঈশ্বর জীবের উপকারের জন্য বৃষ্টি প্রদান করেন, এইরূপ সমাধানের জাগতিক প্রয়োজন সিদ্ধিপক্ষে কি, কোন উপযোগিতা আছে? ঈশ্বর সর্ব্বকার্য্যের মূলকারণ, ঈশ্বরই জগৎ, ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, বেদান্তাদি অদ্বৈত-ব্রহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ পাঠপূর্ব্বক, অথবা বৈদান্তিকদিগের মুখে অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক এবম্প্রকার বাক্য উচ্চারণ ও ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট রূপের উপলব্ধি সম্পূর্ণ পৃথক্‌সামগ্রী। ঈশ্বরের স্বরূপাবধারণ, জন্মান্তরের বহু সুকৃতিবশতঃ, বহু সাধনাবলে, ক্বচিৎ কোন ভাগ্যবানের হইয়া থাকে। ভক্তিমার্গকে আমরা যত সুগম মনে করি, বস্তুতঃ ইহা তত সুগম নহে, শাস্ত্রসেবিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে, জ্ঞানের যথাযথভাবে অনুশীলনদ্বারা অবিদ্যাধ্বান্ত তিরোহিত না হইলে, কখনই পরাৎপর শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রকৃত ভক্তির উদয় হয় না। চিত্ত চঞ্চল, শরীর দুর্ব্বল, তমোগুণের আধিক্যবশতঃ কর্ম্ম করিতে অপারগ, ঐন্দ্রিয়ক সুখভোগের বা মস্তিষ্কের বাধা হইবে বলিয়া, জ্ঞানানুশীলন করিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে কি, ভক্তিদেবী কখন কৃপা করেন? এতাদৃশ পুরুষ কি, সর্ব্বসন্তাপহারিণী ভক্তিদেবীর অমরপ্রার্থিত, যোগিবাঞ্ছিত, জ্ঞানিপূজিত চরণ দর্শনের অধিকারী হইতে পারেন? দয়াময়! তোমা ভিন্ন আর কেহ নাই, তোমা ভিন্ন আর কিছু চাই না, সংসারাসক্ত,

কামাদি রিপুগণের বশীভূত, সংকীর্ণহৃদয় মানব কি, অন্তরের সহিত এইরূপ কথা বলিতে পারেন? প্রাণসম পুত্ররত্নকে অকালে কালমুখে অর্পণ করিয়া, অর্থের অভাববশতঃ সর্ব্বজনের পদদলিত হইয়া, অধিক কি, অন্নাভাবে ক্ষুধানলে দগ্ধ হইয়া, অসহ্য ব্যাধির যাতনা সহ্য করিয়া, দয়াময়! তুমি মঙ্গলময়, তোমার সকল কর্ম্মই জীবের কল্যাণের জন্য, যিনি এই কথা বলিতে পারেন, বলিতে পারি, তিনি শ্রীভগবানের কিছু মহিমা জানিয়াছেন, বলিতে পারি, তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি কিছু অনুরাগ জন্মিয়াছে। কিন্তু সংসারে ঈদৃশ ভাগ্যবানের সংখ্যা নিশ্চয়ই অল্প।

অচেতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, লৌকিক পরীক্ষাদ্বারা ইহা সপ্রমাণ করা সুসাধ্য নহে, এই মতের সত্যতা পরীক্ষা করিতে যাইলে, বহু প্রতিকূল দৃষ্টান্তস্থলও পরীক্ষকের নয়নপথের পথিক হইয়া থাকে। সারথি ও অশ্বের সংযোগ বিনা, রথ আপনা হইতে চলিতে পারে না, ইহা দেখিয়া, শৈত্যসংযোগে অণুসমূহের যে, আকুঞ্চন হয়, এবং তাপসংযোগে প্রসারণ হইয়া থাকে, তাড়িতশক্তিদ্বারা যে, দেহমধ্যে ও বহির্জগতে বিবিধ ক্রিয়া হইতে দেখা যাইতেছে, মৃত্তিকা যে, প্রকৃতির আপূরণবশতঃ পাষাণাদিতে পরিণত হইয়া থাকে, দ্রব্য সমূহের পরস্পর রাসায়নিক সংযোগদ্বারা যে, বিবিধ বিচিত্র কার্য্য সংঘটিত হইতেছে, ঔষধদ্বারা যে, কত বিস্ময়াবহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তৎসমুদায় সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর বা চেতনকর্ত্তৃক, সাধারণ-বুদ্ধি কি, ইহা বিশ্বাস করিতে পারে? জড়শক্তির অদ্ভুত লীলা সন্দর্শনপূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্ট চিত্ত কি, জড়শক্তিকে অকিঞ্চিৎকর বা চেতনের মুখাপেক্ষ বলিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে? জড়-বিজ্ঞানের চরণসেবা পূর্ব্বক প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের তত্ত্ব অবগত হইয়া, ভোগাসক্ত মানবগণ যে, তাঁহাদের জীবনকে কত সুখময় করিতেছেন, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অচেতন কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, জগৎ মায়ার বিজৃম্ভণ, ইহার বাস্তব সত্তা নাই, এই জ্ঞান লইয়া বাস করিলে কি, তাঁহারা তাহা করিতে পারিতেন? সংসার পরমার্থতঃ মিথ্যা, পরমাণুর স্পন্দন এবং সন্নিবেশও ঈশ্বরের আদেশানুসারে হইয়া থাকে, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া, ক্রিয়া করে, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কোনরূপ কর্ম্ম করিবার শক্তি ইহাদের নাই, অচেতন পরতন্ত্র, পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই সকল কথা সত্য হইলেও, ব্যাবহারিকদশায় ইহাদের সত্যত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করা, নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার, মুখে এইরূপ কথা বলিতে পারিলেও, হৃদয়ে এবম্প্রকার বিশ্বাস কিরূপ দৃঢ় হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিলে, অনেককেই সঙ্কটে পতিত হইতে হয়, সন্দেহ নাই, অতএব ব্যাবহারিক দশাতে যথোক্তরূপ জ্ঞানের উপযোগিতা (যদি কিছু থাকে) অত্যল্প। কপিলদেব এইনিমিত্ত

চিচ্ছক্তি-প্রতিবিম্বিত প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য আছে, এই কথা বলিয়াছেন। 'অগ্নি পাক করিতেছে', 'স্থালী (হাঁড়ী) পাক করিতেছে', ইত্যাদি বাক্যে অগ্ন্যাদির স্বাতন্ত্র্য বা প্রধান কর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে। জড় বা পরতন্ত্রকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিবার হেতু কি? মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদের বলিয়াছেন, প্রধান কর্ত্তা যেস্থলে পরোক্ষ—দৃষ্টির বহির্ভূত, অথবা পরোক্ষ না হইলেও, অবান্তর কর্ত্তৃত্ব যেখানে প্রধানরূপে বিবক্ষিত হয়, তথায় এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অন্যান্য কারক যতক্ষণ কর্ত্তার সমভিব্যাহারে থাকে, ততক্ষণ ইহাদের পারতন্ত্র্য স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু প্রধান কর্ত্তা হইতে উহারা যখন দূরে বা পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করে, তখন ইহারাই প্রধান কর্ত্তৃরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। অমাত্যগণ যাবৎ রাজার সমীপে থাকেন, তাবৎ তাঁহাদের পারতন্ত্র্য অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু যেস্থানে রাজা উপস্থিত থাকেন না, অমাত্য বা রাজকর্ম্মচারিগণই তৎস্থানে রাজোচিত সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা রাজাকে কখন দেখেন নাই, রাজাকে দেখিবার যোগ্যতা যাঁহাদের নাই, কিংবা রাজদর্শনের প্রয়োজন যাঁহারা বুঝেন না, অমাত্যগণকেই, তঁহারা প্রধান কর্ত্তা মনে করিয়া, সন্তুষ্ট থাকেন, স্বতন্ত্র্য ও পরতন্ত্র. এই দ্বিবিধশক্তির পার্থক্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে তাঁহারা সক্ষম।*

প্রকৃতি, শক্তি, অজা, প্রধান, অব্যক্ত, তমঃ মায়া, অবিদ্যা ইত্যাদি ইহারা প্রকৃতির পর্য্যায়। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন, পুরুষের সর্ব্বার্থসাধক বলিয়া, ইনি রাজার অমাত্যবৎ 'প্রধান' এই নামে, জগতের উপাদান বলিয়া 'প্রকৃতি' এই নামে, এবং জগন্মোহক বলিয়া 'মায়া' এই নামে উক্ত হইয়া থাকেন। অমাত্য বস্তুতঃ স্বতন্ত্র না হইলেও, যে কারণে ইঁহাকে স্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করা হয়, কপিলদেব সেই কারণেই অচেতন বা পরতন্ত্র প্রধান (প্রকৃতি)-কে স্বতন্ত্র বলিয়াছেন। যাঁহারা প্রধান কর্ত্তা বা পরমেশ্বরকে দেখিতে পান না, অথবা যাঁহারা পরমেশ-চরণ দর্শনের প্রয়োজন বুঝেন নাই, তাঁহারা অমাত্যকেই যে, স্বতন্ত্র ভাবিবেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, 'অমাত্য পরতন্ত্র, অমাত্য ব্যতীত স্বতন্ত্র কর্ত্তা আছেন', তাঁহারা কখনও ইহা বুঝিতে পারিবেন না। দ্বিতীয় কথা, অমাত্য বা রাজকর্ম্মচারিগণ যখন রাজারই প্রতিনিধি, ইঁহারা যখন স্বেচ্ছাক্রমে, রাজার আদেশ বা নিয়ম অতিক্রমপূর্ব্বক, কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না, তখন ইঁহাদিগকে রাজা বলিয়া বুঝিলে, ক্ষতি কি? লৌকিকরাজ্যে তো ইহা করাই রাজনীতির অনুমোদিত। সাংখ্যদর্শনও প্রকৃত্যভি-মানি-দেবতার অস্তিত্ব মানিয়াছেন। ফলতঃ নিরবচ্ছিন্ন জড়বাদীকে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বুঝাইবার শক্তি ন্যায়-বৈশেষিক, ও সাংখ্য-পাতঞ্জলের যত, অদ্বৈতব্রহ্মবাদী

---

* "তদ্যথা অমাত্যানাং রাজ্ঞা সহ সমবায়ে পারতন্ত্র্যং ব্যবায়ে স্বাতন্ত্র্যম্।"—মহাভাষ্য।

বেদান্তদর্শনের তত নহে। নির্গুণ চিচ্ছক্তির কর্ত্তৃত্ব হৃদয়ে ধারণ করা যত কঠিন, চিৎপ্রতিবিম্বিত সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের কর্ত্তৃত্ব বুঝা তত কঠিন নহে।

সাংখ্যদর্শন যে, পরমার্থতঃ শ্রুতিবিরোধী নহেন, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য আমরা সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিলাম। এক্ষণে 'সাংখ্যদর্শন যদি পরমার্থতঃ শ্রুতিবিরোধী না হইবেন, তবে ভগবান্ বাদরায়ণ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ঋষি ও আচার্যগণ সাংখ্যমতকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন কেন, এই প্রশ্নের গ্রন্থের স্থান ও স্বীয় জ্ঞানানুসারে উত্তর প্রদান করিব।

শারীরকসূত্র বা বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয়পাদে সাংখ্যাদি দর্শনসমূহের মত খণ্ডিত হইয়াছে। বেদান্তদর্শন পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, বেদান্তদর্শন শ্রুতি ভিন্ন শাস্ত্রসমূহকে সামান্যতঃ 'স্মৃতি', এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। 'স্মৃতি' শব্দের এইরূপ অর্থে ব্যবহার, সাধারণতঃ যদর্থে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা হইতে একটু ভিন্নাকারের বলিতে হইবে। 'স্মৃতি' শব্দের এইরূপ অর্থে ব্যবহার আপাতদৃষ্টিতে ভিন্নাকারের মনে হইলেও, বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, ইহার এইরূপে অর্থে প্রয়োগ শ্রুতির অনুমোদিত। তৈত্তিরীয় আরণ্যক সর্ব্বপুরুষের শ্রোত্রগ্রাহ্য বেদবাক্যকে 'প্রত্যক্ষ' এবং অনুমেয় শ্রুতিমূল মন্বাদি শাস্ত্রকে 'স্মৃতি' বলিয়াছেন। শারীরকসূত্রেও শ্রুতি বুঝাইতে 'প্রত্যক্ষ' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রুতিকে 'প্রত্যক্ষ' বলা হইয়াছে কেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর তাহা চিন্তনীয়। শ্রুতিকে যে জন্য প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা বিদিত হইলে, আস্তিক দার্শনিকগণ যে কারণে শ্রুতিকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা অগ্রাহ্য, তাহা ভ্রান্তিপ্রসূত, যে কারণে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। অনুমানাদি প্রত্যক্ষপূর্ব্বক, প্রত্যক্ষই সুতরাং সকল প্রমাণের মূল। জ্ঞানমাত্রেই যখন প্রত্যক্ষমূলক, তখন যাঁহারা বেদকে সর্ব্বজ্ঞানপ্রসূতি বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাঁকে 'প্রত্যক্ষ' ভিন্ন আর কি বলিতে পারেন? অনুমানাদি যদি প্রত্যক্ষের বিরোধী হয়, তবে, তাহদিগকে যেমন প্রমাণ বলা হয় না, সেইরূপ স্মৃত্যাদি যদি বেদের (প্রত্যক্ষের) বিরোধী হয়, তবে বেদজ্ঞ ঋষিরা তাহাদিগকে অপ্রমাণ বলিয়া থাকেন। বেদকে কেন 'প্রত্যক্ষ' বলা হইয়াছে, তাহ জানাইতে হইলে, একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়, অল্প কথায় তাহা বুঝান অসম্ভব। 'শ্রুতি অপৌরুষেয় ও সত্যজ্ঞানপ্রসূতি' নামক গ্রন্থে, আমরা এই বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক যথাজ্ঞান কিছু বলিব। শ্রুতিমূলক স্মৃতিই শাস্ত্রে প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে। ভগবান্ জৈমিনি বলিয়াছেন, যে স্মৃতি উপলভ্যমান শ্রুতির বিরোধিনী, সে স্মৃতির প্রামাণ্য অনাদরণীয়, এবং যে স্মৃতি উপলভ্যমান শ্রুতির অবিরোধিনী, তাহাকে শ্রুতিমূলক

বলিয়া (কারণ, শ্রুতির অবিরোধিনী স্মৃতি শ্রুতিমূলক ভিন্ন মূলান্তর-সম্ভূত হইতে পারে না), অনুমান করিতে হইবে ("বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্)"— জৈমিনিসূত্র, ১।৩।৩)।* অতএব স্মৃতিসমূহের সাক্ষাৎ প্রমাণত্ব সিদ্ধ হয় না। ভগবান্ বাদরায়ণ এইজন শ্রুতিবিরুদ্ধ মতসমূহের খণ্ডন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষবাদী আধুনিক দার্শনিকগণও প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ মতের আদর করেন না। বেদকে যদি অবাধিত— সার্ব্বভৌম প্রত্যক্ষ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে, বেদবিরুদ্ধ স্মৃতিসমূহের অনাদর, বেদবিরুদ্ধ স্মৃতিসমূহের প্রত্যাখান যে, অবশ্য কর্ত্তব্য, সত্যসন্ধ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। কপিল, গৌতম, কণাদ, পতঞ্জলি, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিরাও ইহা অস্বীকার করেন নাই। যাহা বেদবিরুদ্ধ, মহর্ষি কপিলও তাহাকে অনাদর করিয়াছেন। তবে কপিলের মত খণ্ডনের প্রয়োজন কি? কপিলাদি বেদপ্রাণ ঋষিগণের সহিত ভগবান্ বাদরায়ণের, শঙ্করস্বামী প্রভৃতির মতবিরোধ হইয়াছে কেন?

কপিল, গৌতমাদি মহর্ষিগণ বেদভক্ত এবং তত্ত্বদর্শী হইলেও, পরমার্থদ্বারা ব্যবহার সম্ভব হয় না, শুদ্ধ পারমার্থিক জ্ঞানদ্বারা ব্যবহার নিষ্পত্তি অসম্ভব, এই নিমিত্ত তত্ত্বদর্শী ঋষিরাও অদৃষ্টতত্ত্বের ন্যায় হইয়া থাকেন। অদৃষ্টতত্ত্ব পুরুষবৃন্দকে বুঝাইতে হইলে, তাঁহাদের বোধশক্তির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক বুঝাইতে হয়, বোদ্ধব্যদিগের প্রতিভানুসারে উপদেশ প্রদান করিতে হয়। তত্ত্বদর্শী ঋষিরা যে, স্থলবিশেষ বেদের পারমার্থিক অর্থ ত্যাগপূর্ব্বক, অর্থবাদের আশ্রয় লইয়াছেন, ইহাই তাহার কারণ।* ঋষিরা যে এইরূপ করিয়াছেন, তাহাও বেদের আদেশানুসারেই করিয়াছেন, সাধারণ পুরুষগণের বেদচ্যুতি ও ঋষিদিগের বেদচ্যুতি সমানকারণপ্রসূত নহে।

যাহা হউক, তথাপি অধিকারিবিশেষের জন্য, বেদের পারমার্থিক রূপদর্শনে যোগ্য পুরুষদিগের নিমিত্ত পরমার্থতঃ শ্রুতি বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন আবশ্যক, ভগবান্ বাদরায়ণ, শঙ্করস্বামী প্রভৃতি ঋষি ও আচার্য্যগণ যে, সাংখ্যাদির মত খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাই তাহার কারণ।

ভগবান্ বাদরায়ণের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, কিন্তু পূজ্যপাদ আচার্য্য শঙ্করস্বামীর ভাষ্য পড়িতে পড়িতে আমাদের দুই এক স্থলে সংশয় জন্মিয়াছে।

---

* "ভট্ট কুমারিল স্বামী বলিয়াছেন— "অবিরোধে শ্রুতির্মূলং ন মূলান্তরসম্ভবঃ। বিরোধে ত্বন্যমূলত্বমিতি স্যাদৰ্দ্ধবৈশসম্"— তন্ত্রবার্ত্তিক।

* ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন,—"ঋষিনাং দর্শনং যচ্চ তত্ত্বে কিঞ্চিদবস্থিতম্।
ন তেন ব্যবহারোঽস্তি ন তচ্ছব্দনিবন্ধনম্।।" ব্যক্যপদীয়।।
সদানন্দযতিবিরচিত অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতেও এইরূপ কথা আছে।

সাংখ্যদর্শন প্রধানকে জগৎ-কারণ বলিয়াছেন কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। রাজপ্রতিনিধি বা অমাত্যকে রাজা বলাতে সাংঘাতিক ক্ষতি হয় না। সাংখ্যদর্শন যদি জড়বাদীদিগের ন্যায় জড়ভিন্ন পদার্থন্তরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিতেন, চিচ্ছক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রতিষেধ করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার মত সাংঘাতিক ক্ষতিকর হইত। সাংখ্যদর্শন পঙ্গু পুরুষও মানিয়াছেন, তাঁহার চক্ষু ব্যতিরেকে অন্ধ প্রকৃতি চলিতে পারে না, এই কথাও স্বীকার করিয়াছেন। তবে এবিষয়ে কেবল স্বাতন্ত্র্য-পারতন্ত্র্য লইয়াই উভয়ের বিবাদ। কিন্তু কথা হইতেছে, ভগবান্ শঙ্কর-স্বামীর "সাংখ্যাদি স্মৃতিকল্পিত প্রধানেতর মহদাদি প্রধান-পরিণাম সমূহের (মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র) বেদ বা লৌকিক জ্ঞানদ্বার উপলব্ধি হয় না", এইরূপ বাক্যের আশয় কি? মহত্তত্ত্বাদিকে বেদস্বীকৃত তত্ত্ব না বলিলে, পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, তন্ত্র, মনু ইত্যাদিকে বেদবিরোধী বলিয়া, গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, ইঁহারা সকলেই মহত্তত্ত্বাদিকে তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কেবল ইহা নহে, কঠোপনিষৎ প্রশ্নোপনিষৎ, মৈত্র্যুপনিষৎ, গর্ভোপনিষৎ, চুলিকোপনিষৎ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক প্রভৃতি শ্রুতিমুখেও যখন মহত্তত্ত্বাদির বিবরণ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন শঙ্করস্বামী কেন এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। চুলিকোপনিষৎ পাঠ করিলে, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিয়া, হৃদয় অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়, আস্তিক দর্শনসমূহের সকলেই যে, বেদগর্ভ-প্রসূত, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়।*

ঋগ্বেদসংহিতা বলিয়াছেন, "অবিকৃতিরূপা ও নিখিল বিকারের মূল প্রকৃতি, এবং প্রকৃতি-বিকৃতির উদাসীন পুরুষ (চিচ্ছক্তি), এই উভয় হইতে মহদাদি সপ্ততত্ত্বের উৎপত্তি হয়। প্রকৃতি ও পুরুষ, এই উভয়ের যোগে জগৎ সৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু পুরুষাংশের অবিক্রিয়ত্ব নিবন্ধন, অপিচ প্রকৃত্যংশের বিকারশীলত্ব বশতঃ প্রকৃত্যংশই প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়। ঋগ্বেদ এই জন্য 'অর্দ্ধগর্ভা' এই বিশেষণপদের প্রয়োগ করিয়াছেন। মহদাদি সপ্ততত্ত্বই সুতরাং বিশ্বপ্রপঞ্চের আন্তর ও বাহ্য, এই উভয়বিধ পদার্থর রেতঃস্বরূপ—বীজ বা কারণভূত। উক্ত মহদাদি সপ্ততত্ত্ব বিষ্ণুর—সর্ব্বব্যাপক পরম-পুরুষের একদেশবর্ত্তী—এক পাদাশ্রিত, ইহারা তাঁহারই শক্তি।' *

---

* "চুলিকোপনিষৎ মায়াকে বিকার-জননী, অষ্টরূপা, অজা ও ধ্রুবা, এই সকল বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন।—"বিকারজননীং মায়ামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্।"—চুলিকোপনিষৎ।
"পুরুষং নির্গুণং সাংখ্যমথর্ব্বাণং শিরোবিদুঃ।
চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যাকমব্যক্তং ব্যক্তদর্শনম্।।"—
"অদ্বৈতং দ্বৈতমিত্যেতত্রিধা তং পঞ্চধা তথা।"—চুলিকোপনিষৎ

* "সপ্তার্ধগর্ভাভুবনস্যরেতো বিষ্ণোস্তিষ্ঠন্তিপ্রাদিশা বিধর্ম্মণি।"—
ইহার সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য। ঋগ্বেদসংহিতা, ২/২১/১৬৪

সাংখ্যদর্শন কি, এই বেদোপদেশের ব্যাখ্যা করেন নাই? তৈত্তিরীয় আরণ্যকের 'অজা—অনাদি ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বা প্রকৃতি, বহুবিধ ত্রিগুণাত্মক প্রজা সৃষ্টি করেন' ("বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজ মনাং স্বরূপাঃ") প্রকৃতির জগৎকারণত্ব প্রতিপাদক, এই মন্ত্রক কি, সাংখ্যদর্শনের বীজস্বরূপ নহে?

মহর্ষি কপিল যদুদ্দেশে সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য বর্ণনের প্রয়োজন আছে। সাংখ্যদর্শন প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করিলেও, চিচ্ছক্তির অধিষ্ঠান (সন্নিধানমাত্রাত্মক) অভ্যুপগম করিয়াছেন। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসরূপ মহৎ, সাংখ্যমতে পূর্ব্বকল্পসিদ্ধ জীব, সাংখ্যদর্শন ইহাঁদিগকেই 'ব্রহ্মা,' 'বিষ্ণু' ও 'মহেশ্বর' বলিয়াছেন, এমতে নিত্য ঈশ্বর ব্যবস্থাপিত হয় নাই। যোগমতে মহত্তের সাত্ত্বিক ভাগ নিৰ্ব্বৈশ্বর্য্য-শক্তিমান, নিত্যমুক্ত ("ক্লেশকৰ্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"—পাং দং)। যোগদর্শন নিত্য ঈশ্বর মানিয়াছেন সত্য, তথাপি ইনিও স্বভাববাদের অভ্যুপগমবাদদ্বারা প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। রজস্তমঃ-সংভিন্নতাবশতঃ মলিন কার্য্যতত্ত্ব পরমেশ্বরের উপাধি নহে, নিত্য, জ্ঞান, ইচ্ছা ও আনন্দাদিমৎ, সদা একরূপ কারণসত্ত্বই তাঁহার উপাধি', সাংখ্যযোগের ইহাই অভিপ্রায়।

সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকার্য্যে সত্ত্বাদি কার্য্যোপাধিক 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর', ইহাঁরাই অধিকারী, সাংখ্যদর্শনের ইহাই গূঢ় অভিসন্ধি।

বিজ্ঞানভিক্ষু স্বপ্রণীত 'বিজ্ঞানামৃত' নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন, "কেবল জীবাত্মার জ্ঞান হইলেও যে, মোক্ষ হইয়া থাকে, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য সাংখ্যদর্শন অনীশ্বর বৌদ্ধমতের অভ্যুপগমবাদ দ্বারা প্রতিজ্ঞাত আত্মানাত্ম-বিবেকের প্রতিপাদন করিয়াছেন, স্বশাস্ত্রে প্রয়োজনাভাববশতঃ পরমেশ্বরের ব্যবস্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরের সাধন বহু আয়াসসাধ্য, অপিচ ব্রহ্মমীমাংসাতে তাহা করা হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইনি ব্রহ্মাদির অতিরিক্ত ঈশ্বরের প্রতিপাদন করেন নাই।*

অনেকের বিশ্বাস, সাংখ্যদর্শনের সহিত আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে, হক্সলী সালী প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।* আমরা এই নিমিত্ত আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের (Evolution Theory) সহিত সাংখ্য দর্শনের কোন্ অংশে কতটুকু সাদৃশ্য আছে, তাহা দেখিবার চেষ্টা করিতেছি।

* "অত্রোচ্যতে কেবলজীবাত্মজ্ঞানাদপি মোক্ষোভবতীতি প্রতিপাদয়িতুং সাংখ্যা অনীশ্বরবৌদ্ধমতাভ্যুপগমবাদেন প্রতিজ্ঞাতমাত্মানাত্মবিবেকং প্রতিপাদয়ন্তি, ঈশ্বরব্যবস্থাপনস্য স্বশাস্ত্রেহনুপযোগাৎ। শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাতিরিক্তেশ্বরসাদনে প্রয়াসবাহুল্যাৎ। ব্রহ্মমীমাং সয়ৈব তৎসাধনস্য কৃতত্বাচ্চ।"—বিজ্ঞানমৃত।

* "Inthe later system of emanation of Sankhya there is a more marked approach to materialistic doctrine of evolution."

—*Encyclopedia Britannica. — Evolution.*

আধুনিক ক্রমবিকাশবাদ, বিশুদ্ধ জড়বাদ, সাংখ্যদর্শন যে, তাহা নহেন, তাহা আমাদের উপলব্ধি হইয়াছে। ক্রমবিকাশবাদ সংসারের অনাদিত্ববাদ স্বীকার করেন নাই, কর্ম্মের প্রবাহ পরম্পরায় নিত্যত্ব অঙ্গীকার করেন নাই, জীবাত্মা বা লিঙ্গদেহের কোন তত্ত্ব পান নাই। সংসারের অনাদিত্ববাদ সাংখ্যদর্শনের অভিমত, দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ইনি যুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন, লিঙ্গদেহের তত্ত্ব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ হয়, প্রকৃতির আপূরণ হইতে জাত্যন্তর-পরিণাম হইয়া থাকে, সাংখ্যদর্শন এই কথা বলিয়াছেন। ক্রমবিকাশবাদের সহিত সাংখ্যের এই অংশে কিছু সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু সংসারের প্রবাহনিত্যতা ও অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার অঙ্গীকার না করাতে, উভয়ের মধ্যে এই বিষয়েও বিষম ভেদ রহিয়াছে। সংসারের অনাদিত্ব ও অদৃষ্ট, আস্তিক দর্শনমাত্রেই স্বীকৃত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে আস্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে কোনরূপ মতানৈক্য নাই। ক্রমবিকাশবাদিগণ জগৎকে অনাদি বলিতে পারেন নাই কেন, পূর্ব্বে তাহা সংক্ষেপে জানান হইয়াছে। নৈহারিকী অবস্থা হইতে ক্রমশঃ বিশেষ বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হইয়া, জগৎ দৃশ্যমান অবস্থাতে উপনীত হইয়াছে, ক্রমবিকাশবাদের ইহাই অনুমান, জগতের এই দৃশ্যমান অবস্থা প্রলয়কালে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, ক্রমবিকাশবাদ যদি ইহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে, ইহাঁর "আমরা ক্রমশঃ উন্নতির অভিমুখে গমন করিতেছি, পূর্ব্বে উদ্ভিদ্ ছিলাম। তৎপরে কৃমি হইয়াছিলাম, তদনন্তর নানাযোনি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বানর হইয়াছিলাম, তৎপরে অসভ্য মানুষ হইয়াছিলাম , তদনন্তর ক্রমশঃ সভ্য হইতেছি", এইরূপ অনুমানের বিশেষ বাধা হয়, ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণ এইজন্য শাস্ত্রোক্ত সংসারের অনাদিত্ববাদকে যুক্তিসিদ্ধ বলিতে অপারগ, এই জন্য এ বাদ তাঁহাদের দৃষ্টিতে নাস্তিক বা নির্নিমিত্তবাদ !

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার স্বতঃ বিদ্যমানতাকে (Self-existence) যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, এবং যে জন্য ইহাকে যুক্তি সিদ্ধ বাদ বলিতে পারেন নাই, তাহা শ্রবণ করিলাম, এখন 'স্বতঃসৃষ্টিবাদ' (Self-creation) ও 'বাহ্যকরণ বা ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্টিবাদ' (Created by an external agency), ইহারা উক্ত পণ্ডিতপ্রবরের দৃষ্টিতে যেভাবে পতিত হইয়াছে, অপিচ যে নিমিত্ত ইহাদিগকেও যুক্তিসিদ্ধ বাদ বলিতে পারে নাই, তাহা শুনিব।

স্বতঃ সৃষ্টিবাদকে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসার 'প্যান্থিজম্' (Pantheism) বলিয়াছেন। ঈশ্বরই জগতের একমাত্র কারণ, ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থ নাই, যে বাদের ইহাই সিদ্ধান্ত, তাহাকে 'প্যান্থিজম্ (Pantheism) বলা হয়। স্পাইনোজা (Spinoza) পাশ্চাত্যদেশে এই মতের প্রতিষ্ঠাপক। ঈশ্বর (God)

বলিতে 'স্পাইনোজা' কি বুঝিয়াছিলেন? 'ঈশ্বর বিশ্বের কারণ'। এইকথার অভিপ্রায় কি? স্পাইনোজা 'ঈশ্বর বলিতে' দ্বৈতবাদীদিগের ন্যায় (অবশ্য পাশ্চাত্য) বিশ্বজগতের অস্থায়ী—অনিত্য স্রষ্টাকে বুঝেন নাই। স্পাইনোজার মতে ঈশ্বরই জগৎ, ঈশ্বর (God) ও জগৎ (Universe) সমান পদার্থ, তিনিই কারণ, আবার তিনিই কার্য্য, 'দ্রব্য' (Substance), গুণ, (Attribute) ও কর্ম্ম—বিবর্ত্ত (Mode), এই তিনটীকেই স্পাইনোজা 'পদার্থ' রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা স্বতঃবিদ্যমান ও স্বতঃপ্রমাণ, অর্থাৎ যাহার সত্তা ও প্রামাণ্য অন্যের অপেক্ষা-সিদ্ধ হয় না, স্পাইনোজা তাহাকে 'দ্রব্য' (Substance), যাহা দ্রব্যের তত্ত্ব বা উপাদানরূপে বুদ্ধিতে পতিত হয়, তাহাকে 'গুণ' (Attribute), এবং দ্রব্যের বিবর্ত্ত বা পরিণামকে 'কর্ম্ম' (Mode) বলিয়াছেন। দ্রব্যের অন্য কারণ নাই, ইহা স্বয়ংই আপনার কারণ, দ্রব্যকে যদি স্বয়ং আপনার কারণ বলা না যায়, তাহা হইলে, ইহাকে কার্য্যপদার্থ বলিতে হইবে, ইহা যে অন্যপদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 'দ্রব্য' অপরিচ্ছিন্ন (Infinite) এবং একমাত্র, অদ্বিতীয় সৎপদার্থ। 'দ্রব্যই' যখন এক অদ্বিতীয়, অনন্যাপেক্ষ (Independent) সৎপদার্থ, তখন ইহাকে স্বাধীন (Free) বলিতে হইবে, ইহা যে, স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, অন্যের (আপনা হইতে ভিন্ন পদার্থের) প্রয়োজন বিনা কর্ম্ম করে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, বৃত্তের (Circle) ব্যাসার্দ্ধ (Radii) সকল পরস্পর সমান, বৃত্ত হইতেই, তাহার ব্যাসার্দ্ধসকল পরস্পর সমান না হইয়া থাকিতে পারে না, বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ (Radii) সকল যে, পরস্পর সমান, ইহাই তাহার কারণ, এতদতিরিক্ত ইহার অন্য কোন কারণ নাই। সেইরূপ ঈশ্বর যে, কর্ম্ম করেন, বিবিধ আকারে বিবর্ত্তিত হয়েন, তাহারও এইরূপ অন্য কোন কারণ নাই, কোন বাহ্য কারণদ্বারা প্রেরিত হইয়া, তিনি কর্ম্ম করেন না। দুগ্ধই যে প্রকার ইহার শুভ্রত্ব, মধুরত্ব এবং তরলত্বের কারণ, 'স্পাইনোজা' ঈশ্বরকে সেই প্রকার বিশ্বজগতের কারণ বলিয়াছেন, পিতা যেমন পুত্রের, অথবা সূর্য্য যেমন তাপের কারণ, তিনি ঈশ্বরকে জগতের সেই প্রকার কারণ বলেন নাই।*

---

* "God is not the cause of the world in the proper and usual sense of the term, a cause acting from without and creating it once for all, but the permanent substratum of things, the innermost substance of the universe. God is neither the temporal creator of the world; as dualism and Christianity conceive him • • •"—*Weber*.

"By *substance*, I mean that which has existence in itself and is conceived of itself, *i.e.*, that the conception of which needs for its formation the conception of no second thing."—*A Study of Spinoza by J. Martineau, LL.D.D., p. 173.*

'স্পাইনোজা' (Spinoza) ঈশ্বরের নির্গুণ ও সগুণ (Unqualified being and qualified being), এই দ্বিবিধ অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুতিবোধিত অদ্বৈতব্রহ্মবাদের সহিত এই মতের কি, সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য আছে? সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য নাই, তবে কিয়দংশে যে, সাদৃশ্য আছে, তাহা বলিতে হইবে। স্পাইনোজা চিচ্ছক্তি ও প্রকৃতি বা মায়া, এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ বিশদভাবে বুঝাইতে পারেন নাই। হেগেলের সহিত স্পাইনোজার কোন্ অংশে পার্থক্য আছে, তাহা স্থির হইলে, শ্রুতিবোধিত অদ্বৈতব্রহ্মবাদ ও স্পাইনোজার 'প্যান্‌থিজম্', এই উভয়েরও যে, সর্ব্বাংশে একতা নাই, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সার বলিয়াছেন, "জগৎ শান্ত বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা হইতে স্বয়ং কোন বাহ্য কারণের অপেক্ষা না করিয়া, ব্যক্ত বা উদিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ("Potential existence passing into actual existence"), স্বতঃ সৃষ্টিবাদের ইহাই আশয়, কিন্তু কথা হইতেছে, জগতের শান্ত বা নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে কি, আমরা কদাচ বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিতে পারগ হই? যাহার ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদেশ হয় না, তাহাকে আমরা 'অসৎ' বলিয়াই বুঝিয়া থাকি, অসৎ পদার্থকে কিরূপে সদ্‌রূপে গ্রহণ করা যাইবে? অসৎ স্বতঃ—স্বীয় শক্তি বা ধর্ম্মদ্বারা সৎ হয়, ইহা কখনও চিন্তা করা যায় না। "এক, অদ্বিতীয় সৎপদার্থ কোন বাহ্য নিমিত্তের অপেক্ষা না করিয়া, স্বীয় রূপের পরিবর্ত্তন করে, এই কথার প্রকৃত অর্থ হইতেছে, বিনা কারণে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, অসৎ হইতে সতের জন্ম হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা হওয়া কি, সম্ভব বলিয়া মনে হয়? অতএব স্বতঃ সৃষ্টিবাদও স্বতঃ বিদ্যমানতাবাদের ন্যায় প্রমাণসিদ্ধ বাদ নহে।" *

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সারের এই সকল তর্কের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে, 'সৎ' ও 'অসৎ', এই পদার্থদ্বয়ের লক্ষণ কি, তাহা একবার স্মরণ করিতে হইবে, কার্য্য ও কারণের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইবে, শান্ত ও উদিত, এই অবস্থাদ্বয়ের তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিতে হইবে, আন্তর ও বাহ্য, ইহারা বস্তুতঃ ভিন্ন, কি অভিন্ন, তাহা নিশ্চয় করিতে হইবে।

যাহার ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদেশ হয় না, তাহাকেই লোকে সচরাচর 'অসৎ' বলিয়া বুঝেন। যাহা অর্থ-ক্রিয়াকারী (That which produces an effect), বৌদ্ধগণও, তাহাকেই 'সৎ' বলিয়াছেন, অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্ত্ব (Existence)।

---

* "Moreover, existence passing into another shape without external agency involves 'a change without a cause,—a thing of which no idea is possible' * * For all these reasons then a self-created universe is inconceivable." --*H. Spencer.*

জার্ম্মন্ দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হেগেল্‌ও (Hegel) 'সত্ত্ব' ও 'ক্রিয়াশীলত্ব'কে (Reality and activity) সমানার্থক (Synonymous) রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, হেগেলের মতে যাহা সৎ নহে, তাহা ক্রিয়াশীল হইতে পারে না, এবং যাহা ক্রিয়াশীল নহে, তাহাও সৎ হইতে পারে না। সম্পূর্ণভাবে ব্যাপার বা ক্রিয়ারহিত সৎপদার্থ নাই।" *

'যাহা সৎ নহে, তাহা অর্থ-ক্রিয়াকারী নহে,' এই কথা সত্য বলিয়া, 'যাহা অর্থ-ক্রিয়াকারী নহে, তাহা সৎ নহে,' এই কথাও যে, সত্য হইবে, তাহার প্রমাণ কি? অপরিণামী বা কূটস্থ নিত্য পদার্থ কি অসৎ? 'যাহা অর্থ-ক্রিয়াকারী নহে', এই কথার অর্থ কি? ব্যাকরণাদি শাস্ত্র ক্রিয়াকে পরিস্পন্দন-সাধন-সাধ্য গমনাদি (Motion—Vibration) এবং তদ্বিপরীত অপরিস্পন্দন-সাধন-সাধ্য অবস্থানাদি (Existence), এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অপরিণামী বা কূটস্থ নিত্যপদার্থের গমনাদি ক্রিয়া না থাকিলেও অবস্থানাদি ক্রিয়া আছে, পরিণামী পদার্থসমূহের সত্তা ও চৈতন্যপ্রদ বলিয়া, ইহাঁকে সৎ বলিতে হইবে। 'সৎ' ও 'অসৎ' বা 'ভাব' ও 'অভাব' (Being and non-being), এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ লইয়া দার্শনিকগণ (বিশেষতঃ একত্ববাদিগণ) অনেক বিচার করিয়াছেন। হেগেলের মতে 'কেবল ভাব' ও 'কেবল অভাব' একপদার্থ। 'হেগেল্' (Hegel) প্রতিপাদন করিয়াছেন, পদার্থমাত্রেই স্বভাববিরোধী (Contradictory in itself) প্রতিযোগিতাই পদার্থের তত্ত্ব, প্রতিযোন্দ্বগিতাদ্বয়ের সমবায়ই পদার্থের তদাত্ম্য (Identity), ভাব অভাবের অব্যতিরিক্ত।* শ্রীহর্ষ স্বপ্রণীত 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' নামক গ্রন্থে 'ভাব' ও 'অভাব' এই পদার্থদ্বয়ের খণ্ডনাবসরে (৪র্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) যে সকল তর্ক করিয়াছেন, হেগেলের ন্যায় (Logic) পাঠ করিলে, অনেকতঃ তদনুরূপ তর্কের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহর্ষ প্রথমতঃ প্রশ্ন করিয়াছেন, "অভাবত্বের অর্থ কি? নিষেধাত্মকত্বই অভাবত্বের স্বরূপ, যদি এই কথা বলা হয়, তাহা হইলে, জিজ্ঞাসা হইবে, 'নিষেধ' বলিতে, প্রতিক্ষেপ (Contradiction) বুঝিব, কিংবা 'অভাব' বুঝিব? প্রতিক্ষেপাত্মকত্ব ভাবপদার্থেও আছে, 'ভাব' ও 'অভাব' এই উভয়েরই পরস্পর প্রতিক্ষেপাত্মকত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে (It is acknowledged that contradiction contained in both being and non-being, existence itself is contradictory)। অভাবকে নিষেধের অর্থরূপ গ্রহণ করিলে, জিজ্ঞাসা

* "Activity is synonymous with reality. Nothing is active except what is real, and nothing is real except what is active. Absolute rest does not exist."— *Weber—Hegel.*

* "Everything is contradictory in itself. Contradiction forms its essence: Its identity consists in being the union of two contradiction. *** Existence is therefore identified with its negation."

—History, Philosphy—Lews, p. 534.

বিনিবৃত্ত হইবে না, অতএব নিষেধ মুখে প্রতীয়মানত্বও এতদ্দ্বারা নিরস্ত হইল। ভাববিরোবিত্বই 'অভাবত্ব', এই কথাও বলা যায় না। 'ভাববিরোধিত্বই' সত্ত্বাবত্ব, এতদ্বাক্য শ্রবণানন্তর প্রশ্ন হইবে, সর্ব্বভাবের বিরোধিত্বের নাম অভাবত্ব, ইহা ঠিক নহে, কারণ, ঘটের অভাব ভূতলাদির বিরোধী নহে। ভাববিশেষের বিরোধিত্বের নাম অভাবত্ব, ইহাকেও যথার্থ বলা যাইতে পারে না, যেহেতু বিশেষ-বিশেষ ভাবসমূহের মধ্যেও কতিপয়ের তদ্ভাবত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।*

'হেগেলের (Hegel) মতে ব্যাপারশূন্য, শুদ্ধ, নিরুপাধিক বা নির্গুণভাব অভাবের সমান ("Hence being pure and simple is equal to non-being")। যাহার ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদেশ হয় না, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা অসৎ পদার্থরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। হেগেলের উক্ত বচনেরও ইহাই অভিপ্রায়। আস্তিক সৎকার্যবাদ ও অসৎকার্যবাদ যে, বস্তুতঃ পরস্পর বিরোধী নহে, এতদ্দ্বারা তাহা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে, মায়াবাদের প্রকৃত রহস্য উদ্ভিন্ন হইবে। ঋগ্বেদসংহিতা বলিয়াছেন, "ইন্দ্র—পরমাত্মা মায়াদ্বারা বিবিধ বিচিত্র জগদাকার ধারণ করেন, পরমাত্মার শক্তিরূপা মায়াই বিশ্বজগতের উপাদানকারণ ("ইন্দ্রো মাযাভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে**।"—ঋগ্বেদসংহিতা ৪।৪৭।১৮)। মায়ার স্বরূপ কি? শ্রুতির উপদেশ—"মায়া অনাদি, কার্য্যোৎপাদনসমর্থা, মায়া ব্রহ্মরূপে সতী, কার্য্যরূপে অসতী, অতএব সর্ব্বাত্মাতে ইনি সতীও নহেন, আবার অসতীও নহেন। হেগেল্ অনেকতঃ এইরূপ বিচারদ্বারা কেবল-ভাব ও কেবল-অভাবকে সমান পদার্থ বলিয়াছেন। তবে ইহা এস্থলে অবশ্য বক্তব্য যে, শ্রুতির সহিত হেগেলের সর্ব্বাংশে একতা নাই।

ব্রহ্ম স্বয়ং অবিকার, অপরিণামী; যিনি স্বয়ং অবিকার, অপরিণামী, তিনি বিকার বা কার্য্যের হেতু হইবেন কি রূপে? যিনি কিছু হয়েন না, করেন না, তাঁহাকে 'সৎ' (সৎ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি,) বলা যাইতে পারে না। ব্রহ্ম যদি কেবল সৎ হইতেন, তাহা হইলে ইহাঁর চিরকাল কূটস্থভাবেই অবস্থান অপরিহার্য্য হইত, কদাচ জগদাকারে বিবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব হইত না; পক্ষান্তরে যদি ইহাঁকে কেবল 'অসৎ' (Only nothing) বলা যায়, তাহা হইলে, ইনি সম্পূর্ণতঃ নিষ্ক্রিয়, নিষ্কল, শূন্য (Zero) পদার্থ হয়েন। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণভেদে দ্বিবিধ।*

---

* "অভাবত্বং কিমভিধীয়তে নিষেধাত্মক মিতি চেৎ? তদাদি প্রতিক্ষেপাত্মকত্বং তদা ভাবেপ্যস্তি ভাবাভাবয়োর্দ্বয়োরপি পরস্পরপ্রতিক্ষেপাত্মকত্বস্বীকারাৎ * * *" —খণ্ডনখণ্ডখাদ্য।

* "Hence, being pure and simple is equal to non-being. It is both itself and its opposite. If it were only itself, it would remain immovable and barren; if it were only nothing, it would be equal to zero, and in this case, perfectly powerless and fruitless. Because it is *both it becomes* something, a different thing, everything." —*Weber,—Hegal!*

শ্রুতি ব্রহ্মকে (১) সর্ব্বভূতগূঢ় (সর্ব্বপ্রাণিতে সংবৃত), (২) সর্ব্বব্যাপী (সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা—স্বরূপভূত), (৩) কর্ম্মাধ্যক্ষ (সর্ব্বপ্রাণিকৃত বিচিত্রকর্ম্মের অধিষ্ঠাতা), (৪) সর্ব্বভূতাধিবাস (যিনি সর্ব্বভূতে বাস করেন), (৫) সাক্ষী (সর্ব্বদ্রষ্টা), (৬) চেতা (চেতয়িতা), (৭) কেবল (নিরুপাধিক), (৮) নির্গুণ (সত্ত্বাদি গুণরহিত), (৯) একদেব (অদ্বিতীয় দ্যোতনস্বভাব), এই নয়টী বিশেষণদ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন। এই নয়টী বিশেষণের স্বরূপ চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হইবে, শ্রুতি এই নয়টী বিশেষণদ্বারা ব্রহ্মের উপাদান কারণত্ব, নিমিত্তকারণত্ব এবং অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।* হেগেল্‌ও যে, কিয়দংশে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবে হেগেলের সহিত বেদান্তের পার্থক্য কি?

'ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালাত্মক যাবৎ অনুভূত, অনুমিত ও অনুশ্রুত, জগৎ সেই সর্ব্বতোমুখ বিরাটের মহিমা—তাঁহার মায়িক রূপমাত্র, কিন্তু তিনি ইহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ, কারণ, ত্রৈকালিক ভূত-সমুদায়রূপী এই জগৎ ইহাঁর একপাদমাত্র, ইহাঁর অবশিষ্ট আরও তিনটী পাদ আছে, উহারা অমৃত স্বরূপ, এই অমৃত স্বরূপ (অপরিণামী) পাদত্রয়, ইহাঁর স্বপ্রকাশরূপে অবস্থিত আছে" (পুরুষসূক্তের তৃতীয় ঋক্ দ্রষ্টব্য) । হেগেল্ এইরূপ কথা বলিতে পারেন নাই, হেগেল্ কর্ম্মের অনাদিত্ব বা সৃষ্টি প্রলয়ের প্রবাহ নিত্যতা বুঝাইতে পারগ হয়েন নাই। অতএব বেদান্তের সহিত হেগেলের বিশেষ পার্থক্য আছে। শ্রুতি সগুণ ব্রহ্মকেই হিরণ্য-গর্ভ, বিরাটপুরুষ ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন, ত্রিগুণাধিষ্ঠিত চিচ্ছক্তিই সগুণব্রহ্ম, সাংখ্যদর্শন ইহাঁকেই 'ঈশ্বর' বলিয়াছেন।

পণ্ডিত হেগেল্ (HEGEL) বলিয়াছেন, "শক্তি ও ক্রিয়া—ব্যাপার—চেষ্টা (Force and exertion), ইহারা পরস্পর ভিন্ন পদার্থ নহে, ক্রিয়া বা চেষ্টা দ্বারাই আমরা শক্তিকে জানিয়া থাকি। শক্তি ও ক্রিয়া, ইহারা যথাক্রমে আন্তর, ও বাহ্যভাবের বাচক, 'শক্তি' (Force) শব্দদ্বারা আন্তর বা অব্যক্তভাব, এবং ক্রিয়া বা কর্ম্ম শব্দদ্বারা বাহ্যভাব—বাহ্যশক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে। আন্তর (Inner) ও বাহ্য (Outer), ইহারা বস্তুতঃ এক পদার্থ, ইহারা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ (Identical), আন্তর কখন বাহ্যবিচ্ছিন্ন হইয়া, অথবা বাহ্য কখন আন্তর-বিরহিত হইয়া থাকে না। প্রত্যেক ব্যক্তভাবই—প্রত্যেক কার্য্যই শক্তির—আন্তর বা অব্যক্ত ভাবের ব্যক্তাবস্থা। কারণ হইতে কার্য্য বস্তুতঃ ভিন্ন নহে।"*

---

* "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।" শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ

* "These two co-efficients inner and outer are also identical; neither is without the other.*** Cause itself passes into effect."
—*History of Philosophy* —Dr. A. Schwegler.

ইহা শ্রুতি, শারীরকসূত্র ও শারীরকভাষ্যেরই প্রতিধ্বনি। অথর্ব্ববেদসংহিতা বলিয়াছেন, 'যাহা আন্তর, তাহা বাহ্য, যাহা বাহ্য, তাহাই আন্তর ("যদন্তরং তদ্‌বাহ্যং যদ্‌বাহ্যং তদন্তরম্।"—অথর্ব্ববেদ-সংহিতা)। বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন, ব্যক্ততা ও অব্যক্ততা-ভিন্ন আন্তর ও বাহ্যের মধ্যে অন্য কোনরূপ ভেদ নাই।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সার স্বতঃ সৃষ্টিবাদের অনুপপত্তি (Absurdities) দেখাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, ভাব বা সৎপদার্থ বলিতে আমরা ক্রিয়াকারী পদার্থকেই বুঝিয়া থাকি, সর্ব্বথা নিষ্ক্রিয় পদার্থকে সৎ বলিয়া অবধারণ করা অসম্ভব, অতএব বিশ্বজগতের অব্যক্তাবস্থাকে সৎ বলিতে হইবে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে সৎ বলা যাইবে কি রূপে? 'অসৎ স্বীয় শক্তি বা ধর্ম্মদ্বারা সৎ হইয়া থাকে', 'এক ভাব বাহ্য কারণ-নিরপেক্ষ হইয়া, রূপান্তর গ্রহণ করে', ইহা কদাচ উপপন্ন হয় না।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সারের এইরূপ আশঙ্কার পরিহারার্থ আমরা অসৎ ও সৎ বা অভাব ও ভাব (Non-being and being, Negation and affirmation or position), বাহ্য ও আন্তর, এবং কারণ ও কার্য্য, এই সকল পদার্থের স্বরূপ কি, তাহা চিন্তা করিতেছি। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন 'অভাব' (Non-existence—Negation) পদার্থকে সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব (Relative non-existence and mutual non-existence), প্রধানতঃ এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সংসর্গাভাব আবার 'প্রাগভাব' (Antecedent Non-existence), প্রধ্বংসাভাব (জন্যাভাব—Emergent non-existence), এবং অত্যন্তাভাব (নিত্য সংসর্গাভাব—ত্রৈকালিক সংসর্গাবচ্ছিন্ন প্রপিযোগিতাক অভাব—Absolute non-existence),এই ত্রিবিধ। অন্যোন্যাভাব (Reciprocal non-existence), ও 'ভেদ' (Difference) সমান পদার্থ, ঘট হইতে পট ভিন্ন, গো হইতে অশ্ব ভিন্ন, ঘট পট নহে, গো অশ্ব নহে, ইত্যদি স্থলে যে অভাবের প্রতীতি হয়, তাহাকে 'অন্যোন্যাভাব' (Reciprocal non-existence or difference) বলে। অন্যোন্যাভাব যে, ভাব-ব্যতিরিক্ত নহে, তাহা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয়। 'প্রাগভাব', 'প্রধ্বংসাভাব' ও 'অত্যন্তাভাব', ইহারা সংসর্গাভাবের প্রকারভেদ। এই স্বর্ণে এই অলঙ্কার হইবে, এই বাক্য শ্রবণ করিলে, আমাদের অলঙ্কার উৎপত্তির পূর্ব্বে স্বর্ণে অলঙ্কারের যাদৃশ অভাবের (Non-existence) প্রতীতি হয়, তাহার নাম 'প্রাগভাব'। উৎপত্তির পর সমবায়িকারণে কার্য্যের যে সংসর্গাভাব, তাহা প্রধ্বংসাভাব। সৎকার্য্যবাদিগণের সিদ্ধান্ত (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), 'প্রাগভাব' ও 'প্রধ্বংসাভাব', কার্যের অনাগত বা ভবিষ্যৎ এবং·অতীত। এই অবস্থাদ্বয় ভিন্ন অন্য

কিছু নহে। বৈয়াকরণেরাও কারণে শক্তিরূপে—সূক্ষ্মভাবে অবস্থাকে 'প্রাগভাব' বলিয়াছেন। পণ্ডিত হেগেলের উপদেশ অভাবজ্ঞানও বস্তুতঃ ভাবজ্ঞান, অভাবজ্ঞান ব্যতীত ভাবজ্ঞানের, এবং ভাবজ্ঞান ব্যতীত অভাবজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না, একত্বের অভাব বা প্রতিক্ষেপই (The negation of the unit), বহুত্বের জ্ঞানজনক।* অতএব অভাব ও ভাব, ইহারা বস্তুতঃ পরস্পর বিরোধী নহে, ভাবের তিরোভাব অভাব, এবং অভাবের আবির্ভাবই ভাব।* অদ্বৈতসিদ্ধি-নামক প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক গ্রন্থেও ইক্ত হইয়াছে, বস্ত্রের সংকুচিত, প্রসারিতাদি বিবিধ অবস্থাতে ইহার স্বরূপ যে প্রকার অনুস্যূত (Closely attached or linked to—Woven together) হইয়া থাকে, সেই প্রকার মৃৎপিণ্ড, কপাল ঘটভগ্ন, ঘট ইত্যাদি অবস্থাসমূহে ঘটের স্বরূপ অনুস্যূত হইয়া থাকে, ইহার স্বরূপের নাশ হয় না। ঘটের স্বরূপ অনুস্যূত হইয়া থাকে, এইজন্য যাহা মৃত্তিকা ছিল, তাহাই কপাল হইয়াছিল, পশ্চাৎ তাহাই জলাহরণাদির যোগ্য হইয়াছিল, ইদানীং তাহাই ভগ্ন—জলাহরণাদি কার্য্যনিষ্পাদনে অযোগ্য হইয়াছে, এবম্প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) হয়। অতএব দ্রব্যের অনাগতাদি অবস্থাসমূহ পরস্পর ভিন্ন হইলেও, প্রত্যেক অবস্থাতেই উহার স্বরূপ অনুগত থাকে, ধর্ম্মীর স্বরূপের অন্যথা হয় না। 'ঘট ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে', এস্থলে ধ্বংসপ্রতিযোগিতা ঘটেই প্রতীত হইয়া থাকে, অতএব অনাগত, বর্ত্তমান ও অতীত অবস্থাই যথাক্রমে আবির্ভূত ও তিরোভূত হয়।† সৎকার্য্যবাদী ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের "ভূত ও ভবিষ্যৎ যে,

---

* "All positon, says Hegal, is negation; every notion has in it the opposite of itself, in which it passes forward to its own negation. But, again, all negation is position affirmation. When a notion is negated, the result is not forthwith a mere nothing, a pure negative, but on the contrary, a concrete positive; there results, in fact, a new notion, and one too that is enriched by the negation of the preceeding one. The negation of the unit, for example, is the notion of plurality"

—*History of Philosophy.— Dr. A. Schwegler.*

* "These two notions, consequently, are not more absolutely opposed than absolutely identical? each of them disappears immediately into the other." —*Hist.. Phil..—Schwegler.*

† "বস্তুতস্তু ধ্বংসকালেঽপি ঘটো ধ্বস্ত ইতি ধ্বংসপ্রতিযোগিতা ঘটে প্রতীয়ত এব তথাচানাগতবর্ত্তমানাতীতাবস্থাঃ ক্রমেণাবির্ভাবয়ন তিরোভাবয়ংশ্চানির্ব্বাচ্যো ঘটঃ কালত্রয়েপ্যনুস্যূত ইতিনঃ সিদ্ধান্তঃ।" —অদ্বৈতসিদ্ধি।

"বস্তুত ইতি অনির্ব্বাচ্যত্বস্তদবস্থাভ্যো ভেদাভেদাদিনা দুর্বচঃ। অনুস্যূত ইতি সংকুচিতপ্রসারিতাদিনানাবস্থাসু বস্ত্রাদিস্বরূপমিব মৃৎপিণ্ড-কপাল-ঘটভগ্ন-ঘটাদি-নানাবস্থাসু ঘটস্বরূপমেকমনুস্যূতমতএব যন্মৃদাসীৎ কপালং চাসীৎ পশ্চাত্তদেব জলাহরণাদিযোগ্যং জাতমিদানীং তদেব ভগ্নস্তদযোগ্যমিতি প্রত্যভিজ্ঞা তস্মাদবস্থাসু মিথো ভিন্নাসু ব্যক্তিস্বরূপমনুগতং তদভিন্নমিতিভাবঃ। —অদ্বৈতসিদ্ধিটীকা।

একেবারে থাকে না, ইহারা ধর্ম্মিস্বরূপে মৃত্তিকাদিতে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে," ইত্যাদি বচন সমূহের এস্থলে স্মরণ করিবেন।

'ভাব' ও 'অভাব', এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ লইয়া দার্শনিকগণ যে, বহু বিচার করিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। সর্ব্বশূন্যতাবাদী বৌদ্ধগণ বলেন, সকল ভাবজাতই বস্তুতঃ অভাব, কারণ, গো তদিতর অশ্বাত্মাতে অসৎ, গো অনশ্ব এবং অশ্বও তদিতর গবাত্মাতে অসৎ, অশ্ব অগো। গো, অশ্ব ইত্যাদি ভাবজাত তাহা হইলে, অন্যোন্যাভাবনিবন্ধন 'অভাব' হইতেছে ("সর্ব্বমভাবোভাবেষ্বিতরেতরাভাবসিদ্ধে।" —ন্যায়সূত্র, ৪।১।৩৭) মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, না, তাহা হয় না, সকল ভাবই— স্বীয়ভাবে স্বীয়ধর্ম্মে সিদ্ধ (What is, is)। 'গো' এই শব্দ উচ্চারিত হইলে, জাতিবিশিষ্ট দ্রব্য গৃহীত হয়, অভাবমাত্র গৃহীত হয় না। যদি সর্ব্ব তুচ্ছ বা অভাব হইত, তাহা হইলে, 'গো' শব্দ উচ্চারিত হইলে, অভাবেরই প্রতীতি হইত। অশ্বাত্মাতে 'গো' অসৎ, এই কথাই বলিতেছ, কিন্তু যদি সকলই অভাব হয়, তবে 'গবাত্মাতে গো অগো' একথা বলিতেছ না কেন? গবাত্মাতে গো অসৎ, গবাত্মাতে গো সৎ, এইজন্য তো? অতএব সর্ব্বভাব পদার্থই স্বভাবে সিদ্ধ, সর্ব্ব অভাব, ইহার অপসিদ্ধান্ত।

দ্রব্যসমূহের স্বভাবতঃ সিদ্ধি অসম্ভব, কারণ, সকল দ্রব্যেই আপেক্ষিক (Relative)। দীর্ঘাপেক্ষায় হ্রস্বের সিদ্ধি হইয়া থাকে।

'সকল দ্রব্যেই আপেক্ষিক, কোন দ্রব্যই স্বভাব সিদ্ধ-নহে' মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, যে যুক্তিদ্বারা এই প্রতিজ্ঞার স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা ব্যাঘাত-দোষযুক্ত (Contradictory)। 'হ্রস্ব দীর্ঘাপেক্ষাকৃত', এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, দীর্ঘের দীর্ঘত্ব স্বাভাবসিদ্ধ কি আপেক্ষিক? যদি বল (অবশ্য বলিতে হইবে)। দীর্ঘের দীর্ঘত্ব হ্রস্বাপেক্ষাকৃত, তাহা হইলে, দ্রব্যের স্বভাবসিদ্ধত্বই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইল। হ্রস্ব না থাকিলে, দীর্ঘের জ্ঞান থাকিত না, দীর্ঘ না থাকিলে হ্রস্বের জ্ঞান থাকিত না। অতএব উভয়েই পরস্পরাশ্রয়ী—উভয়জ্ঞানই ইতরেতরাপেক্ষ। ইতরেতর পদার্থদ্বয়ের একের অভাবে অন্যতরের অভাব অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং একের অভাব উভয়েরই অভাব হইবে। অপেক্ষা ব্যবস্থা তাহা হইলে, কিরূপে উপপন্ন হইবে?

হেগেল্ (Hegel) কি বলিয়াছেন? জাগতিক বস্তুমাত্রেই পরিচ্ছিন্ন, পরিচ্ছিন্ন বস্তুমাত্রেই সপ্রতিযোগিক, সকল দৃগ্‌গোচর বস্তুই ভাব ও অভাব, এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী। পরিচ্ছিন্নজ্ঞান সদসদাত্মক, ভাব ও অভাবের মিলিতমূর্ত্তি। অনুভূতির (Thought), স্বরূপ চিন্তা করিলে, হৃদয়ঙ্গম হয়, 'ইহা অমুক হইতে ভিন্ন, এবং

অমুকের সমান', অনুভূতি মাত্রেই এইরূপ ভেদাভেদমূলক। পরিচ্ছিন্নভাবে অভাব আছে, আবার পরিচ্ছিন্ন অভাবেও ভাব আছে। অপরিচ্ছিন্ন অভাব ও অপরিচ্ছিন্ন ভাব এক পদার্থ ("Every definite thought, by the fact, that it is definite, has a necessary relation to its negation and cannot be separated, from it without loosing its own meaning.")। একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়,হেগেলের মতের সহিত ন্যায়দর্শনের মূলতঃ বিরোধ নাই। এস্থলে এই সকল তর্কের উত্থাপনের প্রয়োজন কি?

অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, এই ত্রিবিধ বাদই যে, সর্ব্বপ্রকার দার্শনিকমতের মূল, তাহা প্রতিপাদন, অপিচ আস্তিক বা বেদমূলক উক্ত বাদত্রয় যে, বস্তুতঃ পরস্পর বিরোধী নহে, তাহা জানানই আমাদের মুখ্য প্রয়োজন। এই প্রয়োজন-প্রেরিত হইয়াই আমরা জগতের সৃষ্টিবিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন মতের সমালোচনা করিতেছি। অসতের উৎপত্তি এবং সতের নাশ হয় না, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকেই এই কথা অভ্যুপগম করিয়াছেন। 'অসতের উৎপত্তি হয় না' অতীত এবং অনাগতও স্বরূপতঃ বিদ্যমান, এই কথা শুনিয়া, যাঁহারা মনে করেন, জগতের এই দৃশ্যমান বা ব্যক্ত অবস্থাই প্রলয়কালে বিদ্যমান থাকে, তাঁহারা 'অসতের উৎপত্তি হয় না' অথবা 'অতীত এবং অনাগতও স্বরূপতঃ বিদ্যমান', এতদ্বাক্যের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করেন নাই। ন্যায়দর্শন এইজন্য অসৎকার্য্যবাদীর পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। সৎ ও অসৎ, এই শব্দদ্বয়ের অর্থ চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, নিষেধার্থক 'নঞ্', এই অব্যয় পদের সহিত সংযুক্ত হইয়াই 'সৎ' 'অসৎ', এই আকার ধারণ করিয়াছে। অবিশেষ সৎ দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন হইলেই, বিশেষ বিশেষ সদরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। 'ইহা উহা নহে, ইহা উহা হইতে ভিন্ন, এই কথার অর্থ হইতেছে, ইহা যে দেশ ও কালদ্বারা অবচ্ছিন্ন, ইহা যে যে ধর্ম্ম বা গুণবিশিষ্ট উহা ঠিক সেই দেশ ও কালদ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে, উহাতে ঠিক সেই সেই ধর্ম্ম বা গুণের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না। অতএব বিশেষ বা পরিচ্ছিন্ন পদার্থমাত্রেই ভাব ও অভাবের, 'হাঁ ও না' এর মিলিতমূর্ত্তি। সত্তা দেশতঃ, কালতঃ বা বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন হইলেও, তাহার স্বরূপের নাশ হয় না। অভাবও সুতরাং ভাব-ব্যতিরিক্ত নহে। হেগেল্ এই কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'জগৎ অব্যক্তাবস্থাতেও সৎ' এই কথার সুতরাং অর্থ হইতেছে, জগতের অব্যক্তাবস্থাতে ইহা সূক্ষ্মভাবে, শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে। শান্ত (Potential) ও উদিত বা ক্রিয়মাণ (Kinetic), বৈজ্ঞানিকগণও শক্তির এই দ্বিবিধ অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন। যে শক্তি দ্রব্যসমূহকে ব্যক্তক্রিয়মাণ অবস্থাতে আনয়ন করে, তাহাকে দৃষ্ট প্রবৃত্তিশক্তি (Kinetic energy), এবং যাহা অব্যক্ত অবস্থাতে গতিপ্রবর্ত্তনের চেষ্টা করে,

তাহাকে অদৃষ্ট, সঞ্চিত বা শান্তশক্তি (Stored or Potential energy) বলা হয়। অদৃষ্ট, বা শান্তশক্তিও ক্রিয়া বা প্রবৃত্তিশীল সন্দেহ নাই, কারণ, ক্রিয়াহীন বা প্রবৃত্তিশূন্য শক্তির অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। তবে ইহার ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি, সূক্ষ্মত্ববশতঃ আমাদের অতীন্দ্রিয়।*

ঋগ্বেসংহিতা প্রলয়ের স্বরূপ বর্ণন করিবার সময় বলিয়াছেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল না, কারণ অসতের উৎপত্তি হইতে পারে না। তবে কি প্রলয়াবস্থাতে জগৎ সৎ—বিদ্যমান ছিল? না, প্রলয়াবস্থাতে জগৎ বিদ্যমানও ছিল না, কারণ, বিদ্যমানের আবার সৃষ্টি কি হইবে? বেদ একবার বলিয়াছেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল না, অন্যবার বলিয়াছেন, প্রলয়াবস্থাতে জগৎ সৎ—বিদ্যমানও ছিল না, এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ বচনদ্বারা প্রলয়ের স্বরূপ কিরূপে নিশ্চিত হইবে?

'সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল না', এতদ্‌বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, প্রলয়াবস্থাতে জগৎ পরমব্যোমে—পরব্রহ্মে নামরূপ বিনির্মুক্ত হইয়া, অব্যক্ত অবস্থাতে বিদ্যমান ছিল। আবার 'প্রলয়কালে জগৎ সৎ বিদ্যমান ছিল না', এই কথার অভিপ্রায় হইতেছে, জগতের এই পরিদৃশ্যমান বা ব্যক্ত অবস্থা তখন বিদ্যমান ছিল না। প্রলয়কালে পৃথিব্যাদিলোক (রজঃ-শব্দ লোকবাচী), অন্তরিক্ষ, এক কথায় চতুর্দ্দশভুবন, আকাশাদি ভূতজাত, এই সকলের কিছুই বিদ্যমান ছিল না। ভোগ্যপ্রপঞ্চের ন্যায় তৎকালে ভোক্তৃপ্রপঞ্চও ছিল না। শ্রুত্যন্তরে 'সৃষ্টির পূর্ব্বে অপ্—সলিল বিদ্যমান ছিল', এই কথা উক্ত হইয়াছে, তৎপ্রলয়কালে কি অপ্ বিদ্যমান ছিল? ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, না, তৎকালে সলিলও বিদ্যমান ছিল না।* এই পরিদৃশ্যমান জগতের আদ্যাবস্থাতে (মহাপ্রলয়ে) সূর্য্য বা অন্য কোন গ্রহ, উপগ্রহ বিদ্যমান ছিল না, তৎকালে মৃত্যু ছিল না; জীবন (জৈবচেষ্টা) ছিল না, সূর্য্য ও চন্দ্রমার অভাবহেতু তখন দিবারাত্রির জ্ঞান ছিল না, তখন সর্ব্ববেদান্তপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্বই জীবিতবৎ বিদ্যমান ছিলেন। প্রাণের সম্বন্ধ ব্যতিরেকে জীবন থাকিবে

---

* অধ্যাপক ল্যাড্ (G.T. LADD) বলিয়াছেন—

"The Energy which is regarded as causing actual motion is Kinetic; that which is to be regarded as tending to produce motion is stored or potential But inasmuch as we have no test or suggestion of the presence of energy except motion, we seem compelled to consider the so-called 'tendency' to move (potential energy) as motion that is beyond the sphere of the senses, because distributed over so vast a number of minute portions of matter whose amount of motion is too small to be discoverable; * * *"

—*Physiological psychology, p. 653*

* "নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরোযৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্‌গহনং গভীরম্।।' ঋগ্বেদসংহিতা, ৮। ১২৯। ১

কিরূপে? শ্রুতি এইজন্য 'অবাতম্' এই পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ, প্রাণের সম্বন্ধাভাববশতঃ বিশিষ্ট জৈবব্যাপার ছিল না বটে, তবে তৎকালে সামান্যতঃ জীবন ছিল। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতি বা মায়া (স্বধা) তখন স্বীয় আধার ব্রহ্মের সহিত অবিভাগাপন্ন হইয়া—সাম্যাবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন, ক্রিয়াশীল রজোগুণের অনভিব্যক্তিবশতঃ তৎকালে কোনরূপ ব্যক্ত-ক্রিয়া ছিল না। প্রকৃতি বা মায়া যে, ঈশ্বরাপেক্ষ, এতদ্দ্বারা তাহা সূচিত হইয়াছে। এই কালে সুতরাং এক, অদ্বিতীয় পদার্থই বিদ্যমান ছিলেন, অন্য কোন পদার্থ ছিল না। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন জগৎ ছিল না, তখন ইহার জন্ম বা আবির্ভাব কিরূপে সম্ভব হইবে? জায়মানের, জন্মক্রিয়াতে নিশ্চয়ই কারকত্ব—কর্তৃত্ব আছে, কারক কারণের অবান্তর বিশেষ, ক্রিয়া-নিমিত্ত কারকের নিয়ত পূর্ব্বক্ষণে বিদ্যমানত্ব অবশ্যম্ভাবী। বেদ এতাদৃশ আশঙ্কার পরিহারার্থ বলিয়াছেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে—প্রলয়দশাতে ভূত-ভৌতিক অখিল জগৎ তমঃ—অন্ধকারবৎ (যেমন নৈশ তমঃ সর্ব্বপদার্থকে আবৃত করিয়া রাখে, সেইরূপ) আত্মস্বরূপের আবরক মায়াসংজ্ঞক ভাবরূপ অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হইয়াছিল, সংস্কারাবস্থায় বিদ্যমান ছিল। আবির্ভাবের—সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলতা প্রাপ্তির নাম উৎপত্তি, এবং সূক্ষ্ম বা সংস্কারাবস্থাতে গমনই নাশ। এতদ্দ্বারা অসৎকার্য্যবাদ প্রত্যাখাত হইয়াছে। কারণের সহিত অবিভাগাপন্ন—একীভূত—এক অখণ্ডতমোভাবে অবস্থিত জগৎ কিরূপে বিভক্ত হইল? সৃষ্টি আরম্ভ হইবার হেতু কি? কারণের সহিত একীভূত—অবিভাগাপন্ন জগৎ তপের স্রষ্টব্য পর্য্যালোচনারূপের মাহাত্ম্যদ্বারা বিভাগতা প্রাপ্ত হইয়াছে, পরমেশ্বরের পর্য্যালোচনই জগতের উৎপত্তিহেতু। এই বিকার জাতের সৃষ্টির প্রাগবস্থাতে পরমেশ্বরের মনে কাম—জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। পরমেশ্বরের মনে জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয় কেন? প্রলয়কালে জীবসমূহের বাসনাবাসিত অন্তঃকরণসমূহ মায়া বা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে। প্রাণিদিগের অতীতকল্পে কৃত,অন্তঃকরণে সমবেত কর্ম্মসমূহই ভাবিপ্রপঞ্চের বীজস্বরূপ। এই সকল কর্ম্মবাসনা যখন ফলোন্মুখ হয়, সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ, সর্ব্বসাক্ষী, কর্ম্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের মনে তখনই জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে। কল্পান্তরে জীব-সংঘকৃত কর্ম্মই যে, বর্ত্তমান সৃষ্টির কারণ, তাহা শব্দ, শ্রুতি বা অলৌকিক (অবাধিত)-প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তথাপি শ্রুতি

* "ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ.
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিং চ নাস।।"
"তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্"—
"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমঃ যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।।"
—ঋগ্বেদসংহিতা ৮/১২৯/২, ৩ ও ৪

ত্রিকালজ্ঞ বিদ্বজ্জনসমূহের অনুভবকেও এইস্থলে এতৎপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, ইদানীং অনুভূয়মান অখিল জগতের হেতুভূত, কল্পান্তরে জীবকৃত, প্রকৃতি বা কারণে লীন কর্ম্মসমূহকে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানকালজ্ঞ যোগিগণ চিত্তবৃত্তিনিরোধপূর্ব্বক—সমাধিদ্বারা জানিতে পারেন।*

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার স্বতঃসৃষ্টিবাদের যে সকল অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, উদ্ধৃত মন্ত্রসমূহদ্বারা সেই সকল অনুপপত্তির পরিহার হইবে, সন্দেহ নাই। পণ্ডিত স্পেন্সারের 'অসৎকে কিরূপে সদ্রূপে অবধারণ করা যাইবে', এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে, প্রলয়কালে জগৎ ব্যক্তাবস্থাতে বিদ্যমান না থাকিলেও, সূক্ষ্মভাবে—সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে। স্থূলের সূক্ষ্মাবস্থা যদি অসৎ না হয়, তবে জগতের সূক্ষ্ম বা অব্যক্তাবস্থাও অসৎ নহে। শান্ত শক্তিও (Potential energy) একেবারে ব্যাপার রহিত নহে, উদ্ধৃত মন্ত্রে এই কথার ব্যাপক অর্থ গূঢ়ভাবে বিদ্যমান আছে ("আনীদবাতং")। অতএব 'যাহা ক্রিয়াহীন, তাহা অসৎ', যাঁহারা অসতের এই লক্ষণানুসারে অব্যক্তাবস্থায় অবস্থিত জগৎকে অসৎ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মত যে, সূক্ষ্ম চিন্তাপ্রসূত নহে, এতদ্দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইবে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার 'বাহ্য কারণ-নিরপেক্ষ, নিষ্ক্রিয় অব্যক্তাবস্থার ব্যক্তাবস্থাপ্রাপ্তি,' স্বতঃসৃষ্টিবাদ বা প্যান্থিজমের, এইরূপ অভিপ্রায় কল্পনাপূর্ব্বক ইহার যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, বেদবোধিত বিবর্ত্ত বা পরিণামবাদে সেই সকল দোষ থাকিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তাহার পর জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার শক্তি ও তৎসাতত্যকে বিশ্বজগতের একমাত্র কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, তিনি কি যথোক্ত স্বতঃসৃষ্টিবাদের স্বপ্রদর্শিত দোষসমূহ দ্বারাই নিজ মতকে কলঙ্কিত করেন নাই?

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্টিবাদের অনুপপত্তি প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন, 'ঈশ্বর অসৎ বা শূন্য হইতে (Out of nothing) জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্তকে কিরূপে যুক্তিসঙ্গত বলা যাইতে পারে? অভাব বা শূন্যের (Zero) সহিত ভাবের সম্বন্ধের প্রতিপত্তি হইবে কিরূপে? জগৎ যদি সৃষ্টি না হয়, তবে ইহা কিরূপে উৎপন্ন হইল? আবার যদি ইহাকে সৃষ্ট বলি, তবে সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহাকে অসৎ বলিতে বাধ্য হইতে হয়। দিককে (Space) অসৎ (Non-existent) বলিয়া, বুঝিব কি প্রকারে? তাহার পর জগৎ বাহ্য কারণবিশেষ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, যদি এই কথাও মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও, এই বাহ্যকারণ কোথা হইতে আসিল ('How came there to be an external agency'), এই প্রশ্নের সমাধান হয় কি?

যাঁহারা বেদ ও তৎপ্রসূত দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া একটু বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই। 'ঈশ্বর শূন্য হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন', বেদ বা তৎপ্রসূত কোন শাস্ত্রে এইরূপ কথা নাই। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসার বোধ হয়, বাইবেলের দিকে দৃষ্টি প্রেরণপূর্ব্বক, এই সকল প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন।

যাহা হউক পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসার সৃষ্টিবিষয়ক (১) স্বতঃ বিদ্যমানতাবাদ, (২) স্বতঃসৃষ্টিবাদ ও (৩) বাহ্যকারণ বা ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্টিবাদ, এই ত্রিবিধ বাদের অনুপপত্তি প্রদর্শনার্থ যেসকল কথা বলিয়াছেন, বেদ ও তৎপ্রসূত শাস্ত্রসমূহ কর্ত্তৃক বিবৃত জগতের সৃষ্টিবাদ যে, ঐ সকল অনুপপত্তি-দোষমুক্ত, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার যে, জগতের সৃষ্টিবিষয়ক প্রচলিত মতসমূহের প্রত্যেকেরই অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার কারণ কি? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসার জগতের সৃষ্টিবিষয়ক প্রচলিত মতসমূহের অনুপপত্তি প্রদর্শন করিবার জন্য যে সকল কথা বলিয়াছেন, সেই সকল কথা যে, অখণ্ডনীয় নহে, তাহা আমাদের মলিন মস্তিষ্কেই প্রতিভাত হইয়া থাকে, কিন্তু সূক্ষ্ম মনীষাসম্পন্ন, অসাধারণ প্রতিভাশালী পণ্ডিত স্পেন্‌সারের বিমল মস্তিষ্কে কি, তাহা প্রতিভাত হয় নাই? আমাদের মনে এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছিল, আমরা ইহার যেরূপ সমাধান করিয়াছি, এস্থলে সংক্ষেপে তাহা জানাইতেছি।

সৃষ্টিবিষয়ক যথোক্ত ত্রিবিধ মত প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রে উৎসৃষ্ট, তবে উৎসৃষ্ট বলিয়া অবিকৃত নহে, পাশ্চাত্যদেশ ইহাদিগকে যথাযথভাবে প্রাপ্ত হয়েন নাই। পণ্ডিত স্পেন্‌সারকে এইজন্য ইহাদের দোষ প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। তাহার পর সৃষ্টিতত্ত্ব যে, দুর্ব্বিজ্ঞেয়, পরিচ্ছিন্নজ্ঞান মানব যে, সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য উদ্ভেদ করিবার অযোগ্য, তৎপ্রতিপাদনই পণ্ডিত স্পেন্‌সারের অন্যতর উদ্দেশ্য। ঋগ্বেদও বলিয়াছেন, ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপ বিশ্বজগতের সৃষ্টিতত্ত্ব দুর্ব্বিজ্ঞেয়, দৃশ্যমান বিসৃষ্টি—ভূত, ভৌতিক ও ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপা বহুপ্রকারা সৃষ্টি, কোন্ উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইতে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছে, কোন্ পুরুষ পরমার্থতঃ তাহা বিদিত আছেন? কোন্ পুরুষ বিস্তারপূর্ব্বক তাহা বর্ণন করিতে ক্ষমবান্? যদি বল দেবগণ তাহা বিদিত আছেন, তাঁহারা বিশ্বজগতের সৃষ্টিতত্ত্ব বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিতে সমর্থ না, তাহা বলিতে পার না, কারণ, দেবগণ ভূতসৃষ্টির পরে আবির্ভূত হইয়াছেন, অতএব দেবগণ স্বোৎপত্তির পূর্ব্বকালীন সৃষ্টির তত্ত্ব কিরূপে সম্যগ্‌ভাবে জ্ঞাত হইবেন? যাঁহারা

যাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহারা কিরূপে পূর্ণভাবে তাহার ইতিহাস বলিবেন? যে উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইতে বিশ্বজগৎ আবির্ভূত হইয়াছে, দেবগণই যখন তাহা সম্যগ্‌রূপে জ্ঞাত নহেন, তখন কোন্ পরিচ্ছিন্নদৃষ্টি স্বল্পজ্ঞান, অর্ব্বাচীন, মনুষ্য তাহা জানিতে পারিবে? জগতের সৃষ্টি যে প্রকার দুর্ব্বিজ্ঞেয় সৃষ্টজগতের সন্ধারণও সেই প্রকার দুঃসাধ্যব্যাপার। যে উপাদানভূত পরমাত্মা হইতে, এই গিরি, নদী, সাগরাদিরূপে বিচিত্রা সৃষ্টি সম্ভূত হইয়াছে, তিনি ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি ইহাকে ধারণ করিতে সমর্থ? বিশ্বজগতের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, কেহ জড়প্রধান (প্রকৃতি) হইতে জগৎ স্বয়ং জন্মলাভ করিয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, কেহ পরমাণুপুঞ্জকে বিশ্বজগতের উপাদান ও ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, কেহ পরমাণু ও জড়শক্তি, এই পদার্থদ্বয়কে জগতের কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু পরমাত্মাই যে, বিশ্বজগতের উপাদান, অপিচ তিনিই যে, ইহার নিমিত্তকারণ, কোন ব্যক্তিই পরমার্থতঃ এইতত্ত্ব জানিতে পারেন নাই।

জিজ্ঞাস্য হইবে, তবে কি বিশ্বজগতের কারণতত্ত্ব কেহই বিদিত নহেন? বিশ্বজগতের কারণতত্ত্ব জানিবার কি, কোনই উপায় নাই? বিশ্বজগতের কারণতত্ত্ব কি, চিরদিন প্রমাণপদ্ধতিতেই অবস্থান করিবে?

পরমেশ্বর বেদমুখে এইরূপ জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ হইতেছে, জাতক কখন স্বীয় জন্মবৃত্তান্ত স্বয়ং জানিতে পারে নাই। জনক-জননী, অথবা যিনি জাতকের জন্ম দেখিয়াছেন, জাতক হইতে যিনি প্রাচীন, জাতক যে দেশ ও কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন, যিনি তদ্দেশ ও কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, ইহাঁরাই, জাতকের জন্ম বৃত্তান্ত সম্যগ্‌রূপে বিদিত আছেন, ইহাঁরাই সুতরাং জাতকের জন্মবৃত্তান্ত বলিতে সমর্থ। বিশ্বজগৎ যে কারণ হইতে প্রসূত হইয়াছে, বিশ্বজগতের পূর্ণ ইতিহাস তিনিই জানেন, ইহার প্রকৃত জন্মবৃত্তান্ত তিনিই বলিতে পারেন। জগৎ কোন্ উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ হইতে সম্ভূত হইয়াছে, সম্যগ্‌রূপে তাহা জানিতে হইলে, যিনি ইহার অধ্যক্ষ, যিনি ইহার স্রষ্টা, তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহার মুখে ইহার জন্মবিবরণ শ্রবণ করিতে হইবে। বিশ্বজগতের প্রকৃত জন্মবৃত্তান্ত যদি কেহ পরিজ্ঞাত থাকেন, তবে একমাত্র সেই সর্ব্বজ্ঞ বিশ্ববিধাতাই, সেই সনাতন আদিপুরুষই পরিজ্ঞাত আছেন। 'বেদ' ও 'ঈশ্বর' একপদার্থ, পারমেশ্বরজ্ঞানই 'বেদ'। অতএব বেদ হইতে বিশ্ব জগতের যে ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, বেদমুখে বিশ্বজগতের যে জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করা যায়, তাহাই ইহার প্রকৃত ইতিহাস তাহাই ইহার প্রকৃত জন্মবৃত্তান্ত। আস্তিক দার্শনিকগণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এইজন্য বেদকেই সর্ব্বোপরি প্রমাণ করিয়াছেন।*

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে যে সকল তর্ক করিয়াছেন, একটু চিন্তা করিলে, প্রতীতি হইবে, 'জগতের আদ্যাবস্থার স্বরূপ আমরা কোনরূপেই জানিতে পারি না, জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব পরিচ্ছিন্নজ্ঞান মানবের অবিজ্ঞেয়' (We can not conceive the origin of the universe') ইহা প্রতিপাদন করাই সেই সকল তর্কের উদ্দেশ্য। পণ্ডিত স্পেনসার বলিয়াছেন, প্রত্যেক সংবেদন (Sensation) আমাদিগকে কারণের অনুমান করিতে বাধ্য করে, অপিচ আদিকারণকে (First cause) ধরিবার জন্য প্রেরণ করিয়া থাকে। এখন কথা হইতেছে, আদিকারণের স্বরূপ কি? আদিকারণ পরিচ্ছিন্ন, কি অপরিচ্ছিন্ন (Is it finite of infinite?')। আদিকারণকে যদি পরিচ্ছিন্ন বা সসীম বলা যায়, তাহা হইলে, স্বীকার করিতে হইবে, ইহার সীমার বাহিরে কোন কিছু বিদ্যমান আছে, এবং ইহার সীমার বহিরে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তাহা অকারণ। আদিকারণ যদি সসীম বা পরিচ্ছিন্ন না হয়, তবে উহাকে অপরিচ্ছিন্ন, ও স্বতন্ত্র (Independent) বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। উহাকে পূর্ণ—নির্ব্বিশেষ (Absolute) বলিয়া মানিতে হইবে। একই পদার্থকে অপরিচ্ছিন্ন, পূর্ণ ও কারণ বলা যাইবে কিরূপে? অপরিচ্ছিন্ন, পূর্ণ বা নির্ব্বিশেষ ও কারণ, ইহারা পরস্পর বিরোধী (Self-contradictory)। ম্যান্সেল্ (MANSEL) 'অপরিচ্ছিন্ন', 'পূর্ণ' ও 'কারণ', এই পদার্থত্রয়ের পরস্পর বিরোধিতা প্রদর্শনার্থ যে সকল তর্ক করিয়াছেন, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার তাঁহার 'ফার্ষ্ট প্রিনসিপলস্' (First Principles) নামক গ্রন্থে সেই সকল তর্কই উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'ম্যান্সেল' বলিয়াছেন, কারণ (Cause) শব্দের যাহা অর্থ, তাহাতে ইহা পূর্ণ বা নির্ব্বিশেষ—অনন্যসম্বন্ধ (Absolute) হইতে পারে না, এবং পূর্ণ বা নির্ব্বিশেষ পদার্থ কখন কারণ হইতে পারে না। কারণের অস্তিত্ব কার্য্যের অপেক্ষায় সিদ্ধ হইয়া থাকে, 'কারণ' বলিলেই, কোন কার্য্যের কারণ, এইরূপ বোধ হইয়া থাকে, এবং 'কার্য্য' বলিলেই, কোন কারণের কার্য্য, এবম্প্রকার অনুভব হয়। যাহার অস্তিত্ব কোন রূপ সম্বন্ধমূলক বা আপেক্ষিক নহে, তাহাই 'পূর্ণ' (Absolute) নির্ব্বিশেষ ('Absolute implies a possible existence out of all relations')। পূর্ণ বা নির্ব্বিশেষ প্রথমতঃ স্বভাবে বিদ্যমান থাকেন, তৎপরে কারণ হয়েন, যদি এই কথা বলা যায়, তাহা হইলেও, অপরিচ্ছিন্ন (Infinite) পদার্থের রূপ চিন্তা করিলেই বাধা পাইতে হয়। অপরিচ্ছিন্ন পদার্থ প্রথমে যাহা থাকে না, পরে তাহা হইবেন কিরূপে? কারণত্ব যদি সত্তার (বিদ্যমানতা—

---

* "কোঅদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্ব্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব।।"
"ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদিবা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ৎসো অঙ্গবেদ যদি বা ন বেদ।।"—
ঋগ্বেদসংহিতা, ১০।১১।১৩০

Existence) সম্ভাব্য (Possible) ধর্ম্ম হয়, তবে যাহা কারণ না হইয়া বিদ্যমান, তাহা অপরিচ্ছিন্ন বা বিভু নাহে।

পূর্ণ বা নির্ব্বিশেষকে যদি কারণ বলিয়া মানিয়া লই, তাহা হইলে, সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, যথোক্ত পূর্ণ বা নির্ব্বিশেষ পদার্থ স্বাধীন ইচ্ছা ও জ্ঞানদ্বারাই (Free will and consciouness) কর্ম্ম করিয়া থাকেন, যে হেতু যাঁহার ইচ্ছা ও জ্ঞান অন্যের ইচ্ছা বা জ্ঞানের অধীন, তাঁহাকে পূর্ণ বা অপরিচ্ছিন্নরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পূর্ণ বা অপরিচ্ছিন্নের কারণত্বকে বুদ্ধিপূর্ব্বক (Voluntary) বলিতে হইবে, বুদ্ধি বা ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্ম সচেতন ভিন্ন অচেতনের হইতে পারে না। 'জ্ঞান' জ্ঞাতৃ ও জ্ঞেয় (Subject and object), এই উভয়ের সম্বন্ধাত্মক। জ্ঞাতার অপেক্ষায় জ্ঞেয়ের, এবং জ্ঞেয়ের অপেক্ষায় জ্ঞাতার সিদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই উভয়ের নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণত্ব সম্ভব হয় না। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার এইরূপ বহু তর্কপূর্ব্বক "বিশ্বের আদিকারণের স্বরূপ যে, আমাদিগদ্বারা যথাযথভাবে উপলব্ধ হইতে পারে না, যিনি বিশ্বের আদি কারণ, বিশ্বের স্রষ্টা, বিশ্বের মূলকারণের স্বরূপাবধারণ যে, একমাত্র তাঁহার পক্ষেই সম্ভব, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নবুদ্ধি মানব যে, অপরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি ঈশ্বর হইতে পারে না" ("The origin of the universe is inconceivable by us to conceive its origin is possible only to the originator.") এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে ঋষিদের মুখে বিশ্বজগতের সৃষ্টির দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, চিন্তাশীল, সত্যসন্ধ, নিরভিমান পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসারও যে, অনেকতঃ সেই সকল উপদেশেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসার (১) জগতের স্বতঃ বিদ্যমানতা, (২) স্বতঃ সৃষ্টি, এবং (৩) কোন বাহ্যকারণ বা ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্টি, এই ত্রিবিধবাদের অনুপপত্তি প্রদর্শনার্থ যাহা বলিয়াছেন, বিশ্বজগতের মূলকারণের স্বরূপ সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, বিশ্বজগতের মূলকারণের স্বরূপ সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার সমালোচনা করা হইল, পাশ্চাত্য দার্শনিক মতসমূহ যে, শাস্ত্রব্যাখ্যাত আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ, এই বাদত্রয়ের বিকৃতরূপ, তাহা সংক্ষেপে জানান হইল, এক্ষণে জীবের উৎপত্তিবিষয়ক মতসমূহের সমালোচনা করিতে হইবে। জীবের উৎপত্তিবিষয়ক মতসমূহের সমালোচনা করিবার সময়ে যথাস্থানে পাশ্চাত্য দার্শনিক মতসমূহ যে, শাস্ত্র ব্যাখ্যাত আরম্ভাদি বাদত্রয়েরই বিকৃতরূপ, তাহা জানাইবার চেষ্টা করিব।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ওঁ

শ্রীসদাশিবঃ

শরণম্।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

পরলোক।

—০—

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি।

জীবের উৎপত্তি-বিষয়ক মতসমূহের সমালোচনা করিতে হইলে, জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যত প্রকার মত প্রচলিত আছে, তাহা জানা আবশ্যক, আমরা এই নিমিত্ত জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ মতসমূহের একটু বিবরণ প্রদান করিয়াছি। জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে যত প্রকার মত প্রচলিত আছে, তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে যাইয়া, আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে, আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ, অথবা অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্যবাদ ও সৎকারণবাদ, এই ত্রিবিধ বাদই তৎসমুদায়ের মূল। সকল বাদই বেদপ্রসূত; আস্তিক দার্শনিকগণ বেদের উপদেশানুসারেই অধিকারিভেদে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন-ভিন্নরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। চার্ব্বাক, চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ ও আর্হতদর্শন, এই ষড়্-বিধ নাস্তিকদর্শনেও যে, আরম্ভবাদাদি ত্রিবিধ বাদের ছায়া আছে, তাহা, প্রতীতি হয়। গ্রীক্ দার্শনিকগণ হইতে বর্ত্তমান কালের 'স্পেনসার' প্রভৃতি দার্শনিকবৃন্দ পর্য্যন্ত প্রত্যেক দার্শনিকের মতের নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে, সপ্রমাণ হয়, এদেশের ষড়্বিধ আস্তিক ও ষড়্বিধ নাস্তিক, এই দ্বাদশ প্রকার দার্শনিক মতই প্রতীচ্য দার্শনিক মতসমূহের ঘটকাবয়ব। কিন্তু স্থানাভাবশতঃ আমরা এই গ্রন্থে যথাপ্রয়োজন ও যথারীতি বিস্তারপূর্ব্বক পাঠকদিগকে তাহা জানাইতে পারিলাম না। যাহা হউক অতঃপর জীবের উৎপত্তি-সম্বন্ধে শাস্ত্র ও প্রতীচ্য দার্শনিকগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহারই সমালোচনা করা যাউক।

জীবের উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় মতসমূহের সমালোচনা ঃ কোন পদার্থের উৎপত্তিতত্ত্ব জানিতে হইলে, উহা কোন্ উপাদান, নিমিত্ত ও সহকারিকারণের যোগে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা স্থির করা আবশ্যক হইয়া থাকে। জগতের উৎপত্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা

করিতে যাইয়া, দর্শনশাস্ত্র ইহার উপাদান, নিমিত্ত ও সহকারিকারণেরই স্বরূপ নির্দ্ধারিণের চেষ্টা করিয়াছেন। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, অমর্ত্ত্য আত্মা যখন শরীর-গ্রহণ করেন, তখন ইহাঁর 'জীব', এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। সূক্ষ্মশরীরোপাধিক (সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীর হইয়াছে, উপাধি যাঁহার) আত্মা নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া, কৃতকর্ম্মের ভোগের জন্য ঊর্দ্ধাধঃ নানাবিধ লোকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। যাহা কার্য্য, যাহার জন্মাদি বিকার আছে, তাহারই কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়, যাহা অকার্য্য, তাহার আবার কারণ কি হইবে? জীবকে বিশ্লেষ করিলে, আত্মা ও শরীর, এই পদার্থদ্বয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; আত্মা জন্মাদি বিকার রহিত, আত্মা অকার্য্য অতএব আত্মার কারণানুসন্ধান হইতে পারে না, শরীর কার্য্য পদার্থ, শরীরের জন্মাদি বিকার বা পরিণাম হইয়া থাকে, সুতরাং শরীরের কারণানুসন্ধান কর্ত্তব্য। শাস্ত্র এইজন্য জীবের উৎপত্তি-সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। শরীরের উৎপত্তিতত্ত্বই শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ন্যায়-বৈশেষিকদর্শন পরমাণুকে শরীরের (Organisms) উপাদান বা সমবায়ি-কারণ বলিয়াছেন। যাহারা সমবেত—পরস্পর সম্মিলিত বা সংযুক্ত হইয়া, কার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে উপাদান বা সমবায়িকারণ বলে। 'শরীর'-শব্দ শাস্ত্রে প্রধানতঃ জৈবশরীর বা জীবের ভোগায়তন—জীবের অধিষ্ঠান বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়াছে, শাস্ত্রমতে অণুসংঘাত মাত্রেই 'শরীর'-শব্দের ব্যবহার ভূমি নহে। বৈশেষিকদর্শন পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়, এই ত্রিবিধ কার্য্যের বর্ণন করিয়াছেন। পার্থিব, জলীয়, তৈজস বা আগ্নেয় এবং বায়বীয়, বৈশেষিকদর্শন পাঠ করিলে, এই চতুর্ব্বিধ শরীরের সংবাদ পাওয়া যায়। শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়, এই ত্রিবিধ কার্য্যের লক্ষণ কি? মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, "যাহা চেষ্টার—হিতপ্রাপ্তি ও অহিত-পরিহার-যোগ্য ব্যাপারের আশ্রয়, যাহা ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়, এবং যাহা ইন্দ্রিয়ার্থ (ইন্দ্রিয় ও তাহার অর্থ—বিষয়, রূপ-রসাদি) সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন সুখ-দুঃখের আশ্রয়, তাহা শরীর।"* মহর্ষি গোতম এতদ্দ্বারা যে, জৈবশরীরকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। শরীরাশ্রয় (শরীর হইয়াছে আশ্রয় যাহার), জ্ঞাতার অপরোক্ষপ্রতীতির—জ্ঞানের সাধন দ্রব্যবিশেষের নাম 'ইন্দ্রিয়'। শরীর ও ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত আত্মার উপভোগ সাধন দ্রব্যবিশেষের নাম 'বিষয়'।* যোনিজ ও অযোনিজভেদে শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। শুক্রশোণিতের সংযোগ হইতে জাত (শুক্র-শোণিতের সন্নিপাতই এস্থলে 'যোনি'-শব্দের অর্থ) শরীর 'যোনিজ', এবং তদ্বীপরীত শুক্র-শোণিতের অপেক্ষা না করিয়া, যে শরীর

* "চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্।" — ন্যায়দর্শন

* "ভোগায়তনং শরীরং। * * * শরীরাশ্রয়ং জ্ঞাতুরপরোক্ষ প্রতীতিসাধনং দ্রব্যমিন্দ্রিয়ম্। শরীরেন্দ্রিয়ব্যতিরিক্তমাত্মোপভোগসাধনং দ্রব্যং বিষয়ঃ।" — ন্যায়কন্দলী।

উৎপন্ন হয়, তাহা 'অযোনিজ'। দেব ও ঋষি-বিশেষের শরীর অযোনিজ। শুক্র-শোণিতের অভাবে কিরূপে শরীরের উৎপত্তি হইবে? প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন, প্রকৃষ্টধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-সহিত অণুসমূহ হইতে অযোনিজ শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরোৎপত্তিতে পরমাণুসমূহই কারণ, শুক্র-শোণিতের সন্নিপাত কারণ নহে, শুক্র ও শোণিত পরমাণুরই সমষ্টি-বিশেষ ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। পরমাণুসমূহ অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম-বিশেষদ্বারা প্রেরিত হইয়া শুক্র ও শোণিতের আকার ধারণ করে। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্মবিশেষদ্বারা অনুগৃহীত পরমাণুসমূহ হইতে অযোনিজ শরীরের উৎপত্তি অসম্ভব হইবে কেন? অধর্ম্মবিশেষ-সহিত অণুসমূহ হইতে দংশ-মশকাদির অযোনিজ যাতনা-শরীর সকলের (যাতনা বা দুঃখের জন্য যে শরীর তাহা যাতনাশরীর) উৎপত্তি হইয়া থাকে।† শুক্র ও শোণিতের সংযোগ হইতে কিরূপে শরীরের উৎপত্তি হয়? শুক্র ও শোণিত, এই উভয়ের সংযোগ হইবার পর, জঠরানলের সম্বন্ধ হেতু শুক্র-শোণিতের আরম্ভক পরমাণু সকলের পূর্ব্বরূপের বিনাশ ও সমান গুণান্তরের উৎপত্তি হইলে, দ্ব্যণুকাদিক্রমে কলল-শরীরের (Protoplast) উৎপত্তি হয়। কলল শরীর উৎপন্ন হইলে তাহাতে অন্তঃকরণের প্রবেশ হইয়া থাকে। শুক্র-শোণিতাবস্থায় অন্তঃকরণের প্রবেশ হয় না কেন? মনঃ শরীরাশ্রয় (শরীর হইয়াছে, আশ্রয় যাহার), অতএব শরীরের উৎপত্তি না হইলে, মনের প্রবেশ সম্ভব হয় না। মাতার আহার-রস অদৃষ্টবশতঃ যথা মাত্রায় কলল-শরীরে সংক্রমণ করে। তৎপরে পুনরপি ভেদবৃত্তিক জঠরানলের সম্বন্ধ-হেতু কলল শরীরের আরম্ভক পরমাণুসমূহের ক্রিয়াবিভাগাদিন্যায়ে কলল-শরীর নষ্ট হইলে, কললারম্ভক পরমাণুনিচয়, উপজাতক্রিয় (উপজাত হইয়াছে, ক্রিয়া যাহাদের) আহাব পরমাণু সমূহের সহিত একীভূত হইয়া, শরীরান্তরের আরম্ভ করে। 'কললশরীরের নাশ হইয়া, শরীরান্তরের উৎপত্তি হয়', এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় কি? শরীরভেদের প্রমাণ কি? স্বল্পপরিমাণ আশ্রয়ে মহৎপরিমাণের পরিসমাপ্তি হইতে পারে না, ইহাই অভিপ্রায়। অবস্থান্তর প্রাপ্ত এক শরীরই মহৎপরিমাণের আশ্রয় হয়, এই কথা বলিলেই তো ইষ্টসিদ্ধ হইতে পারে, শরীরভেদের কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? শ্রীধরাচার্য্য বলিয়াছেন, তাহাতেও শরীরভেদের—বহুশরীরের উপলব্ধি অনিবার্য্য। শ্রীধরাচার্য্যের এইরূপ উপদেশের মর্ম্ম কি, আমরা যথাস্থানে তাহা জানাইবার চেষ্টা করিব।

শরীরের উৎপত্তি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা বিদিত হইয়াছি, পূর্ব্বশরীরকৃত কায়িক, বাচিক ও মানসিক শুভাশুভ কর্ম্মের ফলের অনুবন্ধ (আত্মা বা অন্তঃকরণে সমবেত, সংস্কাররূপে অবস্থান), হেতু শরীরের উৎপত্তি হয়,

---

†ন্যায়কন্দলী দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বশরীরে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকলের সংস্কারদ্বারা প্রেরিত ভূতসমূহ হইতে বর্ত্তমান শরীরের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, ভূতনিচয় স্বতন্ত্রভাবে শরীর নির্ম্মাণ করে না।

যাঁহারা পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্ট মানিতে চাহেন না, তাঁহাদের মতে পাষাণ, স্ফটিক (Stone, crystals) প্রভৃতি মূর্ত্তি যেমন পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্টনিরপেক্ষ অণুসমূহ হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে, জীবের শরীরও সেই প্রকার পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্টনিরপেক্ষ অণুসমূহ হইতেই উৎপন্ন হয়, পূর্ব্বকর্ম্ম মানিবার কোন প্রয়োজন নাই। মহর্ষি গোতম এইরূপ নাস্তিকদিগের প্রবোধের জন্য বলিয়াছেন, প্রথমতঃ "পাষাণাদির মূর্ত্তি যে পূর্ব্বকর্ম্মপ্রেরিত অণুসমূহ হইতে হয় না, তাহা কি প্রমাণসিদ্ধ? পাষাণাদির মূর্ত্তি কর্ম্মনিরপেক্ষ অণুসমূহের স্বতন্ত্র চেষ্টার ফল, কোন প্রমাণেই তাহা সিদ্ধ হয় না"। দ্বিতীয়তঃ "পাষাণাদির মূর্ত্তি কর্ম্মনিরপেক্ষ অণুসমূহ হইতে উৎপন্ন হয়, যদি ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ইহা হইতে শরীরে উৎপত্তিযে, কর্ম্মনিরপেক্ষ অণুপুঞ্জ হইতে হইয়া থাকে, তাহা সপ্রমাণ হয় না, কারণ, শরীরের উৎপত্তিপদ্ধতি ও পাষাণাদির মূর্ত্তির উপত্তিরীতি, একরূপ নহে। সজীবদেহের উৎপত্তি বীজপূর্ব্বক, শুক্র ও শোণিতের সংযোগে গর্ভ উৎপন্ন হয়, জনিষ্যমাণ জীবের গর্ভযাতনাভোগের, এবং মাতা-পিতার অপত্যসুখভোগের অদৃষ্টদ্বারা প্রেরিত ভূতসকল হইতেই শরীরের গঠন হইয়া থাকে। অপিচ মাতা-পিতার পূর্ব্বকর্ম্ম যেমন শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত কারণ, সেইরূপ আহারও শরীরোৎপত্তির নিমিত্তকারণ। মাতা-পিতা যাহা পান ও ভোজন করেন, তাহা হইতে শোণিত ও বীর্য্যের উৎপত্তি হয়, গর্ভাশয়স্থ বীজ মাতার রস-রক্তাদি হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সজীবদেহের উৎপত্তিতে অণুসমূহ নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সম্মিলিত (Aggregated) হয়, সজীবদেহের বৃদ্ধি ও নিয়ম অতিক্রমপূর্ব্বক হয় না।"

সজীবদেহের উৎপত্তি বীজপূর্ব্বক, শুক্র-শোণিতের সংযোগে সজীবদেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা কি, সজীবদেহোৎপত্তির সার্ব্বভৌম নিয়ম? অযোনিজ শরীরের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, শ্রুত্যাদি শাস্ত্র হইতে অণ্ডজ, জীবজ (জরায়ুজ), উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি বিবিধ শরীরের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, অতএব 'সজীবদেহের উৎপত্তি বীজপূর্ব্বক, ইহাকে সার্ব্বভৌম সত্য বলা যাইবে কিরূপে?

মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, সজীবদেহের উৎপত্তিতে মাতা-পিতার নিমিত্তত্ব আছে, মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি, এই উভয়ের সংযোগ ব্যতিরেকে সজীবদেহের উৎপত্তি অসম্ভব। বাৎস্যায়ন মুনি বলিয়াছেন, "সজীবদেহের উৎপত্তিতে মাতা-পিতার নিমিত্তত্ব আছে", এই বাক্যের অভিপ্রায় হইতেছে, পাষাণাদির মূর্ত্তির উৎপত্তি বীজপূর্ব্বক নহে, কিন্তু শরীরোৎপত্তি বীজপূর্ব্বক; মাতা-পিতৃ-শব্দদ্বারা

মহর্ষি বীজভূত শুক্র-শোণিতকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।" বাচস্পতিমিশ্রও বলিয়াছেন, মাতা-পিতা, শরীরোৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণ নহেন, অতএব মাতা-পিতা এই শব্দদ্বয় যথাক্রমে শোণিত ও শুক্রেরই বাচক, বুঝিতে হইবে ("ননু মাতাপিতরৌ ন সাক্ষাৎ শরীরোৎপত্তৌ কারণমিত্যত আহ মাতাপিতৃশব্দেন লোহিতরেতস ইতি।"—তাৎপর্য্যটীকা)।

পাশ্চাত্য জীববিজ্ঞান শরীরোৎপত্তির (১) সংবিভাগ (Fision), (২) উদ্ভেদ বা প্রস্ফুটন (Budding of gemmation), (৩) বীজ প্ররোহণ—বীজসন্ততি (Spore-formation) এবং (৪) মৈথুন (Conjugation and fusion), এই চতুর্ব্বিধ মার্গ অবধারণ করিয়াছেন।

মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি, এই উভয়ের সংযোগ ব্যতিরেকে শরীরের উৎপত্তি অসম্ভব, মহর্ষি গোতমের এই উপদেশের সামান্য ব্যাপ্তিপক্ষে কোথাও ব্যভিচার নাই। আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সংবিভাগাদি যে চতুর্ব্বিধ শরীরোৎপত্তিমার্গ দেখাইয়াছেন, তদ্দ্বারা কি, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, শুদ্ধ একরূপ শক্তি হইতে শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে? স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তির মৈথুন—সংযোগ সর্ব্বত্র আবশ্যক হয় না? স্থূলভাবেই হইক, অথবা সূক্ষ্মভাবেই হউক, শরীরোৎপত্তিতে স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তির মৈথুন যে, আবশ্যক, বৈজ্ঞানিকগণকেও তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ফ্রান্সদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত 'বেনেট্ (A. Binet) বলিয়াছেন. জীবাণুদিগের মধ্যেও মৈথুন (Copulation) হয়, জীবাণুর শরীরও মৈথুনজ। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস পূতীভূত ফান্ট হইতে সম্ভূত (Infusoria) কীটসমূহ অমৈথুনজ। পণ্ডিত এরেনবর্গই (Ehrenberg) বৈজ্ঞানিকদিগের হৃদয়ে এবম্প্রকার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছিলেন। শুদ্ধ অণুদৈর্ঘ্য বা লম্বসংবিভাগ (Longitudinal fissiparity)-দ্বারাই উক্ত কীটসমূহের শরীরোৎপত্তি হয়, পূর্ব্বে অনেকেই এইরূপ মত পোষণ করিতেন, এবং এখনও করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ভ্রান্তিমূলক মতসম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন উত্থাপন বা ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। পণ্ডিত 'এম্ বলবিয়ানী' (M. Balbiani) প্রথমতঃ এই মতের ভ্রান্তত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক ফান্টসম্ভূত কীটসমূহও যে, মৈথুনজ, তাহা সপ্রমাণ করেন।* পণ্ডিত কার্পেন্টার (Carpenter, M.D.) বলিয়াছেন, উদ্ভিদ্ ও ক্ষুদ্রতম

* "Ehrenberg had established by his authority the prevailing opinion in science that copulation never takes place among infusoria and that all facts observed by early writers as connected therewith are to be regarded as phenomena of longitudiual fissiparity. This erroneous idea prevailed unquestioned until 1858, when Balbiani addressed a communication to the Academy of Sciences, wherein he showed that sexual reproduction, preceded copulation is bound among Infusoria."

—*Psychic Life of Micro-organisms. A. Binet, pp. 65-6.*

জীবজাতি মধ্যে সঙ্গম ব্যতিরেকে বীজরাশি হইতে মুকুলপ্রস্ফুটন প্রক্রিয়া বিশেষদ্বারা বহু স্বতন্ত্র জীবের সন্তান হইয়া থাকে। মুকুল বা কোরকসমূহ প্রথমতঃ বীজদ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তৎপরে অল্প অল্প করিয়া বীজ নির্ভরতা ত্যাগ পূর্ব্বক উহা হইতে পৃথগ্‌ভূত হয়, এবং স্বতন্ত্রভাবে জৈবকার্য্য আরম্ভ করে। এইরূপ জীবোৎপত্তিরীতি, এবং কোষসংবিভাগপূর্ব্বক জীবোৎপত্তিরীতি বস্তুতঃ একরূপ মনে করিতে পারা যায়।†

অতএব মহর্ষি গোতম যে, মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি, শরীরোৎপত্তিতে এই উভয়েরই নিমিত্তত্ব আছে, এই কথা বলিয়াছেন, তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে। বিশ্বজগতের প্রত্যেক অণুই স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তির মিলিতমূর্ত্তি। রাসায়নিক সংযোগ, অণুসকল্পের মৈথুন, জল, বাষ্প প্রভৃতিও ব্যাপকদৃষ্টিতে দেখিলে, প্রতিপন্ন হইবে, অমৈথুনজ নহে। 'অক্‌সিজেন্‌' ও 'হাইড্রোজেনের' মৈথুন হইতে জলের উৎপত্তি হইয়া থাকে. আবার ইহাও স্বীকার্য্য যে, জল কারণ উক্ত পদার্থদ্বয়ে জলোৎপাদনসামর্থ্য—জল-জননশক্তি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান না থাকিলে, উহারা জলোৎপাদনে সমর্থ হইত না।

মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, যাহাতে—যে আয়তনে বাহ্যজ্ঞান আছে, তাহাই 'শরীর' (Organism)-পদবাচ্য হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। জীবাত্মার যাহা ভোগায়তন. তাহাই শরীর-পদবাচ্য, বুঝিতে হইবে। অন্তঃসজ্ঞাবিশিষ্ট বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, ওষধি, বনস্পতি, তৃণ ইত্যাদি ইহাদেরও ভোক্তৃ-ভোগায়তনত্ব আছে, ইহারাও ভোক্তৃ-ভোগায়তন-সম্বন্ধবিশিষ্ট।*

বাৎস্যায়নমুনি 'বীজ' বলিতে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিশেষ-সহিত, বিশিষ্ট-বিশিষ্টভাবে সন্নিবেশিত অণুসমূহকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শোণিত ও শুক্র যে, এতদতিরিক্ত পদার্থ নহে, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ অণ্ডজ, জীবজ, এবং উদ্ভিজ্জ, প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ শরীরবীজের কথা বলিয়াছেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিশেষ-সহিত বিশিষ্ট-বিশিষ্টভাবে সন্নিবেশিত অণুপুঞ্জকেই যে, শ্রুতি উক্তস্থলে 'বীজ' বলিয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে। কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূত-সকল হইতে জড় মূর্ত্তপদার্থের উৎপত্তিনিয়মানুসারে শরীরেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে, শরীরের উৎপত্তিতে বিশিষ্ট পূর্ব্বকর্ম্মাপেক্ষার স্বীকার অনর্থক, নাস্তিকদিগের এইরূপ মতের অসিদ্ধত্ব প্রদর্শনার্থ প্রবৃত্ত হইয়া, মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, শরীরের উৎপত্তি বীজপূর্ব্বক, মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি, এই উভয়ের সংযোগ হইতে শরীরের উৎপত্তি

† Vide "Carpenter's Physiology," p. 745.

* "ন বাহ্যবুদ্ধিনিয়মো বৃক্ষগুল্ম লতৌষধিবনস্পতিতৃণবীরুধাদীনামপি ভোক্তৃ ভোগায়তনত্বং পূর্ব্ববৎ।"— সাং, দং, ৫/১২/১

হয় না। অতএব মহর্ষি গোতম যদুদ্দেশ্যে 'শরীরোৎপত্তি বীজপূর্ব্বক' এইকথা বলিয়াছেন, অযোনিজ শরীরোৎপত্তির দৃষ্টান্ত তদুদ্দেশ্যসিদ্ধিপথের প্রতিবন্ধক নহে।

পাষাণাদির মূর্ত্তিও অণুসমূহের সম্মূর্চ্ছন (Aggregation) হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু শরীরের উৎপত্তি ও উপচয় (Growth), এবং পাষাণাদির মূর্ত্তির উৎপত্তি ও উপচয় একরূপ নিয়মে হয় না। মাতার ভুক্ত ও পীত আহারের পরিপাক হইতে রসাদির উৎপত্তি হয়, এই রসাদিদ্বারা গর্ভাশয়স্থ বীজের উপচয় হইয়া থাকে। কলল, কণ্ডর, মাংস, পেশী, স্নায়ু যকৃৎ ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি যে, শরীরারম্ভক বীজ বা শোণিত-শুক্রেরই পরিণামভেদ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু কথা হইতেছে, এক অবিশেষ কারণ হইতে কিরূপে পৃথক্ পৃথক্ শরীরাবয়বের পরিণাম হইয়া থাকে? অণুসমূহের সংখ্যা ও সন্নিবেশভেদকে যদি পৃথক্ পৃথক্ শরীরাবয়বের পরিণামহেতু বলা যায়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য হইবে, অণুসকল যে, পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সন্নিবেশিত হয়, তাহা কি নিষ্কারণ? ক্রমবিকাশবাদিগণ বলেন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই অণুসমূহের যথাপ্রয়োজন ভিন্ন-ভিন্নভাবে সন্নিবেশিত হইলে, যে যে রূপ ক্রিয়া নিষ্পাদিত হইবে, সেই সেইরূপ ক্রিয়া নিষ্পাদনের জন্য ইহারা প্রকৃতির প্রেরণায় সেই সেই ভাবে সন্নিবেশিত হইয়া থাকে।

ক্রমবিকাশবাদিগণের 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন' (Natural Selection) নামক কারণতত্ত্বের স্বরূপ কি, পূর্ব্বে সংক্ষেপে তাহা জানান হইয়াছে, ক্রমবিকাশবাদিগণ যাহাকে সর্ব্বপ্রকার পরিণামের সাধারণকারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, প্রাচ্য দার্শনিকেরা কি, তাহার রূপ দেখিতে পান নাই,? 'ডারুবিন্' প্রভৃতি পণ্ডিতগণই কি, ইহার আবিষ্কর্ত্তা?

যাঁহারা সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শন পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, যথোক্ত 'প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনবাদ' সাংখ্য-পাতঞ্জলোপদিষ্ট প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যবাদেরই ছায়া বা বিকৃত রূপ।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল যে, প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়াছেন; তাহা উক্ত হইয়াছে। সর্ব্বদা পরিণত হওয়া, প্রকৃতির স্বভাব, প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকার পরিণামসাধনের যোগ্যতাবিশিষ্ট। প্রকৃতি সর্বপ্রকার পরিণামসাধনের যোগ্যতাবিশিষ্ট সত্য, তবে ইহাঁকে ধর্ম্মাধর্ম্মের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম কি প্রকৃতির প্রয়োজক—প্রবর্ত্তক? কারণ কখন কার্য্যদ্বারা প্রবর্ত্তিত—চালিত হয় না, অতএব ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তসমূহ প্রকৃতি বা উপাদানকারণ সকলকে প্রবর্ত্তিত করে না, কেবল প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি করে, প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি হইলে, প্রকৃতিসকল আপনা হইতেই স্ব-স্ব বিকার বা কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে। কৃষকেরা যখন কোন এক জলপূর্ণ ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে

জল প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহারা উপযুক্ত যন্ত্রদ্বারা স্বভাবতঃ নিম্নদেশপ্রবাহী জলের উচ্চভূমির আবরণ ভেদ করিয়া দেয়, এক ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে জলপ্লাবনেচ্ছু কৃষককে ভূমির আবরণ-ভেদ ব্যতীত অন্য কিছু করিতে হয় না। ভৌম আবরণ ভিন্ন হইলে, জল স্বয়ংই ক্ষেত্রান্তরে গমন করিয়া থাকে। অপিচ কৃষক ধান্যমূলে পার্থিবাদি রস প্রবেশ করাইতে পারে না, সে ধান্যমূলে রস প্রবেশের প্রতিবন্ধক তৃণাদিকে ক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করিয়া ফেলে, প্রতিবন্ধক তৃণাদি অপনীত হইলে, রস স্বয়ংই ধান্যমূলে প্রবেশ করে। কৃষক যেমন ভূমির আবরণ, ভেদপূর্ব্বক জলের স্বতঃ প্রবৃত্তির, অথবা তৃণাদির উৎপাটন করিয়া, ধান্যমুলে রস প্রবেশের সহায়তা করে, সেইরূপ ধর্ম্ম প্রতিবন্ধক অধর্ম্মের অভিভবপূর্ব্বক প্রকৃতি বা উপাদানকারণ সকলকে স্ব-স্ব যোগ্যতানুরূপ কর্ম্ম করিবার অবকাশ প্রদান করে। শুদ্ধি ও অশুদ্ধি বা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, ইহারা পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধপদার্থ, যেখানে শুদ্ধি বা ধর্ম্ম থাকে, সেখানে অশুদ্ধি বা অধর্ম্ম থাকিতে পারে না। অতএব ধর্ম্ম অধর্ম্মকে, এবং অধর্ম্ম ধর্ম্মকে বাধা দেয়। ধর্ম্মের উৎকর্ষনিবন্ধন নন্দীশ্বর দেবশরীর লাভ করিয়াছিলেন, অপিচ অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্ম অভিভূত হওয়ায়, ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত নহুষের অধর্ম্মপ্রধান সর্পশরীর প্রাপ্তি হইয়াছিল।*

রাজকুমার নন্দীশ্বর না মরিয়াই, অত্যুৎকট তপঃ-প্রভাবে দেবশরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নহুষ শাপবশতঃ সর্পশরীর ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? মনুষ্যশরীরের উপাদান একরূপ, দেবাদিশরীরের উপাদান অন্যরূপ। একরূপ কারণ হইতে কি প্রকারে ভিন্নরূপকার্য্যের উৎপত্তি হইবে? পতঞ্জলিদেব এতদুত্তরে বলিয়াছেন, জাত্যন্তর-পরিণাম প্রকৃতির আপূরণ—অনুপ্রবেশবশতঃ হইয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্বপরিণামের (মনুষ্যাদিদেহেন্দ্রিয়ের) অপায়—অপগম হইয়া, উত্তর-পরিণামের (দেব তির্য্যক্ প্রভৃতি শরীরেন্দ্রিয়ের) আবির্ভাব, অপূর্ব্ব (যাহা ছিল না, যাহা পরে হইবে) দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অবয়বসকলের আপূরণ—অনুপ্রবেশ-নিবন্ধন হয়। শরীরের প্রকৃতি পঞ্চভূত, এবং ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি অস্মিতা (অহংকার), এই পঞ্চভূত ও অস্মিতা ধর্ম্মধর্ম্মারূপ নিমিত্তের বশবর্ত্তী হইয়া, মনুষ্যাদি শরীর ও ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া থাকে। যে উপাদান বা প্রকৃতিদ্বারা মনুষ্যশরীর গঠিত হয়, ঠিক সেই উপাদান বা প্রকৃতি দ্বারা দেবতির্য্যগাদির শরীর গঠিত হয় না সত্য, তবে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত অবং অস্মিতা, ইহারা যথাক্রমে শরীব ও ইন্দ্রিয়মাত্রের সাধারণ উপাদান বা প্রকৃতি। প্রকৃতির সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধনের যোগ্যতা আছে, কেবল ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তসমূহদ্বারা প্রতিবদ্ধ হওয়ায়,

* "নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।"—পাং দং।

ইনি সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধন করিতে পারেন না, নিমিত্তের বাধা বিদূরিত হইলেই, ইনি সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণামসাধনে সমর্থা হইয়া থাকেন।*

'প্রকৃতির সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণামসাধনের যোগ্যতা আছে, কেবল ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তদ্বারা বাধিত হওয়ায়, ইনি সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধন করিতে পারেন না', পতঞ্জলিদেবের এই কতিপয় অক্ষরাত্মক অমূল্য উপদেশ জগতে যে সত্যের রূপ দেখাইতেছে, মনে হয়, সে সত্যের রূপ উন্নতম্মন্য আধুনিক গ্রহণ করিয়াছেন। মনুষ্যশরীরকে বিশ্লেষ করিলে, 'হাইড্রোজেন', 'অক্সিজেন', নাইট্রোজেন' ও 'কার্ব্বন্' প্রধানতঃ এই চারিটী রূঢ়পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়; পশ্বাদি ইতর জীববৃন্দের শরীরেরও ইহারাই উপাদান, ইহারাই প্রকৃতি, উদ্ভিদশরীরও এই সকল দ্রব্যদ্বারা গঠিত হইয়া থাকে, পাষাণাদিকে বিশ্লেষ করিলেও, হাইড্রোজেনাদি রূঢ়পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শারীরযন্ত্রসমূহের একক (Unit of organisation) রূপে গৃহীত শেল (Cell)-দ্রব্যও যথোক্ত রাসায়নিক রূঢ়পদার্থ সমূহেরই সাংযৌগিক। হাইড্রোজেনাদি রূঢ়পদার্থ নিচয় সর্ব্বপ্রকার স্থাবর ও জঙ্গম শরীরের সাধারণ উপাদান হইলেও, উহাদের মাত্রা ও সন্নিবেশাদির ভেদবশতঃ বিবিধ বিচিত্র শরীরের পরিণাম হইয়া থাকে, পরস্পর ভিন্নধর্ম্ম-বিশিষ্ট বহুদ্রব্যের উৎপত্তি হয়। কোন কার্য্যই নিষ্কারণ হয় না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে, সকল বিকার বা কার্য্যপদার্থের সাধারণ উপাদান একরূপ হইলেও যে, পরস্পর ভিন্ন-ধর্ম্মক্রান্ত বিবিধ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। শাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম, অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্মকেই বিশিষ্ট কার্য্যোৎপত্তির বিশিষ্ট বা অসাধারণ কারণ বলিয়াছেন। হাইড্রোজেনাদি যে, সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের সাধারণ উপাদান কারণ, রাসায়নিক পণ্ডিতগণকে তাহা অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে, হাইড্রোজেনাদি যে, সর্ব্বত্র সমান মাত্রায় ও একভাবে সন্নিবেশিত হয় না, তাহাও অবশ্য স্বীকার্য্য, সন্দেহ নাই। হাইড্রোজেনাদি যে, সর্ব্বত্র সমানমাত্রায় ও সমভাবে সন্নিবেশিত হয় না, তাহার কারণ কি, রসায়নশাস্ত্র এই প্রশ্নের (তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় নহে বলিয়া) সমাধানের চেষ্টা করেন নাই। শক্তিসাতত্যতত্ত্বদ্বারা ইহার যে, কোনরূপ সমাধান হয় না, তাহা নিঃসন্দেহ। 'ক্রমবিকাশবাদিগণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, উক্তপ্রশ্নের সমাধানার্থ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক বেন্ (Prof. BAIN) সহকারি কারণ (Collocation)-সহিত শক্তিসাতত্যকে সর্ব্বপ্রকার বিচিত্র কার্য্যের কারণ

---

* "জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।"—পা, দং, কৈ, পা ২ সূত্র।
"পূর্ব্বপরিণামাপায়ে উত্তরপরিণামোপজনস্তেষামপূর্ব্বাবয়বানুপ্রবেশাদ্ভবতি কায়েন্দ্রিয়প্রকৃতয়শ্চ স্বং স্বং বিকারমনুগৃহ্নন্ত্যাপূরেণ ধর্ম্মাদিনিমিত্তমপেক্ষমাণা ইতি।" —যোগসূত্রভাষ্য।

বলিয়াছেন। অধ্যাপক বেন্ সহকারিকারণের নাম গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার স্বরূপ কি, তাহা বলেন নাই। পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারই যে, সহকারিকারণের স্বরূপ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কর্ম্মসংসকারই যে, সহকারিকারণের স্বরূপ, হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার প্রভৃতি চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের গ্রন্থ পাঠ করিলেও, তাহা জানিতে পারা যায় বটে, কিন্তু শক্তি-সাতত্য ও বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মসংস্কার, এই দুইটী দ্বারাও বিশ্বের কারণ তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে ব্যাখ্যাত হয় না; কর্ম্মের অনাদিত্ব, সৃষ্টি ও প্রলয় পরম্পরার নিত্যত্ব অঙ্গীকার না করিলে, ইষ্টসিদ্ধি হয় না। ক্রমাভিব্যক্তি, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসারের মতে, অবুদ্ধিপূর্ব্বক যান্ত্রিকব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সাম্যভাবের অস্থায়িত্ব (Instability homogenous) এবং আগন্তুক বা নৈমিত্তিক (Incedent) শক্তির ক্রিয়াসমূহের গুণন (Multiplication of the effects) পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসারের মতে এই দুইটী নিয়মদ্বারাই ক্রমবিকাশ (Evolution) সংঘটিত হইয়া থাকে। ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, (যোগসূত্র ভাষ্য-দ্রষ্টব্য) গুণবৃত্ত জড়বর্গ, ক্ষণকালও ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণাম বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, পরিণামশীলতাই জড়বর্গের—ত্রিগুণাত্মক পদার্থজাতের স্বভাব, এবং এই স্বভাবই উহাদের প্রবৃত্তির কারণ। বিজ্ঞানের নয়নে যথাযথভাবে পতিত হয় নাই, ক্রমবিকাশবাদিগণের "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন", আমাদের বিশ্বাস, সেই সত্যেরই পরিচ্ছিন্ন বা মলিন প্রতিবিম্ব। কিন্তু হইলে কি হয়, এদিনে, বিশেষতঃ এ দেশে, এ সত্যের প্রকৃত রূপ দেখিবার কে প্রার্থী? কে অধিকারী? পরমকারুণিক ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের এই উপদেশ প্রকৃত কল্যাণার্থীর পরমহিতকর, সত্যানুসন্ধায়ীর ইপ্সিততম, ভবরোগ-মুমুক্ষুর অমোঘ ভেষজ। হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার, বেন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শক্তিসাতত্যকেই (The persistence of force or conservation of energy) ক্রমাভিব্যক্তির প্রধান কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক বেন্ (Prof. Bain) বলিয়াছেন, 'ইদানীং শক্তিসমূহের ইতরেতর সম্বন্ধ বা শক্তিসাতত্যতত্ত্বের আবিষ্কারদ্বারা কার্য্য-কারণভাবের স্বরূপ নিরূপণ বিষয়ে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে।* 'সংঘাত বা কায়ব্যূহের সমষ্টিভূত শক্তির পরিমাণ শক্তিসমূহের অন্যোন্য ক্রিয়াবশতঃ পরিবর্ত্তিত হইলেও, তত্ত্বতঃ বর্দ্ধিত বা অপেত হয় না, তত্ত্বতঃ উহারা একভাবেই থাকে,' শক্তিসাতত্যের ইহাই স্বরূপ। রসায়নশাস্ত্র রাসায়নিক পরিণামের যে সকল নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের চরম-সামান্য ভাব (Ultimate

---

* "A great advance, in the mode of viewing Causation is made by the modern discovery of the law named Correlation of Force of Conservation of Energy." —*Logic, Part II., p. 20*

generalization) শক্তিসাতত্য নিয়মেরই অন্তর্ভূত। প্রত্যেক বিকার বা পরিণামই শক্তিসাতত্য নিয়মের শাসনাধীন। প্রত্যেক বিকার বা পরিণামই শক্তিসাতত্য নিয়মের শাসনাধীন বটে, তবে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, শক্তিসাতত্য-নিয়ম, নিমিত্ত বা সহকারিকারণের নিয়মসমূহকে সহায়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।* পণ্ডিত 'ষ্ট্যালো' বলিয়াছেন, 'ক্রিয়াশীল বা প্রবৃত্তিশক্তির (Energy of motion) স্থিতিশীলশক্তির বা সংস্কাররূপে (As energy of position), সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থান-যোগ্যতা আছে, এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রাকৃতিক পরিণামের ও ইহার নানাবিধত্বের উপপত্তি হয় না। অণুসম্মূর্চ্ছনের, অণুসমূহের ঘনীভাব ধারণের আপেক্ষিক নিত্যত্ব রাসায়নিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, স্ফটিক-বিপরিণাম (Crystallization), উদ্ভিদ্ ও জৈবশরীরোৎপত্তি, এই সকলই ক্রিয়াশীল শক্তির স্থিতিশীল-শক্তিরূপে তন্বস্থায় অবস্থানযোগ্যতাপেক্ষ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের এই সকল কথা কি, 'সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতি হইতেই সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে, পরিণাম মাত্রেই ত্রিগুণাত্মকা, প্রকৃতি সর্ব্ববিকারজননী, প্রকৃতি নিত্যা, প্রকৃতি সর্ব্ববিকারজননী সত্য, তবে ইহাঁকে ধর্ম্মাধর্ম্মের (Collocations) মুখাপেক্ষা করিতে হয়, ধর্ম্ম বা শক্তির শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য, এই ত্রিবিধ অবস্থা আছে,' ইত্যাদি শাস্ত্রোপদেশ সমূহেরই প্রতিধ্বনি নহে? রসায়নশাস্ত্র হাইড্রোজেনাদি কতিপয় রূঢ় পদার্থকে বিশ্বজগতের সর্ব্বপ্রকার পরিণামের উপাদানরূপে মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেবও 'স্ত্রিয়াং ' এই পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্যে অবিকল এইকথা বলিয়াছেন। 'আগন্তুক বা নৈমিত্তিক শক্তির ক্রিয়াসমূহের গুণন', কর্ম্মসংস্কারেরই বাচক। অতএব পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার ক্রমবিকাশের যে দুইটী নিয়মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহারা যে, 'সর্ব্ববিকারজননসমর্থা, নিত্যপরিণামিনী, ধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষমাণা প্রকৃতি হইতে সর্ব্বপ্রকার পরিণাম। সংঘটিত হইয়া থাকে,' পাতঞ্জল-ব্যাখ্যাত এই ব্যাপক নিয়মেরই অর্ন্তভূত, তাহা নিশ্চিত। আধুনিক ক্রমবিকাশবাদিগণের ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তকারণসমূহের দিকে বিশেষ দৃষ্টি পড়ে নাই বলিয়া, ইহাঁদের 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ' বিকলাঙ্গ হইয়া আছে। পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, 'প্রকৃতির সর্বত্রই সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধনের যোগ্যতা আছে, তবে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ নিমিত্তের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ ইনি সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধন করিতে পারেন না'।

---

* The ultimate generalization of Chemistry must fall under the Law of Conservation of Force, and must express the most generalized conditions of the re-distribution of Chemical Force. The Law of Persistence over-rides every phenomenon of change, but it must be accompanied in each case with laws of Collocation".

—*Bain's Logic, Part II., PP. 254-5.*

এই কথা অনেকেরই আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, এইরূপ বোধের অমূলকত্ব প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব। পরিদৃশ্যমান বিবিধ বিচিত্র কর্ম্মশক্তির মূল কারণ বা প্রকৃতি যে, সাধারণ, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পরমাণুই হউক, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই হউক, নবীন রসায়নশাস্ত্রের হাইড্রোজেনাদি রূঢ়পদার্থজাতই হউক, অথবা শক্তিই (Force) হউক, ইহাঁদের মধ্যে কোন না কোন পদার্থকে দার্শনিকগণ সর্ব্বকার্য্যের সাধারণ উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা সর্ব্বকার্য্যের সাধারণ উপাদান, তাহাকে সর্ব্ব-বিকার-হেতু, সর্ব্বপ্রকার পরিণামসাধনের যোগ্যতাবিশিষ্ট বলা নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত। যাহা সর্ব্বপ্রকার পরিণামসাধনের যোগ্যতাবিশিষ্ট, তাহা যদি কোন প্রতিবন্ধক কারণ দ্বারা বাধিত না হয়, তবে সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধন করিতে পারিবে না কেন? প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকার পরিণামসাধনের যোগ্যতাবিশিষ্ট হইয়াও, যখন সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণামসাধন করিতে পারেন না, তখন মানিতে হইবে, প্রকৃতি কোন না কোন নিমিত্তদ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়াই সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণামসাধনে অপারগ হইয়া থাকেন, অপিচ প্রকৃতির এই প্রতিবন্ধক নিমিত্ত অপনীত হইলে, ইনি স্বয়ংই সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধন করিতে সমর্থা হয়েন। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে যদি একমাত্র কারণ বলা যায়, তাহা হইলে, প্রকৃতি কাহাকেও যোগ্য, কাহাকেও যোগ্যতর, কাহাকেও যোগ্যতম, এবং কাহাকেও অযোগ্য, অযোগ্যতর ও অযোগ্যতম করেন কেন, এ প্রশ্নের কোনরূপ মীমাংসা হয় না, তাহা হইলে, প্রকৃতিকে যদৃচ্ছাচারিণী বলিতে হয়। প্রকৃতিকে যদৃচ্ছাচারিণী বলিয়া মানিলেও, সংশয় নিরস্ত হয় কৈ? প্রকৃতিকে যদৃচ্ছাচারিণী বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকের পক্ষে অসম্ভব, নির্নিমিত্তবাদ দর্শন-বিজ্ঞানের অপবাদ, বরং অনির্ব্বাচ্যবাদের শরণ গ্রহণ কর্ত্তব্য, তথাপি নির্নিমিত্তবাদের আশ্রয় লওয়া দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। মর্ত্ত্যধামে জ্ঞান-বিজ্ঞানবিশিষ্ট, হিতাহিত বিবেকক্ষম মনুষ্যজাতিই উৎকৃষ্ট জীব, সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্রতম কীট, মৎস্য, সরীসৃপ ইত্যাদি ইহারাও যে প্রকৃতিগর্ভপ্রসূত, মনুষ্যও সেই প্রকৃতিগর্ভজাত, প্রকৃতি অযোগ্য ক্ষুদ্রতম কীটাদির জননী, আবার যোগ্য মনুষ্যজাতিরও প্রসবিত্রী। প্রকৃতি যখন যোগ্য ও অযোগ্য, এই দ্বিবিধ প্রজাই প্রসব করিতে পারেন, তখন ইনি প্রথমেই যোগ্য প্রজা প্রসব করেন না কেন? জননী শক্তিসত্ত্বে, বিনা কারণে সন্তানদিগকে দুঃখপ্রদান করেন, ইহা ভাবিতেও হৃদয় ব্যথিত হয়। 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন' (Natural selection), এই শব্দের ক্রমবিকাশবাদিগণ যে সকল অর্থের কল্পনা করিয়া থাকেন, 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে'

সেই সকল অর্থের উপপত্তি কিরূপে হয়, ইহাঁরা তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। 'প্রকৃতি' (Nature) ইহাদের দৃষ্টিতে অচেতন, অন্ধ, কিন্তু প্রকৃতিতে ইহাঁরা যেসকল শক্তি বা ধর্ম্মের আরোপ করেন, তাহাদের স্বরূপ চিন্তা করিলে প্রতীতি হয়, প্রকৃতি চৈতন্য-বিহীন বা অন্ধ নহেন, সেই সকল শক্তিকে জড়াত্মক বা অন্ধরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। প্রকৃতি বিবেকশক্তি-শূন্য, সংকল্পশক্তি-বিরহিত, সম্পূর্ণতঃ অন্ধ, অতএব বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে অপারগ, অথচ ইনি স্বয়ং যথাপ্রয়োজন সংবিভক্ত হইয়া থাকেন, (Nature differentiating herself), বিবিধ বিচিত্র চেতনোচিত কর্ম্ম করিতে ইনি পারগ, উদ্দেশবিহীন হইয়াও, প্রকৃতি উদ্দেশ্যবিশিষ্টের ন্যায়, প্রয়োজন বিহীন হইয়াও, সপ্রয়োজনবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকেন যোগ্যতমকে রক্ষা করেন, অযোগ্যকে দুঃখ দেন বা সংহার করেন, এইসকল কথার প্রকৃত অর্থ কি, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। সাংখ্য পাতঞ্জলও প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়াছেন বটে, প্রকতি ইহাঁদের দৃষ্টিতেও যে, অন্ধরূপে পতিত হইয়াছেন, তাহা সত্য, তথাপি ইহাঁরা চিচ্ছক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানিয়াছেন, চৈতন্যের সন্নিধাননিমিত্তক অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সৃষ্টি পালন ও সংহার কার্য্য-নিষ্পাদক ব্রহ্মাদির (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের) অস্তিত্ব অভ্যুপগম করিয়াছেন, কর্ম্মের অনাদিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। অতএব সাংখ্য-পাতঞ্জলের উপদেশ আমাদের কাছে এইরূপ দুর্ব্বোধ্য হয় না। ডারুবিনের সিদ্ধান্তের মূলস্বরূপ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural selection) একদিকে সঙ্গতিপ্রবণতা (Adaptation) ও সন্ততিপ্রবণতার—অপত্যে সংক্রমণশীলতার (Heredity) এবং অন্যদিকে সত্তা সংরক্ষণচেষ্টার—জীবনসংগ্রামের (Struggle for existence) উপরি প্রতিষ্ঠিত। পৈতৃকধর্ম্মের অপত্যে সংক্রমণ, এবং সঙ্গতি—সংযোজন, পণ্ডিত লামার্ক জীবের ক্রমাভিব্যক্তির এই দুইটী নিয়ম অবগত ছিলেন। অপত্যসঞ্চারণনিয়ম (Law of heredity) সাজাত্যের, এবং সঙ্গতিনিয়ম (Law of adaptation) বৈজাত্যের মূলপ্রবর্ত্তক। আন্তর বা কৈন্দ্রিক, এবং বাহ্য বা পারিধি, এই দ্বিবিধ প্রকৃতিদ্বারা শরীরের জন্মাদি বিকার হইয়া থাকে। আন্তরপ্রকৃতি সাজাত্যসংরক্ষণ (Conserve) এবং বাহ্য প্রকৃতি বৈজাত্য বা বিকার (Variation) উৎপাদন করিয়া থাকে। বাহ্যপ্রকৃতি বস্তুতঃ আন্তরপ্রকৃতির মুখাপেক্ষা করে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), প্রকৃতির আপূরণ হইতে জাত্যন্তর পরিণাম হয়ে বটে, কিন্তু প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষাপূর্বক পরিণাম সাধন করেন, যদৃচ্ছাক্রমে করেন না। আন্তরপ্রকৃতি ও বাহ্যপ্রকৃতি মূলতঃ এক, ইহারা দুইটী স্বতন্ত্রপদার্থ নহে। এক মূলপ্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কার বিশেষদ্বারা

পরিচ্ছিন্ন হইয়াই, ভিন্ন ভিন্ন আন্তরপ্রকৃতিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। বিকার (Variation) নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন। শুদ্ধ সঙ্গতির (Adaptation) নিয়মবশবর্ত্তী হইয়া, আম্রবৃক্ষ একেবারে কন্টকীবৃক্ষে পরিণত হইয়া যায় না। আম্রবীজ ও কন্টকীবীজ, এই উভয়ের সমীপেই বাহ্যপ্রকৃতি এক, কিন্তু আম্রবীজকে বাহ্যপ্রকৃতি যাহা দেন, কন্টকীবীজকে অবিকল তাহা দেন না কেন? আম্রবীজ স্বীয় বিশিষ্ট আন্তরপ্রকৃতির প্রেরণায় যাহা চায়, প্রকৃতি উহাকে তাহাই দিয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম-পূর্ব্বকর্ম্ম, সংস্কার বা অদৃষ্টই উন্নতি ও অবনতির মূল, জাত্যন্তর পরিণামের-বিশেষ বিশেষরূপ বিকারের নিমিত্ত কর্ম্মবৈচিত্রেই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ।

অধ্যাপক 'ক্লস্' (Dr. C. Claus) বলিয়াছেন, ডারুবিনের (Darwin) 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন' (Natural Selection) প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যাল্থসের (Malthus) উদ্ভিদ্ ও জীববিষয়ক সিদ্ধান্তেরই পরিবর্দ্ধিত রূপ, ডারুবিনের ইহা সম্পূর্ণতঃ স্বকপোলকল্পিত নহে। 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ' জীববিজ্ঞান নিরূপিত জীবের জন্মাদি পরিণামপদ্ধতি ও পরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের ব্যাপার, এই উভয়ের দ্বারা যে, অনেকতঃ সমর্থিত হয়, তাহা আমরা স্বীকার করি, তথাপি ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন মূলকারণের, এবং সঙ্গতি ও অপত্যসঞ্চারণ-কার্য্যের সহিত ভৌতিকসম্বন্ধের (Physical connection) আবিষ্কারপথ হইতে অদ্যাপি বহুদূরে আছে।* অধ্যাপক 'ক্লস' (Dr. Claus) অপিচ বলিয়াছেন, ডারুবিনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও জাত্যন্তর পরিণামবাদের (Darwinian theory of selection and transmutation theory) প্রতিষ্ঠাপক যুক্তিসকলকে পরীক্ষাধীন করিলে, ঝটিতি প্রতিপন্ন হয়, অদ্যাপি অনুসন্ধান দ্বারা উহাদের সাক্ষাৎ প্রমাণ সমাধিগত হয় নাই, সম্ভবতঃ পরেও হইবে না, কারণ, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও জাত্যন্তরপরিণামবাদ যে স্বীকৃত বিষয়সমূহের (Postulates) উপরি প্রতিষ্ঠিত, তাহাদিগকে সাক্ষাৎ অনুসন্ধানের অধীন করা যায় না।*

ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ ভিন্ন-ভিন্ন জীবসমূহের মধ্যে অবয়বসন্নিবেশ বা সংস্থানগত সাদৃশ্য (Agreement in structure between many different

* "In its fundamental idea the natural selection theory is essentially an application of the doctrine of Malthus to plants and animals***."
"We must certainly admit that Darwin's selection theory, although supported by what we know of biological processes and of the operation of the laws of nature, is very far from discovering the final causes and physical connection of the phenomena of adaptation and heredity * * * " —*Text-book of Zoology. Vol. I., p. 117.*

* When the Fundamental arguments of the Darwin theory of selection

forms of living beings) দেখিয়া, সকল জীবই যে, এক জাতীয় মূলজীব হইতে ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বানরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য দেখিতে ও দেখাইতে ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ যারপর নাই আনন্দ অনুভব করেন, বানরের অস্থির সহিত মানুষের অস্থির, বানরের পেশীর সহিত মানুষের পেশীর, বানরের মস্তিষ্কের সহিত মানুষের মস্তিষ্কের সাদৃশ্য প্রদর্শন ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণের উৎসব বিশেষ। বানর, কুক্কুর, মনুষ্য, ব্যাঘ্র ইত্যাদি ভিন্ন-ভিন্ন জীবের বীজভূত শোণিত ও রেতের কি রাসায়নিক পরীক্ষা, কি অণুবীক্ষণিক পরীক্ষা, কোন পরীক্ষাদ্বারাই বৈজ্ঞানিকগণ পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কারণে যদি পার্থক্য না থাকিল, তবে কার্য্যে এত পার্থক্য হয় কেন? অভিব্যক্ত মানুষের সহিত অভিব্যক্ত বানরের যাদৃশ সংস্থানগত সাদৃশ্য প্রত্যক্ষীভূত হয়, অভিব্যক্ত কুক্কুরের সহিত তাদৃশ সংস্থানগত সাম্য লক্ষিত হয় না কেন? একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট জীবসমূহের বীজভূত শোণিত ও রেতের মধ্যে ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্ম্মগত পার্থক্য উপলব্ধি না হইলেও, জৈব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। জৈবিক ব্যাপার যদি কেবল আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তির কার্য্য হইত, শুদ্ধ ভৌতিক ও রাসায়নিক শক্তির পরিণাম হইত, তাহা হইলে, ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্ম্মসম্বন্ধে একরূপ শোণিত ও রেতঃ সর্ব্বত্র একরূপ জীবই উৎপাদন করিত। ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্ম্মসম্বন্ধে পার্থক্য না থাকিলেও, বানরের লিঙ্গদেহ ও মানুষের লিঙ্গদেহ অপৃথক্ নহে, অপিচ এই পার্থক্য প্রথম হইতেই আছে, ইহা শুদ্ধ বাহ্যপ্রকৃতির ক্রিয়ার ফল নহে, মানুষের ভ্রূণাবস্থার এবং বানর কুক্কুরাদি নিকৃষ্ট জীবের ভ্রূণাবস্থার, সূক্ষ্মতর দৃষ্টিতে বৈলক্ষণ্য উপলব্ধ হইয়া থাকে। প্রকৃতি জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মনুসারে ভিন্ন ভিন্নরূপ পরিণাম সাধন করেন, ইহাই বস্তুতঃ আপত্তি-বিরহিত সৎসিদ্ধান্ত। ডাক্তার বীল্ (Dr. L. BEALE) অনেকতঃ এই রূপ মতের পক্ষপাতী।* 'যোগ্যতমের পরিত্রাণ'

---

and the transmutation theory founded upon it are submitted to criticism, it is soon apparent that direct proof by investigation is now, and perhaps always will be, impossible, for the theory is founded upon postulates which cannot be submitted to direct inquiry.

—*Text-book of Zoology*. *Vol. I., p. 50*

---

* ডাক্তার বীল (Beale, M.B., F.R.S.) বলিয়াছেন—"Although there may be no physical or chemical differences we know that life history of these several forms is very different, which the results of their living are sufficient to prove that they must have been diverse from the very first."

—***Protoplasm or Matter and Life. p. 285.***

বা 'ধার্ম্মিকের রক্ষা' যে, প্রকৃতির (ঈশ্বরের বলিলেই ভাল হয়,) কার্য্য, তাহা আমরা অবনত মস্তকে স্বীকার করি, কারণ, শাস্ত্র বলিয়াছেন, ধার্ম্মিকের রক্ষা—সাধুর পরিত্রাণ এবং অধার্ম্মিকের বিনাশ—দুষ্কৃতের সংহার শ্রীভগবানের কার্য্য, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, বিশ্বপালক তখনই ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।*

প্রাকৃতিক নির্বাচনকে যাঁহারা জৈবপরিণামের একমাত্র কারণ বলিয়া বুঝিয়াছেন ও অপরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন, দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইলাম, 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural selection) কোন্ পদার্থ, আজিও তাঁহারা এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে সমর্থ হয়েন নাই। 'যোগ্যতমের পরিত্রাণ' (Survival of the fittest) প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রকৃত ব্যাখ্যা হইতে পারে না। 'যোগ্যতমের জীবন রক্ষিত হয়', যোগ্যতম বা জীবনসংগ্রামের অনুকূল সাধনসম্পন্ন জীবিত থাকে, এবং তদ্বিপরীত — প্রতিকূল সাধনবিশিষ্ট ধবংসপ্রাপ্ত হয়, যাহারা জীবিত থাকে, তাহারা নিশ্চয়ই অনুকূল সাধনসম্পন্ন, ইহা তো তথ্যরূপে স্বীকৃত পদার্থের শব্দান্তরদ্বারা পুনরুল্লেখ, ইহা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে। যাহারা জীবিত থাকে, তাহারা যোগ্য, অপিচ তাহাদের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য আছে, তাহারাই তাহাদিগকে যোগ্য করিয়াছে, নাস্তিক ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ (যাঁহারা অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কার অঙ্গীকার করেন না, পরলোক মানেন না) দ্বারা ইহা কিরূপে সপ্রমাণ হইবে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদিগণ 'প্রকৃতি' (Nature) বলিতে কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করেন? আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণাত্মক জড়শক্তি ও হাইড্রোজেনাদি কতিপয় রূঢ়পদার্থ, ইহারা জীব উৎপাদন করে, কতিপয় জীবকে অনুকূল সাধনসম্পন্ন করে, যোগ্যতমের পরিত্রাণ করে, বৈজ্ঞানিকদিগের সুখবোধ্য হইলেও, এসকল কথা আমাদের নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। কোন জীব অনুকূল সাধনসম্পন্ন, কেহ বা প্রতিকূল সাধনবিশিষ্ট হয় কেন, চৈতন্য-নিরপেক্ষ জড়শক্তি হইতে জীবনীশক্তির কিরূপে, কোন নিয়মে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, নাস্তিক ক্রমাভিব্যক্তিবাদীগণ তাহা আমাদিগকে বুঝাইতে পারেন নাই। ক্রমাভিব্যক্তিবাদীরা কি, এই সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ চেষ্টা করিয়াছেন? ক্রমাভিব্যক্তিবাদী পণ্ডিতগণ আমাদের এই সকল কথা শ্রবণপূর্ব্বক নিশ্চয়ই হাস্য করিবেন। ক্রমবিকাশ প্রকৃতির স্বভাব, নৈহারিক অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উচ্চাবচ জীবসমূহের অভিব্যক্তি হইয়া

* "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।" —গীতা।

থাকে; ক্রমশঃ অভিব্যজ্যমান জীবপর্ব্বসমূহের মধ্যে কোন জীবপূর্ব্বপ্রাকৃতিক নিয়মে জীবনসংগ্রামের একেবারে প্রতিকূল সাধনসম্পন্ন, কোন জীবপর্ব্ব তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অনুকূল সাধনসম্পন্ন, এইরূপ উত্তরোত্তর অধিকতর সাধন-সম্পন্ন জীবের আবির্ভাব হওয়াই, নৈসর্গিক নিয়ম। অতএব প্রকৃতি কাহাকেও প্রতিকূল সাধনসম্পন্ন এবং কাহাকেও অনুকূল সাধনসম্পন্ন করেন কেন, ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ প্রাগুক্তরূপ প্রশ্ন সমূহের উত্থাপনের অবসর দেন না, যাঁহারা এবম্প্রকার প্রশ্ন করেন, তাঁহারা ইঁহাদিগের দৃষ্টিতে জড়বুদ্ধি, স্থূলদর্শী, তাঁহাদিগকে ইহাঁরা অধস্তন জৈবপর্ব্বে অবস্থিত বলিয়া থাকেন।

আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের সহিত সাংখ্য-পাতঞ্জলোক্ত পরিণামবাদের কোন্ কোন্ অংশে বৈসাদৃশ্য আছে, তাহা জানিতে যাইয়া, আমাদের উপলব্ধি হইয়াছে, প্রকৃতির আপূরণ হইতে জাত্যন্তর-পরিণাম হয়, সাংখ্য-পাতঞ্জলের সহিত আধুনিক ক্রমাভিব্যক্তিবাদের এই অংশে একটু সাদৃশ্য আছে। 'একটু সাদৃশ্য আছে,' এই কথা বলিলাম কেন? সাংখ্য-পাতঞ্জলের প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশবাদের নেচার্ (Nature) সমান পদার্থ নহে; সাংখ্য-পাতঞ্জল 'ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষাপূর্ব্বক প্রকৃতি পরিণাম সংঘটিত করিয়া থাকেন,' এই কথা বলিয়াছেন, প্রকৃতিকে চৈন্য-প্রতিবিম্বিত—চৈতন্যাধিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, প্রকৃতি জীবের ভোগ ও মোক্ষের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, সাংখ্য পাতঞ্জলের ইহাই উপদেশ, ক্রমবিকাশবাদিগণ এইরূপ কোন কথা বলেন নাই। আমরা তা'ই বলিয়াছি, 'একটু সাদৃশ্য আছে'।

'অবিশেষ, অসম্বন্ধ ও সমানজাতীয় ভাবের অবিচ্ছিন্ন ভেদ ও সংসর্গদ্বারা বিশেষ, সম্বন্ধ ও বিজাতীয়ভাবে পরিণত হওয়ার নাম ক্রমবিকাশ (Evolution)। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এই ক্রমবিকাশের স্বরূপ বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন। অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে ব্যক্ত বা স্থূল অবস্থায় আগমনই ক্রমবিকাশের রূপ। দৃষ্টদ্বারা অদৃষ্টের সিদ্ধি হইয়া থাকে। কঠিন, তরল ও বায়বীয়, জড়বস্তুর এই ত্রিবিধ অবস্থার সহিত আমাদের অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। কঠিনাদি ত্রিবিধ অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, জানিতে পারা যায়, অণুসমূহের সন্নিবেশগত ভেদই উক্ত ত্রিবিধ অবস্থার কারণ। দ্রব্যের কঠিনাবস্থায় অণুসকল পরস্পর গাঢ় বা ঘনভাবে সংসৃক্ত হয় (Firmly cohere)। তরলাবস্থায় উহাদের (অণুসকলের) সংহতি (Cohesion) শিথিল হয়; এবং বায়বীয় অবস্থাতে উহাদের গতিশীলত্ব অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, সংসর্গবৃত্তিক বা আকর্ষণাত্মক শক্তি (Aggregative power) ও ভেদবৃত্তিক বা বিপ্রকর্ষণাত্মক শক্তি (Separative

power), এই দ্বিবিধ শক্তিই জড়বস্তুসমূহের কঠিনাদি ত্রিবিধ অবস্থার কারণ। সংসর্গবৃত্তিক শক্তির প্রবলতাতে অণুসমূহ পরস্পর গাঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়, এবং ভেদবৃত্তিক শক্তির প্রবলতাতে উহারা পরস্পর বিপ্রকৃষ্ট হইয়া থাকে। সংসর্গবৃত্তিক শক্তির আধিক্যে অণুসমূহ যখন পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হয়, তখন উহাদের গতির হ্রাস, এবং ভেদবৃত্তিক শক্তির প্রাবল্যে উহারা যখন পরস্পর বিপ্রকৃষ্ট হয়, তখন গতির বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। অমূর্ত্ত-বস্তু যে, মূর্ত্ত হয়, সংসর্গবৃত্তিক শক্তির প্রবলতাই তাহার কারণ, এবং মূর্ত্তবস্তু যে, অমূর্ত্ত হয়, ভেদবৃত্তিক শক্তির আধিক্যই তাহার হেতু। জল বাষ্প হয়, বাষ্প জল হয়, অপিচ জল হিমশিলা হয়। জলের বাষ্পাকার ধারণ বিলয়ন-ব্যাপারের (Diffusion) এবং বাষ্পের জলাকার ধারণ বা জলের কঠিনাকারে পরিবর্ত্তন সংহননের (Concentration) দৃষ্টান্ত। সৃষ্টি ও লয়, এই সংহনন ও বিলয়ন ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। দৃশ্যমান বস্তুজাতে সংহনন ও বিলয়ন, অবিরাম এই দ্বিবিধ ক্রিয়া হইতেছে, তবে কালাদি নিমিত্ত-কারণভেদে, উক্ত ক্রিয়াদ্বয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সপ্রাণ দেহও অণুসমষ্টি, অতএব বলা বাহুল্য, সপ্রাণ দেহের সৃষ্টি ও লয় যথক্রমে সংহনন ও বিলয়ন ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নহে, সপ্রাণ দেহেও নিরন্তর সংহনন ও বিলয়ন, এই দ্বিবিধ ক্রিয়া চলিতেছে। অপ্রাণ মূর্ত্তদ্রব্যে (Inanimate objects) অণুসমূহের সংহনন (Integration) জড়ভাবে (Passive) হইয়া থাকে, কিন্তু সপ্রাণদেহে সংহনন-ব্যাপার একটু স্বতন্ত্রভাবে আহারাণু দ্বারা হয়। অপ্রাণ মূর্ত্তদ্রব্য এবং সপ্রাণদেহের বিলয়ন ব্যাপারও (Disintegration) সর্ব্বথা একরূপ নহে, অপ্রাণ মূর্ত্তদ্রব্যের বহিঃ পৃষ্ঠের বিলয়ন বাহ্য প্রকৃতিদ্বারা অবশভাবেই হয়, সপ্রাণদেহ স্বীয় আন্তর শক্তিবিশেষদ্বারা স্বতন্ত্রভাবে আন্তর বিলয়নকার্য্য (Active internal disintegration) সম্পাদন করিয়া থাকে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার তাঁহার জীববিজ্ঞানে (Biology) প্রথমতঃ শরীরোপাদান ভৌতিক বস্তুসমূহের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। শরীরোপাদান ভৌতিক বস্তুসমূহের (Organic matter) বিবরণ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া, উক্ত পণ্ডিত 'হাইড্রোজেন', 'অক্সিজেন', 'নাইট্রোজেন', ও 'কার্ব্বন', এই চতুর্ব্বিধ রূঢ়পদার্থেরই তত্ত্বচিন্তা করিয়াছেন, কারণ, সজীবদেহ প্রধানতঃ এই চতুর্ব্বিধ রূঢ়পদার্থদ্বারাই গঠিত হইয়া থাকে। হাইড্রোজেনাদি চতুর্ব্বিধ রূঢ়পদার্থের মধ্যে প্রথম তিনটী হাইড্রোজেন, অক্সিজেন্ ও নাইট্রোজেন, সাধারণ অবস্থাতে বায়বীয় (Gaseous), এবং চতুর্থটী (Carbon) কঠিন (Solid)। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন্ ও নাইট্রোজেন, এই তিনটী বায়বীয় পদার্থকে তরলাবস্থায় আনিবার বহুবর্ষব্যাপীনী চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে, তবে ইদানীং অতিমাত্র তাপপ্রশমনের

(Extreme refrigerations) সহিত তীব্র আপীড়নদ্বারা, বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদিগকে তরলাকারে পরিবর্ত্তিত করিতে পারগ হইয়াছেন। শরীরোপাদানের রূঢ়-পদার্থ সকল (Organic elements) ভিন্ন-ভিন্নরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। কার্ব্বন্ হীরক (Diamond), গ্রাফাইট্ (Graphite) এবং অঙ্গার (Charcoal), পরস্পর-ভিন্ন এই ত্রিবিধাকারে পরিদৃষ্ট হয়। বৈশেষিক দর্শনাচার্য্য প্রশস্তপাদ (১) মৃৎপ্রকার (মৃত্তিকার ভিন্ন-ভিন্নরূপ বিকার ইষ্টকাদি), (২) পাষাণ—উপল (শিলা), মণি (সূর্য্যকান্তাদি), বজ্র (হীরকাদি), এবং (৩) স্থাবর—তৃণ, ওষধি প্রভৃতি, এই ত্রিবিধ পার্থিব বিষয়ের (পার্থিব পরমাণসমূহের দ্ব্যণুকাদিক্রমে আবদ্ধ কার্য্যবিশেষের) উল্লেখ করিয়াছেন। কার্ব্বন্ সুতরাং পার্থিবপদার্থ। শরীরকে (অবশ্য ভূলোকবাসীর শরীর) শাস্ত্র পৃথিবী-ভূতোপাদানক (পৃথিবীভূত হইয়াছে, উপাদান যাহার) বলিয়াছেন। ন্যায়, বৈশেষিক ও সাংখ্যমতে পৃথিবীভিন্ন ভূতসকল শরীরের উপাদান নহে, তবে পৃথিবীভিন্ন ভূতচতুষ্টয়ের শরীরোৎপত্তিতে নিমিত্তত্ব আছে, পার্থিব শরীরগঠনে জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় অণুসমূহও যে, পার্থিব অণুসকলের সহিত সংযুক্ত হয়, ইহাঁরা তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তমতে শরীর পাঞ্চভৌতিক। আয়ুর্ব্বেদও শরীরকে পাঞ্চভৌতিক বলিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের স্বরূপ প্রদর্শন করিবার সময়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা "গুণত্রয় সমান জাতীয়রূপে কার্য্যের সমবায়িকারণ (Coinherent cause), এবং অসমানজাতীয়রূপে নিমিত্তকারণ (Efficient cause) হয়, এই উপদেশেও প্রাপ্ত হইয়াছি। 'অক্সিজেন্' ও 'হাইড্রোজেন্', এই পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্মিলনে জল উৎপন্ন হয়। অক্‌সিজেন' ও হাইড্রোজেন্ এই উভয়কেই জলের উপাদান কারণ বলা যায় না। অসমানজাতীয় পদার্থসমূহ সমবায়িকারণ হইতে পারে না। ন্যায়বৈশেষিক ও সাংখ্যদর্শন পৃথিবীকে যে, শরীরের উপাদানকারণ বলিয়াছেন, অসমানজাতীয়পদার্থ উপাদান বা সমবায়িকারণ হইতে পারে না, ইহাই সম্ভবতঃ তাহার কারণ। সাংযৌগিক (Compound) বস্তু যে সকল বিজাতীয় ঘটকাবয়বের (Components) রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয়, উহাতে সেই সকল ঘটকাবয়বদ্রব্য-বিলক্ষণ গুণের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, শরীরে যখন ঘটকাবয়ব-দ্রব্যের বিলক্ষণ গুণের প্রাদুর্ভাব হয় না, তখন স্বীকার করিতে হইবে, পার্থিব অণুসমূহই শরীরের উপাদান বা সমবায়িকারণ, এবং অন্যান্য ভৌতিক অণুসমূহ নিমিত্তকারণ।* মহর্ষি গৌতম এবং কপিলও এইরূপ কথা বলিয়াছেন, কপিল বলিয়াছেন ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যসমূহের উপাদানত্ব—

* "গুণান্তরাপ্রাদুর্ভাবাচ্চ ন ত্র্যাত্মকম্।"—বৈশেষিকদর্শন ৪।২।৩।

সমবায়িকারণত্ব ঘট-পটাদি কোন কার্য্যেই দৃষ্ট হয় না, সজাতীয় দ্রব্যসমূহই সর্ব্বত্র উপাদনকারণ হইয়া থাকে।† 'হাইড্রোজেনাদি বায়বীয় পদার্থসমূহকে তরল বা কঠিন অবস্থায় আনয়ন করা, অসাধ্য বা দুঃসাধ্যব্যাপার,' এই সত্য হইতে 'বিজাতীয় দ্রব্য সকল কোন কার্য্যের উপাদন কারণ হইতে পারে না', এই শাস্ত্রোপদেশের উপপত্তি হইতে পারে। পণ্ডিত স্পেন্সার বলিয়াছেন, দ্রব্যসমূহের পরস্পর রাসায়নিক সংযোগ হইলে, গুণের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু নাশ হয় না, সাংযৌগিক বস্তুর গুণ সকল উহার ঘটকাবয়ব সমূহের গুণেরই ফল—কার্য্য, ঘটকাবয়ব সমূহের গুণ সকলের প্রত্যেকেই সাংযৌগিক অবস্থাতেও পূর্ণভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে, তবে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা অভিভূত হওয়ায় স্বরূপে প্রব্যক্ত হইতে পারে না।* যাহারা পরস্পর সমবেত হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহাদিগকে উপাদান বা সমবায়িকারণ বলা হয়। সজাতীয় অণুসকলের সংযোগ যে ভাবে হয়, বিজাতীয় অণুসমূহের সংযোগ সেভাবে হইতে পারে না। একটী পার্থিব অণুতে যে পরিমাণ আকর্ষণশক্তি থাকে, একটী জলীয় অণুতে নিশ্চয়ই সেই পরিমাণ আর্কষণশক্তি থাকিতে পারে না। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ শক্তির, অথবা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের তারতম্যে পার্থিবাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পরমাণুসমূহের আবির্ভাব হইয়াছে। সজাতীয় অণুসমূহের পরস্পর সংযোগে দ্রব্যের যে, গুণান্তরের প্রাদুর্ভাব হয় না, তাহার কারণ হইতেছে, সজাতীয় অণুসমূহ বিপ্রকর্ষণাত্মক আবেষ্টনের (Repulsive envelope) সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধকতাবশতঃ পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ উহাদের আপেক্ষিক সাম্যাবস্থার বিচুতি হয় না। অতএব সজাতীয় অণুসমূহই উপাদানকারণ হইয়া থাকে। বিজাতীয় অনুসকল উপাদান কারণ হইতে পারে না। উপাদান কারণ (Coinherent Cause) কার্য হইতে কদাচ বিযুক্ত হয় না। উপাদান

---

† "পার্থিবং গুণান্তরোপলব্ধেঃ।"—ন্যায়দর্শন ৩।১।২৮।
"ন পাঞ্চভৌতিকং শরীরং বহূনামুপাদানাযোগাৎ।"— সাং দং ৫।১০২

* "Oxygen, hydrogen, and nitrogen are gases which for many years defied all attempts to liquefy them, and carbon is a solid except perhaps at the extremely high temperature of the electric arc. Only by intense pressures joined with extreme refrigerations have the three gases been reduced to the liquid forms. There is much significance in this, *** The properties of substances, though destroyed to sense by combination, are not destroyed in reality. It follows from the persistence of force, that the properties of a compound are *resultants* of the properties of its components are severally in full action though mutually obscured." —*The Principles of Biology. Vol. I, p. 3*

শক্তিই কার্যপদার্থ। বিজাতীয় শক্তিসংযোগে উপাদান শক্তির আপেক্ষিক সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইলেই কার্য্যের অন্যথা হইবে। যতদিন ঘট থাকে, ততদিন ঘটের উপাদান মৃদণু সকল পরস্পর সমবেত হইয়া থাকে। ঘটের উপাদান মৃদণু সকলের সহিত বিজাতীয় অণুসকল যদি সজাতীয় অণুসমূহের ন্যায় পরস্পর সমবেত হইতে পারিত, তাহা হইলে, ঘটকার্য্যের উৎপত্তিই অসম্ভব হইত। উপাদান কদাচ অননুবৃত্ত (Incoherent) হয় না। সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, 'অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ হইয়া থাকে ("অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ")। নাই বিশেষ নির্দ্দেশ্য—উপভোগযোগ্য শান্ত, ঘোর ও মূঢ়ত্বাদি রূপ যাহাতে, তাহার নাম 'অবিশেষ'। পঞ্চতন্মাত্রাখ্য সূক্ষ্মভূতপঞ্চককে সাংখ্যদর্শন 'অবিশেষ' বলিয়াছেন। এই অবিশেষ বা পঞ্চ সূক্ষ্মভূত হইতে বিশেষ —শান্তাদি-রূপবিশিষ্ট পঞ্চ স্থূল বা মহাভূতের আরম্ভ হয়। পাতঞ্জলদর্শন, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, 'বিশেষ,' 'অবিশেষ,' 'লিঙ্গমাত্র' ও 'অলিঙ্গ', সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের, এই চারিটি পর্ব্বের বর্ণন করিয়াছেন। একাদশ ইন্দ্রিয় ও আকাশাদি পঞ্চ স্থূলভূত, এই ষোড়শ পদার্থ উক্ত দর্শনে 'বিশেষ' নামে, পঞ্চ তন্মাত্র (সূক্ষ্মভূত) ও অহংকার, এই ছয়টী 'অবিশেষ' নামে, মহত্তত্ত্ব 'লিঙ্গমাত্র' নামে, এবং প্রকৃতি—প্রধান (গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা) 'অলিঙ্গ' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব ত্রিগুণভেদে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (১) সূক্ষ্ম শরীর, (২) মাতাপিতৃজ শরীর (স্থূল—ষাট্‌কৌশিক শরীর), এবং (৩) পঞ্চ স্থূলভূত ও ভৌতিক ঘটপটাদিকার্য্য, এই ত্রিবিধ বিশেষ-পদার্থের বর্ণন করিয়াছেন। মহত্তত্ত্বাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বই সাংখ্য-পাতঞ্জলমতে সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীরের বীজ, মহত্তত্ত্বাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব হইতেই স্থূল, সূক্ষ্ম, এই শরীরদ্বয়ের পরিণাম হয়।* ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে অবস্থিত পুরুষ উক্ত উপাধিদ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ভোগের জন্য দেহ হইতে দেহান্তরে সংসরণ করেন। আদিসর্গে (মহাপ্রলয়ের পর যে সর্গ, তাহাকেই আদিসর্গ বলা হয়) প্রকৃতি প্রত্যেক পুরুষের (সাংখ্যদর্শনে জীবাত্মার বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে) এক একটী লিঙ্গদেহ উৎপাদন করেন। লিঙ্গশরীর অসক্ত—অব্যাহতগতি—শিলার মধ্যেও প্রবেশ করিতে সমর্থ, নিয়ত—আদিসর্গ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী, ইহা মহত্তত্ত্ব, অহংকার-তত্ত্ব, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র, এই সকল পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ষাট্‌কৌশিক বা স্থূলশরীর বিনা সূক্ষ্মশরীরের ভোগ হয় না, এইজন্য ইহাকে 'নিরুপভোগ' (নাই উপভোগ যাহার) বলা হইয়াছে। ষাট্‌কৌশিক শরীর ব্যতিরেকে সূক্ষ্মশরীরের সুখ-দুঃখাদি ভোগ হয় না বলিয়া, ইহা পুনঃ পুনঃ (যাবৎ মুক্তি না

* "তস্মাচ্ছরীরস্য।" সাং দং ৩।২।
"তদ্বীজাৎ সংসৃতি।" সাং দং ৩।৩।

হয়) স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। সংসারের— দেহ হইতে দেহান্তরে সংসরণের ধর্ম্মাধর্ম্মই কারণ; সূক্ষ্মশরীরে যখন ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্পর্ক নাই, তখন ইহার সংসার কিরূপে উপপন্ন হইবে? সাংখ্যদর্শন এতদুত্তরে বলিয়াছেন, ধর্ম্মাদি ভাবসমূহ (ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য) দ্বারা অধিবাসিত হওয়ায়, ইহা দেহ হইতে দেহান্তরে সংসরণ করে। ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ভাবসমূহ বুদ্ধিতে অন্বিত হইয়া থাকে; সূক্ষ্মশরীর আবার বুদ্ধিযুক্ত; অতএব সুরভিচম্পকের সম্পর্কবশতঃ বস্ত্র যে প্রকার তদগন্ধদ্বারা বাসিত হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্মদেহও ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ভাবযুক্ত বুদ্ধির সম্পর্কবশতঃ উহাদিগদ্বারা অধিবাসিত হইয়া থাকে।* সূক্ষ্ম ও স্থূল, এই দ্বিবিধ শরীরের মধ্যে পুরুষের সুখ-দুঃখের ভোগ কোন্ শরীরে হইয়া থাকে? আদিসর্গ উৎপন্ন লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীরেই সুখ-দুঃখের ভোগ হয়, লিঙ্গ শরীরোপাধিক (লিঙ্গশরীর হইয়াছে, উপাধি যাঁহার) পুরুষই সুখ-দুঃখের ভোক্তা (পূর্ব্বোৎপত্তেস্তৎকার্য্যত্বং ভোগাদেকস্য নেতরস্য।"— সাং, দং)। সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীরেই যে, সুখ-দুঃখের ভোগ হয়, তাহার প্রমাণ কি? মৃতশরীরে যে, সুখ দুখের অনুভব হয় না, তাহা সর্ব্বসম্মত। স্থূলশরীর হইতে সূক্ষ্মশরীরের নির্গমনই মৃত্যু। অতএব স্বীকার করিতে হইবে সূক্ষ্মশরীরেই সুখ-দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে। যাহা ভোগায়তন, তাহাই 'শরীর' ভোগায়তনত্বই মুখ্য শরীর-লক্ষণ। ন্যায়-বৈশেষিকদর্শনও শরীরের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। স্থূলশরীরে যখন সুখ-দুঃখের ভোগ হয় না, তখন শরীরের যথোক্ত লক্ষণানুসারে সূক্ষ্মশরীরকেই মুখ্যতঃ শরীর বলিতে হইবে. মুখ্যভোগায়তন সূক্ষ্মশরীরের আশ্রয় বলিয়া, স্থূলশরীরের শরীরত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ("তদধিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহে তদ্বাদাৎ তদ্বাদঃ।"—সাং দং, ৩।১১)।

লিঙ্গশরীর এক কি বহু? সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, আদিসর্গে হিরণ্যগর্ভের উপাধিরূপ এক সমষ্টিভূত লিঙ্গশরীর ছিল, পরে ইহার পিতৃলিঙ্গদেহের যেমন পুত্র-কন্যাদির লিঙ্গদেহরূপে অংশতঃ নানাত্ব হয়, সেইরূপ ব্যক্তিভেদে অংশতঃ নানত্ব হইয়া থাকে। কেন তাহা হয়? ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভোগহেতু কর্ম্মবেদই ব্যক্তিভেদের (Distinct individuals) কারণ। জীবসমূহের সাধারণ কর্ম্ম সমষ্টিসৃষ্টির এবং বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম ব্যষ্টিসৃষ্টির হেতু। সাংখ্যদর্শনের এইরূপ উপদেশের শ্রুতি ও স্মৃতিই মূল। ঋগ্বেদসংহিতার উপদেশ (৩০ ও ৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) স্মরণ করিবেন। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন, অসীম কার্য্যনির্ম্মাণে সমর্থ অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, এই ছয়টী পদার্থের স্ব-স্ব বিকার বা

* "মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শ ইতরন্ন তথা।"— সাং দং, ৩।৭।

"পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্।।" — সাংখ্যকারিকা।

কার্য্যসমূহে (অহংকারের বিকার ইন্দ্রিয়, এবং তন্মাত্রের বিকার পঞ্চ স্থূলভূত) উহাদিগের (অহংকার ও তন্মাত্রের) সন্নিবেশ—সংযোজনপূর্ব্বক বিধাতা দেব, মনুষ্য, পশু পক্ষী, স্থাবর প্রভৃতি সমুদায় ভূতের সৃষ্টি করিলেন। ভগবান্ মনু অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই ষট্পদার্থ, সমস্ত লিঙ্গ শরীর বুঝাইতেই ব্যবহার করিয়াছেন।* লিঙ্গশরীর সাংখ্যমতে অণুপরিমাণ—পরিচ্ছিন্ন। লিঙ্গশরীর অণুপরিমাণ না হইলে ইহার গতির উপপত্তি হইবে কেন?

ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীরের উল্লেখ নাই। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন 'অন্তঃকরণ' শব্দদ্বারা লিঙ্গদেহকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 'কললশরীর উৎপন্ন হইলে, তাহাতে অন্তঃকরণের প্রবেশ হইয়া থাকে,' পূর্ব্বোক্ত (১৬৯ পৃষ্ঠা) এইকথা স্মরণ করিবেন। 'পরমাত্মা, ঈশ্বর, জীবাত্মা ও লিঙ্গদেহ'-নামক প্রস্তাবে আমরা এই বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক কিছু বলিব। মনু-সংহিতা ও উহার মেধাতিথিকৃত ভাষ্য পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, "জীব" শব্দটী লিঙ্গদেহ বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, শরীর (স্থূল শরীর) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবাত্মার) অতিরিক্ত, সর্ব্বদেহীর সহজ, অর্থাৎ আমোক্ষস্থায়ী 'জীব'-নামক অন্তরাত্মা—অন্তঃকরণ আছে। ('জীব সংজ্ঞোহন্তরাত্মান্যঃ সহজঃ সর্ব্বদেহিনাম।"—মনুসংহিতা)। মেধা-তিথি বলিয়াছেন, এই জীবসংজ্ঞক পদার্থকে কেহ 'অন্তঃকরণ', কেহ 'লিঙ্গশরীর', এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন।* অতএব বলা যাইতে পারে, ন্যায়-বৈশেষিকের সহিত সাংখ্য বা বেদান্তের এ বিষয়ে মূলতঃ বিরোধ নাই।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের উপদেশ, পরমাণুসমূহের পরস্পর সম্মিলন সৃষ্টির, এবং উহাদের বিভাগ লয়ের কারণ। সাংখ্য দর্শন বলিয়াছেন, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য—ন্যূনাতিরিক্তভাবে সংহনন সৃষ্টির, এবং উহাদের সাম্য লয়ের কারণ ("সাম্যবৈষম্যাভ্যাংকার্য্যদ্বয়ম্।"—সাং, দং ৬।৪২।) পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসারের সহিত এই শাস্ত্রীয় উপদেশের যে, কিয়দংশ সাদৃশ্য আছে, তাহা বলিতে হইবে। বৈশেষিকমতে পৃথিব্যাদি পরমাণুপর্য্যন্ত বিভাগই প্রলয়কাল। সৃষ্টিকালে বায়বীয় অণুসমূহে যে অদৃষ্টাপেক্ষ (অদৃষ্টবিশিষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মার সংযোগাপেক্ষ) কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, সেই কর্ম্ম স্বীয় আশ্রয় অণুকে অণ্বন্তরের সহিত সংযুক্ত করে; তদনন্তর দ্ব্যণুকাদিক্রমে স্থূলবায়ুর উৎপত্তি হয়। অগ্ন্যাদির উৎপত্তিও এই নিয়মেই হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-সহিত শরীর, এক কথায় অখিল জগৎকার্য্য অণু হইতে

* "তেষাং ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্যমিতৌজসাম্।
সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে।।"—মনুসংহিতা।

* "অন্যে তু মন্যন্তে অন্তঃকরণং মনোবুদ্ধ্যহংকাররূপং জীবস্তস্য অন্তঃকরণসংজ্ঞত্বাৎ • • •।"
—মেধাতিথি।

সম্ভূত হয়। পণ্ডিত স্পেন্‌সার বলিয়াছেন, ইথারীয় বীচি বাতরঙ্গই (Ethereal waves) অণুসমূহকে তরঙ্গিত করে। অণুসমূহের স্পন্দন বা স্থানপরিবর্তনই গতি (Motion) পদার্থ। যে পদার্থের উর্ম্মিসমূহ অণুসকলকে গতিবিশিষ্ট করে, তাহা অপেক্ষাকৃত অপিণ্ডীভূত (Imponderable)।* যাঁহারা পরলোকে বিশ্বার স্থাপনের প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সংসার যাতনাকে যাঁহারা যাতনা বলিয়া বুঝিয়াছেন, এবং কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে, এই দুর্ব্বিসহ যাতনার শান্তি হইবে, যাঁহারা তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল, অর্থাৎ যাঁহারা আসক্ত জীব নহেন, তাঁহাদের সমীপে পণ্ডিত স্পেনসারের উক্ত উপদেশ হইতে বৈশেষিকদর্শনাচার্য্য প্রশস্তপাদের উপদেশ অধিকতর আদর পাইবে, সন্দেহ নাই।

প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন, ব্রাহ্ম্যমানে শতবৎসরান্তে বর্তমান ব্রহ্মার অপবর্গ বা মুক্তিকালে, সংসারখিন্ন—সংসারে নানা স্থানে ভূয়োভূয়ঃ শরীরাদি পরিগ্রহ-হেতু ক্লিষ্ট, গর্ভবাসাদি বিবিধ দুঃখ ভোগপূর্ব্বক অবসন্ন প্রাণিদিগের বিশ্রামার্থ সর্ব্বভুবনপতির— সর্ব্বত্র অব্যাহত-প্রভাব পরমেশ্বরের জগৎ সংহারের ইচ্ছা হইয়া থাকে। তদনন্তর স্থূলশরীর, ইন্দ্রিয় ও স্থূলভূতের আরম্ভক সর্ব্বাত্মাতে সমবেত অদৃষ্টের—কর্ম্ম-সংস্কারের শক্তির প্রতিবন্ধ—বৃত্তির নিরোধ হইয়া থাকে। এই কালে অণুসকলের সংযোগের নিবৃত্তি ও পরমাণুপর্য্যন্ত বিভাগ হয়। জীবাত্মা অনন্ত, প্রত্যেক জীবের অদৃষ্টও ভিন্ন-ভিন্নরূপ, সুতরাং অদৃষ্টও অনন্ত; অতএব অনন্ত অদৃষ্টের পরিপাক ক্রমশঃ হওয়াই সম্ভব। অদৃষ্টক্ষয়বশতঃ কতিপয় জীব ভোগোপরত হইবে, অদৃষ্ট ক্ষয় না হওয়াতে কতিপয় জীব ভোগরত থাকিবে, কতিপয় জীব ভোগভিবিমুখ হইবে। অতএব প্রলয়ের সম্ভাবনা কোথায়? সর্ব্বদা বিষয়প্রবৃত্তিহেতু শরীরাদির যুগপৎ অভাব হইবে কিরূপে? প্রশস্তপাদ এতদুত্তরে বলিয়াছেন, সৃষ্টি ও লয় যথাক্রমে প্রবোধ, জাগরণ ও নিদ্রা ব্যাপারের সদৃশ। কর্ম্ম শেষ হউক, আর নাই হউক, রাত্রিকালে সকলেই যেরূপ নিদ্রিত হয়, রজনী যেরূপ স্বাভাবিক বিশ্রামকাল সেইরূপ প্রলয়কাল স্বাভাবিক বিশ্রামকাল। সৃষ্টি ও লয়, প্রবোধ ও নিদ্রার ন্যায় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাত্র। শরীর, ইন্দ্রিয় ও মহাভূতসমূহের আপরমাণ্বন্ত (পরমাণুপর্য্যন্ত) বিভাগ, উত্তরোত্তর বিদ্যমান থাকিয়া, পূর্ব্ব-পূর্ব্বের বিনাশ, এই ক্রমানুসারে হইয়া থাকে। প্রবিভক্ত-পরমাণুপুঞ্জ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম-

---

* "An atom united with one for which it has a strong affinity, has to be transferred to another for which it has a weaker affinity. This transfer implies motion. The motion is given by the waves of medium that is relatively imponderable."
—*The Principals of Biology, Vol. I.,p.34*

সংস্কারানুবিদ্ধ—ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কারবাসিত জীবাত্মা সকল ব্রাহ্ম্যমানে শতবৎসর কাল প্রলয়াবস্থাতে অবস্থান করে। অতঃপর প্রাণিদিগের সঞ্চিত কর্ম্মসমূহ ফলোন্মুখ হইলে, পরমেশ্বরের জগৎসৃষ্টি করিবার ইচ্ছা জন্মে, তখন সর্ব্বাত্মগত অদৃষ্ট বা কর্ম্মসংস্কার সকল পুনর্ব্বার বৃত্তিলাভ করে, উদিত বা জাগরিত হয়, ক্রিয়মাণ (Kinetic) অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৈশেষিকদর্শনের উপদেশ, প্রলয় কালে পরমাণুসমূহ প্রবিভক্ত হইয়া অবস্থান করে। অতএব 'সৃষ্টি ও লয় যথাক্রমে সংহনন ও বিলয়ন-ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু নহে', পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার, ড্রেপার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের এইরূপ উপদেশ যে, একেবারে শাস্ত্রের বিসংবাদী নহে, তাহা বলা যাইতে পারে। বৈশেষিক-দর্শনও পরমাণুসমূহের কর্ত্তৃস্বভাব অধিষ্ঠাতার কল্পনা করিয়াছেন, চেতন অধিষ্ঠাতা ব্যতিরেকে অচেতনের প্রবৃত্তি হয় না, বৈশেষিক দর্শনও এইরূপ মতাবলম্বী ছিলেন। প্রলয়ের পর যখন পুনর্ব্বার সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন প্রথমে পবনপরমাণু সমূহেই কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে। পবন বা বায়ুপরমাণু-পুঞ্জে কর্ম্মোৎপত্তির পবনপরমাণুপুঞ্জ সমবায়িকারণ লব্ধবৃত্তি—উপজাতক্রিয় (শান্ত অবস্থা হইতে উদিত অবস্থাতে আগত) অদৃষ্ট বা পূর্ব্ব-কর্ম্মসংস্কার বিশিষ্ট আত্মা ও পরমাণুর সংযোগ অসমবায়িকারণ (Incoinherent cause), এবং অদৃষ্ট নিমিত্তকারণ, বায়ুপরমাণু সকলের পরস্পর সংযোগ হইতে ক্রমশঃ দ্ব্যণুক, ত্র্যণুকাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে; তদনন্তর স্থূল (মহান্) বায়ুর বিকাশ হয়। উৎপন্ন স্থূলবায়ু আকাশে দোধূয়মান (অপ্রতিহত বা অবাধিত হওয়ায়, অতিমাত্র বেগযুক্ত) হইয়া অবস্থান করে। তৎপরে সেই বায়ুতে আপ্য (জলীয়) পরমাণুসমূহ হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ সলিলনিধি উৎপন্ন হইয়া, সর্ব্বত্র প্লবমানাবস্থায় (প্রতিরোধকের অভাববশতঃ) অবস্থান করে। জলনিধির উৎপত্তির পরে সেই জলনিধিতে পার্থিব পরমাণুপুঞ্জ হইতে মহাপৃথিবী (স্থূল) সংহত হইয়া, স্থিরভাবে অবস্থান করে। তদনন্তর উক্ত মহোদধিতে পূর্ব্ববৎ দ্ব্যণুকাদিক্রমে উৎপন্ন মহান্ তেজোরাশি, কাহারও দ্বারা অভিভূত না হওয়ায়, দেদীপ্যমান হইয়া বিদ্যমান থাকে। এইরূপ ক্রমে বায়ু প্রভৃতি মহাভূত উৎপন্ন হইলে, পরমেশ্বরের সংকল্পমাত্র হইতে পার্থিব পরমাণু-সহিত তৈজসপরমাণুদ্বারা মহদণ্ড—মহদ্বিম্ব আরব্ধ হয়। পরমেশ্বর অতঃপর সকল ভুবন-সহিত সর্ব্বলোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে উৎপাদনপূর্ব্বক প্রজাসৃষ্টি করিতে বিনিয়োগ করেন। পরমেশ্বরকর্ত্তৃক বিনিযুক্ত অতিশয় জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ব্রহ্মা (জ্ঞানাতিশয্যবশতঃ প্রাণিদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম, যে প্রাণির যেরূপ অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম ব্রহ্মা যথাযথভাবে তাহা বিদিত হয়েন; বৈরাগ্য-নিবন্ধন পক্ষপাত বিরহিত হইয়া প্রজাসৃষ্টি করেন; ঐশ্বর্য্য হেতু

প্রাণিগণকে যথাযোগ্য কর্ম্মফল ভোগ করান। অতিশয় জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট বলিবার ইহাই অভিপ্রায়) প্রাণিদিগের কর্ম্মবিপাক জানিয়া, তদনুরূপ (যাহার যেরূপ কর্ম্ম) মানস— মনঃসকল্পসম্ভূত—অযোনিজ প্রজাপতি, মনু, দেবর্ষি, পিতৃগণ, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র ও অন্যান্য উচ্চাবচ—ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম ভূতসমূহ সৃষ্টি করেন। সৃষ্ট ভূতসমূহের মধ্যে যাহার যেরূপ আশয়—পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার, তাহাকে তদনুরূপ জ্ঞানাদিই প্রদান করিয়া থাকেন, বিন্দুমাত্র তাহার অন্যথা করেন না।*

ঋষি; প্রজাপতি, মনু, ইহাঁদের শরীর মানস—অযোনিজ, ইহাঁরা দৃষ্টসংস্কার) (দৃষ্ট বা সাক্ষাৎকৃত হয়, পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার যাঁহাদের), সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির যে প্রকার পূর্ব্বসংস্কার সমূহের, পূর্ব্বজ্ঞানাদির স্মরণ হয়, ইহাঁদেরও সেইপ্রকার কল্পান্তরে অনুভূত সর্ব্বপ্রকার শব্দার্থ-ব্যহারের স্মরণ হইয়া থাকে, পূর্ব্বকল্পে যে যে শব্দ যে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, বর্তমান কল্পেও ইহাঁরা সেই সেই শব্দের সেই সেই অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং এইরূপে ব্যবহার পরম্পরায় লোকের শব্দার্থের ব্যুৎপত্তি হয়।*

প্রশস্তপাদের এই সকল উপদেশের যথাযথভাবে তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করা, নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। যে সকল বিষয় সাধারণ প্রতিভার বিসংবাদী—বিরোধী, লোকে কখন সেই সকল বিষয় যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না। প্রশস্তপাদ বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, বহু সাধারণের প্রতিভার প্রতিকূল-

---

* "ব্রাহ্মোণ মানেন বর্ষশতান্তে বর্তমানস্য ব্রহ্মণোহপবর্গকালে সংসারখিন্নানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং নিশি বিশ্রামার্থং সকলভুবনপতের্মহেশ্বরস্য সংজিহীর্ষাসমকালং শরীরেন্দ্রিয়মহাভূতোপনিবন্ধকানাং সর্ব্বাত্মগতানামদৃষ্টানাং বৃত্তি নিরোধে সতি মহেশ্বরেচ্ছাত্মাণুসংযোগনিবৃত্তৌ তেষামাপরমাণ্বন্তো বিনাশঃ।" —প্রশস্তপাদভাষ্য

---

* "ঋষয়ঃ প্রজাপতয়ো মনবশ্চ মানসা অযোনিজশরীরবিশিষ্টাদৃষ্ট সম্বন্ধিনো দৃষ্টসংস্কারাঃ কল্পান্তরভূতংসর্বমেব শব্দার্থব্যবহারং সুপ্তপ্রতিবুদ্ধবৎ প্রতিসন্দধতে প্রতিসন্দধানাশ্চ পরস্পরং বহবো ব্যবহরন্তি তেষাং ব্যবহারাৎ তৎকালবর্ত্তিনাং প্রাণিনাং ব্যুৎপত্তিস্তদ্ব্যবহরাচ্চান্যেষামিত্যুপপদ্যতে ব্যবহার পরম্পরয়া শব্দার্থব্যুৎপত্তিরিত্যর্থঃ"—ন্যায়কন্দলী।।

ভর্তৃহরি বলিযাছেন, নিখিল পৌরুষের আগম প্রলয়ে বিলয়প্রাপ্ত হইলেও সর্ব্বাগমের বীজস্বরূপ অপৌরুষেয় বেদ বিদ্যমান থাকেন, এই বীজ অবলম্বনপূর্ব্বক পুরুষগণ কর্ত্তৃক আগম সকল নিবদ্ধ হয়।

"ন জাত্বকর্ত্তৃকং কশ্চিদাগমং প্রতিপদ্যতে।
বীজং সর্ব্বাগমাপায়ে ত্রয্যেবাদৌ ব্যবস্থিতা।।"—বাক্যপদীয়

অতএব বলা যাইতে পারে, বিশ্বজগতে, ঋষি, আর্য্য, যবন, ম্লেচ্ছ, যে কেহ যে কোন বিজ্ঞানের—যে কোন সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তৎসমুদায় নিত্য বেদেরই উৎসৃষ্ট।

কথা বলিয়াছেন। স্থূলপ্রত্যক্ষ, এবং তন্মূলক অনুমান, এই দুইটী প্রমাণদ্বারা কোন তত্ত্বের যেরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে, লোকে সচরাচর সেইরূপই ব্যাখ্যাই শুনিতে চান, লৌকিক প্রত্যক্ষের একটু বাহিরের কথা হইলেই, কল্পনার বিজৃম্ভণ জ্ঞানে, উহা সাধারণতঃ উপেক্ষিত হয়। সৃষ্টি ও প্রলয়ের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে হইলে, লৌকিক প্রত্যক্ষের বাহিরের কথা বলা ভিন্ন যে, গত্যন্তর নাই, আধুনিক শিক্ষিতম্মন্য বা কৃতবিদ্য পুরুষদিগের মধ্যে অনেককেই তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। কেহ-কেহ হয়ত বলিবেন, কেন, হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার, কোমৎ, হিয়ুম্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ কি, বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়ের তত্ত্ব ব্যাখ্য করিতে যাইয়া, এতদ্দেশীয় দার্শনিকদিগের ন্যায় কল্পনারাজে পরিভ্রমণ করিয়াছেন? পরমেশ্বর, ব্রহ্মা, অদৃষ্ট, মানসপ্রজা ইত্যাদি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ পদার্থসমূহের কথ বলিয়াছেন? হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার, কোমৎ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়তত্ত্বের যথারীতি ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই. যে ফিলোজফী (Philosophy) জগতের সৃষ্টি ও লয়তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে বিমুখ, পরমকারণের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অনিচ্ছুক, স্থূল প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সাধ্য প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের (Laws of Nature) তথ্য-নির্দ্ধারণই যাহার উদ্দেশ্য, জড়বিজ্ঞানের উন্নতিই যাহার একমাত্র লক্ষ্য, অতীত ও অনাগতের চিন্তা যাহার বিবেচনায় অনাবশ্যক, তাহা 'পজিটিভ' ফিলোজফী (Positive Philosophy) এই শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। কোমৎ (COMTE) এই পজিটিভ্-ফিলোজফীর প্রতিষ্ঠাপক। অতএব কোমৎ যে, বিশ্বের সৃষ্টি ও লয়ের তত্ত্বচিন্তা করিবেন, তাহা কখন সম্ভব হয় না। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারও পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, বিশের সৃষ্টিতত্ত্বকে অজ্ঞেয় বলিয়াছেন। হিয়ুম্ও অনেকতঃ অনির্ব্বাচ্যবাদেরই পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। আগষ্ট কোমৎ বিশ্বের সৃষ্টি ও লয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই বটে তবে তিনি সূক্ষ্ম বা অব্যক্তভাবে পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান মানবীয় প্রকৃতির মূল ধর্ম্ম বা শক্তিসমূহের প্রস্ফুটনকে মনুষ্য-প্রকৃতির উন্নতি বলিয়াছেন।* বর্তমান জগৎ যে, অতীত জগতের পুনর্জ্জন্ম, ষ্টোয়িক (Stoic) দিগের ন্যায় হিয়ুম্ ও (HUME) অনেকতঃ এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন।† 'ষ্টোয়িক'দিগের মতে বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের ছায়া স্পষ্টভাবে লক্ষিত

* "Comte does not recognize that this process is aided by any increase of innate capacity; on the contrary, progress is to him the unfolding of fundamental faculties of human nature which always pre-existed in a latent condition.* * *" —*Ency.Bitan..9th Edn..—Evolution.*

† "He (Hume) says, in an eternal duration that every possible order or position will be tried and infinite number of times, and hence this world is to be regarded (as the stoics maintained) as an exact reproduction of previous world." —*Ibid.*

হইয়া থাকে। ষ্টোয়িকদিগের মতে ঈশ্বরৈকত্ববাদের বীজ (The germ of a monistic and pantheistic conception of evolution) দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাই হউক, বিশ্বের সৃষ্টি ও লয়তত্ত্বের যিনি যে পরিমাণে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাকে সেই পরিমাণে যে, লৌকিক প্রত্যক্ষের বাহিরে যাইতে হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

প্রশস্তপাদ বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ কি? লৌকিক প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান, কেবল এই দুইটী প্রমাণ দ্বারা তাহাদের সত্যতা পরীক্ষা করিলে, ইষ্টসিদ্ধি হইবে না, কারণ, লৌকিক প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান অলৌকিক বিষয়ের তত্ত্বাবধারণের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ হইতে পারে না। লৌকিক প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান, এই দুইটী প্রমাণ ব্যতীত, পদার্থতত্ত্বাবধারণের আর কি প্রমাণ থাকিতে পারে? লৌকিকপ্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান, এই দুইটী প্রমাণদ্বারা যে সকল পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় হয় না, শাস্ত্র বলিয়াছেন, সেই সকল পদার্থের স্বরূপনির্ণয়ের সনাতন বেদই একমাত্র উপায়, লৌকিকপ্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান, এই প্রমাণদ্বয়ের অবিষয় পদার্থসমূহের তত্ত্ব-বিনিশ্চয় করিবার আপ্তোপদেশই প্রমাণ। যাঁহারা বেদের স্বতঃপ্রমাণ্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা কি, তবে চিরদিন পারমার্থিক সত্যজ্ঞানার্জ্জনে অপারগ থাকিবেন? যাবৎ বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য অঙ্গীকার করিবার প্রতিভা বিকাশপ্রাপ্ত না হইতেছে, তাবৎ যে, তাঁহাদিগকে পারমার্থিক সত্যজ্ঞানার্জ্জনে অপারগ থাকিতে হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। চিরদিন থাকিবেন কি না, তাহা কে বলিতে পারে? সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকভাব কি, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার একমাত্র কারণ নহে? সাম্প্রদায়িকভাবের ছায়াও যাঁহার হৃদয়ে পতিত হয়, তিনি কখন 'বেদ স্বতঃপ্রমাণ' এই বাক্যের যথাযথভাবে উচ্চারণ ও ইহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিবার যোগ্য নহেন। যাঁহার চিত্ত রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী, সাম্প্রদায়িকভাব তাঁহারাই চিত্তেই স্থান পায়। মহত্তত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তিদ্বয়ের উপরাগবশতঃ ক্ষুদ্রধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের কারণ হইয়া থাকে, রজঃ ও তমঃ এই গুণদ্বয়দ্বারা স্বাভাবিক জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি আবৃত থাকাতেই উহারা পরিচ্ছিন্ন বা অপকৃষ্ট হয়, পরিচ্ছিন্ন বা অপকৃষ্ট সত্ত্বই সুতরাং সাম্প্রদায়িকভাবের আবাসস্থল। 'বেদ স্বতঃপ্রমাণ,' এই অতীব গম্ভীরার্থক শাস্ত্রোপদেশের মর্ম্ম কি, সাম্প্রদায়িকভাব দ্বারা মলীমস বুদ্ধি তাহা জানিবার অযোগ্য। এদেশে বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িকভাবের প্রেরণায় যাঁহারা বেদকে স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া থাকেন, বেদের স্বতঃপ্রমাণ্যবাদের স্থাপনের জন্য যাঁহারা বদ্ধপরিকর হয়েন, আমাদিগের বিশ্বাস, তাঁহাদের মধ্যেও অত্যল্পব্যক্তিই 'বেদ স্বতঃপ্রমাণ' এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা অবগত আছেন।

গড্ডলিকাপ্রবাহে প্রবাহিত হওয়া, এবং সত্যের উপলব্ধি (Realize) করা, সম্পূর্ণ ভিন্ন সামগ্রী। জ্ঞানের প্রামাণ্য (Authenticity), ও অপ্রামাণ্য লইয়া, দার্শনিকদিগের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তার্কিকমতে জ্ঞানের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য, এই উভয়ই পরতঃ সিদ্ধ হয়, ইহাদের কেহই ইহাঁদের মতে স্বতঃসিদ্ধ নহে। সাংখ্যমতে প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য, উভয়ই স্বতঃসিদ্ধ, কেহই পরতঃসিদ্ধ নহে। বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্ত, অপ্রামাণ্য স্বতঃ, প্রামাণ্য পরতঃ সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তের উপদেশ, প্রামাণ্য স্বতঃ এবং অপ্রামাণ্য পরতঃ সিদ্ধ হইয়া থাকে।*

প্রমাণের ভাব 'প্রামাণ্য', অপ্রমাণের ভাব 'অপ্রামাণ্য'। 'প্রমাণ' কোন্ পদার্থ? প্রমা বা প্রমিতির—যথার্থজ্ঞানের (True knowledge) যাহা করণ—সাধন, তাহাকে 'প্রমাণ' বলে। প্রমিতি বা যথার্থজ্ঞানের লক্ষণ কি? অনধিগত তথাভূত অর্থের অবধারণের নাম 'প্রমিতি'—যথার্থজ্ঞান'। যাহা অধিগত —প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হয় নাই, তাহা 'অনধিগত'; 'যাহা ঠিক যাহা' 'তথাভূত' শব্দটী এই অর্থের বাচক। 'তথাভূত অর্থের' সুতরাং অর্থ হইতেছে, প্রকৃত অর্থ যাহার যাহা অর্থ, তাহার সেই 'অর্থই 'তথাভূত অর্থ'। অজ্ঞাত তথাভূত অর্থের যে অবধারণ—জ্ঞান, যে প্রকাশ, তাহাই প্রমিতি। যদ্দ্বারা এই প্রমিতির উৎপত্তি হয়, যথার্থজ্ঞানের যাহা সাধন, তাহা 'প্রমাণ'। কিরূপে প্রমিতি বা যথার্থজ্ঞানের উৎপত্তি হয়? অতথাভূত জ্ঞানেরই বা কারণ কি? এই প্রশ্নদ্বয়ের সমাধান করিতে হইলে, জানার (The act of knowing) স্বরূপ কি, তাহা অগ্রে স্থির করিতে থাকে। 'জানা' ক্রিয়া বিশেষ; ক্রিয়ার নিষ্পত্তি কারক দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব জানার স্বরূপ কি, তাহা স্থির করিতে হইলে, যিনি জানেন, যিনি জ্ঞাতা বা জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তা, যাহাকে জানা যায়, যাহা জ্ঞানক্রিয়ার ব্যাপ্য বা কর্ম্ম, এবং যদ্দ্বারা জানা যায়, যাহা জ্ঞানক্রিয়ার সাধকতম বা করণ, এই তিনটি কারকের তত্ত্ব অনুসন্ধেয়। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, 'জ্ঞান-ক্রিয়া' জ্ঞাতৃ ও জ্ঞেয়, এই দুইটী ভাবদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, জ্ঞানক্রিয়ার নিষ্পত্তি জ্ঞাতৃ ও জ্ঞেয়, এই উভয়াধীন।* পাশ্চাত্য

---

* "বেদস্য স্বতঃপ্রামাণ্যং চোদনাসূত্রে আচার্য্যৈরেব উপপাদিতম্। তত্র বহুধা বিবদন্তে বাদিনঃ। প্রামাণ্যম্ অপ্রামাণ্যং চ উভয়ং স্বত ইতি সাংখ্যাঃ। উভয়ং পরত ইতি তার্কিকাঃ। প্রামাণ্যং স্বতঃ অপ্রামাণ্যং পরত ইতি মীমাংসকাঃ। অপ্রামাণ্যং স্বতঃ প্রামাণ্যং পরত ইতি সৌগতাঃ।'
—অথর্ব্ববেদভাষ্য—উপোদ্ঘাত।

* "Since the human mind must consciously reproduce what actually exists, the act of knowing *is conditioned in two ways*: a. subjectively, by the essence and natural laws of the human mind, especially by those of the human powers of knowledge; *b. objectively* by the nature of what is to be known."
—System of Logic—Dr. F. Ueberweg p.3.

দার্শনিকগণের অনেকেই করণকে কর্ত্তা বলিয়া স্থির করেন, এই নিমিত্ত জ্ঞানক্রিয়ার নিষ্পত্তিতে করণের ক্রিয়াকারিত্বকে ইহাঁরা বিশেষতঃ লক্ষ্য করেন না। জ্ঞেয় বা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ চিত্তে যে বিষয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, আমরা তাহাকেই জানিয়া থাকি, অতএব প্রাত্যক্ষিক প্রত্যয়ের (Cognition) নিষ্পত্তিতে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ এবং তদ্দ্বারা চিত্তে বিষয়ের প্রতিবিম্বপাত অবশ্য প্রয়োজনীয়। বাহ্য অর্থ বা বিষয়ের ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রতিবিম্ব-গ্রহণ (The copying or mirroring in the human consciousness the outer order of things or their existence in space and time), প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান-নিষ্পত্তির আদ্যব্যাপার, এবং চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত—চিচ্ছায়াপন্ন অন্তঃকরণ দ্বারা উহার বিবেচন অন্ত্যব্যাপার। চিত্তও জড়পদার্থ, অতএব একটী জড় অন্য জড়কে প্রকাশ করিবে কিরূপে? বিষয়াকারে আকারিত হওয়াই চিত্তের ধর্ম্ম। চিন্ময় পুরুষের প্রতিবিম্ব গ্রহণপূর্ব্বক চিত্ত চেতনবৎ হইয়া থাকে। স্বচ্ছ দর্পণাদিতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, উহা যে প্রকার গৃহাদিকে প্রকাশ করিতে পারে, সেই প্রকার স্বচ্ছ (সত্ত্বগুণের প্রাধান্যবশতঃ চিত্ত স্বচ্ছ) চিত্তে পুরুষ বা আত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হয় বলিয়া, উহা বিষয়ের প্রতিবিম্বকে প্রকাশ করিতে পারে। চিত্ত ইন্দ্রিয়-সহকারে বিষয়াকারে পরিণত হইলে, বিষয়বিশিষ্ট চিত্তবৃত্তি পুরুষে প্রতিফলিত হয়, ইহাকেই বোধ—প্রমা বলা হইয়া থাকে। বোধ বা প্রমা—চিত্তবৃত্তি হইলে হয়, এইজন্য চিত্তবৃত্তিকে প্রমাণ—প্রমার করণ বলা হইয়াছে. শুদ্ধ চৈতন্য বা পুরুষ—আত্মা প্রমাতা—প্রমার আশ্রয়, চিত্তের বৃত্তি প্রমাণ, অর্থ বা বিষয়াকারে চিত্তবৃত্তি সকলের পুরুষে প্রতিবিম্ব প্রমা, এবং প্রতিবিম্বিত চিত্তবৃত্তি সমূহের যাহা বিষয়, তাহা প্রমেয়।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল পুরুষের বোধকে প্রমা বলিয়াছেন, এই নিমিত্ত সাংখ্য-পাতঞ্জলমতে চিত্তবৃত্তিই প্রমাণ—প্রমার করণ, ন্যায়দর্শনে চিত্তবৃত্তিস্থানীয় ব্যবসায়-জ্ঞানই (Immediate knowledge or perception) প্রমা, অতএব এই মতে ইন্দ্রিয়াদিই প্রমাণ। সাংখ্য-পাতঞ্জল অনুব্যবসায়-স্থানীয় (Mediate knowledge or thought) পৌরুষের বোধকে প্রমা বলিয়াছেন, সুতরাং এই মতে চিত্তবৃত্তিই প্রমাণ। সাংখ্য-পাতঞ্জলের চিত্তবৃত্তিরূপ প্রমাণ ন্যায়শাস্ত্রে ব্যবসায়জ্ঞান-স্থানীয়, এবং ইহাঁদের প্রমা, ন্যায়শাস্ত্রে অনুব্যবসায়জ্ঞান-স্থানীয়।

পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রের 'পার্‌সেপ্‌শন্ (Perception) ও 'থট্' (Thought), এই উভয়কে যথাক্রমে 'চিত্তবৃত্তি' বা ব্যবসায়জ্ঞান', এবং 'প্রমা' বা অনুব্যবসায় জ্ঞানের' বাচকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তোপদেশ, শাস্ত্র প্রধানতঃ এই তিনটী প্রমাণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, ঐতিহ্য ইত্যাদি প্রমাণ সম্বন্ধে এস্থলে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। একটী পদার্থের জ্ঞান হইতে অপর পদার্থের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে 'অনুমান' বলে। ব্যাপ্তির ব্যভিচারের অভাবের (Invariable concomitance, universal accompaniment of the middle term by the major) জ্ঞানই অনুমানের কারণ। আপ্তের—সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মার যে উপদেশ, তাহা 'আপ্তোপদেশ'। অনুভবদ্বারা যিনি সর্ব্বপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, নিখিল বস্তুতত্ত্ব যাঁহার অভ্রান্তরূপে নিশ্চিত হইয়াছে, রাগাদির বশীভূত হইয়াও, যিনি অপ্রকৃত কথা বলেন না, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব তাদৃশ পুরুষকেই 'আপ্ত' বলিয়াছেন। বাৎস্যায়ন মুনিও আপ্তের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন।* সাংখ্যমতে যোগ্য শব্দজন্য-জ্ঞানই 'আপ্তোদেশ' বা শব্দাখ্য প্রমাণ। ভগবান্ জৈমিনিও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। প্রত্যেক শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের নিত্য সম্বন্ধ আছে. প্রত্যেক শব্দের তদ্বোধ্য অর্থবোধক স্বাভাবিক শক্তিই আপ্তি। এই শব্দের এই অর্থ আপ্ত—প্রকৃত-শব্দার্থজ্ঞ বৃদ্ধপরম্পরায় এইরূপে জগতে শব্দার্থের ব্যবচ্ছেদ হইয়া থাকে ("নিজশক্তির্ব্যুৎপত্ত্যা ব্যবচ্ছিদ্যতে। সাং দং ৫।৪৩)।

কার্য্য, কারণ-গুণ-পূর্ব্বক হইয়া থাকে, অতএব কারণে দোষ থাকলে, কার্য্যও দূষিত হয়। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের পরস্পর সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের কারণ, সুতরাং, ইন্দ্রিয় যদি দূষিত না হয়, এবং বিষয়ের সহিত যদি ইন্দ্রিয়ের যথানিয়মে সন্নিকর্ষ ঘটে, চিত্ত যদি মলিন বা দূষিত সংস্কার দ্বারা আবৃত না হয়, তাহা হইলে, প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত হইতে পারে। মহর্ষি কণাদ এইজন্যই বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষ, এই দ্বিবিধ দোষ হইতে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যে জ্ঞান ব্যভিচারী, যে জ্ঞান জ্ঞাতবিষয়ে স্থির থাকে না, সেই জ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বলা হয়। 'মিথ্যাজ্ঞান' প্রমাণ নহে। বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান প্রমাণ হয় না কেন? যোগসূত্র-ভাষ্যকর্ত্তা ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, প্রমাণদ্বারা বাধিত হয় বলিয়া, বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞানকে প্রমাণ বলা যায় না। প্রমাণজ্ঞান ভূতার্থবিষয়, অর্থাৎ উহার বিষয় কদাচ বাধিত হয় না। প্রমাণজ্ঞান ও অপ্রমাণজ্ঞান, এই উভয়ের মধ্যে অপ্রমাণজ্ঞান যে, প্রমাণজ্ঞানদ্বারা বাধিত হইয়া থাকে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এক বস্তুকে অন্যরূপে জানার নাম বিপর্য্যয়—ভ্রমজ্ঞান, প্রথমতঃ মিথ্যাজ্ঞানের উদয় হয়, তৎপরে যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, পূর্ব্বোদিত ভ্রমজ্ঞান বাধিত হইয়া থাকে।

---

* "আপ্তোনামানুভবেন বস্তুতত্ত্বস্য কার্ৎস্ন্যেন নিশ্চয়বান্। রাগাদিবশাদপি নান্যথাবাদী যঃ স ইতি চরকে পতঞ্জলিঃ।" —মঞ্জুষা।
বাৎস্যায়নভাষ্য দ্রষ্টব্য।

প্রমাণজ্ঞান ও অপ্রমাণজ্ঞান, ইহারা স্বতন্ত্রভাবে স্ব-স্ব কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। সত্যজ্ঞানোৎপত্তির কারণ কি? অপিচ মিথ্যাজ্ঞানই বা কোন্ কারণ হইতে জন্মগ্রহণ করে? ইন্দ্রিয় দোষ ও সংস্কারদোষ মিথ্যাজ্ঞানের কারণ। পাতঞ্জলদর্শন অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ (স্বাভাবিক মরণত্রাস), ভ্রমরূপ অবিদ্যাকে এই পাঁচটী অবয়বে বিভক্ত করিয়াছেন। অবিদ্যাই অস্মিতাদির ক্ষেত্র। 'অবিদ্যা' কোন্ পদার্থ? অনাদি মিথ্যাসংস্কারই 'অবিদ্যা' শব্দের অর্থ। অতএব বলা যাইতে পারে, অনাদি মিথ্যাসংস্কার বা অবিদ্যাই অপ্রমাণজ্ঞানের কারণ —পূর্ব্বভাব। সত্যজ্ঞানের কারণ কি? মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইলেই সত্যজ্ঞান স্বয়ং প্রাদুর্ভাব হয়। অসৎকে কেহ সৎ করিতে পারে না। জ্ঞানের যদি স্ববিষয়ের যাথার্থ্য অবধারণের স্বাভাবিক শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে, অন্য কোন পদার্থ ইহাকে কখনও তাদৃশ শক্তিবিশিষ্ট করিতে পারিত না ("নহি স্বতোঽসতী শক্তিঃ কর্ত্তুমন্যেন শক্যতে।।"—শ্লোকবার্ত্তিক)। পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্তদর্শন এইজন্য জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যবাদের পক্ষপাতী। দুষ্ট কারণের নাশ হইলে, সত্যজ্ঞানের স্বয়ং প্রকাশ হয়, ইহাঁদের ইহাই উপদেশ।

জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যাদি ভিন্ন-ভিন্নরূপ মতসমূহের তত্ত্ব-চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হইবে, সৎকার্য্যবাদ, অসৎকার্য্যবাদ, সৎকারণবাদ ও অসৎকারণবাদ, ইহারাই জ্ঞানবিষয়ক স্বতঃ প্রামাণ্যাদি মতসমূহের উৎপত্তিস্থান. 'অসৎ কখন সৎ, অথবা সৎ কখন অসৎ হয় না', সাংখ্যদর্শন এইজন্য প্রামাণ্য, অপ্রামান্য, এই উভয়কেই স্বতঃ সিদ্ধ বলিয়াছেন ("প্রামাণ্যস্য স্বতস্ত্বং নাম কার্যাকারণাদেব কার্য্যেণ সহ উৎপত্তিঃ। * * * স্বতঃ অসতাম্ অসাধ্যত্বাৎ উভয়ং স্বত ইতি।"—অথর্ব্ববেদ-ভাষ্য) নৈয়ায়িকগণ অসৎকার্যবাদী, তাই তাঁহার উভয়কেই পরতঃসিদ্ধ বলিয়াছেন।

মহর্ষি কপিল বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের স্থাপনার্থ বলিযাছেন, বেদের যে স্বাভাবিক বা নিজ যাথার্থ্যজ্ঞান-জননশক্তি আছে, তদভিব্যক্তি হইতেই ইহার স্বতঃ প্রামাণ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, কেবল আপ্তবাক্য বলিয়া, ইহাঁর স্বতঃপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। ("নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃপ্রামাণ্যম্।"—সাং দং ৫।৫১)।

কার্য্য-কারণ হইতেই (যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে) কার্য্যের সহিত কার্যশক্তির উৎপত্তি হয়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। বহ্নিগত দাহকশক্তির বহ্নি হইতেই উৎপত্তি হইয়া থাকে, কারণান্তর হইতে হয় না। অতএব জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যবাদই বস্তুতঃ সত্যবাদ।

বেদকে শাস্ত্র যে জন্য স্বতঃপ্রমাণ বলিয়াছেন। তাহার একটু আভাস প্রদান করিলাম। বিস্তারপূর্ব্বক এই বিষয়ের আলোচনা না করিলে, এই অতীব গুর্ব্বর্থ

উপদেশের তাৎপর্য্যোপলব্ধি হইবে না। এস্থলে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, সৎকার্য্যাদি চতুর্ব্বিধ বাদ হইতেই যে, জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যাদি মতসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা জানানই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ক্রমাবিকাশবাদিগণের সহিত জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে, শাস্ত্রের মতভেদ আছে, অপিচ জীবের উৎপত্তিবিষয়ক মতভেদ ও জ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ক মতভেদ যে, সমান-কারণপ্রসূত, যাহা বলা হইল, তাহা হইতে তাহা সূচিত হইবে।

বৈশেষিক-দর্শনাচার্য্য প্রশস্তপাদ জগতের সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায় যদি বেদের সংবাদী হয়, তবেই তাহারা সত্যরূপে গৃহীত হইবে, নচেৎ তাহাদিগকে 'প্রমাণ বলা যাইবে না। বেদই বস্তুতঃ সত্যাসত্য নির্ব্বাচনের (বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অবিষয় পদার্থসমূহের) মানদণ্ড। বেদ অপৌরুষেয় অতএব বেদের শব্দগত গুণ-দোষ থাকিতে পারে না। পুরুষের বুদ্ধিবশতঃ বেদের প্রকৃত অর্থোপলব্ধি না হওয়া, অপ্রমাণ-জ্ঞানের জন্ম হইয়া থাকে।

প্রশস্তপাদ, আমাদের বিশ্বাস (পূর্ব্বে জানাইয়াছি), বেদের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, ক্রম-বিকাশবাদের সহিত কোন্ কোন্ বিষয়ে জীবের জন্মসম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় উপদেশের অনৈক্য আছে। প্রলয়কালে জীবসকল যে, স্ব-স্ব কর্ম্মসংস্কার বা অদৃষ্টের সহিত বিদ্যমান থাকে, অপিচ সৃষ্টি কালে, পুর্ব্বকর্ম্মানুরূপ শরীর গ্রহণ করে, ক্রমবিকাশবাদ এই কথা অঙ্গীকার করেন নাই, বৈশেষিকসৃষ্টি (Special creation)-বাদক্রমবিকাশবাদের বিরোধী। বৈশেষিকসৃষ্টি (Special creation)-বাদের ক্রমবিকাশবাদিগণ কিরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন? অপিচ ইহাঁরা কোন্ যুক্তিশরদ্বারা বৈশেষিকসৃষ্টিবাদের খণ্ডন করিয়াছেন?

বৈশেষিকসৃষ্টিবাদের অনুমান (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), পৃথিবীতে প্রত্যেক অবান্তর জীবজাতি পৃথক্ পৃথক্ বা বিশেষ বিশেষ জীবজাতি হইতে প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কুক্কুর হইতে কুক্কুর জন্মলাভ করিয়াছে, ভেক হইতে ভেক উৎপন্ন হইয়াছে, অশ্ব হইতে অশ্ব প্রসূত হইয়াছে, মানুষ হইতে মানুষ আবির্ভূত হইয়াছে। এক জাতীয় জীব যে, অন্য জাতীয় জীব হইতে ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ তাহা স্বীকার করেন না।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার তাঁহার জীববিজ্ঞানে (Biology) বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ যে, অসভ্যোচিত, যুক্তিবিরুদ্ধ, যথাসাধ্য তৎপ্রতিবাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। 'আপনি কি, ভারতবর্ষীয়গণের, অথবা গ্রীক্ ও হিব্রুদিগের সৃষ্টিবিষয়ক সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার

করেন?' পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, কোন বহুজ্ঞ (Well-in-formed) ব্যক্তি এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, অপমানিত হইলাম মনে করিয়া থাকেন।*

বৈশেষিকসৃষ্টি কেহ কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই, বৈশেষিকসৃষ্টির কেহ কখন কোনরূপ পরোক্ষ প্রমাণও (Proof of an indirect kind) প্রাপ্ত হয়েন নাই, যখন কোন অপূর্ব্ব জীব দেহের বিশেষতঃ সৃষ্টি হয়, তখন উহাকে শূন্য হইতে (Out of nothing) সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের কি, ইহাই অনুমান? যদি তাহা হয়, তবে ভূত বা ম্যাটারকেও সৃষ্টিপদার্থ বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু ভূত বা ম্যাটারের সৃষ্টি ধারণা করা যায় না (Creation of matter is inconceivable')। 'ম্যাটারের (Matter) সৃষ্টি হইয়াছে' এই কথা ভাবিতে গেলে, সৎ বা বিদ্যমানের সহিত অসৎ বা অবিদ্যমানের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়; সৎ বা বিদ্যমানের সহিত অসৎ বা অবিদ্যমানের সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব।*

অপূর্ব্ব শরীরসকল যে ভৌতিকপদার্থ বা উপাদানদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা ঠিক সৎকালে সৃষ্ট হয় নাই, পূর্ব্ব হইতে অবস্থান্তরে বিদ্যমান পরমাণুসমূহ হইতে বিশেষ-বিশেষ শরীরের নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, যদি এইরূপ অনুমান করা হয়, পণ্ডিত স্পেন্সার বলিয়াছেন, তাহা হইলেও প্রশ্ন হইবে, একভাবে সন্নিবেশিত পরমাণুপুঞ্জের কিরূপে পুনর্ব্বার অন্যভাবে সন্নিবেশ সংঘটিত হইল? অসংখ্য পরমাণুপুঞ্জদ্বারা একটী শরীর গঠিত হয়, এই অসংখ্য পরমাণুপুঞ্জের সকলেই পূর্ব্বে সমীপবর্ত্তী বায়ু ও পৃথিবীতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উক্ত পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যেকই অকস্মাৎ পূর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হয়, উহাদের সহিত যথাপ্রয়োজন রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত থাকে, এবং পরস্পর যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া, ভিন্ন-ভিন্ন শারীরযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, বৈশেষিকসৃষ্টিবাদের কি, ইহাই অভিপ্রায়? বৈশেষিকসৃষ্টিবাদের প্রতিষ্ঠার্থিগণ কি, এইরূপ যুক্তির শরণ গ্রহণপূর্ব্বক স্ব-মতের স্থাপন করিয়া থাকেন? এইরূপ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, ইষ্টসিদ্ধি হয় না, এইরূপ যুক্তির শরণ হইলেও, যত সংখ্যক ভিন্ন-ভিন্ন পরমাণু আছে, তাহাদের প্রত্যেককেই অসংখ্য বিভিন্ন দিগবৃত্তিক ও বিভিন্ন পরিমাণ অলৌকিক প্রবর্ত্তন (Supernatural impluses)-বিশিষ্ট করা হইয়াছে, এবম্প্রকার কল্পনা করিতে

---

* "Ask any well-informed man whether he accepts the cosmogony of the Indians, or the Greeks, or the Hebrews, and he will regard the question as next to an insult."

— *The Principles of Biology, Vol. I., p. 419*

* *Ibid* page 420

হইবে, কিন্তু এতাদৃশ কল্পনাদ্বারা রহস্যের উদ্ভেদ না হইয়া, বরং উহার গহনতা বা দুর্জ্ঞেয়ত্ব বর্দ্ধিত হইবে। কারণ, প্রত্যেক যথোক্ত প্রবর্ত্তন (Impluse) যখন দেশ বিশেষে, রূপান্তরে বিদ্যমান এক শক্তির কার্য্য নহে, তখন শক্তিও যে, সৃষ্টপদার্থ, এতদ্দ্বারা তাহা সূচিত হইতেছে। ভূতের (Matter) সৃষ্টি যেমন অবিজ্ঞেয়, শক্তির সৃষ্টিও সেইরূপ জ্ঞানের অবিষয়, ইহাও ধারণা করা যায় না। অতএব বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের কোনরূপেই উপপত্তি হয় না। প্রত্যেক জীবজাতির শরীর ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব বা দৈব-মাধ্যস্থ্য (Divine Interposition) হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে, যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্তের অবলম্বন করেন, তাঁহারা ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থের ভাবনা করেন না, উহাদের যোগ্যতা বা আপ্তির বিচার করিতে তাঁহারা বিমুখ, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে যাহা বলেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তবে 'আমরা বিশ্বাস করি', তাঁহাদের এই বিশ্বাস আছে সত্য। যে বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, যাহাকে বুদ্ধির বিষয়ীভূত করা যায় না, সে বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, যাহাকে বুদ্ধির বিষয়ীভূত করা যায় না, সে বিষয়ে বিশ্বাসস্থাপন করা, কদাচ সম্ভব নহে; বিশ্বাস, বিশ্বস্তপদার্থের অনুভবমূলক, 'বিশেষ বিশেষ জীবজাতির শরীর দৈব-মাধ্যস্থ্য হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে', এইরূপ বিশ্বাস অনুভব-মূলক হওয়া, সম্ভব নহে।* পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার ইতঃপর 'ঈশ্বর বিশেষ বিশেষ জীবজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন', এই মত প্রতিষ্ঠিত হইলে যে, ঈশ্বরের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা বাধিত হয়, তাহা হইলে, ঈশ্বর যে, নিষ্ঠুরতাদি দোষযুক্তরূপে প্রতিপন্ন হয়েন, তাহা দেখাইয়াছেন। সংসার জীবনসংগ্রামক্ষেত্র, সংসারে দেখিতে পাই, প্রত্যেকে প্রত্যেককে অভিভবপূর্ব্বক স্ব-স্ব সুখ-সম্বর্দ্ধনের জন্য সদা ব্যস্ত; এই পরস্পরের পরস্পরকে অভিভব করিবার চেষ্টা ইদানীন্তন নহে, পৃথিবীতে যাবৎ মনুষ্যজাতি বাস করিতেছে, তাবৎ যে, এই বসুন্ধরা রণভূমি হইয়াছেন, তাহাও নহে, প্রাচীন জীবজাতির ইতিহাস (Palæontology) বলেন, এই সার্ব্বভৌম হত্যাকাণ্ড পৃথিবীতে বহুপূর্ব্ব হইতেই চলিতেছে। ভূগর্ভ প্রোথিত বহু অন্য জীবের সংহারোপযোগী আয়ুধ (Weapons) প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, সমস্ত অতীতকাল, হইতেই যে, বলবান্ দুর্ব্বলকে অভিভবপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছে, তাহার অব্যভিচারী প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন কথা হইতেছে,

* "Those who entertain the proposition that each kind of organism results from a divine interposition, they do so because they refrain from translating words into thoughts. They do not really believe, but rather *believe they believe.* For belief, properly so called, implies a mental representation of the thing believed, and no such mental representation is here possible."

—*The Principles of Biology. Vol. I..p.421.*

জীবজাতি যে, এইরূপ পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে, তাহার কারণ কি? জীবসমূহকে এইরূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, উহাদের পরস্পরকে পরস্পরের বধ করা অনিবার্য্য, ইহার কারণ কি? প্রায় প্রত্যেক জীবজাতির প্রতিবৎসর যে পরিমাণ সন্তান প্রসূত হয়, তাহাদের অধিকাংশই যে, বয়োপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে অনশনে অথবা প্রমাথ (Violence)-হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি? বৈশেষিক সৃষ্টিবাদীদিগকে এতদুত্তরে বলিতে হইবে, ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন, অথবা তাঁহার ইহার প্রতিষেধ করিবার শক্তি নাই। বৈশেষিক সৃষ্টিবাদিন্। এই দ্বিবিধ উত্তরের মধ্যে কোন্‌টী তোমার অভিমত? ঈশ্বরের নির্ম্মল প্রকৃতিকে নির্দ্দয়তাদোষে দূষিত করা, অথবা তাঁহার ঈশ্বরত্ব বা সর্ব্বশক্তিমত্তাকে সংকুচিত করা?* পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার ইহার পর পরাঙ্গ পুষ্ট—পরপিণ্ডাদ (Parasites) জীবসমূহের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বসিদ্ধির ব্যাঘাত দেখাইয়াছেন। পরমেশ্বর যে, অগণ্য জীবনসংহারক ক্ষুদ্র, বৃহৎ পরাঙ্গপুষ্ট জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? সমগ্র জীবজগতের অর্দ্ধেকের অধিক পরাঙ্গ-পুষ্ট। ঈশ্বর কি মনুষ্যগণকে দুঃখ দিবার জন্য এই সকল পরাঙ্গপুষ্ট জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন?*

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা জানান হইল, এক্ষণে বেদাদি শাস্ত্রসমূহের বৈশেষিক-সৃষ্টি সম্বন্ধে কি মত, তাহা শুনিব, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের প্রত্যাখানের জন্য যে সকল অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিচলিত হইবে কি না, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্‌স্পেনসারের যুক্তিশরসমূহ সত্যবর্ম্ম-রক্ষিত শাস্ত্রের শরীর ভেদ করিতে পারগ হইবে কি না, তাহা দেখিব। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসারের যুক্তিশরসমূহ অন্যান্য দেশের অদৃঢ়, সুযুক্তিরূপ প্রাকার-পরিখাদিদ্বারা সম্যগ্‌ভাবে অপরিবেষ্টিত বৈশেষিক সৃষ্টিবাদ দুর্গ ভেদ করিতে পারিলেও আমাদের বিশ্বাস,

---

* "How happens it that animals were so designed as to render this bloodshed necessary? How happens it that in almost every species the number of individuals annually born is such that the majority die of starvation or by violence before arriving at maturity? * * * Which alternative does he prefer? —to cast an imputation on the divine character or to assert a limitation of the divine power?"

—*The Principles of Biology, p.426.*

* Shall we say that those degraded creatures incapable of thought or enjoyment were created that they might cause human misery?"

—*The Principles of Biology, Vol. I.,p.429.*

সত্যগুপ্তিদ্বারা দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত বেদাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না, শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তসমূহ চিরদিন সুদৃঢ়গাত্র হিমাদ্রির ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ব্বে ঋগ্বেদের মুখে বিশ্বের সৃষ্টি বা জীবের জন্মসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, বেদমূলক দর্শন-শাস্ত্রসমূহ বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদ যে, বেদাদি শাস্ত্রের অননুমোদিত নহে, তাহা বলিতে হইবে, কিন্তু ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বেদাদি শাস্ত্রসমূহ যে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের অভ্যুপগম করিয়াছেন, যে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদকে আদর করিয়াছেন, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার গভীর চিন্তাশীল ও বহুশ্রুত হইলেও, সে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের রূপ দেখিতে পান নাই; পণ্ডিত স্পেন্‌সার যদি সে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের রূপ দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার লক্ষিত কোন বহুশ্রুত ব্যক্তিই, 'ভারতবর্ষীয় সৃষ্টিবাদ কি, আপনি অঙ্গীকার করেন, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, অপমানিত হইলাম, মনে করিতেন না, তাহা হইলে তিনি যে ক্রমবিকাশবাদের পক্ষপাতী, যে ক্রমবিকাশবাদের প্রতিষ্ঠা-প্রার্থী, সেই ক্রমবিকাশবাদ যে, অত্যন্ত বিকলাঙ্গ, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইত, তাহা হইলে, সৎ বা বিদ্যমানের সহিত অসৎ বা অবিদ্যমানের, ভাবের সহিত অভাবের বা 'হাঁর সহিত না'র সম্বন্ধ-স্থাপন কিরূপে করিব, বলিয়া, তাঁহাকে সঙ্কটে পড়িতে হইত না। সৎকার্য্যবাদীরা যে সকল যুক্তিদ্বারা (৬০ ও ৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সৎকার্য্যবাদের স্থাপন করিয়াছেন, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসারও বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের প্রত্যাখ্যান করিবার সময়ে যে, সেই সকল যুক্তির মধ্যে কতিপয়ের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বলিতে হইবে।

পরমেশ্বর শূন্য হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, বেদ বা তন্মূলক কোন শাস্ত্র তাহা বলেন নাই। বেদ বলিয়াছেন, (৫৭ ও ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বিশ্বতশ্চক্ষু, বিশ্বতোমুখ, বিশ্বতোবাহু ও বিশ্বতস্পাৎ বিশ্বকর্ম্মা পরমেশ্বর একাকী—অনন্যসহায় হইয়া, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বাহু ও পতনশীল — অনিত্য পঞ্চভূত বা গতিশীল পরমাণুপুঞ্জদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ন্যায়-বৈশেষিকদর্শন এই বেদোপদেশেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কুম্ভকার যে প্রকার মৃত্তিকাদ্বারা ঘট নির্ম্মাণ করে, ঈশ্বর সেইপ্রকার মাটিদ্বারা বিশেষ বিশেষ জীব গড়িয়াছেন ("The old Hebrew idea that God takes clay and moulds a new creature, as a potter moulds a vessel * * *"), প্রাচীন হিব্রুদিগের এইরূপ অনুমান যে, শাস্ত্রানুমোদিত নহে, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসারের তাহা জানা থাকিলে, তিনি শাস্ত্রীয়

সৃষ্টিবাদকে হিব্রুদিগের সৃষ্টিবাদের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর পদার্থ মনে করিয়া, নিশ্চিন্ত বা সুখী হইতেন না। ‘সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল না (“নাসদাসীৎ”—ঋগ্বেদ), পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ‘প্রলয়াবস্থাতে জগৎ পরব্রহ্মে, নামরূপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, অব্যক্ত অবস্থাতে বিদ্যমান ছিল’। অতএব শূন্য হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এবাদ যে, বেদবিরুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহলেশ নাই। আবার ‘প্রলয়কালে জগৎ সৎ—বিদ্যমান ছিল না, (“নোসদাসীৎ”), এই কথার অভিপ্রায় হইতেছে, জগতের এই পরিদৃশ্যমান বা ব্যক্ত অবস্থা তখন বিদ্যমান ছিল না। অতএব প্রলয়কালে দৃশ্যমান পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ মনুষ্য প্রভৃতি বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত থাকে, তাহার পর, পরমেশ্বর যথাকালে আবরণ উন্মোচন করিয়া, যুগপৎ সর্ব্বপ্রকার জীবসংঘকে বাহির করিয়া দেন, বেদাদি শাস্ত্র যে, এইরূপ কথা বলেন নাই, তাহা মানিতে হইবে। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন ‘প্রলয়কালে পৃথিব্যাদি লোক (চতুর্দ্দশভুবন), আকাশাদি ভূতজাত, এই সকলের কিছুই বিদ্যমান ছিল না’ (“নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরো-যৎ * * *।”)। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার কি, দৃশ্যমান পৃথিবী ও অন্তরিক্ষলোক ছাড়া আর কোন লোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন? পৃথিবী-লোক ব্যতীত অন্য কোন লোকে যে, জীব বাস করিতে পারে, পণ্ডিত স্পেনসার কি, তাহা মানিতে প্রস্তুত? নিশ্চয়ই করেন না, দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারাও যাহা প্রতিপন্ন হয় না, তাহা মানা বৈজ্ঞানিকের অপমান, সন্দেহ নাই। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসারই বলিয়াছেন, বিশ্বাস উপলব্ধিপূর্ব্বক যাহা ভাবনা করা যায় না, যাহাকে হৃদয়ে ধারণ করাও অসম্ভব, তাহাকে বিশ্বাস করা, প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বাস করা, বলা যায় না। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসারকে আমরা বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি, যাহা তর্ক-বিচারমূলক, তাহাকে আমরা জানি, এবং যাহা আপ্তোপদেশমূলক, তাহাকে আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি; পরন্তু একটু চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, আপ্তোপদেশই জ্ঞানের মূল-প্রসূতি, কারণ, তর্ক-বিচারও মূলতঃ আপ্তোপদেশকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, তর্ক-বিচারের তর্ক-বিচারই আলম্বন হইতে পারে না; বিশ্বাস সতত জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী, জ্ঞানের আদ্যাবস্থা। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসবিহীন হইলে, যাঁহারা এক্ষণে জ্ঞান-বিজ্ঞানবান্ বলিয়া অভিমান করেন, আপ্তোপদেশকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে যাঁহারা অসম্মত, তাঁহাদিগকেই তাহা হইলে, নিরক্ষর হইয়া থাকিতে হইত *। দার্শনিক পণ্ডিত হ্যামিলটনের, এই সকল কথা কি, বর্ব্বরোচিত? ইহারা কি অসারবোধে পরিত্যজ্য? শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা বলিয়াছেন, ব্রত বা কর্ম্মদ্বারা দীক্ষা প্রাপ্তি হয়, যোগ্যতার

---

* “We know what rests on reason, but believe what rests on authority. But reason itself must at last rest on authority, for the original data of reason do not rest on reason, but are necessarily accepted by reason on the authority of what is beyond itself * * *.”

—*Reid's Work, p.700.*

বিকাশ হয়, তদনন্তর দক্ষিণা—কৃতকর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; কৃতকর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি হইলে, শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয়; শ্রদ্ধার উৎপত্তি হইলেই সত্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; শ্রদ্ধা বিনা জ্ঞানের উদয় হয় না। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, মনন ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না; মনন ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; মনন ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয় না সত্য, কিন্তু মনন আবার শ্রদ্ধা বিনা হইতে পারে না, শ্রদ্ধা না জন্মিলে, আস্তিক্যবুদ্ধির উদয় না হইলে, কেহ কখনও মনন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। শ্রদ্ধা কিরূপে উৎপন্ন হয়? নিষ্ঠাই শ্রদ্ধার কারণ। 'নিষ্ঠা' কোন্ পদার্থ? ব্রহ্মবিজ্ঞানার্থ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর শুশ্রূষাদি ব্রতের নাম নিষ্ঠা। নিষ্ঠার নিদান কি? কিরূপে নিষ্ঠার উৎপত্তি হয়? কৃতিই—ইন্দ্রিয়-সংযমই—চিত্তের একাগ্রতাই নিষ্ঠার নিদান। কৃতির নিদান কি? সুখ-প্রাপ্তিই কৃতির নিদান, সুখ না পাইলে, কেহ স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না, সুখপ্রাপ্তিই কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু। কৃতি হইলেই, নিষ্ঠা স্বয়ং অভিব্যক্তি হয়, নিষ্ঠা জন্মিলেই, শ্রদ্ধারও আবির্ভাব হয়, এবং শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইলেই, সত্য স্বয়ং প্রকটিত হয়েন, তদ্বিজ্ঞানার্থ পৃথক্ যত্ন করিতে হয় না।

প্রশ্ন হইবে, আগে শ্রদ্ধা হয়, তৎপরে জ্ঞান হয়, অথবা আগে জ্ঞান হয়, তৎপরে শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে? না জানিলেই বা শ্রদ্ধা হইবে কিরূপে? এবং শ্রদ্ধা না জন্মিলেই বা কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবে কেন? জানিবার ইচ্ছা হইবে কেন? 'শ্রদ্ধা'-শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেই, এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া থাকে। 'শ্রৎ'-শব্দ 'সত্য', এই অর্থের বাচক। যাহা সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সত্য যাহার আলম্বন, সত্য ভিন্ন যাহা অন্যত্র অবস্থান করে না, তাহা 'শ্রদ্ধা'. শ্রদ্ধা শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। যাহাকে যিনি সত্য বলিয়া মনে করেন, তৎপ্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে, যাহা অনৃত বা মিথ্যারূপে বিনিশ্চিত হয়, কেহই তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ হয়েন না। সত্য কি? আত্মাই পরমার্থতঃ সত্য পদার্থ, অতএব যাঁহার আত্মা আছে, তাঁহারই শ্রদ্ধা আছে। 'আত্মা' কাহার নাই। সর্ব্বব্যাপক আত্মার অব্যাপ্তিস্থল কোথায়? আত্মা সর্ব্বব্যাপক হইলেও, ইঁহার বিকাশ সর্ব্বত্র পূর্ণভাবে হয় না, উপাধির শুদ্ধি ও অশুদ্ধি অনুসারে আত্মার বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে। অতএব উপাধির শুদ্ধি ও অশুদ্ধি অনুসারে শ্রদ্ধারও যে, তারতম্য হইবে, তাহা সুখবোধ্য। 'আমি আছি', এই বিশ্বাস স্বাভাবিক—সহজ। যাঁহার অহংজ্ঞান যে পরিমাণে প্রসারিত হয়, তাঁহার শ্রদ্ধাও সেই পরিমাণে প্রসারিত হইয়া থাকে। যাঁহার আত্মা বা আত্মার প্রতিবিম্বযুক্ত চিত্ত যৎপদার্থকে গ্রহণ করিতে পারে না, তৎপদার্থে তাঁহার শ্রদ্ধা হয় না।

সত্ত্ব বা চিত্ত রজঃ ও তমঃ, এই গুণদ্বয়দ্বারা সংকুচিত হওয়াতে, আত্মার প্রতিবিম্ব পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, এবং এইজন্য তাদৃশ চিত্তবিশিষ্ট পুরুষের স্থূলপ্রত্যক্ষগম্য পদার্থব্যতীত কোন সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মে না। হওয়া ও জানা, এক কথা। যিনি যে ভাবে ভাবিত হয়েন তিনি সেইভাবকে জানিয়া থাকেন (To know is to become), সুতরাং তাঁহার সেই ভাবে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। অতএব 'বিনা শ্রদ্ধাতে জ্ঞান হয় না, একথাও সত্য, আবার বিনা জ্ঞানে শ্রদ্ধা হয় না, একথাও মিথ্যা নহে। মাধ্যাকর্ষণ, তাড়িতশক্তি, 'একস্‌রেজ্' (X-Rays), ইত্যাদি পদার্থ সকলের অস্তিত্বে যদি শ্রদ্ধা না জন্মিত, বিশিষ্ট প্রতিভাতে যদি ইহাদের অস্তিত্বে সূক্ষ্মভাবে প্রতিবিম্বিত না হইত, তাহা হইলে কি, নিউটন্, ফ্রান্‌কলীন্, ফ্যারাডে, রন্‌জেন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ উহাদের আবিষ্কারার্থ এত পরিশ্রম স্বীকার করিতেন? শ্রদ্ধা প্রকৃতিভেদে ভিন্ন হয়, প্রতিভাবিশেষে শ্রদ্ধার বৈশিষ্ট্য হয়। বেদ যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সংকীর্ণ দৃষ্টিতে অপ্রাকৃতিক, অসম্ভব বা অসভ্যোচিত কল্পনার বিজৃম্ভণ বলিয়া বোধ হইলেও, বস্তুতঃ তাহা নহে। আপ্তোপদেশই যে, শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। আপ্তোপদেশ, শব্দ ও বেদ, ইহারা সমানার্থক। সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা (সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে, সুদৃঢ় প্রমাণদ্বারা অবধারিত হইয়াছে, ধর্ম্ম বা অর্থ যৎকর্ত্তৃক) পুরুষের যে উপদেশ, তাহা 'আপ্তোপদেশ'। অতএব সত্যজ্ঞানমাত্রেই আপ্তোপদেশ-মূলক। আপ্তোপদেশ কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। 'তর্ক'-বিচারও মূলতঃ আপ্তোপদেশকেই আশ্রয় করিয়া থাকে', হ্যামিল্টনের এই কথা অতীব সারগর্ভ। 'পৃথিবীলোকব্যতীত লোকান্তর থাকিতে পারে না', এতদ্বাক্যের অর্থ হইতেছে, আমি যাহা জানিতে পারি না, যাহা আমার প্রত্যক্ষ বা যৌক্তিকজ্ঞানের সীমার বহির্ভূত, তাহার অস্তিত্ব আমি মানিব না, তাহা আমার সমীপে অসদ্‌রূপে বিবেচিত হইবে। শাস্ত্র এইজন্যই শ্রদ্ধাবিহীনকে বেদ শুনাইতে নিষেধ কবিযাছেন।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার বলিয়াছেন; ভূত বা ম্যাটারের সৃষ্টি অবিজ্ঞেয়, ইহা ধারণা করা অসাধ্য, বেদ বলিয়াছেন, প্রলয়কালে, 'আকাশাদি ভূতসমূহও বিদ্যমান ছিল না।' বেদ পরমাণুকে সৃষ্টপদার্থ বলিয়াছেন, পঞ্চভূতের উৎপত্তিতত্ত্ব বেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, পরমাণু যে, সৃষ্টিপদার্থ, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ এবম্প্রকার মতাবলম্বী হইয়াছেন। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না, অতএব বেদাদিশাস্ত্রসমূহ যদর্থে সৃষ্টি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করা উচিত। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার যখন শক্তিকেই অখিল দৃশ্যমান পদার্থের মূলতত্ত্ব বলিয়াছেন, তখন ম্যাটারকে সৃষ্টপদার্থ বলিতে (সৃষ্টি শব্দের শাস্ত্রোক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে) পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার অসম্মত কেন?

বেদের উপদেশ; "ভোগ্যপ্রপঞ্চের ন্যায় ভোক্তৃপ্রপঞ্চও— জীববৃন্দও প্রলয়কালে বিদ্যমান ছিল না।" 'প্রলয়কালে জীবসমূহ্ ছিল না', এতদ্বাক্যেরও অভিপ্রায় হইতেছে, প্রলয়কালে জীবসমূহ সূক্ষ্মভাবে—অব্যক্তাবস্থায় বিদ্যমান ছিল। যাহার ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদেশ হয় না, তাহাকে 'অসৎ' বলা যায়। বেদ এস্থলে 'অসৎ' শব্দের এইরূপ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন।

'বৈশেষিকসৃষ্টি কেহ্ কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই, বৈশেষিক সৃষ্টির পরোক্ষ প্রমাণও কেহ্ কদাচ প্রাপ্ত হয়েন নাই'। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসারের এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। কুক্কুর হইতে কুক্কুর, বানর হইতে বানর, মানুষ হইতে মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, ইহাইত আমরা সাধারণ জ্ঞানে জানিতে পারি, বানর হইতে মানুষের অবতরণ কি, কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে? প্রকৃতি-তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ বলেন, কুক্কুরজাতি ব্যাঘ্রজাতি হইতে, শৃগাল ও পক্ষীসরীসৃপ (Reptiles) হইতে অবতরণ করিয়াছে। ক্রমবিকাশবাদিগণ কি, ব্যাঘ্রজাতি হইতে কুক্কুরজাতির, অথবা সরীসৃপ হইতে শৃগাল ও পক্ষীর অবতরণব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? ক্রমবিকাশবাদিগণ এতদুত্তরে বলিতে পারেন, একজাতির যে অন্য জাতিতে পরিণতি হয়, তাহা ক্রমশঃ হইয়া থাকে, তাহা নিয়ম অতিক্রমপূর্ব্বক হয় না, অতএব ব্যাঘ্র হইতে কুক্কুরের, বা বানর হইতে মানুষের অবতরণ প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইবে কিরূপে? বৈশেষিক সৃষ্টিবাদিগণও কি তাহা হইলে বলিতে পারেন না যে, সৃষ্টপদার্থ কিরূপে নিজ সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিবে? সৃষ্ট মানুষের কি, আদ্য বৈশেষিকসৃষ্টি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব? কি বৈশেষিকসৃষ্টিবাদ, কি ক্রমবিকাশবাদ, উভয়েরই অনুমানই (Hypothesis) তাহা হইলে, একমাত্র আলম্বন। জীবতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক 'ক্লস' (Dr. C. Claus) জীবের জাত্যন্তর-পরিণাম বা একজাতীয় জীব হইতে ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে অন্যজাতীয় জীবের অবতরণবাদকে (The theory of descent) অনুমানমূলকই বলিয়াছেন, কারণ, ইহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নহে।

'একভাবে সন্নিবেশিত পরমাণুপুঞ্জের কিরূপে পুনর্ব্বার অন্যভাবে সন্নিবেশ সংঘটিত হইল', 'ভূতের সৃষ্টি যেমন অবিজ্ঞেয়, শক্তির সৃষ্টিও সেইরূপ জ্ঞানের অবিষয়'। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের এইরূপ আক্ষেপের শাস্ত্রদ্বারা পরিহার দুঃসাধ্য নহে।

শাস্ত্র বলিয়াছেন, কর্ম্মের বিচিত্রতা সৃষ্টিবৈচিত্রের হেতু, কর্ম্মসমূহ সূক্ষ্মাবস্থায় গমন করে, কিন্তু ইহাদের নাশ হয় না, ইহারা অদৃষ্ট বা সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে। 'শক্তি'-শব্দ বেদে কর্ম্ম বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) কর্ম্মের আর্কষণকে সৃষ্টির কারণান্তর বলিয়াছেন। "প্রাণিদিগের অতীতকল্পে কৃত, অন্তঃকরণে সমবেত কর্ম্মসমূহই ভাবিপ্রপঞ্চের বীজস্বরূপ। এই সকল কর্ম্মবাসনা (কর্ম্মসংস্কার) যখন ফলোন্মুখ হয়, সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ, সর্ব্বসাক্ষী, কর্ম্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের মনে তখনই জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে।" অতএব পূর্ব্ব কর্ম্মবশত'ই যে, সৃষ্টির বৈচিত্র হয়, তাহা বেদেরও উপদেশ। 'শব্দ ব্রহ্মে', একত্বের অবিরোধিনী, পরস্পর ভিন্না আত্মভূতা শক্তিসমূহ বিদ্যমান আছে' ("ভূত ও শক্তি"-নামক গ্রন্থের ১৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) 'শক্তি' শব্দটী এস্থলে কারণাত্মভূতা সংস্কারবতী মায়া বা কর্ম্মের বাচক। বিজ্ঞান ভৌতিক শক্তিসমূহের ইতরেতর-সম্বন্ধ বা অন্যোন্যাশ্রয় বৃত্তিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 'ক্রিয়াশীল বা প্রবৃত্তিশক্তির (Energy of motion) সংস্কাররূপে—সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থানযোগ্যতা আছে, এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রাকৃতিক পরিণাম ও ইহার নানাবিধত্বের উপপত্তি হয় না; অণুসম্মূর্চ্ছনের অণুসমূহের ঘণীভাব ধারণের আপেক্ষিক নিত্যত্ব, রাসায়নিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, স্ফটিক-বিপরিণাম, উদ্ভিদ্ ও জৈবশরীরোৎপত্তি, এই সকলই ক্রিয়াশীল শক্তিরূপে তত্ত্বাবস্থায় অবস্থান-যোগ্যতাপেক্ষ'। পণ্ডিত ষ্ট্যালোর এই সকল কথার তাৎপর্য্য চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয় যে, অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারই পরমাণুসমূহকে যথাপ্রয়োজন ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া থাকে, পণ্ডিত ষ্ট্যালোও এইরূপ মতাবলম্বী।

রাসায়নিক পণ্ডিত কুক্ (Cooke) হাইড্রোজেন, অকসিজেন্ প্রভৃতিকে মূলভূত বলেন নাই। হাইড্রোজেনাদি যখন ক্রমাভিব্যক্ত পদার্থ, তখন ইহাদিগকে 'মূলভূত' বলা যাইতে পারে না। পণ্ডিত কুক্ বলিয়াছেন, পরমাণসমূহ ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি কর্ত্তৃক ভিন্ন-ভিন্নরূপে সন্নিবেশিত ও নিয়ামিত হইয়া থাকে, ইহারা স্বতন্ত্র নহে ("ভূত ও শক্তি" দ্রষ্টব্য)। পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তিই প্রকৃতি অপিচ অনাদি কর্ম্ম-সংস্কারবতী মায়া ও প্রকৃতি এক পদার্থ।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার বলিয়াছেন, 'যত সংখ্যক ভিন্ন-ভিন্ন পরমাণু আছে, তাহাদের প্রত্যেককেই অসংখ্য বিভিন্ন দিকবৃত্তিক ও বিভিন্ন পরিমাণ অলৌকিক প্রবর্ত্তন-বিশিষ্ট করা হইয়াছে, এবম্প্রকার কল্পনা করিতে হইবে'।

ক্রমবিকাশবাদের অভ্যুপগম করিলে, কি এই সকল অনুপপত্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়? 'সাম্যভাবের অস্থায়িত্ব (Instability of homogenous), এবং আগন্তুক বা নৈমিত্তিক শক্তির ক্রিয়াসমূহের গুণন (Multiplication of the effects), এই নিয়মদ্বয়দ্বারা 'অবিশেষ অবস্থা হইতে বিবিধ বিচিত্র জগতের পরিণাম হইয়াছে, হইতেছে,' যিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন, স্পষ্টস্বরে পূর্ব্বকর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্মের, অথবা ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার না করিয়াই, যিনি বিচিত্র বিশ্বের জন্মাদি ষড়্ভাববিকারের রহস্য উদ্ভেদ করিবার জন্য সচেষ্ট, তিনি কি পরমাণুসমূহকে সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধনের যোগ্যতা বিশিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে বিমুখ হইতে পারেন? যে সকল আপত্তিদ্বারা পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের প্রত্যাখান করিয়াছেন, ক্রমবিকাশবাদ কি, সেই সকল আপত্তি শূন্য?

"গতি বা কর্ম্ম (Motion) এব ভূত ও ভৌতিক পদার্থ, ইহাদের অবিরাম বিভাগ ও সংপ্রবিভাগ (Distribution and Redistribution) হইতেছে; গতি এবং ভূত ও ভৌতিকপদার্থ সমূহের যে, অবিরাম বিভাগ ও সংপ্রবিভাগ হইতেছে, তজ্জন্য উত্তরোত্তর উন্নত জীবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ (Attraction and repulsion), এই শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়াবশতঃ ক্ষুদ্র, বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার জাগতিক পরিণামই নির্দ্দিষ্ট তালে তালে নিষ্পন্ন হয়"। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার ক্রমবিকাশের (Evolution) স্বরূপ নিরূপণ করিতে যাইয়া, যাহা-যাহা বলিয়াছেন, পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, ইহাই তাহাদের নির্গলিত অর্থ, পণ্ডিত স্পেনসার কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ক্রমবিকাশবাদের ইহারাই সাধারণ সূত্র।

'আর্কষণ' ও 'বিপ্রকর্ষণ,' ইহারা নিশ্চয়ই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ম্ম। একরূপ বা একজাতীয় শক্তি হইতে কখন পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটী কর্ম্ম হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, প্রত্যেক পরমাণুই আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণাত্মক, অর্থাৎ প্রত্যেক পরমাণুতেই আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই দ্বিবিধ শক্তি সমভাবে বিদ্যমান আছে, অথবা কোন পরমাণু আকর্ষণধর্ম্ম-বিশিষ্ট, কোন পরমাণু বিপ্রকর্ষণশক্তি-যুক্ত?

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার বলিয়াছেন, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণাত্মক শক্তিদ্বয় সার্ব্বভৌমভাবে—বিশ্বতঃ অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক—সহবর্ত্তী (Universally co-existent)। এই দ্বিবিধ শক্তির তারতম্যে গতির দিক্ (The direction of motion) পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, গতির ভেদ হয়। আকর্ষণাত্মক ও বিপ্রকর্ষণাত্মক, এই দ্বিবিধ শক্তিই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বত্র ক্রিয়া করিয়া থাকে। তবে প্রায়'ই একজাতীয়

শক্তি এত প্রবলভাবে ক্রিয়া করে যে, উহাতে অন্যজাতীয় শক্তির ক্রিয়াফল লক্ষ্যই হয় না। যাহা হউক গতি বা কর্ম্মমাত্রেই যে, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ শক্তির অন্যোন্যাভিভব-চেষ্টার ফল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণাত্মক শক্তিদ্বয় যে, সার্ব্বভৌমভাবে অন্যোন্য-মিথুনবৃত্তিক—সহবর্ত্তী, ইহারা যে, কদাচ পরস্পর বিযুক্ত হইয়া থাকে না, গতি বা কর্ম্মমাত্রেই যে, অন্যোন্য-মিথুনবৃত্তিক এই দ্বিবিধ শক্তির অন্যোন্যাভিভব-চেষ্টার ফল, তাহা শুনিলাম, কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হইতেছে, একটী পরমাণুই দেশ ও কালভেদে আকর্ষণধর্ম্মী ও বিপ্রকর্ষণধর্ম্মী হয়, অথবা কতিপয় আকর্ষণধর্ম্মী এবং কতিপয় বিপ্রকর্ষণধর্ম্মী পরমাণু আছে? একটী পরমাণুরই, নিমিত্ত-কারণ-ভেদে কদাচিৎ আকর্ষণধর্ম্মী এবং কদাচিৎ বিপ্রকর্ষণধর্ম্মী হওয়া সম্ভব কি' না? 'ক' পরমাণু কি, উহা হইতে সমদূরবর্ত্তী 'খ' পরমাণুকে আকর্ষণ এবং 'গ' পরমাণুকে বিপ্রকর্ষণ করিতে পারে? আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দুইটী যখন পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম এবং এক কারণ, একাকী—অসহায় হইয়া, যখন পরস্পরবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে পারে না, তখন স্বীকার করিতে হইবে, কতিপয় পরমাণু স্বভাবতঃ আকর্ষণ-ধর্ম্মাত্মক, এবং কতিপয় স্বভাবতঃ বিপ্রকর্ষণধর্ম্মবিশিষ্ট। যাহারা যাহা প্রকৃতি বা স্বভাব তাহার তাহাই ধর্ম্ম বা শক্তি; ধর্ম্মী বা দ্রব্যের (Substance) ধর্ম্মই স্বভাব বা প্রকৃতি। 'ক' পরমাণুর যাহা প্রকৃতি—স্বভাব, তাহা কদাচ উহাকে ত্যাগ করে না, স্বভাব অনপায়ী, স্বভাবের নাশে দ্রব্যের নাশ হয়। দ্রব্যের নাশ হয় না, অতএব স্বভাবেরও নাশ হইতে পারে না। আকর্ষণ (Attraction) যদি 'ক' পরমাণুর স্বভাব হয়, তবে ইহা সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা আকর্ষণই করিবে, কদাচ বিপ্রকর্ষণ করিবে না। স্বভাব (Nature), স্বাধীন , পরাধীন বা অন্যাপেক্ষ নহে, 'ক' পরমাণুর স্বভাব 'খ' বা 'গ' পরমাণুর ক্রিয়ার অপেক্ষা করে না। অন্যের ক্রিয়াবশতঃ স্বভাবের বেগ (Intensity) হ্রসিত বা বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু উহার (স্বভাবের) পরিবর্ত্তন হয় না, আকর্ষণাত্মক ভূত বিপ্রকর্ষণাত্মক, অথবা বিপ্রকর্ষণাত্মক ভূত আকর্ষণাত্মক হইয়া যায় না। অতএব অসহায় একরূপ কারণ হইতে যে, বিরুদ্ধ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। এক দ্রব্যই দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধিতে আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে; রাসায়নিক আকর্ষণশক্তির তত্ত্বচিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, এক বস্তুই একটীকে আকর্ষণ, এবং অন্য একটীকে বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে, অতএব আকর্ষণাত্মক দ্রব্য কদাচ বিপ্রকর্ষণাত্মক হইতে পারে না, এই কথাকে সত্য বলা যাইবে কিরূপে? কেবল জড়জগতে কেন, মনুষ্যাদি জীব সমূহের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, এক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে ভালবাসেন, এবং অন্য এক ব্যক্তিকে দ্বেষ করিয়া থাকেন; আবার কেবল ইহাই নহে, এক ব্যক্তি

এক সময়ে যাহাকে সুনয়নে দেখেন, অন্য সময়ে তাহাকেই বিষদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, এক সময়ে যাহা রুচিকর হয়, অন্য সময়ে তাহাই অরুচিকর হইয়া থাকে, জড়দ্রব্যের যেমন দূরত্বের বর্গানুসারে আকর্ষণশক্তির হ্রাস হয়, মনুষ্যগণেরও সেইরূপ দূরত্বের বর্গানুসারে আকর্ষণশক্তির হ্রাস হইতে দেখা যায়।

স্বভাবের যে, কদাচ অপায় হয় না, তাহা নিশ্চিত, দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধিতে আকর্ষণশক্তির ক্রিয়ার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু আকর্ষণশক্তি কদাচ বিপ্রকর্ষণ করে না। সাংযৌগিক বস্তুসমূহে (Compound substances) পরস্পর-বিরুদ্ধ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায় সত্য, কিন্তু তাহা পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তিসমূহের ক্রিয়াফল তাহা একজাতীয় শক্তির কর্ম্ম নহে। একই বিশুদ্ধ বা মূলভূত কদাচ পরস্পর-বিরুদ্ধ আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ কর্ম্ম করে না, বিরুদ্ধশক্তির ক্রিয়াবশতঃ (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) স্বভাবের ক্রিয়ার বেগেরই পরিবর্ত্তন হয়, স্বভাবের নাশ বা অন্যথাভাব হয় না। দূরত্ববশতঃ আকর্ষণধর্ম্ম বিপ্রকর্ষণধর্ম্মে পরিণত হইতে পারে না। দূরত্ববশতঃ ক্রিয়ার বেগেরই (Intensity) পরিবর্ত্তন হয়, অপিচ এই পরিবর্ত্তন অনিত্য বা নৈমিত্তিক (Accidental thing) এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইল, ধর্ম্মীয় স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না, ধর্ম্মীয় স্বভাব যেমন তেমন থাকে (The nature of the agent still remaining the same)।

বস্‌কোভিসের (Boscovich) মতে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ (Attraction and repulsion), ইহারা ভিন্ন-প্রকৃতির কার্য্য নহে। একভূতই, ইহাঁর সিদ্ধান্ত, আকর্ষণধর্ম্মী ও বিপ্রকর্ষণধর্ম্মী হইতে পারে। বস্‌কোভিসের এইরূপ অনুমান, একটু বিচার করিলে, সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। জিজ্ঞাস্য হইবে, আকর্ষণধর্ম্মী ভূতসকল যদি চিরদিন আকর্ষণধর্ম্মীই থাকে, কদাচ বিপ্রকর্ষণধর্ম্মী হইতে না পারে, তবে যে সকল ভৌতিকবস্তু আকর্ষণধর্ম্মাত্মক অণুর সমষ্টি, মানিতে হইবে, তাহারা স্থানাবরোধক (Impenetrable) হয় না, কারণ, স্থানাবরোধকতা বিপ্রকর্ষণধর্ম্মের কার্য্য। সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শন এইজন্য বলিয়াছেন, কার্য্যমাত্রেই ত্রিগুণাত্মক— ত্রিগুণ-পরিণাম। ভগবান্ বেদব্যাস যোগসূত্রের ভাষ্যে গুণত্রয়ের স্বরূপ-নিরূপণার্থ বলিয়াছেন, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রত্যেকের অংশদ্বারা প্রত্যেকের অংশ উপরক্ত; সত্ত্বগুণের প্রকাশাংশ রজোগুণের ক্রিয়াংশ ও তমোগুণের প্রতিবন্ধকাংশদ্বারা, রজোগুণের ক্রিয়াংশ সত্ত্বগুণের প্রকাশংশ ও তমোগুণের প্রতিবন্ধকাংশ দ্বারা এবং তমোগুণের প্রতিবন্ধকাংশ সত্ত্বগুণের প্রকাশাংশ ও রজোগুণের ক্রিয়াংশদ্বারা উপরক্ত ("এতে গুণাঃ পরস্পরোপরক্তপ্রবিভাগাঃ।"—যোগসূত্রভাষ্য)। গুণত্রয় পরিণামী— পরিণামস্বভাব, এবং সংযোগবিভাগধর্ম্মী। ইহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে মূর্ত্তিলাভ করে। গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। প্রতিদ্বন্দ্বিশক্তিদ্বারাই প্রতিদ্বন্দ্বিশক্তির বিজৃম্ভণ (Manifestation) হইয়া থাকে; সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের এইরূপ

পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে, কখনই কোনটীর স্ফূরণ বা হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারিত না; সত্ত্বাদি গুণত্রয় পরস্পর সম্মিলিত হইয়া থাকিলেও, ইহাদের সাঙ্কর্য্য উৎপন্ন হয় না, ইহারা একতা প্রাপ্ত হয় না, ইহাদের স্বভাবের বিচ্যুতি হয় না, ইতরব্যাবর্ত্তক লক্ষণদ্বারা ইহাদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকাশ সত্ত্বগুণের, ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি রজোগুণের, এবং প্রতিবন্ধকতা (Resistance) তমোগুণের কার্য্য বুঝিতে হইবে। ভগবান্ বেদব্যাসের এই সকল অমূল্য উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হইলে, বস্‌কোভিসের 'আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, ইহারা ভিন্ন প্রাকৃতিক ধর্ম্মীয় স্বভাব নহে', এইরূপ অনুমান যে, সত্য নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। হাইড্রোজেন্, অক্‌সিজেন্ প্রভৃতি ইহারা বস্তুতঃ মূলভূত নহে, ইহারা ত্রিগুণকার্য্য। কর্ম্মের ভেদ ও তাহার সংস্কারই যে, সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের হেতু, ইহা হইতে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সার কর্ম্মের ভেদ ও তৎসংস্কারই যে, সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের হেতু, স্পষ্ট অস্পষ্ট যে ভাবেই হউক, তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তবে শাস্ত্র অনাদি কর্ম্মসংস্কার বা অদৃষ্টের অস্তিত্ব মানিয়াছেন, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার তাহা মানিতে পারেন নাই। অনাদি কর্ম্মসংস্কার স্বীকার, 'কর্ম্ম অনাদি', এই কথার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ, বস্তুতঃ সুখসাধ্য নহে। শাস্ত্রের কথা যথাযথভাবে উচ্চারণ করিতে পারিলেই, শাস্ত্রবচনের প্রকৃত অর্থ পরিগ্রহ হয় না। যাহার আদি নাই (Which is without beginning), তাহার অন্ত (End) হইতে পারে না। অতএব জীবের তাহা হইলে, মুক্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? কর্ম্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিবার, প্রয়োজন কি? কর্ম্মের অনাদিত্বের স্বরূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত, সত্যানুসন্ধায়ী, চিন্তাশীল পুরুষের মনে এইরূপ প্রশ্ন সকল উদিত না হইয়া থাকিতে পারে না। "কর্ম্মতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ"-শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা এই সম্বন্ধে যথাজ্ঞান কিছু বলিব।

শাস্ত্র যখন কর্ম্মকে অনাদি বলিয়াছেন, তখন ইহা সৃষ্ট ('সৃষ্ট' শব্দের সাধারণতঃ যদর্থ গ্রহণ করা হয়, তদর্থে) বলা যাইতে পারে না, ঈশ্বর কর্ম্মের স্রষ্টা নহেন। শক্তিও শক্তিমান্ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, অতএব 'সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর শক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন', শাস্ত্রদৃষ্টিতে এইকথা বালকোচিত বলিয়াই, বিবেচিত হইবে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার যদি লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার "প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্নরূপ প্রবর্ত্তন (Impluses) যখন স্থান বা দেশবিশেষে অন্যাকারে বিদ্যমান শক্তির কার্য্য নহে, তখন শক্তির সৃষ্টিত্ব স্বীকার করিতে হইবে" (For every one of these impluses, not being the result of a force locally existing in some other form, implies the creation of force."), এইরূপ আশঙ্কার উদয় হইত না।

শাস্ত্রের উপদেশ, জীব যে সকল কর্ম্ম করে, সেই সকল কর্ম্মের সংস্কার তাহার লিঙ্গদেহে লগ্ন হইয়া তাকে; লিঙ্গদেহে লগ্ন ভিন্ন ভিন্নরূপ সংস্কারই ভিন্ন ভিন্ন স্থূল জীব-শরীরোৎপত্তির কারণ।

ঈশ্বরকে যদি বিশেষ বিশেষ জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যায়, তাহা হইলে, তাঁহাকে হয় নিষ্ঠুর, না হয়, অব্যবস্থিতচিত্ত, না হয় পরিচ্ছিন্ন-শক্তিক (পরিচ্ছিন্ন—সসীম বা সংকুচিত হইয়াছে শক্তি যাঁহার) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কারণ, ঈশ্বর যদি দয়াময় হইতেন, জীবের কল্যাণ-সাধনই যদি তাঁহার জগৎ সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে, তিনি জগৎকে সুখময় করিতেন, তাহা হইলে, সংসার সমরক্ষেত্রের ন্যায় অশান্তির লীলাভূমি হইত না, তাহা হইলে, প্রত্যেক জীব প্রত্যেক জীবকে সংহার বা অভিভবপূর্ব্বক স্ব-স্ব সুখ-সম্বর্দ্ধনের, আহার-সংগ্রহের চেষ্টা করিত না, তাহা হইলে, কোন্ জীব অকালে কালবলে পতিত হইত না, ঈশ্বর যদি করুণাময় হইতেন, তাহা হইলে, তিনি প্রাণসংহারক, বিবিধ রোগোৎপাদক পরাঙ্গপুষ্ট জীবসমূহের সৃষ্টি করিতেন না, তাহা হইলে, প্রতিবৎসর যতসংখ্যক জীব জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের অধিকাংশকে বয়োপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই জীবলীলা পরিসমাপ্ত করিতে হইত না, তাহা হইলে, ঈশ্বর জীবের সংখ্যানুসারে আহারের ব্যবস্থা করিতেন; আহারের আয়োজন জীব সংখ্যানুসারে করা হয় না বলিয়াইত সংসার রণভূমি হইয়াছে, জীবসমূহ আহার-সংগ্রহের জন্য অবিরাম মারামারি, কাটাকাটি করিতেছে, বলবান্ দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতেছে, যিনি জীবকে এত কষ্ট দেন, তাঁহাকে মঙ্গলময় বলা যাইবে কিরূপে; যদি বলি, ঈশ্বর প্রাকৃতিক স্রোতকে বাধা দিতে পারেন না, জীবের কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর ফল প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, অঙ্গীকার করিতে হইবে, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান নহেন, যিনি ইহা পারেন, উহা পারেন না, তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিব কেন? যিনি কাহারও অধীন, তাঁহার প্রভুতা সর্ব্বতোমুখী বলা যাইবে কিরূপে? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের এতাদৃশ আশঙ্কার শাস্ত্রদ্বারা কিরূপ পরিহার হইতে পারে, অতঃপর তাহা জানাইব।

বেদের উপদেশ, ঈশ্বর ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বাহুদ্বয়দ্বারা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন। জগৎকার্য্যের উপাদানকারণ পঞ্চভূত বা পরমাণু এবং নিমিত্তকারণ সৃজ্যমান পদার্থসমূহের ধর্ম্মাধর্ম্ম, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম, বেদে ইহারাই সৃষ্টির হেতুরূপে উক্ত হইয়াছে।* অবিদ্যা, অজ্ঞান বা মায়া হইতে কামের উৎপত্তি হয়, "উহা পাইতে হইবে," এইরূপ যে বিপরীত জ্ঞান, এইরূপ যে অভিলাষ, তাহাকে 'কাম' বলে।

* "এবমবিদ্যাকামকর্ম্মাণি সৃষ্টের্হেতুত্বেনোক্তানি। * * * যেয়ং নাসদাসীদিত্যবিদ্যা প্রতিপাদিতা যশ্চ কামস্তদগ্র ইতি কামঃ মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীদিতি যৎকর্ম্ম।"—ঋক্‌সংহিতাভাষ্য।

কাম বিহত হইলে, ক্রোধরূপে পরিণত হয়, ক্রোধের আকার ধারণ করে। কাম ব্যতিরেকে ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্মের প্রবৃত্তি হয় না, যিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই কামের চেষ্টিত, কামই সর্ব্বকর্ম্মের, কামই সংসারের মূল।* মহর্ষি গোতম, এই সকল শ্রুত্যুপদেশেরই স্ব-প্রণীত ন্যায়দর্শনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনে উক্ত হইয়াছে, 'বাক্, মনঃ ও শরীরের আরম্ভ, ব্যাপার বা ক্রিয়াকে প্রবৃত্তি বলে।' প্রবৃত্তি পুণ্যা ও পাপিকাভেদে দ্বিবিধা। দোষপ্রযুক্ত হইয়া, পুরুষ বাচিক, মানসিক ও কায়িক পুণ্য ও পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 'দোষ' কোন্ পদার্থ? প্রবর্ত্তনাই (Impluses) দোষের লক্ষণ, প্রবৃত্তি দ্বারাই দোষ লক্ষিত হয়। মহর্ষি গোতম রাগ, দ্বেষ ও মোহ, 'দোষ' পদার্থকে এই তিনটী প্রধানভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অনুকূল পদার্থে যে, অভিলাষ তাহা 'রাগ'; প্রতিকূলপদার্থে যে, বিরাগ, তাহা 'দ্বেষ', এবং মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমবুদ্ধিই 'মোহ' পদার্থ ("মানবতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য)। অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম, ইহারাই যে, সংসারের হেতু, একটু চিন্তা করিলে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। জড়বিজ্ঞান জড়জগতের কর্ম্মের স্বরূপ বর্ণন করেন। জড়জগতে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল কর্ম্ম যে, রাগ ও বিরাগ (Attraction and repulsion), এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম বা শক্তিদ্বারাই হইয়া থাকে, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার রাগ ও বিরাগকেই সংসারের কারণ বলিয়াছেন। সমস্তই ধর্ম্মাধর্ম্মের কার্য্য, ব্যক্তে বা ব্যাকৃত পদার্থমাত্রেই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল। যিনি যেরূপ কর্ম্ম করেন, তিনি সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ধর্ম্ম বা শুভকর্ম্মের ফল উন্নতি—সুখ, অধর্ম্ম বা অশুভকর্ম্মের ফল অবনতি—দুঃখ। সংসারে উন্নত ও অবনত, অপেক্ষাকৃত সুখী ও দুঃখী, এই দ্বিবিধ জীবই আমরা দেখিতে পাই, এখানে নিরতিশয় দরিদ্রতায় পার্শ্বে বিপুল ঐশ্বর্য্যের ছবি বলবানের পার্শ্বে হীনবলের মূর্ত্তি, বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিকের কমনীয় রূপের পার্শ্বে মুর্খ ও পাপাসক্তের ভীষণ রূপ, স্বস্থের পার্শ্বে ব্যাধিতের প্রতিকৃতি নয়নগোচর হইয়া থাকে; সংসারে এরূপ ব্যক্তিও নয়নপথে পতিত হয়েন, যিনি দুর্গতজনের প্রাণস্বরূপ, যিনি অসহায়ের সহায়, যাঁহার পবিত্র হৃদয়ে হিংসা-দ্বেষাদির অপবিত্র ছায়াও কখন পতিত হইয়াছে কি না, সন্দেহ, আবার অন্যকে ক্লেশ দিয়া, স্বীয় সুখ-সম্বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন, এখানে এতাদৃশ হেয়-স্বার্থপর পুরুষের সংখ্যাও অল্প নহে। কেবল জীবরাজ্যে কেন, বৃক্ষ, গুল্ম, তরু, লতা, তৃণ ইহাদের মধ্যেও এইরূপ বৈষম্যের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্‌দিগের মধ্যে সকলেই একরূপ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয় না, এইক্ষণে যে বৃক্ষ উন্নতমস্তকে গগন স্পর্শ করিতেছিল, পরক্ষণেই দেখিতে পাইতেছি, বজ্রাঘাতে

* "যথাকালে যথাচারী তথাভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপোভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।" —বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

উহার শাখা প্রশাখা দগ্ধ হইতেছে, কোন বৃক্ষ নিজগুণে কত আদর পায়, আবার কোন বৃক্ষকে লোকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলে, কোন বৃক্ষ সুস্বাদু ফল প্রসব করে, কোন বৃক্ষ জীবনসংহারক হলাহল উৎপাদন করিয়া থাকে। বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে, সংসারের এই বৈষম্যভাবের অবশ্য কারণ আছে. জীব যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ পায়, ঈশ্বর কি, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন? জীবকে দুঃখদেওয়াই যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে, তিনি জীবের জীবনরক্ষার জন্য সূর্য্য, সোম, অনিল, অনল, সলিল, আকাশ, ফল মূল, ব্রীহি, যব ইত্যাদির সৃষ্টি করিতেন না, তাহা হইলে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া, কিরূপে জীবনধারণ করিবে, তাহা ভাবিতেন না, জননীর স্তন তাহা হইলে, যথাসময়ে ক্ষীরসমন্বিত হইত না। আহা! যেদিকে নয়ন প্রেরণ করা যায়, সেই দিক্ই বিধাতার অপার করুণার পরিচয় দিয়া থাকে, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই যে, জীবের কল্যাণের জন্য, স্পষ্টস্বরে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। জীবকে দুঃখ দেওয়াই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে কি, সংসার কর্ত্তৃক উপেক্ষিত, অনাথ দরিদ্র,'দয়াময়! তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই,' বলিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইত? চিকিৎসকগণের প্রত্যাখাত, ব্যাধির যাতনায় অধীর ব্যক্তি কি, তাহা হইলে, রোগমুক্তির আশায় তাঁহাকে আশ্রয় করিত? দয়াময় ধার্ম্মিকের জন্য সুখের, এবং অধার্ম্মিকের জন্য দুঃখের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধার্ম্মিক সুখী হয়, অধার্ম্মিক দুঃখ পাইয়া থাকে। অধর্ম্মই রোগসমূহের আবির্ভাবের কারণ, অধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন কারণ হইতে অশুভোৎপত্তি হয় না। ধর্ম্মের হ্রাসে পৃথিব্যাদি ভূতনিচয়ের গুণসমূহেরও হ্রাস হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য শস্যাদির স্নেহ, বৈমল্য, রস প্রভৃতিরও বীর্য্য হ্রাস হয়। পৃথিব্যাদির বিকৃতি হইতেই রোগোৎপাদক জীবাণুসমূহের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থানই যে, রোগোৎপত্তির মূলকারণ, অখিল দুঃখাবির্ভাবের একমাত্র হেতু, তাহাতে সন্দেহলেশ নাই। অধার্ম্মিকের ক্লেশ দেখিয়া, জীব ধার্ম্মিক হইবে, ধর্ম্মের ফল সুখ, এবং অধর্ম্মের ফল দুঃখ, এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে, লোকে ধর্ম্মের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হইবে, দয়াময় তাই বিবিধ সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরাঙ্গপুষ্ট জীবসমূহ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে সত্য, কিন্তু ইহারা সর্ব্বদা সকল আশ্রয়দাতার অনিষ্ট করে না কেন? বর্ত্তমান সময়ে প্রতীচ্য নৈদানিক সুধীবর্গের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করিয়াছেন মসূরিকা সান্নিপাতিকজ্বর, প্লেগ্, যক্ষ্মা, রক্তাতীসার, বিসূচিকা প্রভৃতি ব্যাধি সমূহ ভিন্ন-ভিন্ন জাতীয় জীবাণু (Bacillus) হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মসূরিকাদি ব্যাধিসমূহ ভিন্ন-ভিন্ন জাতীয় জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয় কি না, তদ্বিচারের ইহা উপযুক্ত স্থল নহে, তবে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, মসূরিকাদি রোগকারণ

যথোক্ত জীবাণুসমূহ প্রকৃতিগর্ভে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, অথবা ইহারা সময়ে-সময়ে আবির্ভূত হয়? যদি বলা যায়, সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে, প্রশ্ন হইবে, কারণ যখন বিদ্যমান, তখন কার্য্য সর্ব্বদা হয় না কেন? যে প্লেগদ্বারা-কয়েক বৎসর হইতে ভারতবর্ষ বিশেষতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, সেই প্লেগরোগ বীজ কীটসমূহ এত দিন কি করিতেছিলেন? একটী গ্রামে, অথবা এক বাড়ীতেই দশজনের মধ্যে যে, পাঁচ জন প্লেগ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নীত হইতেছে, এবং আর পাঁচজন জীবিত থাকিতেছে, ইহার কারণ কি? প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural selection) ও স্বাভাবিক রোগ প্রতিষেধের সামর্থ্যকে (Natural immunity) ইহার কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও, জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হয় না। ফলতঃ ধর্ম্মাধর্ম্মই ইহার কারণ, এই সিদ্ধান্তই অব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষমুক্ত। সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শন এই জন্য বলিয়াছেন, প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মের মুখাপেক্ষা পূর্ব্বক, বিবিধ, বিচিত্র পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন। চরক, সুশ্রুত,পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, বিদিত হওয়া যায়, কলিযুগেই প্রমারক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, ইতঃপূর্ব্বে আধি-ব্যাধি, ভয়, শোক ইত্যাদির বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয় না। শাস্ত্রে এই কথায় যদি বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে, বলিতে হইবে, ঈশ্বর জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারেই সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রত্যেক কার্যই জীবের কল্যাণের জন্য, জীবকে দুঃখ দেওয়াই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর, এই তিন যুগেও প্রমারক রোগের আবির্ভাব হইত। ক্রমবিকাশবাদিগণ বলেন, যোগ্যের পরিত্রাণ, এবং অযোগ্যের সংহার, প্রকৃতির নিয়ম, কিন্তু ইহাঁরা, কেহ যোগ্য এবং কেহ অযোগ্য হয় কেন, তাহার কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। ধর্ম্মই যোগ্যতার, এবং অধর্ম্মই অযোগ্যতার কারণ। ক্রমবিকাশবাদিরা জড়প্রকৃতিকে যে পদে স্থাপিত করিয়াছেন, আস্তিকগণ চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি বা দৈশ্বরকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ক্রমবিকাশবাদিগণের প্রকৃতি যদৃচ্ছাচারিণী শাস্ত্রের প্রকৃতি চৈতন্যাধিষ্ঠিত বলিয়া, নিয়মানুসারিণী। ক্রমবিকাশবাদের অনুসরণ করিলে, জীবের পরিশেষে জড়ত্বে পরিণত হওয়া ভিন্ন অন্য কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই, শাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করিলে, জীব স্বরূপে—স্বীয় চিন্ময়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, চিরশান্তি-নিকেতনে প্রবেশ করিতে পারগ হয়। অতএব নাস্তিক ক্রমবিকাশবাদের শরণ গ্রহণ, মুমুক্ষু জীবের প্রার্থনীয় হইতে পারে না।

ঈশ্বর যে, কাহাকেও সুখী এবং কাহাকেও দুঃখী করিয়াছেন, কাহাকেও বিদ্বান্, কাহাকেও মূর্খ করিয়াছেন, কাহাকেও আস্তিক, কাহাকেও নাস্তিক করিয়াছেন,

তাহাতে তাঁহার সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় রাগ-দ্বেষের উপপত্তি হয় না, তাঁহার নির্ম্মল স্বভাবের বিলোপ-প্রসঙ্গ হয় না, তাঁহার পক্ষপাতিত্ব বা নিষ্ঠুরত্ব প্রতিপন্ন হয় না। ঈশ্বর সাপেক্ষ, ঈশ্বর ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করেন, সৃজ্যমান প্রাণিদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মই সৃষ্টি বৈষম্যের হেতু, ইহাতে ঈশ্বরের কোন দোষ নাই। ঈশ্বর পর্জ্জন্য সাদৃশ, পর্জ্জন্য যেরূপ ব্রীহি-যবাদির সাধারণ কারণ, ইশ্বর সেইরূপ দেব-মনুষ্যাদির সৃষ্টির সাধারণ কারণ, এবং ব্রীহি-যবাদির বীজগত বিচিত্র ধর্ম্ম বা শক্তি যেরূপ উহাদের বৈষম্যের, উহাদের বিচিত্রতার অসাধারণ হেতু, সেইরূপ জীবগত কর্ম্ম তাহাদের বৈষম্যের অসাধারণ হেতু। জীবের কর্ম্মানুরোধে জগৎকে বৈচিত্র্যময় করেন বলিয়া, ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা বাধিত হয় না। ধর্ম্মাধর্ম্ম বা প্রকৃতি ঈশ্বরেরই অঙ্গ, তাঁহারই শক্তি, অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম বা প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করা ও আপনাকে অনুবর্ত্তন করা, স্বীয় ইচ্ছামত কার্য্য করা, এক কথা। লৌকিক রাজা সাধুকে অনুগ্রহ, এবং দুষ্টকে নিগ্রহ করেন, স্বীয় নিয়মসমূহের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন, এই জন্য কি, তাঁহার স্বাধীনতা বাধিত হয়?

স্বীয় অঙ্গ কি, আত্মার ব্যবধায়ক—সঙ্কোচক হয়? 'স্বতন্ত্র' শব্দের অর্থ হইতেছে, আত্মবশ, যিনি আত্মবশে কার্য্য করেন, তিনি কখন পরতন্ত্র হইতে পারেন না। অতঃপর বেদাদি শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের স্বরূপ কি, তাহা দেখা যাউক।

বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, 'বিশ্বজগৎ ভোক্তৃ ও ভোগ্যের সম্বন্ধাত্মক। ঋগ্বেদ আকাশাদি পঞ্চভূতকে সুধা—অন্ন বা ভোগ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, সৃষ্টপদার্থ সমূহের মধ্যে কতিপয় 'রেতোধা', অর্থাৎ বীজভূত কর্ম্মের বিধাতা—কর্ত্তা ও ভোক্তা, এবং কতিপয় ভোগ্য। জীবসমূহ কর্ত্তা ও ভোক্তা, এবং আকাশাদি ভূতপঞ্চক ও পদার্থজাত ভোগ্য। ভোগ্য ভাবসমূহকে বেদ অবর—নিকৃষ্ট, এবং ভোক্তৃভাবসকলকে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। ক্রিয়ামাত্রেই ক্রমানুসারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং জগতের সৃষ্টিকার্য্যও যে, এই নিয়ম অতিক্রমপূর্ব্বক সম্পন্ন হয় নাই, তাহা নিশ্চিত। ক্রিয়মাত্রেই যে, ক্রমানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি? শ্রুতি বলিয়াছেন, সৃষ্টিকালে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ আত্মা হইতে প্রথমে আকাশের উৎপত্তি হয়, তৎপরে ক্রমশঃ উহা হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে তেজের, তেজ হইতে জলের, এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। পঞ্চভূতের শ্রুত্যপদিষ্ট অভিব্যক্তিক্রমের তত্ত্বচিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, ভূতসকল এক আত্মশক্তির কাল ও অদৃষ্টকৃত ভিন্ন

ভিন্ন পরিচ্ছেদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, আকাশ হইতে কাল ও অদৃষ্ট রূপ নিমিত্তকারণযোগে বায়ু প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। রাসায়নিক পণ্ডিত ক্রুক্সের (CROKES) 'প্রোটাইল' (Protyle) নামক পদার্থে গতি (Motion) উৎপন্ন হইলে, তেজঃ বা তড়িৎসংজ্ঞক শক্তিবিশেষের (Force allied to electricity) অভিব্যক্তি হয়। তদনন্তর উহার চক্রগতি বা আবর্ত্ত হইতে হাইড্রোজেনাদি পরমাণুসমূহের ক্রমশঃ বিকাশ হইয়া থাকে', এতদ্বাক্যের সহিত "আকাশ হইতে বায়ুর(গতিই বায়ুর ধর্ম্ম), বায়ু হইতে তেজের, তেজ হইতে জলের, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে", এই শ্রুত্যুপদেশের কতদূর একতা আছে, তাহা চিন্তা করা উচিত। পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, পরিণামের ভিন্নতার প্রতি পরিণামক্রমের ভিন্নতাই কারণ। পরিণামমাত্রেই সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ, এই গুণত্রয়দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে, গুণত্রয় অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক। তমোগুণের বাধাকে অতিক্রম করিতে না পারিলে, রজোগুণের প্রবৃত্তিশক্তি প্রকটিত হইতে পারে না, আবার রজোগুণকে অভিভব করিতে না পারিলে, সত্ত্বগুণের প্রকাশ অভিব্যক্ত হয় না। বিরুদ্ধ বলের বাধা অতিক্রমই ক্রিয়ার রূপ। অতএব সকল ক্রিয়াই ক্রমশঃ হইয়া থাকে। 'ক্রম কালের ধর্ম্ম' ("ক্রমোহি ধর্ম্মঃ কালস্য), এতদ্বাক্যের অর্থ হইতেছে, ক্রিয়ামাত্রেই ক্রমশঃ নিষ্পন্ন হয়, কারণ, খণ্ডকাল ও ক্রিয়া এক পদার্থ (Time follows motion—successive transmision)।

ঋগ্বেদসংহিতা বলিয়াছেন, সূর্য্যোদয়ের পর তদীয় রশ্মি নিমেষের মধ্যেই যেমন যুগপৎ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ব্যাপ্তিক্রিয়ার ক্রম থাকিলেও, তাহা যেমন বুদ্ধিগোচর হয় না, সেইরূপ অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম হইতে আকাশাদির উৎপত্তি চপলা-প্রকাশের ন্যায় অতিমাত্র ত্বরিতভাবে হওয়ায়, ক্রম প্রতিপত্তি সত্ত্বেও, তাহা দুর্লক্ষ্য হইয়া থাকে।

পরিণামমাত্রেই ক্রমশঃ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু পরিণামমত্রের ক্রম বা তাল একরূপ হইতে পারে না। গুণত্রয়ের তারতম্যে পরিণামের ক্রমের তারতম্য হয়, দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত এই ত্রিবিধ ভেদ হইয়া থাকে। আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি রূপ পরিণামের ক্রম, ও বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তিরূপে পরিণামের ক্রম একরূপ নহে। মানুষের জন্মাদি পরিণাম যে ক্রমে হয়, গো, অশ্ব ইত্যাদির জন্মাদি পরিণাম ঠিক সেই ক্রমে হয় না। এক জাতীয় জীব বা বৃক্ষের মধ্যেও আন্তর ও বাহ্য-প্রকৃতির ভেদানুসারে পরিণামের ক্রমের কিছু কিছু ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরিণাম ধর্ম্মাধর্ম্মাধীন। কলমের গাছ, যত শীঘ্র ফল প্রসব করে, আঁটীর গাছ তত শীঘ্র ফল প্রসব করিতে পারে না।

ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, বিশ্বজগৎ যজ্ঞাত্মক পটস্বরূপ, পট বা বস্ত্র যে প্রকার তন্তুসমূহদ্বারা নির্ম্মিত—উত (Woven) হয়, যজ্ঞাত্মক বিশ্বজগৎ পট সেই প্রকার তন্তু সমূহদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদ বিশ্বজগৎকে যজ্ঞাত্মক পট বলিয়াছেন কেন, তাহা বুঝিতে হইলে, 'যজ্ঞ' কোন্ পদার্থ, অগ্রে তাহা জনা আবশ্যক। 'যজ্ঞ' শব্দ উচ্চারিত হইলে, যাঁহারা প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাদি নিক্ষেপরূপ অনর্থক, অসভ্যোচিত কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু বুঝেন না, তাঁহাদের সমীপে 'বিশ্বজগৎ যজ্ঞাত্মক পটস্বরূপ,' এই শ্রুতি-বচনের মূল্য যে, অত্যল্প, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যজ্ঞকে যজ্ঞতত্ত্ববিদ, বেদপ্রাণ ঋষিগণ যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, অধুনা যজ্ঞকে তদ্দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন, এইরূপ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষেও (কোথাও গুপ্তভাবে থাকিতে পারেন), আর নাই বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বেদের উপদেশ, যজ্ঞ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন, শুক্রশোণিতরূপে পরিণত ভুক্তান্ন হইতে ভূত (প্রাণী) সকলের উৎপত্তি হয়, পর্জ্জন্য বা বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে; যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্যের উৎপত্তি হয়; যে কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ সমুদ্ভূত হয়, ব্রহ্ম বা বেদ হইতে তাহার উৎপত্তি হয়, বেদ অক্ষর পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর হইতে সমুদ্ভূত হয়েন। আদিসর্গে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাবর্গ সৃষ্টিপূর্ব্বক, এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, তোমার বেদোপদিষ্ট এই যজ্ঞরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয়পূর্ব্বক উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও, যজ্ঞই তোমাদের অভীষ্টসিদ্ধি করুক, তোমাদের ইষ্ট-কামধুক্ হউক। যে ব্যক্তি জগচ্চক্রের প্রবর্ত্তক যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে পাপজীবন, কেবল ইন্দ্রিয়সেবক হইয়া, সে বৃথা জীবন ধারণ করে (শ্রীমদ্ভগবদগীতা দ্রষ্টব্য)।

অতএব বলিতে পারা যায়, বেদ যে যজ্ঞ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, বলিয়াছেন, যে যজ্ঞকে বিশ্বজগতের ধারক বলিয়াছেন, ভগবান্ 'শ্রীকৃষ্ণও' যে যজ্ঞকে অবিকল এই দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন, সর্ব্বাভীষ্ট-সাধক, জগচ্চক্রের প্রবর্ত্তক সেই যজ্ঞ কেবল অগ্নিতে ঘৃতনিক্ষেপ ব্যাপার নহে।

বেদাদি শাস্ত্রে 'যজ্ঞ'-শব্দ সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর বা বিষ্ণুর বাচক রূপে ("যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ।"—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদসংহিতা, ৩।৫।২), ইষ্ট প্রাপ্তির হেতুভূত কর্ম্মের বোধকরূপে সর্বজগতের কারণভূত পারমেশ্বরী শক্তি বুঝাইতে (অথর্ব্ববেদসংহিতা দ্রষ্টব্য), বায়ুর বা শক্তিসাতত্যের ক্রিয়াশক্তি (Actual energy) বুঝাইতে, এবং আন্তর ও বাহ্য, এই দ্বিবিধ ব্যাপারের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ শুক্লযজুর্বেদ ও অথর্ব্ববেদসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, "হে যজ্ঞ! তুমি স্বপ্রতিষ্ঠার্থ যজ্ঞনামক বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হও, ফলদানার্থ যজ্ঞপতি বা যজমানকে প্রাপ্ত হও, এবং

স্বনিষ্পত্তির জন স্বকারণভূতা—স্বীয় যোনি বায়ুর ক্রিয়াশক্তিকে প্রাপ্ত হও"। 'বায়ু'-শব্দটী এস্থলে দৃশ্যমান বায়ুর বাচকরূপে প্রযুক্ত হয় নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বা তৈত্তিরীয় আরণ্যক, এবং উহাদের ভাষ্য পাঠ করিলে, উপলব্ধি হইবে, 'বায়ু'-শব্দ এখানে শক্তি সাতত্য (Persistence of force and Conservation of energy) বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। * যাঁহারা ভগবদগীতা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, 'যোগযজ্ঞ', 'স্বাধ্যায়যজ্ঞ', (বেদাদি শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন, অথবা প্রণবাদি মন্ত্র জপ) এবং 'জ্ঞানযজ্ঞ', এত প্রকার যজ্ঞের তত্ত্ব বিদিত আছেন, সন্দেহ নাই। দ্রব্যযজ্ঞাদি যত প্রকার যজ্ঞের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়কে 'কর্ম্মযজ্ঞ' ও 'জ্ঞানযজ্ঞ', এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়ান্ ("শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।"—গীতা)। অথর্ব্ববেদ-সংহিতাও দ্রব্যযজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ, এই উভয়ের মধ্যে জ্ঞানযজ্ঞকেই বিশেষতঃ প্রশংসা করিয়াছেন।* 'যজ্ঞ'-শব্দ শাস্ত্রে যদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নিবেদন করিলাম। 'যজ্ঞ'-শব্দের এই সকল অর্থ শ্রবণপূর্ব্বক 'বিশ্বজগৎ যজ্ঞ হইতে প্রসূত হইয়াছে,' এই কথা যে, সারগর্ভ, তাহা বলা যায় না কি? শক্তি সাতত্যকে (Persistence of force) যাহারা জগতের কারণরূপে অবধারণ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের কি, যজ্ঞ বা বায়ুর ক্রিয়াশক্তিতে জগতের কারণ বলিতে কোন বাধা হইতে পারে? 'সৃষ্টি ও লয় যান্ত্রিকব্যাপার-ভিন্ন অন্য কিছু নহে,' যাঁহাদের এইরূপ অনুমান, তাঁহারাও জগৎ দ্রব্যময় যজ্ঞের মূর্ত্তি, জগৎ যজ্ঞ (Motion) হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, বিনা আপত্তিতে এই মত গ্রহণ করিতে পারেন। বৈষ্ণব! তুমি কি যজ্ঞই ('যজ্ঞ'-শব্দ বিষ্ণুর বাচক, তাই সাহসপূর্ব্বক বলিতেছি) বিশ্বজগতের কারণ, এই উপদেশকে শিরোধার্য্য না করিয়া থাকিতে পারিবে? বেদাদি শাস্ত্র 'যজ্ঞ' পদার্থের যে ব্যাপকরূপ দেখাইয়াছেন, তাহাতে সকলকেই "যজ্ঞই জগতের রূপ, যজ্ঞই জগতের কারণ," এই কথাকে সারগর্ভবোধে সমাদর করিতে হইবে। একটু চিন্তা করিলে, প্রতিপন্ন হইবে, কি রাসায়নিক পরিণাম, কি ভৌতিক পরিণাম, কি জৈবব্যাপার, কি মানস ব্যাপার, সকলই প্রকৃতপ্রস্তাবে 'যজ্ঞ'। যে বেদে এই যজ্ঞতত্ত্ব বিশদ ও ব্যাপকভাবে বর্ণিত

---

* "যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছা স্বাহা।"
অথর্ব্ববেদসংহিতা ৭/৯/১০২,শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা, ৮/২১/২২।
"স্বাং যোনিং স্বকারণভূতাং বায়োঃ ক্রিয়াশক্তিং গচ্ছ।" —মহীধর।
"যোনিঃ কারণং সর্ব্বজগৎকারণভূতা পারমেশ্বরী শক্তিঃ।" —অথর্ব্ববেদসংহিতাভাষ্য।

* "যৎ পুরুষেণ হবিষা যজ্ঞং দেবা অতন্বত।
অস্তি নু তস্মাদোজীয়ো যদ্ বিহব্যেনেজিরে।।" —অথর্ব্ববেদসংহিতা।

হইয়াছে, সে বেদ যে, দর্শনের দর্শন, সে বেদ যে, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, সে বেদ যে, জ্ঞানীর প্রাণ, যোগীর হৃদয়বল্লভ, ভক্তের প্রাণারাম, কর্ম্মীর প্রাণবন্ধন, তাহা নিঃসন্দেহ।

ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, আকাশাদি ভূতরূপ তন্তুসমূহদ্বারা সর্গাত্মক (সর্গ-সৃষ্টি-অব্যক্তভাবে বিদ্যমানের ব্যক্তভাবে আগমন হইয়াছে, আত্মা—স্বরূপ যাহার) যজ্ঞপট বিশ্বতঃ বিস্তৃত হয়, ইহা দেবগণের উদ্দেশ্যে ভোক্তৃবর্গকৃত কর্ম্মসমূহদ্বারা আয়ত—দীর্ঘীভূত হয়, অর্থাৎ ইহা ব্রহ্মের নিজমানে একশতবর্ষ (ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল) পর্য্যন্ত অবস্থান করে, প্রজাপতির প্রাণভূত বিশ্বসৃক্(যাঁহারা বিশ্বকে সৃষ্টি করেন) দেবগণ উক্ত সর্গাত্মক যজ্ঞপটের বয়ন (বোনা) করিয়া, চেতন ভোক্তৃ-প্রপঞ্চ ও অচেতন ভোগ্য-প্রপঞ্চের সর্জ্জনপূর্ব্বক বিস্তৃত সত্যলোকে প্রজাপতির উপাসনা করেন, (উপাস্যের সমীপবর্ত্তী হইয়াই বস্তুতঃ উপাসনা) করেন, তাঁহার সমীপে তাঁহাকে আশ্রয়পূর্ব্বক বিদ্যমান থাকেন।* ঋগ্বেদের এই সকল বাক্যের মর্ম্মগ্রহণ করিলে (মর্ম্মগ্রহণ এদিনে নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য), প্রতীতি হইবে, যজ্ঞই জগৎ, চেতন ও অচেতন, এই দ্বিবিধ পদার্থই যজ্ঞসম্ভূত, আয়ুঃ, কাল, মনঃ, এই সকলেই যজ্ঞপ্রসূত। অতএব ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, 'যজ্ঞ' শব্দ দ্বারা বেদাদি শাস্ত্র কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, প্রথমে বিশ্বজগতের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক নিরূপিত সর্ব্বপ্রকার কারণতত্ত্বের অনুসন্ধান, পরীক্ষা বা বিচার করিতে হইবে, বিশ্বজগতের অব্যক্ত ও ব্যক্তাবস্থার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের লেখনীবর্ণিত ইতিহাস নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ বা স্মরণ করিতে হইবে; তদনন্তর বেদভক্ত; বেদজ্ঞ পুরুষ হইতে স্বল্পাক্ষর, আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্টপ্রায় প্রতীয়মান, অতিমাত্র গাম্ভীর্য্য বা প্রমেয়-বাহুল্য-নিবন্ধন দূরবগাহ, বিশ্বতোমুখ, সারবান্, বৈদিক উপদেশ সমূহের মর্ম্মগ্রহণের পথ জানিতে হইবে, বেদার্থ-পরিগ্রহ-সমর্থ প্রতিভার উপাসনা করিতে হইবে।

বিজ্ঞান (যথোক্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান—Science) যে, যথাশক্তি জগতের ইতস্ততঃ ব্যাপ্ত, পরমাণুভাবে অবস্থিতিরূপ অনুমিত আদ্যাবস্থা হইতে ইহার পরিশেষে পরিজ্ঞেয়, এক পিণ্ডীভূত আকৃতি-সম্প্রাপ্তির ইতিহাস বর্ণনের চেষ্টা করিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা বিদিত হইয়াছি। বেদ বলিয়াছেন, প্রজাপতির প্রাণভূত বিশ্বসৃক্ দেবগণ পঞ্চভূতরূপ সূত্রসমূহদ্বারা প্রকৃষ্ট-চেতন ভোক্তৃ প্রপঞ্চের, এবং অপ্রকৃষ্ট-নিকৃষ্ট অচেতন ভোগপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছেন, ভোক্তৃ-ভোগ্যাত্মক জগৎকে স্থূল বা ব্যক্তাবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন, যজ্ঞাত্মক জগৎ প্রজাপতির সকাশ হইতে

---

* "যো যজ্ঞো বিশ্বতস্তন্তুভিস্তত একশতং দেবকর্ম্মেভিরায়তঃ।
ইমে বয়ন্তি পিতরো য আযযুঃ প্রবয়াপবয়েত্যাসতে ততে।"—ঋগ্বেদসংহিতা, ৮।১৩০।১।

উৎপন্ন হইয়াছে। 'প্রজাপতি' কাহাকে বলে? পরমাত্মা হইতে আবির্ভূত, পরমাত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্টি হিরণ্যগর্ভই প্রজাপতি। প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মার প্রথমপুত্র। মাতা-পিতার সংযোগ না হইলে, পুত্রোৎপত্তি হয় না, অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, প্রজাপতির মাতা-পিতা কে? অথর্ব্ববেদ বলিয়াছেন, অখিল জগতের অধিষ্ঠান পরব্রহ্ম প্রজাপতির পিতা, এবং চিৎপ্রতিবিম্বিতা মূল প্রকৃতি মাতা।* চিৎপ্রতিবিম্বিতা মূলপ্রকৃতি কি, পরমাত্মা হইতে ভিন্না? বেদের উত্তর না, প্রকৃতি পরমাত্মা হইতে বস্তুতঃ ভিন্না নহেন। মাতা কদাচ পিতা হইতে ভিন্ন হইয়া অবস্থান করেন না, লৌকিক দৃষ্টিতে মাতা-পিতার ভেদ উপলব্ধ হইলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে মা যে, বাপের পার্শ্বে নিত্য বিরাজমানা, মা ও বাপ যে, অভিন্ন, তাহা প্রতিপন্ন হয়। "অদিতিই স্বর্গ, অদিতিই অন্তরিক্ষ, অদিতিই মাতা, অদিতিই পিতা, আবার অদিতিই পুত্র"। 'অদিতি' শব্দের 'অখণ্ডনীয়া', ইহাই অর্থ। কার্য্য যে, কারণ হইতে ভিন্ন নহে, এতদ্দ্বারা তাহা সূচিত হইয়াছে।

সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব, এবং বেদের হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি যে, এক পদার্থ, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে (২১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যজ্ঞই বিশ্বসর্জ্জনের উপায়, এইজন্য প্রজাপতি যজ্ঞের সৃষ্টি করেন। প্রজাপতি যজ্ঞ সৃষ্টি করিলে, বিশ্বস্রষ্টা দেবগণ বিশ্বের সর্জ্জনার্থ সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। 'প্রজাপতি যজ্ঞের সৃষ্টি করেন, এবং বিশ্বস্রষ্টা দেবগণ সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন", এই কথার অভিপ্রায় কি?

বায়ুর ক্রিয়াশক্তি যে, 'যজ্ঞ' শব্দের একটী অর্থ, পূর্ব্বে তাহা বিদিত হইয়াছি। শ্রুতি পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, এইস্থলে সূত্রাত্মাই (যিনি বিশ্বজগৎকে ধরিয়া রাখেন, যিনি বিশ্ব জগতের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি, তিনিই সূত্রাত্মা) 'বায়ু' শব্দদ্বারা লক্ষিত হইয়াছেন। 'প্রজাপতি যজ্ঞ সৃষ্টি করিলেন', এতদ্বাক্যের তাহা হইলে, অভিপ্রায় হইতেছে, প্রজাপতির ক্রিয়াশক্তির ব্যক্তাবস্থাতে আগমন করিল, শান্তাবস্থা (Potential state) ত্যাগপূর্ব্বক ক্রিয়মাণ অবস্থা (Kinetic State) প্রাপ্ত হইল। প্রজাপতির প্রাণভূত দেবগণকে বিশ্বসৃক্ বলা হইয়াছে। 'প্রজাপতির প্রাণভূত—প্রাণস্বরূপ দেবগণ', এই কথার অর্থ হইতেছে, প্রজাপতি হইতে বহির্গত রশ্মি বা শক্তিসমূহ। ঋগ্বেদ ইহাদিগকে প্রজাপতির ময়ূখ—রশ্মিভূতই বলিয়াছেন ("ইমে ময়ূখাউপসেদু।"—ঋগ্বেদ)। যাহা বিশ্বাকারে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হয়, যাহা বিশ্বের কারণ, তাহাই বিশ্বের স্রষ্টা। প্রজাপতির রশ্মি বা শক্তিসমূহই বিশ্বাকার

* "স বেদ পুত্রঃ পিতরং স মাতরং স সুনুর্ভুবৎ স ভুবৎ পুনর্ম্মঘঃ।।" —অথর্ব্ববেদ।
"তস্য পিতা সকলজগদধিষ্টানং পরব্রহ্ম। মাতা চিৎপ্রতিবিম্বিতা মূলপ্রকৃতিঃ।।"
—অথর্ব্ববেদসংহিতাভাষ্য।

ধারণ করেন, অতএব প্রজাপতির প্রাণভূত রশ্মি বা শক্তিসমূহকে 'বিশ্বসৃক্' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে. প্রজাপতির প্রাণভূত রশ্মিসমূহের গতিপ্রবৃত্তিই বা ক্রিয়াব্যাপ্তিই—গতিসন্তানই উহাঁদের যজ্ঞের অনুষ্ঠান। যজ্ঞ করিতে হইলে, প্রমা (প্রমাণ—ইয়ত্তা), প্রতিমা (দেবতা, যদুদ্দেশ্যে হবি— প্রভৃতি প্রদত্ত হয়), নিদান (আদিকারণ—অপ্রবৃত্তের প্রবর্ত্তক ফল), আজ্য, (ঘৃত), পরিধি, ছন্দঃ (ছন্দঃ ব্যতিরেকে যজ্ঞ হয় না, ক্রিয়ামাত্রের তাল আছে, "All motion is rhythmical" এই কথা স্মরণ করিবেন), এবং প্রউগ, উকথ্‌এই সকল উপকরণের প্রয়োজন, এই সকল উপকরণ ব্যতিরেকে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় না। জগৎ যখন উৎপন্ন—অভিব্যক্ত হয় নাই, তখন জগতের অন্তঃপাতী যজ্ঞের উপকরণভূত পদার্থসমূহ কিরূপে পাওয়া সম্ভব? অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, জগতের সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রজপতির প্রাণভূত বিশ্বসৃক্ দেবগণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা প্রমাদি যজ্ঞীয় উপকরণসমূহ কোথায় পাইয়াছিলেন, তখন কাহারা তাঁহাদের যজ্ঞের উপকরণস্থানীয় হইয়াছিল?*

ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, যষ্টব্য প্রজাপতির মুখ হইতে গায়ত্রীছন্দের সহিত প্রথমতঃ অগ্নিদেবতার আবির্ভাব হয়। তৈত্তিরীয়সংহিতা বা কৃষ্ণজুর্ব্বেদেও উক্ত হইয়াছে, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার মুখ হইতে অগ্নিদেবতা ও গায়ত্রীছন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। গায়ত্রীছন্দের সহিত অগ্নিদেবতার আবির্ভাবের পর উষ্ণিক্‌ছন্দের সহিত সবিতাদেবতা সম্ভূত হয়েন। তৎপরে অনুষ্টুপ্‌ছন্দের সহিত সোমের, এবং বৃহতীছন্দের সহিত বৃহস্পতিদেবতার আবির্ভাব হয়। ইতঃপর প্রজাপতির সকাশ হইতে বিরাট্‌ছন্দের সহিত 'মিত্রা বরুণ'-দেবতার, তদন্তর ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের সহিত ইন্দ্রদেবতার, তৎপরে জগতীছন্দের সহিত বিশ্বেদেবতাগণের বিকাশ হইয়া থাকে। অগ্ন্যাদি সপ্তদেবতার সহিত গায়ত্র্যাদি সপ্তচ্ছন্দের উৎপত্তি প্রাজাপত্য যজ্ঞ। অগ্নি, সূর্য্য সোম, বৃহস্পতি, মিত্রাবরুণ, ইন্দ্র ও বিশ্বদেবগণ, ইহাঁদের সহিত গায়ত্র্যাদি ছন্দঃসমূহের যোগে ঋষি-মনুষ্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে।* যজুর্ব্বেদ (কৃষ্ণ বা শুক্ল) পাঠ করিলে, পাঠক জানিতে পারিবেন, বিশ্বজগৎ অগ্ন্যাদি দেবতা ও গায়ত্র্যাদি ছন্দ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। 'বিশ্বজগৎ ছন্দের পরিণাম', এই গম্ভীরার্থক

* "কাসীৎ প্রমাৎ প্রতিমা কিং নিদানমাজ্যং কিমাসীৎ পরিধিঃ ক আসীৎ। ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং কিমুকথং যদ্দেবাদেবমযজন্ত বিশ্বে।।" —ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১৩০।৩।

* "অগ্নের্গায়ত্র্যভবৎ সযুখোষ্ণিহয়াসবিতা সংবভুব।
অনুষ্টুভা সোম উক্‌থে মহস্বান্ বৃহস্পতের্বৃহতীবাচমাবৎ।।"
"বিরাম্মিত্রাবরুণয়োরভিশ্রীরিন্দ্রস্য ত্রিষ্টুবিহভাগো অহ্ন।
বিশ্বান্ দেবাঞ্জগত্যা বিবেশ তেন চাক্‌প্রঋষয়ো মনুষ্যাঃ।।"
—অথর্ব্ববেদসংহিতাভাষ্য।

বেদোপদেশের মর্ম্ম যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা, বর্ত্তমানকালে অসম্ভব বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না। ক্রমবিকাশবাদের প্রতিষ্ঠাপক পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসারের "গতি (Motion) এবং ভূত ও ভৌতিক পদার্থসমূহের অবিরাম বিভাগ ও সংপ্রবিভাগ (Distribution and Redistribution) হইতে বিবিধ বিচিত্র জগতের পরিণাম হইয়াছে ও হইতেছে", যাঁহারা এই সকল কথার অর্থ নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়াছেন, গণিত, ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, শারীরবিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, বাগ্‌বিজ্ঞান, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিজ্ঞানের সহিত যাঁহাদের বিশেষ পরিচয় আছে, অপিচ যাঁহাদের হৃদয়ে স্বভাবতঃ বেদের প্রতি ভক্তি আছে, যাঁহারা সত্যের রূপ দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল, যাঁহারা যথাশাস্ত্র যোগাভ্যাস করিয়া থাকেন, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারাই বেদোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্বের মূল্য কত, তাহা কিয়দংশে বুঝিতে পারিবেন। ভৌতিক জগতে আমরা যে সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দেখিতে পাই, রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহারা কতিপয় অমিশ্র ভূতের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। একটি ভৌতিক বস্তুর অপর একটি ভৌতিক বস্তু হইতে রাসায়নিক ও ভৌতিক ধর্ম্মগত ভেদের কারণ কি, তাহা জানিতে যাইলে, বুঝিতে পারা যায়, উহাদের ঘটকাবয়বসমূহের সংখ্যা, জাতি ও সন্নিবেশগত ভেদই উহাদিগকে পরস্পর ভিন্ন-ধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া থাকে। মেন্দেলীফ্ লোথার মেয়ার প্রভৃতি আধুনিক রসায়নতন্ত্রনিপুণ পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন, কাল এবং পারমাণবিক গুরুত্বভেদই ভূত ও ভৌতিকপদার্থসমূহের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মগত ভেদের কারণ। ভগবান পতঞ্জলিদেবের 'ক্রমের অন্যত্বই পরিণামের অন্যত্বের কারণ', এই স্বল্পাক্ষর উপদেশ হইতে, আমাদের বিশ্বাস, 'দ্রব্যসমূহের ধর্ম্মগতভেদের কারণ কি', এই প্রশ্নের সুন্দর সমাধান হইয়া থাকে। ক্রমের অন্যত্বের ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার, এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ই কারণ। পরমাণু সকল কল্পনাতীত সূক্ষ্ম হইলেও, ইহাদের প্রত্যেকের কিয়ৎপরিমাণ ভার আছে; এই ভারকেই পারমাণবিক গুরুত্ব (Atomic Weight) বলা হয়। প্রত্যেক ভূত বা অমিশ্রপদার্থের (Elements) যে অংশ বা মাত্রা (Quantity) অপরের সহিত রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত হইয়া, সাংযৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে, রাসায়নিক পণ্ডিতেরা তাহাকেই ভূত বা অমিশ্র পদার্থসকলের রাসায়নিক সংযোগের একক অংশ—পরিমাণ (Unit quantity of chemical combination of each element) বলিয়া থাকেন। রাসয়নশাস্ত্রে উক্ত সাংযৌগিক একক অংশই (Combining proportion) 'পরমাণু' (Atom), এই নামে লক্ষিত হইয়াছে। পারমাণবিক গুরুত্বের সংখ্যার অনুপাত (Proportion) অনুসারে ভূত বা রূঢ়পদার্থ সকলের পরস্পর রাসায়নিক সংযোগ হয়, এইজন্য উক্ত সংখ্যাকে উহাদের

সাংযৌগিক সংখ্যা বা সাংযৌগিক গুরুত্ব (Combining number or weight) বলা হইয়া থাকে। পারমাণবিক গুরুত্বের যে কোন গুণিতক (Multiple) দ্বারা রাসায়নিক সম্মিলন সংঘটিত হইতে পারে, অপিচ গুণিতকভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাংযৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হইতে থাকে। বস্তুর ক্ষুদ্রতম বা অবিভাজ্য অংশকে 'পরমাণু', এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয়, অবিভাজ্য অংশের ভগ্নাংশ হইতে পারে না, অতএব যখনই দুইটী রূঢ়পদার্থের রাসায়নিক সম্মিলন উপস্থিত হয়, তখনই যে, তাহাদের একের পরমাণু অপরের এক, দুই বা ততোহধিক পরমাণুর সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে, তাহা সুখবোধ্য। 'পারমাণবিক গুরুত্বের সংখ্যার অনুপাত অনুসারে রাসায়নিক সংযোগ হয়', রসায়নশাস্ত্রোক্ত রাসায়নিক সংযোগের এই নিয়মের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, হৃদয়ঙ্গম হয়, বিশ্বজগৎ ছন্দের পরিণাম, ছন্দের ভেদই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত যৌগিক পদার্থোৎপত্তির হেতু", এই শাস্ত্রোপদেশই উক্ত নিয়মের আবিষ্কারপ্রসূতি। আমরা গ্রন্থান্তরে যথাজ্ঞান ছন্দঃসম্বন্ধে কিছু বলিব। রূঢ়পদার্থ সমূহের ধর্ম্মগত ভেদ যে, উহাদের পারমাণবিক গুরুত্বের ভেদের মাত্রানুসারে হইয়া থাকে, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য, 'মেন্দেলীফ', (১) লিথিয়ম্; (২) গ্লুসিয়ম্ বা বেরিলিয়ম্; (৩) বোরণ; (৪) কার্ব্বন্; (৫) নাইট্রোজেন্; (৬) অক্সিজেন্; (৭) ফ্লোরিন্; (৮) সোডিয়ম্; (৯) ম্যাগ্নেশিয়ম্; (১০) য়্যালুমিনম্; (১১) শিলিকিন্; (১২) ফস্ফরাস্; (১৩) সল্ফার; এবং (১৪) ক্লোরিন্; এই চতুর্দ্দশটী রূঢ় পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্বের হ্রাস-বৃদ্ধিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মেন্দেলীফ্ অপিচ বলিয়াছেন, প্রত্যেক সপ্তম রূঢ়পদার্থের সহিত প্রায়ই প্রথমের অনেকাংশে ধর্ম্মগত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। লিথিয়মের সহিত সোডিয়মের, বেরিলিয়মের সহিত ম্যাগনেশিয়মের বোরনের সহিত য়্যালুমিনিয়মের, কার্ব্বনের সহিত শিলিকনের, নাইট্রোজেনের সহিত ফসফরাসের, অকসিজেনের সহিত সল্ফারের, এবং ফ্লোরিনের সহিত ক্লোরিনের ধর্ম্মগত সাদৃশ্য আছে। প্রত্যেক সপ্তমের সহিত প্রথমের ধর্ম্মগত সাদৃশ্য থাকিবার কারণ কি, তাহা অদ্যাপি জানা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, সপ্তচ্ছন্দের তত্ত্ব যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইলে, আমাদের বিশ্বাস, মেন্দেলীফ্ রসায়নশাস্ত্রের সমধিক উন্নতিবিধান করিতে পারগ হইবেন। পিঙ্গলাচার্য্যের ছন্দঃসূত্র পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, গায়ত্র্যাদি সপ্তচ্ছন্দের প্রত্যেকের আর্ষাদি অষ্ট প্রকার ভেদ, অপিচ সপ্তচ্ছন্দের মধ্যে প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সংখ্যাগত বিশেষ সম্বন্ধে আছে। দৈবীগায়ত্রীর অক্ষরসংখ্যা ১. উষ্ণিকের ২. অনুষ্টুভের ৩. বৃহতীর ৪. পংক্তির ৫. ত্রিষ্টুভের ৬. এবং জগতীর ৭। দৈবী-গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ সমূহের যেমন ক্রমশঃ এক এক করিয়া অক্ষরের বৃদ্ধি হয়, আসুরী গায়ত্র্যাদি ছন্দের সেইরূপ এক এক করিয়া ক্রমশঃ

হ্রাস হইয়া থাকে। আসুরী গায়ত্রীর অক্ষরসংখ্যা ১৫. কিন্তু আসুরী জগতীর অক্ষর সংখ্যা ৯। ইহার কারণ কি, তাহা চিন্তনীয়।

ছন্দঃ বেদের ষড়ঙ্গের মধ্যে একটী অঙ্গ, ছন্দঃ বেদের পাদস্বরূপ ("ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য।" পাণিনীয় শিক্ষা)। যদ্দ্বারা গমন করা যায়; যাহা গমনক্রিয়া-নিষ্পত্তির যন্ত্র বা করণ, তাহা পাদ। সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, ত্রিলোক্যাত্মক—বিশ্বময় রথে সম্বৎসরাত্মক (দ্বাদশমাসাত্মক) চক্র ও গায়ত্র্যাদি সপ্তচ্ছন্দোরূপ অশ্ব সংযোজিত করিয়া, অনিরুদ্ধ বা সবিতা নিত্য পর্য্যটন করেন ("রথে বিশ্বময়ে চক্রং কৃত্বা সম্বৎসরাত্মকম্। ছন্দাংস্যশ্বাঃ সপ্তযুক্তাঃ পর্য্যটন্ত্যেষ সর্ব্বদা।।" —সূর্য্যসিদ্ধান্ত।) ছন্দকে যে জন্য বেদের পাদস্বরূপ বলা হইয়াছে, ইহা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ছন্দের জ্ঞান ব্যতিরেকে বেদের জ্ঞান হইতেপারে না, ছন্দের জ্ঞান ব্যতিরেকে জগতের বা গতির জ্ঞান হওয়া, অসম্ভব। সিত, সারঙ্গাদি সপ্তবর্ণ, ষড়্জাদি সপ্তস্বর, সপ্তব্যাহৃতি, এই সকলই গায়ত্র্যাদি সপ্তচ্ছন্দের কার্য্য, সপ্তচ্ছন্দের জন্য ইহাদের সপ্তবিধ ভেদ হইয়াছে. সপ্ত শারীরধাতুও যে, সপ্তচ্ছন্দেরই ভেদবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য! পিঙ্গলাচার্য্য ষড়্জ ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, বৈবত ও নিষাদ এই সপ্তস্বরকে সপ্তচ্ছন্দেরই রূপ বলিয়াছেন ("স্বরাঃ ষড়্জাদয়ঃ।" —ছন্দঃসূত্র) যাঁহারা শিক্ষা, ব্যাকরণ (অবশ্য পাণিনি) ও প্রাতিশাখ্য অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত, এই ত্রিবিধ স্বরের তত্ত্ব বিদিত আছেন, সন্দেহ নাই। গান্ধর্ববেদে যে ষড়্জাদি সপ্তস্বরের উপদেশ আছে, তাহারাই বেদোক্ত উদাত্তাদি তিনটী স্বরের রূপ। নিষাদ ও গান্ধার উদাত্ত, ঋষভ ও ধৈবত অনুদাত্ত এবং ষড়্জ মধ্যম ও পঞ্চম স্বরিত ("গান্ধর্ববেদে যে প্রোক্তাঃ সপ্ত ষড়্জাদয়ঃ স্বরাঃ। ত এব বেদে বিজ্ঞেয়াস্ত্রয় উচ্চাদয়ঃ স্বরাঃ।।"—যাজ্ঞবল্ক্যকৃত শিক্ষা)। উদাত্ত গায়ত্র, অনুদাত্ত ত্রৈষ্টুভ এবং স্বরিত জাগত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদও যে ছন্দোভেদনিবন্ধন হইয়া থাকে, বেদ ও বেদাঙ্গ পাঠ করিলে, তাহা অবগত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ কেবল মনুষ্যের মধ্যে নহে, দেব তির্য্যক্, উদ্ভিদ্, এককথায় সৃষ্টপদার্থ-মাত্রের মধ্যে বিদ্যমান আছে। সপ্তচ্ছন্দঃ, সপ্ত স্বর, সপ্ত বর্ণ সপ্ত লোক, সপ্ত ধাতু, এ সকলই সপ্ত, বিশ্বজগৎ যেন সপ্ত সংখ্যার অঙ্গপাশ। কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃ বিশ্বজগতের প্রত্যেক পদার্থের সামান্যতঃ সপ্তবিধ ভেদ হইয়াছে, সত্যানুসন্ধিৎসুর তাহা জানিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। শাস্ত্রের সকল কথাই কল্পনামূলক, যাঁহার এইরূপ মতাবলম্বী, যাঁহারা বিজ্ঞান-ভিন্ন অন্য কাহাকেও আদর করা, অসভ্যোচিত কর্ম্ম মনে করেন, তাঁহাদিগকে সপ্ত সংখ্যার তত্ত্ব জানিতে হইবে। অকসিজেন্ হইতে উৎপন্ন বিবিধ সাংযৌগিক পদার্থে (Various oxides) অকসিজেনের সাংযৌগিক মাত্রার অনুপাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, জানিতে পারা

যায়, ১ : ২ : ৩ : ৪ : ৫ : ৬ : ও ৭, অকসিজেনের সাংযৌগিক মাত্রার অনুপাত এইরূপ। তা'ই বলিতেছি, বিজ্ঞান পূজকদিগকেও সপ্ত সংখ্যার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে। সাংখ্যদর্শন মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই সপ্তসংখ্যক তত্ত্বকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলিয়াছেন। ঋগ্বেদ সংহিতাও যে, এই সপ্ত তত্ত্বকেই বিশ্বপ্রপঞ্চের বীজ বা কারণভূত বলিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা ত্বক্, চক্ষুঃ, শ্রবণ, রসন, ঘ্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি, এই সপ্ত ঋষি, ইন্দ্রিয় বা প্রাণের গণনা করিয়াছেন ("সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে সপ্ত রক্ষন্তি সদমপ্রমাদম্।"—শুক্লযজুর্ব্বেদ)। গ্রহ (Planets) কত সংখ্যক? এই প্রশ্নের শাস্ত্রীয় উত্তর, গ্রহ সপ্ত। রাহু ও কেতু বস্তুতঃ গ্রহ নহে।* অগ্ন্যাদি সপ্ত দেবতা ও গায়ত্র্যাদি ছন্দানুসারেই গ্রহগণকে সপ্তসংখ্যায় বিভক্ত করা হইয়াছে। সুশ্রুতসংহিতা ত্বক্, কলা আশয় ও ধাতুকে সপ্ত, সপ্ত সংখ্যায় বিভক্ত করিয়াছেন। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই সাতটী শারীর ধাতু। আমরা এই জন্যই বলিতেছি, সপ্ত সংখ্যার তত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্তব্য, তা'ই আমাদের ধারণা, বেদোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব অতীব সারগর্ভ।

বেদোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্বের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করা যে, কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার, বেদকে যাঁহারা মনুষ্যজাতির অর্দ্ধসভ্যাবস্থায় বিকাশ-প্রাপ্ত পদার্থ বলিয়া উপেক্ষা করেন, তাঁহারা যে, কিরূপ মানবীয় প্রতিভাবিশিষ্ট, ধীমান্ পাঠকগণ তাহা চিন্তা করিবেন।

ভৌতিকরাজ্য যে, ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের পরিণাম, ছন্দের ভেদ হইতেই যে, ভৌতিক পদার্থসমূহের ধর্ম্মগত ভেদ হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া, বেদ উদ্ভিদ্, দেব তির্য্যক্, মনুষ্যাদি জীবসমূহের, ভেদও যে, ছন্দের ভেদ হইতে হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, পঞ্চভূতের কোন্ কোন্ ছন্দে যে, চেতন ও অচেতন বা ভোক্তৃ ও ভোগ্য পদার্থজাতের জাতিভেদ হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়াছেন। কেবল তাহা নহে, জীবজগতের অস্থি, মাংস, শিরা, ধমনী, স্নায়ু, পেশী, যকৃৎ ফুস্ফুস্ প্রভৃতি শারীরবিধান বা যন্ত্রসমূহও যে, ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের পরিণাম, বেদ পাঠ করিলে, তাহা বিদিত হওয়া যায়। জীবজাতির মধ্যে কোন্ জীবজাতির কোন্ জীবজাতির সহিত আকারাদি ধর্ম্মসম্বন্ধে অল্প-বিস্তর সাদৃশ্য আছে, আধুনিক ক্রমবিকাশবাদিগণই যে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, তাহা নহে; বেদ পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ইত্যাদিও পঞ্চভূতের ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ হইতে উৎপন্ন

---

* "ভগবান পরাশর রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি, এই সাতটিকে প্রকাশগ্রহ বলিয়াছেন।

হইয়াছে, অপিচ ছন্দের সাদৃশ্যই উহাদের আকারাদি ধর্ম্ম ও ক্রিয়াগত সাদৃশ্যের কারণ। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ রসায়নতন্ত্র, ভূততন্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের যথাশক্তি উন্নতি করিয়াছেন ও করিতেছেন, আধুনিক প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকদিগের সমীপে আমরা এইজন্য অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ হইয়াছি, আমরা ইহাঁদিগকে, মনুষ্যজন্মের অনেকতঃ কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন বলিয়া, শতসহস্রবার ধন্য ধন্য বলিতে প্রস্তুত, কিন্তু তথাপি ইহাও অবশ্য বলিব যে, ইহাঁরা অদ্যাপি বেদের প্রকৃত রূপ দেখিতে পান নাই, বেদসমুদ্রোত্থিত বিজ্ঞানামৃত পানপূর্ব্বক ঋষিরা অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অণিমাদি অষ্ট বিভূতি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন, ইহলোক ও পরলোক, এই উভয় লোকই করস্থিত ফলবৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ আজিও সে বিজ্ঞানামৃত পান করিতে পারগ হয়েন নাই। অনেকে বলেন, বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, বহু সূক্ষ্মতত্ত্বের সধূমিক (ধোঁয়া ধোঁয়া) রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যথারীতি বিজ্ঞানের অনুশীলন না করিয়া, এই সকল সূক্ষ্মতত্ত্বের সংবাদ মানা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই, প্রাচীনদিগের কল্পনাশক্তি যে, বিজ্ঞানের কাছাকাছি পঁহুছিয়াছিল, ইহা বিস্ময়াবহ বটে। যাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমরা বলি, তাঁহারা তথাপি বেদের কল্পনার সীমা কত, তাহা আজিও সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই, জানিলে, তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া থাকিতেন। বেদ বলিয়াছেন, দেবতা, ছন্দঃ, মন্ত্র ও ঋষিতত্ত্ব সম্যগরূপে অবগত হইয়া, যিনি বেদের উপদেশানুসারে সাধনা করিবেন, যাঁহার মন্ত্রে সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, তিনি ভূত ও ভৌতিক পদার্থের উপরি আধিপত্য করিতে পারগ হইবেন, প্রকৃতি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবেন। বেদের উপদেশ আমরা যে ভাবে শ্রবণ করি, বেদভক্ত ঋষিরা সে ভাবে শ্রবণ করিতেন না, বেদকে তাঁহারা সত্যময় বলিয়াই জানিতেন, এবং বেদের কথায় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক যথারীতি সাধনা করিয়া, তাঁহারা মর্ত্ত্যধামে থাকিয়াই, দেবতাগণের ন্যায় অঘটন-ঘটনপটীয়সী শক্তিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন, বিশ্বাস করিবার প্রতিভা না থাকিলে, এই সকল কথা যে, উন্মত্তের প্রলাপবোধে অনাদৃত হইবে, তাহা স্থির। অলৌকিক পদার্থে বিশ্বাস স্থাপন করিবার সামর্থ্যও ছন্দের বেদে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনঃ যে ছন্দে গঠিত হইলে, সূক্ষ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার স্বভাবতঃ (স্বচ্ছন্দতঃ) উদয় হয়, আপ্তোপদেশকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া আদর করিতে হয়, যাঁহার মনঃ সেই ছন্দে গঠিত হয় নাই। তাঁহার কখন সূক্ষ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার উদয় হয় না, আপ্তোপদেশকে তিনি কখন শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। কোন ছন্দে কোন্ পদার্থ সৃষ্টি হইয়াছে, কোন্ সৃষ্টপদার্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে, যাঁহাদের এই সকল বিষয় জানিবার যোগ্যতানুসারে, অর্থাৎ স্বভাবের প্রেরণায়

ইচ্ছা হইবে, আমরা তাঁহাদিগকে তৈত্তিরীয় সংহিতা বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ, ঋগ্বেদসংহিতা, শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা, অথর্ব্ববেদসংহিতা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, গোপথ ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ, দৈবত ব্রাহ্মণ, ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ, শিক্ষাদি বেদাঙ্গসমূহ, বেদজ্ঞ গুরুর যথাবিধি সেবাপূর্ব্বক* এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দিতেছি।

বিশ্বদেবগণ যজ্ঞদ্বারা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, যজ্ঞই বিশ্বজগতের বিকাশের উপায়, এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিবার একটু চেষ্টা করা হইল।

পুরুষসূক্তে উক্ত হইয়াছে, আদিপুরুষ হইতে বিরাট্ বা ব্রহ্মাণ্ডদেহ উৎপন্ন হইল, এই ব্রহ্মাণ্ডদেহোপরি উহাকেই (বিরাট বা ব্রহ্মাণ্ডদেহকে) অধিকরণ করিয়া, তদ্দেহাভিমানী কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন, এই পুরুষ আবির্ভূত হইয়া, দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্য, এই ত্রিবিধ জীবভাব প্রাপ্ত হইলেন; জীবভাব প্রাপ্ত হইবার পর, তিনি ভূমি সৃষ্টি করিলেন, এবং তৎপরে সপ্তধাতুদ্বারা জীবদিগের শরীর নির্ম্মাণ করিলেন।† পশু-পক্ষী হইতে কৃমি-কীট পর্য্যন্ত জীবগণকে তির্য্যক্জাতি বলে। ইহারা তমোগুণপ্রধানা প্রকৃতির কার্য্য, সুতরাং তামস; ইহারা আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন, এই চারিটী ছাড়া আর কিছু জানে না, মনুষ্যজাতি সাধারণতঃ রজঃপ্রধানা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অতএব মনুষ্যগণ কিঞ্চিৎ জ্ঞান ও ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যজাতি তির্য্যক্জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। দেবজাতি সত্ত্বগুণপ্রধানা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়েন। ব্রহ্মা এই ত্রিবিধজাতির জীবগণই তাহাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করিলেন, বুঝিতে হইবে। "দেব তির্য্যক্ ও মনুষ্য, এই ত্রিবিধ জীবভাব প্রাপ্ত হইবার পর, তিনি ভূমি সৃষ্টি করিলেন," এই কথার অর্থ কি? 'ভূমি' শব্দটী এ স্থলে শরীরের উপাদান, এই অর্থের যাচক। 'ভূমি বা শরীরের উপাদান সৃষ্টি করিবার পর বিধাতা জীবসমূহের পুর (শরীর) নির্ম্মাণ করিলেন,' এতদ্বাক্যে ব্যবহৃত 'পুর'-শব্দ, সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন, সপ্তধাতুদ্বারা নির্ম্মিত ভোগায়তন দেহের বাচক। পূর্ণ হয়, সপ্তধাতুদ্বারা যাহা, তাহা 'পুর' ("পূর্য্যন্তে সপ্তভির্ধাতুভিরিতি পুরঃ শরীরাণি।"—ঋক্ সংহিতাভাষ্য)। নৃসিংহতাপনী উপনিষদের উত্তরভাগে জীবের উৎপত্তিসম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ আছে, এস্থলে তাহা শ্রবণ করা আবশ্যক। সায়ণ ও মহীধর উদ্ধৃত মন্ত্রটীর

* "বেদজ্ঞ গুরু,' বলিয়া রাখিতেছি, এ দিনে অতি বিরল। যথাবিধি গুরুসেবা না করিলে, বেদের প্রকৃত রূপ দেখিবার শক্তি জন্মে না, একথা মিথ্যা নহে। যাঁহার একতার গুরুত্ব কত, তাহা বোধগম্য হয় না, তিনি বেদাধ্যয়নের অধিকারী নহেন।

† "তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ। —ঋগ্বেদসংহিতা ৮।৯০।৫।

ভাষ্য করিবার সময়ে, নৃসংহিতাপনী উপনিষদের স্মরণ করিয়াছেন। নৃসিংহতাপনী উপনিষৎ বলিয়াছেন, সকল জীবই সকল অবস্থাতে সর্ব্বময়, কারণ, সকল জীব সন্মাত্রকারণে, অপিচ পৃথিব্যাদি জাতিমাত্রে কারণাত্মবৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, সকল জীব সর্ব্বাবস্থাতে যদি সর্ব্বময় না হইত, তাহা হইলে, কোনরূপেই কোন জীবের হিরণ্যগর্ভাদি ভাবপ্রাপ্তি সম্ভবপর হইত না, যেহেতু অসৎ কদাচ সৎ হয় না। কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল, এই ত্রিবিধ শরীর আছে। অবিদ্যা বা প্রকৃতিই কারণ-শরীর। এই কারণ-শরীর কর্ম্মবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গশরীরে পরিণত হয়। লিঙ্গশরীর যখন পরিচ্ছিন্ন স্থূল শরীর গ্রহণ করে, তখন উহার সঙ্কোচপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। জীব সকল অবস্থায় সর্ব্বময় হইলেও, শরীরের অভ্যাসবশতঃ আপনাকে পরিচ্ছিন্ন বা অল্প মনে করে। হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি অপঞ্চীকৃত (সূক্ষ্ম) ভূতসমূহ হইতে ইন্দ্রিয় সকল, ব্রহ্মাণ্ডদেহ, অগ্ন্যাদি দেবতাগণ ও অন্নময়াদি পঞ্চকোশ নির্ম্মাণ-পুরঃসর তাহাতে প্রবেশ করিয়া, অমূঢ় হইয়াও মূঢ়বৎ, অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও, পরিচ্ছিন্নের ন্যায়, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি মনুষ্য, আমি দেবতা, এইরূপ মায়িক ব্যবহার নিষ্পাদন করিয়া,—এবম্প্রকার মিথ্যারূপ পরিচ্ছেদাভিমানদ্বারা বর্ত্তমান থাকেন।* 'জীব' কোন্ পদার্থ, এতদ্দ্বারা তাহা কিয়দংশে হৃদয়ঙ্গম হইবে। নৃসিংহতাপনী উপনিষদের এই উপদেশ শ্রবণানন্তর যে সকল প্রশ্ন হওয়া সম্ভব, আমরা প্রস্তাবান্তরে সেই সকল সম্ভাবিত প্রশ্নের যথাজ্ঞান সমাধানের চেষ্টা করিব।

জীবের জন্ম-সম্বন্ধীয় সাধারণ উপদেশ শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে কোন্ জীবের কিরূপে, কোন্ ক্রমে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিতে হইবে।

বেদ বলিয়াছেন, যজ্ঞপুরুষ দেবগণের মানসযোগে পরিতৃপ্ত হইয়া, সেই সর্ব্বহুৎ যজ্ঞ হইতে প্রথমে ভোগ্যবস্তু সকল উৎপাদন করিলেন, তদনন্তর বায়ব্য—বায়ুদৈবত আরণ্য-পশু সকলের সৃষ্টি করিলেন, তদনন্তর গ্রাম্য-পশু সকল সৃষ্টি করিলেন। ইতঃপর ব্রাহ্মণাদি মনুষ্যগণের সৃষ্টি করিলেন। ব্রাহ্মণাদি মনুষ্যগণের সৃষ্টিতত্ত্বে প্রবৃত্ত হইয়া, বেদ প্রথমতঃ প্রশ্ন করিয়াছেন, দেবগণ সৃষ্টির জন্য মানসযাগ বিস্তারপূর্ব্বক যখন অমোঘ সংকল্পদ্বারা বিরাট্পুরুষের বিরাট্শরীরের উৎপাদন করেন, তখন উহা (বিরাট শরীর) কত প্রকারে কল্পিত হয়? বিরাট্ শরীর কতিবিধ অঙ্গদ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে? কোন্ পদার্থ উক্ত বিরাট্ শরীরের মুখ হইল? কোন্ পদার্থ বাহুযুগল হইল? কোন পদার্থই বা উরুযুগল হইল? এবং কোন্ পদার্থই

* "সর্ব্বং সর্ব্বময়ং সর্ব্বে জীবাঃ সর্ব্বময়াঃ সর্ব্বাবস্থাসু তথাপ্যল্পাঃ স বা এষ ভূতানীন্দ্রিয়াণি বিরাজং দেবতাঃ কোশাংশ্চ সৃষ্ট্বা প্রবিশ্যামূঢ়ো মূঢ় ইব ব্যবহরন্নাস্তে মায়য়ৈব।"
—নৃসিংহতাপনী উপনিষৎ

বা পদযুগল হইল? বেদ স্বয়ংই প্রশ্ন কর্তা, এবং স্বয়ংই উত্তরদাতা। মন্ত্রটীতে সামান্য ও বিশেষ, এই দ্বিবিধরূপে প্রশ্ন করা হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধে 'সামান্যভাবে বিরাট্ শরীর কত প্রকারে কল্পিত হয়', এই একটী প্রশ্ন, শেষার্দ্ধে, কোন্ পদার্থ উক্ত বিরাট্ পুরুষের মুখ হইল? ইত্যাদি চারিটি প্রশ্ন করা হইয়াছে। 'বিরাট পুরুষ' ও 'বিরাট্ শরীর' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কি? সমষ্টি পুরুষ বা সমষ্টি জীব (দেবতা হইতে কৃমি-কীট পর্য্যন্ত সমুদায় জীব) বিরাট্ পুরুষের, এবং সমষ্টি শরীর—দেবশরীর হইতে কৃমি-কীট পর্য্যন্ত সমস্ত জীবশরীর বিরাট্ শরীরের—বৈরাজরূপের বাচক, বুঝিতে হইবে। শরীর ও পুরুষ, সৃষ্টির এই দুইটী অঙ্গ। অতএব বিরাট সৃষ্টিতত্ত্বের উপদেশ করিতে হইলে, বিরাট্ পুরুষের উৎপত্তি—আবির্ভাব, অপিচ বিরাট শরীরের—বৈরাজরূপের উৎপত্তি, এই দ্বিবিধ উৎপত্তির উপদেশ আবশ্যক। পুরুষসূক্তের পঞ্চমমন্ত্রে বিরাট্ পুরুষের আবির্ভাবের উপদেশ আছে। আমরা পূর্ব্বে উক্ত মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীর, এই দ্বিবিধ শরীরের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বিরাট্ শরীরের উৎপত্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে হইলে, এই দ্বিবিধ শরীরেরই উৎপত্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য। বেদ এইজন্য বিরাট্ পুরুষের লিঙ্গ ও স্থূল, এই দ্বিবিধ শরীরেই উৎপত্তিতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন। দেবগণ ব্রাহ্মণকে—ব্রাহ্মণত্বজাতিবিশিষ্ট পুরুষকে বিরাটের মুখরূপে ক্ষত্রিয়কে—ক্ষত্রিয়ত্বজাতিবিশিষ্ট পুরুষকে বাহুযুগলরূপে, বৈশ্যকে উরুযুগলরূপে, এবং শুদ্রকে তাঁহার পাদদ্বয়রূপে কল্পনা করিলেন।* বিরাট্ শরীরের কোন্ পদার্থ মুখ হইল? ইত্যাদি চারিটী প্রশ্নের উত্তর দিবার পর, বেদ বলিয়াছেন, প্রজাপতির মন হইতে চন্দ্রমার, চক্ষু হইতে সূর্য্যের, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নির, প্রাণ হইতে বায়ুর এবং নাভি হইতে অন্তরিক্ষের, মস্তক হইতে দ্যুলোকের, পাদযুগল হইতে ভূমির, শ্রোত্র হইতে দিক্ সকলের উৎপত্তি হইল।† তৈত্তিরীয়সংহিতা বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের সপ্তমকাণ্ডে উক্ত হইযাছে, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া, সৃষ্টিসাধন অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক, স্বকীয় মুখ হইতে সংকল্পদ্বারা প্রথমে দেবতাগণের মধ্যে অগ্নির,

* "যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধাব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূপাদা উচ্যেতে।।
"ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।।"—পুরুষসূক্ত।

† "চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত।।"
"নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাম্ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকা অকল্পয়ন।।"—পুরুষসূক্ত।

তৎপরে ছন্দঃ সকলের মধ্যে গায়ত্রীর, তদনন্তর মনুষ্য সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণের, তৎপরে পশু সকলের মধ্যে অজের সৃষ্টি করিলেন। অগ্ন্যাদি প্রজাপতির মুখ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া, বক্ষ্যমাণ সৃষ্টি হইতে শ্রেষ্ঠ। ইতঃপর বাহুদ্বয় হইতে তিনি ইন্দ্রদেবতার, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের, মনুষ্যের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের, এবং পশুর মধ্যে অবির (মেষের) সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্রাদি বাহুদেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, সমধিক সামর্থ্যবিশিষ্ট। ইহার পর মধ্য বা উদর-প্রদেশ হইতে বিশ্বেদেবগণের,জগতীচ্ছন্দের, বৈশ্যজাতির এবং পশুদিগের মধ্যে গোর সৃষ্টি করিলেন। বিশ্বেদেবগণ, জগতীচ্ছন্দঃ, ইহারা অন্নাধার উদরপ্রদেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, ভোগ্য। বৈশ্যগণ বাণিজ্যদ্বারা ধন-সম্পাদক বলিয়া ভোগ্য, গাভী—ধেনু সকল ক্ষীরাদি সম্পাদনদ্বারা ভোগ্য। ইহার পর; পাদযুগল হইতে অনুষ্টুপ্ ছন্দের, মনুষ্যের মধ্যে শূদ্রের, এবং পশুর মধ্যে অশ্বের সৃষ্টি করিলেন।*

যথোক্ত বেদোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্বের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা, আমাদের পক্ষে (আমাদের বর্ত্তমান প্রতিভানুসারে) অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। দর্শনশাস্ত্রেও সৃষ্টির কথা আছে, কিন্তু তাহা ত এত আলঙ্কারিকভাবদ্বারা আবৃত নহে, তাহাতে ত এইরূপ অবিজ্ঞেয় রূপকাদির আবরণ নাই। চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অচেতন স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, কার্য্যমাত্রেই চেতনকর্ত্তৃক, অতএব বিশ্বকার্য্যের কোন চেতন কর্ত্তা আছেন, ঈশ্বর পরমাণুপুঞ্জদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, অথবা চৈতন্যাধিষ্ঠিতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে বিশ্বজগতের সর্ব্বপ্রকার পরিণাম হইয়া থাকে, এই সকল কথা, কোন রকমে চিন্তার বিষয়ীভূত করা যায়, পূর্ব্ব কর্ম্মসংস্কারকেও না হয়, চিন্তনীয়রূপে গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু এসকল কি কথা? ইহাদের তাৎপর্য্য-পরিগ্রহ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বর্ত্তমান-কালে যাঁহারা বেদের প্রতি একটু শ্রদ্ধাবান প্রাচীনকালের জিনিস বলিয়াই হউক, অথবা আমাদের পূর্ব্বপূরুষদিগের কীর্ত্তি বলিয়াই হউক, যাঁহারা বেদকে আদর করিয়া থাকেন, তাঁহারাও কি, সহজজ্ঞানে অর্থশূন্যরূপে উপলভ্যমান এই সকল বাক্যের অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝাইতে পারেন? বুঝাইতে পারা তো দূরের কথা, আপনারা বুঝিতে পারেন কি না, নিশ্চয়পূর্ব্বক তাহাই বলা যায় না। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, "প্রত্যেক জীব-জাতির শরীর ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব বা দৈব-মাধ্যস্থ্য (Divine interposition) হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে, যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্তের আশ্রয় করেন, তাঁহারা ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থের ভাবনা করেন না, উহাদের

* "প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয়েতি স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত তমগ্নির্দেবতান্বসৃজ্যত গায়ত্রীচ্ছন্দো রথন্তরং সাম ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণামজঃ পশূনাং তস্মাত্তে মুখ্যা মুখতো হ্যসৃজ্যন্তো * * *।"—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদসংহিতা ৭। ১। ১।

যোগ্যতা বা আপ্তির বিচার করিতে বিমুখ, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে যাহা বলেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তবে 'আমরা বিশ্বাস করি' তাঁহাদের এই বিশ্বাস আছে সত্য। যে বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, সে বিষয়ে বিশ্বাসস্থাপন করা, কদাচ সম্ভব নহে; বিশ্বাস বিশ্বস্তপদার্থের অনুভবমূলক, 'বিশেষ, বিশেষ জীবজাতির শরীর দৈব-মাধ্যস্থ্য হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে', এইরূপ বিশ্বাস অনুভবমূলক হওয়া, সম্ভব নহে।" অপিচ—"অসভ্য মানুষেরা মনে করে, প্রত্যেক বিস্ময়াবহ ব্যাপার পৃথক্ পথক্ শরীরি-কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, এবং এইরূপ বিশ্বাস হইতেই বহুদেবতাবাদ জন্মলাভ করিয়াছে। প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, এইরূপ ধারণা যে, মনুষ্যজাতিমাত্রের অসভ্যাবস্থায় বিদ্যমান থাকে, অনুসন্ধান করিলে, তাহা জানিতে পারা যায়।"*

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে যে, কোনই সার নাই, তাহা কে বলিবে? অসভ্যাবস্থাতে মানুষ যে, বিস্ময়াবহ ঘটনামাত্রেই দৈব-মাধ্যস্থ্য বা ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বকেই কারণ বলিয়া স্থির করে, তাহা কি মিথ্যা?

মিথ্যা নহে বটে, তবে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, অসভ্যাবস্থাতে মানুষ যে, বিস্ময়াবহ ঘটনামাত্রের দৈব-মাধ্যস্থ্যকেই কারণ বলিয়া স্থির করে, তাহার কারণ কি? কার্য্য-কারণজ্ঞানের অপূর্ণতাই তাহার কারণ, অসভ্য লোকদিগের কার্য্য-কারণ জ্ঞান নিতান্ত অপরিপুষ্ট, তাহারা সূক্ষ্মদর্শী নহে, তাহাদের ভূয়োদর্শন নাই, সুতরাং তাহাদের ব্যাপ্তিজ্ঞান অত্যন্ত সংকীর্ণ, এইজন্য যে সকল কার্য্যের কারণ স্পষ্টতঃ দেখিতে পায় না, সেই সকল কার্য্যের তাহারা দেবতা বা সূক্ষ্ম চেতন পুরুষ-বিশেষকেই কারণ বলিয়া নিশ্চয় করে, ইহা ছাড়া এই প্রশ্নের আর কি উত্তর হইতে পারে?

অতঃপর প্রশ্ন হইবে, 'মনুষ্যজাতিমাত্রের অসভ্যাবস্থায়, ঐরূপ বিশ্বাস হইয়া থাকে,' এই বাক্য হইতে 'মনুষ্যজাতির সভ্যাবস্থাতে এতাদৃশ বিশ্বাস থাকে না', এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় কি না? 'যাহা থাকিলে, যাহা হয়, তাহা না থাকিলে, তাহা হয় না', ইহা যদি সত্য হয়, তবে অসভ্যাবস্থা থাকাতে যাহা হয়,অসভ্যাবস্থা না থাকিলে, সভ্যাবস্থার আগমনে, তাহা থাকিবে না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত

---

* "We all know that the savage thinks of each stricking phenomenon, or group of phenomena, as caused by some separate personal agent; that out of this conception there grows up a polytheistic conception, in which these minor personalities are variously generalized into deities presiding over different divisions of nature; and that these are eventually further generalized."

—*Principals of Biology, Vol. I.,p.418.*

হওয়া, ন্যায়সঙ্গত বলিতে হইবে। সভ্যাবস্থাতেও অসভ্যাবস্থার বিশ্বাস একেবারে তিরোহিত হয় না, ইহার কারণ কি? নিতান্ত বর্ব্বরাবস্থার লোকসমূহ হইতে কেপ্লারকে (Kepler) অনেকতঃ সভ্য বলিতে হইবে, নিউটন, য়ুলার, গ্রোভ, কুক্, টেট্, ব্যাল্‌ফোর, ষ্টুয়ার্ট্, ওয়ালেস্, বীল্ প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক কুলতিলকদিগকেও, অসভ্য বলা যাইতে পারে না। কেপলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ চেতন পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্ব মানিয়াছেন। গ্রহগণ স্ব-স্ব কক্ষায় নিয়ামক চেতনপদার্থ সকলদ্বারা ধৃত হইয়া থাকে ("Kepler assumed guiding spirits to keep the planets in their orbits") কেপলারের এই রূপ ধারণা ছিল। পণ্ডিত গ্রোভু বলিয়াছেন, "যতই নিবিষ্টচিত্ত দৃক্‌গোচর পদার্থজাতের তত্ত্বানুসন্ধান করা যায়, ততই আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হয়, কি ভূত, কি ভৌতিকশক্তি, কোন পদার্থকেই যখন সৃষ্টি বা নাশ করা সম্ভব নহে, অপিচ কোন কার্য্যের মূল কারণাবধারণও যখন অসম্ভব, তখন ঈশ্বরেচ্ছাই অখিল কার্য্যের মূলকারণ, সৃষ্টি ঈশ্বরকৃতি, এই কথা বলাই মানবোচিত।" * অধ্যাপক টেট ও ব্যাল্‌ফোর ষ্টুয়ার্ট, তাঁহাদের 'অনসিন্ য়ুনিভার্স' (Unseen Universe) নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, 'ব্যক্ত জগতের পরিণাম চৈতন্যাধিষ্ঠিত অব্যক্তদ্বারা হইয়া থাকে'। ক্রমবিকাশবাদী ওয়ালেস্‌ও ঈশ্বরেচ্ছাকেই মূল শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। রাসায়নিক পণ্ডিত কুকের কথা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, সভ্যাবস্থাতেও অসভ্যাবস্থার বিশ্বাস একেবারে অন্তর্হিত হয় না। কেবল ইহাই নহে, প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলে (অথ হইতে ইতি পর্য্যন্ত পাঠ করা চাই), অবগত হওয়া যায়, একজন সুসভ্য ব্যক্তিরও অসভ্যোচিত বিশ্বাস, বর্ব্বরাবস্থার সংস্কার অবসর পাইলেই, জাগিয়া উঠে। পণ্ডিত হক্‌সলীর ১৬ বৎসর পূর্ব্বে যে বিশ্বাস ছিল, ১৬ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে সংস্কারের প্রেরণায় অচেতন বা জড় প্রোটোপ্লাজম্ হইতে প্রাণের অভিব্যক্তি হওয়া যে, কোনরূপেই সম্ভব নহে, তৎপ্রতিপাদনের জন্য যথাশক্তি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, ১৬ বৎসরের পরে তিনিই আবার 'প্রাণ জড়শক্তিরই পরিণাম, জড়শক্তি ব্যতিরিক্ত শক্ত্যন্তরের অস্তিত্ব সাধনপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না,' মুক্তকণ্ঠে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সারই কি, সভ্যোচিত বিশ্বাসকে অটলভাবে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন? অসভ্যকালের সংস্কার কি, তাঁহার সভ্যতাসংস্কৃত হৃদয়ে মধ্যে মধ্যে জাগিয়া উঠে

---

* "In all phenomena, the more closely they are investigated, the more are we convinced that humanly speaking, neither matter nor force can be created or annihilated, and that an essential cause is unattainable—Causation is the will, Creation the act of God."

—*Correlation of Physical Forces, p. 218.*

না? 'ক্রমবিকাশবাদের বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-প্রতিভাতরূপ জড়বাদাত্মক নহে, আমরা জড়বাদী নহি', পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসারও কি, মধ্যে মধ্যে অতর্কিতভাবে এইরূপ কথা বলিয়া ফেলেন না? অতএব 'প্রত্যেক বিস্ময়াবহ ব্যাপারের দৈব-মাধ্যস্থ্যকে কারণরূপে অবধারণ, ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বে বিশ্বাস স্থাপন, কেবল অসভ্যলোকেরাই করিয়া থাকে,' এই বাক্যকে অব্যভিচারী বলা যাইতে পারে না। অসভ্যাবস্থাতেও যেমন অসভ্যোচিত জ্ঞান, বিশ্বাসের একেবারে তিরোধান হয় না, সেইরূপ রাগ-দ্বেষবিরহিত, সত্যসন্ধ হৃদয় লইয়া, অনুসন্ধান করিলে, প্রতীতি হয়, অসভ্যাবস্থাতেও চরম-সভ্যোচিত জ্ঞান, বিশ্বাস ক্বচিৎ বিদ্যমান থাকে। ক্রমবিকাশবাদী ওয়ালেস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ স্পষ্টস্বরে স্বীকার করিয়াছেন, ধর্ম্ম, নীতি, ও দর্শন-সম্বন্ধীয় যাদৃশ উন্নতি অতিপূর্ব্বে প্রাচ্যদেশে হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান সময়েও, এই সুসভ্যাবস্থাতেও তাদৃশ উন্নতি হয় নাই।* বেদ হইতে প্রাচীনতর গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, মোক্ষমূলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এই কথা বলিয়াছেন। বেদ পাঠ করিলে, প্রতিপন্ন হইবে, বেদে যে সকল উচ্চতম দার্শনিক সিদ্ধান্তবাক্য সন্নিবেশিত আছে, বর্ত্তমান কালের কোন দার্শনিক পণ্ডিত সেই সকল সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণরূপে মর্ম্মগ্রহণেও যোগ্য নহেন। তাহার পর বিজ্ঞানেরও বিমলরূপ বেদেই দেখিতে পাওয়া যায়। তা'ই বলিতেছি, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার যাহা বলিয়াছেন, তাহা অসার না হইলেও, ব্যভিচারদোষ-দূষিত। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, ইহারা মহত্তত্ত্বের কার্য্য বা ধর্ম্ম। মহত্তত্ত্ব নিরতিশয় সত্ত্বগুণ প্রধান প্রকৃতির পরিণাম। মহত্তত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তিদ্বয়ের উপরাগবশতঃ ক্ষুদ্র-ধর্ম্ম, অজ্ঞান বা সংকীর্ণজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য ইত্যাদির কারণ হইয়া থাকে। অতএব সংস্কারের মলিনতাবশতঃ বুদ্ধির মালিন্য হয়, দৃষ্টিশক্তি স্থূলেই নিবদ্ধ থাকে। কার্য্য মাত্রের কারণ আছে, এই বিশ্বাস সহজ। এই সহজ বিশ্বাসের বশে লোকে কার্য্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, কার্য্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে বিবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকে। 'কার্য্যমাত্রের কারণ আছে, এই জ্ঞান সহজ', ক্যান্ট্ প্রভৃতি কতিপয় দার্শনিক, এই কথা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু মিল্, স্পেন্সার

* "Taken in connection with the great intellectual power of the ancient Greeks—which Mr. Galton believes to have been far above that of the average of any modern nation—and the elevation, at once intellectual and moral, displayed in the writtings of Confucius, Zoroaster, and the Vedas, they point to the conclusion that, while in material progress there has been a tolerably steady advance, man's intellectual and moral development reached almost its highest level in a very remote past."—*Natural Selection and Tropical Nature, by A. W. Wallace, pp. 431-2*

বেন্ প্রভৃতি পণ্ডিতবৃন্দ তাহা মানেন নাই। মিল্, স্পেন্সার যাহা মানিতে পারেন নাই, ক্যান্ট, প্রভৃতি তাহা মানিলেন, ইহার কারণ কি? ক্যান্ট্ হইতে ইহাঁরা অধিকতর সভ্য, ইহাঁদের জ্ঞান প্রাগ্ভবীয় সংস্কারবাদী ক্যান্ট্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হইতে অধিকতর পরিপুষ্ট ও ব্যাপকতর, এই জন্য, অথবা ইহার অন্য কোন কারণ আছে? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার বলিয়াছেন, প্রাচীন জ্ঞান, পুরাতন সংস্কার প্রায়ই সত্যভূমিক নহে ("Early ideas are not usually true ideas") অপরিপুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিবিশেষেরই হউক, অথবা জাতিবিশেষেরই হউক, যে সকল সিদ্ধান্ত করে, তাহাদের সহিত সত্যের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না, তদবধারণার্থ উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করা আবশ্যক হয়। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে, কোন নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইত না, জ্ঞানের বৃদ্ধি তাহা হইলে, সম্ভব হইত না। পৌরুষেয় বোধ বা প্রমার (Thoughts) সহিত প্রমেয়, বিষয় বা অর্থের (Things) সম্মেলনই — একীকরণই জ্ঞানের উন্নতি, চিত্তবৃত্তির সহিত অর্থক্রিয়ার সংবাদ (Harmony with things) হইতে প্রামাণ্যের বিনিশ্চয় হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আদ্য পৌরুষেয় বোধ সকলের হয়, সর্ব্বতোভাবে অর্থক্রিয়ার সহিত সঙ্গতি নাই, না হয়, নিতান্ত সামান্যভাবের সঙ্গতি আছে। যাহা বলা হইল, যদি তাহার প্রমাণের আবশ্যক হয়, তবে প্রত্যেক বিজ্ঞানের ইতিহাস তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিবে।* পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার ইতঃপর কতিপয় প্রাচীন জ্ঞান-বিশ্বাসকে দৃষ্টান্তরূপে প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রাচীনদিগের জ্ঞান-বিশ্বাস প্রায়ই অপরিপুষ্ট, প্রায়ই ভ্রমাত্মক বা অর্থক্রিয়ায় বিসংবাদী। প্রাচীনদিগের খগোল-সংস্থান (Structure) বিষয়ক জ্ঞান-ভ্রান্ত, এতৎসম্বন্ধীয় উত্তরকালীন সিদ্ধান্ত সকল ক্রমশঃ সত্যের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। পৃথিবীর আকৃতি-সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের যেরূপ ধারণা ছিল, তাহা ভ্রান্ত, এই ভ্রান্ত ধারণা সভ্যতার প্রথমাবস্থাতেও বিদ্যমান ছিল। প্রাচীনদিগের রূঢ় পদার্থ বা মূলভূত বিষয়ক বিশ্বাস ভ্রম প্রমাদ-পরিকল্পিত, ভৌতিক পদার্থ সকলের রাসায়নিক সংযোগ-বিভাগের তথ্য অতি অল্পদিন হইল, সুন্দররূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছে। যন্ত্রবিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রাকৃতিক

* "Undeveloped intellect, be it that of an individual or that of the race, forms conclusions which require to be revised and revised before they reach a tolerable correspondence with realities. Were it otherwise there would be no discovery, no increase of intelligence. What we call the progress of knowledge, is the bringing of thoughts into harmony with things; and it implies that the first thoughts are either wholly out of harmony with things, or in very incomplete harmony with them. —*Principles of Biology, Vol. I.p.417*

বিজ্ঞানের প্রাচীনদিগ হইতে নবীনেরা যে, প্রকৃষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছেন, তাহা অবিসম্বাদিত। অতএব প্রাচীনদিগের বৈশেষিক সৃষ্টিবাদও ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে, ইহা বলা যায় না কি? যাহাদিগের অপেক্ষাকৃত স্থূলবিষয়ের জ্ঞান এত অপরিপুষ্ট, এইরূপ ভ্রমাত্মক ছিল, তাহারা যে, কোন সূক্ষ্মবিষয় সম্বন্ধে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিল, তাহা কি বিশ্বাস হয়? প্রত্যক্ষ যাহাদের এত সংকীর্ণ, এত ব্যভিচারী, তাহাদের পরোক্ষবিষয়ক জ্ঞানকে, অব্যভিচারী বলা যাইতে পারে?

ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসারের এই সকল বচন হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, ক্যান্ট প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণ যে, সহজ-জ্ঞানের (Innate ideas) অস্তিত্ব বিশ্বাস করিয়াছিলেন, জ্ঞানের অপরিপুষ্টিই তাহার হেতু। ক্যান্ট হইতে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার নবীন, সুতরাং 'প্রাচীনের জ্ঞান-বিশ্বাস ভ্রান্ত', এই ন্যায় অনুসারে ক্যান্টের জ্ঞান-বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলা যাইতে পারে, কিন্তু টেট্, ব্যাল্ফোর ষ্টুয়ার্ট্, কুক্, ওয়ালেস্, বীল্, মার্টি, নিউ, গ্রীন, ইহাঁরা তো প্রাচীন নহেন, ইহাঁরা তো পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসারের করমর্দ্দন করেন, তবে ইহাঁরা কেন চেতনের অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার করিতেছেন? ইহাঁরা কেন ইচ্ছাশক্তিকে সর্ব্বপ্রকার শক্তির মূলরূপে অবধারণ করিতেছেন? 'প্রাচীনের জ্ঞান, বিশ্বাস মাত্রেই ভ্রান্ত', এই কথাই যেন মানিলাম, কিন্তু এই বর্তমান দিনে, বিজ্ঞানের অধ্যয়ন, ও অধ্যাপনাতে নিযুক্ত টেট্ প্রভৃতি নবীন বৈজ্ঞানিকদিগের মস্তিষ্কে অসভ্যোচিত বিশ্বাস স্থান পাইল কেন, ইহার কিরূপে সমাধান করা যাইবে? সভ্যতার বিমলবায়ু সেবন করিতে করিতে, সময়ে সময়ে অসভ্যতার ভ্রান্তি-দুর্গন্ধময় ন্যক্কারজনক বায়ুসেবার ইচ্ছা যে, প্রবল হয়, তাহার কারণ কি? যাহা হউক, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসারের সিদ্ধান্ত সকল যে, অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তিদোষযুক্ত, তাহা বলিতে হইবে। ক্রমবিকাশবাদের সমর্থক পণ্ডিত ওয়ালেস্ বলিয়াছেন, পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই আংশিক সভ্যতা ও বর্ব্বরতা পর্য্যাক্রমে আবর্ত্তন করিতে পারে ("Thus in almost every part of the globe there may have been a long sucesssion of partial civilisations, each in turn succeeded by a period of barbarism * * *"—*Natural Selection and Tropical Nature, p 432)*.। পণ্ডিত ওয়ালেস্ যাহা হওয়া সম্ভব, তাহা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু যাহা হওয়া সম্ভব, তাহা কেন হওয়া সম্ভব, তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা যে, প্রাচীন অবস্থা হইতে অবনত, তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। অভ্যুদয়শীল পাশ্চাত্য কোবিদকুলের প্রসাদ-ভোজনপূর্ব্বক নবীন শিক্ষিতম্মন্য ভারতবর্ষীয়গণ পূর্ব্বপুরুষদিগকে অসভ্য বলিতেছেন, বর্ব্বর বলিতেছেন, তাঁহাদিগ হইতে আপনাদিগকে সমুন্নত মনে করিতেছেন, কিন্তু অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যাদৃশ উন্নতি বিধান

করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের উন্নতম্মন্য ভারতসন্তানগণ অণুবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, অদ্যাবধি তাহার সহস্রাংশের একাংশ উন্নতিও কি করিতে পারিয়াছেন? প্রাচীনদিগের গম্ভীরার্থক, স্বল্পাক্ষর উপদেশ সমূহের অর্থ যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন, বর্ত্তমানকালে উন্নতম্মন্য ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে কয়জন তাদৃশ প্রতিভাশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? তাজমহলের কারুকার্য্যের দোষপ্রদর্শন করিবার লোক অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু উহার একখানি প্রস্তরকে তুলিয়া যথাস্থানে ঠিকভাবে বসাইবার লোক বিরল। যে সকল য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় উন্নতিপক্ষে হিন্দুদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদিগকেও মানিতে হইয়াছে, খৃষ্টাব্দের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ কলির প্রারম্ভে ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক যে সকল গণনা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহাতে ভ্রান্তিমাত্র নাই। বেলী নামক ফ্রান্স্‌দেশীয় একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়াছেন, হিন্দুদিগের যে জ্যোতিষগ্রন্থ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎপাঠে এরূপ প্রতীতি হয় যে, এত প্রাচীনকালেও, হিন্দুরা উক্ত শাস্ত্রের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। কেশিনি, প্লেফেয়ার প্রভৃতি য়ুরোপীয় বিখ্যাত পণ্ডিতেরা এই মতের পোষকতা করিয়াছেন, বলা বাহুল্য, কেহ কেহ ইহার অপলাপও করিয়াছেন। বেন্টলী নামক একজন ইংলণ্ডীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষগ্রন্থসমূহ যে, আধুনিক, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য অবলম্বন করেন নাই, এমন উপায়ই নাই, কিন্তু তিনিও তাঁহার শেষ-রচিত গ্রন্থে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে প্রায় ৩২৯০ বৎসর পূর্ব্বে, যৎকালে গ্রীসরাজ্যে জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনার সূত্রপাত হয় নাই, তখন হিন্দুরা চন্দ্রের সপ্তবিংশতি নক্ষত্রভোগ নিরূপণ করিয়াছিলেন। য়ুরোপে যে বিষয় দুইশত বৎসর মাত্র হইল, পরিজ্ঞাত হইয়াছে, ভারতবর্ষে তাহা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহাঁরা বিদেশীয় হইয়াও সত্যের আবিষ্কারার্থ যাদৃশ শ্রমস্বীকার করিয়াছেন, পিতৃদ্বেষী, স্বদেশের প্রতি মমতাবিহীন, পরপিণ্ডাদ, শিক্ষিতম্মন্য ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে কয়জন সত্যের অনুসন্ধান করিবার জন্য তাদৃশ শ্রমস্বীকার করিতে প্রস্তুত? ভগবান্ গুণানুসারেই সুখ-দুখের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, পাশ্চাত্যদেশ সত্যসন্ধ, জ্ঞানপিপাসু, স্বদেশপ্রিয়তাদি বিবিধগুণবিশিষ্ট, শৌর্য্য বীর্য্য সম্পন্ন, স্বধর্মনিষ্ঠ, সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ ভগবান্ তাই তাঁহাদিগের হস্তে পৃথিবীর শাসনভার সমর্পণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদসংহিতা পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, অত্রিকুলসমুৎপন্ন ঋষিগণ গণিতদ্বারা সূর্য্যগ্রহণবিষয়ক সমীচীন জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।* অতএব ভারতবর্ষে গণিতের সমধিক উন্নতি যে, অতি প্রাচীনকালে

---

* "যং বৈ সূর্য্যং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ
অত্রয়স্তমন্ববিন্দন্নহ্যন্যে অশক্নুবন্।।—ঋগ্বেদসংহিতা ৫।৪০।৯।

হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক পুরাতন জ্যোতিষগ্রন্থ পাঠ করিলে, অব্যক্তগণিত, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতির যে, ভারতবর্ষে স্মরণাতীতকাল হইতে অনুশীলন হইতেছে, তাহা প্রতিপন্ন হয়। 'যাহা প্রাচীন, তাহাই ভ্রান্ত', পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসারের, এই মত যে, সত্যভূমিক নহে, তাহা জানাইবার জন্য দুই এক কথা বলিলাম। ভারতবর্ষে ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতির কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা জানান আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য নহে, অতএব এ বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক আর কোন কথা বলা যায় না।

বেদ হইতে জীবের জন্ম-সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাদের 'তাৎপর্য্য' হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, আত্মা, পরমাত্মা, লিঙ্গদেহ, দেবতা, কর্ম্ম, ছন্দঃ , এই সকল পদার্থের স্বরূপ কি, তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক। পৌরুষের বোধ বা প্রমার সহিত অর্থের সম্মেলন —একীকরণ প্রামাণ্য-বিনিশ্চয়ের উপায় বটে, কিন্তু যে সকল বিষয় স্থূল-প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, তাহাদের জ্ঞান কিরূপে অবধারিত হইবে? স্থূল-প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থ সকলের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করা, যদি সভ্যতার নিয়মবিরুদ্ধ না হয়, উন্নতিপ্রার্থীর যদি তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধান প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে, উহাদের স্বরূপাবধারণের উপায় কি, তাহা জানা আবশ্যক। বিনা পরীক্ষায় কাহাকেও সত্য বা মিথ্যারূপে স্থির করা, প্রেক্ষাবানের কর্ত্তব্য নহে। লিঙ্গশরীর থাকিতে পারে না, দেবতার অস্তিত্ব প্রমাণবিরুদ্ধ, দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন অসভ্যাবস্থার লোকদিগের পক্ষেই সম্ভব, হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কি, যথোচিত পরীক্ষাপূর্ব্বক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন?

আমাদের বিশ্বাস, হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার প্রভৃতি জড়ৈকত্ববাদী পণ্ডিতগণ প্রাগুক্ত আত্মাদি পদার্থসমূহের যথাযথভাবে পরীক্ষা না করিয়াই, 'উহাদের অস্তিত্ব অসম্ভব,' এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন'। অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপনের যোগ্যতাও, পূর্ব্বেই জানাইয়াছি, ছন্দের ভেদে বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রবৃত্তি ইত্যাদি সকলেই প্রতিভানুসারে ভিন্ন-ভিন্ন আকার ধারণ করে। যাহা বিশ্বাস করিবার যোগ্যতা লইয়া, যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই তাহা বিশ্বাস করেন, তদতিরিক্ত পদার্থে বিশ্বাস-স্থাপন, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। পণ্ডিত স্পেনসার বলিয়াছেন, "বিশ্বাস অনুভবমূলক, যাহার অনুভব হয় না, তাহাকে বিশ্বাস করা প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বাস করা নহে।" বিশ্বাস যে, অনুভবমূলক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, অনুভব ব্যতিরেকে যে বিশ্বাস হয়, তাহা যে, বস্তুতঃ বিশ্বাস-পদবাচ্য নহে, তাহা যে, আভাসমান বিশ্বাস, শাস্ত্রও তাহা বলিয়াছেন। তবে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্

স্পেন্‌সার অনুভব বলিতে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, শাস্ত্র ইহার সেইরূপ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন নাই। নৈয়ায়িকগণ বুদ্ধিকে (জ্ঞান—উপলব্ধি) অনুভূতি ও স্মৃতি, এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অনুভূতিকেও আবার প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দজ, এই চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। 'অনুভব' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি হইতে ইহার স্বরূপ সুন্দরভাবে নির্ণীত হইয়া থাকে। 'অনু' পূর্ব্বক 'ভূ' ধাতুর উত্তর 'অপ্‌' প্রত্যয় করিয়া, 'অনুভব' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'ভূ' ধাতু প্রাপ্ত্যর্থকও হইয়া থাকে. এবং প্রাপ্ত্যর্থক ধাতু সকল জ্ঞানার্থকও বটে। 'অনু' উপসর্গ, এস্থলে পশ্চাদর্থবাচী। 'অনুভব', সুতরাং 'পাশ্চাত্য-প্রকাশ', এই অর্থের বাচক। 'পশ্চাৎ', 'অপর' শব্দের উত্তর প্রথমা, পঞ্চমী বা সপ্তম্যর্থে 'আতি' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ('পশ্চাৎ।' পা ৫।৩।৩২।)। 'অপর', 'পর', 'পূর্ব্ব', ইহারা আপেক্ষিক শব্দ। পূর্বের তুলনায় 'অপর' অপর। অতএব 'অনুভব' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, আমরা যাহা অনুভব করি, তাহ বুদ্ধিস্থ বিষয়। তার্কিকগণ ভাষান্তরে এই বুদ্ধিস্থ সংস্কারকেই, চিত্তে এই পূর্ব্বতর অধিষ্ঠানের প্রকাশকেই 'নির্ব্বিকল্পজ্ঞান' বলিয়া থাকেন। ক্যান্ট, ইহাকেই প্রাগ্‌ভবীয় সংস্কার' (An *a priori* element in all knowledge) বলিয়াছেন। কোন দ্রব্যের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে, যেরূপ ক্রিয়া হয়, অধ্যবসায়িনী বুদ্ধি তাহাকে তদ্রূপে নিশ্চয় করে. বুদ্ধিতে তৎকর্ম্মের সংস্কার লগ্ন হইয়া থাকে। উক্ত দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের পুনর্ব্বার সম্বন্ধজনিত ক্রিয়া পূর্ব্বানুভূত ক্রিয়ার সদৃশ, বুদ্ধি দ্বারা তাহা নিশ্চিত হইলে, তবে আমরা বুঝিতে পারি, 'ইহা অমুক দ্রব্য'। অতএব 'ইহা এইরূপ' বা 'এইরূপ নহে', বুদ্ধিস্থ সংস্কার বা প্রতিভাদ্বারাই তাহা বিনিশ্চিত হয়। ভর্ত্তৃহরি এইজন্যই বলিয়াছেন, 'ইহা এইরূপ', সকলেই স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে এবম্প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে, জ্ঞান, বিশ্বাস, বিবেক, ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তি ইত্যাদির প্রতিভাই নিয়ন্ত্রী—ব্যবস্থাপিকা, প্রতিভাদ্বারাই জাতি ও ব্যক্তিগত জ্ঞান-বিশ্বাসাদি ব্যবস্থাপিত হয়। বাহ্যপদার্থ নাই, বিজ্ঞানই একমাত্র সৎ, যিনি এইরূপ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই বিজ্ঞানবাদী (Idealist) হয়েন; জড়পদার্থ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নাই, যিনি এবম্প্রকার প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছেন, তিনি জড়বাদী হয়েন, ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, তদ্ভিন্ন বস্ত্বন্তর নাই, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই বিশ্বজগতের উপাদান, এবং তিনিই নিমিত্তকারণ, যিনি এইরূপ প্রতিভা লইয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন, তিনি অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদের পক্ষপাতী হইয়া থাকেন। ফলতঃ সৎকার্য্যবাদ, অসৎকার্য্যবাদ, সৎকারণবাদ, অসৎকারণবাদ, জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য ও পরতঃ অপ্রামাণ্যবাদ, স্বতঃ প্রামান্য ও স্বতঃ অপ্রমান্যবাদ পরতঃ প্রামাণ্য ও পরতঃ অপ্রামাণ্যবাদ, পরতঃ প্রামাণ্য ও স্বতঃ অপ্রামাণ্যবাদ ইত্যাদি সকল বাদই ভিন্ন-

ভিন্ন প্রতিভামূলক, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ ছন্দের পরিণাম হইতে পৃথক্ পৃথক্ বাদের আবির্ভাব হয়। যে কারণে বাহ্য-প্রকৃতির বিচিত্রতা হয়, আন্তর প্রকৃতিরও সেই কারণেই বিচিত্রতা হইয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবদগীতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সত্ত্বাদি গুণভেদেই যে, মত বা জ্ঞানের ভেদ হয়, তাহা বিদিত আছেন, সন্দেহ নাই। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যে জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বভূতে—ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত পদার্থসমূহে এক অব্যয়—অপরিণামী ভাবের, এক অখণ্ডবস্তুর দর্শন নয়, নানা নাম ও রূপভেদবশতঃ বিভক্ত, ভিন্ন ভিন্নরূপে উপলভ্যমান পদার্থজাতের মধ্যে যে জ্ঞানদ্বারা এক অবিভক্ত ভাবের—অদ্বিতীয় অখণ্ডৈকরস পরমাত্মার পরিগ্রহ হইয়া থাকে, সেই ঐকাত্ম্যজ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে। সত্ত্বগুণের আধিক্যে বিভক্তের মধ্যে অবিভক্ত ভাবের, বিশেষের মধ্যে সামান্যের (Identity admist diversity) আবিষ্কার হইয়া থাকে। অধ্যাপক জেবন্স বিজ্ঞানের কিরূপে উদয় হয়, তাহা বুঝাইবার সময়ে বলিয়াছেন, বিশেষ-বিশেষরূপে উপলভ্যমান ভাবজাতের মধ্যে সামান্যভাবের আবিষ্কার হইতে বিজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। অতএব বলা যাইতে পারে, সাত্ত্বিক-জ্ঞানকেই অধ্যাপক জেবন্স্ 'বিজ্ঞান' (Science) এই নামদ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। যে জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বভুতে পৃথকত্বহেতু পৃথক্ পৃথক্ নানা ভাব অবগত হওয়া যায়, তাহাকে রাজস জ্ঞান বলে। রাজস-জ্ঞানই ভেদবুদ্ধির কারণ। যে জ্ঞানদ্বারা এক কার্য্যেই (দেহেই হউক, প্রতিমাদিতেই হউক) কৃৎস্নবৎ— সমস্ত বা পরিপূর্ণবৎ বিবেচনা হয়, দেহই বা দৃশ্যমান জড়বর্গই আত্মা, জড়শক্তি ব্যতিরিক্ত ঈশ্বর নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, লোকে এইরূপ অভিনিবেশযুক্ত হয়, যে জ্ঞান অহৈতুক—শাস্ত্রাদি জ্ঞান-হেতু হইতে যে জ্ঞান জন্মলাভ করে না, যে জ্ঞান উপপত্তি বা যুক্তি-শূন্য, যে জ্ঞান পারমার্থিক আলম্বন বিরহিত, অতএব যে জ্ঞান অল্পবিষয়, অল্পফল, সেই জ্ঞান তামস। তমোগুণের আধিক্যে এইরূপ জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। * তামস-জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তি লৌকিক পদার্থ ব্যতীত কোন অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্ব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না, লৌকিক কর্ম্ম ভিন্ন, স্বর্গাদি প্রাপক, মোক্ষ-প্রাপ্তির হেতুভূত কোন কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। শ্রীভগবান্ সাত্ত্বিক রাজস ও তামস, এই ত্রিবিধ জ্ঞানের স্বরূপ প্রদর্শন করিতে যাইয়া, যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাদের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ

---

* সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্।।
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্।।
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্।। —শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১৮। ২০-২২

করিতে পারিলে, 'মতভেদের কারণ কি,' এই প্রশ্নের সুন্দররূপ মীমাংসা হইবে। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, জড়ৈকত্ববাদ, বিজ্ঞানৈকত্ববাদ ইত্যাদি বাদসমূহ যে, ত্রিগুণভেদে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। অতএব যাঁহার যেরূপ প্রতিভা তিনি যে, সেইরূপ কর্ম্মই করিবেন, তাঁহার জ্ঞান বিশ্বাস যে, সেইরূপই হইবে, তাহা স্থির।

অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্বে যে কারণে সকলের বিশ্বাস হয় না, তাহা বুঝিতে পারা গেল। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, লিঙ্গদেহ, পূর্ব্ব-কর্ম্মসংস্কার, এই সকল অলৌকিক—লৌকিকপ্রত্যক্ষের বহির্ভূত পদার্থের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার যোগ্যতা যাঁহাদের নাই, তাঁহাদিগকে ইহাদের অস্তিত্ব বিশ্বাস করান অসম্ভব। অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস না হইলেও, বেদাদি শাস্ত্রব্যাখ্যাত সৃষ্টিতত্ত্বের তাৎপর্য্য যথাযথভাবে উপলব্ধ হইতে পারে না।

ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদান্ত ইত্যাদি দর্শনশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও সৃষ্টিতত্ত্বের যথাশক্তি বিবরণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাঁদের কেহই তো বেদ বা পুরাণের ন্যায় রূপকাদি আলঙ্কারিক আবরণের ব্যবহার করেন নাই, আলঙ্কারিক আবরণের ব্যবহারপূর্ব্বক বেদ বা পুরাণ সৃষ্টিতত্ত্বকে আরও দুর্ব্বোধ্য করিয়াছেন কেন, আমরা অতঃপর সংক্ষেপে এই প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করিব। রূপকাদি আলংকারিক আবরণের ব্যবহারপূর্বক বেদ ও পুরাণ সৃষ্টিতত্ত্বকে আরও দুর্বোধ্য করিয়াছেন কেন, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকগণ যে তত্ত্বের, অলঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বেদ বা পুরাণ, সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যে রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার করিয়াছেন, ইহার কারণ কি, এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে, 'অলঙ্কার' কোন্ পদার্থ, অলঙ্কার-শাস্ত্রের আবির্ভাবের কারণ কি, অলঙ্কার প্রধানতঃ কত প্রকার, অপিচ দর্শন ও বিজ্ঞান যে রীতিতে পদার্থতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইতে বেদ ও পুরাণের পদার্থতত্ত্ব-ব্যাখ্যানের রীতির কোন্ অংশে পার্থক্য আছে, অগ্রে তাহা জানা বা স্মরণ করা আবশ্যক। বিজ্ঞান জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, অসৎ—যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না, অপিচ যাহা সৎ—যাহা বস্তুতঃ বিদ্যমান, তাহারও নাশ অসম্ভব, এই স্বতঃসিদ্ধের বা স্বীকৃত বিষয়ের স্মরণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানের শক্তিসাতত্য (Persistence of force) 'সতের নাশ হয় না,' এই সত্যমূলক। 'সতের নাশ অসম্ভব,' এই জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? এই জ্ঞান স্বতঃ-সিদ্ধ বা পরতঃ-সিদ্ধ—পরীক্ষালব্ধ, উক্ত প্রশ্নের এই দ্বিবিধ উত্তর পাওয়া যায়? দ্বিবিধ উত্তর পাওয়া যায় কেন? 'স্বতঃসিদ্ধ' শব্দের অর্থ হইতেছে, আত্মতঃ সিদ্ধ, আপনা হইতে নিষ্পন্ন। 'স্ব' শব্দ 'আত্মা' এই অর্থের বাচক, যাহা 'স্ব' বা

আত্মা হইতে সিদ্ধ, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব বলা বাহুল্য, 'স্বতঃসিদ্ধ' শব্দের অর্থ কি, তাহা জানিতে হইলে, 'আত্মা' কোন্ পদার্থ, তাহা জানা আবশ্যক। যিনি সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপক, যিনি নিত্য, তিনি 'আত্মা', 'আত্মন্' শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। সর্ব্বগতত্ব—সর্ব্বব্যাপকত্ব, অখণ্ডৈকরসত্ব 'আত্মন্' শব্দের মূল অর্থ বটে, কিন্তু সাত্ত্বিক-জ্ঞান ব্যতীত রাজস বা তামস জ্ঞানদ্বারা, 'আত্মন্' শব্দের এই ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থের পরিগ্রহ হয় না, রাজস ও তামসজ্ঞান বিভক্ত জ্ঞানের—ভেদবুদ্ধির জনক। সাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আত্মপর — আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিভাত হয় না, এই জন্য জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। যাঁহারা রাজস, তাঁহারা জ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ বলিতে পারেন না। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের ভেদবশতঃ জ্ঞান-বিশ্বাসের যে, ভেদ হইয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহা বিদিত হইয়াছি।

যাঁহাদের দৃষ্টিতে আত্মা সর্ব্বব্যাপক, আত্ম-ব্যতিরিক্ত পদার্থান্তরের অস্তিত্ব যাঁহাদের সাত্ত্বিকজ্ঞানে পতিত হয় না, তাঁহারা সকল কার্য্যকেই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া থাকেন, অপিচ তাহা বলাই তাঁহাদের পক্ষে প্রাকৃতিক। আত্মা যাঁহাদিগের দৃষ্টিতে সর্ব্বব্যাপক নহে, 'আন্তর ও বাহ্য স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে,' যাঁহারা ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাঁহারা দ্বৈতবাদী হইয়া থাকেন। দ্বৈতবাদের মধ্যেও সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যবশতঃ মতের বিবিধ ভেদ হইয়া থাকে। দ্বৈতবাদিগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি, (যাঁহাদের সত্ত্বগুণ রজোগুণ দ্বারা অভিভূত নহে) স্বতঃ সিদ্ধপদার্থ যে আছে, তাহা মানিয়া থাকেন, 'কার্য্যমাত্রের কারণ আছে,' 'যাহা বস্তুতঃ সৎ, তাহার নাশ হয় না,' ইত্যাদি জ্ঞান যে, মানবের সহজ, স্বতঃসিদ্ধ, তাহা স্বীকার করেন। ফলকথা, 'সতের নাশ হয় না, এ জ্ঞান যে, স্বতঃসিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহলেশ নাই। 'আত্মা' নিত্য, অপরিণামী, এই জন্যই লোকের 'সতের নাশ হয় না,' এইরূপ বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। জগতে যদি নিত্য বা অপরিণামী পদার্থ না থাকিত, তাহা হইলে, কাহারও অপরিণামী পদার্থের জ্ঞান হইত না। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রত্যক্ষের অবিষয় সর্ব্বকার্য্যের কারণ, আদ্যন্ত রহিত, অপরিচ্ছিন্ন সত্তাকে ('An unconditioned Reality, without beginning or end') নিত্য বলিয়াছেন। 'আত্মন্' শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ ও পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের যথোক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট শক্তিপদার্থ; আপাতদৃষ্টিতে অনেকতঃ সমান বলিয়াই প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসার যাবৎ উক্ত পদার্থকে চিন্ময় বলিয়া না বুঝিতেছেন, তাবৎ তাঁহার লক্ষিত 'শক্তি', এবং শাস্ত্র ব্যবহৃত 'আত্মন্'-শব্দ অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার শক্তিকে অবিকার-হেতু ও বিকার হেতু, এই দুই প্রধানভাগে বিভক্ত করিয়াছেন বিকারহেতু শক্তিরও

ইহাঁর মতে ক্রিয়মান ও স্থিতিশীল (Actual and Potential), এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার আত্মার সন্মাত্ররূপের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চিন্ময়ভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলেন নাই। অসতের উৎপত্তি বা সতের নাশ অসম্ভব, বৈজ্ঞানিকগণ, এই কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি, এই সত্যের ব্যাপকরূপ দেখিয়াছেন? যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহাই সূক্ষ্মাবস্থাতে বিদ্যমান ছিল, তাঁহারা কি, এই কথা বলিতে পারিয়াছেন? নিশ্চয়ই পারেন নাই। ঋগ্বেদসংহিতা বলিয়াছেন, প্রলয়কালে জগৎ পরব্রহ্মে নাম-রূপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অব্যক্ত অবস্থাতে বিদ্যমান ছিল। বেদপাদাশ্রিত দর্শনসমূহ এই বেদোপদেশেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আস্তিক বা বেদ পাদাশ্রিত ষড়্দর্শনের সৎকার্য্যবাদ, অসৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ যে, মূলতঃ পরস্পর বিরোধী নহে, পূর্ব্বে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞান আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দুইটী শক্তিকেই সৃষ্টি ও লয়ের কারণ বলিয়াছেন। বিজ্ঞানের আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ (Attraction and repulsion) শক্তি বেদাদি শাস্ত্রোক্ত রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তিদ্বয়েরই পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি। বিজ্ঞান রজঃ ও তমঃ, এই গুণদ্বয়ের একটু বিবরণ প্রদান করিয়াছেন,কিন্তু সত্ত্বগুণের স্বরূপ-নিরূপণে বিশেষ যত্ন করেন নাই। চৈতন্য ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, বিজ্ঞান যদি এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ শাস্ত্রের ন্যায় যথাযথভাবে চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে শাস্ত্রের উপদেশ তাঁহার সমীপে দুর্ব্বোধ্য হইত না। বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশ, চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতিই বিশ্বজগতের কারণ। চৈতন্য সর্ব্বব্যাপক, এমন স্থান নাই, যে স্থানে চৈতন্যের ব্যাপ্তি নাই। অতএব প্রত্যেক পরমাণুর স্পন্দন যে, দেবকৃত প্রত্যেক পরমাণুর স্পন্দন যে, চৈতন্যের অধিষ্ঠানবশতঃ হইয়া থাকে, এই কথা প্রমাণ বিরুদ্ধ হইবে কেন? পুরাণ পাঠ করিলে পাঠক জানিতে পারিবেন, রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব, এই গুণত্রয়কে পুরাণ যথাক্রমে সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা, সংহারকর্ত্তা রুদ্র, এবং পালনকর্ত্তা জগৎপতি বিষ্ণু, এই নামে উক্ত করিয়াছেন, ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয়ই রজঃ তমঃ ও সত্ত্ব, এই গুণত্রয় ("রজো ব্রহ্মা তমো রুদ্রো বিষ্ণুঃ সত্ত্বং জগৎপতিঃ। অতএব ত্রয়ো দেবা অতএব ত্রয়োগুণাঃ।।" মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৬ অধ্যায়)। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, ইহাঁরা অন্যোন্য-মিথুন, ইহাঁরা অন্যোন্যাশ্রয়ী, ক্ষণকালের জন্য ইহাঁদের বিয়োগ হয় না, ক্ষণকালও ইহাঁরা পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করেন না। রজোগুণাধিষ্ঠিত চৈতন্যই ব্রহ্মা, তমোগুণাধিষ্ঠিত চৈতন্যই মহেশ্বর এবং সত্ত্বগুণাশ্রিত চৈতন্যই বিষ্ণু। 'রজোগুণ ব্রহ্মা', এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় হইতেছে, 'রজোগুণাধিষ্ঠিত' চৈতনাই 'ব্রহ্মা', বেদ রজোগুণাধিষ্ঠিত চৈতন্য বা ব্রহ্মাকেই হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি বলিয়াছেন। পুরাণের এইকথা যে, বেদের অনুবাদ, পাঠক তাহা স্মরণ করিবেন। মৈত্র্যুপনিষদে উক্ত

হইয়াছে, এক চিদাত্মা উপাধি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের এক একটির প্রাধান্য বশতঃ ব্রহ্মাদি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়েন। সংকল্প (ইহা আমার কর্ত্তব্য ইত্যাকার মনোবৃত্তি—মানস বিকার বা কর্ম্ম), অধ্যবসায় (কর্ত্তব্য বিষয়ের স্বরূপ, সাধন এবং ফল, এই সকলের যথাবৎ অবধারণরূপ বুদ্ধিবৃত্তি—বৌদ্ধবিকার বা কর্ম্ম), এবং অভিমান (আমি ইহাতে সমর্থ—যোগ্য, আমি ইহা করিতে পারি, ইত্যাদি অহংকার), অচেতন মৃতশরীরে ইহারা পরিদৃষ্ট হয় না, মৃতশরীরের সংকল্প, অধ্যবসায় বা অহংকার থাকে না, সংকল্পাদি জীবৎশরীরেই দেখা গিয়া থাকে। মৃতশরীরের যখন সংকল্পাদি থাকে না, এবং সপ্রাণদেহে যখন ইহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, তখন সংকল্পাদি শরীরাতিরিক্ত পদার্থবিশেষের সদ্ভাব—লিঙ্গদেহাদি বিলক্ষণ পদার্থান্তরের অস্তিত্ব প্রমাপক, সংকল্পাদি দেহ ভিন্ন অন্য পদার্থ আছে, ইহা প্রতিপাদন করে। শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রজাপতি (সমষ্টি বৈরাজপিণ্ড বা বিরাট্ শরীরাভিমানী দেব) ও বিশ্ব (ব্যষ্টি শরীরাভিমানী দেব) ইহাঁদের সংকল্প, অধ্যবসায় ও অভিমান, ইহারাই অস্তিত্ব প্রমাপক, সংকল্পাদিদ্বারা অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সদ্ভাব সপ্রমাণ হয়। প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণ সত্ত্বগুণ পরিণামে প্রতিবিম্বিত চিদাত্মারই ভিন্ন-ভিন্ন রূপ, সত্ত্বগুণ-পরিণামেই চিদাত্মার (সর্ব্বব্যাপক হইলেও) বিশেষ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণে রজঃ ও তমঃ এই গুণদ্বয়ের সম্পর্কের তারতম্যানুসারে চিদাত্মার আবির্ভাবের তারতম্য হয়, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম ইত্যাদির হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে ("সংকল্পাধ্যবসায়াভিমানলিঙ্গঃ প্রজাপতির্বিশ্বেত্যস্য প্রাগুক্তা এতাস্তনবঃ।" মৈত্র্যুপনিষৎ)। দেবতা এক, তবে অধিষ্ঠান বা উপাধিভেদে তিনি প্রধানতঃ রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, এই তিনরূপে ত্রিধা হইয়া থাকেন। তামস উপাধিতে অধিষ্ঠান করাতে, তিনি 'রুদ্র' এই নামে, রাক্ষস উপাধিতে অধিষ্ঠান করাতে, 'ব্রহ্মা' এই নামে, এবং সাত্ত্বিক উপাধিতে অধিষ্ঠান করাতে 'বিষ্ণু' এই নামে অভিহিত হয়েন। তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক, এই তিনটিই সামান্য উপাধি বটে, তবে গুণত্রয়ের পরিণামভেদের নানাত্ববশতঃ উপাধিরও নানাবিধত্ব হইয়া থাকে। শ্রুত্যাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, এইজন্য বিবিধ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার প্রতিভা লইয়া পৃথিবীতে আগমন করেন নাই, তাঁহারা শাস্ত্র পাঠপূর্ব্বক বহুদেবতার সংবাদ পাইয়া, বিস্মিত হইয়া থাকেন, বৈদিক আর্য্যজাতিকে (অসভ্যদিগের ন্যায় অনেক দেবতা-বাদী বলিয়া) উপেক্ষা করেন, বর্ব্বরেরা যে কারণে বৃক্ষাদি অচেতন পদার্থজাতকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে বৈদিক আর্য্যজাতিও যে, সেই কারণেই অগ্নি, সূর্য্য, জল, পৃথিবী, বায়ু, বরুণ চন্দ্র, তরু, লতা ইত্যাদিকে পূজা করিয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার, ডারুবিন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এইজন্যই অধিষ্ঠাত্রী

দেবতাবাদী ব্যক্তিমাত্রকেই বর্ব্বরশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। যিনি যাহাই করুন, যাহাই বলুন, প্রতিভাই তৎসমুদায়ের মূল। আমাদের বিশ্বাস, বর্ব্বরেরা যে বুদ্ধিতে প্রত্যেক বিস্ময়াবহ ঘটনাকে দেবতাকর্ত্তৃক মনে করে, বৈদিক ঋষি ও আচার্য্যেরা সেই বুদ্ধিতে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন নাই। অসভ্যদিগের দেবতাজ্ঞান এবং বৈদিক ঋষি ও আচার্য্যদিগের দেবতা জ্ঞান একরূপ, যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, তাঁহাদের প্রতিভা নিতান্ত তামস। বিনা পরীক্ষায়, বিশেষ রূপ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া, ঝটিতি কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, প্রেক্ষাবানের, সভ্যশিরোমণির অনুচিত। 'রাগ-দ্বেষ-মলীমস চিত্তে সত্যের রূপ যথাযথভাবে পতিত হয় না', এই অমূল্য শাস্ত্রোপদেশ স্মরণ করিলে, অনেক স্থলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বর্ব্বরেরা দেবতা বলিতে, বৃক্ষাদির দৃশ্যমান শরীরকেই লক্ষ্য করে, বৈদিক ঋষি ও আচার্য্যগণ কি, তাহা করিতেন? "নিতান্ত অসভ্যাবস্থার মানুষগণ তাহাই করিয়া থাকে, বেদের প্রথম বয়সে দেবতা বলিতে দৃশ্যমান অগ্ন্যাদিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তৎপরে সভ্যতার ঈষৎ বিকাশ হইতে আরম্ভ হইলে, দেবতাজ্ঞান ক্রমশঃ অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে, স্থূলের অন্তরে দেবতা আছেন, এই বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, দেবতার এই রূপভেদের কল্পনার সূত্রপাত হইয়াছে", যুক্তিকুশল আধুনিক পণ্ডিতগণের এবম্প্রকার মতটাও আমাদের শোনা আছে। এস্থলে এসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, প্রস্তাবিত বিষয় হইতে দূরে আসিতে হইবে, এই জন্য নিরস্ত হইলাম। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে যত প্রকার ভাব আছে, বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে তত প্রকার দেবতার সংবাদ পাওয়া যায়। দেবতা কত সংখ্যক, এই প্রশ্নের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, অথর্ব্ববেদসংহিতা, যজুর্ব্বেদসংহিতা, উপনিষৎ ইত্যাদি শাস্ত্রসমূহ যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, নিবিষ্টচিত্তে তাহা চিন্তা করিলে, দেবতাবিষয়ক শাস্ত্রীয়োপদেশের গভীরত্ব উপলব্ধিপূর্ব্বক বিস্মিত হইতে হয়. মৈত্র্য উপনিষৎ বলিয়াছেন, এক দেব উপাধিভেদে প্রথমতঃ ত্রিধা হয়েন, তৎপর অষ্টধা হয়েন, একাদশধা হয়েন, দ্বাদশধা হয়েন, অপরিমিতধা হয়েন। প্রাণ; আদিত্য, সনক্ষত্র চন্দ্র, এবং পঞ্চভূত, এই অষ্টবিধ ভাবে অধিষ্ঠান করাতে, তিনি অষ্টধা, একাদশ ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করাতে, একাদশধা, মনঃ ও বুদ্ধি এই পদার্থদ্বয়ের ভেদবিবক্ষাতে, দ্বাদশধা, এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সমূহের অনন্তত্বহেতু অপরিমিতধা হইয়া থাকেন। এক আত্মাই অন্তরে সাক্ষী, প্রমাতৃ ও কর্ত্তৃরূপে, বাহিরে ঈশ্বর, কাল ও দেবতাদিরূপে বিভাবিত হয়েন। আত্মাই ভূতসমূহের অধিষ্ঠাতা, আত্মাই ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা, আত্মাই প্রাণের অধিষ্ঠাতা আত্মাই মনঃ, বুদ্ধি অহংকার ও চিত্তের অধিষ্ঠাতা আত্মাই ইহাদিগের নিয়ামক,

ইহাদের চালক। অচেতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, এই অতীব গুর্ব্বর্থ শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য কি, বৈদিক আর্য্যজাতি কাহার উপাসনা করিতেন, দেবতা কোন্ পদার্থ, অতঃপর তাহা চিন্তনীয় বিকলাঙ্গ আধুনিক প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ, সেইদিন পূর্ণ বা পরিপুষ্টাঙ্গ হইবে, সেইদিন ইহা ইতস্ততঃ স্যন্দমান নদীসকল, সরিৎপতির সহিত সম্মিলিত হইবার পর, যেমন স্ব-স্ব পৃথক্ পৃথক্ নাম-রূপ ত্যাগপূর্ব্বক এক অখণ্ড সমুদ্রাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ বেদাদি শাস্ত্রবর্ণিত সুবিশাল প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বাদার্ণবের সহিত সম্মিলিত হইয়া, একাকারে ধারণ করিবে।*

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা 'চৈতন্যাধিষ্ঠিত অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতের পরিণাম হয়, এই কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেক কার্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বীকার না করিবেন কেন? মৈত্র্যুপনিষৎ বলিয়াছেন ঈশান, শম্ভু, ভব, রুদ্র, তমঃপ্রধান-মায়োপাধিক (তমঃ প্রধান মায়া বা প্রকৃতি হইয়াছে, উপাধি যাঁহার) পরমাত্মার, প্রজাপতি, বিশ্বসৃক্, হিরণ্যগর্ভ, সত্য, প্রাণ, হংস, রজঃপ্রদান-মায়োপাধিক পরমাত্মার, এবং শাস্তা, বিষ্ণু নারায়ণ, শুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান-মায়োপাধিক পরমাত্মার বাচক। 'দেবতা' কোন্ পদার্থ তাহা না জানিলে, বেদোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্বের মূল্য যে, যথাযথভাবে উপলব্ধি হইবে না, আমরা পূর্ব্বেই তাহা জানাইয়াছি। শতপথব্রাহ্মণ, অথর্ব্ববেদ, শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পাঠ করিলে, ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতার সংবাদ পাওয়া যায়, 'আয়ুস্তত্ত্ব' বা 'ঋষি ও দেবতা' নামক গ্রন্থে আমরা 'দেবতা' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, পাঠক তাহা একবার শ্রবণ করিবেন।

বিজ্ঞান সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া, শক্তিসাতত্য, আর্কষণ ও বিপ্রকর্ষণ পরমাণু ইত্যাদিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন। কর্ম্ম সংস্কার যে, সৃষ্টির কারণ, অন্ততঃ সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু, স্পষ্ট, অস্পষ্ট, যে ভাবেই হউক, বিজ্ঞানকে তাহা অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে, লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব মানিয়াছেন, আমরা পরে তাহা জানাইব। বিজ্ঞান কোন বস্তুর (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ১৮২ পৃষ্ঠাতে উদ্ধৃত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টিনড্যালের বচন স্মরণ করিবেন)

---

* "অথ যোঽখলু বাবাস্য তামসোঽংসোঽসৌ স ব্রহ্মচারিণো যোঽয়ং রুদ্রোঽথ যোঽখলু বাবাস্য রাজসোঽংশোঽসৌ স ব্রহ্মচারিণো যোঽয়ং ব্রহ্মাঽথ যোঽখলু বাবাস্য সাত্ত্বিকোঽংশোঽসৌ স ব্রহ্মচারিণো যোঽয়ং বিষ্ণু স বা এষ একস্ত্রিধাভূতোঽষ্টধৈকাদশধা দ্বাদশধাঽপরিমিতধা বোদ্ভূত উদ্ভূতত্বাদ্ভূতং ভূতেষ চরতি প্রবিষ্টঃ স ভূতানামধিপতির্বভূবেত্যসা আত্মাঽন্তর্বহিশ্চান্তর্বহিশ্চ। —মৈত্র্যুপনিষৎ।।

মৈত্র্যুপনিষদের এই সকল কথা স্মরণ করিবেন। বেদের সহিত পুরাণের বা দর্শনাদি শাস্ত্রের যে, কোন বিরোধ নাই, এতদ্দ্বারা তাহা কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আদ্যন্তের অনুসন্ধান করেন না, কোন্ ব্যক্তি বা বস্তু পরমাণুপুঞ্জ সৃষ্টি করিয়াছে, উহাদিগকে বিবিধ ইতরেতর কার্যকারিণী আশ্চর্য্য ভূত শক্তি দিয়াছে, বিজ্ঞান তাহা জানেন না, তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াও, বিজ্ঞান কৃতকার্য্য হয়েন নাই। ব্যক্তজগতের আদ্য বা অব্যক্ত অবস্থায় পরমাণুসকল অনির্দ্দেশ্য দূরবর্ত্তী হইয়াছিল, তৎপরে কি জন্য, এবং কিরূপেই বা উহারা প্রথমতঃ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, বিজ্ঞান এই সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ সচেষ্ট হওয়া, অনর্থক মনে করেন। জীবের প্রথমাভিব্যক্তি কিরূপে হইল, বিজ্ঞান তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত নহেন। বিজ্ঞান একবার বলিয়াছেন, অপ্রাণ হইতে সপ্রাণ পদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব, অন্যবার বলিয়াছেন, জীবের প্রথমাভিব্যক্তি যে, অপ্রাণ বা জড় হইতেই হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পুরুষ অগ্নি ও জলের সংযোগদ্বারা বাষ্প প্রস্তুত করে, উপযুক্ত যন্ত্রদ্বারা ঐ বাষ্পের যথা প্রয়োযন নিরোধ করে, তৎপরে বাষ্পযন্ত্রে কর্ম্ম বা গতি উৎপন্ন হয়, তদনন্তর তৎসংযুক্ত রথসকল দ্রুতবেগে চলিতে থাকে। বাষ্পবলে রথসকল দ্রুতবেগে চলিতেই পারে, কিন্তু আপনা হইতে যথাপ্রয়োজন ষ্টেশনে, ষ্টেশনে থামিতে পারে না, ষ্টেশনে, ষ্টেশনে স্থগিত করা, চেতন পরিচালকের কার্য্য। যাঁহারা অগ্নি ও জলের সংযোগদ্বারা বাষ্পোৎপাদন, উপযুক্ত যন্ত্রদ্বারা বাষ্পের নিরোধ ইত্যাদি ব্যাপারের কারণানুসন্ধান করেন না, বাষ্পবল, এবং তাহার কার্য্য, এই দুইটীকেই যাঁহারা চিন্তার বিষয়ীভূত করেন, বাষ্পীয়রথের বাষ্পবল যে, উহাকে ইচ্ছামত চালাইতে পারে না, যাঁহারা তাহা ভাবেন না, বাষ্পীয়রথের চলনব্যাপারের মধ্যাবস্থাকেই যাঁহারা পরীক্ষণীয়রূপে গ্রহণ করেন, তাঁহারা অনায়াসেই বলিতে পারেন যে, জড় বাষ্পবল ভিন্ন বাষ্পীয়রথের দ্রুতবেগে একদেশ হইতে দেশান্তরে গমনের অন্য কোন কারণ নাই, অচেতন বাষ্পীয় রথ চেতনের মুখাপেক্ষা না করিয়া, শুদ্ধ বাষ্পবলদ্বারা একদেশ হইতে দেশান্তরে গমন করিয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, যাঁহার পরমাণুসকল সুপ্তোত্থিত হইয়া, দীর্ঘকালের বিচ্ছেদের পর, আত্মীয়জনগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে, পরস্পরের দিকে, পরস্পর তীব্রবেগে ধাবমান হইতেছে, এই অবস্থাকে আদিরূপে গ্রহণ করেন, প্রাণ মনঃ, বুদ্ধি, চৈতন্য, ইহারা জড়শক্তিরই কার্য্য, নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝিতে বা বুঝাইতে না পারিলেও, যাঁহারা প্রতিভা-বিশেষের প্রেরণায় এবম্প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন, জড়-প্রকৃতির আপেক্ষিক সাম্যাবস্থাপ্রাপ্তিই জীবের পরমপুরুষার্থ, চরমোন্নতি, যাঁহাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত, পরিদৃশ্যমান পৃথিবী-লোক ভিন্ন লোকান্তরের অস্তিত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন না, মনুষ্যব্যতীত উৎকৃষ্টতর জীবের অস্তিত্ব যাঁহাদের মতে অসম্ভব, তাঁহারা অনায়াসে বলিতে পারেন, চেতন পুরুষের কর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করা, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করা বর্ব্বরের কার্য্য,

তাঁহারা উদ্দেশ্যবিহীন অচেতন প্রকৃতি, চেতনের মুখাপেক্ষা না করিয়া, স্বভাবতঃ বিবিধ পরিণাম সাধন করিতে পারেন, বিনা বাধায় এইরূপ মত প্রকাশ করিবার যোগ্য।

বেদ বিশ্বজগতের আদ্যন্তের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, জীব যে, জড়প্রকৃতির কার্য্য নহে, তাহা বুঝাইয়াছেন, চেতনেব প্রেরণা ব্যতীত অচেতন যে, কোনরূপ ক্রিয়া করিতে পারে না, চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি বা ঈশ্বর দ্বারাই যে, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য্য সম্পাদিত হয়, প্রলয়কালে জীবসকল যে, পূর্ব্বকল্পে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহের সংস্কার বা অদৃষ্টসহ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে, বেদ তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদ হইতে আবির্ভূত পুরাণ এবং দর্শনাদি শাস্ত্রসমূহও, বিজ্ঞানের (Science) ন্যায় প্রকৃতির মধ্যাবস্থারই কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদানপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, ইহারাও প্রকৃতির আদ্যন্তের স্বরূপ যথাসম্ভব বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। অতএব বেদাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত বিজ্ঞানবিবৃত সৃষ্টিতত্ত্বের কিরূপে সর্ব্বাংশে একতা বা সামঞ্জস্য থাকিতে পারে?

তৈত্তিরীয়সংহিতা বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যভূমিকাতে পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য 'বেদ' কাহাকে বলে, বেদের বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ কি, বেদাধ্যয়নের অধিকারী কে, তাহা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, "যে গ্রন্থ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায়ই বেদের বিষয়; তদ্বোধই বেদের প্রয়োজন, তদ্বোধার্থীই বেদের অধিকারী, এবং ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায় কি, যিনি তাহা জানিতে চাহেন, তাঁহার সহিত বেদের উপকার্য্য-উপকারক সম্বন্ধ।" 'ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায়' এই বাক্যের অর্থ কি? যাহা লোকপ্রসিদ্ধ, লোকবিদিত তাহা লৌকিক, যাহা তদতিরিক্ত, অর্থাৎ স্থূল প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা যাহা জানা যায় না, তাহা 'অলৌকিক'। প্রত্যক্ষ ও অনুমান (Experience and reasoning) এই দুইটীকেই লোকে জ্ঞানের, কোনরূপ তথ্যের আবিষ্কারের (Discovery of truth) প্রধান উপায় বা সাধন বলিয়া জানেন, প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণদ্বারা যাহা জানা যায় না, প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের যাহা অবিষয়, তাহাকে কোন্ প্রমাণে জানা যাইবে? বেদই লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের অগম্য পদার্থ-তত্ত্বাবধারণের একমাত্র প্রমাণ। বেদই, লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের অগম্য পদার্থ-তত্ত্বাবধারণের একমাত্র প্রমাণ, এতদ্বাক্যের আশয় কি? আমরা (পরে 'বেদ ও শব্দতত্ত্ব, এবং অলঙ্কার, ন্যায় ও ব্যাকরণ'-শীর্ষক প্রস্তাবদ্বয়ে) উক্ত বাক্যের আশয় কি, তাহা জানাইতেছি, আপাততঃ শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক সৃষ্টিবাদ ও প্রতীচ্য ক্রমবিকাশবাদ, এই উভয়ের একটু সমালোচনা করিব।

শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ ও প্রতীচ্য ক্রমবিকাশবাদের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।—পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা জানাইয়াছি, বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের অনুপপত্তি প্রদর্শনার্থ তিনি যে সকল যুক্তিশর প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহারা যে, সত্য-বর্ম্ম-রক্ষিত বেদাদি শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের অঙ্গস্পর্শ করিতে পারে নাই, দুই এক কথায় তৎপ্রতিপাদনেরও চেষ্টা করিয়াছি। "কার্য্যমাত্রেই উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপাদান ও নিমিত্ত, এই কারণদ্বয়ের ভেদাভেদ-দৃষ্টি হইতে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ জন্মলাভ করিয়াছে। আস্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, সকলেই সৃষ্টি-প্রলয়-পরম্পরার অনাদিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, পূর্ব্ব সৃষ্টিতে কৃত কর্ম্মসমূহ প্রলয়কালে সংস্কারাত্মাতে বিদ্যমান থাকে, এই কথা আস্তিক দার্শনিকমাত্রের অভিমত। কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টি-বৈষম্যের কারণ, আদ্যসৃষ্টিও (মহাপ্রলয়ের পর যে সৃষ্টি যে, তাহাকেই এস্থলে আদ্যসৃষ্টি বলা হইতেছে) ইহাঁদের মতে পুণ্য-পাপাপেক্ষ, আদ্যসৃষ্টিতেও ঈশ্বর বা চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মের মুখাপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করেন, প্রলয়কালে কর্ম্মসমূহ সংস্কারাত্মাতে বিদ্যমান থাকে বলিয়া, আদ্যসৃষ্টিতেও ঈশ্বরের পুণ্য-পাপ-সাপেক্ষত্ব উপপন্ন হয় ("ন কর্ম্মবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ।"—বেদান্তদর্শন ২। ১। ৩৫)। ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন, ইহলোক জীবগণ যে-যে কর্ম্মনিবন্ধন ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক ইত্যাদি যে যে জাতি প্রাপ্ত হয়, সেই সেই রূপ কর্ম্ম-জ্ঞান-বাসনাঙ্কিত হইয়া, প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টিকালে উহারা তত্তদ্ভাবেই আবির্ভূত হইয়া থাকে ("ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্যদ্ভবন্তি তদা ভবন্তি।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ)।" ভগবান্ মনু এই শ্রুত্যুপদেশেব ব্যাখ্যা করিবার জন্য বলিয়াছেন, প্রজাপতি বা ঈশ্বর পূর্ব্বকল্পকৃত কর্ম্মানুসারে প্রাণিগণকে সৃষ্টি করেন, পূর্ব্বকল্পে যে জীব যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, তদ্রূপ কর্ম্মানুসারে যে জাতিতে জন্মগ্রহণ উচিত, সেই জীবকে সেই জাতিতেই উৎপাদন করিয়া থাকেন, শুভকর্ম্মবশতঃ জীবের দেব-মনুষ্যাদি জাতি এবং অশুভ-কর্ম্মবশতঃ তির্য্যগাদি যোনি প্রাপ্তি হয়। ব্যাঘ্রাদি প্রত্যেক জাতির জাত্যুচিত কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হইয়াও, জীবগণ স্ব-স্ব জাত্যনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে। যে জীব যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, সে জীব-তজ্জাত্যুচিত কর্ম্মভিন্ন অন্যরূপ কর্ম্ম করিতে ক্ষমবান্ হয় না, তাহার জ্ঞান, তাহার প্রবৃত্তি কদাচ ঈশ্বরকৃত মর্যাদা অতিক্রম করিতে পারে না। কেবল চেতন পদার্থ নহে, অচেতন পদার্থ সকলও স্ব-স্ব বিশিষ্টপ্রকৃতি অনুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে, ইহারাও

স্বভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। বসন্তাদি ঋতুগণ যেমন আপন আপন অধিকারবলে স্ব-স্ব চিহ্ন ধারণ করে, সেইরূপ শরীরধারী পুরুষেরাও আপন আপন কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।* শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের ইহাই তাৎপর্য্য। এক্ষণে বিকাশবাদের আশয় কি, তাহা স্মরণ করিব।

'এভোলিউশন্' (Evolution) শব্দের মূল অর্থ (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) অভিব্যক্তি (The act of unfolding or unrolling)। সূক্ষ্ম বা বীজভাবে বিদ্যমান—কারণাত্মাতে অবস্থিত বস্তুর ক্রম-বিকাশ-ব্যাপার বুঝাইতেই পূর্ব্বে 'এভোলিউশন্ (Evolution) শব্দের ব্যবহার করা হইত, কিন্তু আধুনিক ক্রমবিকাশবাদ (পরমাণুসমূহ পরস্পর সংযোগ এবং ভৌতিকশক্তির রূপান্তর প্রাপ্তিকেই যে বাদ সর্ব্বপ্রকার কার্যের কারণরূপে অবধারণ করিতেছেন) 'সূক্ষ্ম বা বীজভাবে বিদ্যমান বস্তুজাতের বিকাশ', 'এভোলিউশন্' (Evolution) শব্দের এইরূপ অর্থ গ্রহণ আবশ্যক মনে করেন না, যাহা অভিব্যক্ত হয়, তাহাই যে, সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, আধুনিক 'এভোলিউশন্‌বাদ' এবম্প্রকার মত পোষণের কোন কারণ দেখিতে পান না। এভোলিউশন (Evolution) শব্দটী ইদানীং উন্নতির (Progress) পর্য্যায়রূপেই ব্যবহৃত হইতেছে, অধস্তন অবস্থা হইতে উর্দ্ধে গমনই 'এভোলিউশন্' (Evolution) শব্দের আধুনিক ব্যবহারিক অর্থ। উন্নতিই যথোক্ত ক্রমবিকাশবাদীদিগের মতে, প্রকৃতির নিয়ম (Progress is the law of Nature)। উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম, এক জাতীয় জীব ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে নানা জাতিতে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে, ক্রমোন্নতিবাদই যুক্তি বা বিজ্ঞান-সম্মত বাদ, ক্রমোন্নতিবাদিগণ কোন্ প্রমাণে এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন?

স্থূলপ্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান, ক্রমোন্নতিবাদিগণ এই দুইটী প্রমাণেরই প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই প্রমাণদ্বয় দ্বারাই তাঁহারা ঐ সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পরিবর্ত্তন বা পরিণাম যে, জগতের ধর্ম্ম, স্থূলপ্রত্যক্ষদ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়। উন্নতি ও অবনতি, এই শব্দদ্বয়, পরিবর্ত্তনের বাচক, একরূপ পরিবর্ত্তনকে আমরা উন্নতি, এবং অন্যরূপ পরিবর্ত্তনকে অবনতি বলিয়া থাকি। উর্দ্ধে গতি 'উন্নতি'-শব্দের এবং অধোগতি 'অবনতি'-শব্দের বুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ সংহিতা, তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ইত্যাদি শ্রুতিপাঠে অবগত হইয়াছি, 'প্রেতি' বা প্রকৃষ্ট

---

* "যন্তু কর্ম্মণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্‌ক্ত প্রথমং বিভুঃ।
স তদেব স্বয়ম্ভেজে সৃজ্যমানঃ, পুনঃ পুনঃ।।"
হিংস্রো হিংস্রে মৃদুঃ ক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
যদ্যস্য সোহদধাৎ সর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশৎ।।
যথর্ত্তুলিঙ্গান্যৃতবঃ স্বয়মেবর্ত্তুপর্য্যয়ে।
স্বানি স্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কর্ম্মাণি দেহিনঃ।।" -মনুসংহিতা।

গতিকেই বেদ 'ধর্ম্ম' বলিয়াছেন ("আহ দেবা বৈ ক্ষয়ো দেবেভ্য এবং যজ্ঞং প্রাহ প্রেতিরসি ধর্ম্মায় ত্বা ধর্ম্মজিম্বেভ্যাহ মনুষ্যো বৈ ধর্ম্মো * * *।"—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদসংহিতা)। প্রেতি বা প্রকৃষ্ট গতিই 'উন্নতি'-শব্দের অর্থ। সাংখ্য-কারিকাতে উক্ত হইয়াছে, ধর্ম্মদ্বারা উর্দ্ধে গমন হয়, এবং অধর্ম্মদ্বারা অধোগতি হইয়া থাকে, জ্ঞানদ্বারা অপবর্গ বা মুক্তি হয়, তদ্বিপর্য্যয়—তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব বন্ধনের কারণ ("ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্য-ধর্ম্মেণ। জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ।।"—সাংখ্যকারিকা)। মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন, যাহা হইতে অভ্যুদয়—উন্নতি, এবং নিঃশ্রেয়স (Highest good) সিদ্ধ হয়, তাহা ধর্ম্ম ("যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধঃ স ধর্ম্মঃ।"—বৈশেষিকদর্শন)। মর্ত্ত্যধামে মনুষ্যকেই শ্রুতি 'ধর্ম্ম' বলিয়াছেন। পৃথিবীতে মনুষ্যই যে, জৈব উন্নতি স্রোতের বিশ্রামস্থল, তাহা বলা যাইতে পারে। 'উন্নতি প্রকৃতির নিয়ম', এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরীক্ষা করিতে হইলে, আমাদিগকে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, 'উন্নতি', 'প্রকৃতি' ও 'নিয়ম' এই শব্দত্রয়ের অর্থ কি, তৎপরে বিচার করিতে হইবে, 'উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম', এই বাক্যের উদ্দেশ্যের (Subject) সহিত বিধেয়ের সঙ্গতি উপপন্ন হয় কি না, এই বাক্যে যে সকল পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহারা যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিযুক্ত কি না। অর্থকে আভ্যন্তর ও বাহ্য, এই দুইরূপে ভাগ করা হইয়া থাকে। শব্দ আভ্যন্তর ও বাহ্য, এই দ্বিবিধ অর্থেরই বাচক। যে শব্দের সহিত যে অর্থের নিত্য বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ আছে, সেই শব্দের যদি তদর্থেই ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে, তাহা যথার্থ জ্ঞানোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে; তাদৃশ শব্দজ্ঞানই প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। নাগেশভট্ট বলিয়াছেন, যেখানে আভ্যন্তর অর্থের বাহ্যার্থের সহিত সংবাদ—সংগতি আছে, সেখানে তৎ শব্দকে প্রমাণ, এবং যেখানে তাহা নাই আভ্যন্তর অর্থের যে স্থলে বাহ্যার্থের সহিত বিসংবাদ উপলব্ধ হয়, সেখানে তৎশব্দকে অপ্রমাণরূপে নিশ্চয় করা হইয়া থাকে। অতএব 'এই শব্দ প্রমাণ কি না', অপিচ এই জ্ঞান প্রমাণ কি না, ইত্যাদির উপপত্তি হইয়া থাকে ("যত্র হ্যাভ্যন্তরার্থস্য বাহ্যার্থেন সংবাদঃ স শব্দঃ প্রমাণং বিসংবাদে ত্বপ্রমাণমিতি ব্যবস্থা। এবমেবায়ং শব্দঃ প্রমাণং ন বেত্যাদেরিদং জ্ঞানং প্রমাণং ন বেত্যাদেশ্চোপপত্তিঃ * * * ।"—মঞ্জুষা।)

'উন্নতি' ও 'অবনতি', এই দুইটী শব্দই আমাদের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 'অবনতি'-শব্দবোধ্য আভ্যন্তর অর্থের সহিত বাহ্যার্থের সংবাদ আছে কি না, 'অবনতি'- শব্দবোধ্য অর্থ বা জ্ঞান অবাস্তব—আকাশকুসুমবৎ বৈকল্পিক, অথবা ইহা বাস্তব, বাহ্যজগতে অবনতি পদবোধ্য অর্থের রূপ আমরা দেখিতে পাই কি না? 'অবনতি'-শব্দ প্রমাণ, কি অপ্রমাণ, তাহা স্থির করিতে হইলে, বাহ্যজগতের যতপ্রকার ভাব আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাদের পরিণাম বা

পরিবর্ত্তনের তাহাদের গতির তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে। ভৌতিক রাজ্য, উদ্ভিদ্‌রাজ্য, সংকীর্ণচেতনরাজ্য, এবং বিশিষ্টচেতনরাজ্য প্রকৃতির এই চতুর্ব্বিধ পর্ব্ব—এই চতুর্ব্বিধ সোপানপংক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, অতএব 'অবনতি'-শব্দ প্রমাণ কি অপ্রমাণ, তাহা স্থির করিতে হইলে, এই চতুর্ব্বিধ প্রাকৃতিক পর্ব্বেরই পরিবর্ত্তন বা গতির তত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভৌতিক রাজ্যাদি চতুর্ব্বিধ প্রাকৃতিক পর্ব্বের মধ্যে উত্তরোত্তর পূর্ব্ব-পূর্ব্ব হইতে সাধারণতঃ উন্নত বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ভৌতিক জগৎ (The material universe) হইতে উদ্ভিদ্ জগৎকে, উদ্ভিদ্ জগৎ হইতে সংকীর্ণচেতন প্রাণি-জগৎকে, সংকীর্ণ-চেতন প্রাণি-জগৎ হইতে বিশিষ্টচেতন মনুষ্য-জগৎকে যে, উৎকৃষ্টরূপে বিবেচনা করা হয়, তাহার কারণ কি? শ্রুত্যাদি শাস্ত্রসমূহ হইতে এই প্রশ্নের যে উত্তর পাইয়াছি, অগ্রে তাহা জানাইব, পরে প্রতীচ্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পন্ডিতবৃন্দ ইহার যেরূপ সমাধান করিয়াছেন, তাহা নিবেদন করিব।

ঐতরেয় আরণ্যক শ্রুতি বুঝাইয়াছেন, জগৎ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম বা পরমাত্মার কার্য্যভূত। কার্য্য কারণানুরূপই হইয়া থাকে, অতএব অখিল জাগতিক পদার্থ সত্তাদি ত্রিবিধ ব্রহ্ম-স্বভাব-বিশিষ্ট। পঞ্চদশীর 'ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ' শীর্ষক প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে, সত্তা, চৈতন্য ও সুখ, পরব্রহ্মের স্বভাব এই তিন প্রকার। মৃৎ-পাষাণাদি জড়পদার্থে, সত্তামাত্র অভিব্যক্ত হয়, ইতর স্বভাবদ্বয়ের অভিব্যক্তি হয় না। ঘোর ও মূঢ় বুদ্ধিবৃত্তিতে সত্তা ও চৈতন্য, এই স্বভাবদ্বয়ের বিকাশ হইয়া থাকে। শান্তবৃত্তিতে সত্তা, চৈতন্য ও সুখ, এই তিনটীই প্রকাশ পায়। ইহাকে 'মিশ্রবহ্মজ্ঞান' বলা হয়। * সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের কার্য্যভূত নিখিল জাগতিক পদার্থ সত্তাদি ত্রিবিধ ব্রহ্ম-স্বভাববিশিষ্ট বটে, কিন্তু সকল পদার্থেই সত্তাদি ত্রিবিধ ব্রহ্ম-স্বভাব অভিব্যক্ত হয় না। অচেতন মৃৎ-পাষাণাদিতে আত্মাব সত্তামাত্র আবির্ভূত হয়, জড় মৃৎ-পাষাণাদিতে ইতর স্বভাবদ্বয়ের (চিৎ ও আনন্দের) অভিব্যক্তি হয় না। ওষধি, বনস্পতি, ইহারা স্থাবর জীব, শ্বাসরূপ প্রাণধারিগণ জঙ্গমজীব। অচেতন মৃৎ-পাষাণাদি হইতে স্থাবর-জীবরূপ ওষধি-বনস্পতিগণ, এবং ওষধি-বনস্পতিগণ হইতে শ্বাসরূপ প্রাণধারী জঙ্গম-জীবসমূহ আত্মার অধিকতর আবির্ভাব-ক্ষেত্র। ওষধি-বনস্পতিতে জীবাত্মার কিঞ্চিৎ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, অচেতন মৃৎ-পাষাণাদিতে তাহা দৃষ্ট হয় না। প্রাণভৃৎ জঙ্গম-জীবসমূহের চিত্ত আছে, ওষধি-

* "সত্তা চিতিঃ সুখঞ্চেতি স্বভাবা ব্রহ্মণস্ত্রয়ঃ।
মৃচ্ছিলাদিষু সত্তৈব ব্যজ্যতে নেতরদ্বয়ং।।
সত্তাচিতিদ্বয়ং ব্যক্তং ধীবৃত্ত্যোর্ঘোরমূঢ়য়োঃ।
শান্তবৃত্তৌ ত্রয়ং ব্যক্তং মিশ্রং ব্রহ্মেত্থমীরিতং।।"— পঞ্চদশী।

বনস্পতিতে তাহা নাই, এই নিমিত্ত ওষধি-বনস্পতি হইতে প্রাণভৃৎ জঙ্গমজীবগণ আত্মার অধিকতর আবির্ভাব-ক্ষেত্র। পুরুষ বা মনুষ্যগণের মধ্যেও যাঁহারা প্রজ্ঞানসম্পন্ন, যাঁহাদের বিবেকশক্তি সমধিক বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহারা লোকালোকদর্শী, ইহলোক ও পরলোক, এই দ্বিবিধ লোকই যাঁহারা অবলোকন করিতে সমর্থ, মর্ত্ত্য বা মরণশীল শরীরে অবস্থান করিয়াও, যাঁহারা অমৃতত্বলাভের ইচ্ছা করেন, মর্ত্ত্যধামে তাঁহারা আত্মার সমধিক বিকাশস্থান ("তস্য য আত্মানমাবিস্তারং বেদাশ্নুতে হাবির্ভূয় ওষধিবনস্পতয়ো যচ্চ কিঞ্চ প্রাণভৃৎ স আত্মানমাবিস্তারং বেদৌষধিবনস্পতিষু হি রসো দৃশ্যতে চিত্তং প্রাণভৃৎসু প্রাণভৃৎসুত্বেবাবিস্তরামাত্মা তেষু হি রসোঽপি দৃশ্যতে ন চিত্তমিতরেষু পুরুষেত্বেবাবিস্তরামাত্মা স হি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি বিজ্ঞাতং পশ্যতি বেদশ্বস্তনং বেদ লোকালোকৌ মর্ত্ত্যেনামৃতমীপ্সত্যেবং সম্পন্ন * * *।"—ঐতরেয় আরণ্যক)। ঐতরেয় আরণ্যক শ্রুতির 'অচেতন মৃৎ-পাষাণাদিতে আত্মার সত্তামাত্র আবির্ভূত হয়, জড় মৃৎ-পাষাণাদিতে আত্মার ইতর-স্বভাবদ্বয়ের অভিব্যক্তি হয় না,' ইত্যাদি বাক্যের অভিপ্রায় কি? 'সত্তা' বলিতে শ্রুতি কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন?

যাহা বিদ্যমান, তাহা সৎ, এবং সতের ভাব সত্তা। সত্তা ও শক্তি এক পদার্থ। শক্তির বিকারাত্মিকা ও অবিকারাত্মিকা ভেদে দ্বিবিদ অবস্থা আছে। বিকারাত্মিকা ও অবিকারাত্মিকা, এই অবস্থাদ্বয়কে না, যথাক্রমে পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন, এই নামদ্বয় দ্বারাও লক্ষ্য করা যাইতে পারে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, পরব্রহ্মের শক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়দ্বারা নিগূঢ়—আবৃত হইয়া আছে, পরব্রহ্মের জগৎ-কারণভূতা ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি, বল বা ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি বিবিধ শক্তি বিদ্যমান আছে। সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বিতীয় পরমেশ্বর যখন যে শক্তিদ্বারা বিবর্ত্তিত হয়েন, তখন তদ্রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। দেব-মনুষ্যাদির শরীরে পরব্রহ্মের চৈতন্যশক্তির, উপলব্ধি হয়, বায়ুতে স্পন্দনশক্তির, প্রস্তরাদিতে কাঠিন্যশক্তির, জলে দ্রবশক্তির, অগ্নিতে দাহিকা-শক্তির, আকাশে শূন্য-শক্তির, নশ্বরপদার্থে বিনাশ-শক্তির, এইরূপ সর্ব্বত্র পরব্রহ্মেরই শক্তি প্রকাশিত হয়। কারণাবস্থায় যেরূপ এক ক্ষুদ্র অণ্ড মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাণ্ড সর্প থাকে, অথবা এক অণুমাত্র বীজমধ্যে ফল, পত্র, লতা, পুষ্প, শাখা, স্কন্ধ ও মূলবিশিষ্ট বৃহৎ বৃক্ষ সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ কারণাবস্থায় এই সমুদায় জগৎ পরব্রহ্মে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে। ভূমিতে সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষবীজ বর্ত্তমান থাকিলেও, যেমন দেশ ও কালবিশেষে তাহাদের কোথাও কদাচিৎ, কাহারও অঙ্কুরোৎপত্তি হইয়া থাকে, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরে বিদ্যমান শক্তিসমূহের মধ্যেও সেইরূপ কোথাও, কদাচিৎ, কাহারও অভিব্যক্তি হয়। কার্য্যদ্বারা শক্তি অনুমিত হইয়া থাকে। বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হয়। বীজ হইতে অঙ্কুরকে উৎপন্ন হইতে দেখিলে,

আমরা বীজে যে, অঙ্কুরোৎপাদিকা-শক্তি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান ছিল, তাহা অনুমান করিয়া থাকি। বীজে অঙ্কুরোৎপাদিকা-শক্তি বিদ্যমান থাকিলেও, তাহার অভিব্যক্তিতে যে, নিমিত্তান্তরের অপেক্ষা আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। নিমিত্তান্তরের অপেক্ষা না থাকিলে, বীজ সর্ব্বদাই অঙ্কুরোৎপাদন করিতে পারগ হইত। বীজ যখন সর্ব্বদা অঙ্কুরোৎপাদন করিতে সমর্থ নহে, তখন স্বীকার করিতে হইবে বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা-শক্তির অভিব্যক্তি-পথে কোন শক্তি প্রতিবন্ধকরূপে বিদ্যমান থাকে।*

'মৃৎ-পাষাণাদিতে ব্রহ্মের সত্তা-স্বভাবের অভিব্যক্তি হয়,' এস্থলে 'সত্তা'-শব্দদ্বারা শ্রুতি তমোগুণ-প্রধান ত্রিগুণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ভৌতিকরাজ্য তমোগুণ-প্রধান, উদ্ভিদ্‌রাজ্য রজঃ ও তমোগুণ-প্রধান, চেতনরাজ্য সত্ত্বগুণপ্রধান। গুণত্রয়ের তারতম্যানুসারেই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সামান্যতঃ চতুর্ব্বিধ পর্ব্ব হইয়াছে। প্রত্যেক পর্ব্বের মধ্যেও গুণবৈষম্য-নিবন্ধন যে, বহু প্রকারভেদ হইবে, তাহা সুখবোধ্য। সাংখ্যদর্শন পাঠ করিলে, বুঝিতে পারা যায়, সত্ত্বগুণের আধিকত্যঃ বিকাশকেই উক্ত দর্শন উন্নতি এবং তমোগুণের প্রাধান্যকে অবনতি বলিয়াছেন। শ্রুতির সহিত সাংখ্যদর্শনের এই বিষয়ে যে, কোন বিরোধ নাই, তাহা বলা যাইতে পারে। গুণত্রয় অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে। পরিণাম প্রকৃতির স্বভাব। 'পরিণাম প্রকৃতির স্বভাব,' এই কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে যাইলে, প্রকৃতি যে, ত্রিগুণাত্মিকা, প্রথমে স্মরণ হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের অন্যোন্যাভিভবচেষ্টা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যতিরেকে পরিণাম হইতে পারে না। প্রকৃতি যখন ত্রিগুণাত্মিকা, গুণত্রয় যখন অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক, অন্যোন্যজননবৃত্তিক, এবং অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তিক, সত্ত্বগুণের আধিক্যকে যখন উন্নতি, এবং তমোগুণের আধিক্যকে অবনতি বলা হইয়াছে, তখন শাস্ত্রদৃষ্টিতে 'উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম,' এই কথা সত্য হইতে পারে না। প্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধনের যোগ্যতা আছে, প্রকৃতি দেবশরীর প্রসব করিতে পারেন, প্রকৃতি নর-শরীর উৎপাদন করিতে পারেন, প্রকৃতি তির্য্যগ্‌দেহও নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ, ভূত ও ভৌতিক পদার্থসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ, এবং বুদ্ধিরও প্রসবিত্রী। প্রকৃতির আপূরণবশতই সর্ব্বপ্রকার জাত্যন্তর-পরিণাম সাধিত হইতেছে। প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধন করিতে পারেন সত্য, তথাপি তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধন করেন না, প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মের মুখাপেক্ষাপূর্ব্বক পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন, পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মই যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট গতি বা উন্নতি ও অবনতির কারণ

* "শক্তেঃ কার্য্যানুমেয়ত্বাদকার্য্যে প্রতিবন্ধনং।
জ্বলতোঽগ্নেরদাহে স্যান্মণ্যাদিপ্রতিবদ্ধতা।।" — পঞ্চদশী।

("পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি।"—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)। যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পুণ্য-পাপকে শ্রুত্যাদি শাস্ত্রসমূহ যথাক্রমে উন্নতি ও অবনতির কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বরূপ কি, তাহা না জানিলে, উন্নতি ও অবনতির শাস্ত্র-প্রদর্শিত কারণের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হইবে না। সাত্ত্বিক কর্ম্ম ধর্ম্ম, এবং রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম অধর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্রিগুণকার্য্য ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নহে। প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মের মুখাপেক্ষাপূর্ব্বক পরিণাম সাধন করেন, এতদ্বাক্যের তাহা হইলে, তাৎপর্য্য হইতেছে, প্রকৃতি কর্ম্মসংস্কারানুসারে পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের তারতম্যে, ইহাদের ভাগবৈষম্য-নিবন্ধন যতপ্রকার পরিণাম সঙ্ঘটিত হইতে পারে, প্রকৃতি অনাদি কাল হইতেই ততপ্রকার পরিণাম সাধন করিতেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্থাবর, জঙ্গম, চেতন, অচেতন, ক্ষুদ্র, বৃহৎ যতপ্রকার পদার্থ পরিদৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই ত্রিগুণকার্য্য, গুণত্রয়ের ভেদবশতঃ জাগতিক পদার্থসমূহের অসংখ্য ভেদ হইয়া থাকে। পরমেশ্বর সত্ত্বাদি গুণ রজ্জুত্রয়দ্বারা জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, বিশ্বজগতের বন্ধনরজ্জুস্বরূপ পরমেশশক্তি, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়াত্মিকা। শ্রুতি বলিয়াছেন, সর্ব্ববশী পরমপিতা ভূরাদি ব্রহ্মালোক পর্য্যন্ত নিখিল লোকের মর্য্যাদা ভিন্ন না হয়, ব্যবস্থা-বিপর্য্যয় না হয়, কেহ নিয়ম অতিক্রম করিতে না পারে, এই জন্য সেতুর ন্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, পরমেশ্বর যদ্দ্বারা সেতুর ন্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সত্ত্বাদি গুণ বা শক্তিত্রয়, সত্ত্বাদি শক্তি ত্রয়কে যে, 'গুণ'-নামে অভিহিত করা হইয়াছে, ইহাই তাহার কারণ ("এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসংভেদায়।" —বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, দিবস, রজনী, পক্ষ, মাস, ঋতু, বর্ষ, সন্ধি, দান, যজ্ঞ, লোক (ভূরাদি), দেবতা, বিদ্যা, গতি, কাল (বর্ত্তমানাদি), ধর্ম্ম, প্রাণ, এক কথায় জগতে যে কোন পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই ত্রিগুণাত্মক, গুণত্রয় পর্যায়ক্রমে সকল বস্তুতেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। দিবসাদি সকলপদার্থই ত্রিবিধ।* সত্ত্বাদি গুণত্রয় কদাচ পৃথক্-পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করে না, ইহারা অবিচ্ছিন্নরূপেই লোকের বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে। যে স্থানে সত্ত্বগুণ

---

* "অহস্ত্রিধা তু বিজ্ঞেয়ং ত্রিধা রাত্রির্বিধীয়তে।
মাসার্দ্ধমাসবর্ষাণি ঋতবঃ সন্ধয়স্তথা।।
ত্রিধা দানানি দীয়ন্তে ত্রিধা যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
ত্রিধা লোকাস্ত্রিধাদেবাস্ত্রিধাবিদ্যাস্ত্রিধাগতিঃ।।
পর্য্যায়েণ প্রবর্ত্তন্তে তত্র তত্র তথা তথা।
যৎ কিঞ্চিদিহ লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বমেতে ত্রয়োগুণাঃ।"

—মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্ব্ব।

† 'নৈব শক্যা গুণা বক্তুং পৃথক্ত্বেনৈব সর্ব্বশঃ। অবিচ্ছিন্নানি দৃশ্যন্তে রজঃ সত্ত্বং তমস্তথা। অন্যোন্যমথ রজ্যন্তে হ্যন্যোন্যং চার্থজীবিনঃ। অন্যোন্যমাশ্রয়াঃ সর্ব্বে তথাঽন্যোন্যানু-বর্ত্তিনঃ।" — মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্ব্ব।।

বিদ্যমান, সেই স্থানেই রজোগুণ প্রবৃত্ত হয়, এবং যাবৎ তমঃ ও সত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাবৎ রজঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সংঘাতবৃত্তিক—সংহত-স্বভাব গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া, লোক-ব্যবহার নিষ্পাদন করে। গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে—পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে মূর্ত্তি গ্রহণ করে, বিজৃম্ভিত হয়, ইহারা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী, ইহারা পরস্পর পরস্পরের অনুবর্ত্তী।† বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন, সংকোচ—গুণত্রয়ের সাম্য, এবং বিকাশ—গুণক্ষোভ, প্রকৃতির এই দ্বিবিধ অবস্থা যথাক্রমে লয় ও সৃষ্টি-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। সংকোচ ও বিকাশ, এই অবস্থাদ্বয়োপেত প্রধান বা প্রকৃতি পুরুষোত্তম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহেন, বিষ্ণুই ক্ষোভক, এবং তিনিই ক্ষোভ্য।*

মহাভারতের জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান, তৎসমুদায়ই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে সামান্যতঃ ত্রিবিধ,' ইত্যাদি বাক্যসমূহের অভিপ্রায় কি, তাহা চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, প্রত্যেক জাগতিক পদার্থেরই আপেক্ষিক উন্নত ও অবনত অবস্থা আছে। একের তুলনায় আমরা অন্যকে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বলিয়া থাকি। ভূর্লোকের তুলনায় ভুবলোক, এবং ভুবলোকের তুলনায় স্বর্লোক উৎকৃষ্ট, এইরূপ পশ্বাদি ইতর-জীব-সমূহের তুলনায় মনুষ্য, মনুষ্যের তুলনায় দেবগণ উৎকৃষ্ট। ভূর্লোকের মধ্যেও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পরিণাম-বশতঃ দেশাদির উন্নত, অবনত বা উচ্চ, নীচ অবস্থা আছে। ভূর্লোকেও স্বর্গ আছে, নরক আছে, সুর আছেন, অসুর আছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ত্রিগুণাত্মক, একথা যাঁহারা স্বীকার করিবেন, তাঁহারা দেশ, কাল, মনঃ, বুদ্ধি ইত্যাদির সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ-নির্ব্বাচন, যে, প্রাকৃতিক, তাহাও অঙ্গীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। কৃতাদি যুগভেদ সত্ত্বাদি গুণভেদবশতই হইয়াছে। সত্ত্বগুণ যখন উদ্রিক্ত বা প্রবল হয়, মনঃ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ যখন সাত্ত্বিক হয়, তখন কৃত বা সত্যযুগ চলিতেছে, বুঝিতে হইবে ("প্রভূতঞ্চ যদাসত্ত্বং মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণিচ। তদা কৃতযুগং বিদ্যাৎ * * *" গরুড়পুরাণ)। ত্রেতাযুগ সামান্যতঃ রজোগুণ-প্রধান, দ্বাপরযুগ সামান্যতঃ রজস্তমোগুণ-প্রধান, এবং কলিযুগ সামান্যতঃ তমো গুণ-প্রধান। সত্ত্বগুণের যখন প্রাধান্য হয়, তখন দেশ-কালের, মন-বুদ্ধির, ভৌতিক প্রকৃতির একরূপ অবস্থা হয়, রজোগুণ বা তমোগুণের প্রাধান্যে ইহাদের অন্যরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। গুণত্রয় সর্ব্বপদার্থে পর্য্যায়ক্রমে প্রবৃত্ত হয়, অতএব এবম্প্রকার হওয়া যে, প্রাকৃতিক, চিন্তাশীলের তাহা সুখবোধ্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, পুরুষ বা জীবের নিদ্রা, তৎপরিত্যাগ, উত্থান ও সঞ্চরণ, এই

---

* "স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চ পুরুষোত্তমঃ। স সঙ্কোচ বিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি চ স্থিতঃ।"— বিষ্ণুপুরাণ।

চতুর্ব্বিধ অবস্থা। নিদ্রাদি চতুর্ব্বিধ অবস্থার মধ্যে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট। নিদ্রাদি অবস্থা-চতুষ্টয় যথাক্রমে 'কলি' 'দ্বাপর', 'ত্রেতা' ও 'কৃত' (সত্য), এই যুগচতুষ্টয়ের সমানার্থক। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের উপদেশ, উপবিষ্ট পুরুষের সৌভাগ্য যেমন তেমনিই থাকে, অভিবৃদ্ধিহেতু উদ্যোগের অভাবনিবন্ধন উহার বৃদ্ধি হয় না। উপবেশন পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থানশীল পুরুষের সৌভাগ্য কৃষি বাণিজ্যাদির উদ্যোগবশতঃ বৃদ্ধ্যুন্মুখ হয়। শয়ানপুরুষের সৌভাগ্য সুপ্তাবস্থায় অবস্থান করে, বিদ্যমান ধনের রক্ষণাদি চিন্তার অভাবহেতু বিনাশ হয়। সৌভাগ্যবর্দ্ধনার্থ দেশে দেশে পর্য্যটনশীল পুরুষের সৌভাগ্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শয়ন, উপবেশন, উত্থান, এবং অবাধিত ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ বা বিকাশ, অত্যল্প চিন্তাতেই শক্তির এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা আমাদের বুদ্ধিগোচর হয়, প্রত্যেকে জাগতিক পদার্থের জীবনে শক্তির শয়নাদি চতুর্ব্বিধ অবস্থাই লক্ষিত হইয়া থাকে। কোন জাগতিক পদার্থের অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন, অপিচ ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমনে, শক্তির শয়ানাদি চতুর্ব্বিধ অবস্থাভিন্ন আমরা আর কি দেখিতে পাই? শয়ন, উপবেশন, উত্থান ও অবাধিতভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ, ইহারা সত্ত্বাদি গুণত্রয়েরই কার্য্য। 'উন্নতিই' যে, প্রকৃতির নিয়ম, প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণদ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হয় না। জীববিজ্ঞান (Biology) অধ্যয়ন করিলে, জানিতে পারা যায়, ইনি প্রাণশক্তির জন্মাদি ষড়্ভাববিকারেরই বর্ণন করিয়া থাকেন। মানব জন্ম-গ্রহণ করে, বিদ্যমান থাকে, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম প্রাপ্ত হয়, তৎপরে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে বিনষ্ট হয়। অথবা কেবল মানব কেন, উৎপত্তিশীল পদার্থমাত্রেই জন্মাদি ষড়ভাব-বিকারের অধীন। জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহাদির জন্ম, স্থিতি বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ, এই ছয়টী বিকারেরই তত্ত্ব-নিরূপণের চেষ্টা করেন। গ্রহগণ অভিব্যক্ত হয়, কিছুকাল অবস্থান করে, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম প্রাপ্ত হয়, তৎপরে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে অন্তর্হিত হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যে, এই কথা অস্বীকার করেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। আদিত্যাদি গ্রহ ও উপগ্রহের অবস্থা যে, দিন দিনই পরিবর্তিত হইতেছে, তাহা স্থির। সবিতার সন্তাপনী-শক্তি যে, ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতেছে, বৈজ্ঞানিকগণকেও তাহা মানিতে হইয়াছে। মনুষ্যজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে, হৃদয়ঙ্গম হয়, মনুষ্যজাতির উৎপত্তি হয়, কিছুকাল ইহা বাল্যাবস্থায় অবস্থান করে, বৃদ্ধি করে, তৎপরে যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিয়া থাকে, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম-বিকার প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর ক্রমশঃ প্রৌঢ় ও স্থবিরদশা অতিক্রমপূর্ব্বক কালকবলে কবলিত হইয়া থাকে। পিতার অপেক্ষায় পুত্রকে সর্ব্ববিষয়ে উন্নত হইতে দেখা যায়, আবার বিপরীত দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই, বিদ্বান্, ধার্ম্মিক, সবলদেহ পিতা

হইতে মূর্খ, পাপপ্রবণ, রুগ্ন-শরীর, সমাজকলঙ্ক, পুত্রও জন্মগ্রহণ করে। এক ব্যক্তিরই বয়োভেদে শারীর ও মানস, এই উভয়বিধ প্রকৃতিরই পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। কত লোক প্রথম বয়সে ঘোর নাস্তিক থাকিয়া, পরে আস্তিক হইতেছেন, কত জড়বুদ্ধির বিমল প্রতিভার উন্মেষ হইতেছে, আবার আদ্যবয়সে আস্তিক থাকিয়া, অন্ত্যকালে ঘোর নাস্তিক হইয়াছেন, প্রথমাবস্থায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি থাকিয়া, পরে জড়মতি হইয়াছেন, এ দৃষ্টান্তও নয়নে পতিত হয়। দেশের উন্নতি ও অবনতি চক্র যে, পর্য্যাক্রমে আবর্ত্তন করে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। পুরাণ, ইতিহাস, আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদি শাস্ত্রনিবহ পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, ভারতবর্ষে কোন সময়ে এরূপ অবস্থা ছিল, যদবস্থায় ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ছিল না, যদবস্থায় কাহারও অকালে মৃত্যু হইত না, যদবস্থায় পর্জ্জন্য যথাকালে যথাপ্রয়োজন বৃষ্টি প্রদান করিতেন, তরু-লতা ফল-পুষ্প-শোভিত থাকিত, বসুন্ধরা প্রচুর পরিমাণে শস্য প্রসব করিতেন , অধিক কি, যদবস্থায় ভারতবর্ষ সুখ-সমৃদ্ধিতে সুখময়ী অমরপুরীকেও উপহাস করিত, সুরগণ যদবস্থায় দুঃখবিরহিত সুরলোক ত্যাগপূর্ব্বক শান্তিময়, মুক্তিক্ষেত্র ভারতবর্ষে বাস করিতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু সে দিন গিয়াছে, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, আধিব্যথিত, শোকোপহত, পাপভরে অবসন্ন, মহামারীর করাল-কবলগ্রস্ত, ভূকম্পবিধ্বস্ত, দুর্গত ভারতবর্ষ এক্ষণে কল্পনা-তুলিকাদ্বারাও আর তাহার সেই শাস্ত্র-বর্ণিত সৌভাগ্যের ছবি, সেই সর্ব্বাঙ্গীন সুখাবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন না, ভারতবর্ষের কোন দিন যে, তাদৃশী অবস্থা ছিল, অত্যল্প লোকেই অধুনা তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, ভারতবর্ষের শাস্ত্রবর্ণিত সৌভাগ্যের দিন যে, কোন কালে ছিল, তাহা বিশ্বাস করিবার শক্তিও আমাদের আর নেই বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা যে, দিন দিন মন্দ হইতেছে, উন্নত হইলেও, সভ্য হইলেও, বিজ্ঞানানুশীলন করিতে শিখিলেও ঋষিদিগকে অসভ্য ও বর্ব্বর বলিবার, শাস্ত্রকে অকিঞ্চিৎকর পদার্থবোধে অবজ্ঞা করিবার সাহস জন্মিলেও, ভারতবর্ষের যে, দিন দিন অশান্তির লীলাভূমি হইতেছে, পূর্ব্বে ভারতবর্ষ যে, আধিব্যাধিদ্বারা এইরূপ নিয়ত প্রপীড়িত হইত না, দুর্ভিক্ষের ভীষণরূপ, মহামারীর ঘোরামূর্ত্তি পূর্ব্বে যে, বর্ত্তমান কালের ন্যায় এখানে এইরূপ সাটোপে নৃত্য করিত না, তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। তাহার পর, যদি প্রাচীন বৈদিক আর্য্যজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিল্প, সাহিত্যের, ধর্ম্ম ও নীতির উন্নতির সহিত, প্রাচীন বৈদিক আর্য্যজাতির ধৃতি, দম, শৌর্য্য, বীর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, অধ্যবসায়, মনীষা, প্রভৃতি মানবীয় গুণসমূহের সহিত বর্ত্তমান বৈদিক আর্য্যজাতির ঐ সকল মানবীয় গুণের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে, 'উন্নতিই প্রকতির নিয়ম' এই রূপ সিদ্ধান্ত সত্যভূমিক নহে, ইহাই প্রতিপন্ন

হইয়া থাকে। চরকসংহিতার বিমানস্থানে উক্ত হইয়াছে, অধর্ম্মই রোগসমূহের আবির্ভাবের কারণ, অধর্ম্মভিন্ন অন্য কোন কারণ হইতে অশুভোৎপত্তি হয় না। ত্রেতাযুগে চতুষ্পাৎ ধর্ম্মের ক্রমশঃ একপাদ হীন হয়। ধর্ম্মের একপাদ হ্রাস হইলে, পৃথিব্যাদি ভূতনিচয়ের গুণসমূহেরও একপাদ হ্রাস হইয়া থাকে, এবং তন্নিবন্ধন শষ্যাদির স্নেহ, বৈমল্য, রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাবের একপাদ অন্তর্হিত বা প্রণষ্ট হয়। শস্যাদির গুণ একপাদ ক্ষীণ হইলে, আহার-বিহারেরও যথা নিয়ম গুণপাদের হ্রাস হইবার কথা। এইরূপ ক্ষীণ বা প্রণষ্ট গুণপাদ আহার-বিহারযোগে শরীরের যথাপূর্ব্ব উপষ্টম্ভন—ধাতু-সাম্যদ্বারা যথাপূর্ব্ব পোষণ বা পালন, ক্ষতিপূরণদ্বারা সাম্যসংরক্ষণ হয় না। এই নিমিত্ত প্রাণিদিগের আয়ুর (Duration of life) ক্রমশঃ হ্রাস হয়, শরীর ব্যাধিপ্রবণ হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থানই রোগোৎপত্তির মূলকারণ, অখিল দুঃখাবির্ভাবের একমাত্র হেতু, সর্ব্বপ্রকার অবনতির নিদান। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, এই উভয়ই প্রকৃতির কার্য্য; অধর্ম্ম অবনতির কারণ; অতএব অবনতি শব্দবোধ্য আভ্যন্তর অর্থের সহিত বাহ্যার্থের বিসংবাদ নাই, অতএব উন্নতি ও অবনতি, এই উভয়কেই প্রাকৃতিক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে বিবিধ বিচিত্র পরিণাম সাধন করেন, এই কথার 'প্রকৃতি অনাদি ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কারবশে কর্ম্ম করিয়া থাকেন,' ইহাই তাৎপর্য্য। অণু বা পরমাণু সকল যে ভাবে যত সংখ্যায়, পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইলে, যে বস্তু উৎপন্ন হইবে, তাহা স্থির আছে. যেরূপ কর্ম্ম করিলে যে প্রকার ভোগায়তন দেহ হওয়া উচিত, যিনি সেইরূপ কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই সেই প্রকার দেহে প্রবেশ করিতে হইবে। পতঞ্জলিদেব এই কথা বুঝাইবার জন্যই বলিয়াছেন, ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষমাণা প্রকৃতির আপূরণ হইতে সুর নয়, তির্য্যক্ ইত্যাদির শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির পরিণাম হইয়া থাকে। ধর্ম্মের আতিশয্যে নর-শরীর সুরদেহে পরিণত হইতে পারে, আবার অধর্ম্মের আধিক্যে মনুষ্যাদির পশ্বাদি শরীর হওয়াও সম্পূর্ণ সম্ভব।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব কর্ম্মকে সামান্যতঃ কৃষ্ণ, শুক্ল-কৃষ্ণ, শুক্ল এবং অশুক্ল-অকৃষ্ণ, এই চারি প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। কেবল হিংসা প্রভৃতি কুকার্য্যে রত দুরাত্মগণের যে কর্ম্ম, যে কর্ম্ম কেবল পাপজনক, তাহা কৃষ্ণ কর্ম্ম। যে সমস্ত কার্য্য বহিঃ-সাধন-সাধ্য, যে সকল কর্ম্ম (পরপীড়া ও পরানুগ্রহ-নিবন্ধন) পাপ ও পুণ্য, এই উভয়েরই জনক হয়, সেই সকল কর্ম্মকে শুক্ল-কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। তপস্যা, স্বাধ্যায়, ধ্যান প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম বহিঃসাধনাধীন নহে, যাহারা শুদ্ধ মনদ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, যে সকল কর্ম্মনিষ্পত্তিতে পরের কোনরূপ পীড়া

হয় না, যে সকল কর্ম্ম কেবল পুণ্যজনক, তাহারা শুক্ল কর্ম্ম। ক্ষীণক্লেশ (ক্ষীণ হইয়াছে, অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ যাঁহাদের) চরমদেহ (যাঁহাদিগের আর শরীর ধারণ করিতে হইবে না), সন্ন্যাসী বা যোগিগণের যে কর্ম্ম, যে কর্ম্ম পাপ বা পুণ্য কাহারই জনক নহে, তাহা অশুক্ল-অকৃষ্ণ-নামে উক্ত হইয়াছে, শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্ল-কৃষ্ণ বা পাপজাতীয়, পুণ্যজাতীয় ও পাপ পুণ্যজাতীয় এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে যখন জাতি, আয়ুঃ ও ভোগরূপ বিপাক হয়, তখন ঐ বিপাকের অনুকূল (অর্থাৎ, সেই সেই জন্ম প্রভৃতির নির্ব্বাহ যাহা ভিন্ন হইতে পারে না, এইরূপ) সংস্কারগুলিরই উদ্বোধ হয়, অন্যবিধ সংস্কারসমূহ তখন চিত্তে অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। যেরূপ কর্ম্ম হইতে দেবশরীর গঠিত হইবে, যেরূপ কর্ম্ম স্বর্গ-প্রাপ্তিজনক, তদ্রূপ কর্ম্ম হইতে নারক, পশু, পক্ষী ও মনুষ্য প্রভৃতি জন্মে যে যে সংস্কারের প্রয়োজন, তাহাদের উদ্বোধ হয় না, দেবশরীরের উপযুক্ত সংস্কারগুলিরই উদ্বোধ হয়।

কায়িক, বাচিক ও মানসিক, এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়; সৎকার্য্যের ফল সুখ, এবং অসৎকার্য্যের ফল দুঃখ। সদসৎ কর্ম্মফল সর্ব্বত্র পরক্ষণেই স্ব-স্ব ফল—সুখ-দুঃখ জন্মাইতে পারে না, স্বর্গ-নরকাদি স্থানে, বহুকাল পরে উহাদের ভোগ হইয়া থাকে। ভোগকালে সদসৎ কর্ম্ম থাকে না, আবার বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, কর্ম্ম করিলে, চিত্ত বা আত্মাতে সংস্কাররূপে ধর্ম্মাধর্ম বিদ্যমান থাকে। এই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট হইতে যথাসময়ে সুখ-দুঃখরূপ ফল উৎপন্ন হয়। যথোক্ত অদৃষ্ট-নামক পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকার না করিলে, জগতের বৈচিত্র্য বা সৃষ্টিবৈষম্যকে নির্নিমিত্ত বলিতে হয়। কতিপয় কর্ম্ম বা অদৃষ্ট একত্র মিলিত হইয়া, একপ্রকার জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের কারণ হয়। মরণের পর যে কর্ম সমষ্টি প্রবলভাবে ফলদানোন্মুখ হইয়াছে, উহাকে প্রারব্ধ বলা হইয়া থাকে। ফলোন্মুখ কর্ম্ম বা প্রারব্ধ স্ব-স্ব বিপাক (জাতি আয়ুঃ ও ভোগ) জন্মাইতে যাইয়া, তদুপযোগী সংস্কার সকলের উদ্বোধ করিয়া দেয়। প্রত্যেক জাত্যুচিত ভিন্ন-ভিন্ন-রূপ প্রতিভা বা সংস্কার আছে, যে জীব যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, সে বিনা শিক্ষায়, আপনা হইতেই সেই জাত্যুচিত কর্ম্ম করিয়া থাকে। চিত্তক্ষেত্রে সকল-জাত্যুচিত সংস্কারসমূহই লগ্ন হইয়া আছে, যথা প্রয়োজন উহাদের উদ্বোধ হয়, প্রয়োজন না হইলে, উহারা প্রসুপ্তভাবে অবস্থান করে। এক-এক জাতীয় কর্ম্মসমষ্টি হইতে এক-একরূপ জন্ম হইয়া থাকে। মানব ও মার্জ্জার-জন্মের প্রাপক কর্ম্ম নিশ্চয়ই একরূপ নহে। যে জাতীয় কর্ম্ম যেরূপ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের জনক হয়, তাহা স্থির আছে।*

---

* কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্।" পাং, দং।
"ততস্তদ্বিপাকানুগুণানমেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্।" ঐ।

ধৰ্ম্ম, অধৰ্ম্ম, সুখ, দুঃখ, এবং রাগ ও দ্বেষ, সংসারচক্র এই ছয়টী অরাবিশিষ্ট। ধৰ্ম্ম হইতে সুখ ও অধৰ্ম্ম হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়; সুখ হইতে রাগ এবং দুঃখ হইতে দ্বেষ জন্মে; রাগ ও দ্বেষ হইতে প্রযত্নের উৎপত্তি হয়। প্রযত্ন উৎপন্ন হইলে, মনুষ্য মনঃ, বাক্ বা শরীরদ্বারা পরিস্পন্দমান হইয়া, অন্যের উপকার বা অপকার করিয়া থাকে। এই উপকার বা অপকার হইতে পুনৰ্ব্বার ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে সুখ-দুঃখের, এবং তাহা হইতে রাগ ও দ্বেষের জন্ম হইয়া থাকে। এই ভাবে ষড়র (ছয়টা হইয়াছে অরা যাহার) সংসারচক্র পরিভ্রমণ করে। অবিদ্যা এই সংসার চক্রের নেত্রী—পরিচালক, অবিদ্যাই সমস্ত ক্লেশের মূল, সাক্ষাৎ-পরম্পরায় অবিদ্যাই সংসারের মূলকারণ। মূলের নাশ হইলে, বাসনার নাশ হয়, বাসনার নাশ হইলে, ভবনিরোধ হইয়া থাকে।† যাবৎ সংসারকারণ অবিদ্যার নাশ না হইতেছে তাবৎ জীবকে প্রাগুক্ত ত্রিবিধ কৰ্ম্মানুসারে উচ্চাবচ জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে। অতএব মনুষ্যজন্মের পরে যে, পশ্বাদি জাতি-প্রাপ্তি হইতে পারে না, তাহার কোন প্রমাণ নাই। মানুষ কদাচ পশ্বাদি-জাতিপ্রাপক কৰ্ম্ম করে না, করা সম্ভব নহে, ইহা যদি সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে, মনুষ্যজন্মের পর, পশ্বাদি-জাতিপ্রাপ্তি হইতে পারে না, ইহাও সপ্রমাণ হইবে। যিনি যেরূপ কৰ্ম্ম করিবেন, প্রকৃতি তাঁহাকে তদ্রূপ কৰ্ম্মফলভোগের উপযুক্ত দেহ প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাতে যুক্তসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ পুনর্জ্জন্মের, লিঙ্গদেহের, মনুষ্য হইতে উৎকৃষ্টতর জীববৃন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু মানবের আত্মা যে, পশ্বাদি ইতর-জীবদেহে কদাচ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে, তাহা ইহাঁরা বিশ্বাস করেন নাই। 'মানবের আত্মার পশ্বাদি ইতর-জীবদেহে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব,' এই মতের স্থাপনার্থ ইহাঁরা বলিয়াছেন, যে আত্মা বহুবিধ ইতর-জীবের দেহে বাসপূৰ্ব্বক ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে আত্মার আর অধোগতি হইতে পারে না, যে আত্মা পূৰ্ব্বে যে অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে সেই অবস্থায় পুনরাবর্ত্তন করিতে হইবে কেন? ইহাঁদের মতেও জীবের অবনতি (Retrogression) নাই। মানবীয় আত্মার প্রাচ্য ইতর-জীবজাতিত্ব-প্রাপ্তিবাদের প্রতি ইহাঁরা একটু তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। পশ্বাদি ইতরজীবগণ মনুষ্য হইতে নিকৃষ্ট, মনুষ্য জাতি হইতে ইহাদের জ্ঞান অল্পতর, অতএব ইহাদের ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম (Merit or demerit) থাকিতে পারে

† "হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ।" —পাং, দং।

না। অধর্ম্মবশতঃ মানুষের ক্রমোন্নতি-স্রোতের অবরোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া মানুষের ইতর-জীবজাতিত্ব-প্রাপ্তি হইবে না, মানুষ মানুষদেহেই অশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিবে।*

বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশ, মানুষ কর্ম্মদোষ ইতর জীবজাতিতে অবরোহণ করে, অধিক কি, উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐতরেয় আরণ্যক ও ঋগ্বেদসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা পরম-পুরুষার্থকামী তাঁহারা জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই উভয়বিধ মার্গই আশ্রয় করিবেন, জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই উভয়ই পুরষার্থের সাধন। এই দ্বিবিধ বৈদিক-মার্গ হইতে প্রসাদবশতঃ কদাচ ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নহে। যে সকল নাস্তিক, এই উভয়বিধ আম্নায়মার্গ অতিক্রম করে, তাহারা পরাভূত হয়, তাহারা পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। বৈদিক-মার্গ অতিক্রমজনিত পাপের ফলভোগের নিমিত্ত কতিপয় পুরুষ আকাশে বিচরণশীল কাক-গৃধ্রাদি পক্ষিশরীর প্রাপ্ত হইয়াছে, কতিপয় পুরুষ বনগত বৃক্ষ ও ব্রীহি-যবাদি ওষধিরূপে পরিণত হইয়াছে, এবং কতিপয় ভূবিলবাসী সর্পাদি হইয়াছে।† ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন, যাহারা রমণীয়চরণ, যাহারা পুণ্যকর্ম্মা, যাহারা ক্রৌর্য্য, অনৃত ও মায়াবর্জিত, তাহারা রমণীয়যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যাহারা পাপকর্ম্মা, যাহারা অশুভ কর্ম্মসংস্কারবিশিষ্ট, তাহারা ধর্ম্ম-সম্বন্ধ-বর্জিত জুগুপ্সিতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহারা স্ব-স্ব কর্ম্মনুসারে শ্বযোনি, শূকরযোনি, চণ্ডালযোনি ইত্যাদি নিকৃষ্টযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞান ও কর্ম্ম, পুরুষার্থসাধন এই দ্বিবিধ আম্নায়-মার্গের মধ্যে যে সকল দ্বিজাতি শুদ্ধ জ্ঞান, অথবা কেবল কর্ম্মমার্গের আশ্রয় করেন, তাহাদের যেরূপ গতি হইয়া থাকে, শ্রুতিতে তাহাও স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা কেবল ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মের সেবা করেন, যাঁহারা বিদ্যাসেবী নহেন, তাঁহারা ঘটীযন্ত্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ যথাকর্ম্মে চন্দ্রাদি লোকে

---

* "Our system differs from the old oriental conception, which was embraced by the Egyptians, the Greeks and the Druids, in our denial that the human soul can ever return to the body of an animal. We believe that the human soul has already passed through this probation, and that it never can be renewed • • • The oriental dogma of the metempsychosis misapprehended the great law of progress, which is, on the contrary, the foundation of our doctrine"

—*The Day after Death. pp. 252-3.*

† "প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মীয়ুর্ন্যন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্রে। বৃহদ্ধতস্থৌভুবনেষ্বন্তঃ পবমানো হরিত আবিবেশ।।"—ঋগ্বেদসংহিতা, ৬।৯০।১৪

"প্রজা হ তিস্রঃ আত্যায়মীয়ুরিতি যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রঃ অত্যায়মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ * * *।"— ঐতরেয় আবণ্যক।

আরোহণ এবং ভোগক্ষয় হইলে, পৃথিবীতে অবরোহণ করিয়া থাকেন। যাহারা জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই দ্বিবিধ মার্গের কোন মার্গেরই আশ্রয় করে না, তাহারা উভয়-মার্গ-পরিভ্রষ্ট হইয়া, দংশক, মশক, কীট প্রভৃতি অসকৃদাবর্ত্তী (পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল), জীবযোনি প্রাপ্ত হয়, তাহারা এই ভূর্লোকেই অবিরাম জন্ম ও মরণবিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।*

মানুষের ইতর-জীব-জাতিতে অবরোহণ যে, বেদসম্মত, ব্রতদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইল। যাহা বেদসম্মত, বেদমূলক স্মৃত্যাদি শাস্ত্রসমূহেরও যে, তাহাই অভিমত, তাহা বলা বাহুল্য। ভগবান মনু বলিয়াছেন, মনঃ, বাক্ ও শরীর, শুভাশুভ কর্ম্ম নিষ্পত্তির এই তিনটি সাধন, মানুষ মনঃ বাক্ ও শরীর, এই ত্রিবিধ সাধনদ্বারাই শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকে। মনঃ বাক্ ও শরীর, এই ত্রিবিধ সাধনদ্বারা কৃত শুভাশুভ কর্ম্ম সকলের ফলের ভোগও যথাক্রমে মনঃ, বাক্ ও শরীরদ্বারাই হইয়া থাকে। মনদ্বারা কৃত শুভাশুভ কর্ম্মসকলের ফলের (সুখ বা দুঃখের) ভোগ মনদ্বারাই হয়, বাক্‌কৃত সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফল বাক্যদ্বারা, এবং কায়িক শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ শরীরদ্বারা হইয়া থাকে। যদি কোন মনুষ্য বাহুল্যতঃ শারীর অশুভ কর্ম্ম করে, যদি উহার পুণ্যাংশ স্বল্প থাকে, তাহা হইলে, ঐ কর্ম্মফলে উহার স্থাবরত্ব-প্রাপ্তি হয়। অশুভ বাচিক-কর্ম্মফলে তির্য্যগ্-জাতিত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এবং অশুভ মানস-কর্ম্মফলে চণ্ডালাদি নিকৃষ্ট মনুষ্য-জাতিতে জন্ম হয়।*

জ্যোতিষশাস্ত্রে 'বিযোনি-জন্ম' জ্ঞানসম্বন্ধে অনেক উপদেশ আছে। 'বিজোনি কাহাকে বলে? বিবিধ তির্থক, পক্ষি ও স্থাবরাদির উৎপত্তিকে 'বিযোনি-জন্ম', এই নামে উক্ত করা হইয়াছে। বরাহমিহির আচার্য্যকৃত বৃহজ্জাতক-নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, কোন জাতকের ক্ষীণচন্দ্রমা যদি দ্বিরস (দ্বাদশ)-ভাগে অবস্থান করেন, এই দ্বাদশভাগ যদি বিযোনি-সংজ্ঞ হয়, বীর্য্যরহিত শুভগ্রহ সকল যদি বলবান্ রব্যাদি ক্রূরগ্রহগণদ্বারা যুক্ত হয়েন, শনি বা বুধ যদি চতুষ্টয়গত (কেন্দ্রস্থ) হয়েন, তাহা হইলে, তাহার বিযোনি-জন্ম-যোগ আছে, বুঝিতে হইবে। কিরূপ গ্রহসমাবেশ হইলে, কোন্ যোনি প্রাপ্তি হয়, জ্যোতিষ-শাস্ত্র পাঠ করিলে, তাহা অবগত হওয়া

---

* "তদয ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা * * *।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

* "মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভম্।
বাচা বাচাকৃতং কর্ম্ম কায়েনৈবচ কায়িকম্।।
শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্।।"— মনুসংহিতা।

যায়। বৃহজ্জাতকে কোন্ কোন্ গ্রাহিক-শক্তির আধিক্যে কোন্ কোন্ বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহারও উপদেশ আছে। * এই সকল শাস্ত্রোপদেশ বর্ত্তমান কালের উন্নতম্মন্য পুরুষবৃন্দের সকাশে শুদ্ধ কল্পনার বিজৃম্ভণ-বোধে উপেক্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, আশা হয়, বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হইলে, একদিন ইহাদের গুরুত্ব, ইহাদের প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে উপলব্ধ হইবে। যাঁহারা পরলোকবিদ্বেষী, ইহলোকই যাঁহাদের দৃষ্টিতে একমাত্র লোক, বৃক্ষতত্ত্ববিষয়ক শাস্ত্রোপদেশসমূহ কালে তাঁহাদের নিকটেও সমাদৃত হইবে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্রসকল হইতে স্থূলপ্রত্যক্ষ ও অনুমানকে যাঁহারা অধিকতর প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, উদ্ধৃত শাস্ত্রোপদেশসমূহ যে, তাঁহাদের হৃদয়গ্রাহী হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহ। 'মানুষের ইতর-জীব-জাতিতে অবরোহণ অসম্ভব', যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহার নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ পাইয়া, ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন নাই, স্ব-স্ব প্রতিভার প্রেরণাতেই তাঁহার এবম্প্রকার মতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যুকতিপ্রিয় পুরুষবৃন্দকে কোন কথা শুনাইতে হইলে (যদি সম্ভব হয়), বিশেষতঃ লৌকিক যুক্তির ব্যবহার আবশ্যক হইয়া থাকে। ক্রমোন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম, অতএব যে আত্মা যে অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে সে আত্মার পুনর্ব্বার তদবস্থা-প্রাপ্তি যুক্তি-বিরুদ্ধ, যাঁহারা মানুষের ইতর-জীব-যোনিতে জন্ম হইতে পারে না, এইরূপ মতাবলম্বী, অবগত হইয়াছি, ইহাই তাঁহাদের তাদৃশ মতসমর্থক যুক্তি। 'উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম', এই প্রতিজ্ঞাব্যক্যের পরীক্ষা করিতে হইলে, পূর্বে উক্ত হইয়াছে, প্রথমে 'উন্নতি', 'প্রকৃতি' ও 'নিয়ম', এই শব্দত্রয়ের অর্থ কি, তাহা স্থির করিতে হইবে, তৎপরে ইহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের নিয়ত সম্বন্ধ উপপন্ন হয় কি না, তাহা বিচার করিতে হইবে। 'উন্নতি'-শব্দের মূল অর্থ; ঊর্দ্ধ নতি—ঊর্দ্ধে গমন। 'ঊর্দ্ধ'-শব্দবোধ্য অর্থের জ্ঞান 'অধঃ'-শব্দবোধ্য অর্থের জ্ঞানাপেক্ষ। 'প্রকৃতি' বা 'নেচার' (Nature) কোন পদার্থ? 'প্রকৃতি'-শব্দের 'যাহা হইতে বা যাহাতে কোন কিছু কৃত হয়, প্রকৃষ্টরূপে করার ভাব, যাহা প্রকৃষ্টরূপে কার্য্য-সম্পাদন বা পরিণাম-সাধন করেন', শাস্ত্র হইতে এই সকল অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। 'প্রকৃতি'-শব্দ উপাদান-কারণ বুঝাইতেই শাস্ত্রের অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'প্রকৃতির আপূরণ (অনুপ্রবেশ)-বশতঃ জাত্যন্তর-পরিণাম হইয়া থাকে' ("জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।") ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এস্থলে 'প্রকৃতি'-শব্দের 'উপাদান কারণ' বুঝাইতে প্রয়োগ করিয়াছেন। অভিধানে গুণসাম্য, অমাত্যাদি,

* "ক্রূরগ্রহৈঃ সুবলিভির্বিবলৈশ্চ সৌম্যৈঃ ক্লীবে চতুষ্টয়গতে তদবেক্ষণাদ্বা।
চন্দ্রোপগদ্বিরসভাগসমানরূপং সত্যং বদেদযদিভবেৎ স বিযোনিসংজ্ঞঃ।।"— বৃহজ্জাতক।

স্বভাব, যোনি, লিঙ্গ, পৌরবর্গ, 'প্রকৃতি'-শব্দের এই সকল অর্থ ধৃত হইয়াছে। 'প্রকৃতি'-শব্দ যত প্রকার অর্থেই ব্যবহৃত হউক, যাহা প্রকৃষ্টরূপে ক্রিয়া বা পরিণাম-সাধন করে, যদ্দ্বারা বা যাহাতে কোন কিছু কৃত হয়, 'প্রকৃতি'-শব্দের এই ব্যুৎপত্তিই তৎসমুদায়ের মূল। 'প্রকৃতি'-শব্দ প্রকৃতপ্রস্তাবে শক্তি বা কারণের সমানার্থক। 'নেচার' (Nature)-শব্দের মূল অর্থের সহিত 'প্রকৃতি'-পদের যথোক্ত অর্থের অনেকতঃ সাদৃশ্য আছে। * উপাদান-কারণ বা কার্য্যশক্তিসমূহই (The powers concerned to produce existing phenomena, whether in the total or in detail; the agencies which carry on the processes of the creation; the total of all finite agencies and forces as disconnected from a creating or ordering Intellegence, often conceived of as a single and separate force) 'নেচার (Nature)-শব্দের অর্থ। কর্ম্মদ্বারা আমরা শক্তির অনুমান করিয়া থাকি, ক্রিয়া বা কর্ম্মব্যতীত ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে শক্তির স্বরূপ দেখাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণদ্বারা আমরা যাহা জানি, তাহা কার্য্য (Effect)। বেদে কর্ম্ম বুঝাইতে শক্তিপদের প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাগবান্ যাস্ক শক্তিকে কর্ম্মের বাচকরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ম্মের স্বরূপ চিন্তা করিলে, আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়, কর্ম্মমাত্রেই প্রকাশশীল সত্ত্ব ক্রিয়াশীল রজঃ. এবং স্থিতিশীল তমঃ, এই গুণত্রয়দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব শাস্ত্র প্রকৃতিকে ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়াছেন। কর্মের উদ্দেশ্য কি? বিনা প্রয়োজনে কোন কর্ম্ম হয় না, অতএব কর্ম্মমাত্রেই যে, সপ্রয়োজন, তাহা স্থির। ঈপ্সিততমের প্রাপ্তির জন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অপ্রাপ্ত প্রাপ্তব্যকে পাইবার নিমিত্ত সকলে কর্ম্ম করে। প্রকৃতি কর্ম্ম করেন কেন? কর্ম্ম করাই প্রকৃতির স্বভাব, প্রকৃতি এইজন্য কর্মে করিয়া থাকেন। অপ্রাপ্ত প্রাপ্তব্যকে পাইবার জন্য সকলে কর্ম্ম করে, অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, প্রকৃতির আবার কি প্রাপ্তব্য আছে, যাহাকে পাইবার নিমিত্ত প্রকৃতি কর্ম্ম করিবেন? প্রকৃতি যে মুহূর্তকালও পরিণামশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে পারেন না, তাহার কারণ কি? বাধা (Resistance) ব্যতিরেকে গতি বা কর্ম্মের প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু জ্ঞাতব্য হইতেছে, কাহাদ্বারা প্রকৃতি বাধিত হয়েন? 'প্রকৃতি' শব্দ গুণসাম্যাবস্থার বাচক, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই 'প্রকৃতি' -শব্দের মূল অর্থ। প্রকৃতির বা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার বিক্ষোভই—ক্রিয়া বা কর্ম্ম, ইহার নাম সৃষ্টি। গুণত্রয়ের সাম্য ও বৈষম্য, এই দ্বিবিধ অবস্থাপ্রাপ্তির কারণ কি? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার ক্রমবিকাশের স্বরূপ বর্ণন করিবার সময়ে বলিয়াছেন, সাম্যভাবের অস্থায়িত্ব (Instability of homogeneous), এবং আগন্তুক বা

* ল্যাটিন 'নেটস্' (Nature)-শব্দ হইতে 'নেচার' (Nature) শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। নেটস্ (Natus)- শব্দ জাত, উৎপন্ন— প্রসূত, এতদর্থের বাচক।

নৈমিত্তিক-শক্তির ক্রিয়াসমূহের গুণন—অভ্যসন (Multiplication of the effects), এই দুইটী নিয়মদ্বারাই ক্রমবিকাশ (Evolution) সংঘটিত হইয়া থাকে। অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক (Universally co-existent) আর্কষণ ও বিপ্রকর্ষণশক্তি-বশতঃ ক্ষুদ্র, বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার জাগতিক-পরিণামই নির্দিষ্ট তালে-তালে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, আর্কষণ-শক্তির যখন প্রাদুর্ভাব ও বিপ্রকর্ষণশক্তির অভিভব হয়, তখন জগৎ অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন করে, এবং বিপ্রকর্ষণশক্তির যখন প্রাদুর্ভাব ও আর্কষণশক্তির অভিভব হয়, তখন ইহা ক্রমশঃ ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় প্রবেশ করে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসারের এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য পরিগ্রহের চেষ্টা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, ইহারা সাংখ্যদর্শনের প্রতিধ্বনি মাত্র। সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রকৃতি-স্বরূপ, ইহারা প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে ("সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ।"— সাং দং ৬।৩৯)। শ্রুতি ও স্মৃতি পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রকৃতির ধর্ম্ম ও তৎস্বরূপ, এই উভয়রূপেই বর্ণিত হইয়াছে। অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, ভগবান্ কপিল তবে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রকৃতি-ধর্ম্মত্বের প্রতিষেধ করিয়াছেন কেন? বিজ্ঞানভিক্ষু স্বপ্রণীত সাংখ্য প্রবচনভাষ্যে এইরূপ জিজ্ঞাসা-বিনিবৃত্তির জন্য বলিয়াছেন, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রকৃতি-কার্য্যত্বাদি বচনসমূহ, 'পৃথিবী হইতে দ্বীপের উৎপত্তি হয়,' এতদ্বাক্যের ন্যায় অংশতঃ প্রকাশাদি কার্য্যোপহিত অভিব্যক্ত্যাদিকেই বুঝাইয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণত্রয় যদি প্রকৃতির ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে, জানিতে হইবে, ইহারা প্রকৃতির কার্যরূপ ধর্ম্ম, অথবা আকাশের বায়ুবৎ সংযোগমাত্র-হেতু নিত্যধর্ম্ম? এক প্রকৃতি হইতে দ্রব্যান্তরের সঙ্গ বিনা বিচিত্র গুণত্রয়ের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। অতএব গুণত্রয়কে প্রকৃতির কার্য্যরূপ ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। নিত্য সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অন্যোন্য-সঙ্গদ্বারাই যখন বিচিত্র সকলকার্য্যের উপপত্তি হয়, তখন গুণত্রয়াতিরিক্ত প্রকৃতি কল্পনা অনর্থক।*

প্রধান বা প্রকৃতির প্রবৃত্তির প্রয়োজন কি? নিষ্প্রয়োজন প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, যদি এই কথা অভ্যুপগম বা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, মোক্ষের অনুপপত্তি হয়, অতএব প্রকৃতির প্রবৃত্তির যে, প্রয়োজন আছে, তাহা মানিতে হইবে। সাংখ্যদর্শন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রকৃতি স্বতঃ সৃষ্টি করেন বটে, তথাপি তাঁহার এই সৃষ্টি নিষ্প্রয়োজন নহে, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্য প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। প্রকৃতির সৃষ্টি পরার্থ পুরুষের নিমিত্ত ("অনুপভোগেঽপি পুমর্থং সৃষ্টিঃ প্রধানস্যোষ্ট্রকুঙ্কুমবৎ।"—সাং, দং ৬।৪০)। প্রধান যে, স্বতঃ সৃষ্টি করেন, অপিচ প্রধানের এই স্বতঃ সৃষ্টির যে, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গই প্রয়োজন, তাহা শুনিলাম, এখন জ্ঞাতব্য

* "সত্ত্বাদিভ্যোঽন্যোন্যসঙ্গেন বিচিত্রসকলকার্য্যোপপত্তৌ তদতিরিক্ত প্রকৃতিকল্পনাবৈয়র্থ্যমিতি * * *"— সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

হইতেছে, বিচিত্র সৃষ্টির কারণ কি? জগৎ এমন বৈষম্যময় হইল কেন? কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচিত্রতাই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ ("কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টি বৈচিত্র্যম্।"—সাং দং ৬।৪১)। প্রধান বা প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হয়, তাহা মানিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, প্রলয়ের কারণ কি? এক কারণ হইতে সৃষ্টি ও প্রলয়, এই বিরুদ্ধ কার্য্যদ্বয় কিরূপে, সংঘটিত হইবে? ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্য ও বৈষম্য এই হেতুদ্বয়বশতঃ এক প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি ও লয়রূপ বিরুদ্ধ কার্য্যদ্বয় সংঘটিত হইয়া থাকে ("সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ম্।"— সাং দং ৬।৪২)। প্রকৃতি মূঢ়া, প্রকৃতি অচেতনা, আমার ইহা ভোগাদি-সাধন, এবম্প্রকার প্রতি-সন্ধান ব্যতিরেকে কাহারও কদাচিৎ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয় না, মূঢ়া বা অচেতনা প্রকৃতির তাদৃশ প্রতি-সন্ধান বা ঈক্ষণ সম্ভব হয় না; অতএব শুদ্ধ অচেতন প্রকৃতিদ্বারা কিরূপে সৃষ্টি ও লয়, এই বিরুদ্ধ কার্য্যদ্বয় সংঘটিত হইতে পারে? সাংখ্যদর্শন এতদুত্তরে বলিয়াছেন, প্রকৃতি স্বভাবতঃ—সংস্কারবশতঃ সৃষ্টি ও লয়-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, অনাদি কর্ম্মসংস্কারই, অনাদি কর্ম্মের আকর্ষণই প্রকৃতির প্রবৃত্তিহেতু। সর্গাদিতে প্রকৃতি-ক্ষোভক কর্ম্মের অভিব্যক্তি কালবিশেষমাত্র হইতে হইয়া থাকে, তদুদ্বোধক কর্ম্মান্তরের কল্পনা করিলে, অনবস্থা-প্রসঙ্গ হয়। সাংখ্যদর্শন এইজন্য কালবিশেষকেই সর্গাদিতে প্রকৃতি-ক্ষোভক কর্ম্মের অভিব্যক্তির নিমিত্ত বলিয়াছেন। "কাল প্রকৃতি-ক্ষোভক কর্ম্মের অভিব্যক্তির নিমিত্ত", এই কথার অর্থ কি? সত্ত্ব, রজঃ ও তম, এই গুণত্রয়, পূর্ব্বে বহুবার উক্ত হইয়াছে, অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করিবার চেষ্টা করে। সত্ত্বাদি গুণত্রয় অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক এই নিমিত্ত গুণত্রয়ের পর্য্যায়ক্রমে অভিভব ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। কখন সত্ত্বগুণ প্রবল, এবং রজঃ ও তমোগুণ দুর্ব্বল হইতেছে, কখন রজোগুণ প্রবল, এবং সত্ত্ব ও তমোগুণ ক্ষীণ হইতেছে, কখন তমোগুণ প্রবল এবং সত্ত্ব ও রজোগুণ অভিভূত হইতেছে। ক্রমই (Succession) কালের ধর্ম্ম। অতএব সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পর্য্যায়ক্রমে পরস্পরকে পরস্পরের অভিভব চেষ্টা হইতে প্রত্যেকপরিণাম নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। কাল কার্য্যমাত্রের সাধারণ নিমিত্ত-কারণ। যে নিমিত্তবশতঃ অসাধারণ উপাদান ও নিমিত্তকারণ সত্ত্বেও কার্য্যের নিষ্পত্তি ক্রমানুসারে হইয়া থাকে, যাহা চির-ক্ষিপ্রাদি ব্যবহার-হেতু, যাহা পরত্বা পরত্ব-বুদ্ধির কারণ, তাহা কাল-নামক কার্য্যমাত্রের সাধারণ নিমিত্ত-কারণ।* ভর্ত্তৃহরি ও নাগেশভট্ট এইজন্য বলিয়াছেন, সকল বিকার বা কার্য্যশক্তি, কারণগর্ভে বিদ্যমান থাকিলেও, উহাদিগকে কালের অপেক্ষা করিতে হয়, অখিল বিকার বা কার্য্যশক্তি কালের প্রতিবন্ধ ও অনুজ্ঞার বশবর্ত্তী, কাল যখন ইহাদিগকে কার্য্য করিতে অবসর দেন, তখন ইহারা-কার্য্য করে, কাল যখন নিষেধ করেন, তখন নিবৃত্তক্রিয় হয়।

* "জয়ন্তভট্টকৃত ন্যায়মঞ্জরী দ্রষ্টব্য।

কার্য্য-শক্তি কালের ক্রমবৎ-মাত্রারূপদ্বারা প্রবিভজ্যমান হওয়াতেই বিকারগত ভেদের উপলব্ধি হয়, পরত্বাপরত্ব-বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে, পরতন্ত্রা জন্মাদিময়ী শক্তিসকল স্বতন্ত্র কালশক্তির প্রতিবন্ধ ও অনুজ্ঞাদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়াতেই ক্রমবর্তীরূপে লক্ষিত হয়। একরূপ শক্তিদ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না, কর্ম্মের রূপ ভাবিতে যাইলেই পরস্পর-বিরোধিনী ত্রিবিধ শক্তির রূপ নয়নে পতিত হয়। বাধা অতিক্রমই কর্ম্মের রূপ। প্রতীচ্য বিজ্ঞান আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ শক্তিকেই কর্ম্মনিষ্পত্তির—কোনরূপ পরিবর্ত্তন-সংঘটনের কারণরূপ অবধারণ করিয়াছেন। বাধা অতিক্রম যখন কর্ম্মের রূপ, তখন ইহা সুখবোধ্য যে, প্রবৃত্তি ও প্রতিবন্ধক শক্তির বলের তারতম্যানুসারে কর্ম্মের নিষ্পত্তি দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিতক্রমে হওয়াই প্রাকৃতিক। পরিণামমাত্রেই যখন অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্য, তখন সকল পরিণামই যে ক্রমপরিণামী হইবে, তাহা নিশ্চিত, অপিচ পরিণামমাত্রেই ক্রমপরিণামী হইলেও, সকল পরিণামের ক্রম যে, সমান হইতে পারে না, তাহাও স্থির, দ্রব্যের অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কারানুসারে পরিণামক্রমের ভিন্নতা অবশ্যম্ভাবিনী। পরিণামমাত্রেই ক্রমপরিণামী,' এবং 'গতিমাত্রের তাল আছে' (all motion is rhythemical"), আমাদের বিশ্বাস, এই বাক্যদ্বয় সমানার্থক, 'সকল ক্রিয়াই তালে তালে নিষ্পন্ন হয়', এই কথার প্রকৃত অর্থ হইতেছে, আবির্ভাবের পর তিরোভাব, তৎপরে স্থিতি, পরিণামমাত্রেই, এই ত্রিবিধ বিকারসমষ্টি, আবির্ভাবাদি পরিণামত্রয় নির্দ্দিষ্ট কালাধীন। যে ক্রিয়াতে আবির্ভাবাদি পরিণামত্রয় দ্রুত, মধ্য বা বিলম্বিত, যে প্রকার কালাবচ্ছেদে নিষ্পন্ন হইবে, তাহা নির্দিষ্ট আছে। অগ্নি ও সোমের, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের, অথবা পঞ্চতন্মাত্রের যে তালের স্পন্দন হইতে যেরূপ ভাববিকারের আবির্ভাব হইতেছে, ইহাদের সেই তালের স্পন্দন হইতে চিরদিনই সেইরূপ ভাববিকারের আবির্ভাব হইয়াছে ও হইবে। রাসায়নিক-সংযোগের নিয়মাবলী (The Law of Chemical Combination) 'গতিমাত্রের নির্দ্দিষ্ট তাল আছে', এই সাধারণ নিয়মেরই অন্তর্ভূত। "জগৎ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের, অথবা পরমাণু বা পঞ্চতন্মাত্রের স্পন্দনমাত্র, স্পন্দনের তারতম্যনিবন্ধন বিবিধ পদার্থের উৎপত্তি হয়, স্পন্দনের নির্দিষ্ট তাল বা ছন্দঃ আছে, নিয়ম অতিক্রমপূর্ব্বক কোন কার্য্য সংঘটিত হয় না, কার্য্যমাত্রেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন," ইত্যাদি তথ্যসমূহই 'প্রাকৃতিক নিয়ম' (Laws of Nature)-নামে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহারাই রসায়নতন্ত্র, ভূততন্ত্র, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জ্যোতিষ (ভূগোল ও খগোল) প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন বিজ্ঞানশাখা ব্যাখ্যাত নিয়মনিচয়ের মূলভিত্তি।

গণনা করিতে হইলে, কাহাকেও আদিরূপে গ্রহণপূর্ব্বক গণনা করিতে হয়। 'গণনা করিতে হইলে যে, কাহাকেও আদিরূপে গ্রহণপূর্ব্বক গণনা করিতে হয়,'

ইহার কারণ কি? যাহা সংখ্যাত বা গণিত হয়, তাহা ক্রিয়া বা কার্য্যপদার্থ, (Function), তাহা আদ্যন্তবিশিষ্ট, তাহা উপক্রম (Beginning) হইতে অপবর্গ বা অবসান (End) পর্য্যন্ত পূর্ব্বাপরীভূত ভাববিকার। অতএব কোন ক্রিয়া বা ভাববিকারের স্বরূপবলোকন করিতে হইলে, কোন ক্রিয়া বা কার্য্যপদার্থের গণনা করিতে হইলে, তাহার আদ্যন্তের স্বরূপদর্শন প্রয়োজন, তাহার পূর্ব্বাপরাংশশূন্য অবস্থা বিশেষকে (Independent variable) এককরূপে গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাপরীভূত ভাববিকারসমূহের মধ্যে যে ভাববিকারের অন্য পূর্ব্ববর্ত্তিভাব লক্ষিত হয় না, তাহাকে 'আদি', এবং যাহার অন্যপরিবর্ত্তিভাব বুদ্ধিগোচর হয় না, তাহাকে 'অন্ত', এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। অতএব গণনা করিতে হইলে, কাহাকেও যে, আদিরূপে গ্রহণ করিতেই হইবে, তাহা সুখবোধ্য। এককের (Unit) মাত্রানুসারেই অখিল গণনীয় বা সংখ্যেয় পদার্থের সকল ক্রিয়ার মান অবধারিত হইয়া থাকে। ভগবান্ যাস্ক 'ক্রিয়া' কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, বলিয়াছেন, উপক্রম বা আরম্ভ (Beginning) হইতে অপবর্গ বা অবসান (End) পর্য্যন্ত পূর্ব্বাপরীভূত ভাবই 'ক্রিয়া'-শব্দদ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে। ভগবান যাস্কের এই কতিপয় অক্ষরাত্মক উপদেশগর্ভে জগতের চিত্র বিদ্যমান আছে। ক্রিয়াই যে, জগতের স্বরূপ, অপিচ ক্রিয়ামাত্রেই যে, ত্রিগুণাত্মক, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। গুণত্রয় অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, ইহারা পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত ও অভিভূত হইয়া থাকে। গুণত্রয়ের পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও তিরোভাবের জ্ঞানই ক্রিয়ার জ্ঞান। ক্রিয়ার ক্রমই এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যা-নামে লক্ষিত হয়। একরূপ পরিণাম বা একরূপ ত্রিগুণবিকারকে আমরা 'এক' বলিয়া থাকি। প্রবৃত্তি, প্রতিবন্ধ ও প্রকাশ, এই ত্রিবিধ শক্তির অন্যোন্যাভিভবচেষ্টা হইতেই ভিন্ন-ভিন্ন রূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক ক্রিয়াই ত্রিগুণাত্মক। ক্রিয়ামাত্রেই ত্রিগুণাত্মক বটে, তবে কোন পরিণাম সাত্ত্বিক—সত্ত্বগুণপ্রধান, কোন পরিণাম রাজসিক—রজোগুণপ্রধান, এবং কোন পরিণাম তামস—তমোগুণ-প্রধান। গুণত্রয়ের এই প্রাধান্য এবং অপ্রাধান্যেরও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে।

"সর্গাদিতে প্রকৃতিক্ষোভক কর্ম্মের অভিব্যক্তি কালবিশেষমাত্র হইতে হইয়া থাকে" ("সর্গাদিষু প্রকৃতিক্ষোভককর্ম্মাভিব্যক্তিঃ কালবিশেষমাত্রাত্তবতি"), এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা এক্ষণে বুঝিবার সুবিধা হইবে।

শাস্ত্র কালকে অখণ্ডদণ্ডায়মান ও কলনাত্মক, এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, শাস্ত্র যে প্রকার কালকে অখণ্ডদণ্ডায়মান ও খণ্ড বা কলনাত্মক, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, পণ্ডিত নিউটন্‌ও সেইপ্রকার কালকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অখণ্ড কালকে পণ্ডিত নিউটন্ সাতত্য বা অবিচ্ছিন্নস্থিতিশীলতার

সমানার্থরূপে, এবং কলনাত্মক কালকে ক্রিয়াবিশিষ্ট—ক্রিয়াপরিচ্ছিন্ন সাতত্যরূপে অবধারণ করিয়াছেন।*

মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, অখণ্ডদণ্ডায়মান কাল, ভিন্ন-ভিন্ন ক্রিয়োপাধিযুক্ত হইয়া, ভিন্ন-ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়েছেন। 'কাল' একরূপ ক্রিয়াযুক্ত—একরূপ ক্রিয়াপরিচ্ছিন্ন হইলে, 'দিবস'-রূপে, একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, 'রাত্রি' রূপে একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, 'মাস'-রূপে একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, 'বৎসর-রূপে এবং একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, 'যুগ'-রূপে বিশেষিত হইয়া থাকেন। কোন বিষয় জানার নাম পরিচ্ছিন্ন করা। কোন ক্রিয়া বা পরিণামের যাবৎ আদ্যন্ত দর্শন না হয়, প্রকৃতপ্রস্তাবে আদ্যন্ত দর্শন না হইলেও, যাবৎ উহার ব্যাবহারিক আদ্যন্ত আমাদের বুদ্ধিতে পতিত না হয়, তাবৎ উহা পরিজ্ঞাত হয় না, তাবৎ উহাকে আমরা জানিতে পারি না। সংবেদন (Consciousness) চিত্তের একভাব হইতে ভাবান্তর-প্রাপ্তিরূপক, ইহা পৌর্ব্বাপর্য্যাত্মক ("Consciousness would alomst seem to consist in the break between one state of mind and the next, just as an induced current of elctricity arises from the beginning or the ending of the primary current"— *The Principles of Science, p. 4.*)। ভগবান্ বেদব্যাস স্বপ্রণীত যোগসূত্রভাষ্যে যে, ক্রমকে ক্ষণপ্রতিযোগী (ক্ষণরূপ প্রতিযোগি-অনুযোগি-ঘটিত পদার্থ), এবং পরিণামের অপরান্ত— অবসানদ্বারা গ্রাহ্য, পরিণামের অন্ত দেখিয়া অবধার্য্য বলিয়াছেন, 'ক্রিয়া বা পরিণামের জ্ঞান উহার আদ্যন্ত-জ্ঞানাত্মক, অপিচ ক্ষণ কলনাত্মক-কালের পূর্ব্বপরাংশূন্য অভেদ্য ভাগ (Independent constant), ইহাই তাহার অভিপ্রায়।* দিবাকরের করপাত নিবন্ধন অন্ধকারের তিরোধানরূপ পরিণামকে 'আদিরূপে এবং উহার পুনরাগমনরূপ পরিণামকে অন্ত্যরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক কালকে 'দিন' নামে পরিচ্ছন্ন—খণ্ডিত করা হয়। এই রূপ সূর্য্যের অস্তকে

---

* পণ্ডিত সালীর 'কাল' (Time) পদার্থ সম্বন্ধীয় নিম্নোদ্ধৃত উপদেশ এস্থলে স্মর্ত্তব্য —

* "Absolute time and mathematical time, of itself and from its own nature flows equally without regard to anything external, and by another name is called *duration*; relative, apparent and common time is some sensible and external measure of duration by the means of motion."
—The Principle Book I., Translated by Motte, Vol. I., p .9

* "The perfect representation of time involves a combination of the two kinds of representation just described. Time is for us a succession of events having individually and collectively a certain duration. Just as we only clearly intuit a certain length of space, or distance, when this is marked off or defined by two tangible or visible objects: so the distinct representation of any duration involves that of two defining points, a beginning and an end "
—Outlines of Psychology, 6th Edition, p. 262.

আদিরূপে, এবং উহার পুনরুদয়কে অন্তরূপে গ্রহণপূর্ব্বক কালকে 'রাত্রি'-রূপে পরিচ্ছিন্ন করা হইয়া থাকে. অতএব গ্রহগণের ক্রিয়া বা গতিদ্বারা কলনাত্মক কালের অবয়ব গঠিত হইয়া থাকে। ক্রিয়া সমষ্টিই মুহূর্ত্তাদি কাল। ক্রিয়ার বস্তুতঃ সমষ্টি হইতে পারে না, অসংখ্য ক্রিয়াভিব্যক্তি একত্র স্থিরভাবে অবস্থান করে না, তথাপি আমরা বুদ্ধিদ্বারা ক্রমজাত ক্রিয়াসমূহকে অভিন্নরূপে, সমষ্টিভাবে কল্পনা করিয়া থাকি। কতিপয় ক্রিয়া বা পরিণামসমষ্টি মুহূর্তরূপে, কতিপয় ক্রিয়া বা পরিণামসমষ্টি দিনরূপে, কতিপয় ক্রিয়া বা পরিণামসমষ্টি মাসরূপে, কতিপয় ক্রিয়া বা পরিণামসমষ্টি সংবৎসররূপে, এবং কতিপয় ক্রিয়া বা পরিণামসমষ্টি যুগরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। ন্যায় বৈশেষিক-মতে কাল একটী অতিরিক্ত নিত্য-পদার্থ, উপাধি ভেদবশতঃ ইহা ক্ষণাদি মহাপ্রলয়ান্ত ব্যবহারের হেতু হইয়া থাকে। সংখ্যা পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ, ইহারা কালগুণ (প্রশস্তপাদকৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। কাল স্বরূপতঃ এক বটে, তথাপি ইহার ঔপাধিক ভেদবশতঃ নানাত্বের ব্যপদেশ হইয়া থাকে। সর্ব্ব কার্য্যের আরম্ভ—উপক্রম, ক্রিয়াভিনির্বৃত্তি—পরিসমাপ্তি, স্থিতি, নিরোধ, এই সকল উপাধিভেদনিবন্ধন কালের ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে।

কলনাত্মক কাল সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরিণাম-বিশেষ ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। গুণত্রয় স্বভাবতঃ পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত ও অভিভূত হইয়া থাকে। রজোগুণের যখন প্রাদুর্ভাব হয়, তখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, এবং তমোগুণের আধিক্যে লয় পরিণামের আরম্ভ হইয়া থাকে। মৈত্র্যুপনিষৎ বলিয়াছেন, চিদাত্মাকর্ত্তৃক প্রেরিত প্রবিলীন-কার্য্যাবস্থ তমঃ যখন বিষমত্ব প্রাপ্ত হয়, যখন সাম্যাবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক কার্য্যোন্মুখ হয়, তখন রজোগুণের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। পরমেশ্বর-প্রেরিত তমোগুণের বিষমত্ব-প্রাপ্তিই রজোগুণ এবং রজোগুণের বিষমত্ব-প্রাপ্তিই সত্ত্বগুণ। সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যাবস্থায় আগমন এবং বৈষম্যাবস্থা হইতে সাম্যাবস্থায় গমন, গুণত্রয়ের স্বভাব। প্রকৃতি অনাদি কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কারবতী। ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কারসমূহের বৈচিত্র্যবশতঃ প্রকৃতি বিবিধ বিচিত্র পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন। এক্ষণে 'উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম', এতদ্বাক্যের যাথার্থ্য পরীক্ষা করা যাউক।

হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি প্রতীচ্য ক্রমোন্নতিবাদী সুধীবর্গ উন্নতির নিয়ম ও কারণের (Progress: its law and cause) স্বরূপ প্রদর্শনার্থ যাহা যাহা বলিয়াছেন, আমরা প্রথমে তাহা স্মরণ করিব, তৎপরে শাস্ত্র হইতে উন্নতির নিয়ম ও কারণ সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, তাহা জানাইব, তদনন্তর উন্নতি বিষয়ক প্রতীচ্য ও প্রাচ্য, এই উভয়বিধ মতের সমালোচনা করিব।

উল্‌ফ (Wolf), গেটে (Goethe), বন্ বেয়ার (Von Baer) প্রভৃতি জার্ম্মান্‌দেশীয় পণ্ডিতগণ অনুসন্ধানপূর্ব্বক, 'বীজের বৃক্ষরূপে, অথবা অণ্ডকুসুমের (Ovum) জীবাকারে বিপরিণতি, অবিশেষ বা একরূপ সংস্থানের বিশেষ বা নানরূপ সংস্থানত্ব-প্রাপ্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে', এই সত্য প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। প্রত্যেক বৃক্ষ-বীজ বা অণ্ডকুসুম আদ্যাবস্থাতে বিধান ও রাসায়নিক সংযোগ—মিশ্রণ-সম্বন্ধে একরূপ থাকে। উহাদের দ্বিধা সংবিভাগই বিপরিণামের প্রাথমিক পর্ব্ব, বিপরিণামের প্রারম্ভ। এই প্রকার ক্রমশঃ সংবিভাগ (Differentiations) হইতে ঔদ্ভিদ বা জৈবশরীরের গঠন হইয়া থাকে। অবিশেষ বা একরূপ অবস্থা হইতে বিশেষ বা নানারূপ অবস্থা-প্রাপ্তিই উন্নতি। পৃথিবীর বিপরিণাম, ঔদ্ভিদ, ও জৈবদেহের বিপরিণাম, মনুষ্যসমাজের বিপরিণাম, রাজ্য, শিল্পকর্ম্ম, বাণিজ্য, ভাষা, সাহিত্য বিজ্ঞান ও কলার বিপরিণাম, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার বিপরিণামই অবিশেষের বিশেষ-বিশেষ ভাব প্রাপ্তিদ্বারা সংঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। বিশ্বজগতের অনুসন্ধানযোগ্য আদ্য-পরিণাম হইতে আধুনিক সভ্যতা-পরিণাম পর্য্যন্ত পরিণামের স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিলে, উন্নতি যে, তত্ত্বতঃ একজাতির বা অমিশ্র-ভাবের নানা জাত্যন্তর-পরিণাম বা ব্যামিশ্র-ভাব ধারণাত্মক, তাহা সপ্রমাণ হয়। নৈহারিক-সিদ্ধান্ত (Nebular Hypothesis) যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, সৌর-জগতের উৎপত্তি বা বিকাশ-পদ্ধতি, এক জাতি হইতে নানা জাত্যন্তর-পরিণামই, অসংকীর্ণ বা অমিশ্রভাবের সংকীর্ণ বা ব্যামিশ্রভাব ধারণই উন্নতির স্বরূপ, এই সিদ্ধান্তের সমর্থক একটী দৃষ্টান্তের উপকল্পন—সংযোজন (Supply) করিতেছে, বলিতে হইবে।* নীহারাবস্থাতে এক জাতীয়—অবিশেষ, আকাশ বা দিগব্যাপ্ত উপাদান ছিল, উক্ত একজাতীয় বা অবিশেষ উপাদানের তখন সর্বত্র-ঘনত্ব (Density), তাপ ও অন্যান্য ভৌতিক-ধর্ম্মের সমানতা ছিল, তৎপরে এই অবিশেষ বা একজাতীয় পদার্থের সংবিভাগ, ইহার সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি, ইহার জাতিভেদ আরম্ভ হইল। এই অবস্থাতে

* "The investigation of Wolff, Goethe, and Von Baer, have established the truth, that the series of changes gone through during the development of a seed into a tree, or an ovum into an animal, constitute an advance from homogeneity of structure to heterogeneity of structure. In its primary stage every germ consists of a substance that is uniform throughout, both in texture and chemical composition. The first step is the appearance of a difference between parts of this substance ; or, as the phenomenon is called in physiological language, a differentiation. * * * It is settled beyond dispute that organic progress consists in a change from the homogenous to the heterogenous. Now, we propose in the first place to show, that this law of organic progress is the law of all progress * * * *"

—*Progress : its Law and Cause,—H. Spencer, pp. 2-3.*

এই কল্পিত অবিশেষ নীহার-সংঘাতের আন্তর ও বাহ্য, এই উভয়দেশেই যুগপৎ ঘনত্ব, তাপ ইত্যাদি ধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য বা ভেদ (Contrast) হইতে থাকিল, অপিচ উহার সর্ব্বত্র চক্রগতির (Rotary movements) প্রবৃত্তি হইল। এই চক্রগতির যে, কেন্দ্র হইতে দূরত্বের মাত্রানুসারে বেগের তারতম্য হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। নীহার-সংঘাতের এবম্প্রকার সংবিভাগ (Differentiations) যখন ক্রমশঃ সংখ্যা ও পরিমাণে বাড়িতে লাগিল, তখন সূর্য্য এবং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণের অভিব্যক্তি হইল। সূর্য্য এবং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহসমূহের মধ্যে তাপাদি ভৌতিক-ধর্ম্ম, ক্রিয়া ও আকৃত্যাদি-সম্বন্ধে যে, বহু বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা অনেকেই জানেন। এই নৈহারিক সিদ্ধান্তের উপপত্তি প্রদর্শন করিতে যাইয়া, বৈজ্ঞানিকগণ অদ্যাপি অনেক বাধা পান, এই সিদ্ধান্ত সৎসিদ্ধান্ত কি না, তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সুধীবর্গ এখনও স্থিরভাবে এক কোটির আশ্রয়-গ্রহণ করিতে পারগ হয়েন নাই, এখনও বৈজ্ঞানিকের চিত্তে উক্ত সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে বিস্তর সংশয় উদিত হইয়া থাকে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার এইজন্য নৈহারিক-সিদ্ধান্তের উপরি বিশেষতঃ নির্ভর না করিয়া, অনেকতঃ নিঃসন্দিগ্ধ দৃষ্টান্তসমূহের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক, অবিশেষের বিশেষ-বিশেষ ভাব-প্রাপ্তিই যে, উন্নতির স্বরূপ, অপিচ অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভই যে, প্রকৃতির নিয়ম, তৎপ্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। পৃথিবী যে, প্রথমে জলময়-পদার্থের সংঘাত ছিল, ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রায় সকলেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে কতিপয় মাইল নিম্নে এখনও অত্যুষ্ণ তরল-পদার্থ বিদ্যমান আছে। দৃশ্যমান পৃথিবী প্রথমে যে, একজাতীয় অত্যুষ্ণ তরল-পদার্থ ছিল, তাহা নিশ্চিত। ভূমণ্ডল যখন জলময় ছিল, তখন ইহাতে এত তাপ ছিল যে, কোন জীবের ইহা তৎকালে বাসযোগ্য হইতে পারে নাই। উত্তরোত্তর তাপের অপগম হওয়াতে পৃথিবীর উপরিবিভাগের জল ঘনীভূত হইয়া, কঠিন আবরণরূপে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী ক্রমশই অবিশেষ-ভাব হইতে বিশেষ বিশেষ-ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ (Geologists) স্তরের গুণনকেই (Multiplication) পৃথিবীর বিশেষ-বিশেষ ভাবপ্রাপ্তির মুখ্য কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন। পৃথিবীর উচ্চতা-সম্বন্ধেও বিশেষ পরিবর্ত্তন হইতেছে। অত্যুচ্চ হিমগিরি আন্দীস্ (Andes) প্রভৃতি পর্ব্বতসমূহ হইতে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পর্ব্বতগুলি পুরাতন। ঋতু, জল, বায়ু ইত্যাদিরও যে, ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন, বৈলক্ষণ্য-প্রাপ্তি হইতেছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ভূমণ্ডলে প্রথমে উদ্ভিদের উদ্ভব হইয়াছিল। সূর্য্যের আলোক ও তাপই উদ্ভিদ্দিগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণ। উদ্ভিদ্গণ নির্জীব হইলে, সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপনিবন্ধন শুষ্ক হইয়া, পচিয়া, মৃত্তিকার সহিত

মিশ্রিত হইয়া, নানাবিধ খনিজ-পদার্থে পরিণত হয়। আসিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশসমূহের পর্ব্বত, হ্রদ, নদী, দ্বীপ, অন্তরীপ, প্রভৃতির পরিণামতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে, অবিশেষ-ভাবের বিশেষভাব-প্রাপ্তিই যে, উন্নতি, তাহা উপলব্ধি হয়।

ভৌতিক-জগৎ যে, ক্রমশঃ অবিশেষ বা একজাতি হইতে বিশেষ-বিশেষ ভাবে বা নানা জাতিতে পরিণত হইতেছে, তাহা প্রতিপাদন করিয়া, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার উদ্ভিদ্ এবং জীব জগৎও যে, এই নিয়মাধীন, উদ্ভিদ্ এবং জীব-জগতের মধ্যেও যে, অবিশেষ-ভাবের ক্রমশঃ বিশেষ-বিশেষ ভাব প্রাপ্তি হইতেছে, তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বিদ্যমান প্রত্যেক ঔদ্ভিদ ও জৈবশরীরের বিপরিণাম যে, অসংকীর্ণ বা অমিশ্রভাব হইতে সংকীর্ণ বা ব্যামিশ্র ভাব-প্রাপ্তি দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা প্রতিষ্ঠিত বা প্রমাণসিদ্ধ তথ্য। কিন্তু আধুনিক উদ্ভিদ্ ও জীবগণ প্রাচীন উদ্ভিদ ও জীবগণ হইতে ব্যামিশ্র সংস্থান-বিশিষ্ট কি না, পণ্ডিত হার্বার্ট্ স্পেন্‌সার বলিয়াছেন, অদ্যাপি তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হয় নাই, ইহা আজিও বিবাদাস্পদ হইয়া আছে। যাহা হউক, বিবিধ যন্ত্রসংকুল ঔদ্ভিদ ও জৈবশরীরের অভিব্যক্তি যে, অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন—নূতনকালীন, জীবাভিব্যক্তি কাল যতই অগ্রসর হইয়াছে, ততই যে জীবের জাতিভেদের বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কাশেরুক (কশেরুকাবিশিষ্ট —Vertebrata) জীব সমূহের মধ্যে মৎস্যই প্রথমে অভিব্যক্তি হইয়াছে, কাশেরুক জীবগণের মধ্যে মৎস্যই সর্ব্বাপেক্ষা অসংকীর্ণাবিশিষ্ট। মৎস্য হইতে সরীসৃপের এবং সরীসৃপ হইতে স্তন্যপায়ী জীব ও পক্ষিজাতির ভেদ বা বিশিষ্টতা অধিকতর। স্তন্যপায়ী জীবদিগের মধ্যে মনুষ্যের আবির্ভাব সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক।* জীববিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তার ক্লস্ (Dr. C. Claus)

---

* "Nevertheless we cannot but think that, scanty as they are, the facts, taken altogether, tend to show both that the more heterogeneous organisms have been evolved in the later geologic periods, and that Life in general has been more heterogeneously manifested as time has advanced. Let us cite, in illustration, the one case of the *Vertebrata.* The earliest known vertebrate remains are those of Fishes; and Fishes are the most homogenous of the vertebrata. Later and more heterogenous are Reptiles and birds. * * *
The earliest known remains of mammals are those of small marsupials, which are the lowest of the mammalian type;while conversely, the highest of the mammalian type— Man— is the most recent."

—Progress : Its Law & Causes, H. Spencer.

বলিয়াছেন, অবয়ব-সংস্থান ও গর্ভব্যাকরণগত তুলনা, প্রত্যেক জীবজাতির অভিব্যক্তি অনন্য নিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্র নহে, জীবগণ পরস্পর ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, এই রূপ অনুমান যে, অনেকতঃ সংভাব্য—সত্য-সংকাশ, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছে। কীট হইতেই ক্রমশঃ উচ্চতর জীবসমূহের অভিব্যক্তি হইয়াছে।* জীববিজ্ঞান জীবজাতিকে প্রধানতঃ নয় শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। 'প্রোটোজোয়া' (Protozoa) নীচতম বা প্রাথমিক, এবং কাশেরুক—কশেরুকাবিশিষ্ট (Vertrebrate) অন্ত্য জীবজাতি।†

অবিশেষ বা এক-জাতীয় জীব হইতে যে, নানা-জাতীয় জীবের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইয়াছে, কোন জীবই যে, অনন্য সম্বন্ধ নহে, কোন জীবই যে, বিশেষতঃ সৃষ্ট হয় নাই, ক্রমোন্নতিবাদিগণ ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য সংস্থান বা আকৃতিবিজ্ঞান (Morphology), গর্ভব্যাকরণ (Embryology), উৎখাতদ্রব্য বিজ্ঞান (Palxontology), ভূবিদ্যা (Geology) ইত্যাদি বিজ্ঞানাবিষ্কৃত তথ্যসকলের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্থান বা আকৃতি বিজ্ঞান (Morphology) ক্রমোন্নতিবাদের প্রতিষ্ঠাপক্ষে কিরূপ সাহায্য করিয়াছেন?

জীববিজ্ঞানের যে অংশে জীবের সংস্থান বা আকৃতির তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে সংস্থান বা আকৃতি-বিজ্ঞান (Morphology)-নামে, এবং যে অংশে উহার ক্রিয়াতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে 'জীব-কর্ম্মবিজ্ঞান (Physiology)-নামে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আকৃতিবিজ্ঞান শরীর-সংস্থান-বিদ্যারই (Anatomy) অন্তর্গত। জৈবশরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, উপলব্ধি হয়, জীবগণের মধ্যে সংস্থান বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগত সাদৃশ্য আছে। কশেরুকাবিশিষ্ট প্রাণিদিগের হস্ত, পদ বা মস্তিষ্কের সংস্থান বা অবয়বব্যূহকে পরীক্ষার বিষয়ীভূত করিলে, ভিন্ন-ভিন্ন-শ্রেণীর প্রাণীর সংস্থান বা অবয়বব্যূহের বৈশেষিক ধর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রভৃতি ভেদ উপলব্ধ হইলেও সামান্যতঃ উহা যে, একরূপ তাহা সপ্রমাণ হয়। এক শ্রেণীর প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শারীর যন্ত্র-সকল হইতে যে, অন্য এক শ্রেণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বা শারীর যন্ত্রসকলের কিছু কিছু ভেদ হয়, পৃথক্ পৃথগ্‌রূপ কর্ম্মনিষ্পত্তির, ভিন্ন-

---

* "Likewise the results of anatomical and embryological comparison have rendered it probable that the types are by no means absolutely independent, but are subordinated to one another in more or less close relation, that especially the higher groups are genetically to be derived from the Worms * * *."—*Zoology —Claus, Vol. I., p. 138.*

---

† *"WE consider it, under such circumstances, convenient in the present state, to distinguish nine types as the chief divisions.* * * *

—*Ibid*

ভিন্ন-প্রকার জৈবব্যাপার-সম্পাদনের প্রয়োজনই তাহার কারণ। তিমির দেহধিতে (Fin), পক্ষীর পক্ষে, চতুষ্পদ জন্তুর পূর্ব্বাঙ্গে, এবং মানুষের বাহুতে যে, তুল্য অস্থিসকল বিদ্যমান আছে, তাহা দেখাইতে পারা যায়, তবে উহাদের হ্রস্বত্ব-দীর্ঘত্বাদি ধর্ম্মসম্বন্ধে বৈশিষ্ট্য আছে, সন্দেহ নাই।*

জীবের গর্ভ-ব্যাকরণ তত্ত্বানুসন্ধান করিলেও সপ্রমাণ হয়, একজাতীয় জীব ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে বিবিধ-জাতিতে পরিণত হইয়াছে। মানুষ কিরূপে লাঙ্গুল-বিহীন হইল, গবাদির শৃঙ্গ থাকে, কিন্তু মানুষ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির শৃঙ্গ না থাকিবার কারণ কি, যাঁহাদের মনে এবম্প্রকার প্রশ্ন উঠিবে, ক্রমোন্নতিবাদিগণ তাঁহাদের উক্তরূপ প্রশ্নেরও উত্তর প্রদান করিয়াছেন। যন্ত্রের ব্যবহার না করিলে, উহা ক্রমশঃ ক্ষীণবীর্য্য হইয়া যায়। যন্ত্রসকলের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বে ক্রিয়াশীল থাকে, তাহারা ক্রমশঃ, অথবা হঠাৎ (জীবনের বিশিষ্টরূপ অবস্থা-পরিণামের অভ্যাস বা সঙ্গতিনিবন্ধন, অপিচ ব্যবহারের অভাববশতঃ) নিষ্ক্রিয় হয়। এইরূপ অবস্থাতে কতিপয় বংশ অতীত হইলে, উহারা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে পরিশেষে অন্তর্হিত হইয়া থাকে। ডাক্তার ক্লস্ বলিয়াছেন, প্রাথমিক যন্ত্রসকল (Rudimentary organs) যে, সকল স্থলেই ব্যবহারবিরহিত—সর্ব্বথা ব্যাপারশূন্য হয়, তাহা আমরা নিশ্চয়পূর্ব্বক বলিতে পারি না। বংশপরম্পরায় অনভ্যাসবশতঃ প্রাণিগণের প্রাথমিক যন্ত্রসকলের যে, ক্রমশঃ বিলোপ হইয়া থাকে, ডারুবিন্ তৎপ্রতিপাদনার্থ বলিয়াছেন, শৃঙ্গবিহীন প্রাণিদিগের অতীত-বংশের যে, শৃঙ্গ ছিল, লাঙ্গুলহীন জীবজাতির পূর্ব্বপুরুষগণ যে, লাঙ্গুলবিশিষ্ট ছিল, পরীক্ষা করিলে তাহা প্রতিপন্ন হয়, যে যে স্থান হইতে যে যে যন্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে এখন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত যন্ত্রসকলের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।*

---

* "In the fin of the whale, in the wing of the bird, in the anterior limb of the quadruped, and in the human arm it can be shown that there are present the same bones, here short and broad and immoveably connected, there elongated and jointed in different ways to allow of correspending movements, sometimes with every part fully developed, some times simplied in one way or another, and partly or entirely rudimentary." —*Zoology. by Dr. C. Claus. Vol. I., p. 152.*

---

* Organs which were formely functional have gradually or even suddenly become functionless as a result of adaptation to special conditions of life, and, through want of exercise, have, after the lapse of generations, become weaker and finally aborted or degraded."

—*Zoology. p. 156.*

"We have plenty of cases of rudimentary organs in our domestic productions—as the stamp of a tail in tail in tailess breeds the vestige of an ear in earless breads—the re-appearance of minute dangling horns in hornless breeds of cattle." — *Origin of Species. pp. 451—4.*

ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন স্তরের পরীক্ষাদ্বারা ক্রমোন্নতিবাদের প্রতিষ্ঠার অনেক সহায়তা করিতেছেন। পূর্ব্বে যে সকল জীববংশ ছিল, এক্ষণে তাহাদের মধ্যে কতিপয় বিলুপ্ত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন্ অবস্থায় জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, কোন্ সময়ে মানুষের প্রথম অভিব্যক্তি হইয়াছে, ভূতত্ত্বানুসন্ধান-নিরত সুধীবর্গ এই সকল বিষয়ের অনেক সন্ধান দিতেছেন। ভূতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণের কথার উপরি নির্ভর করিয়া, মানুষের প্রথমাভিব্যক্তি-কালসম্বন্ধে ক্রমোন্নতিবাদিগণ পূর্ব্বে যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে অনেকের বিশ্বাস হইয়াছে, সেরূপ সিদ্ধান্ত সত্যভূমিক নহে। পণ্ডিত ওয়ালেস্ এই বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক অনেক কথা বলিয়াছেন, যাঁহাদের ইচ্ছা হইবে, তাঁহারা ইহাঁর 'প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন' (Natural selection)-নামক গ্রন্থের 'উত্তর আমেরিকাতে মানুষের পুরাতনত্ব' (The Antiquity of man in north America)-শীর্ষক প্রস্তাব পাঠ করিবেন।

ক্রমোন্নতিবাদিগণের দৃষ্টিতে উন্নতির যে রূপ পতিত হইয়াছে, তাহা যথা প্রয়োজন নিবেদন করিলাম, এক্ষণে উন্নতির কারণ ও নিয়মসম্বন্ধে ইহাঁরা কিরূপ অনুমান করিয়াছেন, এই অবিশেষ হইতে বিশেষ-বিশেষ ভাব-প্রাপ্তি বা উন্নতির স্রোত কোথায় গিয়া স্থগিত হইবে, জীব চিরদিনই এইরূপ অবিশেষ হইতে বিশেষ বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, অথবা কোন এক অবস্থাতে উপনীত হইলে, জীবের এইরূপ পরিণামের নিরোধ হইবে, ক্রমোন্নতিবাদিগণ এই সকল প্রশ্নের যেরূপ সমাধান করিয়াছেন, আমরা ক্রমশঃ সংক্ষেপে তাহা জানাইব, আপাততঃ ক্রমোন্নতিবাদিগণ যে সকল যুক্তির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক স্বমত-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের যথাপ্রয়োজন পরীক্ষা করা যাউক।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই (Natural selection) উন্নতির কারণ। প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের স্বরূপ-চিন্তাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, উন্নত না হইলে, চলে না, স্বসত্তা সংরক্ষিত হয় না, জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারা যায় না, বাধা বা দুঃখ বিদূরিত হয় না, এই নিমিত্ত উন্নত হওয়া প্রয়োজন, প্রকৃতি যোগ্যের পরিত্রাণ, এবং অযোগ্য বা দুর্ব্বলের, উপযুক্ত সাধন-বিহীনের বিনাশ করিয়া, দুঃখ দিয়া, জীবকে তাহা বুঝান, 'উন্নত বা প্রকৃষ্ট-সাধনসম্পন্ন হইতে না পারিলে, কষ্ট পাইতে হইবে, সংসারে অধিক দিন বাস করিতে পারিবে না, বংশবিস্তার করিতে পারগ হইবে না, জীবনকে সুখময় করিতে সমর্থ হইবে না, অন্যকে মারিয়া, কাটিয়া, অন্যের মুখ হইতে আহার কাড়িয়া লইয়া, স্বোদর-পূর্ত্তি করিতে ক্ষমবান্ হইবে না,' জীবকে এইরূপ উপদেশ

প্রদান করেন, জীব এই নিমিত্ত উন্নত হইবার চেষ্টা করে, প্রকৃতি হইতে উপযুক্ত সাধন সংগ্রহ করিবার জন্য যত্নবান্ হয়। গো, ছাগ, মহিষ, হরিণ, প্রভৃতির শৃঙ্গের প্রয়োজন আছে, তাই ইহারা শৃঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছে, অশ্ব, ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী, বানর প্রভৃতির শৃঙ্গের প্রয়োজন নাই, এই নিমিত্ত ইহাদের শৃঙ্গ উৎপন্ন হয় না। শৃঙ্গ থাকা উন্নতি, কি শৃঙ্গ না থাকা উন্নতি? যাহাদের শৃঙ্গ আছে, তাহারা শৃঙ্গ হীন প্রাণিগণ হইতে প্রাক্কালীন, কি অর্ব্বাচীন? লাঙ্গূল বিহীন জীবের অভিব্যক্তি প্রথমে হয়, কি পরে হইয়া থাকে? বানরের লাঙ্গূল ছাগলের লাঙ্গূল হইতে বেশী লম্বা, গো-মহিষাদির লাঙ্গূলও দীর্ঘ, অতএব কোন্ জীব যে, কাহার পূর্ব্বে অভিব্যক্ত হইয়াছে, কোন্ জীবজাতির স্থান যে, কোন্ জীবজাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, ক্রমোন্নতিবাদিগণ বুঝিতে পারিলেও, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। শৃঙ্গলাঙ্গূলাদি দিবার শক্তিও প্রকৃতির আছে, আবার ইহাদিগকে কাড়িয়া লইবার শক্তিও ইহাঁর বিদ্যমান, তবে ইনি কাহাকেও শৃঙ্গ-লাঙ্গূলাদি দেন, কাহাকেও যে, এই ধনে বঞ্চিত করেন, তাহার কি, কোন কারণ নাই? যে প্রকৃতিগর্ভ হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন প্রকৃতির অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ, প্রকৃতির দুর্ভেদ্য রহস্য উদ্ভেদ করিতে ক্ষমবান্, জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য প্রসূত হইতেছেন, আবার ঐ প্রকৃতি-গর্ভই বর্ব্বর, নিতান্ত অসভ্য মানুষ প্রসব করিতেছে, বিবিধ উদ্ভিদ্, কীট, পতঙ্গ, মৎস্য, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী ইত্যাদিও উৎপাদন করিতেছে, অতএব প্রকৃতির যে, উচ্চাবচ সর্ব্বপ্রকার পদার্থ-প্রসবের সামর্থ্য আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতির শক্তি কাহাদ্বারা নিয়মিত হয়? সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতি বানর, বনমানুষ সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে মানুষকে সৃষ্টি করিতে না পারিবেন কেন? যে সকল অণু পরমাণু বা কোষ (Cells) যে ভাবে, যত সংখ্যায় পরস্পর সমবেত হইলে, মানুষের দেহ উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি-গর্ভে কি, সেই সকল অণু, পরমাণু কোষ সর্ব্বদা বিদ্যমান নাই? যদি না থাকে, তবে কেন থাকে না এই রূপ জিজ্ঞাসা হওয়া কি, অনুচিত? প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, অণ্ডকুসুম (Ovum) শুদ্ধ কোষাত্মক (Nothing but simple cell)। ওয়ালেস্ বলিয়াছেন, জীবের বিপরিণামরীতি পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক চিন্তাশীল পুরুষমাত্রকেই বিস্মিত হইতে হয়। মোলস্ক (Mollusc), ভেক (Frog) এবং স্তন্যপায়ী প্রাণিবর্গ, সকলেই আপাতদৃষ্টিতে একরূপ আদ্যকোষ হইতে জন্মলাভ করে, এবং কিয়ৎকালের জন্য সকলেই সদৃশ-পরিণামদ্বারা অভ্যুদিত হয়, কিন্তু তৎপরে প্রত্যেকে কোন্ নিয়মে, কোন্ শক্তিদ্বারা

অত্যন্ত ব্যামিশ্র বা সংকীর্ণভাবে, কুটিল বা বক্রমার্গে অস্খলিত-পদে বিপরিণত হইয়া থাকে, আমরা সে বিস্ময়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।*

অতএব জ্ঞাতব্য হইতেছে, কোষসমূহের মধ্যে যদি রাসায়নিক বা ভৌতিক ধর্ম্মগত পার্থক্য না থাকে, তবে কোন কোষ হইতে শৃঙ্গবিশিষ্ট প্রাণী, কোন কোষ হইতে লাঙ্গুলবিশিষ্ট প্রাণী, কোন কোষ হইতে তদ্বিহীন জীব উৎপন্ন হয় কেন? কোষের সংখ্যার তারতম্যানুসারে জীবের উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে, যদি এই কথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, চিত্ত শান্তি পায় না। হস্তী, ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতির শরীরে যত কোষ আছে, মানুষের দেহ কি, তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক কোষদ্বারা গঠিত হইয়াছে? মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, যে পশ্বাদির বৃদ্ধিবৃত্তি হইতে সমধিক বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে, মানুষ যে, হিতাহিত-বিবেকবিশিষ্ট, লোকালোকদর্শী হইয়াছে, কোষের সংখ্যা তারতম্যই কি, তাহার কারণ? আধুনিক ক্রমোন্নতিবাদিগণের উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক আমাদের (হ'তে পারে, আমাদের প্রতিভা মলিন, সেই জন্য) তৃপ্তি হয় নাই। মস্তিষ্কের গুরুত্বের সহিত (Weight of the brain) যে, প্রাণিদিগের বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্যের সম্বন্ধ আছে, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু যে কোষসমূহ হইতে (Cells) মস্তিষ্কের গঠন হয়, সেই কোষসমূহই যখন শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও উপাদান—ঘটকাবয়ব, তখন মস্তিষ্কস্থ হইয়া, উহারা যে-যে কর্ম্ম নিষ্পাদন করে, শরীরের অন্যত্র স্থিত হইয়া, সেই সেই কর্ম্ম করিতে পারে না কেন?

কোষকে (Cell) প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ সজীব-পদার্থের সাংস্থানিক একক (Structural unit of living things) বলিয়াছেন। নীচতম জীব বা উদ্ভিদ্‌সমূহ এক-কোষাত্মক (Unicellular)। উচ্চতম জীব বা উদ্ভিদ্‌গণও প্রথমতঃ এক কোষাত্মক থাকে। মানুষের অণ্ডকুসুম (Ovum) একটী প্রতিরূপক কোষ (A

---

* "The Ovum, in its young condition, is obviously nothing but a simple cell" —*Comparative Embryology, by F. M. Balfour. Vol. I. p. 19.*

রসেল্ ওয়ালেসের উক্তি —"*No thoughtful person can contemplate without amazement the phenomena presented by the development of animals. We see the most diverse forms— a mollusc, a frog, and a mammal—arising from apparently identical primitive cells, and progressing for a time by very similar initial changes, but thereafter each pursuing, its highly complex and often circuitous course of development, with unerring certainty, by means of laws and forces of which we are totally ignorant.*"

typical cell)-ভিন্ন অন্য কিছু নহে।* কোষ সকল, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (৯২ ও ৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), পরিস্পন্দন শক্তি, নির্জীব-পদার্থের আশোষণ-শক্তি ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা উহাকে সজীব-পদার্থে (Protoplasm) পরিণত করিবার শক্তি, বর্দ্ধিত হইবার শক্তি, নিঃস্রবণ-শক্তি (power of secretion), এবং প্রজনন-শক্তি, এই সকল শক্তিবিশিষ্ট। রাসায়নিক শারীরবিজ্ঞান (Chemical Physiology) পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন, জল ও কঠিনদ্রব্য. স্নায়ব-সংস্থান এই দ্বিবিধ উপাদানদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। স্নায়ুবিধান সকলের পৃথক্ পৃথক্ দেশের জলীয়াংশের মাত্রা ভিন্ন-ভিন্ন রূপ। শ্বেত-পদার্থ (White matters) হইতে ধূসর-পদার্থে জলের পরিমাণ অধিকতর। স্নায়বসংস্থানের কঠিন উপাদানসমূহকে প্রোটিড্ (Proteids), আল্‌বুমিনয়িড্‌স্ (Abuminoids), ফস্‌পোরাইজ্‌ড্ উপাদান (Phosphorised constituents), সেরিব্রীন্স্ (Cerebrins) কোলেষ্টারিন্ (Cholesterin), এক্‌স্ট্র্যাক্টীভ্‌স্ (Extractives), জিলেটিন্ ও ফ্যাট্ (Gelatin and fat) এবং ইন্ অর্গানিক সল্‌ট্‌স্ (Inorganic salts), এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যাহা হউক, কার্ব্বন্, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস্ ও অক্সিজেন, ইহারাই স্নায়ব-সংস্থানের প্রধান উপাদান। কোষ-সকল যে, ভিন্ন-ভিন্ন যন্ত্র নির্ম্মাণ করে, মৎস্যাদি জীবসমূহের মধ্যে দেহ ও মস্তিষ্কের গুরুত্বের অনুপাত-সম্বন্ধে যে, ভেদ হইয়া থাকে, জাতি ও লিঙ্গভেদে মস্তিষ্কের গুরুত্বের যে, তারতম্য হয়, প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনই তাহার কারণ। সভ্য মনুষ্যজাতির মস্তিষ্কের গুরুত্ব, অসভ্য বা জড়মতির (Savages or idiots) মস্তিষ্কের গুরুত্ব হইতে অনেক বেশী। ডাক্তার ওয়ালার বলিয়াছেন, স্থূলপ্রমাণে য়ুরোপীয় মস্তিষ্কের ভার সাধারণতঃ ৪৯ আউন্স্, এবং নিগ্রোর মস্তিষ্কের ভার সামান্যতঃ ৪৪ আউন্স। য়ুরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের সাধারণ মস্তিষ্কের ভার ৪৪ আউন্স। কেবল মস্তিষ্কের গুরুত্বের আধিক্যই বুদ্ধিশক্তির আধিক্যের লিঙ্গ নহে, এ নিয়মের বহু ব্যভিচার-স্থলও আছে।*

---

* "The cell is the structural unit of living things. * * * The highest animals and plants are also originally unicellular; the human ovum is, for instance, a typical cell."

—*Chemical Physiology & Pathology, Hallıburton, p. 183.*

* "Taken in the rough, the intellectual rank o animals bears some relation to the weight of the brain." * *
But mere wight of brain is not a regular index of degree of intellegence on individual cases; there are many exceptions to the general rule."

—*Human Physiology, Waller, p. 521.*

ক্রমোন্নতিবাদী পণ্ডিতগণ প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনকে সর্ব্বপ্রকার পরিণামের কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, শাস্ত্রের উপদেশ, প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মের মুখাপেক্ষা করিয়া, উচ্চাবচ পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন, পূর্ব্বশরীরে কৃত কায়িক, বাচিক ও মানসিক শুভাশুভ কর্ম্মের সংস্কারদ্বারা প্রেরিত ভূতসমূহ হইতে বর্ত্তমান শরীর নিষ্পন্ন হয়; পূর্ব্ব-কর্ম্মের ভেদানুসারে শরীরের ভেদ হইয়া থাকে। পূর্ব্বকর্ম্ম যেমন শরীরোৎপত্তির নিমিত্তকারণ, সেইরূপ ভিন্ন-ভিন্ন অবয়বের রচনাতে যে, অণুসমূহের বিশেস-বিশেষভাবে সন্নিবেশ হয়, তাহারও পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্টই নিমিত্ত কারণ। সুশ্রুতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, যে সকল সত্ত্বভূয়িষ্ঠ শাস্ত্র-বুদ্ধি-যুক্ত পুরুষ, পূর্ব্বজন্মে শাস্ত্র-ভাবনায় সতত কালক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহজন্মে জাতিস্মর হইয়া থাকেন। জীব যে কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হয়, পুনর্জ্জন্মে তাহাই প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্বজন্মে যাহার যে সকল গুণ অভ্যস্ত থাকে, এই জন্মেও সে সেই সকল গুণ প্রাপ্ত হয় ("ভাবিতাঃ পূর্ব্বদেহেষু সততং শাস্ত্রবুদ্ধয়ঃ।। ভবন্তি সত্ত্বভূয়িষ্ঠাঃ পূর্ব্বজাতিস্মরা নরাঃ।। কর্ম্মণা চোদিতো যেন তদাপ্নোতি পুনর্ভবে, অভ্যস্তাঃ পূর্ব্বদেহে যে তানে ভজতে গুণান্।।" সুশ্রুতসংহিতা)। কেবল সুশ্রুতসংহিতা নহে, বেদাশ্রিত বা বেদমূলক শাস্ত্রমাত্রেই এইরূপ কথা বলিয়াছেন। সত্ত্বগুণের সমধিক বিকাশ হইলে, অধর্ম্মের সংস্কার মন্দীভূত হইলে, নিরোধ-শক্তির আধিক্য হইলে, মানুষ যে, জাতিস্মর হয়, ঋগ্বেদ-সংহিতাতেও তাহা উক্ত হইয়াছে। বেদভক্ত ঋষি বা যোগিগণ যেরূপ সাধনাদ্বারা জাতিস্মর হইয়াছিলেন, শাস্ত্র পাঠ করিলে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। জাতিস্মর পুরুষের কথাকেই, আমাদের বিশ্বাস, পুনর্জ্জন্ম হয় কি না, মানুষের কর্ম্ম দোষে ইতর-জীবযোনিতে জন্ম হইতে পারে কি না, ইত্যাদি প্রশ্নসমূহের সমাধানার্থ প্রমাণরূপে গ্রহণ করা উচিত। স্থূল-প্রত্যক্ষের অবিষয়-পদার্থের তত্ত্বাবধারণের ইহা হইতে অস্খলনশীল, প্রমাদাক্ষম, নিশ্চিত উপায় আর কি হইতে পারে? ফলতঃ অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম-সংস্কার স্বীকার না করিলে, কেবল প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনদ্বারা 'সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ কি', এই প্রশ্নের কোনরূপ সমাধান হয় না। অধ্যাপক ক্লস্ (Claus) একজন জার্ম্মন্‌দেশীয় প্রসিদ্ধ জীববিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত, ইনি যে, ক্রমোন্নতিবাদের পক্ষপাতী, প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনবাদকে যে, ইনি সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত বাদ বলিয়া, মনে করিবেন, বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ যে, ইহার দৃষ্টিতে যুক্তিবিরুদ্ধরূপে প্রতিভাত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তথাপি ইনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, সৃষ্টি পৌনঃপুন্য-বাদের প্রত্যাখানপূর্ব্বক যদি তৎস্থলে প্রাকৃতিক বিপরিণাম বা ক্রমোন্নতিবাদকে প্রতিষ্ঠাপিত করা হয়, তাহা হইলেও জীবের প্রথমাভিব্যক্তি-তত্ত্বের (বিশেষতঃ বিবিধ যন্ত্র-সংকুল, সমধিক উপচিতাবয়ব জীবগণের অভিব্যক্তি যে নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে হইয়া থাকে, সেই ক্রমের) স্বরূপের

ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ক্রমোন্নতিবাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে এই সকল বিষয়ের যথোচিত ব্যাখ্যা হয় না। জীবজগতের বহু বিস্ময়াবহ ঘটনার, তন্মধ্যে (বিশেষতঃ মানুষের আপ্লাবিক বা তৃতীয় অবস্থাতে—Diluvial or Tertiary period) জীবের প্রথমাভিব্যক্তির তত্ত্ব আমাদের সমীপে প্রহেলিকাবৎ আছে, আমরা আজিও এ রহস্যের উদ্ভেদ করিতে পারগ হই নাই, ভবিষ্যত্তত্ত্বানুসন্ধায়িগণদ্বারা যদি ইহার উদ্ভেদ হয়।* বৈশেষিক-সৃষ্টি-বাদের প্রত্যাখানপূর্ব্বক, তৎপরিবর্ত্তে ক্রমোন্নতিবাদের স্থাপনার্থ ক্রমোন্নতিবাদিগণ যে সকল যুক্তি-প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বেদাদি শাস্ত্র-ব্যাখ্যাত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের ভিত্তি বিচার না হইয়া, বরং সুদৃঢ় হইয়াছে।

জীবদেহের সংস্থানগত সাদৃশ্যকে ক্রমোন্নতিবাদিগণ এক জাতীয় জীব হইতে যে, ক্রমশঃ অসংখ্যেয় জীবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহার প্রমাণরূপে আশ্রয় করিয়াছেন। শাস্ত্রের উপদেশ, শরীর ভোগায়তন, পুণ্যাপুণ্যাত্মক কর্ম্মের ভোগের জন্য শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সংস্কার লিঙ্গদেহে, চিত্ত বা আত্মাতে লগ্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বশরীরে যে জীব যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, সেই জীবের লিঙ্গদেহ, চিত্ত বা আত্মা তদুপযুক্ত স্থূলদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাদৃশ কর্ম্ম, প্রকৃতি তাদৃশ স্থূল দেহ প্রদান করেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের ভাগবৈষম্য-বশতঃ যতপ্রকার কর্ম্ম হইতে পারে, ভোগায়তন দেহ ততপ্রকার হওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম। দেহের প্রত্যেক যন্ত্রের উৎপত্তি গুণত্রয়ের ভিন্ন-ভিন্নরূপ মাত্রা বা ছন্দ অনুসারে হইয়া থাকে। যেরূপ কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইলে, পরমাণু-সকল পরস্পর যত সংখ্যায়, যে ভাবে সন্মূর্চ্ছিত হইয়া, যে যন্ত্র নির্ম্মাণ করে, তাহা স্থির আছে। অস্থির উৎপত্তিতে প্রধানতঃ সংসর্গবৃত্তি (Attractive or aggregative)-শক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে। আকৃতি-গঠনের নিয়ম পর্য্যালোচনা করিলে, জানিতে পারা যায়, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণশক্তির তারতম্যানুসারে বিবিধ আকৃতির উৎপত্তি হয়। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণশক্তির তারতম্যের প্রতিপূর্ব্ব-কর্ম্ম-সংস্কারই কারণ। কর্ম্মের তুল্যতাবশতঃ, কর্ম্মের ফলভোগায়তন দৈহিক যন্ত্রসকলের যে, তুল্যতা হইবে, তাহা সুখবোধ্য। কর্ম্মের বিচিত্রতা-নিবন্ধন দেহের বিচিত্রতা

"If the theory of repeated acts of creation be rejected and the process of natural development be established in its place, there is still the first appearances of organisms to be accounted for, and especially the definite course which the evolution of the complicated and more highly developed organisms has taken has to be explained. In the many wonderful phenomena of the organic world, amongst others in the origin of Man in the diluvial of tertiary period, we have a riddle the solution of which must remain for future investigators."

—*Zoology. p. 179*

হইয়া থাকে। আমার পূর্ব্বকর্ম্মের সহিত অন্য এক ব্যক্তির পূর্ব্বকর্ম্মের যদি সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে, আমার দেহের সহিত তাহার দেহেরও সাদৃশ্য থাকিবে, কারণ, যেরূপ কর্ম্মের ফলভোগার্থ আমি যেরূপ দেহ পাইয়াছি, অন্যেও তদ্রূপ কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া, তদ্রূপ দেহই পাইবে। যেরূপ কর্ম্মপ্রেরিত হইয়া পরমাণু বা কোষসমূহ অস্থি নির্ম্মাণ করে, যেরূপ কর্ম্মপ্রেরিত হইয়া পরমাণু বা কোষসমূহ স্নায়ু, শিরা, ধমনী, পেশী, ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, মস্তিষ্ক, যকৃৎ, প্লীহা, ইত্যাদি শারীর-যন্ত্রসমূহ উৎপাদন করে, তাহা নিশ্চয়ই স্থির আছে। বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, স্থূল সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ এবং কারণ, এই ত্রিবিধ শরীরের সংবাদ পাওয়া যায়। স্থূলাদি ত্রিবিধ শরীররে সমীচীন জ্ঞানব্যতিরেকে কোন পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণভাবে অর্জ্জিত হয় না। বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ ও ক্রমোন্নতিবাদ, এই দ্বিবিধবাদের মধ্যে কোন্ বাদ সত্য, শুদ্ধ সত্যানুসন্ধিৎসা-প্রেরিত হইয়া, যিনি তাহা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাকে স্থূলাদি ত্রিবিধ শরীরেই তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে। রাগ-দ্বেষবর্জ্জিত না হইলে, প্রতিভা বিমল না হইলে, কেহ কখন বিশুদ্ধ সত্যের রূপদেখিতে সমর্থ হয়েন না। "লিঙ্গ দেহ বা সূক্ষ্মশরীর বস্তুতঃ নাই, বালকোচিত বুদ্ধিতেই লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব প্রতিভাত হইয়া থাকে", রাগ-দ্বেষোপহত চিত্তেই, মলিন প্রতিভাতেই এবম্প্রকার বিশ্বাস প্রাকৃতিক নিয়মে স্থান পায়। 'সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ নাই', যাঁহারা এইরূপ মত-পোষণ করেন, তাঁহাদের এইরূপ মত-পোষণ করিবার কারণ কি, একটু নিবিষ্টচিত্তে তাহা চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, যাহা স্থূলপ্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিব না, এইরূপ প্রতিভাই—এবম্প্রকার সংস্কারই উক্তরূপ মত পোষণের কারণ। তা'ই বলিতেছি, প্রতিভা বিমল না হইলে, বিশুদ্ধ সত্যের রূপ জ্ঞাননেত্রে পতিত হয় না। যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়গম্য, তাহা সূক্ষ্ম-পদবাচ্য নহে, যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়গম্য নহে, তাহাই সূক্ষ্ম-পদবাচ্য। অতএব স্থূল ইন্দ্রিয়দ্বারা জানা যায় না বলিয়া, সূক্ষ্মপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিব না, যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহাদের প্রতিভা যে, মলিন, তাহা নিঃসন্দেহ, তাঁহারা যে, পুনর্জ্জন্মাদি সূক্ষ্ম-পদার্থসমূহের প্রত্যাখানের চেষ্টা করিবেন, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। শ্রুতি এইজন্যই বলিয়াছেন, যাহারা লোকালোকদর্শী নহে, তাহারা আসন্নচেতন।

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়, এই পঞ্চকোষের স্বরূপ-দর্শন ব্যতিরেকে শরীর, মনঃ ও আত্মা, এই পদার্থত্রয়ের তত্ত্ব যথাযথভাবে অবগত হওয়া অসম্ভব। প্রাণময় কোষ, মনোময়কোশ ও বিজ্ঞানময়কোষ, এই কোষত্রয় ও সূক্ষ্ম-শরীর—সূক্ষ্মউপাধি এক-পদার্থ। কারণশরীর ও আনন্দময়কোষ এক

সামগ্রী। অন্নময়কোষই স্থূলশরীর। লিঙ্গদেহের সহিত স্থূল দেহের সম্বন্ধই জন্ম, এবং ইহাদের বিচ্ছেদই মরণ। লিঙ্গদেহ যেরূপ কর্ম্মসংস্কারদ্বারা বাসিত হয়, জীবকে তদনুরূপ স্থূলদেহ গ্রহণ করিতে হয়। অন্নময়কোষ তামস,—তমোগুণের আধিক্যে অন্নময়কোষের উৎপত্তি হয়। তামস বলিয়া, ইহা জাড্যবহুল। প্রাণময়কোষ রজোগুণবহুল—রাজস। রাজস বলিয়া, ইহা প্রবৃত্তি বা ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট। মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ ও আনন্দময়কোষ, ইহারা সত্ত্বগুণপ্রধান— সাত্ত্বিক। গুণত্রয়ের ভেদবশতই যে, বিবিধ জীবের আবির্ভাব হইয়াছে ও হইতেছে, পূর্ব্বে তাহা জানান হইয়াছে. আমাদের শরীরে জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি ও পোষণশক্তি, প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ শক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে। আমাদের শরীরে যখন প্রধানতঃ ত্রিবিধ শক্তির ক্রিয়া হয়, তখন শারীরযন্ত্রসমূহ যে, প্রধানতঃ ত্রিবিধ হইবে, তাহা সুখবোধ্য। পোষণ ও প্রাণনক্রিয়া এক পদার্থ। পোষণ-যন্ত্র, পরিচালন-যন্ত্র ও জ্ঞানশক্তি-যন্ত্র, আমাদের শরীর সমাসতঃ এই ত্রিবিধ যন্ত্রসমষ্টি। পরিপাক-যন্ত্র, শ্বাস-যন্ত্র, শোণিত-সঞ্চালন-যন্ত্র ও সমুৎসর্গ-যন্ত্র, ইহারা পোষণ যন্ত্রবিভাগের অন্তর্ভূত। পৈশিক-সংস্থান ও স্নায়ুবিধান যথাক্রমে পরিচালন ও জ্ঞান-যন্ত্রশ্রেণীর অন্তর্গত। পাশ্চাত্য নরশরীরবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিলে, জানিতে পারা যায়, নরদেহে যে সকল যন্ত্র আছে, তাহদিগকে পরিপাক-যন্ত্র, শ্বাস-যন্ত্র, শোণিত-সঞ্চালন-যন্ত্র, সমুৎসর্গ-যন্ত্র, প্রজনন-যন্ত্র, পৈশিক-সংস্থান বা পরিচালন-যন্ত্র এবং স্নায়বসংস্থান বা নিয়ামক-যন্ত্র, সামান্যতঃ এই সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিসর্গ, আদান ও বিক্ষেপ, এই ত্রিবিধ ক্রিয়াদ্বারা দেহ রক্ষিত হইয়া থাকে। যে শক্তিদ্বারা শরীর ধৃত হইয়া থাকে শ্রুতি তাহাকে 'প্রাণশক্তি' বলিয়াছেন। শরীর যখন বিসর্গ, আদান ও বিক্ষেপ, এই ত্রিবিধ ক্রিয়াদ্বারা ধৃত হইয়া থাকে, তখন প্রাণশক্তি যে, বিসর্গ, আদান ও বিক্ষেপ, এই ত্রিবিধ ক্রিয়াত্মিকা, তাহা বলা বাহুল্য। পাশ্চাত্য নরশরীরবিজ্ঞান বলিয়াছেন, সপ্রাণ-দেহের ধারণার্থ আদান ও বিসর্গ সামান্যতঃ এই দ্বিবিধ ক্রিয়া হইয়া থাকে। ডাক্তার ওয়ালার, ল্যাণ্ডোই, হালিবর্টন প্রভৃতি শারীরবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতবর্গ আদান-ক্রিয়াকে সংবিধানাত্মিকা (Constructive), সংপূরণাত্মিকা, সংশ্লেষাত্মিকা (Integrative, Synthetic), ইত্যাদি নামে এবং বিসর্গ-ক্রিয়াকে অপক্ষয়াত্মিকা (Destructive), বিশ্লেষণাত্মিকা (Analytic), ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন।

মনুষ্য-শরীর যে সকল কর্ম্ম-সম্পাদনার্থ গঠিত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্মনিষ্পত্তির জন্য যতসংখ্যক ও যতপ্রকার যন্ত্রের প্রয়োজন, আমাদের শরীরে ঠিক ততসংখ্যক ও তত প্রকার যন্ত্র আছে। আদান, বিসর্গ ও বিক্ষেপ, এই ত্রিবিধ

ব্যাপারবিশিষ্ট প্রাণন-কার্য্য প্রাণিমাত্রের সাধারণ। স্ব-সত্তাসংরক্ষণ ও বংশ বিস্তার, এই দুইটীই সাধারণ জৈবকর্ম্ম। স্ব-সত্তাসংরক্ষণ ও বংশবিস্তার, এই দ্বিবিধ কর্ম্ম সাধনের জন্য সাধারণতঃ যে সকল যন্ত্রের আবশ্যক, জীবমাত্রেই সেই সকল যন্ত্র বিদ্যমান আছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানুষের দেহে জ্ঞান, পরিচালন ও পোষণ, প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ ক্রিয়া হইয়া থাকে। জ্ঞান, পরিচালন ও পোষণ, ইহারা যথাক্রমে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্য। জগতের প্রত্যেক পদার্থই যখন ত্রিগুণ-পরিণাম, গুণত্রয় যখন অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক, অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তিক, তখন কোন জাগতিক পদার্থই যে, শুদ্ধ তামস, নিরবচ্ছিন্ন রাজস বা কেবল সাত্ত্বিক হইতে পারে না, তখন তামস-পদার্থেও যে, সত্ত্ব ও রজঃ, এই গুণদ্বয় (স্বল্পপরিমাণে হইলেও) বিদ্যমান আছে, তাহা বলা বাহুল্য। পোষণ-যন্ত্র, পরিচালন-যন্ত্র ও জ্ঞান-যন্ত্র, ইহারা যে, ইতরেতরাশ্রয়ী, এতদ্দ্বারা তাহাও সূচিত হইল। পরিচালন ও পোষণশক্তি ব্যতিরেকে জ্ঞানশক্তি ক্রিয়া করিতে পারে না, এইরূপ পরিচালনশক্তিও জ্ঞান ও পোষণশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে, স্বকার্য্যসাধনে অপারগ হইয়া থাকে। শক্তিত্রয় অন্যোন্যাশ্রয়ী, বহুবারই এই কথা বলা হইয়াছে। অতএব নিতান্ত নিকৃষ্ট জীবেও ত্রিবিধ শক্তি এবং ত্রিবিধ যন্ত্র আছে। যে কোষকে (Cell) প্রতীচ্য নরশরীর-বিজ্ঞান সজীব-পদার্থের সাংস্থানিক একক বলিয়াছেন, সেই কোষও ত্রিগুণাত্মক। অধ্যাপক ম্যাকালিষ্টার (Macalister) বলিয়াছেন, সকল প্রোটোপ্লাজমই (Protoplasm) বাহ্যশক্তি কর্ত্তৃক প্রাণনব্যাবাপার-নিষ্পাদন ও বলবিসর্গার্থ উত্তেজিত হইতে পারে। অনন্যসহায় একটি প্রোটোপ্লাজম্ প্রাণধারণোপযোগী সর্ব্বপ্রকার কর্মনিষ্পাদনে যোগ্য। তবে জীবজাতির উন্নতি-বিষয়ক, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম-বিকারজনক পৃথক্‌করণ-ব্যাপার (Differentiation) আরম্ভ হইলে, বহু শেল্‌সে শারীর-কর্ম্মনিষ্পত্তির শ্রমের বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়, এবং তজ্জন্য কোষাত্মক শারীর-বিধানের এক অংশের সংকোচনশীলত্বের আধিক্য হইয়া, পেশী গঠিত হয়, এবং অন্যাংশের কোষসমূহের স্তরপৃষ্ঠে সংবেদন-যোগ্যতা সমুপচিত বা সমাহিত হয়। আমাদের বিশ্বাস, ইহা হইতে কোষ সকলও ত্রিগুণাত্মক, ভিন্ন-ভিন্ন যন্ত্র গুণত্রয়ের ভাগবৈষম্যে জন্মলাভ করে, সংস্কারবিশিষ্ট গুণত্রয় যথাপ্রয়োজন ভিন্ন-ভিন্ন যন্ত্রের নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, এই সিদ্ধান্তের মূল্য অধিক। একরূপ কারণ হইতে কখনও সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ কার্য্য হইতে পারে না।

নিম্নশ্রেণীর বহুকোষাত্মক জীবগণের পৈশিক ও স্নায়ব, এই উভয়বিধ কার্য্য বাহ্যত্বক্‌কোষসমূহ (Ectodermal cells) দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়, এবং এইজন্য উক্ত কোষ সকল স্নাযব পৈশিক-কোষ (Neuro-muscular cells), এই নামে

অভিহিত হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর জীবসংঘের সংস্কার-গ্রহণ ও সঞ্চারণ শক্তি কেবল নির্দ্দিষ্ট অঙ্গের উপরিভাগের কোষসমূহ পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। এই সকল কোষকে স্নায়ুকোষ বলা হয়।*

উচ্চশ্রেণীর জীবসংঘের সংস্কার-গ্রহণ ও সঞ্চারণ-শক্তি যে, কেবল নির্দ্দিষ্ট অঙ্গের উপরিভাগের কোষসমূহে পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি? প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কি?

সমান কারণ হইতে সমান কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কারণের ভেদে কার্য্যের ভেদ হয়। সর্ব্বাংশে সমান কারণ হইতে কখন ভিন্নরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। অস্থি, পেশী, ধমনী, শিরা, লসীকা, কণ্ডরা, মাংস, মেদ, মজ্জা, স্নায়ু, যকৃৎ, ফুসফুস, হৃদয় মস্তিষ্ক, উণ্ডুক; বৃক্ক, আমাশয়, পক্কাশয়, মূত্রাশয়, গর্ভাশয়, ইত্যাদি শারীরযন্ত্রসমূহের কারণ কোষ (Cell)। মানুষের অস্থি প্রভৃতি যন্ত্রসমূহের, যে কোষ নামক পদার্থ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, বানরাদি ইতর-জীববৃন্দের অস্থ্যাদি শারীরযন্ত্রসমূহও সেই অবিশেষ কোষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে! অস্থ্যাদির মধ্যে যে, বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সর্ব্বাংশে সমান কারণ হইতে কখন ভিন্নরূপ কার্য্য হইতে পারে না। অতএব অঙ্গীকার করিতে হইবে, এক অবিশেষ কোষ-নামক পদার্থ হইতে অস্থ্যাদি ভিন্ন-ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হয় নাই, যে কোষ হইতে বানর জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ঠিক সেই কোষ হইতে মানুষ বা অন্য কোন প্রাণির উৎপত্তি হয় নাই।* অণুবীক্ষণযন্ত্র কোষসমূহের বৈশিষ্ট্য ধরিতে না পারিলেও, রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা উহাদের ইতর-ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম উপলব্ধ না হইলেও, উহাদের মধ্যে যে, সূক্ষ্ম বৈধর্ম্ম্য আছে, তাহা

---

* "In animals of a higher grade, the capacity of receiving and transmitting impressions becomes limited to the cells of a certain part of the surface only, and these, which are called *nerve-cells*, become differentiated from the cells of the muscular system, although correlative to them in function."

—*Human Anatomy. —Macalister. p. 49*

* ডাক্তার বীল্ বলিয়াছেন,— "Although there may be no Physical or chemical differences, we know that the life history of these several forms is very different, while the results of their living are sufficient to prove that they must have been diverse from the very first."

—*Protoplasm or Matter & Life, p. 285.*

"* * * 'I do not, however, admit as a fact that the resemblance at the time selected is very great. By careful examination of well prepared specimens any accurate observer would be able to point out many strong points of difference, even at this early stage of development."

—*Ibid. P. 283.*

অনুমান করিতে হইবে। অণুসকলের সংখ্যা ও জাতিগত সমানতা থাকিলেও, শুদ্ধ সন্নিবেশের (Arrangement) ভেদবশতঃ ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্ম্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তুসমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শারীর-যন্ত্রসকল, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, পঞ্চভূতের ভিন্ন-ভিন্ন তালের—ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দের স্পন্দন হইতে উৎপন্ন হয়। কুম্ভকার যে প্রকার ঘট-শরাবাদি নির্ম্মাণের পূর্ব্বে মনে মনে ঘট-শরাবাদির রূপ কল্পনা করে, ঘট-শরাবাদির আকৃতি চিত্রিত করে, কুম্ভকারের মানস-স্পন্দনই যেরূপ মৃত্তিকাতে সংক্রামিত হইয়া, মৃত্তিকাকে ঘট-শরাবাদির আকারে আকারিত করে, সেইরূপ লিঙ্গদেহের ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দের স্পন্দন পঞ্চভূতে অথবা হাইড্রোজেন, অক্সিজেন্ প্রভৃতি পদার্থে সংক্রামিত হইয়া, ভিন্ন-ভিন্ন শারীরযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। যকৃৎ, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, হৃদয়, উণ্ডুক, বৃক্ক, স্নায়ু, পেশী, ধমনী ইত্যাদি, ইহারা পঞ্চভূতের ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দঃ। সুশ্রুতসংহিতা বলিয়াছেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উৎপত্তিতে যে গুণাগুণসমূহ বিদ্যমান থাকে, তাহারা গর্ভের ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তজ। লিঙ্গদেহের সংস্কারের সাদৃশ্যানুসারে এক জাতীয় জীবের সহিত অন্য এক জাতীয় জীবের স্থূলদেহের যন্ত্র বা বাহ্য আকৃতির সাদৃশ্য থাকা নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক। জীবত্বধর্ম্ম জীবমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম। জীবের শরীর প্রকৃতি বা পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হয়, উদ্ভিদের শরীর প্রকৃতি বা পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হয়, পাষাণাদির মূর্ত্তিও প্রকৃতি বা পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হয়। যেরূপ কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া ভূতসমূহ জীবশরীর নির্ম্মাণ করে, বৃক্ষাদির শরীর-নির্ম্মাণকালে, ইহারা নিশ্চয়ই তদ্রূপ কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হয় না। এইরূপ প্রত্যেক জীবজাতির শরীরোৎপাদক কর্ম্মও পৃথক্ পৃথক্। যেরূপ কর্ম্মদ্বারা ব্যাঘ্রদেহ উৎপন্ন হয়, হস্তী, কুক্কুর বা বিড়ালের দেহ তদ্রূপ কর্ম্মদ্বারা উৎপন্ন হয় না। বানরের দেহের সহিত মানুষের দেহের যত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, কুক্কুরেরদেহের সহিত তত সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না, এই নিমিত্ত বানর হইতে মানুষের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইয়াছে, এবম্প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোন অব্যভিচারী হেতু নাই। বানরদেহোৎপাদক কর্ম্মের সহিত মানুষের দেহোৎপাদক কর্ম্মের কিছু সাদৃশ্য আছে, ইহা স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু তাহা বলিয়া, বানর হইতেই মানুষ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে যাইব কেন? যে কর্ম্মহেতু মানুষদেহ নির্ম্মিত হয়, বানর জন্মিবার পূর্ব্বে সেরূপ কর্ম্ম সংস্কারাবস্থায় থাকে না, যদি ইহা সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে, বানর হইতেই মানুষ হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কি, সপ্রমাণ হয়? সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়কে যদি নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, ইহারাই সর্ব্বপ্রকার শরীরের উপাদানকারণ, ইহা যদি অভ্যুগম করা হয়, প্রকৃতি অনাদি

কর্ম্ম-সংস্কারবর্তী, ইহা যদি মানা যায়, তাহা হইলে, মানুষের দেহ বানরের দেহের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে অভিব্যক্ত হইতে পারে না, তাহা কোন্ প্রমাণে প্রতিপন্ন হইবে? প্রকৃতিকে যদি সর্ব্বশক্তিমতী বলিয়া অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে, কি, উক্তরূপ অনুমানকে দোষমুক্ত বলা যুক্তিসঙ্গত নহে? প্রকৃতি যদি নিত্যা হয়েন, তবে তাঁহার কর্ম্মও যে নিত্য, তাহা মানিতে হইবে, কারণ, পরিণামই প্রকৃতির ধর্ম্ম, প্রকৃতি কদাচ পরিণামশূন্য হইয়া অবস্থান করেন না। কল্পিত নৈহারিক অবস্থাই যাঁহাদের দৃষ্টিতে প্রকৃতির আদি, ইহার পূর্ব্বে প্রকৃতি ছিলেন না, কর্ম্ম ছিল না, এই বর্ত্তমান সৃষ্টির পূর্ব্বে আর কখনও জগতের সৃষ্টি হয় নাই, অথবা যদি হইয়া থাকে, তবে সেই পূর্ব্ব-সৃষ্টিতে যে সকল জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, বা ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহারা পুনর্ব্বার প্রকৃতি-গর্ভে পরমাণু বা জড়শক্তিরূপে বিলীন হইয়া গিয়াছে (মুক্ত হইয়াছে, বলিতে পারিলাম না, কারণ শাস্ত্র হইতে মুক্তির স্বরূপ-সম্বন্ধে যে উপদেশ পাইয়াছি, তাহাতে যথোক্ত ক্রমোন্নতিবাদানুসারে কাহারও তৎপ্রাপ্তি উপপন্ন হয় না), যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, যেরূপ কর্ম্ম হইতে কীটের উৎপত্তি হয়, জীব-প্রসবে প্রবৃত্তা প্রকৃতিকে প্রথমে তাদৃশ কর্ম্মই করিতে হইবে, প্রকৃতি অগ্রে কীট প্রসব না করিয়া, অন্যজীব প্রসব করিতে পারেন না, সে সামর্থ্য প্রকৃতির (সর্ব্বশক্তিমতী হইলেও) নাই, যাঁহাদের এইরূপ মত, তাঁহারা অনায়াসেই বলিতে পারেন, একজাতীয় জীব হইতে ক্রমশঃ নানা-জাতীয় জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহারা বলিতে পারেন, বানর বা বনমানুষ হইতে মানুষ অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা বলিতে পারেন, বানর বা বনমানুষের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে মানুষের অভিব্যক্তি হওয়া অসম্ভব।

শাস্ত্র প্রকৃতিকে নিত্যা বলিয়াছেন, সংকোচ ও বিকাশ প্রকৃতির স্বভাব, অতএব সৃষ্টি ও প্রলয় পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করিয়া থাকে, শাস্ত্রে এইনিমিত্ত সৃষ্টি ও লয়-পরম্পরায় অনাদিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, পূর্ব্বসৃষ্টিতে কৃত কর্ম্মসমূহ প্রলয়কালে সংস্কারাবস্থাতে বিদ্যমান থাকে, শাস্ত্র এইকথা অভ্যুপগম করিয়াছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রবৃত্তিশক্তির সংরক্ষণ (Conservation of Energy)-তত্ত্ব, আমাদের বিশ্বাস, শাস্ত্রোপদিষ্ট যথোক্ত কর্ম্মতত্ত্বেরই পরিচ্ছিন্নরূপ। যে-যেরূপ কর্ম্ম প্রেরিত হইয়া, ভূতসমূহ যে-যে রূপ স্থূলদেহ নির্ম্মাণ করে, সেই সেই রূপ কর্ম্মের সংস্কার প্রকৃতিতে চিরদিনই বিদ্যমান আছে, শাস্ত্রের ইহাই আশয়। যাবৎ মুক্তিসাধন জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ জীবকে কর্ম্মানুসারে উচ্চাবচ পরিণাম-স্রোতে ভাসিতে হয়। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, কুক্কুর, শৃগাল, বানর, বিবিধ, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, সরীসৃপ, সুর, নর ইত্যাদি জীবসমূহ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ের ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দ হইতে

উৎপন্ন হইয়া থাকে, কর্ম্মভেদই সৃষ্টিভেদের কারণ। বেদ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ , স্বর্গ, বৎসর, নক্ষত্র, গ্রহ, বাক্, মনঃ, গো, অশ্ব, ছাগ, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক পদার্থজাতকে 'ছন্দ' বলিয়াছেন ("পৃথিবী ছন্দঃ। অন্তরিক্ষং ছন্দঃ দৌশ্ছন্দঃ। সমাশ্ছন্দঃ নক্ষত্রাণি ছন্দঃ। বাক্ছন্দঃ। মনশ্ছন্দঃ। কৃষিশ্ছন্দঃ। হিরণ্যং ছন্দঃ। গৌশ্ছন্দঃ অজাছন্দঃ। অশ্বশ্ছন্দঃ।"—শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা ১৪।১৯)। গুণত্রয়ের যে-যে, ছন্দে, যে-যে-রূপ তালের স্পন্দনে, যে-যে জীবদেহের, যে-যে উদ্ভিদের, যে-যে ভূত ও ভৌতিকপদার্থের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তাহা স্থির আছে, প্রকৃতিগর্ভে সর্ব্বপ্রকার ছন্দঃ নিত্য বিদ্যমান আছে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, ইহলোকে জীবগণ যে-যে কর্ম্মনিবন্ধন ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক ইত্যাদি যে-যে জাতি প্রাপ্ত হয়, সেই সেইরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান ও বাসনাঙ্কিত হইয়া, প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টিকালে উহারা তত্তদ্ভাবেই আবির্ভূত হইয়া থাকে।

একজাতীয় জীবের দেহযন্ত্রের সহিত যদি অন্য একজাতীয় জীবের দেহযন্ত্রের অনেকতঃ সাদৃশ্য উপলব্ধ হয়, তাহা হইলেই উহারা পৌর্ব্বাপর্য্যভাব-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, উহাদের মধ্যে একজাতীয় জীব অন্যজাতীয় জীব হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, এবম্প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোন্ সদ্যুক্তি নাই। বিপরিণাম-প্রাপ্ত বা বিকশিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জীবগণের মধ্যে দৈহিক সংস্থানগত যাদৃশ সাম্য উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইতে কোষ (Cells) সমূহের মধ্যে যে, অধিকতর সাদৃশ্য আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে, ভিন্ন-ভিন্ন জীবের কোষ (Cells) পরীক্ষা (কি আণুবীক্ষণিক, কি রাসায়নিক, এই উভয়বিধ) করিয়া, বৈজ্ঞানিকগণ ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্ম্মগত কোনপ্রকার বৈলক্ষণ্য অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অতএব সকল জীব হইতে সকল জীব আবির্ভূত হইতে পারে, এইরূপ অনুমান করিবার আপত্তি কি? ক্রমোন্নতিবাদিগণ জীবসকলের ভ্রূণাবস্থার সাদৃশ্যকে উপেক্ষা করেন কেন? ডাক্তার বীল্ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।*

* "It is indeed very remarkable that evolutionists who are always on the look out for points of resemblance between different living beings, should manifest the strangest in disposition to acknowledge the likeness of different kinds of living matter to one another. How it is that he who takes pleasure in showing the likeness between man and apes, and in comparing them, bone with bone, muscle with muscle, and brain with brain, does not appear to be much interested in the fact that the living matter of all parts of the body of man is indistinguishable from that of animals below him?"

--*Protoplasm or Matter & Life, p. 282.*

জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে, নির্জীব-পদার্থ হইতে সজীব-পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না, ক্রমোন্নতিবাদিগণ এইরূপ মতাবলম্বী, ক্রমোন্নতিবাদিগণ যাদৃচ্ছিক উৎপত্তি (Spontaneous generation)-বাদের বিরোধী। পণ্ডিত ডারুবিন্ বলিয়াছেন, আমার দৃষ্টিতে সকল জীবই বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় জীবের অন্বয় বা কুলক্রমাগত, কোন জীবই বিশেষতঃ সৃষ্ট নহে ("I view all beings, not as special creations, but as the lineal discendants of some few beings which lived long before the first bed of the Cambrain system was deposited."—*Origin of species, p. 402*)। জীবের প্রথমাভিব্যক্তি কিরূপে, এবং কোন্ সময়ে হইয়াছে, ডারুবিন্ সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। অধ্যাপক আবুয়েন্ (Owen) বলিয়াছেন, জীবোন্নতি-স্রোতঃ বহুমুখ ও বিচিত্র, অতএব প্রাণিগণকে সাধারণতঃ উহাদের উৎকর্ষ তারতম্যানুসারে শ্রেণীকৃত করা যায় না, যথাযথভাবে জৈব উন্নতিপর্ব্বসমূহের আনুপর্ব্ব্য-নির্ব্বাচন অসম্ভব, বহু জীবজাতি যেন ঠিক এক পর্ব্বেই আছে বলিয়া বোধ হয়।* ডাক্তার বীল্ বলিয়াছেন, ক্রমোন্নতিবাদের প্রতিষ্ঠাপকগণ যখন কতিপয় পূর্ব্ববর্ত্তী জীবের অস্তিত্ব মানিতে তাঁহাদের বাধা কি?

মনুষ্যের জন্ম যে, বহু ইতর-জীবযোনি-ভ্রমণানন্তর হইয়া থাকে, পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহা উক্ত হইয়াছে। অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, জীব ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, এই মতের সহিত, তাহা হইলে, শাস্ত্রে ঐক্য আছে বলা যাইবে না কেন? বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে, জীবসকল কর্ম্মপাশে নিয়ন্ত্রিত, কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, তাহাকে তদুপযোগী ফলভোগ করিতেই হইবে, ইহাই জীবের নিয়তি। কর্ম্মপাশদ্বার নিয়ন্ত্রিত হইয়া, জন্তুসকল স্বর্গাদি পুণ্যস্থানে পুণ্যভোগ, অথবা নরকাদিতে অতীব দুঃখতর পাপফল অনুভব করিয়া, পরে কর্ম্মাবসানে, ইহলোকে আগমন করে, সর্ব্বভয়-বিকল, মৃত্যু-বাধাসংযুক্ত স্থাবরাদিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, তৃণ, গিরি প্রভৃতি স্থাবর নামে অভিহিত হয়। স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়াও, ইহারা মুহূর্ত্তের জন্য সুখভোগ করিতে পারে না, প্রাকৃতিক-পীড়নে ইহাদিগকে তখনও নিরন্তর প্রপীড়িত হইতে হয়। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, দাবানল, প্রভৃতি নানবিধ উপসর্গ উত্থিত হইয়া, ইহাদিগের প্রাণসংহার করে। তাহার পর কৃমি হইয়া, সদা যাতনা ভোগ করে, ক্ষণার্দ্ধে জাত ও ক্ষণার্দ্ধে মৃত হইয়া থাকে, বলবৎ প্রাণিগণ কর্ত্তৃক পীড়া নিবারণে অক্ষম এবং

* "Animals in general cannot be arranged in a series proceeding from less to more perfect in any way, so many, in different natural series, being on a par." —*Life of Professor Owen, I., p. 252.*

শীত-বাতাদি ক্লেশদ্বারা অভিভূত হইয়া, নিত্য ক্ষুদ্বাধিত হইয়া, মল-মূত্রাদিতে সংসরণপূর্ব্বক অশেষ যাতনা ভোগ করে। তৎপরে পশু-যোনিতে আগমন করে, পশু-যোনিতে বিবিধ যাতনা ভোগ করিতে হয়। বন্য পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া, কখন মাংস, আবার কখনও বা কন্দমূলাদি আহার পূর্ব্বক জীবন ধারণ করে, বলবান্ প্রাণিদিগদ্বারা বাধিত হয়, পরপীড়া-পরায়ণ-হয়। তদনন্তর গবাদি গ্রাম্য-পশু-কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। গবাদি গ্রাম-পশুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, কিছুমাত্র সুখভোগ করিতে পারে না, স্বজাতি-বিয়োগ ভারোদ্বহন, পাশাদি-বন্ধন, তাড়ন ইত্যাদি বিবিধ কারণ হইতে সর্ব্বদা দুঃখানুভব করে। এইরূপ বহুযোনিভ্রমণ পূর্ব্বক জীব-মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।*

ঐতরেয় আরণ্যক পাঠ করিলেও, ক্রমোন্নত পর্ব্বসমূহের সংবাদ পাওয়া যায়। অপ্রাণ-স্থাবর, সপ্রাণ-স্থাবর, সংকীর্ণচেতন ও বিশিষ্টচেতন, ঐতেরয় আরণ্যকে যে, এই চতুর্ব্বিধ ক্রমোন্নত পর্ব্বের কথা আছে, আমরা পূর্ব্বে তাহা জানাইয়াছি। ঐতরেয় আরণ্যক ভোগাধিষ্ঠানের—গো, অশ্ব, পুরষাদির শরীরের, ভোগ-করণের—বহ্ন্যাদি দেবতাধিষ্ঠিত বাক-চক্ষুরাদির, এবং ভোগ্য-বর্গের সৃষ্টির উপদেশ আছে। ভোগাধিষ্ঠান গবাদি শরীর-সমূহের মধ্যে মনুষ্যের শরীরই যে, পর্য্যাপ্ত ভোগাধিষ্ঠান তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাগণ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্টি হইয়া সমুদ্রবৎ অত্যন্ত বিস্তৃত বিরাড়্দেহে প্রপতিত হয়েন। তৎপরে পরমেশ্বর অখিল ইন্দ্রিয় ও তদ্দেবতাগণের অধিষ্ঠানভূত বিরাড়্দেহ ক্ষুৎ-পিপাসাদ্বারা সংযোজিত করেন। বিরাড়্দেহকে ক্ষুৎ-পিপাসাদ্বারা সংযোজিত করিলে, বিরাড়্দেহে প্রপতিত ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাগণ পরমেশ্বরকে বলিয়াছিলেন, পরমেশ্বর এই বিরাড়্দেহ আমাদের ভোগক্ষম নহে, এই অতিবিস্তীর্ণ বিরাড়্দেহ ব্যাপিয়া, প্রতিষ্ঠালাভ করিতে আমরা অসমর্থ, যাদৃশ অল্পশরীরে প্রতিষ্ঠিত হইলে, আমরা দেহ-পর্য্যাপ্ত অন্ন ভোজন করিতে পারগ হইব, আমাদিগের জন্য তাদৃশ আয়তন—শরীর সম্পাদন করুন। পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাগণের এতদ্বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাদের ভোগের জন্য গোদেহ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবতাগণ গোদেহ পাইয়া, পরমেশ্বরকে বলিয়াছিলেন, ইহা আমাদের ভোগের উপযুক্ত অধিষ্ঠান নহে। পরমেশ্বর তাহা শুনিয়া, তাঁহাদিগকে অশ্বদেহ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবতাগণ অশ্বদেহ পাইয়াও বলিয়াছিলেন, ইহাও আমাদের ভোগের পর্য্যাপ্ত আয়তন নহে। পরমেশ্বর তাহার পর তাঁহাদিগকে বিবেকসম্পন্ন পুরুষ (মনুষ্য)-দেহ প্রদান করিয়াছিলেন। মনুষ্যদেহ পাইয়া দেবতাগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া

* বৃহন্নারদীয় পুরাণের ত্রিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পরমেশ্বরকে বলিয়াছিলেন, এইবার আমাদের উপযুক্ত দেহ হইয়াছে।* দেবতাগণ প্রজাপতির—পরমেশ্বরের সারভূত কার্য্য। দেবতাগণ পরমেশ্বরের সারভূত কার্য্য কেন? দেবতাগণ সাত্ত্বিক—সত্ত্বগুণ প্রধান, এই নিমিত্ত দেবতাগণকে পরমেশ্বরের সারভূত কার্য্য বলা হইয়াছে। মনুষ্যদিগের রাজসত্ত্ব, এবং গবাদির তামসত্ত্বশতঃ ইহারা সারভূত কার্য্য নহে। দেবতাগণের সারভূত কার্য্য বৃষ্টি; বৃষ্টির সারভূত কার্য্য ওষধিগণ; ওষধিগণের সারভূত কার্য্য অন্ন; অন্নের সারভূত কার্য্য রেতঃ; রেতের সারভূত কার্য্য পুত্রাদিরূপ প্রজা; প্রজার সারভূত কার্য্য হৃদয়; হৃদয়ের সারভূত কার্য্য মনঃ (জ্ঞানশক্তি বলিয়া); মনের সারভূত কার্য্য বেদরূপা বাক্; বেদের সারভূত কার্য্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম। পূর্ব্বজন্মে যে পুরুষ এই বেদোপদিষ্ট অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহজন্মে বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে, ব্রহ্মের উপাসনা করিতে, ও ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে যোগ্য হইয়া থাকেন, নিরতিশয় সুকৃতি ব্যতিরেকে ইদৃশ জন্ম হয় না, পুরুষ বা মনুষ্যই উপাসনীয় ও বেদনীয় ব্রহ্মের স্থান, পুরুষ বা মনুষ্যভিন্ন অন্য কোন জীব ব্রহ্মের উপাসনা করিতে ব্রহ্মকে জানিতে বা লাভ করিতে পারগ হয় না। অতএব পুরুষ বা মনুষ্যের মহত্ত্ব সিদ্ধ হইল।*

মনুসংহিতা প্রাকৃতিক পরিণামকে প্রথমে সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক, এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়া পরে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ ভাগের প্রত্যেককে উত্তম, মধ্যম, ও অধম, এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সাত্ত্বিক, তিনি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, যে ব্যক্তি রাজস—রজোগুণ-বৃত্তিতে অবস্থিত, তিনি মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন, যে ব্যক্তি তামস, সে পশু-পক্ষ্যাদিযোনি প্রাপ্ত হয়। ("দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বং চ রাজসাঃ। তির্য্যকত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ।।" মনুসংহিতা ১২শ অধ্যায়)। সত্ত্বাদি গুণত্রয়নিবন্ধন যে ত্রিবিধ গতি উক্ত হইল, ইহারা আবার দেশকালাদি-ভেদে, সংস্কারহেতুভূত কর্ম্মভেদে উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই তিনপ্রকার হয়। বৃক্ষাদি স্থাবর, কৃমি—সূক্ষ্ম প্রাণী, কীট—কৃমি হইতে ঈষৎ স্থূলপ্রাণী, মৎস্য, সর্প,

* "তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতং স্তমশনাপিপাসাভ্যামন্ববার্জ্জৎ তা এনমব্রুবন্নায়তনন্নঃ প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি তাভ্যো গামানয়ত্তা অব্রুবন্ন বৈ নোহয়মলমিতি তাভ্যোহশ্বমানয়ত্তা অব্রুবন্ন বৈ নোহয়মলমিতি তাভ্যঃ পুরুষমানয়ত্তা অব্রুবন্ সুকৃতং বতেতি পুরুষো বাব সুকৃতং * * *।" —ঐতরেয় আরণ্যক

ইহার সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য

* "অথাতো রেতসঃ সৃষ্টিঃ প্রজাপতে রেতো দেবা দেবানাং রেতো বর্ষং বর্ষস্য রেত ওষধয়ঃ ওষধীনাং রেতোহন্নমন্নস্য রেতো রেতো রেতসোরেতঃ প্রজাঃ প্রজানাং রেতো হৃদয়ং হৃদয়স্য রেতো মনো মনসো রেতোবাক্ বাচোরেতঃ কর্ম্ম তদিদং কর্ম্মকৃতময়ং পুরুষো ব্রহ্মণো লোকঃ।" —ঐতরেয় আরণ্যক।

সায়ণাচার্যকৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য

কূর্ম্ম পশু ও মৃগ (অরণ্যচর ও গৃহপালিত সামান্য পশু) ইহারা তামস অধমগতি। হস্তী, ঘোটক, সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর, নিতান্ত অসভ্য মনুষ্য ইত্যাদি, ইহারা তামস মধ্যমগতি। চারণ, সুপর্ণ দাম্ভিকপুরুষ (যাহারা ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করে), রাক্ষস ইত্যাদি ইহারা তামস উত্তমগতি। ঝল্ল, মল্ল, নট (রঙ্গাবতারক, পরিহাসজীবী), শস্ত্রজীবী ইত্যাদি, ইহারা রাজস অধম গতি। অভিষিক্ত রাজা, জনপদের শাসনকর্ত্তা, ক্ষত্রিয় জাতিমাত্র, রাজপুরোহিত ও শাস্ত্রার্থে কলহপ্রিয়—বাদযুদ্ধ প্রধান, ইহারা রাজস মধ্যমগতি। গন্ধর্ব্ব, এবং গুহ্যক (যক্ষ), বিদ্যাধর ও অপ্সরোগণ, ইহারা রাজস উত্তমগতি। বানপ্রস্থ এবং যতি ব্রাহ্মণ, পুষ্পকাদি বিমানচারিগণ ইত্যাদি ইহারা সাত্ত্বিক অধমগতি। যাগশীল ঋষি, বেদাদি বিগ্রহ বিশিষ্ট দেবতা, ধ্রুব প্রভৃতি জ্যোতির্গণ, পিতৃগণ, সাধ্যগণ ইত্যাদি ইহারা সাত্ত্বিক মধ্যমগতি। ব্রহ্মা ও মরীচ্যাদি সৃষ্টিকর্তা ধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত, ইহারা সাত্ত্বিক উত্তমগতি।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, পরমেশ্বর সৃজ্য-পদার্থসমূহের সৃষ্টিতে, ব্রীহি-যবাদির উৎপত্তিতে পর্জ্জন্যের ন্যায়, নিমিত্তমাত্র, সৃজ্যশক্তিই—সমুদায় জন্যপদার্থের পরিণামশক্তিই সৃষ্টির প্রধান বা মুখ্য (অসাধারণ) কারণ। কারণাত্মাতে বিদ্যমান—সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত বস্তুসকল স্ব-স্ব পরিণামশক্তিদ্বারাই স্থূলরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সৃজ্য-পদার্থজাত স্থূলরূপ পরিণামের জন্য, অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমনের নিমিত্ত একমাত্র নিমিত্তকারণ ব্যতীত আর কিছুরই অপেক্ষা করে না ("নিমিত্তমাত্রমেবাসীৎ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি। প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ।। নিমিত্তমাত্রং মুক্তৈকৈকং নান্যৎ কিঞ্চিদবেক্ষ্যতে। নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম্।।" বিষ্ণুপুরাণ)। যাঁহারা কেবল প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকেই পরিণামের একমাত্র কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহের চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রকৃতি যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কারানুসারে পরিণাম সাধন করেন, এই কথাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসার বলিয়াছেন, শরীরি-পদার্থসমূহ যে, পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা কেবল তাহাদের সংস্থান বা অবয়বসন্নিবেশানুসারে নহে, পরিবর্ত্তনশীল বস্তুসকলের সংকল্পানুসারেও উহাদের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় ("Organism may vary not only in respect of their structures, but in respect of their tendencies to do this or the other, in all kinds of ways * * * "— *Types of Ethical Theory, Vol. II., p. 570*)। তাই মনে হয়, শাস্ত্রে মহত্ত্ব অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য কোবিদকুলদ্বারাই পরে যথাযথভাবে খ্যাপিত হইবে।

বিষ্ণুপুরাণে প্রাকৃত, বৈকৃত এবং প্রাকৃত-বৈকৃত, প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ সৃষ্টির বর্ণন আছে। পরমেশ্বর হইতে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়; তৎপরে তন্মাত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহা ভূতসৃষ্টি-নামে অভিহিত হয়; তদনন্তর ঐন্দ্রিয়ক-সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহার নাম 'প্রাকৃত'-সৃষ্টি। মহত্তত্ত্ব, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টির পর উদ্ভিদ্‌গণের সৃষ্টি হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌গণের সৃষ্টিকে 'মুখ্যসর্গ', এই শব্দে অভিহিত করা হয়। উদ্ভিদ্‌গণের সৃষ্টিকে 'মুখ্যসর্গ', এই শব্দে অভিহিত করিবার কারণ কি? 'মুখ্য'-শব্দ প্রধান বা প্রথম, এই অর্থের বাচক। উদ্ভিদের সর্গ প্রথমে হয়, এই নিমিত্ত ইহাকে 'মুখ্যসর্গ', এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে ("মুখমিব প্রথমং ব্রহ্মণঃ সর্গো ভবতীতি মুখ্যানার্গাঃ স্থাবরাঃ।" শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা)। মহত্তত্ত্বাদি ত্রিবিধ প্রাকৃত সর্গের পর মুখ্যসর্গ হইয়া থাকে, অতএব মুখ্যসর্গকে বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থসর্গ বলিয়াছেন। তির্য্যক্-স্রোতের সৃষ্টি পঞ্চম। পশু, পক্ষী, প্রভৃতি তির্য্যক্‌যোনিই 'তির্য্যক্-স্রোতঃ'-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। ঊর্দ্ধস্রোতঃ বা দেবগণের সৃষ্টি ষষ্ঠ। অর্ব্বাক্‌স্রোত বা মনুষ্যগণের সৃষ্টি সপ্তম। সাত্ত্বিক ও তামস, এই উভয় স্বভাবাপন্ন অন্যবিধ দেবগণের সৃষ্টি (অনুগ্রহ-সৃষ্টি) অষ্টম। মুখ্যসর্গাদি পঞ্চবিধ সৃষ্টিকে বৈকৃতসৃষ্টি বলা হয়। প্রকৃতি সম্বন্ধিনী সৃষ্টি তিন প্রকার, এবং বৈকৃতসৃষ্টি পঞ্চপ্রকার। কৌমারসৃষ্টি নবম। কৌমার-সৃষ্টির মধ্যে রুদ্রসৃষ্টি প্রাকৃত, কারণ, তিনি প্রকৃতি হইতে স্বয়ং উদ্ভূত হইয়াছেন। সনৎ-কুমারাদির সৃষ্টি বিকৃত-ভাবাপন্ন ব্রহ্মকর্তৃক কৃত হওয়াতে 'বৈকৃত'-সৃষ্টিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

বেদ পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, বিশ্বজগৎকে শ্রুতি ভোক্তৃ ও ভোগ্য, এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ভোক্তৃ ও ভোগ্য বা অন্নাদ ও অন্ন, বিশ্বজগৎকে বিশ্লেষ করিলে, এই দ্বিবিধ পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রকৃতি ভোগ্য, এবং পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ও পুরুষ, ইহাঁরাই মূল ভোগ্য ও ভোক্তৃ-পদার্থ। প্রাকৃতিক পদার্থসমূহও যে, পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধে সম্বন্ধ, শ্রুতি তাহা বুঝাইয়াছেন। ভূত সকলের মধ্যে অগ্নি ও বায়ুকে শ্রুতি ভোক্তৃভূত, এবং জল ও পৃথিবীকে ভোগ্যভূত বলিয়াছেন। প্রাণভৃৎদিগের মধ্যেও ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগ আছে। মর্ত্ত্যধামে মনুষ্য ভোক্তা, ইতরজীববৃন্দ ভোগ্য। ইতর-জীববৃন্দকেও শ্রুতি ভোক্তৃ-ও ভোগ্য, এই দুইভাগে বিভাগ করিয়াছেন। ভোক্তৃত্ব স্বাতন্ত্র্যের এবং ভোগ্যত্ব পারতন্ত্র্যের বাচকরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ডারুবিন্ প্রভৃতি প্রতীচ্য ক্রমোন্নতিবাদী পণ্ডিতগণ 'যোগ্যতম' (Fittest) বলিতে অনেকতঃ ভোক্তৃপ্রপঞ্চকেই যে, লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে।*

---

* "ভবতস্যান্নমোষধিবনস্পতয়োঽন্নং প্রাণভৃতোঽন্নাদমোষধিবনস্পতীন্ হি প্রাণভৃতোঽদন্তি তেষাং য উভয়দন্তাঃ পুরষস্যানুবিধাং বিহিতাস্তেঽন্নাদা অন্নমিতরে পশবঃ * * *"

—ঐতরেয় আরণ্যক।

অতএব প্রতীচ্য ক্রমোন্নতিবাদের সহিত শাস্ত্রের কোন্ কোন্ বিষয়ে একতা, এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে অনৈক্য আছে, সত্যানুসন্ধিৎসুর তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য। শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের স্বরূপ-চিন্তাপূর্ব্বক আমাদের যাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, অতঃপর সংক্ষেপে তাহা জানাইতেছি। প্রকৃতি ও কর্ম্মসংস্কার অনাদি; প্রকৃতি ও কর্ম্মসংস্কার বিশ্বজগতের সৃষ্টি এবং সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মভেদে দৃশ্যপদার্থসমূহের উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়া থাকে। অপ্রাণস্থাবর, সপ্রাণস্থাবর সংকীর্ণচেতন, এবং বিশিষ্টচেতন, এই চতুর্ব্বিধ প্রাকৃতিক-পর্ব্বের প্রত্যেকের মধ্যেও গুণত্রয়ের তারতম্যানুসারে উচ্চনীচ অবস্থা আছে। যাবৎ মুক্তিসাধন জ্ঞানের বিকাশ না হয়, যাবৎ জীব স্বরূপে—স্বীয় অস্খলনশীল বা স্থায়ি-সাম্যাবস্থাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, তাবৎ তাহার কর্ম্মানুসারে উচ্চাবচ অবস্থাপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী। প্রকৃতি নিত্যপরিণামিণী, পরিণাম প্রকৃতির স্বভাব, পরিণাম গুণত্রয়ের অন্যোন্যাভিভববৃত্তির ফল, অতএব প্রকৃতিতে পর্য্যায়ক্রমে সাত্ত্বিক—সত্ত্বগুণ-প্রদান, রাজসিক—রজোগুণপ্রদান, এবং তামসিক—তমোগুণপ্রধান, এই ত্রিবিধ পরিণাম সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক ক্ষণে, প্রত্যেক জাতিতে, প্রত্যেক প্রাকৃতিক দ্রব্যে পর্য্যায়ক্রমে ত্রিগুণচক্রের আবর্ত্তন হয়। প্রত্যেক প্রাকৃতিক বস্তুর এক-একটি আপেক্ষিক সাম্যাবস্থা (Relative equilibrium) আছে, এই আপেক্ষিক সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইলে, জাত্যন্তর-পরিণাম হইয়া থাকে; এই জাত্যন্তর পরিণাম, উন্নতি[illegible] এবং অবনতিপ্রবণ, দুইই হইতে পারে, ইহা তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক, [illegible] কর্ম্মের উপরি নির্ভর করে। প্রকৃতি ও কর্ম্ম, এই পদার্থদ্বয়কে যদি সর্ব্বপ্রকার পরিণামের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, ইহাদিগকে যদি প্রবাহরূপে নিত্য বলিয়া অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে, কোন প্রাকৃতিক পর্ব্বের যে, কদাচ জাত্যুচ্ছেদ হয় না, তাহাও মানিতে হইবে। প্রতীচ্য ক্রমোন্নতিবাদিগণ পুরুষ ও প্রকৃতি, এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ যথাযথভাবে চিন্তা করেন নাই, সৃষ্টি ও প্রলয়ের তত্ত্ব ভাল করিয়া বিচার করেন নাই। গহন কর্ম্মের গতির যথাপ্রয়োজন পরীক্ষা করেন নাই, এই নিমিত্ত (পূর্ব্বেই বলিয়াছি) তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, আধুনিক ক্রমবিকাশবাদ এইজন্য অপূর্ণাবস্থাতে বিদ্যমান আছে। প্রাকৃত, বৈকৃত, ও প্রাকৃত-বৈকৃত, এই ত্রিবিধ সৃষ্টি অনাদি কাল হইতে হইতেছে, নিত্য প্রকৃতিগর্ভে সমুদায় জন্যপদার্থের পরিণামশক্তি নিত্য বিদ্যমান আছে, যথাকালে ইহারা ব্যক্ত ও অব্যক্ত, এই দ্বিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উন্নত ও অবনত প্রাকৃতিক-পর্ব্বের বর্ণন আছে, শাস্ত্র উন্নত ও অবনত প্রাকৃতিক পর্ব্বসমূহের অভিব্যক্তিকালের

নিয়ম প্রদর্শন করিয়াছেন, গুণত্রয়ের ভাগবৈষম্য বা কর্ম্মবৈচিত্র্যবশতঃ সামান্যতঃ কতপ্রকার সৃষ্টি হইয়া থাকে, শাস্ত্র তাহা বুঝাইয়াছেন, গুণভেদে কতপ্রকার প্রাকৃতিক ছন্দঃ হওয়া সম্ভব, কোন্ ছন্দের পর কোন্ ছন্দের প্রাদুর্ভাব হয়, শাস্ত্র এই সকল তত্ত্বের বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সতত পরিণামী-ভূত ও ভৌতিক-শক্তিব্যতীত, যাঁহাদের দৃষ্টিতে অপরিণামী, চিন্ময় পুরুষ পতিত হয়েন নাই, তাঁহাদের 'উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম', এই কথা প্রকৃতপ্রস্তাবে অর্থশূন্য। সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, বিমুক্ত পুরুষের মোক্ষের জন্য প্রকৃতি পরিণাম সাধন করেন। জিজ্ঞাস্য হইবে, যিনি বিমুক্ত, তাঁহার মোক্ষের জন্য চেষ্টা করিবার প্রয়োজন কি? আমরা যথাস্থানে ইহার উত্তর প্রদান করিব। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, প্রকৃতি স্বভাবতঃ এই ত্রিবিধ পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন। সাত্ত্বিক পরিণামকে যদি উন্নতি, এবং রাজস ও তামস পরিণামকে যদি অবনতি বলা হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বে জানাইয়াছি, উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম, এই কথা বলা যাইতে পারে না। ধর্ম্মী ধর্ম্মানুসারে পরিণামসাধন প্রকৃতির নিয়ম, এই কথাই সত্য, এই কথাই যুক্তিসঙ্গ ত বলিয়া মনে হয়। "মানুষযোনি প্রাপ্ত হইবার পর, আর ইতর-যোনিতে জন্ম হইতে পারে না," ইহাও সম্পূর্ণতঃ যুক্তি-সঙ্গত কথা নহে। মানুষের মধ্যে নিরোধ ও ব্যুত্থান, এই দ্বিবিধ বিরুদ্ধশক্তির অবিরাম অভিভব ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, মানুষের মধ্যে দেখিতে পাই, বহু ব্যক্তি প্রধানতঃ পশ্বাদি ইতর জীব-জাত্যুচিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। পশ্বাদি ইতর-জীবগণ প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করে, ইহারা প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করে না, মানুষ তাহা করে। পশ্বাদি ইতর-জীবযোনি ভ্রমণ করিলেও, জীব যাবৎ মানবীয় স্থায়ি-সাম্যাবস্থাতে (Stable equilibrium) উপনীত হইতে না পারিবে, তাবৎ তাহার ইতর যোনিতে অবরোহণের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, উদ্ভিদ্ ইত্যাদি, ইহারা এক-একরূপ ত্রিগুণবিকারের আপেক্ষিক সাম্যাবস্থা মাত্র। স্থায়ী (Stable), অস্থায়ী (Unstable) ও উদাসীন (Neutral), সাম্যাবস্থাকে (Equilibrium), এই তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। ভারকেন্দ্র (Centre of gravity) যখন সম্ভাব্য উচ্চতম বা নীচতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই সাম্যাবস্থা হইয়া থাকে। কোন দ্রব্যের ভারকেন্দ্র যখন উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহার স্থায়ি-সাম্যাবস্থা হইয়া থাকে, এবং পক্ষান্তরে যখন উহা সম্ভাব্য নীচতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহার অস্থায়ি-সাম্যাবস্থা হয়। যখন কোন মণ্ডল বা চক্র সমভূভাগে স্থিরভাবে অবস্থান করে (Rests on a horizontal plane), তখন উহার ভারকেন্দ্র উন্নমিত বা অবনমিত হয় না, এই অবস্থাতে উদাসীন-সাম্যাবস্থা হইয়া থাকে। অস্থায়ি-সাম্যাবস্থায় উৎপতন, অধঃপতন দুইই

হইতে পারে। প্রকৃতির রাসজ ও তামস পরিণাম-চক্রের আবর্ত্তনকালে, যাঁহাদের সাম্যাবস্থা একটু বিচলিত (Slightly displaced) হইলেও স্বাধিকার ভ্রষ্ট হয় না, তাঁহাদের নিরোধশক্তি সমধিক বলবতী হইয়াছে, তাঁহদের আর পতনের আশঙ্কা নাই। কিন্তু ইহা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করেন, মনুষ্যদেহ বিদ্যমান জীবমাত্রেই পূর্ণমনুষ্য নহে, সকলেই মানবীয় পরিণামের স্থায়ি-সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন নাই। তাহার পর, ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ, এই ত্রিবিধ কর্ম্মের স্বরূপদর্শন ব্যতিরেকে, কেহই নিশ্চয়-পূর্ব্বক বলিতে পারেন না, কোন্ ব্যক্তি মৃত্যুর পর কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। মৎস্যপুরাণ বলিয়াছেন, যুগস্বভাববশতঃ মন্বন্তর সকলের পরিবর্ত্তন চিরপ্রবৃত্ত। জীবলোক ক্ষণকালও একভাবে, পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকিতে পারে না; ক্ষয় ও উদয় বা তিরোভাব ও আবির্ভাবদ্বারা ইহা নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ("মন্বন্তরাণাং পরিবর্ত্তনানি চিরপ্রবৃত্তানি যুগস্বভাবাৎ। ক্ষণং ন সন্তিষ্ঠতি জীবলোকঃ ক্ষয়োদয়াভ্যাং পরিবর্ত্তমানঃ।।"—মৎস্যপুরাণ)। কর্ম্ম, লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহ, ইত্যাদি বিষয়ের তত্ত্ব চিন্তা করিবার সময়ে, আমরা এই বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক কিছু বলিব, এক্ষণে উন্নতি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া এ প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। পিতার অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল পুত্রে সংক্রমণ করে কি না, আধুনিক ক্রমোন্নতিবাদিগণের মধ্যে যে, এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে, পূর্ব্বে তাহা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, আমাদের বিশ্বাস, এই বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা হয়। অথর্ব্ববেদ-সংহিতা বলিয়াছেন, ক্ষয়-কুষ্ঠাদি দোষদূষিত মাতৃ-পিতৃ-শরীরাবয়ব হইতে পুত্রাদির (পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদির) শরীরে ঐ সকল রোগ সংক্রমণ করে ("ক্ষেত্রিয়াৎ ত্বা নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ।"—অথর্ব্ববেদসংহিতা, ২।২।১০)। পুত্রশরীরে পিত্রাদি শরীরাবয়বের সংক্রান্তি শ্রুত্যন্তরেও শ্রুত হইয়া থাকে ("অঙ্গাদ্ অঙ্গাৎ সংভবাসি হৃদয়াদ্ অধিজায়সে।"—আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রধৃত শ্রুতি)। আবার এই নিয়মের ব্যভিচারও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্যভিচারের কারণ কি, তাহা জানা না থাকাতেই প্রতীচ্য ক্রমোন্নতিবাদিগণ এই সত্যের প্রকৃত রূপ দর্শনে ক্ষমবান্ হয়েন নাই। যথাস্থানে ইহারও আলোচনা করা হইবে।

পরিণামের কি অন্ত আছে? জগৎ চিরদিনই কি, অনন্ত পরিণামস্রোতে, অবশভাবে ভাসিয়া যাইবে? অবিরাম অবিশেষ হইতে বিশেষ, বিশেষভাব প্রাপ্ত হইবে? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার বলিয়াছেন, না, তাহা হইবে না, পরিণামে অন্ত আছে, সাম্যাবস্থা-প্রাপ্তিই পরিণামের শেষসীমা, সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই, পরিণাম নিরুদ্ধ হইবে ("Equilibrium is the final result of these transformations which an evolving aggregate undergoes"—*First Principles*)। যাদৃশ

পরিণাম বা পরিবর্ত্তনসমূহ সাক্ষাৎ-পরম্পরা যে ভাবেই হউক, মানবের সুখ-সম্বর্দ্ধন প্রাণীভূত, পণ্ডিত স্পেনসারের মতে, তাদৃশ পরিণাম বা পরিবর্ত্তন অভ্যুদয়াত্মকরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। অবিশেষ হইতে বিশেষভাব প্রাপ্তিকেই, জাতিভেদ বা জাগতিক প্রবৃত্তির বিসদৃশ পরিণামকেই উক্ত পণ্ডিত উন্নতির স্বরূপ বলিয়াছেন ("Only those changes are held to constitute progress which directly or indirectly tend to highten human happiness."—*Essays, by H. Spencer*)। যাবৎ সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণত্ব-প্রাপ্তি না হয়, যাবৎ পূর্ণ-সুখে সুখী হওয়া না যায়, তাবৎ পরিণাম-ক্রমের সমাপ্তি হয় না, তাবৎ অবিশেষ হইতে বিশেষ-বিশেষভাবে প্রাপ্ত হইতে হইবে, তাবৎ পরিণামস্রোতে অবশভাবে ভাসিতে হইবে ("Evolution can end only in the establishment of the greatest perfection and the most complete happiness."— *First Principles, p. 517*)। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার উন্নতির (Progress) যে চিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমাদের ধারনা হইয়াছে, অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত শক্তির স্থূলাবস্থা প্রাপ্তি বা বিকাশ উন্নতির স্বরূপ। বীজের অঙ্কুরাবস্থা-প্রাপ্তি, অঙ্কুরের শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষরূপে পরিণতি উন্নতি; একজাতীয় বৃক্ষের অন্যজাতিতে পরিণতি উন্নতি; ভ্রূণের হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টি বিকাশ, কোষসমূহের সংবিভাগ ও সংহতি, অবয়ব ব্যূহন, এক-কোষাত্মক জীবের বহুকোষাত্মক জীব-জাতিতে পরিণতি উন্নতি; সমাজশরীরে সম্মূর্চ্ছন উন্নতি। বিকাশ ও বিনাশ (অদর্শন—অন্তর্ধান) বা সৃষ্টি লয় (Evolution and Dissolution), প্রকৃতি যে, এই দ্বিবিধ পরিণামই সাধন করেন, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বিকাশ যদি উন্নতি হয়, তবে বিনাশকে (Dissolution) অবনতি বলিতে হইবে। অতএব 'উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম', এই কথাকে সত্য বলা যাইবে কিরূপে? আকর্ষণ (Attraction) ও বিপ্রকর্ষণ (Repulsion), অথবা সংসর্গবৃত্তিক ও ভেদবৃত্তিক, এই দ্বিবিধ শক্তি যে, পর্য্যায়ক্রমে, প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, আকর্ষণ-শক্তির প্রাদুর্ভাবকালে সৃষ্টি, এবং বিপ্রকর্ষণ-শক্তির প্রাদুর্ভাবকালে যে, লয়পরিণাম হয়, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার তাহা মানিয়াছেন। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, প্রকৃতিতে এই দ্বিবিধ শক্তি নিত্য বিদ্যমান আছে। অবিশেষ হইতে বিশেষ-বিশেষ ভাব-প্রাপ্তির, এবং বিশেষ-বিশেষ ভাব হইতে অবিশেষভাবে প্রত্যাগমনের কারণ প্রকৃতিগর্ভে সদা বিরাজ করিতেছে। ক্রিয়ামাত্রেই জন্মাদি ষড়্ভাব-বিকারাত্মক, জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ, সকল ক্রিয়াই, দ্বার-দ্বারিভাবে সম্বদ্ধ এই ষড়্বিধ অবস্থাবিশিষ্ট। একটি লোষ্ট্রের উৎক্ষেপ ও অবক্ষেপ কর্ম্মের তত্ত্বচিন্তা করিলে,

বুঝিতে পারা যায়, সকলকর্ম্মই জন্মাদি ষড়্ভাব-বিকারাত্মক। নিস্তব্ধ নিশীথসময়ে বীণা হইতে একটী মধুর ঝঙ্কার উঠিল, স্বরলহরী গগনমার্গে প্রসারিত হইল, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম প্রাপ্ত হইল, ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্ষীণতর ও ক্ষীণতম হইল, এবং বায়ু-সাগরে বিলীন হইয়া গেল, আর কিছুই শোনা গেল না, নিস্তব্ধ নিশীথকাল আবার নিস্তব্ধতা প্রাপ্ত হইল। অতএব সকল ক্রিয়াই যে, চরমাবস্থায় শান্তি দেবীর ক্রোড়ে গিয়া নিদ্রিত হয়, সকল কর্ম্মই শেষে যে, স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয়, প্রবৃত্তিমাত্রেরই চরমাবস্থা যে, নিবৃত্তি, কর্ম্মমাত্রেই যে, স্থিতিপ্রার্থী, সাম্যাবস্থা পাইবার জন্যই যে, কর্ম্মের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহাই বোধ হয়। রজঃশক্তি যখন তমঃ-শক্তি-দ্বারা অথবা ব্যুত্থানশক্তি যখন নিরোধ-শক্তিদ্বারা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখনই গতি স্থগিত হয়। ব্যুত্থানের ক্রমশঃ হ্রাস, এবং নিরোধ-সংস্কারের বৃদ্ধি হইতে হইতে পরিশেষে প্রশান্তাবস্থা প্রাপ্তি হয়, প্রবৃত্তির নিবৃত্তি বা পরিণামের নিরোধ হয়।* ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, সর্ব্বার্থতা—বিক্ষিপ্ততা, নানাবিষয়ে গমনশীলতা, এবং একাগ্রতা—একটিমাত্র বিষয়ে স্থিতিশীলতা, এই উভয়ই চিত্তের ধর্ম্ম। চিত্তের সর্ব্বার্থতা ধর্ম্মের ক্ষয়—তিরোধান, এবং একাগ্রতা ধর্ম্মের উদয়—আবির্ভাব হইতে উহার সমাধি-পরিণাম হইয়া থাকে ("সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ।"—পাং, দং, বি পা ১১ সূ)। নিরোধ সংস্কারের পুনঃ পুনঃ অনষ্ঠান হইলে, উহাতে যখন দক্ষতা জন্মে, তখন ইচ্ছামাত্রেই নিরোধ করিতে পারা যায়, তখন চিত্ত হইতে ব্যুত্থানজনিত সমস্ত সংস্কার তিরোহিত হইয়া, নিরোধ-সংস্কারের পরম্পরারূপ প্রশান্তবাহিতা জন্মে। এই নিরোধ-সংস্কার যাবৎ সুদৃঢ় না হয়, যাবৎ উহা মন্দ বা ক্ষীণভাবে সঞ্চিত হয়, তাবৎ বলবৎ ব্যুত্থান-সংস্কারদ্বারা উহা অভিভূত হইয়া যায় ("নিরোধসংস্কারাৎ নিরোধসংস্কারাভ্যাসপাটবপেক্ষা প্রশান্তবাহিতা চিত্তস্য ভবতি, তৎসংস্কারমান্দ্যে ব্যুত্থানধর্ম্মিণা সংস্কারেণ নিরোধধর্ম্মসংস্কারোহভিভূয়ত ইতি।"—যোগসূত্রভাষ্য)। চিত্তের পরিণাম প্রদর্শনদ্বারা পঞ্চভূত এবং ইন্দ্রিয়সমূহেরও ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম, এই ত্রিবিধ পরিণাম ব্যাখ্যাত—প্রদর্শিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ("এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামাঃ ব্যাখ্যাতাঃ।"—পাং দং)। ধর্ম্মী বা বস্তুতে ব্যুত্থান ও নিরোধরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের যথাক্রমে অভিভব ও প্রাদুর্ভাবকে ধর্ম্মপরিণাম বলে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার গতি বা ধর্ম্মপরিণামের সাম্যভাব-প্রাপ্তির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাদের সহিত

* "ব্যুত্থান নিরোধসংস্কারয়োরভিভব প্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণ চিত্তান্বয়ো নিরোধ পরিণামঃ।—পাং দং।

"তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ।"—পাং দং

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও বেদব্যাসের নিরোধপরিণাম-বিষয়ক উপদেশসমূহের তুলনা করিলে, পাঠক বিশেষ উপকৃত হইবেন, পাতঞ্জলদর্শন কি বস্তু, তাহার একটু আভাস পাইয়া, পাঠক কৃতার্থম্মন্য হইবেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার সাম্যাবস্থার কথা বলিয়াছেন, সকল গতি বা প্রবৃত্তিই যে, পরিশেষে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, নিরোধ ও ব্যুত্থান, এই দ্বিবিধ সংস্কারের অভিভব ও প্রাদুর্ভাব হইতে হইতে যে, ক্রমশঃ সাম্যাবস্থা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার বিবিধ দৃষ্টান্তদ্বারা তৎপ্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, নিরোধ ও ব্যুত্থান, এই দ্বিবিধ শক্তির অভিভব ও প্রাদুর্ভাব হইতে হইতে যেরূপে নিরোধ পরিণাম হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন, তথাপি তিনি উন্নতির যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমরা উন্নতির সে চিত্র দেখিয়া হতাশ হইয়াছি। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, প্রকৃতিগর্ভে স্থিত, প্রকৃতি কর্ত্তৃক বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া রূপ উন্নতি, আমাদের স্পৃহণীয় নহে। বেদাদি শাস্ত্র হইতে আমরা উন্নতির স্বরূপসম্বন্ধে যে উপদেশ পাইয়াছি, মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, তাদৃশ উন্নতির রূপ আধুনিক উন্নতম্মন্য বৈজ্ঞানিকগণের অদ্যাপি কল্পনারও বিষয়ীভূত হয় নাই। ক্রমোন্নতিবাদ যাহাকে উন্নতি বলিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানকালের দৃষ্টিতে, এই তামস কলিযুগে উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকৃত উন্নতি নহে, সে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেও, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না, পরিণামক্রম পরিসমাপ্ত হয় না, প্রকৃতির আবর্ত্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া যায় না।

অবিশেষভাব হইতে বিশেষ বিশেষভাব প্রাপ্তি, জগতের বিকাশের বা সৃষ্টির লক্ষণ। অবিশেষ (Homogeneous)-ভাব বলিতে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার কোন পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন? শাস্ত্র অব্যক্ত, প্রধান বা প্রকৃতি, শক্তি, অব্যাকৃত ইত্যাদি শব্দদ্বারা যৎপদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, পণ্ডিত স্পেনসার কি, অবিশেষ বলিতে তৎপদার্থকেই গ্রহণ করিয়াছেন? অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ হইয়া থাকে, শাস্ত্রমুখেও এইকথা শুনিয়াছি। অব্যাকৃত অবস্থা হইতে নাম-রূপদ্বারা জগতের বিকাশকে শাস্ত্র 'ব্যাকরণ', এই নামে উক্ত করিয়াছেন। ঋগ্বেদ সংহিতা বলিয়াছেন, প্রলয়কালে এই বিবিধ, বিচিত্ররূপভূয়িষ্ঠ বিশ্বপ্রপঞ্চ অবিভাগাপন্ন অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ, এই চতুর্ব্বিধ পর্ব্বের বর্ণন করিয়াছেন। কারণ বা সূক্ষ্ম অবস্থাকে অপেক্ষা করিয়া, কার্য্যকে 'বিশেষ' বলা হইয়া থাকে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী, ইহারা শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রের বিশেষ। পঞ্চ স্থূলভূত, এবং একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শটী বিশেষ-পরিণাম। পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা বা

অহংকার, এই ছয়টী অবিশেষ-পরিণাম। এই ছয়টী অবিশেষ পরিণাম আবার মহতত্ত্বের পরিণাম। মহত্তত্ত্বকে 'লিঙ্গমাত্র পর্ব্ব' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা, এই ছয়টী অবিশেষ সৃষ্টিকালে সত্তামাত্র মহত্তত্ত্বে অবস্থানপূর্ব্বক বিবৃদ্ধিকাষ্ঠা—পরিণামের শেষ প্রাপ্ত হয়, গো-ঘটাদি পর্য্যন্ত অন্ত্য অবয়বিভাবে পরিণত হয়। প্রলয়কালে—উৎপত্তি বিপরীত-ক্রমে উহা ঐ মহত্তত্ত্বে অবস্থিত থাকিয়া ক্রমশঃ প্রকৃতিতে লীন হয়। মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিরূপে পরিণত হইতে পারিলেই, প্রকৃতি পুরুষার্থসাধনে সমর্থা হয়েন, মূলপ্রকৃতি অবস্থায় তাহাতে সমর্থা হয়েন না। মহদাদি সমস্ত পরিণামেই সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের অনুগম আছে, গুণত্রয়ের উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ত্ব অলিঙ্গ প্রধানভাবে অবস্থিত থাকিয়া, উহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে আবির্ভূত হয়, এইরূপ অবিশেষ ছয়টী তত্ত্ব মহত্তত্ত্বে অবস্থান পূর্ব্বক, তাহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে আবির্ভূত হয়, কারণ উৎপত্তির ক্রমের পরিবর্ত্তন হয়, পরিণামক্রমের নিয়ম স্থির আছে। পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, ইহারা উক্ত ছয়টী অবিশেষ তত্ত্বে অবস্থিত থাকিয়া পৃথগ্‌ভাবে আবির্ভূত হয়। ষোড়শটী বিশেষ-পদার্থের আর তত্ত্বান্তর নাই, ইহাদের তত্ত্বান্তররূপে পরিণাম হয় না, তবে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ পরিণাম হয়।* সূক্ষ্মতম অবয়বরাশি ক্রমশঃ একত্র মিলিত হইয়া বৃহত্তর অবয়বী উৎপন্ন করে। অতিক্ষুদ্র বটবীজ কখন একেবারে অতিবৃহৎ বটবৃক্ষরূপে পরিণত হয় না, উহাতে ক্রমশঃ অবয়বের উপচয় হইয়া, পরিশেষে অতিবৃহৎ বটবৃক্ষ হইয়া থাকে। গুণত্রয়রূপ প্রকৃতি বা প্রধান হইতেও একেবারে ইন্দ্রিয় বা মহাভূত হয় না, ক্রমশঃ এক-একটী অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া উত্তরকালে ভূত ও ইন্দ্রিয়রূপ পরিণাম হইয়া থাকে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্‌ স্পেন্‌সার উন্নতির স্বরূপবর্ণন করিতে যাইয়া, যে সকল কথা বলিয়াছেন, এই সকল শাস্ত্রোপদেশেরই যে তাহারা বিকৃত-প্রতিধ্বনি, পক্ষপাত-বিরহিত হৃদয় তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন। এক্ষণে জ্ঞাতব্য হইতেছে, অব্যক্ত বা অবিশেষে বিশেষ-বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হইবার যোগ্যতা পূর্ব্ব হইতে, সংস্কারভাবে বিদ্যমান থাকে, অথবা ইহা বহির্দ্দেশ হইতে আগমন করে? ইহা আগন্তুক? কার্য্য হইতে কারণের শক্তি ব্যাপকতর, কি অল্পতর? ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধীশক্তি, বিদ্যা, সত্য, বৈরাগ্য ঔদাস্য, ভক্তি শ্রদ্ধা, প্রেম, সন্তোষ ইত্যাদি ধর্ম্মগুলি কি, কেবল হাইড্রোজেনাদি রূঢ়পদার্থ সমূহ হইতে উৎপন্ন অবিশেষ কোষ-নামক পদার্থের বিশেষ-বিশেষ পরিণাম? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্‌ স্পেনসার বলিয়াছেন, বিকাশের মাত্রা যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই গতির ক্ষয় হয়, ততই জড়ত্বের বৃদ্ধি হয়, অতএব গতির ক্ষয় (Dissipation of motion) এবং

---

* "বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি।"—পাং দং এই সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

জড়ত্বের বৃদ্ধিই কি, উন্নতির লক্ষণ? বাষ্প হইতে জল, এবং জল হইতে হিমশিলা কি, ক্রমোন্নত? যদি তাহাই স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও ক্রমোন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম, এই কথার সত্যতা সপ্রমাণ হয় না, উন্নতি ও অবনতি, এই দুইটিই প্রকৃতির নিয়ম, এই কথাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্ম উন্নতির, এবং অধর্ম্ম অবনতির কারণ, সত্ত্বগুণের আধিক্যে উন্নতি, এবং তমোগুণের আধিক্যে অবনতি হইয়া থাকে, এই শাস্ত্রোপদেশই সারবান্ বলিয়া মনে হয়. শক্তির পরিচ্ছিন্নতাই অবনতির লক্ষণ। শাস্ত্রমতে আত্মদর্শনই জীবের চরম উন্নতি, আত্মদর্শন হইলেই, জীবের পরিণামক্রমের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে, নিত্যপরিণামিনী প্রকৃতির রাজ্যে পরাধীন প্রজার ন্যায় বাস করিয়া কেহ কখন প্রকৃত সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন না, পারা সম্ভব নহে। আনন্দময়—সুখস্বরূপ দেশতঃ কালতঃ ও বস্তুতঃ অপিরিচ্ছিন্ন পরমাত্মভাবে অবস্থান করিতে না পারিলে, মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের উপায় নাই, ভূমা-সুখ-প্রাপ্তির আশা নাই। সত্তা, চিৎ ও আনন্দের অবাধিত অবস্থাই বস্তুতঃ পূর্ণাবস্থা, পণ্ডিত স্পেনসার পূর্ণাবস্থা বলিতে যৎপদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ পূর্ণাবস্থা নহে। প্রকৃত পূর্ণাবস্থার রূপ বেদভিন্ন আর কেহ বর্ণন করিতে পারেন নাই, পারিবেন না। অপূর্ণ কখন প্রকৃত পূর্ণের রূপ হৃদয়ে ধারণ করিবার যোগ্য নহেন, পূর্ণ না হইয়া, কেহ কখন পূর্ণকে জানিতে পারেন না। বেদই লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের অগম্য পদার্থতত্ত্বাবধারণের একমাত্র প্রমাণ। শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ ও ক্রমবিকাশবাদের সংক্ষেপে সমালোচনা করা হইল, এক্ষণে 'বেদই লৌকিক-প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের অগম্য পদার্থ-তত্ত্বাবধারণের একমাত্র প্রমাণ', এই কথার আশয় কি, তাহা জানাইব।

সমাপ্ত

সপ্তম প্রস্তাব।

জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি।

বেদ বা শব্দতত্ত্ব। মহর্ষি জৈমিনি প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিবার সময়ে বলিয়াছেন, পুরুষের ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিদ্যমান-বিষয়ের সংযোগ হইলে, বুদ্ধি হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে ("সৎসম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম তৎপ্রত্যক্ষম্ * * *" — পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন ১।১।৪) * 'অনুমানের' লক্ষণ কি? জ্ঞাতসম্বন্ধের (জ্ঞাত হইয়াছে, সংযোগ, সমবায়, একার্থ সমবায়, কার্য্যকারণত্ব অথবা অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ যাহার) একদেশ দর্শনানন্তর অসন্নিকৃষ্টার্থ (অসন্নিকৃষ্ট—অনুপস্থিত, অসন্নিহিত বা পরোক্ষ এমন অর্থ বা বিষয়) অন্য দেশের যে বুদ্ধি — জ্ঞান তাহা অনুমান ("অনুমানং জ্ঞাতসম্বন্ধস্যৈকদেশদর্শনাদেব দেশান্তরেঽসন্নিকৃষ্টঽর্থে বুদ্ধিঃ।" — মীমাংসাদর্শনভাষ্য)। † যেখানে ধূম থাকে, সেইখানে অগ্নি থাকে, প্রত্যক্ষদ্বারা এইরূপ নিশ্চয় হইবার পর, ধূমের সহিত অগ্নির এই সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, কোন স্থানে ধূম দেখিয়া, তথায় বহ্নি আছে, এবম্প্রকার যে, জ্ঞান হয়, তাহা অনুমানজ্ঞান। শবরস্বামী অনুমানজ্ঞানকে 'প্রত্যক্ষতোদৃষ্ট-সম্বন্ধ' এবং 'সামান্যতোদৃষ্ট-সম্বন্ধ' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ধূমের আকৃতি দর্শনানন্তর (যেখানে ধূম থাকে, সেইখানে অগ্নি থাকে, এই

---

* ন্যায়দর্শন বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গণের সহিত স্ব-স্ব অর্থ বা বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারী এবং ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে ('ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্।" —ন্যায়দর্শন প্রত্যক্ষ-লক্ষণসূত্রের ব্যাখ্যা করিবার ইহা স্থল নহে। মীমাংসার প্রত্যক্ষ-লক্ষণ নৈয়ায়িকগণের মতে অপূর্ণ বা দুষিত। আমরা 'তর্কতত্ত্ব ও লজিক্' নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের বিচার করিব।

† "তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ।" — ন্যায়দর্শন।

সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে) যে অগ্নির আকৃতি-বিজ্ঞান হয়, তাহা প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান। বিনা গতিতে (Motion) দেশান্তর-প্রাপ্তি হয় না, ইহা প্রত্যক্ষপূর্ব্বক, গতির সহিত দেশান্তর প্রাপ্তির অবিনাভাব-সম্বন্ধের বা ব্যাপ্তির জ্ঞান হইবার পর, কাহাকেও দেশান্তরপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া, উহার দেশান্তরপ্রাপ্তি গতিপূর্ব্বক, এইরূপ যে, জ্ঞান হয়, তাহা 'সামান্যাতোদৃষ্ট-সম্বন্ধ' নামক অনুমান। মহর্ষি গোতম ও কপিল পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট, অনুমানকে এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কারণ দেখিয়া, কার্য্যের অনুমান পূর্ব্ববৎ কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান শেষবৎ, এবং যেস্থলে কার্য্য বা কারণের জ্ঞান হয় না, কেবল অবিনাভাব-সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিমাত্রের জ্ঞান হয়, তৎস্থলে তাহাকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানজ্ঞান বলা হইয়া থাকে। *

প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সংক্ষিপ্ত-সংবাদ পাইলাম, এক্ষণে জানিতে হইবে, 'বেদ' নামক প্রমাণের স্বরূপ কি। মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন, শব্দের সহিত তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের যে, শক্তিরূপ সম্বন্ধ, তাহা ঔৎপত্তিক, তাহা স্বাভাবিক, অতএব তাহা নিত্য, তাহা কল্পিত সঙ্কেতাত্মক (Conventional) নহে। অতএব শব্দ বা নিত্য বেদঘটকপদ যথার্থজ্ঞানের কারণ। লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রমাণান্তরমূলকের প্রামাণ্য, এবং তদ্বিপরীতের অপ্রামাণ্য বিনিশ্চিত হইয়া থাকে, 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' 'নদীতীরে ফল আছে'। ইত্যাদি বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক, যাবৎ প্রত্যক্ষ-প্রমাণদ্বারা উহাদের প্রামাণ্য বিনিশ্চিত না হয়, তাবৎ উহাদিগের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও দৃঢ় প্রত্যয় হয় না, অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, শব্দ বা বেদের প্রমাণ্য যদি প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ না হয়, তবে উহাকে প্রমাণ বলা যাইবে কেন? মহর্ষি জৈমিনি এতদুত্তরে বলিয়াছেন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা অনুপলব্ধ অর্থের

* "তত্তু দ্বিবিধম্--প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধং সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধঞ্চ।"— শবরভাষ্য।

"যত্র ন কার্য্যং ন কারণং কেবলমবিনাভাবমাত্র প্রতীয়তে তৎ সামান্যতোদৃষ্টং।"--

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অব্যভিচারী উপদেশ দ্বারাই, ইতর-প্রমাণের অনপেক্ষ বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য সপ্রমাণ হয়। শব্দের সহিত অর্থের নিত্যসম্বন্ধ আছে, এই শব্দের, এই অর্থ লোকে এইরূপ সঙ্কেত দ্বারা শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন করে নাই। অতএব শব্দ বা বেদ প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না। ভগবান্ বাদরায়ণও এইজন্য বেদকে স্বতঃ প্রমাণ বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত লোকে বিনা পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করে না। 'নদীতীরে ফল আছে', এই বাক্য সত্য হইতে পারে, আবার নাও পারে, কারণ, ইহা আপ্তবাক্য নহে। বেদ আপ্তবাক্য, বেদ পুরুষবুদ্ধি-কল্পিত নহে, অতএব বেদের প্রামাণ্য প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না ("ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশোহব্যতিরেকশ্চার্থেহনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ।" — পূর্ব্বমীমাংসা ১।১।৫)। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এই বাক্য দোষবিশিষ্ট পুরুষের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, ইহা আপ্তবাক্য নহে, এই নিমিত্ত ইহার ব্যভিচারের আশঙ্কা আছে, এই নিমিত্ত ইহার প্রামাণ্য নিশ্চয় প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাপেক্ষ, 'স্বর্গকাম অগ্নিহোত্র হোম করে', এই বাক্যের অর্থের কোনকালে ব্যভিচার হয় না, অতএব বেদই ধর্ম্মের প্রমাণ, বেদই ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায়, বেদই সত্যজ্ঞানের স্থির প্রমাণ। *

জৈমিনির এইরূপ উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার অনেকের সমীপে ইহা প্রমাণবিরুদ্ধরূপেই প্রতিভাত হইবে। 'শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, এসম্বন্ধ কৃতক বা কল্পিত সংকেতাত্মক নহে, সাধারণে এই কথাকে যুক্তিশূন্যই বলিবেন। অগ্নির দাহকতাশক্তি মনুষ্যকৃত নহে, পৃথিব্যাদির আকর্ষণশক্তি যেমন মানবকল্পিত নহে, ইত্যাদি বাক্যের অর্থও যাহা, 'শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, ইহা কল্পিত সংকেতাত্মক নহে', এই কথার অর্থও তাহা। জিজ্ঞাসা হইবে, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ

* "অয়ং ভাবঃ পর্ব্বতো বহ্নিমানিতি লোকবৎপুরুষপ্রযুক্তবাক্যং ব্যভিচরত্যতঃ প্রামাণ্যনিশ্চয়ে প্রত্যক্ষাদিকমপেক্ষতে স্বর্গকামোহগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিতি বাক্যং কালত্রয়েহপ্যর্থং ন ব্যভিচরতি অতএবানপেক্ষং স্বার্থে প্রমাণমিতি।" জৈমিনিসূত্রবৃত্তি

যদি সাময়িক (Conventional) না হইবে, তবে অগ্নির দাহকতাশক্তির ন্যায়, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত, শব্দ উচ্চারিত হইলে, সকলের হৃদয়েই তাহার জ্ঞান হয় না কেন? অগ্নিতে হাত দিলেই হাত পুড়িয়া যায়, শিশু, যে জানে না যে, অগ্নির দাহকতাশক্তি আছে, অগ্নির সহিত তাহার অঙ্গের সম্বন্ধ হইলে, তাহাকেও দাহযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, অজ্ঞ বলিয়া, অগ্নি স্বীয় শক্তিকে প্রকটিত করিতে বিরত হয় না। শব্দ কি, এইরূপ অর্থানভিজ্ঞকে নিজ অর্থ জানাইয়া থাকে? প্রতিবাদী যে সকল দৃষ্টান্তদ্বারা শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ যে, নিত্য নহে, তৎপ্রতিপাদনের চেষ্টা করেন, ব্যাকরণাদি শাস্ত্র সেই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারাই, স্বমত (শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, এই পক্ষ) স্থাপন করিয়া থাকেন। ভর্তৃহরি বুঝাইয়াছেন, 'অগ্নি' শব্দ, দাহকতাশক্তি তাহার অর্থ। 'পৃথিবী' শব্দ, গুরুত্ব তাহার অর্থ। অগ্নিকে মানুষ দাহকতাশক্তিবিশিষ্ট করে নাই, দাহকতাশক্তি অগ্নির ধর্ম্ম, ইহা যদি সত্য হয় তবে 'শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের বাচ্য-বাচক বা প্রকাশ্য-প্রকাশক সম্বন্ধ নিত্য', এই কথাও সত্য। 'অগ্নি' এই শব্দ উচ্চারিত হইলে কি, কেহ দগ্ধ হয়? প্রতিবন্ধক শক্তিদ্বারা বাধিত হইলে কি, অগ্নি পোড়াইতে পারে? আধার শক্তিবিশেষের সাহায্য লইলে কি, পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি আমাকে ফেলিয়া দিতে পারে? ব্যোমযান কি, পৃথিবীর আকর্ষণশক্তিকে জয় করে না? বৃক্ষের ফলের উপরি পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি নিয়ত ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া কি, ফল যখন তখন ভূমিতে পতিত হয়? চক্মকী পাথরের সহিত ইস্পাতের সংঘর্ষণ হইলে, অগ্নির আর্বিভাব হয়, এই উভয়ের সংঘর্ষণ হইতে প্রাদুর্ভূত অগ্নি দহন করে, কিন্তু ঘর্ষণের পূর্ব্বে চক্মকীতে বা ইস্পাতে হাত দিলে কেমন ঠাণ্ডা বোধ হয়। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, চক্মকীতে বা ইস্পাতে যে অগ্নি আছে, ঘর্ষণ না করিলে কি তাহা জানা যাইত? বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশ, শব্দ যথাযথভাবে উচ্চারিত হইলে, তাহার অর্থ আপনা হইতেই প্রকটিত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সত্যের রূপ প্রকাশিত হয়, ইহারা সত্যের উৎপাদক নহে। যাহা সৎ,

তাহাকে আমরা যে, জানিতে পারি না, ইন্দ্রিয়দোষ, সংস্কারদোষ ইত্যাদি দোষই তাহার কারণ, রজঃ ও তমোগুণের প্রতিবন্ধকতাই তাহার হেতু। জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম, অথবা আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, আত্মা চিন্ময়। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ বা চিন্ময় হইলেও, ইনি আমাদের চিত্তের মলিনতাবশতঃ স্বরূপে প্রকাশিত হয়েন না। চিত্তমল অপনোদিত হইলে, আত্মার সর্ব্বজ্ঞতা ধর্ম্মের বিকাশ হইয়া থাকে। বেদান্ত ও পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন এইজন্য বলিয়াছেন (বহুবার উক্ত হইয়াছে)। প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ, ইহার সিদ্ধি প্রমাণান্তর-সাপেক্ষ নহে। প্রসিদ্ধ প্রামাণ্যের প্রামাণ্য অন্যদ্বারা পরীক্ষা করিতে হয় না ("ন চ প্রসিদ্ধস্য প্রামাণ্যস্য প্রামাণ্যমন্যেন পরীক্ষিতব্যম্।" — শাস্ত্রদীপিকা)। প্রামাণ্যের স্বতঃসিদ্ধতা গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সকলকেই অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে। যাহার মানে অন্যের মান অবধারিত হইবে, যদি তাহার মান নিশ্চিত না থাকে, তাহাও যদি সাধ্য—নির্ণেয় হয়, তাহা হইলে, কখনই কোন পদার্থের মান অবধারিত হয় না। গণনা করিতে হইলে, কাহাকেও আদিরূপে গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা গণনা হইতে পারে না। গণনা করিতে হইলে, যে সংখ্যাকে আদিরূপে গ্রহণপূর্ব্বক গণনা আরম্ভ হয়, আদিরূপে গৃহীত সেই সংখ্যাকে 'একক' (Unit) বলা হইয়া থাকে। যে রাশিদ্বারা কোন পরিচ্ছেদ্য বা প্রমেয় পরিমাণ (Any measurable quantity) নিরূপিত — প্রমিত (Represented) হয়, তাহা যখন উক্ত পরিমাণের মাননিরূপক এককাধীন—কল্পিত এককাপেক্ষ, তখন সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়, অখিল প্রমেয় পরিমাণের উৎকর্ষাপকর্ষ-বোধক বা প্রচয়াপচয়জ্ঞাপক রাশি মাননিরূপক কল্পিত এককের (Unit) মাত্রানুসারেই নিরূপিত হইয়া থাকে। * অতএব মানিতে হইবে, স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ আছে, যদি প্রত্যেক প্রমাণের প্রামাণ্য প্রমাণান্তরদ্বারা পরীক্ষণীয় হয়, তবে প্রামাণ্যের বিনিশ্চয় অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহা নিত্য, যাহা সত্য, যাহা অব্যভিচারী, দেশ, কাল ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে, যাহা পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহাই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ হইবার যোগ্য, তাহার প্রামাণ্য প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না। জৈমিনি,

বাদরায়ণ, কপিল, পতঞ্জলি, পাণিনি, কাত্যায়ন, ভর্তৃহরি, যাস্ক, ইহাঁরা শব্দ বা বেদকে তাদৃশ প্রমাণ বলিয়াছেন। শব্দ বা বেদ যে, তাদৃশ প্রমাণ তাহার প্রমাণ কি, যাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন করেন, ঋষি ও আচার্য্যেরা তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন, অব্যভিচারিত্বই সত্যের লক্ষণ, বেদের ব্যভিচার কোন দেশে বা কোন কালে হয় না, লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব বেদই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ, বেদের মানে লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রামাণ্য বিনিশ্চত হইয়া থাকে, বেদের বিরোধী প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় না।

যাঁহারা প্রতীচ্য দার্শনিকদিগের মত বিদিত আছেন, 'মোক্ষমূলর, সেশ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ-বিরচিত বাগ্‌বিজ্ঞান (Science of language) যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের শব্দসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, ইহা সাময়িক বা কল্পিত (Conventional) নহে, এই কথা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, এই মত সাধারণ প্রতিভারও বিসংবাদী। যাহা হউক, ঋষি ও বৈদিক আচার্য্যেরা এ সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা জানাইলাম। এস্থলে ইহা বলিয়া রাখিতেছি যে, মহর্ষি গোতম ও কণাদ যে অর্থে শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে সাময়িক বলিয়াছেন, প্রতীচ্য দার্শনিকগণ ঠিক সেই অর্থে উহাদের সম্বন্ধকে সাঙ্কেতিক বলেন নাই। নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরের সংকেত স্বীকার করিয়াছেন, বেদের যথার্থ জ্ঞান-জননশক্তি অভ্যুপগম করিয়াছেন, বেদকে আপ্তোপদেশ বলিয়া মানিয়াছেন। আস্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে সকলেই বেদের প্রবাহ নিত্যতা অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীমৎকুমারিলভট্ট

* "Since in general the number by which any measurable quantity is represented depends upon the *unit* with which the quantity is compared, it follows that a finite magnitude may be represented by a very great or by a very small number according to the unit to which it is referred."

— *An Elementary Treatise on the Differential Calculus, by B. Williamson, p. 36*

স্বপ্রণীত শ্লোকবার্ত্তিকের 'সম্বন্ধাক্ষেপ-পরিহার' নামক পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, শব্দের সহিত অর্থের শক্তিরূপ সম্বন্ধ নিত্য, তবে, ইহার নিয়োগের — ব্যবহারের অনিত্যতা অবশ্য স্বীকার্য্য। প্রয়োগের অনিত্যতাবশতঃ শক্তিরূপ সম্বন্ধও অনিত্য, লোকের এবম্প্রকার ভ্রান্তি হইয়া থাকে (তত্রাপি শক্তিনিত্যত্বং নিয়োগস্য ত্বনিত্যতা। তদ্গতাচ্চাপ্যনিত্যত্বাচ্ছক্তৌ ভ্রান্তিঃ প্রবর্ত্ততে।"—শ্লোকবার্ত্তিক)। শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের সম্বন্ধ যদি নিত্য বা স্বাভাবিক হয়, তবে প্রথম শ্রবণেই শব্দের অর্থ প্রতীতি হয় না কেন? 'এই শব্দের এই অর্থ', গুরুমুখে ইহা শ্রবণ করিবার পর, তবে শব্দের অর্থাববোধ হইয়া থাকে, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ যদি স্বাভাবিক বা নিত্য হইত, তাহা হইলে, বিনা উপদেশে শব্দের অর্থ প্রতীতি হইত। 'ইহার এই অর্থ', পুরুষবিশেষদ্বারা এইরূপ কথিত হইলে পর, যখন শব্দের অর্থ বোধ হয়, তখন শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে পৌরুষেয় বলাই সঙ্গত। মীমাংসকশ্রেষ্ঠ পার্থসারথি মিশ্র এতদুত্তরে বলিয়াছেন, 'এই শব্দের এই অর্থ', ইহা সম্বন্ধকরণ নহে, ইহা প্রসিদ্ধ সম্বন্ধের কথন। কিরূপে তাহা জানা যাইবে? যে শব্দের যাহা অর্থ, যদি কেহ তৎশব্দের তদর্থ না বলিয়া, অন্য অর্থ বলে, তবে বহুব্যক্তি তাহাকে নিবারণ করিয়া থাকে। 'গো' শব্দের যদি কোন ব্যক্তি অশ্ব বা গবয়, এই অর্থ করে, তাহা হইলে, অনেকে তাহাকে অশ্ব বা গবয় 'গো' শব্দের অর্থ নহে, এইরূপে নিষেধ করে। শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ পুরুষকৃত হইলে, লোকে কখন এইরূপ নিবারণ করিত না। শব্দের প্রত্যায়কত্ব (প্রকাশকত্ব) যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে, প্রথম-শ্রবণেই উহার অর্থের প্রতীতি হইত, এবম্প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে না। শব্দের স্বাভাবিক প্রত্যায়কত্ব অবগত হইলে, তবে উহা অর্থ প্রতিপত্তির নিমিত্ত হয়, স্বাভাবিক প্রত্যায়কত্ব প্রতিপন্ন বা অবগত না হইলে, লোকে সাধারণতঃ

প্রথম-শ্রবণে অর্থের প্রতীতি না হওয়াই প্রাকৃতিক। *

পার্থসারথি মিশ্রের এই সকল কথা আপাত দৃষ্টিতে বিশেষ সারবান্ বলিয়া মনে না হইতে পারে, কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হইবে, ইহারা গম্ভীরার্থক, ইহাদের গর্ভে বহু তথ্য বিরাজ করিতেছে।

বেদ-ব্যাখ্যাত সৃষ্টিতত্ত্বের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে (আমাদের বর্ত্তমান প্রতিভানুসারে) অসম্ভব, কারণ, বেদোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্বের তাৎপর্য্য আবধারণ করিতে যাইলে, এইরূপ বহু শব্দ শ্রবণ করিতে হয়, যাহাদের অর্থ আমরা যথাযথভাবে ধারণা করিতে পারি না, অনেক সময়ে আমাদের সহজ-জ্ঞানে ঐ সকল শব্দ অর্থ-শূন্যরূপেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। তাহার পর বেদের উপদেশসমূহ প্রায়ই রূপকাদি অলঙ্কারদ্বারা আবৃত থাকাতে, আমাদের আরও দুর্ব্বোধ্য হয়। রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার পদার্থ-তত্ত্বাবধারণের বিশেষ উপকারক হয়, এইজন্য বেদ বাহুল্যতঃ রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার করিয়াছেন, এই কথাও বলা যায় না, কারণ, রূপকাদি অলঙ্কারের উন্মোচন করিলে, বেদের উপদেশের কোন কোন অংশ বরং কথঞ্চিৎ সুখবোধ্য হয়, কিন্তু বেদের উপদেশবাক্য সকলের অঙ্গে যাবৎ অলঙ্কার থাকে, তাবৎ উহাদের প্রকৃতরূপ নিতান্ত দুর্নিরূপণীয় হয়। অপিচ রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার যদি পদার্থ তত্ত্বাবধারণের উপকারক হইত, তাহা হইলে, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকেরাও বেদ বা পুরাণের পদার্থতত্ত্বব্যাখ্যানের রীতির অনুবর্ত্তন করিতেন, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক গ্রন্থেও তাহা হইলে, অলঙ্কারের আধিক্যতঃ ব্যবহার করা হইত। জীবের উৎপত্তি বা বিশ্বের সৃষ্টিবিষয়ক বেদের উপদেশ শ্রবণানন্তর, পাঠকগণের মধ্যে অনেকের মনে এইরূপ প্রশ্ন উদিত হওয়া সম্ভব, আমরা এই জন্য বেদ হইতে সৃষ্টিবিষয়ক যে সকল উপদেশ শ্রবণ করিলাম, কিরূপে

---

* "নহ্যস্যায়মর্থ ইতি সম্বন্ধকরণমিদং, প্রসিদ্ধসম্বন্ধকথনং হ্যেতৎ। * * * স্বাভাবিকে তু প্রত্যায়কত্বে প্রথমশ্রবণেহপি প্রতীতিঃ স্যাদিতি, চেৎ ন, স্বাভাবিকমপি প্রত্যায়কত্বমবগতং সৎ অর্থপ্রতিপত্তৌ নিমিত্তং নাপ্রতিপন্নমিতি যুক্তৈব প্রথমশ্রবণেঽর্থস্যাপ্রতীতিঃ।" — শাস্ত্রদীপিকা—প্রথমপাদ।

তাহাদের তাৎপর্য পরিগ্রহ হইতে পারে, বেদ বা পুরাণ কি জন্য বাহুল্যতঃ রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার করিয়াছেন, দর্শন ও বিজ্ঞান যে রীতিতে পদার্থতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইতে বেদ ও পুরাণের পদার্থতত্ত্ব ব্যাখ্যানের রীতির কোন্ অংশে পার্থক্য আছে, যথাশক্তি তাহা জানিবার চেষ্টা করিতেছি।

বেদ হইতে জীবের জন্ম বা বিশ্বের সৃষ্টিসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাদের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে হইলে, 'আত্মা', 'পরমাত্মা', লিঙ্গদেহ, দেবতা, কর্ম্ম, ছন্দঃ, যজ্ঞ, এই সকল পদার্থের স্বরূপ কি, তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক। আত্মা, পরমাত্মা, লিঙ্গদেহ, দেবতা ইত্যাদি পদার্থসমূহের স্বরূপনিশ্চয় লৌকিক প্রত্যক্ষ-প্রমাণদ্বারা হইতে পারে না, কারণ, ইহারা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না। যাহা লৌকিক-প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, প্রত্যক্ষবাদীরা (যাঁহারা প্রত্যক্ষ ব্যতীত প্রমাণান্তরের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন) তাহাকে জানিবার চেষ্টা করেন না, লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থকে জানা অসম্ভব, ইহাঁরা এইরূপ মতাবলম্বী। যারা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, তাহা সাধারণের সমীপে অপরিজ্ঞাত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া, লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, কি বিজ্ঞোচিত? হ্যামিল্টন্, মিল্, জেবন্স প্রভৃতি কতিপয় পাশ্চাত্য চিন্তাশীল দার্শনিকও স্বীকার করিয়াছেন, যাহাকে আমরা জানিতে পারি না, তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব, এবম্প্রকার অনুমানের কোনই ভিত্তি নাই, এইরূপ পদার্থসমূহ থাকিতে পারে, অথবা নিশ্চয়ই আছে, লৌকিকবুদ্ধি স্বতঃ যাহাদের উপপত্তি বা সম্ভাব্যতার ব্যাখ্যা করিবার সম্পূর্ণভাবে অযোগ্য। * যে সকল পদার্থের অস্তিত্ব স্থূলপ্রত্যক্ষ ও তন্মূলক

* "Sir William Hamilton holds as I do, that inconceivability is no criterion of impossibility, 'There is no ground for inferring a certain fact to be impossible, merely from our inability to conceive its possibility,' 'Things there are which *may*, may must, be true, of which the understanding is wholly unable to contrue to itself the posssibility."
- *Mill's Logic.*

অনুমানাদি প্রমাণ (উপলব্ধি -হেতু—অবগতি-কারণ) দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না, সেই সকল পদার্থকে জানিবার কি, কোন উপায় নাই? ঋষি ও আচার্য্যগণের উপদেশ, অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় পদার্থসমূহকে জানিতে হইলে, বেদ বা আপ্তোপদেশের-শব্দ-প্রমাণের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, বেদ বা আপ্তোপদেশের শরণ-গ্রহণ ব্যতিরেকে অলৌকিক-পদার্থ সকলকে জানিবার অন্য উপায় নাই। বেদ ভিন্ন অলৌকিক পদার্থসমুহের তত্ত্ব জানিবার যখন অন্য উপায় নাই, তখন যাঁহারা ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের অলৌকিক উপায় জানিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন, তাঁহাদের বেদের স্বরূপ-দর্শন, বেদের শরণগ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। বেদের স্বরূপ জানিতে হইলে, শব্দের স্বরূপ কি, তাহা জ্ঞাতব্য, কারণ, শব্দ ও বেদ এক পদার্থ। ভগবান্ বাদরায়ণ স্বপ্রণীত বেদান্ত সূত্রে 'বেদ' বুঝাইতে অনেক স্থলে 'শব্দ', এই পদের ব্যবহার করিয়াছেন। শারীরকসূত্র বলিয়াছেন, শব্দ বা বেদ হইতে দেবতাদি অখিল প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে (" শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।" —বেদান্তসূত্র ১।৩।২৭)। বৈয়াকরণ, বৈদান্তিক ও মীমাংসকগণ শব্দকে নিত্য বলিয়াছেন। যাহা দেবতাদি অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ, তাহা যে, নিত্যপদার্থ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ("অতএব চ নিত্যত্বম্।" —বেদান্তদর্শন ১।৩।২৮)। শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের সম্বন্ধ ও নিত্য, ইহা কৃতক বা সংকেতাত্মক নহে। 'শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের সম্বন্ধ নিত্য—স্বাভাবিক', এই কথার অর্থ কি, তাহা জানিতে হইলে, বলা বাহুল্য, শব্দ, অর্থ, এবং নিত্য বা স্বাভাবিক, এই পদত্রয়ের স্বরূপ কি, তাহা চিন্তনীয়। যে শব্দকে সর্ব্বপ্রকার চেতনাচেতন পদার্থের কারণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা যে. 'শব্দ' বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তৎপদার্থ নহে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ভর্ত্তৃহরি শব্দকেই পরমাণু, শব্দকেই ইন্দ্রিয়, শব্দকেই সর্ব্বপ্রকার জড়শক্তি এবং শব্দকেই চিচ্ছক্তি বলিয়াছেন। সকল অর্থজাত সূক্ষ্মরূপে শব্দে অধিষ্ঠিত হইয়া আছে, বিশ্বনিবন্ধনী শক্তি শব্দাশ্রিতা। অধিষ্ঠানের

পরিণামবশতঃ আত্মাভিব্যক্তিপ্রাপ্ত হইয়া, অর্থ সকল বাচ্য-বাচকভাবরূপ ভেদাত্মাতে প্রতীয়মান হয়। বাক্ বা শব্দই অর্থ দর্শন করেন, বাক্ বা শব্দই শব্দ উচ্চরণ করেন, বাক্ বা শব্দই অর্থ সমুদায়কে সন্নিহিত করেন, বাক্ বা শব্দ দ্বারাই বিশ্ব বহুরূপে নিবদ্ধ হইয়া আছে ("শব্দেষ্বেবাশ্রিতাশক্তির্বিশ্বস্যাস্য নিবন্ধনী।" — বাক্যপদীয়) শব্দ বা বেদ সম্বন্ধে শাস্ত্র হইতে যে সকল উপদেশ পাওয়া যায়, তাহা শ্রবণ করিলে শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, এই কথা যে, অত্যন্ত সারগর্ভ, তাহা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে সকলে এই দুইটিকেই প্রমাণ বা উপলব্ধি-হেতু বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই প্রমাণদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত-সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, * এক্ষণে তথ্যের অবিষ্কার কিরূপে হয়, বৈজ্ঞানিকগণ কিরূপে তথ্যের আবিষ্কার করেন, তাহা শ্রবণ করিতে হইবে। রিচার্ড হেয়েট্লী (R.WHATELY) বলিয়াছেন, আধিভৌতিকপরীক্ষা এবং যৌক্তিক অনুসন্ধান (Physical investigation and Logical investigation), এই দুইটিদ্বারা তথ্যের আবিষ্কার (Discovery of truth) হইয়া থাকে। 'আধিভৌতিক পরীক্ষা' ও 'যৌক্তিক (তার্কিক) অনুসন্ধান', তথ্যের আবিষ্কারোপায় বা জ্ঞানসাধন এই দ্বিবিধ পদার্থের

* শবরস্বামী অনুমানের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, আমরা তাহা জানাইয়াছি। শবরস্বামী 'প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ' এবং 'সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ', অনুমানকে এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 'সামান্যাতোদৃষ্টসম্বন্ধ', নামক অনুমানের শবরস্বামী যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান হইতে সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমানের পার্থক্য বিশদভাবে বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহাদের এই বিষয় ভাল করিয়া জানিবার আবশ্যক হইবে, আমরা তাঁহাদিগকে শ্লোকবার্ত্তিক, শাস্ত্রদীপিকা, ন্যায়মঞ্জুরী, ভাট্টচিন্তামণি (গাগাভট্ট বিরচিত), ন্যায়বার্ত্তিক, বাচস্পতিমিশ্রকৃত তাৎপর্য্যটীকা ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

বাৎস্যায়ন মুনি স্বপ্রণীত ন্যায়দর্শনের ভাষ্যে পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট, এই ত্রিবিধ অনুমানের লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন, 'যে স্থলে কারণদ্বারা কার্য্য অনুমিত হয়, তৎস্থলে তাদৃশ অনুমানকে পূর্ব্ববৎ অনুমান বলা হয়।' মেঘের উন্নতি দর্শনপূর্ব্বক বৃষ্টি হইবে, এইরূপ যে অনুমান হয়, তাহা পূর্ব্ববৎ অনুমান। যেস্থলে কার্য্যদ্বারা কারণের অনুমান হয়, তৎস্থলে তাদৃশ অনুমানকে শেষবৎ অনুমান বলা হইয়া থাকে। নদীতে পূর্ব্বে যেরূপ জল ছিল, এখন আর সেইরূপ জল দৃষ্ট হইতেছে না, এখন ইহা জলপূর্ণ দেখা যাইতেছে, ইহার স্রোতের শীঘ্রত্ব—বেগও লক্ষিত হইতেছে। অতএব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। নদীর জলপূর্ণত্বাদি দেখিয়া, বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এইরূপ যে অনুমান হয়, তাহা 'শেষবৎ' অনুমান। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বাৎস্যায়ন-মুনি, শবরস্বামী যে উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছেন,

স্বরূপ কি?

'আধিভৌতিক পরীক্ষা' (Physical investigation) বলিতে 'হোয়েট্‌লী' চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য অর্থ বা বিষয়ের যথাযথভাবে গ্রহণকে, এবং যৌক্তিক অনুসন্ধান' (Logical investigation) বলিতে তর্ক, বিচার বা মননকে (Reasoning) লক্ষ্য করিয়াছেন। শুদ্ধ মননদ্বারা কোন তথ্যের আবিষ্কার হয় না, আবার আধিভৌতিক পরীক্ষাও তথ্যাবিষ্কারের একমাত্র উপায় নহে। জেবন্স বলিয়াছেন, দর্শন (Observation) ও পরীক্ষা (Experiment), এই দুইটিদ্বারাই পদার্থের তত্ত্ব জানা যায়। আমাদের চতুষ্পার্শ্বে নৈসর্গিকনিয়মে যে সমুদায় ঘটনা সংঘটিত হয়, যখন আমরা সেই সমুদায় ঘটনাকে শুদ্ধমনোযোগপূর্ব্বক ঈক্ষণ ও স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তখন আমাদের তাদৃশী চেষ্টা 'দর্শন' (Observation) নামে, এবং যখন আমরা আমাদের পেশীয় বলের প্রয়োগদ্বারা প্রাকৃতিক প্রবর্ত্তনের (Natural course) পরিবর্ত্তন এবং এইরূপে অপূর্ব্ব সংযোগের (Unusual combinations) উৎপাদন ও বস্তুজাতকে অস্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করি, তখন আমাদের তাদৃশ কার্য্য পরীক্ষা (Experiment) শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। হার্শেল বলিয়াছেন, দর্শন

ইনিও সেই উদাহরণেরই ব্যবহার করিয়াছেন। বিনা গতিতে কাহারও একদেশ হইতে দেশান্তরে গমন হয় না, ইহা প্রত্যক্ষপূর্ব্বক, আদিত্যকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে দেখিয়া, ইহারও স্থানান্তর-প্রাপ্তি যে, গতিপূর্ব্বক, তাহা অনুমান হয়; এইরূপ অনুমানের নাম 'সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান।' ইহা তো কার্য্য দেখিয়া কারণের জ্ঞানরূপ শেষবৎ অনুমানেরই উদাহরণ, আদিত্যের দেশান্তর-প্রাপ্তি রূপ কার্য্য দেখিয়া, তৎকারণ গতির অনুমান শেষবৎ অনুমান হইতে কোন্ অংশে ভিন্ন? ন্যায়বার্ত্তিককার ও বাচস্পতিমিশ্র এই কথাই বলিয়াছেন ("সামান্যতোদৃষ্টোদাহরণং ভাষ্যকারীয়ং দুরববোধং শেষবদুদাহরণান্তর্গতং চ। অত্রাপি কার্য্যেণ সবিতুর্দেশান্তরপ্রাপ্ত্যা তৎকারণস্য ব্রজ্যায়া অনুমানাৎ।"— ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা)। কুমারিলভট্টও শ্লোকবার্ত্তিকে বলিয়াছেন, 'প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান' ও 'সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান', অনুমানের এই দ্বৈবিধ্য উপপন্ন হয় না। পরস্পর অসংকীর্ণ বা ভিন্ন (একের সহিত অন্যের যেখানে মিলন দেখা যায় না) বিধাদ্বয়েরই (দুইটী প্রকারের —Two modes) দ্বৈবিধ্য উপপন্ন হয়, পরস্পর সংকীর্ণ বিধাদ্বয়ের দ্বৈবিধ্য উপপন্ন হইবে কেন? সামান্যতোদৃষ্টের যথোক্ত উদাহরণেও গতিপ্রাপ্তিসম্বন্ধে প্রত্যক্ষদৃষ্টত্ব আছে। অতএব সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান ও প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান, অনুমানের এই দ্বৈবিধ্য সিদ্ধ হয় না ("দ্বৈবিধ্যং নোপপন্নং তু যথৈব হ্যগ্নিধূময়োঃ। প্রত্যক্ষদৃষ্টঃ সম্বন্ধোগতিপ্রাপ্ত্যোস্তথৈব হি।।"— শ্লোকবার্ত্তিক)। 'সামান্যতোদৃষ্ট' এই শব্দের অর্থ হইতেছে, সামান্যদ্বারাদৃষ্ট—অবিশেষ অবিনা ভাবিহেতু বা ব্যাপ্তিদ্বারা লক্ষিত। যেখানে অকার্য্য-কারণভূত লিঙ্গ—অবিনা ভাবিহেতুদ্বারা কোন ধর্ম্মীর অনুমান

ও পরীক্ষা (Observation and Experiment) সর্ব্বথা পৃথক সামগ্রী নহে। উভয়ই ঐন্দ্রিয়ক কার্য্য, উভয়েই ইন্দ্রিয়দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তবে শুদ্ধ দর্শনে (Passive observation) আলোচিত বস্তুজাতের বিশেষ- বিশেষ ধর্ম্মের সম্যগ্রূপে অনুসন্ধান করা হয় না, পরীক্ষাতে (Active observation) উহাদের বিশেষ-বিশেষ ধর্ম্ম সম্যগ্রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিলও বিস্তৃত দর্শনকেই পরীক্ষা (Experiment) বলিয়াছেন। যখন আমরা কতিপয় সামগ্রীকে গ্রহণপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় সন্তাপপ্রয়োগ, নানাপ্রকারে আপীড়ন, তাড়িতবিক্ষোভ (Electric disturbance)-রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষ ইত্যাদি দ্বারা উহাদিগের মধ্যে যে যেরূপ পরিবর্তন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করি এবং প্রত্যক্ষীভূত বিষয়সমুহকে চিত্তপটে লিখিয়া রাখি, তখন আমাদের তাদৃশ কার্য্যকে ভৌতিক ও রাসায়নিক পরীক্ষা বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি? পণ্ডিত জেবন্স বলিয়াছেন, কিরূপ পূর্ব্ববর্ত্তি-ভাব বা ভাবসমূহ বিদ্যমান থাকিলে, কিরূপ ঘটনা বা ঘটনাপুঞ্জ সংঘটিত হইবে,

---

হয় সেখানে তাদৃশ অনুমানকে 'সামান্যতোদৃষ্ট' বলা হয় ("সামান্যতোদৃষ্টং নাম অকার্যাকারণীভূতেন যত্রাবিনাভাবিনা বিশেষণেন বিশেষামাণো ধর্ম্মী গম্যতে তৎসামান্যতোদৃষ্টং।" — ন্যায়বার্ত্তিক)। প্রত্যক্ষদ্বারা যাহা গৃহীত হয়, তাহা সামান্য বা বিশেষ, অথবা তাহা সামান্য ও বিশেষ, এই উভয়াত্মক? দার্শনিকদিগের মধ্যে এই বিষয়ে মতভেদ আছে, কাহারও মতে প্রত্যক্ষদ্বারা বিশেষই গৃহীত হইয়া থাকে, সামান্যের গ্রহণ প্রত্যক্ষদ্বারা হয় না, সামান্য অনুমানগম্য। বৌদ্ধগণ এইরূপ মতাবলম্বী। মীমাংসকগণ বলিয়াছেন, সামান্যকে প্রত্যক্ষাগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার না করিলে, অনুমানের উচ্ছেদ হয়, কারণ, অনুমিতিতে পক্ষধর্ম্মতাদ্বারা লিঙ্গ গ্রহীতব্য লিঙ্গ সামান্য, লিঙ্গ বিশেষ নহে। প্রত্যক্ষদ্বারা যদি সামান্যভূত লিঙ্গের গ্রহণ না হইল, তবে অনুমান হইবে কিরূপে? যেখানে প্রত্যক্ষদ্বারা বিশেষদ্বয়ের সম্বন্ধ গৃহীত হয়, সেখানে তাহাকে 'প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ', এবং যেখানে প্রত্যক্ষদ্বারা সামান্যদ্বয়ের সম্বন্ধ গৃহীত হয়, সেখানে তাহাকে সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ বলা হইয়া থাকে। শবরস্বামী এইজন্য অনুমানকে 'প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ' ও 'সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ,' এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং বিশেষদৃষ্ট হইতে ভিন্ন নিঃসন্দিগ্ধ সামান্যদৃষ্টের প্রদর্শনার্থ আদিত্যের উদাহরণ দেখাইয়াছেন ("সামান্যদৃষ্টমেকান্তাদাদিত্যাদিগত্যাদি উচ্যতে।।"— শ্লোকবার্ত্তিক)। জয়ন্তভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে কপিত্থের রূপদ্বারা রসের অনুমানকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। রূপ ও রস এই উভয়েরই সমবায়িকারণ এক কপিত্থাদি দ্রব্য। রূপ ও রস, ইহাদের মধ্যে পরস্পর কার্য্য-কারণভাব নাই ("যথা কপিত্থাদৌ রূপেণ রসানুমানম্। রূপ রসয়োঃ সমবায়িকারণমেকং কপিত্থাদি দ্রব্যং ন তু তয়োরন্যোন্যং কার্য্যকারণভাব।" — ন্যায়মঞ্জরী)। বিষয়টী বিশদভাবে বুঝান হইল না, গ্রন্থান্তরে যথাশক্তি বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

তদ্বিনিশ্চয়ই ঐরূপ পরীক্ষার উদ্দেশ্য। অতএব বলা যাইতে পারে, কার্য্যকারণভাবের তত্ত্বানুসন্ধানই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। *

কোন এক পদার্থ, যদি পদার্থান্তরের সহিত নিয়ত অবস্থান করে, কোন পদার্থের অভাব হইলে, যদি তৎসঙ্গে অপর এক পদার্থেরও অভাব হয়, কোন পদার্থ উৎপন্ন হইলে, তৎসঙ্গে, অথবা তাহার অব্যবহিত পরে যদি অন্য এক পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে, উহারা যে, পরস্পর স্বাভাবিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ, তাহা বলিতে হইবে। একটি পদার্থের সহিত অপর একটা পদার্থের এই স্বাভাবিক সম্বন্ধ 'অবিনাভাব-সম্বন্ধ' বা 'ব্যাপ্তি', এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পদার্থসমূহের মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তাহাই যুক্তির পূর্ব্বরূপ, এবং মননশীল মনুষ্যের মনে তাহার অভ্রান্তসংস্কার সঙ্কলিত হওয়াই, ইহার উত্তর রূপ। এই উভয়বিধ রূপ একীভূত হইলেই, যৌক্তিকজ্ঞান জীবন লাভ করে।

অন্বয়-ব্যাপ্তি, ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি এবং অন্বয়ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি এই ত্রিবিধ স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে। যাহা থাকিলে, যাহা অবশ্য থাকে, তাহাদের মধ্যে অন্বয়-ব্যাপ্তি আছে। একটীর অভাব হইলে, তৎসঙ্গে যে, অন্য একটীর অভাব হয়, তাহা ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির কার্য্য, যাহা থাকিলে, যাহা নিশ্চয় থাকে, এবং না থাকিলে নিশ্চয় থাকে না, তাহা অন্বয়-ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির লিঙ্গ-চিহ্ন। অনুমান ব্যাপ্তি-জ্ঞানপূর্ব্বক, ব্যাপ্তি-জ্ঞান হইতে অনুমান জন্মলাভ করে। ব্যাপ্তি-জ্ঞান যখন, অনুমানের কারণ, তখন, ব্যাপ্তির প্রকার ভেদানুসারে, যে অনুমানের প্রকারভেদ হইবে তাহা স্থির। নব্যন্যায়ে এইজন্য অনুমানকে কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী, এই তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। * ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্যোতকরাচার্য্যও বলিয়াছেন, অনুমান অন্বয়ী, ব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী, এই ত্রিবিধ

* "Our Object in inductive investigation is to ascertain exactly the group of circumstances or conditions which being present, a certain other group of phenomena will follow." – *Principles of Science.*

* "তজ্জ্ঞানুমানং ত্রিবিধং কেবলান্বয়ি-কেবলব্যতিরেকান্বয়ব্যতিরেকি ভেদাৎ।" — তত্ত্বচিন্তামণি।

("ত্রিবিধমিতি। অন্বয়ী ব্যতিরেকী অন্বয়-ব্যতিরেকী চেতি।" — ন্যায়বার্ত্তিক)। প্রতীচ্য নৈয়ায়িকদিগের সহিত যে, এই বিষয়ে প্রাচ্য নৈয়ায়িকদিগের মতের অনেকতঃ সাদৃশ্য আছে, তাহা বলা যাইতে পারে। অধষ্টিপ্পনীতে য়ুবারওয়েগের লজিক্ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইল পাঠক তাহা স্মরণ করিবেন। †

ব্যাপ্তি বা অনুমানসম্বন্ধে কোন কথা বলা এগ্রন্থের উদ্দেশ্য না হইলেও, আমরা যে, এই বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক দুই এক কথা বলিলাম, তাহার প্রথম কারণ হইতেছে, "বৈদিক আর্য্যজাতি কেবল মানস বা আধ্যাত্মিক রাজ্যেই বিচরণ করিতেন, তাঁহারা আধিভৌতিক পরীক্ষাতে (Physical investigation) বিশেষ মনোনিবেশ করেন নাই, এবং এইজন্য আধিভৌতিক বিজ্ঞানের এ দেশে সমধিক উন্নতি হয় নাই, "যাঁহারা এইরূপ অনুমান করেন, তাঁহাদের অনুমানটা কতদূর সত্য, তদবধারণ, দ্বিতীয় কারণ অলঙ্কারশাস্ত্রের (Rhetoric) সহিত ন্যায়শাস্ত্রের (Logic) কি সম্বন্ধ তদ্বিনিশ্চয়। বেদে অলঙ্কারের ব্যবহার করা হইয়াছে কেন, তাহা জানিতে হইলে, অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত ন্যায়শাস্ত্রের সম্বন্ধ কি, তাহা জানা আবশ্যক হইয়া থাকে।

'জেবন্স' প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গ্রন্থ, পাঠপূর্ব্বক পরীক্ষার (Experiment) যে লক্ষণ ও উদ্দেশ্য অবগত হইয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, ব্যাপ্তিনিশ্চয়ই পরীক্ষার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। অতঃপর ব্যাপ্তিনিশ্চয় কিরূপে হয়, শাস্ত্র হইতে এই প্রশ্নের যে যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা জানাইব, প্রাচ্য পণ্ডিতগণ কিরূপে ব্যাপ্তিনিশ্চয় করিতেন, তাহা জানিতে পারিলে, ইঁহারা আধিভৌতিক পরীক্ষাতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন কি না, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। "ভারতবর্ষীয় নৈয়ায়িকগণ উন্নয়নাত্মক অনুমানের

---

† "The principles of inference are the axioms of *identity* and correspondene, of contradictory disjunction (or of Contradiction and Excluded Third) and of *sufficient reason*. * * *

"The Axiom of Indentity, should be thus expressed . A is A, *i.e* , everything *is what it is*. * * *

(Inductive inference) তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই', এইরূপ মতের মূলেই যা কতটুকু সত্য আছে, এই প্রসঙ্গে তাহারও একটু আভাস দিব।

কোথাও ব্যাপ্তিদর্শন হইলে, তাহা স্বাভাবিক, কি অস্বাভাবিক, তাহা পরীক্ষা করিতে হয়। পরীক্ষাদ্বারা যদি 'উহা স্বাভাবিক ব্যাপ্তি নহে, উহা পদার্থান্তরের সংযোগবশতঃ ঘটিয়াছে,' ইহা বিনিশ্চিত হয়, তবে উহাকে অস্বাভাবিক ব্যাপ্তি বলিয়া পরিহার করিতে, এবং যদি পরীক্ষাদ্বারা উহাতে পদার্থান্তরের সংযোগ লক্ষ্য না হয়, তাহা হইলে, উহাকে স্বাভাবিক ব্যাপ্তিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কোথাও ধূম ও বহ্নির সামানাধিকরণ্য (একস্থানে অবস্থান) দৃষ্ট হইল। এখন পরীক্ষা করিতে হইবে, ধূম ও বহ্নি, এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টীর সহিত কোন্‌টীর স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে, বহ্নির সহিত ধূমের, কিংবা ধূমের সহিত বহ্নির? যদি বহ্নির সহিত ধূমের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকা বিনিশ্চিত হয়, তাহা হইলে, ধূমের সত্তায় বহ্নির সত্তা নির্ণীত হইবে, আর যদি ধূমের সহিত বহ্নির অবিনাভাব থাকা স্থির হয়, তবে বহ্নির সত্তায় ধূমের সত্তা নির্ণয় করিতে হইবে, অর্থাৎ যেখানে বহ্নি আছে, সেইখানে ধূম আছে, এইরূপ অনুমান করিতে হইবে। কাহার সহিত কাহার স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, তাহা স্থির করিতে হইলে, পরীক্ষা (Experiment) করা আবশ্যক। কিরূপে পরীক্ষা করা হইবে? অগ্নিতে দাহ্যপদার্থের প্রক্ষেপদ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে। বহ্নিতে একখন্ড আর্দ্রকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে, ধূম হয়, কিন্তু একখণ্ড স্বর্ণ নিক্ষেপ করিলে, ধূম হয় না। এইরূপ পরীক্ষাদ্বারা স্থির হইতেছে যে অগ্নিতে জলীয় অণুবহুল দাহ্যপদার্থের সংযোগ হইলেই ধূম উৎপন্ন হয়, তৈজসপদার্থের সংযোগে ধূম জন্মে না। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, বহ্নির সহিতই ধূমের স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে, ধূমের সহিত বহ্নির স্বাভাবিক ব্যাপ্তি নাই, যেখানে

"The Axiom of the Contradiction is–*judgement opposed contradictory to each other* (As–A is B, and A is not B) cannot both be true, The one or the other be false. * * *" – *System of Logic, by Ueberweg.*

ধূম থাকে, সেখানে বহ্নি থাকে, যেখানে বহ্নি থাকে সেখানে ধূম (উপাধিবিশেষের সংযোগ না থাকিলে) থাকে না। ধূমের সহিত বহ্নির যে ব্যাপ্তি, তাহা স্বাভাবিক নহে, তাহা ঔপাধিক, তাহা পদার্থান্তরের—দাহ্য সংযোগ-নিবন্ধন। যদ্দ্বারা ব্যাপ্তির অস্বাভাবিকত্ব নির্ণীত হয়, বিশেষের তাহার নাম উপাধি (Condition) পণ্ডিত জেবন্স পরীক্ষার (Experiment) স্বরূপ নিরূপণ করিতে যাইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা বুঝিয়াছি, পদার্থ-সমূহের অনৌপাধিক ব্যাপ্তি বা স্বাভাবিক সম্বন্ধ নির্ণয়ই পরীক্ষার স্বরূপ। * পরীক্ষা কাহাকে বলে, তাহা যথা-প্রয়োজন শ্রবণ করিলাম, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, স্বাভাবিক সম্বন্ধের অবধারণ কি, শুদ্ধ মানব ব্যাপারদ্বারা হয়? অথবা কেবল আধিভৌতিক পরীক্ষাদ্বারা হইয়া থাকে? বাচস্পতিমিশ্র স্ব-প্রণীত ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য টীকাতে বলিয়াছেন, স্বাভাবিক সম্বন্ধের অবধারণ শুদ্ধ মানস নহে, অনপেক্ষ মনের (যাহা ইন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা করে না) যদি বাহ্যপ্রবৃত্তি—বহির্দেশে গমন—বিষয় গ্রহণ সম্ভব (হইত, তাহা হইলে, পৃথিবীতে অন্ধ-বধিরাদির অভাব হইত। ভূয়োদর্শনাপেক্ষ মনঃ স্বাভাবিক সম্বন্ধের অবধারণ করে, যদি এই বলা হয়, তাহা হইলেও, প্রমাণান্তর স্বীকার করিতে হয়। প্রত্যক্ষ মনোনিমিত্ত, মনের অনুপস্থিতিতে প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব প্রত্যক্ষকে মানব বলিতে পারা যায়। কোন প্রত্যয় বা জ্ঞানই অমানস নহে, যে কোনরূপে জ্ঞান হউক, তাহাতেই মনের নিমিত্তত্ব আছে, মনঃ জ্ঞানমানের সাধারণ নিমিত্ত। মনঃ প্রত্যয়মাত্রের যখন সাধারণ নিমিত্ত, তখন প্রত্যক্ষকে মানস বলা যাইতে পারে না। মনঃ পরীক্ষার সাধারণ কারণ, এবং ভূয়োদর্শন অসাধারণ কারণ। ভূয়োদর্শনজনিত সংস্কার-সহিত

* পণ্ডিত জেবন্স বলিয়াছেন,—"The great method of experiment consists in removing, one at a time, each of those conditions which may be imagined to have an influence on the result." – *Principles of Science.*

ইন্দ্রিয়কে বাচস্পতি মিশ্র স্বাভাবিক-সম্বন্ধ-গ্রাহী বা ব্যাপ্তি-গ্রাহক বলিয়াছেন। * কেশবমিশ্র স্ব-প্রণীত তর্কভাষা নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, উপাধির (Condition) অভাব-গ্রহণজনিত ও ভূয়োদর্শনজনিত সংস্কার-সহকৃত, সাহচর্য্য (Concommitance)-গ্রাহী প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তি অবধারিত হইয়া থাকে। গঙ্গেশোপাধ্যায় ও গাগাভট্টের মতে ব্যভিচারজ্ঞানের বিরহ—অভাব এবং সহচারদর্শন—সহচারজ্ঞান (Knowledge of the invariable concommitance), ইহারাই ব্যাপ্তিগ্রহের হেতু, ভূয়োদর্শন ব্যাপ্তিগ্রহের হেতু নহে। একত্র অব্যবস্থা বা অনৈকান্তিকরূপ হেতু-দোষের হেত্বাভাসের (A fallacious হেতু, the present of হেতু without the সাধ্য, oppo. to সহচার or invariable concommitance) নামে 'ব্যভিচার'। ব্যভিচার-জ্ঞান যথার্থ ও অযথার্থ বা নিশ্চয় ও শঙ্কাভেদে দ্বিবিধ, শঙ্কা (Doubt) ক্বচিৎ উপাধি-সন্দেহ হইতে, ক্বচিৎ বিশেষের অদর্শন-সহিত সাধারণ-ধর্ম্ম-দর্শন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যভিচারগ্রহ ব্যাপ্তিগ্রহের প্রতিবন্ধক, এই নিমিত্ত ব্যভিচারজ্ঞানের বিরহ বা অভাব ব্যাপ্তিগ্রহের কারণ। ভূয়োদর্শন ব্যাপ্তিগ্রহের হেতু নহে, কারণ, যেখানে ব্যভিচারের স্ফূর্ত্তি হয় না, সেখানে সকৃৎ (একবার) দর্শনেই ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া থাকে। ভূয়োদর্শন ব্যভিচারশঙ্কার অপনোদনপূর্ব্বক ব্যাপ্তিগ্রহের উপকার করে। যেস্থলে ভূয়োদর্শনদ্বারাও শঙ্কার (Doubt) নিবৃত্তি হয় না, তৎস্থলে বিপক্ষবাধক তর্ক অপেক্ষিত হইয়া থাকে। 'বহ্নিবিরহিত দ্রব্যেও ধূম থাকিতে পারে', যদি এইরূপ আশঙ্কা হয়, তবে বহ্নি ও ধূম, এই পদার্থদ্বয়ের কার্যকারণভাবের অনুসন্ধানদ্বারা তাহা

* "তদিদমবধারণং ন মানসম্ অনপেক্ষস্য মনসোবাহ্যপ্রবৃত্তাবন্ধবধিরাদ্য ভাবপ্রসঙ্গাৎ। * * * ভূয়োদর্শনজনিতসংস্কারসহিতমিন্দ্রিয়মেব ধূমাদীনাং বহ্ন্যাদিভিঃ স্বাভাবিকসম্বন্ধগ্রাহীতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ।"

—ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা।

বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। * এস্থলে বলিয়া রাখিতেছি, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ), এই তিনটী প্রমাণই ব্যাপ্তিগ্রাহক।

প্রমাণ ও তর্কদ্বারা বস্তুর তত্ত্বাবধারণের নাম 'পরীক্ষা' (Experiment)। অতএব বিনা পরীক্ষাতে যে, বস্তুর তত্ত্বাবধারণ হইতে পারে না, তাহা স্থির। স্থূলপ্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ নহে, স্থূলপ্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থসমূহও আছে। যাহা প্রত্যক্ষীভূত হইল না, অথবা যাহা স্থূলপ্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইবার নহে, তাদৃশ পদার্থ নাই, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, নিতান্ত দুর্ভাগ্য স্থূলদর্শীরই কার্য্য। অনেক সময়ে আমরা প্রত্যক্ষের অগোচর পদার্থকে যুক্তিদ্বারা জানিয়া থাকি। আবার এইরূপ পদার্থসকলও আছে, যাহারা যুক্তির অধিকারে আসে না, যুক্তি যাহাদের ছায়া স্পর্শ করিবারও যোগ্য নহে। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ এইজন্য বলিয়াছেন, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারা অতীন্দ্রিয় প্রধান, পুরুষ, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ইহাদের প্রতীতি হইয়া থাকে। কার্য্যের কারণ আছে, ইহা প্রত্যক্ষপূর্ব্বক, সামান্যতঃ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, কোন কার্য্য দর্শনানন্তর তাহার কারণের জ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপ মহত্তত্ত্বাদিরূপ কার্য্যপদার্থের জ্ঞান জন্মিলে, মহত্তত্ত্বাদি কার্য্যপদার্থ, এইরূপ বোধ উৎপন্ন হইলে, তৎকারণ অতীন্দ্রিয় প্রকৃত্যাদির অনুমান হইয়া থাকে। যাহা কার্য্য, তাহার কারণ আছে, মহত্তত্ত্ব কার্য্য, অতএব মহত্তত্ত্বের কারণ আছে। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারা এইরূপ অতীন্দ্রিয় প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। সামান্যতঃ প্রত্যক্ষজাতীয় ধর্ম্মগ্রহণ-পুরঃসর ব্যাপ্তিগ্রহণ হইতে পক্ষতাধর্ম্মবলদ্বারা যে তদ্বিজাতীয় অপ্রত্যক্ষপদার্থের জ্ঞান হয়, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানই তাহার কারণ। প্রত্যক্ষ ও পূর্ব্ববৎ অনুমান

---

* "অত্রোচ্যতে ব্যভিচারজ্ঞানবিরহসহকৃতচারদর্শনং ব্যাপ্তিগ্রাহকং * * * " — তত্ত্বচিন্তামণি।

"তাদৃশব্যাপ্তিগ্রহে ব্যভিচারগ্রহঃ সহচারগ্রহশ্চ হেতুঃ। ভূয়োদর্শনং তু ন হেতুঃ। ব্যভিচারাস্মরণে সকৃদ্দর্শনেনাপি ব্যাপ্তিগ্রহাৎ। ভূয়োদর্শনং তু ক্বচিদ্ ব্যভিচারশঙ্কানিবর্ত্তকম্ ক্বচিত্তর্কঃ।"

— ভট্টাচিন্তামণি।

(ধূমদ্বারা বহ্নির অনুমানকে—অর্থাৎ প্রত্যক্ষীকৃতজাতীয়-বিষয়ক অনুমানকে পূর্ব্ববৎ অনুমান বলে)-দ্বারা ব্যক্তপদার্থসমূহের, এবং শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারা অতীন্দ্রিয় প্রকৃত্যাদি পদার্থজাতের প্রতীতি হইয়া থাকে। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারা কি, অতীন্দ্রিয় পদার্থমাত্রের জ্ঞান হয়, ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন, না, তাহা হয় না, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারাও জানা যায় না, এইরূপ পদার্থও আছে। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারাও যে সকল পদার্থের সিদ্ধি হয় না, আপ্তবাক্য বা বেদই তাদৃশ পরোক্ষ পদার্থসমূহের উপলব্ধিহেতু, আপ্তবাক্য বা বেদপ্রমাণদ্বারা তাহাদের সিদ্ধি হইয়া থাকে। অদৃষ্ট, দেবতা, পরলোক ইত্যাদি পদার্থের জ্ঞান আপ্তবাক্য হইতে জন্মিয়া থাকে। *

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, এই দ্বিবিধ পদার্থের জ্ঞানই যে, প্রমাণসিদ্ধ, অপিচ বৈদিক আর্য্যজাতি যে, আধিভৌতিক পরীক্ষারও (Physical investigation) ব্যবহার করিতেন, এতদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইবে। বৈদিক আর্য্যজাতি যদি আধিভৌতিক পরীক্ষার ব্যবহার না করিতেন, তাহা হইলে,তাঁহারা কখনও চিকিৎসা, ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র জ্যোতিষ, শিল্প ইত্যাদি বিদ্যা ও কলার এতদূর উন্নতি সাধন করিতে পারগ হইতেন না।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য হইবে, আধিভৌতিক পরীক্ষাদ্বারা যেমন ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থসমূহের ধর্ম্ম অবগত হওয়া যায়, এবং ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থসমূহের ধর্ম্ম অবগত হইয়া, লোকে যেমন উহাদিগদ্বারা ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহাররূপ প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বা আপ্তবাক্য, এই প্রমাণদ্বয়দ্বারা পরিজ্ঞাত অপ্রত্যক্ষ পদার্থসমূহদ্বারা কি, লোকে সেইরূপ ইষ্টপ্রপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহাররূপ প্রয়োজন সাধনে পরাগ হইয়া থাকে? পরোক্ষ পদার্থজাত কি, আমাদের কোন ব্যবহারে আসে?

বেদ পরোক্ষ পদার্থসমূহের কেবল নামমাত্র শুনিয়া রাখিবার জন্য

* "সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্।।" — সাংখ্যকারিকা।

উহাদের উপদেশ করেন নাই, পরোক্ষ পদার্থসমূহেও যেরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়, যেরূপে আমাদের ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহাররূপ প্রয়োজন সাধন করে, বেদ তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। বেদ যে সকল পরোক্ষপদার্থের সংবাদ দিয়াছেন, সেই সকল পদার্থ বস্তুতঃ সৎ কি না, লোকে তাহার যথারীতি পরীক্ষা করে, ইহাই মঙ্গলময় বেদের ইচ্ছা। যাঁহারা কেবল বেদ শ্রবণ করিবে, বেদোপদিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না, বেদোপদেশের পরীক্ষা করিবে না, তাহারা, বেদের উপদেশ, ঘোর তমসাচ্ছন্নলোকে গমন করিবে, অবিদ্যার ঘনতরপর্ব্ব প্রাপ্ত হইবে। বেদোপদিষ্ট কর্ম্মই বেদোপদেশের পরীক্ষা। যাঁহারা বিনা পরীক্ষায় কোন বিষয়কে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না, তাঁহারা যদি বেদের উপদেশ সমূহের যথারীতি পরীক্ষা করিতেন, তাহা হইলে, নিশ্চয় কৃতার্থ হইতেন। বেদভক্ত আর্য্যবংশধরগণ বিনা পরীক্ষায় বেদকে সত্য স্বরূপ বলিয়া পূজা করেন নাই, বেদোপদিষ্ট কর্ম্ম করিয়া তাঁহারা ফল পাইয়াছেন, দেবতাগণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিয়া, তাঁহারা স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন, বেদের উপদেশ মত কর্ম্মসম্পাদনপূর্ব্বক কত অপুত্রক পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া সুখী হইয়াছেন, কত মুমুর্ষু জীবন পাইয়াছেন, আহা! তাই তাঁহারা করুণাপরবশ হইয়া, 'বেদ সত্য' বেদ অভ্রান্ত', বেদ ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই', পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে সকলকে এই সকল কথা শুনাইয়াছেন। আপ্তোপদেশ ও প্রত্যক্ষ, এই দ্বিবিধ প্রমাণদ্বারাই প্রতিপন্ন হয়, যোগীরা যোগসাধন-বিকাশিত শক্তিদ্বারা অতীত, অনাগত, ব্যবহিত , বিপ্রকৃষ্ট সকলবস্তুই সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, দেশ ও কাল যোগীর সর্ব্বদর্শি নয়নের গতিকে বাধা দিতে সমর্থ নহে, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যোগী, সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই সকল বিষয় গ্রহণ করিতে ক্ষমবান্। শরীর হইতে বহুদূরে বিদ্যমান পদার্থসকলও জিতেন্দ্রিয় যোগীর বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে, অধিক কি, প্রকৃতি তাঁহার বশীভূতা হয়েন। শ্রুতি বলিয়াছেন, যোগী ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা শব্দ শ্রবণ, এবং পৃষ্ঠদ্বারা রূপসন্দর্শন করিয়া থাকেন

("ঘ্রাণতঃ শব্দং শৃণ্বন্তি পৃষ্ঠতো রূপাণি পশ্যন্তি"।) *

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে, অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ে নিপতিত হইয়া, বিষয়ের যেরূপ আকার তদাকারে পরিণত হয়, এইরূপ পরিণামই বৃত্তিরূপ জ্ঞান। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেও, চৈতন্যোজ্জ্বলিত অন্তঃকরণ যাবৎ না ইন্দ্রিয়গৃহীত বিষয়ের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, তাবৎ অর্থের উপলব্ধি হয় না। ইন্দ্রিয়ার্থ-চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষে বিশিষ্ট কারণ মাত্র, এতদ্দ্বারা কেবল চিত্তের বৃত্তিপ্রতিবন্ধক তমঃ বিনিবৃত্ত হয়। চিত্ত যখন নিখিল আবরণমল-মুক্ত হয়, তখন ইহা অনন্ত বা পরিচ্ছেদ রহিত হইয়া থাকে, বিমল চিত্ত তখন অপেতমল মুকুরের ন্যায় অন্যসাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া, সকল বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা বলিয়াছেন, স্বভাবে স্থিত, অমৃত মনঃ ত্রিকাল-সম্বদ্ধ বস্তুজাতকে গ্রহণ করিয়া থাকে, কি বর্ত্তমান, কি অতীত, কি ভবিষ্যৎ, কোন বস্তুই ইহার সর্ব্বব্যাপি-নয়নকে অতিক্রম করিতে পারে না। (যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্ব্বম্।" — শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা ৩৪।৪)। যাহা হয়, যাহা হইয়াছে, 'বেদ প্রাণ' ঋষিরা তাহাকেই সম্ভব বলিয়াছেন, অধিকার বা যোগ্যতানুসারে তাহা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঋষি ও আচার্য্যগণের সকাশ হইতে যেরূপ আদর পাইয়াছেন, বর্ত্তমানকালের প্রত্যক্ষবাদীরা অদ্যাপি ইহাকে তাহার সহস্রাংশের একাংশও আদর করিতে পারেন নাই। ঋষিরা তাঁহাদের ঈশ্বরজ্ঞানে পূজিত বেদকেই প্রকৃত বা অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন। অনুমান প্রত্যক্ষ বা শব্দমূলক, শব্দব্যতিরেকে অনুমান হয় না, শব্দ ব্যতিরেকে দর্শন ও পরীক্ষা হয় না। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, পুরুষ যে, তর্ক করে, পরীক্ষা করে, তাহা শব্দের প্রসাদে, শব্দাশ্রিত শক্তিই, পুরুষাশ্রয় (পুরুষ হইয়াছে, আশ্রয় যাহার) তর্ক, তর্ক

* 'যোগী ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা শব্দ শ্রবণ, এবং পৃষ্ঠদ্বারা রূপ-সন্দর্শন করিয়া থাকেন, এ কথা অনেকের সমীপে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইবে। তবে আশা হয়, বর্ত্তমান সময়ে যে সকল প্রতীচ্য পুরুষ যোগকে অসারপদার্থবোধে ঘৃণা না করিয়া, ইহার যথাশক্তি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এই শ্রুত্যুপদেশ শিরোধার্য্য করিবেন। ক্লারোভয়েন্ট্ দিগের সকাশে উহা অপ্রাকৃতিক কথা বলিয়া বিবেচিত হইবে না।'

শব্দসামর্থ্য ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। যাঁহারা তর্ক যে, শব্দসামর্থ্য ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে, ইহা জানিতে পারে না, তাঁহারা কেবল সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্য-জ্ঞানের (Knowledge as conjoining difference and agreement) অনুসরণপূর্ব্বক অনিবন্ধন—শুষ্কতর্ক করিয়া থাকেন। ("শব্দানামেব সা শক্তিস্তর্কো যঃ পুরুষাশ্রয়ঃ। স শব্দানুগতো ন্যায়োঽনাগমেষ্বনিবন্ধনঃ।।" — বাক্যপদীয়)। বিদ্যা, শিল্প ও কলাদিদ্বারা লৌকিক ও বৈদিক অর্থে মনুষ্যগণের প্রায় সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার প্রতিবদ্ধ হইয়া আছে যে বিদ্যাদি দ্বারা মনুষ্যগণের সর্বপ্রকার ব্যবহার প্রতিবদ্ধ হইয়া আছে, সেই বিদ্যাদি আবার বাগ্‌রূপ বুদ্ধিতে নিবদ্ধ। ঘটাদি বস্তুজাতের নিষ্পাদনে প্রযোজ্য ও প্রয়োজকদিগের উপদেশ ও চেষ্টাদি, শব্দরূপ বুদ্ধি অনুসারে হইয়া থাকে। সমানাকার অভিনিষ্পন্ন বস্তুসমূহের বিভাগও শব্দ বা বাক্‌কৃত। প্রথমোৎপন্ন বালকের ইন্দ্রিয়-বিন্যাসাদি, শারীরযন্ত্র সকলের যথাযোগ্য ক্রিয়ানিষ্পাদন শব্দ হইতে হইয়া থাকে। * অতএব শব্দই যে অনুমান ও পরীক্ষার, শব্দই যে, জ্ঞান এবং শিল্পের কারণ, তাহা (শব্দ বা প্রতিভা বলিবার অধিকার দিলে) বলা যাইতে পারে। 'বেদ' কোন্ পদার্থ, বেদকে কেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হইয়াছে, বেদ হইতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এই শাস্ত্রোপদেশের মর্ম্ম কি, চিন্তাশীল পাঠক অতঃপর তাহা চিন্তা করিবেন। তাপ, তড়িৎ, আলোক, অণু, পরমাণু ইত্যাদি বাহ্য প্রাকৃতিক পদার্থসমুহ শব্দের পরিণাম, মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ইহারাও শব্দের পরিণাম, শব্দই প্রকৃতি,

---

* "সা সর্ব্ববিদ্যা-শিল্পানাং ক লানাং চোপবন্ধনী।
তদ্বশাদভিনিষ্পত্তৌ সর্ব্বং বস্তু বিভজ্যতে।।"—

* * * *

"আদ্যঃ করণ-বিন্যাসঃ প্রাণস্যোর্দ্ধং সমীরণম্।
স্থানানামভিঘাতশ্চ ন বিনা শব্দভাবনাম্।।" — বাক্যপদীয়।

পরীক্ষক যে, পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, পরীক্ষার্থ যে যে সামগ্রী ও যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তিনি যে, সেই সেই সামগ্রী ও যন্ত্রের সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন, উঁহাদিগকে যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাও শব্দের প্রসাদে, শব্দ-সংস্কারই পরীক্ষককে এই সকল ব্যাপারনিষ্পাদনে সমর্থ করিয়া থাকে। কথাগুলি শ্রবণমাত্রেই বিস্মিত হইবেন বটে, কিন্তু বিনা পরীক্ষায় (অবশ্য যাহাদের প্রতিভা প্রতিকূল নহেন) অসার মনে করিবেন না।

আবার শব্দই পুরুষ বা চিচ্ছক্তি। বেদ ও শব্দ এক পদার্থ, বেদসম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, এই সকল কথা স্মরণ করা উচিত। 'বাক্ বা শব্দই আদিভূত পদার্থ, বাক্ বা শব্দই ঈশ্বর', বাইবেলও এই বেদোপদেশের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কয়জন খ্রীষ্টান বাইবেলের এই উপদেশের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করেন, কয়জন খ্রীষ্টান উক্ত বাক্যে আস্থাবান্?

বেদে কি, ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, গণিত ইত্যাদি বিজ্ঞানের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়? বেদ পাঠ করিলে কি, আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় প্রকৃতির নিয়মসমূহ অবগত হইয়া, বর্ত্তমান জীবনকে এমন সুখময় করিতে পারগ হই? যাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন করিবেন, আমরা বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে এস্থলে এইমাত্র বলিয়া রখিতেছি যে, 'বেদ' কোন্ পদার্থ, অগ্রে তাঁহারা তাহা জানিবার চেষ্টা করুন, তৎপরে বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য যোগ্য হউন্, তদনন্তর আগমকাল, স্বাধ্যায়কাল, প্রবচন কাল ও ব্যবহারকাল, এই চতুর্ব্বিধ প্রকারে বেদবিদ্যাকে উপযুক্ত করুন, তৎপরে বেদে কি আছে, না আছে, তাহা পরীক্ষা করুন। বেদদ্বারা কি হইতে পারে, না পারে, তবে তাহা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে। বৈজ্ঞানিক হইতে হইলে কি, এত কাণ্ড করিতে হয়? প্রশ্নটীর উত্তর দিবার পুর্ব্বে প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞাসা করি, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কাহাকে বলে, তাহা কি, আপনি যথাযথভাবে চিন্তা করিয়াছেন? কিরূপে বৈজ্ঞানিক হওয়া যায়, তাহা কি, ভাবিয়াছেন? দুই চারিখানা বিজ্ঞানগ্রন্থ পাঠ ও প্রয়োগকুশল অধ্যাপকের পরীক্ষা (Experiment)-সন্দর্শন, বৈজ্ঞানিক হইবার এই দুইটা উপকরণ বা সাধন নহে। বৈজ্ঞানিক হইবার প্রতিভা লইয়া, যিনি পৃথিবীতে আসিয়াছেন, তিনিই বৈজ্ঞানিক হয়েন। দুই চারিখানা বিজ্ঞানগ্রন্থ পাঠ, ও প্রয়োগকুশল অধ্যাপকের পরীক্ষা সন্দর্শন, ইহারাই যদি বৈজ্ঞানিক হইবার পর্য্যাপ্ত সাধন হইত তাহা হইলে, পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিকের স্থান হইত না। নিউটনের ন্যায় প্রতিভাশালী পুরুষের সংখ্যা কি, স্বল্প নহে? যতদিন হইতে পৃথিবীতে বৃক্ষের আবির্ভাব

হইয়াছে, ততদিন হইতেই উহা ফল প্রসব করিতেছে, ততদিন হইতেই যথাসময়ে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি বৃক্ষের ফলসকলকে নিপাতিত, করিতেছে, বৃক্ষ হইতে পৃথিবীতে ফলের পতনব্যাপার নিউটনের পূর্ব্ববর্ত্তী বহুপুরুষেরই নয়নে পড়িয়াছিল। যাবৎ সভ্য মনুষ্যগণের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাবৎ তাহারা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অন্ন পাক করিতেছে, জলপূর্ণ স্থালীর মুখে শরা ঢাকা দিয়া জ্বাল দিলে, শরাখানি যে উতলিয়া উঠে, তাহা কত লোকই না, প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, বৃক্ষ হইতে ফলের পতন বা শরার উথলিয়া উঠা, এই ব্যাপারদ্বয় সন্দর্শনপুর্ব্বক সকলেই মাধ্যাকর্ষণ ও বাষ্পীয়যন্ত্রের আবিষ্কার করিতে পারগ হয়েন নাই কেন? অতএব বৈজ্ঞানিক কাহাকে বলে, কিরূপে বৈজ্ঞানিক হওয়া যায়, প্রশ্নকর্ত্তা তাহা চিন্তা করিবেন। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বস্তুত'ই অধিক নহে। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের উপদেশের প্রতিধ্বনি করিবার, তাঁহার কর্ম্মের অনুকরণ লোকের সংখ্যা অধিক হইলেও, পৃথিবীতে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক অত্যল্পই আছেন বা হইয়াছেন। ইহার পর প্রশ্নকর্ত্তা চিন্তা করুন, যাঁহারা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা কিরূপ প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হইয়াছেন? তাঁহাদের মস্তিষ্ক ভারী বা বৃহৎ, উহাতে বহুসংখ্যক শেল্‌স (Cells) আছে, এই জাতীয় উত্তর পাইয়া প্রশ্নকর্ত্তা যেন নিশ্চিন্ত না হয়েন। জগদীশ বসু মহাশয় যে সকল বিজ্ঞান-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রশ্নকর্ত্তা হয়ত ইচ্ছা করিলে, সেই সকল বিজ্ঞানগ্রন্থ পড়িতে পারেন, জগদীশ বাবুর মত তিনিও বিলাতে গিয়া, রীতিমত বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আসিতে পারেন, তথাপি তিনি জগদীশ বাবুর মত মাতৃভূমিকে গৌরবান্বিত করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না। তাই বলিতেছি, বৈদিক হইতে হইলে, অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয়, অনেক বিধি-নিষেধ পালন করিতে হয়, বহু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, এইজন্য যাঁহারা বৈদিক না হইয়া, বৈজ্ঞানিক হইতে ইচ্ছা করেন (বৈজ্ঞানিক হইতে ইচ্ছা করেন, এই দুর্গত ভারতবর্ষে তাদৃশ লোকও যদি অধিক পরিমাণে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে, দেশের অনেক কল্যাণ হইত,

বৈজ্ঞানিক হইতে অত্যল্প লোকই ইচ্ছা করেন, তবে বৈদিক হইবার ভয়ে যদি কেহ বৈজ্ঞানিক হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা স্বতন্ত্র কথা) তাহাদিগকে, আমরা ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। যাঁহারা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, যাঁহারা প্রকৃত দার্শনিক, তাঁহারা কোন না, কোন কালে, বৈদিক হইবেন। 'বৈদিক' বলিতে আমরা কাশীধামবাসী কোন আধুনিক বৈদিককে লক্ষ্য করি নাই, বৈদিক বলিতে আমরা দাক্ষিণাত্যবাসী কোন যাজ্ঞিকের দিকেও দৃষ্টিপাত করি নাই, বৈদিক বলিতে আমরা মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষদিগকে লক্ষ্য করিয়াছি, যাঁহারা শব্দকে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-হেতু, শব্দকে প্রকৃতি, শব্দকে পরমাণু শব্দকে পুরুষ ও শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া, বুঝিয়াছেন (Realise), যাঁহারা মন্ত্রশক্তিদ্বারা সর্ব্বকার্য্য সাধন করিতে পারগ, বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, এক কথায় যাঁহারা শাস্ত্রবর্ণিত ঋষির ন্যায় শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, বৈদিক বলিতে আমরা তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছি। বেদবিৎ মহষি শৌনক স্ব-প্রণীত, ঋগ্‌বিধানে বলিয়াছেন, ‘‘কলিকলুষনিবন্ধন বেদমন্ত্র সকলের নিষ্কৃতি হয় না, বেদমন্ত্র সকল যথাশক্তি ক্রিয়া করিতে পারেন না, অতএব কলি-দোষের নিবৃত্তির জন্য দ্বিজ প্রথমে গায়ত্রীর আশ্রয় করিবেন, গায়ত্রীমন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত তিন অযুত গায়ত্রী জপ (যথাবিধি জপ করিতে হইবে, যথাবিধি জপ না করিলে, তিন অযুত কেন, তিন কোটি গায়ত্রী জপ করিলেও, ফললাভ হইবে না, বর্ত্তমানকালে লক্ষ লক্ষ গায়ত্রী জপ করিয়াছেন, এইরূপ পুরুষও দুই চারি জন পাওয়া যায়, কিন্তু যত সংখ্যক গায়ত্রী জপ করিলে, শাস্ত্র যে ফল হইবে, বলিয়াছেন, যিনি তাহা হইতে অধিকতর সংখ্যক জপ করিয়াও, সেই ফল প্রাপ্ত হয়েন নাই, আমরা বলিব, তাঁহার যথাযথভাবে জপ করা হয় নাই।) করিবেন, অপিচ সর্ব্ব বেদমন্ত্রসিদ্ধির জন্য এক লক্ষ গায়ত্রী জপ করবেন। তিন অযুত গায়ত্রী জপপূর্ব্বক যাঁহার গায়ত্রী সিদ্ধি হইবে, সেই ভূদেবের সহিত ত্রিদিববাসী দেবগণের কোন অংশে পার্থক্য থাকিবে না। তাহার পর যিনি লক্ষ গায়ত্রী জপ করিবেন, তাঁহার সর্ব্ববেদমন্ত্রের সিদ্ধি

হইবে, বেদমন্ত্র সকল তাদৃশ পুরুষের সমীপে কামধেনুর ন্যায় হইবেন।" ইহার পর মহর্ষি শৌনক কোন্ বেদমন্ত্রের কিরূপ শক্তি, কোন্ মন্ত্রদ্বারা কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হয়, বিস্তারপূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়াছেন। মহর্ষি শৌনক কোন মন্ত্রের কি শক্তি তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমেই বলিয়াছেন, হে ভূসুরবৃন্দ (হে ব্রাহ্মণগণ)। তোমরা বিশ্বাসদ্বারা সমাহিত-চিত্ত হইয়া আমি বেদমন্ত্রের শক্তিসম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। * মহর্ষি শৌনকের এই সকল কথাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন, এই ভারতবর্ষে (ব্রাহ্মণবংশধরদিগের মধ্যেও) কয়জন তাদৃশ পুরুষ আছেন? ব্রাহ্মণ ভিন্ন শৌনকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা অন্যের পক্ষে অসম্ভব। ব্রাহ্মণ বলিতে কাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছি? মহর্ষি শৌনক 'ভুসূর' বলিতে যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, 'ব্রাহ্মণ' বলিতে আমরা তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছি, যজ্ঞোপবীতধারী পুরুষমাত্রকেই লক্ষ্য করি নাই। শৌনকের কথায় যাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন পরিতে পারিবেন না, শৌনকের উপদেশানুসারে যাঁহারা বেদমন্ত্র সকলকে কামধেনু করিবার জন্য যথাপ্রাণ চেষ্টা করিবেন না। ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিলেও, তাঁহারা ব্রাহ্মণোচিত প্রতিভা-বিহীন, তাঁহাদের গুণগত ব্রাহ্মণত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। এস্থলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, এই অকিঞ্চন গ্রন্থলেখকও আপনাকে অব্রাহ্মণ বলিয়াই বিশ্বাস করে।

কর্ম্মসমূহের স্বরূপ চিন্তা করিলে, প্রতিপন্ন হয় না কি, শব্দই বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের নিষ্পাদক? আমি যে, ইচ্ছামাত্র আমার হাত তুলিতে পারি, পা নাড়িতে পারি, একস্থান হইতে

---

* "নিষ্কৃতির্নহি বেদানাং মন্ত্রাণাং কলিদোষতঃ।
কলিদোষনিবৃত্ত্যর্থং গায়ত্রীমাশ্রয়েদ্দ্বিজঃ।।
* * * *
প্রথমং লক্ষ গায়ত্রীং সপ্তব্যাহৃতিসংপুটাং।
ততঃ সর্ব্বে বেদমন্ত্রৈঃ সর্ব্বসিদ্ধিং চ বিন্দতি।।
* * * *
বেদমন্ত্রাস্ততঃ সম্যগ্‌দ্বিজানাং কামধেনবঃ।"—শৌনকোক্ত ঋগ্‌বিধান।

স্থানান্তরে গমন করিতে সমর্থ হই, তাহার কারণ কি? বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম (Voluntary action) কিরূপে সম্পন্ন হয়? যে সকল কর্ম্ম সংকল্পপূর্ব্বক, মানস কর্ম্ম যাহাদের পূর্ব্বভাব, অধ্যবসায়াদি সূক্ষ্ম অবস্থাসমূহ অতিক্রমপূর্ব্বক যাহারা স্থূল অবস্থায় উপনীত হয়, যাহারা মনের শাসনাধীন, তাহাদিগকে বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম বলা হয়, এবং যে সকল কর্ম্ম সংকল্পপূর্ব্বক নহে, মানসকর্ম্ম যাহাদের পূর্ব্বভাব নহে, যে সকল কর্ম্মের উপরি মনের প্রভুত্ব নাই, সেই সকল কর্ম্মকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক (Involuntary action) বলা হইয়া থাকে। নরশরীর বিজ্ঞান (Human physiology)। শারীর কর্ম্মসমূহের ব্যাখ্যা করিবার, এবং মনোবিজ্ঞান (Psychology) মানস-কর্ম্মসমূহের স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা করেন, আধুনিক মনোবিজ্ঞানকে শরীরবিজ্ঞান হইতে পৃথগ্‌রূপে অবধারণ করা কঠিন হইয়াছে, আধুনিক মনোবিজ্ঞান ক্রমশঃ শরীরবিজ্ঞানেরই আকার ধারণ করিতেছেন। তাহা না করিয়াই বা করেন কি? অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মকে নরশরীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান স্বয়ংসিদ্ধ (Automatic), প্রত্যাবৃত্ত (Reflex), সাহজিক বা যাদৃচ্ছিক (Spontaneous) ইত্যাদি নামে লক্ষ্য করিয়াছেন। স্বয়ংসিদ্ধ (Automatic) কর্ম ও প্রত্যাবৃত্ত (Reflex) কর্ম্ম, ইহারা ভিন্ন-জাতীয় কর্ম্ম নহে। ডাক্তার ওয়ালার (A. WALLER, M.D) বলিয়াছেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম (Voluntary action) এবং স্বয়ংসিদ্ধ ও প্রত্যাবৃত্ত কর্ম্ম, আধিভৌতিক দৃষ্টিতে (Objective point of view) ইহাদের ভেদ (*Differentia*) কেবল কাল বা সংখ্যাকৃত—শুদ্ধ ক্রমজনিত। অব্যবহিত বা দ্রুত এক—অদ্বিতীয় পরিস্পন্দ-প্রতিক্রিয়াই প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া; অব্যবহিত পরিস্পন্দ প্রতিক্রিয়ামালাই স্বতঃসিদ্ধ ক্রিয়া; এবং বিলম্বিত পরিস্পন্দ-প্রতিক্রিয়াই বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম। * বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম যে, অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম

---

* "From the objective point of view of the observer and experimenter, the most definite *differentia* between reflex, automatic, and voluntary actions is afforded by the time factor A reflex act is a single immediate motor reaction; an automatic action is a series of immediate motor reaction, voluntary action is delayed motor reaction "

– *Physiology, p. 297*

হইতে ভিন্ন-জাতীয় নহে, আধুনিক নরশরীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মও অত্যন্ত গূঢ় এবং জটিল প্রত্যাবৃত্তক্রিয়াবিশেষ (A highly disguised and complicated form of reflex action), ওয়ালার এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারও বলা বাহুল্য, এইরূপ মতাবলম্বী। যাহাই হউক, এখন বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, তাহা চিন্তা করিতে হইবে। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে, বুদ্ধি, মনঃ, ইচ্ছা ইত্যাদি পদার্থের তত্ত্ব অনুসন্ধেয়। বুদ্ধি, মনঃ, ইচ্ছা, ইহারা চৈতন্যপ্রতিবিম্বিত সত্ত্বাদি গুণত্রয়েরই পরিণাম। কাম, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি ইত্যাদিকে শ্রুতি মনেরই ভিন্ন-ভিন্ন বৃত্তি বলিয়াছেন। ন্যায়মতে জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন, দ্বেষ ইত্যাদি আত্মার ধর্ম্ম বা গুণ। একথাও শ্রুতি বা অন্যান্য দর্শনের বিসংবাদী নহে। শতপথ ব্রাহ্মণ এবং-ঐতরেয় আরণ্যক প্রাণ, মনঃ ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে আত্মারই কর্ম্মজ নাম বলিয়াছেন। 'আত্মা' শব্দটী এস্থলে জীবাত্মারই সচক বুঝিতে হইবে। 'আত্মার কর্ম্মজ নাম' এই কথাটীর গর্ভে অনেক তথ্য আছে। আত্মা হইতে ইচ্ছার (Valition) উৎপত্তি হয়, ইচ্ছা হইতে প্রযত্নের উৎপত্তি হয়, প্রযত্ন হইতে চেষ্টার উৎপত্তি হয়, এবং চেষ্টা হইতে বাহ্য কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মহর্ষি কণাদ কর্ম্মকে প্রযত্ননিষ্পাদ্য (Determinable by valition) ও নোদনাদি-নিষ্পাদ্য (Produced by impulse, impact, etc.), এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যখন আমরা আমাদের হস্ত উত্তোলন করি, তখন হস্তে প্রযত্ননিষ্পাদ্য কর্ম্ম হইয়া থাকে। হস্তের উত্তোলন, পদসঞ্চারণ ইত্যাদি পৈশিক কর্ম্মবিশেষ (Particular kind of muscular action)। হস্তের উৎক্ষেপণরূপ কর্ম্মের হস্ত সমবায়িকারণ, প্রযত্নবৎ আত্মসংযোগ অসমবায়িকারণ, এবং প্রযত্ন (Volition) নিমিত্তকারণ ("আত্মসংযোগ প্রযত্নাভ্যাং হস্তো কর্ম্ম।"-বৈশেষিকদর্শন)। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, হস্তের উত্তোলন-কর্ম্মের ব্যাখ্যাদ্বারা মনের কর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে ("হস্তকর্ম্মণ

মনসঃ কর্ম্ম ব্যাখ্যাতম্।" —বৈশেষিকদর্শন)। কি জড়বিজ্ঞান, কি অধ্যাত্মবিজ্ঞান, সকলেই কর্ম্মের স্বরূপ বর্ণন করেন। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্ম্মেরই ভিন্ন-ভিন্ন রূপ।" জড়বিজ্ঞান কর্ম্মের স্বরূপ বর্ণন করিতে যাইয়া, ভূত বা পরমাণু এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই শক্তিদ্বয়, ইহাদিগকে কর্ম্মের কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন. অধ্যাত্মরাজ্যের কর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, অধ্যাত্মতত্ত্ব-চিন্তকগণ আত্মা, বুদ্ধি, মনঃ ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও স্থূলশরীর, এই সকল পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। কি বাহ্যপদার্থ, কি আন্তরপদার্থ সকলেই যে, ত্রিগুণপরিণাম, শ্রুত্যাদি শাস্ত্র পাঠে তাহা বিদিত হইয়াছি। বেদ ও বেদবাদী বৈয়াকরণেরা, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, শব্দকেই বিশ্বজগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ বলিয়াছেন, ইহাদের মতে পদার্থমাত্রেই শব্দ। বেদ ও বেদাঙ্গ ব্যাকরণশাস্ত্র যে শব্দকে বিশ্বজগতের কারণ বলিয়াছেন, বিশ্বকারণ সেই শব্দ কি, নৈয়ায়িকদিগের ঈশ্বর, আত্মা, পরমাণু কাল ও অদৃষ্ট? সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ? বিজ্ঞানের পরমাণু এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তি? ইহারা কি এক অবিশেষ শব্দনামক পদার্থ? প্রশ্নটির সমাধান করিতে হইলে, বৈয়াকরণেরা শব্দ বলিতে কোন্ পদার্থকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করা উচিত। শব্দ বলিতে বিজ্ঞান বায়ুর ক্রিয়া বা গতি-বিশেষকেই (Motion) । লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ন্যায়বৈশেষিক মতে শব্দ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণপদার্থ।

বৈয়াকরণ-শিরোমণি ভর্ত্তৃহরি স্ব-প্রণীত বাক্যপদীয় নামক গ্রন্থে 'শব্দ' বলিতে মায়াশবল ব্রহ্মকেই গ্রহণ করিয়াছেন ("অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্ । বিবর্ত্ততেহর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ ।।" —বাক্যপদীয়) শব্দই জ্ঞাতা, আবার শব্দই জ্ঞেয়, শব্দই গ্রাহক ,আবার শব্দই গ্রাহ্য । গ্রাহ্যত্ব ও গ্রাহকত্ব, ইহারা যেমন এক তেজের দুই শক্তি, সেইরূপ প্রতিপাদ্যত্ব, ও প্রতিপাদকত্ব ইহারা এক শব্দেরই দুই শক্তি ("গ্রাহ্যত্বং গ্রাহকত্বং চ দ্বে শক্তী তেজসো যথা। তথৈব সর্ব্বশব্দানামেতে পৃথগবস্থিতে।।"— বাক্যপদীয়)। শব্দ হইতে কিরূপে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা জানিতে হইলে, ব্রহ্ম হইতে

যেরূপে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, অথবা পুরুষ বা চৈতন্যাধিষ্ঠিত ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে যেরূপে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, অথবা ঈশ্বর, পরমাণু, অদৃষ্ট, কাল ও আত্মা হইতে যেরূপে জগতের আরম্ভ হইয়াছে, অথবা ভূত, ভৌতিকশক্তি ও ভৌতিক শক্তিসাতত্য হইতে যেরূপে বিশ্বের পরিণাম হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে হইবে। ভর্ত্তৃহরি দেখাইয়াছেন, শব্দকেই পরমাণুবাদিরা পরমাণুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, প্রযত্নদ্বারা সমীরিত— প্রণোদিত শব্দাখ্য পরমাণুসমূহ অভিবজ্যমান স্বীয়শক্তিতে, বাষ্প যেমন মেঘরূপে প্রচিত—ঘনীভূত হয়, সেইরূপ—প্রচিত হইয়া থাকে। ভেদ ও সংসর্গ (Separative and aggregative power) - বৃত্তিক, পরমাণুসমূহ শব্দ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। প্রযত্ন-সমীরিত আকাশ হইতে শব্দাখ্য পরমাণুসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। শব্দকে বায়ুর বিকার বা কার্য্য বলা হয় কেন? অজস্রবৃত্তি ধ্বনি বা শব্দ সূক্ষ্ম বায়ুর ন্যায় অখিল মূর্ত্তদ্রব্যের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত আছে। এই ধ্বনিকে কেহ কেহ 'আকাশ' বলিয়া থাকেন। সূক্ষ্ম-বায়ুর যেমন স্বীয় স্পন্দন হইতেই অভিব্যক্তি স্থূলতা-প্রাপ্তি হয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম শব্দ স্ব-নিমিত্তদ্বারা অভিব্যক্ত, প্রচিত ও বিক্রিয়ারূপ হইয়া, শ্রোত্রদেশ প্রাপ্ত হইলে, উপলব্ধ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত শব্দকে বায়ুর কার্য্য বলা হয়। বায়ু বস্তুতঃ স্পন্দন বা গতির (Motion) বাচক।* শব্দের গ্রাহ্য(Objective) রূপ দেখাইয়া, ভর্ত্তৃহরি ইহার গ্রাহক (Subjective)-রূপ দেখাইয়াছেন, জ্ঞান যে, শব্দ ভিন্ন পদার্থ নহে, তাহা বুঝাইয়াছেন। সূক্ষ্ম বাগাত্মাতে অবস্থিত আন্তর জ্ঞান, স্বীয় অভিব্যক্তির নিমিত্ত শব্দরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এই জ্ঞানাত্মক শব্দ মনোভাব প্রাপ্ত ও তেজদ্বারা পরিপক্ক হইয়া প্রাণবায়ুতে প্রবেশ করে। তদনন্তর ইহার

---

* "অজস্রবৃত্তির্যঃ শব্দঃ সূক্ষ্মত্বাচ্চোপলভ্যতে।
ব্যঞ্জনাদ্বায়ুরিব স স্বনিমিত্তাৎ প্রতীয়তে।।"
"অণবঃ সর্ব্বশক্তিত্বাদ্ভেদসংসর্গবৃত্তয়ঃ।
ছায়াতপতমঃশব্দভাবেন পরিণামিনঃ।।
স্বশক্তৌ ব্যজ্যমানায়াং প্রযত্নেন সমীরিতাঃ।
অভ্রাণীব প্রচীয়ন্তে শব্দাখ্যাঃ পরমাণবঃ।" — বাক্যপদীয়া।

স্থূলরূপে অভিব্যক্তি হয়।* পাণিনীয় শিক্ষাতেও শব্দের অভিব্যক্তি-সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ আছে। ভর্ত্তৃহরি শব্দের যে রূপ দেখাইয়াছেন, বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়ই শব্দের সে রূপকে বিশ্বের কারণ বলিতে অসম্মত হইবেন না। রাসায়নিক পণ্ডিত শব্দকে তাঁহার হাইড্রোজেনাদি রূঢ়পদার্থরূপে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইবেন না। সাংখ্যাচার্য্যগণের কি, যথোক্তলক্ষণ শব্দকে পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতি বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি হইতে পারে? আমাদের মনে হয়, কোনই আপত্তি হইতে পারে না। ভগবান্ বাদরায়ণ যখন শব্দকে দেবতাদি অখিল প্রপঞ্চের প্রভব—উৎপত্তি-কারণ বলিয়াছেন, তখন তিনি যে, যথোক্ত-লক্ষণ শব্দকে বিনা বাধায় বিশ্বকারণ বলিবেন, তাহা বলা বাহুল্য। মহর্ষি জৈমিনিরও এই মত। নৈয়ায়িকগণ (নব্য নৈয়ায়িকগণকে লক্ষ্য করি নাই) 'শব্দ' এই নামের জন্য কিছু আপত্তি করিতে পারেন, কিন্তু 'শব্দ', এই পদদ্বারা যৎপদার্থ লক্ষিত হইয়াছে, তৎপদার্থ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনরূপ আপত্তি না হইবারই কথা।

শব্দের পরিচিত রূপের তত্ত্বচিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই, সর্ব্বাগ্রে বর্ণের কথা মনে পড়িয়া থাকে। বর্ণের সমূহ পদ, পদের সমূহ বাক্য। বর্ণ কোন্ পদার্থ? বর্ণ কোন্ পদার্থ, যথাযথভাবে তাহা জানিতে হইলে, শক্তি এবং শক্তির স্পন্দনতত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইতে হইবে। প্রতিশাখ্য (শৌনকমুনি-বিরচিত পার্ষদসূত্র বা ঋক্‌প্রাতিশাখ্য, শুক্ল ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় প্রাতিশাখ্য, সামবেদীয় প্রাতিশাখ্য ইত্যাদি), পাণিনি, বার্ত্তিক ও মহাভাষ্য, শিক্ষাগ্রন্থসমূহ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এই সকল বেদাঙ্গের সদগুরুর সকাশ হইতে অধ্যয়ন আবশ্যক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হওয়া প্রয়োজনীয়। তাহার পর, যথোচিত জ্ঞানপিপাসা, সত্যানুসন্ধিৎসা, শ্রমশীলতা ইত্যাদি গুণ থাকা চাই, তাহার পর, হৃদয়কে বিগলিতাভিমান করিতে হইবে, সরল করিতে হইবে, যথাসম্ভব রাগ-দ্বেষ-

---

* "অথেদমান্তরং জ্ঞানং সূক্ষ্ম-বাগাত্মনা স্থিতম্।
বাক্তয়ে স্বস্য রূপস্য শব্দত্বেন নিবর্ত্ততে।।" ——বাক্যপদীয়।

বিনির্ম্মুক্ত করিতে হইবে। এই সকল উপদেশ সাধারণতঃ হৃদয়গ্রাহী হইবে না জানিয়াও, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি বন্ধুভাবে তাহা নিবেদন করিতেছি। এইরূপ উপদেশমত কার্য্য করা, না করা তো শ্রোতার ইচ্ছাধীন। প্রাতিশাখ্য,পাণিনি, শিক্ষা ইত্যাদি অধ্যয়ন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চ্চা না করিলে কি, মানুষের অভীষ্ট সিদ্ধির অন্য পথ নাই? ঋষিরা কি, পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াছিলেন? যাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন করিবেন, আমরা তাঁহাদিগকে কোন কথা বলিতেছি না, বুঝিতে হইবে। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক না হইলে, বৈদিক হওয়া যায় না, দূরবগাহ শাস্ত্র-পারাবারে অবগাহন করা যায় না, ঋষিত্ব প্রাপ্তি হয় না, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না, ইহা জানানই আমাদের উদ্দেশ্য। ঋষিরা পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে যাইবেন কেন? তাঁহারা বিজ্ঞানেরই অনুশীলন করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান বস্তুতঃ প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা বিশেষিত হয়েন না। আমরা এক্ষণে বিজ্ঞান-বিহীন হইয়াছি, প্রতীচ্য-দেশবাসিগণ বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতেছেন, তা'ই 'পাশ্চাত্য' শব্দ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হইয়াছে। যাউক এ সকল কথা।

মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন, 'প্রযোক্তার ঈহা—চেষ্টা বা প্রযত্ন গুণসন্নিপাতে গুণবিশেষযোগবশতঃ ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণের আকার ধারণ করিয়াছে ("প্রযোক্তুরীহা গুণসন্নিপাতে বর্ণীভবন্ গুণবিশেষযোগাৎ।"-ঋক্‌প্রাতিশাখ্য)। মহর্ষি শৌনকের এই অতীব গম্ভীরার্থক স্বল্পাক্ষর উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে, কিরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন, ধীমান্ পাঠক তাহা চিন্তা করিবেন। মহর্ষি শৌনকের বর্ণের স্বরূপনিরূপক এই স্বল্পাক্ষর উপদেশের তাৎপর্য পরিগ্রহ করিতে হইলে কি, ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও গণিতের (গণিত বলিতে কেবল পাটিগণিতের হরণ-পূরণকে লক্ষ্য করি নাই। বীজগণিত, ক্ষেত্রমিতি, ত্রিকোণমিতি, বলবিজ্ঞান, স্থিতিবিজ্ঞান ইত্যাদি উচ্চগণিতকে লক্ষ্য করিয়াছি) সমীচীন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না? শরীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সাহায্য-গ্রহণ

আবশ্যক হয় না? শৌনকের উক্ত উপদেশের মর্ম্মগ্রহণ কি, প্রকৃত দার্শনিক ভিন্ন অন্যের সাধ্য হইতে পারে? যোগী ভিন্ন ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে কি, অন্য কেহ যোগ্য হইতে পারেন? বেদ ও বেদাশ্রিত শাস্ত্রসমূহ বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া, যে সকল কথা বলিয়াছেন, এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে বিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্র হইতে যে সকল কথা উদ্ধৃত হইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস, তৎসমুদায়ের নির্গলিতার্থ মহর্ষি শৌনকের এই কতিপয় অক্ষরাত্মক উপদেশগর্ভে বিরাজ করিতেছে। কেবল তাহা নহে, ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, ও গণিত, ইহাদের বীজও উহার মধ্যে নিহিত আছে। বিশ্বজগৎ শব্দের পরিণাম, ছন্দঃ বা বেদ হইতে বিশ্বজগৎ প্রথম বিবর্ত্তিত হইয়াছে (শব্দস্য,পরিণামোহয়মিত্যামায়বিদো বিদুঃ। ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্ত্তত।"-বাক্যপদীয়), বেদবাদিগের এই কথার মধ্যে কি, কোন সার আছে? যদি থাকে, তবে তাহা কিরূপে সমধিগত হইতে পারে? বেদান্তের চর্চ্চা আজকাল এ দেশে প্রবলবেগেই চলিতেছে, যেখানে সেখানে বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়, এ দেশের ইদানীং বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই বৈদান্তিক। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, শারীরকসূত্রপ্রণেতা ভগবান বাদরায়ণের "দেবতাদি বিশ্বপ্রপঞ্চ শব্দ হইতে সম্ভূত হইয়াছে",নবীন বৈদান্তিকগণ আমাদিগকে দয়া করিয়া, এই কথার অভিপ্রায় কি তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন? ভগবান্ বাদরায়ণের এই কথার কোনই অর্থ নাই, ইহা যুক্তি বা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা, অন্যে এইরূপ মত প্রকাশ করিতে পারিলেও, আমাদের ধারণা, বৈদান্তিকগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিবে না।

বর্ণের উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, পিঙ্গলাচার্য্য বলিয়াছেন,আত্মা বুদ্ধিদ্বারা অর্থ বা প্রয়োজন নিশ্চয়পূর্ব্বক, মনকে তাহা বলিবার জন্য-প্রকটিত করিবার নিমিত্ত প্রেরণ, করেন, মনঃ কায়ান্তর্বর্ত্তী অগ্নিকে, এবং অগ্নি বায়ুকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। বায়ু এইরূপে প্রেরিত হইয়া, উদীর্ণ— উর্দ্ধগত ও মূর্দ্ধদেশে অভিগত হইয়া, মুখবিবরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বর, কাল, প্রযত্ন, স্থান ও অনুপ্রদান, ইহাদের ভেদানুসারে ক,

খ, গ, ইত্যাদি বর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকেন। * শব্দ বা বাক্‌কে বেদ ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্র, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বৈখরী শব্দের সহিতই আমাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, শব্দের আর ত্রিবিধ অবস্থা গুহানিহিত, হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী, আমাদের অতীন্দ্রিয়। ঋগ্বেসংহিতার দ্বিতীয়া ষ্টকের ১৬৪ সূক্তে উক্ত হইয়াছে, লোকে যে বাক্ বিদ্যমান, তাহা চতুর্দ্ধা বিভক্ত অখণ্ড—অব্যাকৃত কৃৎস্ন বাক্ চতুর্দ্ধা—চারি প্রকারে ব্যাকৃত বা বিভক্ত হইয়া থাকেন। তৈত্তিরীয়সংহিতা বা কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ বলিয়াছেন, বৈদিক মন্ত্ররূপা বাক পূর্ব্বে (সৃষ্টির অগ্রে) সমুদ্রঘোষবৎ এক অখণ্ড বা অবিভক্তভাবে বিদ্যমান ছিলেন ("বাগ্বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদৎ * * * "— তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৬।৪।৭)। তৎপরে ইন্দ্র—পরমেশ্বর দেবতাগণ-কর্ত্তৃক 'অব্যাকৃত বাক্‌কে ব্যাকৃত—বিভক্ত করিয়া দিন্', এইরূপ প্রার্থিত হইয়া, উহাকে চারি-ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন।* সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন, এক নাদাত্মিকা বাক্ মূলাধার হইতে উদিতা হইয়া, 'পরা', এই নামে অভিহিতা হয়েন। নাদের সূক্ষ্মত্ববশতঃ দুর্নিরূপণীয় বলিয়া, হৃদয়গামিনী সেই পরাবাক্ 'পশ্যন্তী', এই নামে (যোগীগণের দ্রষ্টব্যা, তা'ই 'পশ্যন্তী নাম হইয়াছে) উক্তা হয়েন। হৃদয়াখ্য মধ্যদেশে উদীয়মানা তিনিই বুদ্ধিগত বিবক্ষা (বলিবার ইচ্ছা) প্রাপ্ত হইলে, 'মধ্যমা' এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকেন। এবং বক্ত্রে অবস্থানপূর্ব্বক কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ প্রভতি স্থানের ব্যাপারদ্বারা যখন বহির্গমন করেন, তখন 'বৈখরী', এই

---

* "আত্মা বুদ্ধা সমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্।।"
* * * *
সোদীর্ণো মূর্দ্ধ্ন্যভিহতো বক্ত্রমাপদ্য মারুতঃ।
বর্ণাঞ্জনয়তে তেষাং বিভাগঃ পঞ্চধাস্মৃতঃ।
স্বরতঃ কালতঃ স্থানাৎ প্রযত্নাসূপ্রদানতঃ।। — পাণিনীয়-শিক্ষা।
"চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মণীষিণঃ।।
গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।।"—
ঋগ্বেদসংহিতা।

আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্রবর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত এই সকল বাক্যের কতদূর একতা আছে, জ্ঞানপিপাসুর তাহা চিন্তনীয়। সারদাতিলক প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রে, মহাভারতে, ভর্ত্তৃহরি বিরচিত বাক্যপদীয় নামক গ্রন্থে শব্দের পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শব্দব্রহ্মই 'পরা'—নামক শব্দাবস্থা, তিনিই চৈতন্যরূপিণী কুণ্ডলী শক্তি। এই চৈতন্যরূপিণী কুণ্ডলীশক্তি বা পরা শব্দাবস্থা হইতে পশ্যন্ত্যাদিরূপে বেদরাশির আবির্ভাব হইয়া থাকে। বৈখরী শব্দই বিরাট্স্থানীয় ("বিশেষেণ খরত্বাদ্বৈখরী বিরাট্স্থানীয়া।" — ধ্যান বিন্দূপনিষদের দীপিকা)। পরশক্তিরূপত্ববশতঃ 'পরা', এবং জ্ঞানাত্মকত্ববশতঃ 'পশ্যন্তী', এই নাম হইয়াছে। নারায়ণতীর্থ বলিয়াছেন, মধ্যমা হিরণ্যগর্ভস্থানীয়। শব্দসৃষ্টি ও অর্থসৃষ্টি, সৃষ্টিকে শাস্ত্র প্রকারান্তরে এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সর্ব্বসৃষ্টির মূলস্বরূপ, সৃষ্ট্যুন্মুখ অব্যক্ত বা বিন্দু হইতে মহতের ও মহৎ হইতে অহংকারের উৎপত্তি হয়। অহংকার সাত্ত্বিক বা বৈকারিক, রাজস বা তৈজস, এবং ভূতাদি বা তামস, এই ত্রিবিধ। বৈকারিক অহংকার হইতে দেবগণের, তৈজস অহংকার হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের, এবং ভূতাদি বা তামস অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইতঃপর বিরাটের আবির্ভাব হয়। ইহার নাম 'অর্থসৃষ্টি'। শব্দ ব্রহ্ম হইতে যে, পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চতুর্ব্বিধ শব্দ বিভাগ, তাহা 'শব্দসৃষ্টি'।

পূজ্যপাদ নাগেশভট্ট স্বপ্রণীত মঞ্জুষানামক উপাদেয় গ্রন্থে (মঞ্জুষা ব্যাকরণ-দর্শন) শব্দ হইতে কিরূপে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, 'নিয়তকাল-পরিপক্ক' নিখিল প্রাণিকর্ম্ম, উপভোগদ্বারা প্রক্ষীণ হইলে, জগৎ স্থূল অবস্থা ত্যাগ করিয়া স্বকারণ ঈশ্বরে প্রলীন—লয়প্রাপ্ত হয়। 'লয়প্রাপ্ত হয়' বলাতে ইহা একেবারে প্রধ্বস্ত হয়, বুঝিতে হইবে না। 'লয়' প্রাদুর্ভাবফলক (প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ফল যাহার, তাহা

প্রাদুর্ভাব-ফলক) ইহা আত্যন্তিক নাশার্থক নহে। প্রলয়াবস্থাতে কিছুকাল অবস্থান করিবার পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ান্যায়ে, প্রাণিদিগের সকামভাবে কৃত কর্ম্ম সকল যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ ভগবানের অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি—মায়া ও পুরুষের প্রাদুর্ভাব হয়, তৎপরে পরমেশ্বরের সিসৃক্ষাত্মিকা (সিসৃক্ষা—সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইয়াছে আত্মা—স্বরূপ যাহার) মায়ার বৃত্তি স্ফুরিত হইয়া থাকে। তদনন্তর বিন্দুরূপ ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আর্বিভাব হইয়া থাকে। ইহারই নাম 'শক্তিতত্ত্ব'। এই বিন্দুর অচিদংশ (জড়ভাগ) 'বীজ', চিদচিৎ-মিশ্র অংশ 'নাদ', এবং চিদংশ 'বিন্দু'। 'অচিদংশ' কাহাকে বলে? 'অচিৎ' শব্দদ্বারা শব্দ ও অর্থ, এই উভয়ের সংস্কাররূপ 'অবিদ্যা' নামক পদার্থ লক্ষিত হইয়াছে। 'শব্দ ও অর্থ, এই উভয়ের সংস্কাররূপ অবিদ্যা- নামক পদার্থই 'অচিৎ' শব্দদ্বারা লক্ষিত হইয়াছে', এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি? পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, 'অনাদি কর্ম্মসংস্কারই অবিদ্যা', শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতাতে 'অবিদ্যা' শব্দের কর্ম্ম বুঝাইতে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কর্ম্ম শব্দ ও অর্থের সংস্কার ব্যতীত হয় না। কি জড়, কি উদ্ভিদ, কি জীব, সকলেই শব্দার্থের সংস্কার (Impression registered)- বংশ কর্ম্ম করিয়া থাকে। এই শব্দার্থের সংস্কারকে গ্রন্থান্তরে 'প্রতিভা' -নামেও উক্ত করা হইয়াছে। ভর্ত্তৃহরি এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), ইন্দ্রিয়গণের বিন্যাস, প্রাণবায়ুর উর্দ্ধে গমন ইত্যাদি ব্যাপার শব্দ ভাবনা--শব্দ সংস্কার ব্যতীত হয় না। নরশরীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্র, ইহারাও যে, স্পষ্টভাবেই, হউক অস্পষ্টভাবেই হউক, এই কথা বলিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক একটু চিন্তা করিলে,তাহা বুঝিতে পারিবেন। তবে 'শব্দ', এই পদ বেদাদি শাস্ত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, অগ্রে তাহা স্থির করিতে হইবে, 'সাউণ্ড' (Sound), এই পদের সাধরণতঃ পরিচিত অর্থ উক্ত শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য-গ্রহণ-পথের বিশেষ সহায় হইবে না। আধিভৌতিক—দৃষ্টিতে 'শব্দ'-পদ শক্তি, কর্ম্ম বা মোশন্ (Motion)-মাত্রের বাচক। তাপ, তড়িৎ,

আলোক, চৌম্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, সংহতি (Cohesion), রাসায়নিক আকর্ষণ ইত্যাদি পদার্থ শব্দেরই ভিন্ন-ভিন্ন পরিণাম, এই কথা স্মরণ করিতে হইবে।

যথোক্ত 'বিন্দু' নামে লক্ষিত পদার্থ হইতে শব্দব্রহ্মাপরনামধেয় (শব্দ ব্রহ্ম হইয়াছে অপর—অন্য নাম বা সংজ্ঞা যাহার), বর্ণাদি বিশেষরহিত, জ্ঞানপ্রধান, সৃষ্ট্যুপযোগী অবস্থা-বিশেষ-রূপ, চেতন মিশ্র নাদমাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। জগতের উপাদান এই শব্দব্রহ্ম বা নাদ-সংজ্ঞক পদার্থ পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চারি অবস্থায় বিভক্ত হয়েন। *

সারদাতিলক নামক তন্ত্রগ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে, শক্তিময় পরমেশ্বর জগদাকার ধারণ করিবার সময় বিন্দু, নাদ ও বীজ, এই ত্রিধা ভিন্ন হয়েন, পুরুষ প্রকৃতি ও কাল, এই ত্রিবিধভাবে বিবর্ত্তিত হয়েন। 'বিন্দু' শিবাত্মক (চিদাত্মক), 'বীজ' শক্ত্যাত্মক, এবং 'নাদ' উভয়াত্মক, 'নাদ' শিব-শক্ত্যাত্মক বা চিদচিদাত্মক ('বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্ম্মিথঃ। সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ।।" —সারদাতিলক)।। ধ্যানবিন্দূপনিষদের দীপিকাতে এই বিষয়টী বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নারায়ণতীর্থ বলিয়াছেন, 'বিন্দু' শিব ও শক্তি, এই উভয়াত্মক, ইনি ক্ষোভ্য, ক্ষোভক ও সম্বন্ধরূপ, এই ত্রিবিধ। শিবাত্মাতে ইনি 'বিন্দু'-নামে, শক্ত্যাত্মাতে 'বীজ'-নামে, এবং সম্বন্ধরূপে 'নাদ', এই সংজ্ঞায় উক্ত হইয়া থাকেন। 'নাদ' হইতে, সংস্থানাদি-ভেদে বর্ণকালের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ("স চ বিন্দুঃ শিব শক্ত্যুভয়াত্মকঃ ক্ষোভ্যক্ষোভক-সম্বন্ধরূপশ্চেতি ত্রিবিধঃ। শিবাত্ময়া বিন্দুসংজ্ঞঃ শক্ত্যাত্ময়া বীজসংজ্ঞঃ সম্বন্ধরূপেণ নাদসংজ্ঞঃ।" — ধ্যানবিন্দূপনিষদ্দীপিকা)।

বর্ণের উৎপত্তি কিরূপে হয়, সংক্ষেপে তাহা জানান হইল, শব্দই যে সর্ব্ববর্ণের প্রকৃতি—মূলকারণ, তাহা একরূপ হৃদয়ঙ্গম হইল। এক্ষণে বর্ণের ভেদসম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে উক্ত হইয়াছে, 'শব্দই সর্ব্ববর্ণের প্রকৃতি -— মূলকারণ' ("শব্দ প্রকৃতিঃ

* "প্রলয়ে নিয়তকালপরিপক্কানাং সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মণামুপভোগেন প্রলয়াম্লীন সর্ব্বজগৎকাময়া চেতন ঈশ্বরেলীয়তে। লয়শ্চায়ং পুনঃপ্রাদুর্ভাবফলকো নাত্যন্তিকো নাশঃ উত্তরসর্গানুপপত্তেঃ।" — মঞ্জুষা।

সর্ব্ববর্ণানাম্।" — তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্য, ২২শ অধ্যায়)। কারণের রূপভেদে কার্য্যের রূপভেদ হয়, অতএব বর্ণের যে, রূপভেদ হয়, বর্ণের প্রকৃতিভূত শব্দের রূপভেদই তাহার কারণ ("তস্য রূপান্যত্বে বর্ণান্যত্বম্।" — তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য)। 'অ', 'আ', 'ই', 'ক', 'খ', 'গ', ইত্যাদি বর্ণের রূপভেদ। পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, স্বর, কাল, স্থান, প্রযত্ন ও অনুপ্রদান, এই পাঁচটী বর্ণবিশেষের হেতু। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত-ভেদে স্বর ত্রিবিধ। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব উদাত্তাদি ত্রিবিধ স্বরের স্বরূপসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন। তাহা জ্ঞানপিপাসুর অবশ্য শ্রোতব্য। আয়াম—গাত্রের দৈর্ঘ্য, দারুণ্য—স্বরের কঠিনতা, অণুতা—গলবিবরের সংবৃততা, ইহারা শব্দের উদাত্ত-হেতু, উচ্চশব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে, এই সকল কর্তব্য। অন্ববসর্গ—গাত্রের বিস্তৃততা, মার্দ্দব—স্বরের স্নিগ্ধতা, গলবিবরের উরুতা—স্থূলতা, ইহারা শব্দের অনুদাত্ত-হেতু। বর্ণসকলের যে, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত, এই ত্রিবিধ ভেদ, তাহা কালকৃত। কণ্ঠাদি উচ্চারণস্থানের ভেদনিবন্ধন বর্ণসকলের মধ্যে যে ভেদ হইয়া থাকে। তাহাকেই স্থানতঃ ভেদ বলা হয়। বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে প্রযত্ন দ্বিবিধ, এই দ্বিবিধ প্রযত্নের মধ্যে পৃষ্ট, ঈষৎ পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত, ইহারা আভ্যন্তর প্রযত্ন, এবং বিবার, সংবার, শ্বাস, নাদ, ঘোষ, অমোঘ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত, ইহারা বাহ্য-প্রযত্ন। 'অনুপ্রদান' শব্দের অর্থ হইতেছে, 'পশ্চাৎ-প্রদান'। স্ব-স্ব স্থান হইতে উচ্চারণ ভেদে যে, অন্য স্থান প্রদত্ত হয়, তাহা 'অনুপ্রদান'। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য বলিয়াছেন, 'অনুপ্রদান', 'সংসর্গ', 'স্থান', 'করণ বিন্যয়' (করণবিন্যাস), এবং 'পরিমাণ' (মাত্রাকাল), এই পাঁচটী করণদ্বারা বর্ণবিশেষের উৎপত্তি হয়। *

---

* "অথ-বর্ণ-বিশেষোৎপত্তিঃ"।—
"অনুপ্রদানাৎ সংসর্গাৎ স্থানাৎ করণবিন্যয়াৎ।
জায়তে বর্ণ বৈশেষ্যং পরিমাণাচ্চ পঞ্চমাৎ।।" — তৈত্তিরীয়প্রতিশাখ্য।

* "সা বৈ বাক্ সৃষ্টা চতুর্ধা ব্যভবদেম্বেব লোকেষু ত্রীণি পশুষু তুরীয়ং যা পৃথিব্যাং সাগ্নৌ সারথন্তরে সান্তরিক্ষে সাবায়ৌ সা বামদেব্যে যা দিবি সাদিত্যে সাবৃহতি সা স্তনয়িত্নাবথ পশুষু ততো যা বাগত্যরিচ্যত তাং ব্রাহ্মণেষ্বদধুস্তস্মাদ ব্রাহ্মণা উভয়াং বাচং বদন্তি যা চ দেবানাং যা চ মনুষ্যাণামিত্যথৈষাক্ষরস্য।" — নিরুক্তধৃতব্রাহ্মণ।

যাঁহারা বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক, তাঁহারা অতঃপর চিন্তা করুন, এই সকল শাস্ত্রোপদেশের মধ্যে ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও গণিততন্ত্রের বীজ আছে কি না। রসায়নতন্ত্র ভূত ও ভৌতিক পদার্থজাতের বৈশেষ্যসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, ভূততন্ত্র তাপাদি ভৌতিক-শক্তিসমূহের ইতরেতরাশ্রয় সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বলবিজ্ঞান গতির (Motion) তারতম্যের যে সকল উপপত্তি করিয়াছেন, উক্ত স্বল্পাক্ষর শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিলে, সেই সকল উপদেশের মূলতত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিস্তারপূর্ব্বক ব্যাখ্যা না করিলে, এই সকল শাস্ত্রোপদেশের গুরুত্ব কত, তাহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসম্ভব। তবে আশা হয়, যাঁহারা হৃদয়বান্ বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা স্ব-স্ব প্রতিভাবলে, ইহাদের কথঞ্চিৎ মর্ম্ম-গ্রহণে সমর্থ হইবেন।

পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অগ্নি, বায়ু, তড়িৎ বারি, গ্রহ, নক্ষত্র, তরু, লতা, সকলেরই ভাষা আছে, সকলেই নাদাত্মক, সকলেই শব্দের ব্যবহার করে। বেদ বলিয়াছেন, শব্দতত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্মণগণ সকলের ভাষাই বুঝিতে পারেন, দেবগণের ভাষাও ইহাদের সুখবোধ্য, পশু-পক্ষ্যাদির ভাষাও ইহাঁদের দুর্বোধ্য নহে, আবার ভূত ও ভৌতিকশক্তির ভাষাও ইহাঁরা অনায়াসে বুঝিতে সমর্থ। * শব্দ হইতে যখন বিশ্বজগৎ আবির্ভূত হইয়াছে, তখন সকলের ভাষা আছে, এই কথা বিস্ময়জনক হইবে কেন? বৈজ্ঞানিক-গণ ভূত ও ভৌতিকশক্তির ভাষা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহাঁরা এই জন্য ভূত ও ভৌতিকশক্তির ভাষা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারগ হইয়াছেন তা'ই ভূত ও ভৌতিকশক্তির সহিত ইহার আলাপ হয়, ভূত ও ভৌতিকশক্তিকে ইঁহারা যা বলেন, উহারা তাহা (অবশ্য শব্দ প্রয়োগে যদি কোনরূপ ভ্রান্তি না থাকে) শ্রবণ করে, তাহার উত্তর প্রদান করে। শব্দতত্ত্ববিদ্ ঋা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ত্রিলোকের শব্দ বুঝিতেন, এইজন্য তাঁহারা ত্রিভুবনের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যে ছন্দে, যে স্বরে, যে কালে, যে মন্ত্রে যে দেবতাকে আবাহন করিলে, তাঁহার

শ্রুতিগোচর হয়, বেদের কৃপায় তাহা তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহারা দেবতাগণকে আবাহন করিতে পারিতেন, এই জন্য দেবতাগণ তাঁহাদিগকে দেখা দিতেন, তাঁহাদের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিতেন, উভয়ে উভয়ের ভাষা বুঝিতেন। বিজ্ঞান-লব-দুর্দ্দগ্ধ, ঈদৃশ ব্রাহ্মণদিগকেও ঈষৎ সভ্য বা বর্ব্বর বলেন, অহো কালমাহাত্ম্য! অহো দৈববিড়ম্বনা!

"সকলেরই ভাষা আছে', এই কথা সাধারণের প্রত্যয়-বিরুদ্ধ হওয়াই সম্ভব। অধ্যাপক বেন্ (Prof. BAIN) বলিয়াছেন, "শব্দ বা ভাষাব্যতীত জ্ঞান থাকিতে পারে।' এদেশের নৈয়ায়িকদিগের মধ্যেও অনেকে এই কথা বলিয়াছেন। যোগিশ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞানপারদর্শী ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের উপদেশ— "শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয় (জ্ঞান), ইহাদিগের ইতরেতর অধ্যাসবশতঃ তিনটিকেই এক বলিয়া বোধ হয়। বিভাগপূর্ব্বক ইহাদের প্রত্যেককে সংযম করিলে, সর্ব্বভূতের—সকল প্রাণীর ভাষাজ্ঞান হইয়া থাকে। পশু-পক্ষিগণ কি উদ্দেশ্যে, কখন কি রূপ শব্দ করিয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক শিক্ষিতম্মন্য পুরুষবৃন্দের রুচিকর হইবে না জানিয়াও, সত্যনিষ্ঠ ঋষি ও আচার্য্যগণের বহুশঃ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ তথ্য বলিয়া, জানাইতেছি, জ্যোতিষশাস্ত্রে পশু-পক্ষ্যাদির শব্দ দ্বারা শুভাশুভ লক্ষণ অবগত হইবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে। সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিগণ কোন্ কোন্ বর্ণের সহিত কোন্ কোন্ রাশির, কোন্ গ্রহের, কোন্ কোন্ ভূত ও ভৌতিক শক্তির ছন্দোগত সাদৃশ্য আছে, স্পন্দনের সাম্য আছে, তাহা নির্ণয় করিয়াছিলেন, বহু পরীক্ষাদ্বারা এই সত্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, শব্দের সহিত তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের সম্বন্ধ যে, নিত্য, ইহা যে, কাল্পনিক বা সাময়িক (Conventional) নহে, তাহাতে (অবশ্য আমাদের ধারণা) সন্দেহলেশ নাই। বুদ্ধিপূর্ব্বক, ও অবুদ্ধিপূর্বক এই দ্বিবিধ কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিতে যাইয়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগকে যেরূপ সঙ্কটাপন্ন হইতে হয়, বেদাদি শাস্ত্র হইতে শব্দের স্বরূপ শ্রবণ করিলে, তাঁহাদিগকে উক্ত দ্বিবিধ কর্ম্মের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার করিতে

প্রবৃত্ত হইয়া, সেইরূপ সঙ্কটাপন্ন হইতে হইবে না, তাহা হইলে, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, এই উভয়ের কোন্ কোন্ অংশে পরস্পর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে, তাহা অনায়াসে বিনিশ্চিত হইবে। কি বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, উভয়ই বেদ বা শব্দ দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, শব্দের ভাবনা বিনা পেশী আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হয় না, শব্দের ভাবনাব্যতীত স্নায়ু উত্তেজিত হয় না। কতিপয় পেশী আমাদের ইচ্ছাধীন হইল, এবং কতিপয় তদ্বিপরীত হইল, ইহার কারণ কি? বৈজ্ঞানিকগণ আমাদিগকে আজিও এই প্রশ্নের সান্তোষজনক উত্তর দান করেন নাই।

'নরশরীর-বিজ্ঞান' (Human Physiology) ও 'মনোবিজ্ঞান' (Psychology) 'উত্তেজন', (Excitation)-শব্দের বহুল ব্যবহার করিয়াছেন। 'একসাইটেশন্' (Excitation) শব্দের মূল অর্থ হইতেছে, 'বাহির হইতে ডাকা'—আহ্বান করা (Call from without)। শব্দ ব্যতিরেকে কেহ কাহাকেও আহ্বান করিতে পারে না। হস্তাদি অঙ্গের সঞ্চালন দ্বারা আহ্বান করাও কি, শব্দদ্বারা আহ্বান করা? নিশ্চয়, মানস-শব্দের প্রবাহ হস্তে না আসিলে, হস্তের পেশী ক্রিয়া করে না, আমরা শব্দ বলিতে যাহা বুঝি, তাহাও মানস শব্দের মুখাদি স্থানভেদে বিশেষ-বিশেষভাবে অভিব্যক্তরূপ, তাপের উত্তেজন, রাসায়নিক ক্রিয়ানিমিত্তক উত্তেজন, তাড়িতক্রিয়াহেতুক উত্তেজন ইত্যাদি ভিন্ন-ভিন্নরূপ শব্দে উত্তেজনেরই ভিন্ন-ভিন্ন সংজ্ঞা। তাপ, তড়িৎ, আলোক ইত্যাদি পদার্থজাত যদি শব্দ হইতে ভিন্ন পদার্থ না হইবে, তবে ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইল কেন? তাপাদি তাহা হইলে, শব্দের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইল কেন? যে শব্দের কথা হইতেছে, তাহা যথোক্ত নাদের বাচক, অতএব এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিবার কোন কারণ নাই।

চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তুজাত কর্ত্তৃক শরীরের বিশেষতঃ উত্তেজনীয় বা সংক্ষোভ্য অঙ্গসমূহ উত্তেজিত হইলে, উহা উত্তেজক বস্তুজাতের অভিমুখে

বা তদ্বিমুখে স্পন্দিত হয়, অথবা এইরূপ সংস্কার ধরিয়া রাখে, যাহা উহার ভবিষ্যৎ স্পন্দন বা গতির রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। শরীরের বিশেষতঃ উত্তেজনীয় (Excitable) অংশ সকল বর্হিভাগেই অবস্থান করে। 'স্নায়ু' নামক পদার্থ বিশেষতঃ উত্তেজনীয় (Specially exitable)। 'স্নায়ু-নামক পদার্থ বিশেষতঃ উত্তেজনীয় হইল কেন? শাস্ত্র হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, কিন্তু প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ ইহার কোনরূপ সমাধান করিয়াছেন বলিয়া, বোধ হয় না। 'স্নায়ু' সকল উত্তেজিত হইবার ধর্ম্ম বা যোগ্যতাবিশিষ্ট, নরশরীরবিজ্ঞান (Human Physiology) এই মাত্র বলিয়াছেন। * 'প্রোটোপ্লাজম্' (Protoplasm) (শরীরের মূল উপাদানকে এই নামে উক্ত করা হইয়াছে) উত্তেজনীয়। 'আমিবা' (Amoeba) শুদ্ধ প্রোটোপ্লাজমের সংঘাত (Simple lump of protoplasm), ইহা এই নিমিত্ত উত্তেজনীয় ও সঙ্কোচার্হ (Excitable and contractile)। কারণের গুণ কার্য্যে থাকিবার কথা, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 'আমিবার' উত্তেজনীয়ত্ব ও সঙ্কোচার্হত্বধর্ম্ম যেমন সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান, সেইরূপ শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উক্ত ধর্ম্মদ্বয় সমভাবে বিদ্যমান থাকে না কেন? † শাস্ত্র সাদাকথায়, এই প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, আমাদের কাছে সেই উত্তরই সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, তাপক রজোগুণের সত্ত্বগুণই তপ্য (Excitable), সত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ স্নায়ুগণ (Nerves) বিশেষতঃ উত্তেজনীয় হইয়াছে। "পরিস্পন্দাত্মক কর্ম্মবিশিষ্ট হইবার যোগ্যতার নাম পরিস্পন্দনীয়তা (Vibrativity)। দ্রব্যের অবয়ব-সন্নিবেশের ভেদবশতঃ এই পরিস্পন্দনীয়তার তারতম্য হইয়া থাকে। তাপাদি বাহ্যশক্তির ক্রিয়া যে, সকল দ্রব্যে সমভাবে হয় না,

---

* "Nerves possess the property of being thrown into a state of excitement by stimuli, and are, therefore, said to be *excitable* or *irritable*." –*A Text book of Human Physiology, by Dr. Landois, Vol. II., p 778.*

† "Protoplasm is excitable. When any part of a lump of protoplasm is excited, the lump moves. * * * An amoeba is a simple lump of protoplasm, excitable and contractile in all parts of its substance, and not more so or less so in one part than in another." –*Human physiology, by Waller, M D . F. R. S P. 290.*

দ্রব্য সকলের আণবিক সন্নিবেশের ভেদই তাহার কারণ।" অধ্যাপক বেমার এই সকল কথাকেও আমরা উক্ত শাস্ত্রোপদেশের ন্যায় বিশুদ্ধ ও ব্যাপকার্থক বলিয়া বুঝিতে পারগ হই নাই।

বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় কোন কর্ম্ম হয় না, ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়োন্মুখ অবস্থা-প্রাপ্তি বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় হইতে পারে না। ডাক্তার ওয়ালার প্রযত্নের (Volition) উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন, পূর্ব্বসংবেদনের সংস্কার মস্তিকে লগ্ন হইয়া থাকে, প্রযত্ন (Volition) অতীত ও বর্ত্তমান সংবেদনেরই ফল। অতএব বলিতে পারি, ডাক্তার ওয়ালার 'শব্দভাবনাই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের মূলকারণ', ভর্ত্তৃহরির এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিবেন। *

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (২১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) যাহাদিগকে আমরা স্বাভাবিক বা স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম্ম বলি, তাহারাও বুদ্ধিপূর্ব্বক। যে সকল কর্ম্ম সাত্ত্বিক অহংকার হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকেই আমরা সচরাচর 'বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম' বলিয়া বুঝিয়া থাকি, এবং যে সকল কর্ম্ম তামস অহংকারদ্বারা নিষ্পাদিত হয়, অথবা যাহারা সমষ্টি বা ব্যষ্টি মহত্তত্ত্বকর্ত্তৃক, তাহারাই আমাদের সমীপে 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম', এই নামে লক্ষিত হইয়া থাকে। কর্ম্মমাত্রেই পূর্ব্বসংস্কারের মুখাপেক্ষা করে। সংস্কারের নূতনত্ব-পুরাতনত্ব, বা সাদিত্ব, অনাদিত্বও কর্ম্মকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিবার হেত্বন্তর। জীববৃন্দ যে, স্ব-স্ব জাত্যুচিত সংস্কারবশে কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাঁহাকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম বলা হয়। জীববৃন্দ যে, বিনা শিক্ষায়, স্বভাবতঃ জাতমাত্রেই স্ব-স্ব জাত্যুচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, পূর্ব্বসংস্কারই তাহার কারণ। এই সংস্কার বা কর্ম্মবাসনা প্রকৃতির অংশরূপ মহত্তত্ত্বে অবস্থান করে। কতিপয় বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম যে, অভ্যাসের গাঢ়তাবশতঃ মনের অবধান ব্যতিরেকে, অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের

---

* "But it is more logical to admit that previous sensations have been registered, and volition is a resultant of past as well as of present sensations." — *Human Physiology, by Waller, p. 297.*

ন্যায় সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

বুদ্ধিপূৰ্ব্বক ও অবুদ্ধিপূৰ্ব্বক, এই দ্বিবিধ কৰ্ম্মের তত্ত্বনিরূপণের উপরি দর্শনশাস্ত্রের বহু বিবাদাস্পদ সমাধান নির্ভর করিতেছে। বিশ্বজগৎ অন্ধ জড়শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অচেতন প্রকৃতিই জগতের একমাত্র কারণ, অথবা জগতের সৃষ্টিতে চেতনেরও কর্ত্তৃত্ব আছে, সঙ্কল্পের অপেক্ষা আছে, ইচ্ছা. প্রযত্ন (Will, volition), ইহারা শুদ্ধ স্নায়ুর স্পন্দন বিশেষ, অথবা ইহাদের সহিত চিচ্ছক্তির কোন সম্বন্ধ আছে, ইচ্ছাদির অভিব্যক্তিতে চেতনপদার্থেরও কর্ত্তৃত্ব আছে, স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) নামক পদার্থের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হয় কি না, ইত্যাদি প্রশ্নসমূহের সমাধান করিতে যাইলে, বুদ্ধিপূৰ্ব্বক ও অবুদ্ধিপূৰ্ব্বক, এই দ্বিবিধ কৰ্ম্মের স্বরূপ-নিরূপণ আবশ্যক হয়, বুদ্ধিপূৰ্ব্বক ও অবুদ্ধিপূৰ্ব্বক, এই দ্বিবিধ কৰ্ম্মের স্বরূপ-নিরূপণ, এবং এই সকল প্রশ্নের সমাধান, অত্যল্পচিন্তাতেই হৃদয়ঙ্গম হয়, ভিন্নজাতীয় বিষয় নহে, ইহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে সম্বদ্ধ, একের সমাধানে অপরের সমাধান হয়, একের অপ্রতিপত্তিতে অন্যের অপ্রতিপত্তি হইয়া থাকে। ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম বা পুণ্য ও পাপ, এই পদার্থদ্বয়ের তত্ত্ব-বিনিশ্চয় করিতে যাইলেও, বুদ্ধিপূৰ্ব্বক এবং অবুদ্ধিপূৰ্ব্বক, এই দ্বিবিধ কৰ্ম্মের স্বরূপ-নিরূপণ আবশ্যক হয়, কারণ, ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম বা পুণ্য ও পাপ, কৰ্ম্মেরই ভিন্ন-ভিন্ন রূপ; কৰ্ম্মের তত্ত্ববিনিশ্চয় ব্যতিরেকে ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্মের তত্ত্ব নির্ণীত হওয়া অসম্ভব। বুদ্ধিপূৰ্ব্বক কৰ্ম্ম, এবং অবুদ্ধিপূৰ্ব্বক কৰ্ম্ম, কৰ্ম্মের যখন এই দুইটী প্রধানবিভাগ, তখন ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্মের তত্ত্বনির্ণয় যে, বুদ্ধিপূৰ্ব্বক ও অবুদ্ধিপূৰ্ব্বক, এই দ্বিবিধ কৰ্ম্মের স্বরূপাবধারণের উপরি নির্ভর করিতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব বুদ্ধিপূৰ্ব্বক ও অবুদ্ধিপূৰ্ব্বক, এই দ্বিবিধ কৰ্ম্মের তত্ত্ব-নিরূপণ দার্শনিকগণের প্রধান কাৰ্য্য, সন্দেহ নাই। ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল, পূৰ্ব্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা (বেদান্ত), ব্যাকরণ, শিক্ষা, আয়ুর্ব্বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ধৰ্ম্মশাস্ত্র, বেদ, সকলেই বুদ্ধিপূৰ্ব্বক ও অবুদ্ধিপূৰ্ব্বক, এই দ্বিবিধ কৰ্ম্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন।

প্রতীচ্য দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকগণও ইহাদের স্বরূপাবধারণের চেষ্টা করিয়াছেন, করিতেছেন।

বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধকর্ম্মের তত্ত্বনিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ সাধারণতঃ কোন্ কোন্ কর্ম্মকে পরীক্ষার্থ গ্রহণ করিয়াছেন? প্রশ্নটীর উত্তর দিবার পূর্ব্বে 'দর্শন' (Philosophy) ও 'বিজ্ঞানের' (Science) প্রয়োজন, বিষয় ও সম্বন্ধ কি, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক। বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারই জীবের প্রয়োজন, ব্যক্তিগত প্রতিভাও বোধ হয়, জীবের উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্নের 'ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারই জীবের উদ্দেশ্য', এই উত্তরই দিয়া থাকে। 'ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহার', জীবমাত্রের সাধারণ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন হইলেও, প্রকৃতিভেদে ইষ্টানিষ্টবোধের ভিন্নতা হইবার কথা, অতএব সকলের ইষ্টপ্রাপ্তির ও অনিষ্টপরিহারের একরূপ উপায় অবলম্বনীয় হইতে পারে না। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহার করিতে হইলে, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর স্বরূপ-দর্শন, কার্য্যের কারণানুসন্ধান বা দৃশ্য ও দ্রষ্টা, এই পদার্থদ্বয়ের তত্ত্বাবধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। 'দর্শন' ও 'বিজ্ঞান' (Philosophy and Science) তাহাই করিয়া থাকেন। 'দর্শন' ও 'বিজ্ঞান' এই উভয়ের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে, পার্থক্য না থাকিলে, এক সঙ্গে 'দর্শন' ও 'বিজ্ঞান', এই শব্দদ্বয়ের ব্যবহার হইবে কেন? প্রতীচ্য দার্শনিকগণ দর্শন (Philosophy) ও বিজ্ঞানের (Science) যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিয়াছি, ইহাদের মধ্যে বিজাতীয়ভেদ না থাকিলেও, সজাতীয় ভেদ আছে, শাখী ও শাখার মধ্যে যেরূপ ভেদ লক্ষিত হয়, নদী ও সমুদ্রের যাদৃশ পার্থক্য উপলব্ধি হইয়া থাকে, সামান্য ও বিশেষের মধ্যে যে ভেদ বিদ্যমান আছে, দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যেও সেইরূপ ভেদ আছে। দর্শন শাখি, বিজ্ঞান শাখা, দর্শন সমুদ্র, বিজ্ঞান নদী, দর্শন সামান্য, বিজ্ঞান বিশেষ, দর্শন বিশ্বজগতের কারণ অনুসন্ধান করেন, পরমকারণকে জানিবার চেষ্টা করেন, বিশেষের মধ্যে

পরসামান্যের আবিষ্কারার্থ দর্শন যত্নশীল, বিজ্ঞান বিশেষ-বিশেষ ভাবপুঞ্জ বা কার্য্যসমুহের কারণ অনুসন্ধান করেন, ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থসকলের, ব্যষ্টিজগতের তত্ত্বনিরূপণের চেষ্টা করেন, পরম কারণের স্বরূপাবধারণ, পরসামান্যভাবের আবিষ্কার বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নহে। পণ্ডিত য়ুবারওয়েগ্ (UEBERWEG) বলিয়াছেন, দর্শনকে (Philosophy) 'বিশ্ববিজ্ঞান' (As the science of the universe), এই নামে লক্ষ্য করা যাইতে পারে, দর্শন প্রত্যেক ব্যষ্টিভাবের (Individual existence) তত্ত্ব নির্ণয় করেন না, ব্যষ্টিভাব সকল যে আদি-কারণবশতঃ উৎপন্ন বা পরিচ্ছন্ন হয়, ইনি সেই আদি-কারণের স্বরূপ নিরূপণ, অথবা বিশেষ-বিশেষ বিজ্ঞান হইতে যে সকল তথ্য অবগত হওয়া যায়, সেই সকল তথ্যের মূল-তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। অতএব বলা যাইতে পারে, দর্শনের সহিত বিজ্ঞানের মূলতঃ ভেদ নাই, দর্শনের সহিত বিজ্ঞান ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। দর্শন অঙ্গী, বিজ্ঞান অঙ্গ। অঙ্গ শূন্য অঙ্গীও যাহা, বিজ্ঞান-বিরহিত দর্শনও তাহা অপিচ অঙ্গী-শূন্য অঙ্গও যাহা, দর্শন-বিচ্ছন্ন বিজ্ঞানও তাহা। ওয়েবার (A. WEBER) বলিয়াছেন, বিজ্ঞান-বিরহিত দর্শন, কাব্য ও উহার অমূলক চিন্তা বা কল্পনা হইতে কোন অংশে পৃথক্ পদার্থ নহে ("Philosophy, without the sciences, is a soul without a body, differing in nothing from poetry and its dreams." – *History of Philosophy*)। কারণানুসন্ধায়িনী সহজ প্রতিভার (প্রতিভা এবং শব্দভাবনা—শব্দ ও অর্থ এই উভয়ের সংস্কার এক পদার্থ) প্রেরণায় মানব দৃশ্যমান কার্য্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, প্রথমে বিশেষ-বিশেষ ভাবসমূহের মধ্যে সামান্য ভাবের আবিষ্কারার্থ চেষ্টা করে, তৎপরে ক্রমশঃ কার্য্যমাত্রের পরমকারণ বা মূলতত্ত্বকে ধরিবার যত্ন করিয়া থাকে। ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, গণিত, শারীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি ভিন্ন-ভিন্ন বিজ্ঞানশাখাদ্বারা বিশেষ, বিশেষ কার্য্য বা ভাববিকারের তত্ত্বনিরূপণপূর্ব্বক, মানব সকল বিজ্ঞানশাখাকে একীভূত করিবার জন্য

সচেষ্ট হয়, পরমাত্মার দর্শন-লাভার্থ ব্যগ্র হয়। দর্শন মানবের এই সর্ব্বকার্য্যের মূলতত্ত্ব জানিবার চেষ্টার ফল। দর্শন মানবের সর্ব্বকার্যের মূলতত্ত্ব জানিবার চেষ্টার ফল বটে, কিন্তু মানবগণ যাবৎ পদার্থসমূহের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনে পারগ না হয়, তাবৎ ইহারা কল্পনা বা বালকোচিত বিচিত্র প্রতিভা—সহজজ্ঞান (Wonderful instinct of childhood) দ্বারা, রীতিমত অনুসন্ধান ব্যতিরেকে সত্যের অনুমান করিয়া থাকে। প্রাচীনদিগের প্রাগ্‌ভবীয় সংস্কারবাদাত্মক, মনঃকল্পিত বা বিজ্ঞানবাদমূলক (Aprioristic, Idealistic and fantastic) দর্শনমূহের যে, আবির্ভাব হইয়াছে, ইহাই তাহার কারণ। দর্শন ও পরীক্ষালব্ধ প্রমা বা সত্যজ্ঞানের সম্ভার (Positive knowledge) যে মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যে মাত্রায় বিজ্ঞানশাখাসমূহের পরিপুষ্টি হয়, দর্শন (Philosophy) সেই মাত্রায় কাব্য বা কল্পনার আবরণ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে! *

পণ্ডিত ওয়েবারের (WEBER) এই সকল কথাকে আমরা সর্ব্বথা সত্য গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন পারি নাই, তাহা বিস্তারপূর্ব্বক ইহা উপযুক্ত স্থল নহে, পণ্ডিত ওয়েবারের সকল কথাকে যে জন্য আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই, এস্থলে সংক্ষেপে তাহা জানাইতেছি।

বিজ্ঞান বা যথোক্ত প্রকৃত দর্শন (True philosophy), ওয়েবার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে ভূয়োদর্শন ও ব্যাপ্তিগ্রহ (Observation or Experiment and induction) হইতে জন্মলাভ করে। ভূয়োদর্শন হইতে বিশুদ্ধ ব্যাপ্তিজ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, বিশুদ্ধ-ব্যাপ্তিজ্ঞানের বৃদ্ধি হইলেই, বিজ্ঞান ও ক্রমশঃ প্রকৃত দর্শনের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কাব্য বা কল্পনার আবরণে আবৃত প্রাগ্‌ভবীয় সংস্কারবাদাত্মক, মনঃকল্পিত বা বিজ্ঞানবাদমূলক, অপ্রকৃত দর্শনসমূহের বিকাশ কিরূপে হইয়া থাকে? শুদ্ধ প্রাগ্ ভরতীয় সংস্কারমূলক তর্ক বা মননই (*A priori* reasoning) উক্ত দর্শনমূহের

---

* "It makes up for its ignorance of reality either by means of the imagination, or by that wonderful instinct of childhood and of genious which devines the truth without searching for it." —*History of Philosophy, by A Weber, p. 3.*

উৎপত্তি কারণ। বিজ্ঞানবাদের (Idealism) সিদ্ধান্ত, বিজ্ঞানই (Thought) আদ্যতত্ত্ব (Original fact), বিজ্ঞানই সত্যপদার্থ বিজ্ঞানবাদ এইজন্য শুদ্ধ প্রাগ্‌ভবীয় সংস্কারমূলক তর্ককেই জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র কারণ বলিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ বাদের (যে বাদ দর্শন পরীক্ষাকেই জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র কারণ বলিয়া থাকেন— (Empiricism) সিদ্ধান্ত ঠিক ইহার বিপরীত, বিজ্ঞান (Thought) আদ্য কারণ নহে, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী বাহ্য সৎ হইতে জন্মলাভ করে (Derived from a pre-existing reality) প্রত্যক্ষবাদ এইরূপ সিদ্ধান্তমূলক। এই প্রত্যক্ষবাদ যখন আদ্য-কারণকে অচেতন (Unconscious), বিশ্বের সৃষ্টিকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক (Involuntary) বলিয়া স্থির করে, তখন ইহা জড়বাদে (Materialism and mechanism) পরিণত হয়, দ্বৈতবাদ ও একত্ববাদের কথা পূর্ব্বে বহুবার বলা হইয়াছে। দ্বৈতবাদ দৃশ্য ও দ্রষ্টা, এই পদার্থদ্বয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন, একত্ববাদ তাহা স্বীকার করেন না। একত্ববাদের মধ্যেও জড়ৈকত্ববাদ, বিজ্ঞানৈকত্ববাদ, শক্তিবাদ, পরমাণুবাদ (Dynamism or atomism), ইত্যাদি ভেদ আছে।

এক্ষণে জ্ঞাতব্য হইতেছে, 'বিজ্ঞানবাদ' 'জড়প্রত্যক্ষবাদ' ইত্যাদি পরস্পর-বিরুদ্ধ বাদসমূহের মধ্যে কোন্ বাদ সত্য? অপিচ কোন্ বাদই বা সর্ব্বাগ্রে জন্মলাভ করিয়াছে? ওয়েবার, হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চয় বলিবেন, জড়পাত্যক্ষবাদই সত্য, কারণ, ইহা দর্শন ও পরীক্ষা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যে বাদ সত্য, ইহাঁদের মতানুসারে তাহাই পরে আবির্ভূত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়গম্য ধর্ম্মই 'বিজ্ঞান' (Science) ও 'প্রত্যক্ষবাদাত্মক দর্শনের (Empirical Philosophy) প্রতিপাদ্য বিষয়, ইন্দ্রিয়গম্য ধর্ম্ম (Phenomena) ব্যতীত ইহাঁরা কোন পদার্থের স্বরূপ বা তত্ত্ব (Realities) নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেন না. প্রাত্যক্ষিক সংবেদন ও তৎসমষ্টিই (Possible sensations and clusters of sensation) ইহাঁদের মতে জ্ঞাতা, অপিচ

ইহারাই জ্ঞেয়, প্রাত্যক্ষিক সংবেদনেই মনকে নির্ম্মাণ করে, সম্বিৎ বা জ্ঞান (Consciousness) প্রাত্যক্ষিক সংবেদন (Sensation) হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। আমাদের বহিঃস্থিত বস্তুসমূহের, অপিচ শরীরের যে জ্ঞান হয়, তাহা বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত ক্রিয়ার মনে সংলগ্ন (অথবা মস্তিষ্কবাসিত) উপরাগ (Impression) মূলক। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-জনিত ক্রিয়ার চিত্তসংলগ্ন উপরাগসকল যখন প্রজ্ঞা (Reason) সাহায্যে ব্যাখ্যা বা প্রকটীভূত হয়, তখনই আমাদের বাহ্যার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রাত্যক্ষিব জ্ঞান-নিষ্পত্তিতে বিষয়, ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা, এই তিনটীর প্রয়োজন। শাস্ত্রের উপদেশ—বিষয়, ইন্দ্রিয়, মনঃ, ও আত্মা, এই পদার্থ চতুষ্টয়ের সংযোগ প্রাত্যক্ষিক প্রত্যয়ের কারণ, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের, এবং মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে, প্রাত্যক্ষিক প্রত্যয়ের উদয় হইয়া থাকে। আত্মা, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও অর্থ ইহাদের পরস্পর সংযোগ ব্যতিরেকে প্রাত্যক্ষিকপ্রত্যয়ের উৎপত্তি হয় না ("আত্মা মনসা সংযুজ্যতে মনঃ ইন্দ্রিয়েণেন্দ্রিয়মর্থে নেতি।"—বাজসনেয়ি-সংহিতাভাষ্য)। মহর্ষী গোতম প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিবার সময়ে, ইন্দ্রিয় ও অর্থ বা বিষয়ের সন্নিকর্ষকেই প্রত্যক্ষের কারণ বলিয়াছেন, আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষের কথা বলেন নাই, অতএব জিজ্ঞাস্য হইতে পারে আত্মা ও মনঃ এই উভয়ের সন্নিকর্ষও যদি প্রত্যক্ষের কারণ হয়, তবে মহর্ষি গোতম প্রত্যক্ষ লক্ষণসূত্রে ইহাদের নাম গ্রহণ করেন নাই কেন? কোন পদার্থের লক্ষণ করিতে হইলে তাহাতে যে সকল বিশেষ ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, তৎসমুদায়েরই উল্লেখ করিতে হয়। (*"All the essential elements of the content of the notion, or all the essential properties of the objects of the notion, must be stated in the definition." – System of Logic, –Uebereg*)। মহর্ষি গোতম প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিতে যাইয়া, এই নিমিত্ত জ্ঞানমাত্রের সাধারণকারণ আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষকে প্রত্যক্ষের লক্ষণরূপে নির্ব্বাচন করেন নাই ("আত্মমনসোস্তু সদপি জ্ঞানজনকত্বমিহ ন সূত্রিতং

সর্ব্বপ্রমাণসাধারণত্বাদিতি।" — জয়ন্তভট্টকৃতন্যায়মঞ্জরী)। যে কোনরূপ অনুভূতি হউক, আত্মা ও মনের সংযোগ তাহার সাধারণ কারণ। মহর্ষি গোতম জ্ঞানকে আত্মগুণ বলিয়াছেন। যে কোনরূপ জ্ঞান হউক, তাহাই আত্মলিঙ্গ — আত্মার অনুমাপক। অতএব প্রত্যক্ষলক্ষণে 'আত্মা' শব্দের উল্লেখ না করাতে প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্র দূষিত হয় নাই ("জ্ঞানলিঙ্গত্বাদাত্মনো নানবরোধঃ।" — ন্যায়দর্শন ২।১।২৩)। 'আত্মা', 'ইন্দ্রিয়' ও 'বিষয়', ইহারাই যদি জ্ঞানের কারণ হইত, তাহা হইলে, সকল ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-জনিত ক্রিয়ার যুগপৎ উপলব্ধি হইত। কিন্তু তাহা হয় না, আমরা ঠিক এক সময়ে একাধিক ঐন্দ্রিয়ক ক্রিয়ার উপলব্ধি করিতে পারগ হই না। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যুগপৎ ক্রিয়া করিলেও, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের স্ব-স্ববিষয়ের সহিত যুগপৎ সন্নিকর্ষ হইলেও, যাহার জন্য আমাদের যুগপৎ সকল ঐন্দ্রিয়ক ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা ইন্দ্রিয় ও বিষয়-ব্যতিরিক্ত 'মনঃ', এই শব্দদ্বারা লক্ষিত স্বতন্ত্র জ্ঞাননিমিত্ত ("যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসোলিঙ্গম্।"—ন্যায়দর্শন, ১।২।১৬)। বৃহদারণ্যক উপনিষৎও বলিয়াছেন, 'আত্মা' মন দ্বারাই দর্শনাদি কর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়া থাকেন। আত্মা যে, মনদ্বারা দর্শনাদি কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ কি? মনের অনবধানতাতে ঐন্দ্রিয়ক-ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ হয় না, মনের অসন্নিধিতে ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের অনুপলব্ধি, এবং সন্নিধিতে ইহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, অতএব প্রত্যক্ষব্যাপার-নিষ্পত্তিতে যে, মনের কার্য্যকরিতা আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। "আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, তা'ই দেখিতে পাই নাই, অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই শুনিতে পাই নাই" লোকে এইরূপ কথা বলিয়া থাকে, অন্যমনস্ক হইলে যে, দেখাশুনা যায় না, ইহা হইতে তাহা সূচিত হইতেছে ("অন্যত্রমনা অভূবন্নাদর্শমন্যত্রমানা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসাহ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি।"— বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)। বেদান্ত এবং বৈশেষিক-দর্শনও এই কথা বলিয়াছেন।*

* "আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজ্ঞানস্য ভাবোহভাবশ্চ মনসোলিঙ্গম্।"
— বৈশেষিকদর্শন।
বেদান্তদর্শনের ২।৩।৩২ সূত্র ও উহার শারীরকভাষ্য দ্রষ্টব্য।

যাহা উৎপত্তিশীল, তাহা কার্য্যপদার্থ। কার্য্যমাত্রেই কর্ত্তৃকরণাদি কারকদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। উৎপত্তিশীল জ্ঞান কার্য্যপদার্থ, অতএব জ্ঞান-কার্য্যনিষ্পত্তিও জ্ঞাতৃ, জ্ঞান (জ্ঞানকরণ) এবং জ্ঞেয় (বিষয়), এই ত্রিবিধ পদার্থদ্বারাই হয়। আমরা যাহা জানি, যাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহা জ্ঞেয় (Object), যিনি জানেন, জ্ঞানকার্য্য-নিষ্পত্তিতে যৎপদার্থকে কর্ত্তৃরূপে গ্রহণ করা হয়, তিনি 'জ্ঞাতা' (Subject), এবং জ্ঞাতা যদ্দ্বারা বিষয় গ্রহণ করেন, জ্ঞানক্রিয়ানিষ্পত্তির যাহা সাধকতম, তাহা জ্ঞানকরণ—জ্ঞানেন্দ্রিয়।

প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান-নিষ্পত্তিতে যে, বিষয়, ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা (Reason), এই তিনটীর প্রয়োজন, 'হল্‌মন্‌' (S. W. HOLMAN) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। অধ্যাপক ল্যাড্‌, তাঁহার 'ফিজিয়োলজিক্যাল্‌ সাইকোলজী' (Elements of physiological psychology)-নামক গ্রন্থে মস্তিষ্ক ও মনের সম্বন্ধশীর্ষক প্রস্তাবে, ভৌতিকবস্তুজাত বা বিষয়সমূহ, এবং চিদাত্মক বিষয়ী, এতদুভয়ের সর্ব্বপ্রকার সন্নিকর্ষকে বাহ্য ভৌতিকশক্তি কারণক (Physical), ইন্দ্রিয়-নিমিত্তক (Physiological), এবং তৃতীয় মানস (Psychical), এই ত্রিবিধ ব্যাপারাত্মক বলিয়াছেন। বিষয় বা বাহ্যশক্তির সহিত চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের অন্ত্যদেশের সম্বন্ধবশতঃ যে ক্রিয়া হয়, তাহাই বাহ্য ভৌতিকশক্তিকারণক (Physical)। বিষয় বা বাহ্য ভৌতিকশক্তির সহিত চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়-যন্ত্র সমূহের অন্ত্যদেশের সম্বন্ধবশতঃ যে ক্রিয়া হয়, স্নায়ুযন্ত্রে তৎক্রিয়াজনিত বিক্ষোভের সঞ্চারণ-ব্যাপারই ইন্দ্রিয়নিমিত্তক (Physiological)। স্নায়ুযন্ত্র প্রবাহিত ঊর্ম্মিসমূহ মানস বিশিষ্টশক্তিদ্বারা যে যে ভাবে গৃহীত হয়, বাহ্যার্থ সকল সেই সেই ভাবে জ্ঞাত হইয়া থাকে। অতএব ঐন্দ্রিয়কজ্ঞানের বাহ্যশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি এবং মানসশক্তি, এই তিনটীই কারণ। নরশরীরবিজ্ঞানবিদ্‌ অধ্যাপক ল্যাণ্ডোই (Dr. A. LANDOIS) বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্যজগতের বিবিধ ক্রিয়ার উপরাগকে, মস্তিষ্কের যে স্থানে কেন্দ্রে রেখাসমূহের ন্যায় সংজ্ঞাবাহী ও

সঞ্চালক স্নায়ুবৃন্দ সম্মিলিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য নরশরীরবিজ্ঞানে যে স্থান সংবেদনক্ষেত্র (Sensorium). এই নামে অভিহিত হইয়াছে, তৎস্থানে প্রবাহিত করে। ইন্দ্রিয়সমূহ বস্তুতঃ ঐন্দ্রিয়কজ্ঞান নিষ্পত্তির অর্ন্তর্ব্বর্ত্তী যন্ত্র। ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান-নিষ্পত্তিতে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় যন্ত্রের (উহার অন্ত্যপ্রদেশের সহিত) সংস্থান ও ক্রিয়াগত অবিকল অবস্থায় অবস্থিতি প্রয়োজনীয়; দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়যন্ত্র সমূহের যথাস্ব বিষয় বা উদ্দীপকের বিদ্যমানতা আবশ্যক; তৃতীয়তঃ স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্কের বৃহত্তম ও ঊর্দ্ধতন প্রদেশের (Ceribrum—অধিপতি) সহিত সংযোগ, অপিচ ইহার নোদন প্রবাহপথের অনবরোধ আবশ্যক; চতুর্থতঃ ইন্দ্রিয়যন্ত্রের মস্তিষ্কে উত্তেজনা-প্রবাহকালে মনের তাহাতে দত্তাবধান থাকা প্রয়োজনীয় (Attention must be directed to the process)। ইহা হইলেই, আলোচন-জ্ঞানের (Sensation) উৎপত্তি হইয়া থাকে। আলোচন-জ্ঞান হইবার পর, মানস ক্রিয়াবিশেষদ্বারা বাহ্য কারণের সহিত উৎপন্ন আলোচন-জ্ঞানের সম্বন্ধ সংকল্পিত বা নিরূপিত হইলে, তবে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের (Sensory perception) উদয় হয় ("Lastly when by . a psysical act the sensation is referred to the external cause. then there is a conscious sensory perception" – *A Text-book of Human Physiology, Vol. II., p 1022*)। প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান-নিষ্পত্তিতে বিষয়, ইন্দ্রিয় ও মনঃ এই তিনের সংযোগ যে. আবশ্যক, বুঝিতে পারা গেল অধ্যাপক ল্যাণ্ডোই, এতদ্দ্বারা তাহাই বলিয়াছেন।

যাহা জানে, জ্ঞান-কার্য্যের যাহা কর্ত্তা, পাশ্চাত্য দর্শনে তাহা 'মাইণ্ড' (Mind), 'সব্‌জেক্‌ট্' (Subject), 'ইগো' (Ego) ইত্যাদি নামে লক্ষিত হয় এবং 'ম্যাটার' (Matter), 'অব্‌জেক্‌ট্ (Object), 'নন্-ইগো' (Non-Ego) ইত্যাদি শব্দ জ্ঞেয়পদার্থের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাহ্যার্থের প্রত্যক্ষ-নিষ্পত্তিতে জ্ঞাতা, জ্ঞানকরণ (আন্তর ও বাহ্য) ও জ্ঞেয়, এই তিনটী পদার্থের যে, প্রয়োজন, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে, তবে প্রতিভা বা প্রয়োজন-ভেদবশতঃ জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়. এই

পদার্থত্রয়ের স্বরূপসম্বন্ধে বহু পরস্পর-বিরুদ্ধ মত জন্মলাভ করিয়াছে।

জড়ৈকত্ববাদীদিগের অনুমান, ভূত বা ম্যাটারই (Matter) একমাত্র সৎপদার্থ, মনঃ বা আত্মা (জ্ঞাতা-Mind) স্বতন্ত্র-সত্তাক (স্বতন্ত্র বা ভূত ব্যতিরিক্ত সত্তা—Substantial reality আছে যাহার, তাহা 'স্বতন্ত্রসত্তাক') পদার্থ নহে, ইহা কেবল সচেতন অবস্থা সমূহের গ্রন্থ (Only the series of conscious states), এবং এই সচেতন অবস্থাসমূহ ভূত বা ম্যাটার হইতেই কোন না কোনরূপে উৎপন্ন হয়, অপিচ উহারা ম্যাটারেরই অধীন। প্রাচীন জড়ৈকত্ববাদীদিগের বিশ্বাস ছিল, ভৌতিক—ভূত হইতে নির্ম্মিত 'আত্মা' (Soul) আছে। এই আত্মা সাধারণ পরমাণুসমূহ হইতে সূক্ষ্মতর পরমাণু-বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং কোনরূপে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, উক্ত ভৌতিক আত্মা অতিমাত্র দ্রুত স্পন্দনদ্বারা প্রত্যেক বাহ্য উপরাগের প্রতিবচন বা উত্তর প্রদান করে ('Responding by vibrations of extreme rapidity to every impression from without'), সম্বিৎ বা জ্ঞান (Consciousness), ইহারই স্পন্দনের ফল। আধুনিক জড়ৈকত্ববাদীদিগের অনুমান, মনঃ বা জ্ঞাতা (Mind) মস্তিষ্কস্থ সূক্ষ্মতর পরমাণুবিশেষের কার্য্য নহে, ইহা সমস্ত মস্তিষ্কের সমবেত ব্যাপারের ফল। মস্তিষ্ক যখন কোনরূপ যান্ত্রিক (Mechanical) বা রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা উত্তেজিত হয়, তখনই চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের আণবিক স্পন্দন মন্দীভূত হইলে, চৈতন্যের অন্তর্ধান হয়। নিদ্রাদি অবস্থার ইহাই কারণ।

কোথা হইতে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়, অপিচ কোথায়ই বা ইহার লয় হইয়া থাকে, জড়ৈকত্ববাদদ্বারা তাহার কোনরূপ মীমাংসা হয় না। ভৌতিক শক্তিসমূহ পরস্পর পরস্পরের ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাপ আলোকের ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, তাড়িৎ তাপের আকার ধারণ করে। মস্তিকস্থ ভৌতিকশক্তি কি এইরূপ চিচ্ছক্তিতে পরিণত হয়?

তাপ, তড়িৎ, আলোক, রাসায়নিকশক্তি ইত্যাদি প্রকৃতপ্রস্তাবে ভিন্ন-

ভিন্নরূপ স্পন্দন ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নহে। অতএব শক্তির রূপান্তর-প্রাপ্তি (Transformation), এই শব্দের অর্থ হইতেছে, একরূপ আণবিক স্পন্দনের তিরোভাব হইয়া অন্য প্রকার আণবিক স্পন্দনের আবির্ভাব। সম্বিৎ বা জ্ঞান (Consciousness) যদি তাড়িত, রাসায়নিক বা তাপাদি শক্তির রূপান্তর হইতে সম্ভূত পদার্থ হইত, তাহা হইলে, অণুসমূহের বিভিন্নরূপ গতি বা পরিস্পন্দনে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইত। 'অণুসমূহের বিভিন্নরূপ গতি বা পরিস্পন্দন হইতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়', ইহা কি দর্শন ও পরীক্ষালব্ধ সত্য? অথবা প্রত্যক্ষবাদীদিগের জড়প্রতিভা-প্রসূত, হেত্বাভাস (Fallacy)-দূষিত অনুমান? তাপাদি ভৌতিক শক্তিসমূহের মধ্যে কোন ভৌতিকশক্তি চিচ্ছক্তিরূপে পরিণত হয়, ইহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে, চিচ্ছক্তির প্রাদুর্ভাবকালে, মস্তিষ্কের ভৌতিক শক্তি-বিশেষের মাত্রার হ্রাস হইত, কিন্তু তাহা হয় কি? চিচ্ছক্তির প্রাদুর্ভাবকালে মস্তিষ্কের ভৌতিক শক্তি-বিশেষের মাত্রার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। অতএব ভৌতিকশক্তির রূপান্তর হইতে চিচ্ছক্তির আবির্ভাব কোনমতেই সম্ভবপর হয় না। জড়ৈকত্ববাদ দ্বারা কি, আত্ম-চৈতন্যের একত্বের (Unity of self consciousness) উপপত্তি হয়? মস্তিষ্ক (Brain) অসংখ্য পরমাণু ও অণুর সমষ্টি, ইহাতে লক্ষ লক্ষ কোষ বা শেলস্ (Cells) আছে, বহু স্নায়ুগ্রন্থি (Ganglia) আছে, সকলেই অবিরাম পরিবর্ত্তিত হইতেছে, নিরন্তর উহাদের মধ্যে ভেদ ও সংসর্গ বা বিলয়ন ও সংঘাত (Integration and disintegration)-কর্ম্ম চলিতেছে। পরমাণু প্রভৃতির মধ্যে কেহই মুহূর্ত্তের জন্য পরিণামশূন্য হইয়া, অবস্থান করে না। আত্ম-চৈতন্যের যে, পরিবর্তন হয় না, তাহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। মাস, পক্ষ, বৎসর, যুগ, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান প্রভৃতি সকল কালেই স্বয়ংপ্রভা—স্বপ্রকাশস্বরূপ সম্বিৎ একভাবে বিদ্যমান থাকেন, ইহার পরিবর্ত্তন হয় না। * অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, নিয়ত পরিণামী পদার্থসমূহ কিরূপে এক চিরস্থায়িনী সম্বিদ্‌কে প্রসব করে? মহর্ষি গোতম চৈতন্য যে, শরীর বা ভূতের গুণ নহে,

তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য যাহা বলিয়াছেন, আমরা যথাস্থানে তাহা জানাইব।

ভূত বা ম্যাটারের (Matter) অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণদ্বারা আমরা ম্যাটারকে জানিয়া থাকি। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণদ্বারা আমরা যাহা জানিয়া থাকি, তাহার স্বরূপ কি? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, "অতঃপর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ম্যাটারের ধর্ম্ম বা গুণ বলিয়া আমরা যাহা জানি, তাহা কেবল অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় বাহ্যার্থ-সমুৎপাদিত আমাদের এক-এক প্রকার মানস-পরিণাম—আমাদের মানসবিকার। ম্যাটারের গুরুত্ব বা প্রতীঘাতধর্ম্মও তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নহে।" † জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল (J. S. MILL), ফিক্স (FIXE) প্রভৃতি পণ্ডিতগণও বলিয়াছেন, বাহ্যজগৎ, পরমাণু, শক্তি, গতি ইত্যাদি শব্দবোধ্য অর্থের প্রকৃত রূপ কি, তাহা আমরা জানিতে পারি না, আমরা যাহা জানিতে পারি, তাহা আমাদের মানসভাব,আমাদের মনের অবস্থা। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে পদার্থের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে, আমাদের মনোমধ্যে ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়, আমাদের মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, তৎ পদার্থই, সেই নিত্যসংবেদন-শক্যতাই (Permanent possibility of sensation) ম্যাটার। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, তাহা হইলে, বিজ্ঞানবাদকে অপ্রকৃত দর্শনশ্রেণীভুক্ত করা হইতেছে কেন? বিজ্ঞানবাদের অপরাধ কি? যিনি যাহাই বলুন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বিজ্ঞানবাদীদিগের 'বাহ্যার্থ বস্তুতঃ সৎ নহে', এই হুঙ্কারে প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক ও প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণকে সদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়, 'বাহ্যার্থ নাই,

---

* "মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ংপ্রভা।।" — পঞ্চদশী।

† "Thus we are brought to the conclusion that what we are conscious of as properties of matter, even down to its weight and resistance, are but subjective affections produced by objective agencies that are unknown and unknowable."
— *The Principles of Psychology, Vol I., p. 20*

বিজ্ঞানই সৎ,' বিজ্ঞানবাদের এই ভয়সূচক ঘন্টানাদ শ্রবণে উদ্বিগ্ন হইয়াই টেট্, হক্স্লী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকশিরোমণিদিগকে সুদৃঢ় তর্কবর্ম্মদ্বারা স্ব-স্ব মতকে আচ্ছাদিত করিতে হইয়াছে। অধ্যাপক হক্স্লী এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। * মন ব্যতিরেকে যখন ম্যাটারকে জানা যায় না, তখন এক অর্থে ম্যাটারকে মনের কার্য্য বলা যাইতে পারে। অতএব ম্যাটার দ্বারা যখন মনের তত্ত্ব জানা সম্ভবপর হয় না. মন দ্বারাই ম্যাটার পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। জড়ৈকত্ববাদীরা একবার বলেন ম্যাটার দ্বারাই মনকে জানা যায়, ম্যাটার ব্যতীত মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, অন্যবার বলেন, ম্যাটার কোন্ পদার্থ, আমরা নিশ্চয়পূর্ব্বক তাহা বলিতে পারি না, মনঃ আমাদিগকে ম্যাটারের যে রূপ দেখায়, ম্যাটারের সেই রূপের সহিতই আমাদের পরিচয় আছে। নৈয়ায়িকগণ ইহাকে 'চক্রক তর্ক' (Circle in reasoning) বলিবেন না কি? যে দর্শনে ম্যাটার ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিভাত হয় না, যে দর্শন দ্রষ্টা ও দৃশ্যের স্বরূপ দেখিতে পায় না, যে দর্শন পদে পদে প্রতিভা-সন্ন্যাস করে, স্ববচনবিরোধ যে দর্শনের দোষ বলিয়া বোধ হয় না, হেত্বাভাস যে দর্শনের অঙ্গের আভরণ, সে দর্শনকে আমরা প্রকৃতদর্শন বলিতে (দুর্ভাগ্যবশত'ই হউক, আর সৌভাগ্যনিবন্ধনই হউক) অপারগ। ওয়েবার যে বিজ্ঞানবাদমূলক দর্শনকে অপ্রকৃত দর্শন বলিয়াছেন, জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ কি, সেই বিজ্ঞানবাদেরই (স্পষ্ট, অস্পষ্ট, যে ভাবেই হউক) সমর্থন করেন নাই? আধুনিক দার্শনিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ কি, হেগেলের দর্শনকেই বিশেষতঃ আদর করেন না? ফলকথা, জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান, এই উভয়ের একটীকে ছাড়িলেই দর্শন বিকলাঙ্গ হইবেন। জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান, ইহারা দর্শদের দুই অঙ্গ, সুতরাং একের

* "The arguments used by Descartes and Berkeley to show that our certain knowledge does not extend beyond our states of consciousness, appear to me as irrefragable now as they did when I first acquainted with them half-a-century ago All the materialistic writers I know of who have tried to bite that file have simply broken their teeth." — *Fortnightly Review, December, 1886*

অভাবে দর্শন অর্দ্ধ হইবেন, একপক্ষ দ্বিজের (পক্ষীর) ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইবেন। বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানের সমান প্রয়োজন, ইহাদের মিলনে দর্শনের পূর্ণরূপ প্রকটিত হয়। 'বেদ' এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানের মিলিত রূপ। 'জ্ঞানযজ্ঞ' ও 'দ্রব্যযজ্ঞ' বেদাদি শাস্ত্র যে, প্রধানতঃ এই দ্বিবিধ যজ্ঞের তত্ত্ব-ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। 'জ্ঞানযজ্ঞ' ও 'দ্রব্যযজ্ঞ', এই দ্বিবিধ যজ্ঞের (যজ্ঞ অসভ্যোচিত কর্ম্ম, এই বিশ্বাসের বশে) শাস্ত্রব্যাখ্যাত রূপের দিকে ইদানীং অত্যল্প ব্যক্তিই নয়ন প্রেরণ করেন। আমাদের ধারণা, 'জ্ঞানযজ্ঞ' ও 'দ্রব্যযজ্ঞ', এই দ্বিবিধ যজ্ঞের, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাত রূপের দিকে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নয়ন প্রেরণ করিলে, বেদই যে, দর্শনের পূর্ণ ও বিশুদ্ধ রূপ, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। সুশ্রুতসংহিতা আধুনিক গ্রন্থ নহে, সুশ্রুতসংহিতা যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, গ্রীস্‌ও তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন, তখন নীহারাবস্থাতে বিদ্যমান ছিলেন। সুশ্রুতসংহিতা পাঠ করিলে 'অর্দ্ধবেদধর' এই পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যিনি কেবল শাস্ত্রপাঠই করিয়াছেন, পঠিত শাস্ত্রের ব্যবহার করেন নাই, যিনি কর্ম্মকুশল নহেন) অথবা যিনি কেবল কর্ম্মকুশল—ব্যবহারনিপুণ, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ নহেন, সুশ্রুতসংহিতা বলিয়াছেন, এই উভয়ের কেহই স্বীয় কর্ম্ম নিষ্পাদনে সমর্থ হয়েন না, ইহারা একপক্ষ দ্বিজের ন্যায় 'অর্দ্ধবেদধর'। * 'জ্ঞান' ও 'কর্ম্ম' ইহারা যে, বেদের দুইটী অঙ্গ, 'অর্দ্ধবেদধর' পদ দ্বারা তাহা সূচিত হইয়াছে, ঋষিদিগকে যাঁহারা শুদ্ধ কল্পনারাজ্যে বিচরণশীল (Speculative) পুরুষ বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহাদের গবেষণা নিতান্ত সংকীর্ণ, রাগ-দ্বেষমলীমস হৃদয় লইয়া, তাঁহারা তথ্যের অনুসন্ধান করেন। বেদাদি শাস্ত্রে ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায় সকলের উপদেশ আছে, আধুনিক সংকীর্ণ প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকগণ এইজন্য বেদাদি শাস্ত্রসমূহকে

---

* "উভাবেতাবনিপুণাবসমর্থৌ স্বকর্ম্মণি।
অর্দ্ধবেদধরাবেতাবেকপক্ষাবিব দ্বিজৌ।।" —সুশ্রুতসংহিতা।

শুদ্ধ মনঃকল্পিত (Speculative) বলিয়া থাকেন, কাব্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করেন। ইহা উন্নতির লক্ষণ বটে, স্থূলদর্শন ও পরীক্ষাদ্বারা যে সকল পদার্থের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না, তাহাদের তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা অনর্থক, এইরূপ বিশ্বাস অভ্যুদয়শীল পুরুষ-ভিন্ন আর কাহার হইতে পারে? বেদাদি শাস্ত্রসমূহকে আপাততঃ মনঃকল্পিত বলিতে পার, কাব্য বলিয়া উপেক্ষা করিতে পার, পরলোক, ঈশ্বর, আত্মা, লিঙ্গদেহ, ধর্ম্ম ইত্যাদি পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধানকে পণ্ডশ্রম-বোধে সম্প্রতি উহাদের স্বরূপ জানিতে বিরত থাকিতে পার, কিন্তু প্রকৃতির কশাঘাত একদিন মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিবে, অনুতাপানলে একদিন দগ্ধ হইতেই হইবে, বেদাদি শাস্ত্রসমূহের চরণে একদিন লুণ্ঠিত-বিলুণ্ঠিত হইতেই হইবে, যাঁহারা ইদানীং অসভ্যজ্ঞানে উপেক্ষিত হইতেছেন, বর্ব্বর-বোধে অবগণিত হইতেছেন, একদিন নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পরমারাধ্য দেবতা বলিতে হইবে, একদিন অহো শাস্ত্র! অহো শাস্ত্র! অহো শাস্ত্র বলিয়া কাঁদিতে হইবে।

শাস্ত্র পাঠ করিলে কি, ইহা জানিতে পারা যায় না যে ইহারা কাহাকেও শুকপক্ষীর ন্যায় শাস্ত্রবচন সকলকে কেবল কণ্ঠে রাখিবার উপদেশ প্রদান করেন নাই? যেরূপে যে কর্ম্ম করিলে, যে ফললাভ হইবে, শাস্ত্র তাহাই বলিয়াছেন, এবং সেইরূপে সেই কর্ম্ম করিতে উপদেশ করিয়াছেন। যাঁহারা শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্মসমূহকে অসম্ভব বলিয়া থাকেন, তাঁহারা কি, পরীক্ষাপূর্ব্বক শাস্ত্রোপদিষ্ট রীত্যনুসারে কর্ম্ম করিলে, ফল পাওয়া যায় না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন? যাহা হউক, যাহাতে স্থূল-প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থের তত্ত্বোপদেশ আছে, তাহাই মনঃকল্পিত, তাহাই কাব্য, তাহাই অগ্রাহ্য, এবম্প্রকার সিদ্ধান্ত করা উন্নতিপ্রার্থী মানবের কর্ত্তব্য কি না, চিন্তাশীল তাহা বিচার করিবেন।

বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের তত্ত্বনিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ সাধারণতঃ কোন্ কোন্ কর্ম্মকে পরীক্ষার্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে হইলে, দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রয়োজন, বিষয়

ও সম্বন্ধ কি, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক, আমরা এইজন্য দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রয়োজন, বিষয় ও সম্বন্ধ কি, তাহা স্মরণ করিতেছি। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারই যে, দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রয়োজন, আমাদের তাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহার, লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দ্বিবিধ। বেদাদি শাস্ত্রসমূহ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের লৌকিক ও অলৌকিক, এই দ্বিবিধ উপায়েরই উপদেশ করিয়াছেন। শ্রুতি বিদ্যাকে 'পরা' ও 'অপরা', এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে বিদ্যাদ্বারা পরব্রহ্মকে জানা বা পাওয়া যায়, তাহা 'পরাবিদ্যা' এবং যে বিদ্যাদ্বারা অপরব্রহ্ম বা বিশ্বজগতের সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবের স্বরূপ অবধারিত হয়, তাহা 'অপরাবিদ্যা'। 'অপরাবিদ্যা' পরাবিদ্যারই অঙ্গ। ব্যাকরণ, শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ইত্যাদি ইহারা 'অপরাবিদ্যা'। ব্যাকরণাদি যে, বেদের অঙ্গ, তাহা অনেকেই পরিজ্ঞাত আছেন, সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের সম্বন্ধ কি, তাহা স্মরণ করিবার সময়ে আমরা বলিয়াছি, দর্শন অঙ্গী, বিজ্ঞান অঙ্গ, দর্শন সমুদ্র, বিজ্ঞান নদী, দর্শন শাখী, বিজ্ঞান শাখা, দর্শন সামান্য, বিজ্ঞান বিশেষ। অতএব এক্ষণে বলিতে পারি, 'বেদ', দর্শন, ব্যাকরণাদি বিজ্ঞান। দর্শনাদি নামে প্রসিদ্ধ শাস্ত্রসমূহকেও, শাস্ত্র পাঠ করিলে, জানা যায়, বেদেরই উপাঙ্গ বলা হইয়াছে। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, বেদাখ্য ব্রহ্মের অঙ্গ হইতে সম্যগ্‌জ্ঞান-হেতু, অপিচ পুরুষ-সংস্কারহেতু জ্যোতিষাদি, এবং উপাঙ্গ হইতে চিকিৎসাদি বিদ্যাভেদের আবির্ভাব হইয়া থাকে ("বিধাতুস্তস্য লোকানামঙ্গোপাঙ্গ-নিবন্ধনা। বিদ্যাভেদাঃ প্রতীয়ন্তে জ্ঞানসংস্কারহেতবঃ।"—বাক্যপদীয়)। ভর্তৃহরি 'সম্যগ্‌জ্ঞান-হেতু' ও 'পুরুষসংস্কারহেতু' ('জ্ঞানসংস্কারহেতবঃ'), এই দুইটী পদের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? দ্বৈতবাদ, একত্ববাদাদি যত প্রকার ভিন্ন-ভিন্ন বাদের আবির্ভাব হইয়াছে, পুরুষদের বুদ্ধি, প্রতিভা বা সংস্কারভেদই তাহাদের আবির্ভাব কারণ, বেদের উপদেশই প্রতিভাভেদে পৃথক, পৃথকভাবে গৃহীত হওয়ায়, পৃথক পৃথক বাদের উৎপত্তি হইয়াছে। 'প্রতিভা' কোন্ পদার্থ?

ভর্ত্তৃহরির উত্তর, শব্দের অভ্যাসই প্রতিভার হেতু, জড় ও চেতন, এই উভয়বিধ পদার্থের শব্দই প্রতিভার কারণ। 'এই শব্দের, এই অর্থ', লোকে এইরূপ সময় (Convention) বা সংকেত বিদিত হইয়া, তবে উচ্চারিত শব্দের অর্থ-পরিগ্রহে সমর্থ হয়, অতএব শব্দকে প্রতিভার হেতু বলা যাইবে কিরূপে? অবিদিত-সংকেত (এই শব্দের, এই অর্থ, যে এইরূপ সংকেত বিদিত নহে) পুরুষের কি, পদার্থ প্রতীতি হয়? জড়প্রায় বালক, অথবা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ইহারা যে, প্রতিভা (Instinct)-বশে কর্ম্ম করিয়া থাকে, পদ্মিনী যে, সূর্য্যোদয়ে প্রফুল্ল এবং তাঁহার অস্তময়ে ম্লানমুখ হয়, অয়স্কান্ত যে লৌহকে আকর্ষণ করে, অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি ভৌতিকপদার্থ জাত যে, পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহার কারণ কি? সদ্যস্ক শিশু যে, স্তনের সহিত মুখের সংযোগ হইলে, স্তন হইতে দুগ্ধকে আকর্ষণ করে, তাহাও শব্দ-নিমিত্ত, সকল ব্যবহারের মূলভূত প্রতিভাবশতঃ করিয়া থাকে। পশু, পক্ষী ও কীট, পতঙ্গেরাও যে, জাতমাত্রেই স্ব-স্ব জাত্যুচিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, অনাদি বাসনা, শব্দসংস্কার বা প্রতিভাই তাহার কারণ। কি বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, প্রতিভাই তৎসমুদায়ের নিষ্পাদক। প্রতিভার কারণ কি? অভ্যাসই প্রতিভার কারণ। প্রতিভা বা সংস্কারের কারণ, এই অভ্যাস কি, ইদানীন্তন, অথবা জন্মান্তরভাবী?

সংস্কার বা বাসনার অস্তিত্ব যে, সকলেই স্বীকার করেন, এবং অভ্যাসই (Repitition in general, repeated practice or exercise) যে, সংস্কার বা বাসনার পূর্ব্বভাব, তাহাও সম্ভবতঃ সর্ব্ববাদিসম্মত। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্ব অভ্যুপগম করেন না, তাঁহারা বলেন, ইদানীন্তন বা বর্ত্তমান জন্মের অভ্যাসই ব্যক্তিগত ভিন্ন-ভিন্ন সংস্কারের হেতু। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত, ইদানীন্তন অভ্যাসই জাতি বা ব্যক্তিগত প্রতিভার কারণ নহে, জন্মান্তরভাবী অভ্যাসও ইহার কারণ। ভর্ত্তৃহরি তা'ই বলিয়াছেন, 'অভ্যাস অনাগম—জন্মান্তরভাবী, ইহা

ইদানীন্তন নহে।' কশাভিঘাতমাত্রে বাজিগণ যেরূপ গন্তব্য দেশাভিমুখে ধাবমান হয়, অঙ্কুশাঘাতমাত্রে গজসমূহ যে প্রকার চলিতে আরম্ভ করে, সেইরূপ অনাদি বাসনাভ্যাস-বশতঃ প্রবোধিত হইয়া, প্রাণীগণ যথাস্ব সমুচিত ব্যবহার নিষ্পাদনপূর্ব্বক লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করে। *

লোকে যে, এই শব্দের, এই অর্থ, এইরূপ সময় বা সঙ্কেত করিয়া থাকে, প্রতিভাই তাহার কারণ। স্থূল দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা যে সকল বিষয়ের সত্যতা সপ্রমাণ হয়, তাহাদিগকেই সত্য বলিয়া মানিব, তদতিরিক্ত কোন বিষয়কে সত্য বলিয়া স্বীকার করিব না, যাঁহাদের এইরূপ পণ, তাঁহারা কি, কাহাকেও নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে দেখিয়াছেন, মানুষ অপশব্দের সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা আমরাও জানি, কিন্তু মানুষ কোন সাধুশব্দের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা কি, কোন প্রত্যক্ষবাদীর ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছে? বক্তার অভিপ্রায় ভাল করিয়া না বুঝিয়া, ঝটিতি কোন উত্তর প্রদান করা, সত্যানুসন্ধিৎসু তার্কিকের কর্ত্তব্য নহে। কত কথা পূর্ব্বে ছিল না, এক্ষণে হইয়াছে, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, এই সকল কথা আমাদের বহুশ্রুত, তথাপি যে, আমরা বলিতেছি, কোন ব্যক্তি কোন নূতন শব্দ সৃষ্টি করেন নাই, ইহার অবশ্য কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে, বুঝিতে হইবে। এই শব্দের, এই অর্থ, মানুষ সাধারণতঃ লোকপরম্পরায়, ইহা অবগত হয়েন সত্য, কিন্তু কেহই মূলতঃ শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। শব্দের জ্ঞান যে মাত্রায় পরিবর্দ্ধিত হইবে, সেই মাত্রায় 'অপশব্দ সকলও যে, সাধুশব্দেরই বিকৃতরূপ, ইহারাও যে, মূলতঃ সৃষ্ট নহে', তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

'এই পদ, এই অর্থের বোধক হউক, এই শব্দ হইতে, এই অর্থ বোদ্ধব্য', গদাধর বলিয়াছেন, এবম্প্রকার ঈশ্বর-সঙ্কেতই (ঈশ্বরেচ্ছাই) শব্দশক্তি ("ইদং পদমমুমর্থং বোধয়তু, অস্মাৎ পদাদয়মর্থো বোদ্ধব্যঃ।" — শক্তিবাদ)।

* "অভ্যাসাৎ প্রতিভাহেতুঃ শব্দ সর্ব্বোহপরৈঃ স্মৃতঃ।
বালানাং চ তিরশ্চাং চ যথার্থ প্রতিপাদনে।।"
"অনাগমশ্চ সোঽভ্যাসঃ সময়ঃ কৈশ্চিদিষ্যতে।
অনন্তরমিদং কার্য্যমস্মাদিত্যুপদর্শনম্।।" — বাক্যপদীয়।

লৌগাক্ষি ভাস্কর 'এই শব্দ হইতে এই অর্থ বোদ্ধব্য', এইরূপ অনাদি সঙ্কেতকেই 'শব্দশক্তি' বলিয়াছেন। যাঁহারা অর্থ ও স্মৃতির অনুকূল পদ-পদার্থ-সম্বন্ধরূপ শক্তিকে ঈশ্বরেচ্ছা বা ঈশ্বরসঙ্কেত বলিয়াছেন, তাঁহারা, বলা বাহুল্য, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ মানুষকৃত, এইরূপ মতাবলম্বী নহেন। আমরা এইজন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি, নৈয়ায়িকদিগের শব্দার্থসম্বন্ধের সাময়িকবাদ (Conventional theory) ও আধুনিক দার্শনিকদিগের সাময়িকবাদ সর্ব্বথা একরূপ নহে।

পুরুষের প্রতিভাও যে. শব্দ বা বেদ হইতেই জন্মলাভ করে, তাহা শ্রবণ করিয়াছি। পুরুষের প্রতিভা যে, শব্দ বা বেদ হইতেই জন্মলাভ করে, এই কথার তাৎপর্য্য হইতেছে, যে কোনরূপ কর্ম্ম হউক, তাহাই নাদ হইতে উৎপন্ন হয়। 'নাদ' শব্দ চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতির স্পন্দমান অবস্থার বাচক। বেদ বা শব্দও চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি বুঝাইতে শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কার কর্ম্মেরই হইয়া থাকে। অতএব শব্দ বা বেদই জ্ঞান এবং সংস্কারের হেতু। বেদকে যে জন্য জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়াত্মক বলা হইয়াছে, তাহা এই স্থলে চিন্তা করিবেন। শক্তি তামস, রাজস ও সাত্ত্বিকভেদে ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধশক্তির অক্ষপাশ বা ভাগ বৈষম্য হইতে বিবিধ পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ। দেশ, কাল, ভূত ও ভৌতিকপদার্থ, ভৌতিকশক্তি, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি ইত্যাদি সকলেই শব্দ বা শক্তিভেদে ভিন্ন-ভিন্ন আকার ধারণ করে। ভর্ত্তৃহরি এইজন্যই শব্দ বা বেদকে জ্ঞান ও সংস্কারের হেতু বলিয়াছেন।

ভর্ত্তৃহরির এই সকল কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করা সাধারণ প্রতিভাতে দুঃসাধ্য, সন্দেহ নাই। শব্দকে আমরা সাধারণতঃ বাস্তব সৎপদার্থ বলিয়া মনে করিতে পারি না, নাম বা শব্দ আমাদের দৃষ্টিতে অর্থ হইতে ভিন্ন জাতীয় পদার্থ। 'তাপ', এই পদ-বোধ অর্থকে সৎপদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারি, কারণ, ইহার অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব সকলেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ, তাপ-সংযোগে যে, দ্রব্যের অণুসকল পরস্পর দূরবর্ত্তী হয়, তাহা প্রত্যক্ষ

করা যায়, কিন্তু 'তাপ', এই শব্দের কি, তাদৃশ কোন শক্তির অস্তিত্ব পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে? শব্দকে আমারা এক এক রূপ অনুভূতির কল্পিত বাচকরূপেই দেখিয়া থাকি। যাঁহারা শব্দকে বিশ্বজগতের কারণ বলিয়াছেন, শব্দ হইতে দেবতাদির উৎপত্তি হইয়াছে, যাঁহাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত, তাঁহারা যে, 'শব্দ' বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তৎপদার্থকে গ্রহণ করেন নাই, তাহাও কি, বুঝাইতে হইবে? তামস-শক্তি, রাজস-শক্তি, সাত্ত্বিক-শক্তি এবং চিচ্ছক্তি, অথবা (সংক্ষেপে বলিতে হইলে) ভোগ্য ও ভোক্তৃশক্তি 'শব্দ', এই পদদ্বারা লক্ষিত হইয়াছে, পাঠক যেন, তাহা বিস্মৃত না হয়েন। ভর্ত্তৃহরি বহুপ্রকারেই শব্দের স্বরূপ বুঝাইয়াছেন। বৈয়াকরণেরা যাহা হইতে অর্থের বোধ হয়, তাহাকে 'স্ফোট', এই নামে উক্ত করিয়াছেন। শাব্দিকগণ বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য, এই ত্রিবিধ অর্থ-প্রতিপাদক বাচক, লাক্ষণিক ও ব্যঞ্জক শব্দসমূহের, অথবা তন্নিষ্ঠ জাতির বোধকরূপে 'স্ফোট' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। মানবতত্ত্বের 'বাগ্‌বিজ্ঞান' নামক প্রস্তাবে আমরা 'স্ফোট' কাহাকে বলে যথাজ্ঞান, তাহা জানাইব।

'বেদ হইতে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার প্রার্দুভাব হইয়াছে', এই কথার অভিপ্রায় কি, যথাবুদ্ধি তাহা জানাইবার একটু চেষ্টা করিলাম। 'বেদ হইতে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে', এই গম্ভীরার্থক শাস্ত্রোপদেশের মর্ম্ম কি, যথাযথভাবে তাহা বুঝাইবার শক্তি যে আমাদের নাই, তাহা বলা বাহুল্য। তবে অহংকার প্রকাশ হইবে, জানিয়াও বলিতে বাধ্য হইলাম, যে মহাপুরুষ 'বেদ হইতে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে', এই গম্ভীরার্থক শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহা বুঝাইতে (অবশ্য আমার বিশ্বাস) সমর্থ, এই অধমাধম অত্যল্পদিন তাঁহার চরণসেবা করিয়াছে, শ্রীগুরুদেব যে রীতিতে 'বেদ হইতে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে', এই শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য বুঝাইতেন, কিছুদিন তাহা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু প্রতিভার জড়তাবশতঃ তাঁহার সকল কথা বুঝিতে পারি নাই, ও

মলিনমস্তিষ্কে তাঁহার অমূল্য উপদেশের সংস্কারও যথাযথভাবে পতিত হয় নাই। না হইলেও, যাহা বুঝিয়াছিলাম, তাহাই জানাইবার ইচ্ছা হয়, তবে দুঃখের সহিত বলিতেছি, অদ্যাপি সমানধর্ম্মা পাই নাই। শ্রীগুরুদেব বেদকে যে দৃষ্টিতে দেখিতে উপদেশ করিয়াছেন, যিনি বেদকে সেই দৃষ্টিতে দেখিবার প্রতিভা লইয়া, এই সংসারে আসিয়াছেন, ভাগ্যক্রমে তাদৃশ কোন পুরুষের হস্তে যদি এই অকিঞ্চনের গ্রন্থ পতিত হয়, তাহা হইলে কৃতার্থ হইলাম মনে করিব।

আমরা আজকাল 'বিজ্ঞান' (Science) বলিতে যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া থাকি, তাঁহারা প্রধানতঃ বেদ বা শব্দের তামস ও রাজস অর্থেরই পরমাণু ও অণুনিষ্ঠ প্রতিভারই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন। ভূততন্ত্র (Physics) ও রসায়নতন্ত্র (Chemistry) যে, অণু ও পরমাণুনিষ্ঠ প্রতিভারই অথবা শব্দ এবং শব্দ ও অর্থ, এই উভয়ের সংস্কারেরই ব্যাখ্যা করেন, বৈজ্ঞানিকগণ বোধ হয়, তাহা অস্বীকার করিবেন না। অণু ও পরমাণুর স্পন্দন অবুদ্ধিপৰ্ব্বক কর্ম্মেরই ব্যাখ্যা করেন বা করিবার চেষ্টা করেন। অণু ও পরমাণু সকল (Molecules and atoms) কি কি কর্ম্ম করিয়া থাকে? ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্র পাঠ করিলে, অণু ও পরমাণু সকলের প্রধানতঃ কত প্রকার কর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায়? আমাদের বোধ হয়, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, অণু ও পরমাণু সকল প্রধানতঃ এই দ্বিবিধ কৰ্ম্মই করিয়া থাকে। কর্ম্মভেদানুসারে দ্রব্যের নাম ও জাতিভেদ হইয়া থাকে। অণু ও পরমাণু সকল যখন সামান্যতঃ দ্বিবিধ কর্ম্ম করে, তখন ইহাদিগকে দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভূততন্ত্রবিদ্ সুধীগণের মধ্যে কেহ কেহ আকর্ষণাত্মক (Attractive) ও বিপ্রকর্ষণাত্মক (Repulsive), অণু বা পরমাণুপুঞ্জকে এই দুই নামে লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহাদিগকে এই দুই জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। সাংখ্যাদি শাস্ত্রের উপদেশ, অণু বা পরমাণু সকলও ত্রিগুণ-পরিণাম—ত্রিগুণের কার্য্য; অতএব ইহারা ত্রিগুণাত্মক। অণুসমূহ ত্রিগুণাত্মক বটে, তবে সকল অণুতে গুণত্রয়ের ভাগ সমান নহে বলিয়া,

ইহাদিগকে (গুণের আধিক্যানুসারে) সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস, এই তিনটী প্রধানশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ রাজস ও তামস অণুসমূহকেই আকর্ষণাত্মক ও বিপ্রকর্ষণাত্মক বলিয়া থাকেন। আমরা এইজন্য বলিয়াছি, বিজ্ঞান শব্দ বা বেদের তামস ও রাজস প্রতিভারই, আধিভৌতিক কর্ম্মেরই ব্যাখ্যা করেন। আকর্ষণাত্মক অণু স্বীয় ধর্ম্ম বা প্রতিভাবশতঃ সর্ব্বদা আকর্ষণ করিয়া থাকে, এবং বিপ্রকর্ষণাত্মক অণু নিয়ত বিপ্রকর্ষণ করে। দুইটী সজাতীয় অণুর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রিয়াবশতঃ কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় অপিচ বিজাতীয় অণুদ্বয়েরই বা অন্যোন্য ক্রিয়ানিবন্ধন কিরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে, ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্র তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করেন। অণু সকলের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রিয়া (Mutual action)-বশতঃ কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা স্থির করিতে হইলে, উপাদান ও নিমিত্ত বা সহকারী, এই, দ্বিবিধ কারণেরই স্বরূপ জানা আবশ্যক। অণুর শক্তি এবং কাল, দেশ বা দূরত্ব (Time and space or distance) ও দিক্ (Direction), ইহাদের স্বরূপনির্ণয় না হইলে, অণুসকলের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রিয়াবশতঃ যে যে রূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা জানা যাইতে পারে না। নিষ্ক্রিয় অবস্থাতে অবস্থিত, আকর্ষণাত্মক সমবল 'ক' ও 'খ' এই দুইটী অণু অন্যোন্য ক্রিয়াবশতঃ যে সকল স্পন্দন (Vibrations) আরম্ভ করে, সেই সকল স্পন্দনের ক্রম ও আয়াম (Amplitude) সতত সমান হইয়া থাকে। 'ক' অণু 'খ' অণুকে যে বলে আকর্ষণ করিবে, 'খ' অণুও 'ক' অণুকে সেই বলেই (উভয়ে সমবল বলিয়া) আকর্ষণ করিবে। পরস্পর আকৃষ্ট অণুদ্বয় পরস্পরের অভিমুখে সমবেগে চলিতে চলিতে উভয়ের ('ক' ও 'খ' এর) মধ্যবর্ত্তী 'গ' নামক বিন্দুতে আসিয়া মিলিত হইবে। দুইটী আকর্ষণাত্মক অণু যদি সমবল না হয়, তাহা হইলে, উহাদের অন্যোন্য আকর্ষণবশতঃ স্পন্দনের আয়াম বিষম হইবে, অপিচ যাহার বল অধিক, হীনবল তাহারই নিকটে গমন করিবে। বৈশেষিকদর্শন প্রথমোক্ত আণবিক সংযোগকে 'উভয়কর্ম্মজ', এবং

শেষোক্ত আণবিক সংযোগকে অন্যতরকর্ম্মজ সংযোগ বলিয়াছেন ("অন্যতরকর্ম্মজ উভয়কর্ম্মজঃ সংযোগজশ্চ সংযোগঃ।" —বৈশেষিকদর্শন ৭।২।৯)। দুইটী সমবল আকর্ষণাত্মক ও বিপ্রকর্ষণাত্মক অণু যদি পরস্পরের প্রতি ক্রিয়া করে, তাহা হইলে, উভয়ে পরস্পর সমদূরবর্ত্তী হইয়া থাকে। বৈশেষিকদর্শন কর্ম্মকে সংযোগবিভাগাত্মক বলিয়াছেন। কর্ম্মকে সংযোগ-বিভাগাত্মক বলাতেই সকল কথা বলা হইয়াছে। সংযোগ ও বিভাগ, উভয়েই অন্যতর-কর্ম্মজ, উভয়-কর্ম্মজ ও সংযোগজ-ভেদে ত্রিবিধ ("এতেন বিভাগো ব্যাখ্যাতঃ।"—বৈশেষিকদর্শন)। অণুসকলের অন্যোন্য-ক্রিয়াবশতঃ স্পন্দন (Vibration) হইতে বিবিধ আকার (Forms), বর্ণ, রস, ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। জ্যামিতিক মূর্ত্তি বা অবয়ব সংস্থানের (Geometrical shapes) আণবিক স্পন্দনই কারণ। আণবিক স্পন্দন হইতে অণুসমূহের সংযোগ ও বিভাগ, এই দ্বিবিধ কর্ম্মই সাধিত হইয়া থাকে। স্পন্দন কোন পদার্থ? অত্যল্প চিন্তাতেই উপলব্ধি হইবে, শব্দ ও স্পন্দন এক পদার্থ (All vibration are fundamentally sound).। ভর্ত্তৃহরি এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, " প্রযত্ন-প্রেরিত আকাশ হইতে শব্দাখ্য পরমাণুসমুহের উৎপত্তি হইয়াছে," "অণুসকল ভেদ-সংসর্গবৃত্তিক বিন্দু ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে।" শব্দ হইতে যে, আকারের উৎপত্তি হয়, স্পন্দনের ভেদই যে, জ্যামিতিক মূর্ত্তিভেদের হেতু, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, পরীক্ষাদ্বারা এই বিষয়ের যথার্থ্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করিতেছেন। "আধিভৌতিক দৃষ্টিতে 'শব্দ' শক্তি, কর্ম্ম বা মোশন্ (Motion) মাত্রের বাচক, তাপ, তড়িৎ, আলোক, চৌম্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি শব্দেরই ভিন্ন-ভিন্ন পরিণাম," পূর্ব্বোক্ত এই শাস্ত্রীয় উপদেশ যে, কাব্য নহে, অতঃপর তাহা বলা যায় না কি? 'শব্দব্রহ্ম হইতে বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে' ("বাগেব বিশ্বা ভুবনানি জজ্ঞে"), এই বেদবাক্যে যে, কল্পনার বিজৃম্ভণ নহে, তাহা অঙ্গীকার করা উচিত নহে কি?

প্রত্যক্ষবাদাত্মক দর্শন (Empirical Philosophy) ভূত, ভৌতিকশক্তি বা কৰ্ম্ম (Matter and Motion), শক্তিসাতত্য (Conservation of energy or Persistence of force), এই পদার্থত্রয়ের ইন্দ্রিয়গম্য রূপ (As they apear to experience), অথবা জড়বিজ্ঞান ইহাদের যে প্রকার স্বরূপ অবধারণ করিয়াছেন, তদ্দ্বরা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্বের ব্যাখ্যানের চেষ্টা করেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার সূর্য্য, পৃথিবী, সোম, অন্যান্য গ্রহ ইত্যাদি পদার্থের বিকাশ ও বিনাশ — তিরোভাব কিরূপে হয়, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, বিশ্বের নৈহারিকী বা বাষ্পময়ী অবস্থা, এবং মাধ্যাকর্ষণশক্তি, এই দুইটীকে আশ্রয় করিয়াছেন, ভূত বা পরমাণু, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধশক্তি, এবং শক্তিসাতত্য, ইহারাই ইহার মতে সৰ্ব্বপ্রকার পরিণামের কারণ। আকর্ষণশক্তির প্রবলতাবশতঃ জড় বা অচেতন অণুসকল পরস্পর সমাকৃষ্ট হইয়া, যখন কঠিনাকার ধারণ করে, শীতল হয়, অর্থাৎ যখন জীবের বাসযোগ্য পৃথিবীরূপে পরিণত হয়, তখন সজীব পদার্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে। জড় বা অপ্রাণ পদার্থ হইতে কিরূপ প্রথমে সজীব পদার্থের অভিব্যক্তি হইল, স্পেনসার সে সম্বন্ধে কোন কথা (লোকে পাছে তাঁহাকে কল্পনার রাজ্যে বিচরণশীল পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করে, পাছে প্রত্যক্ষপ্রমাণের অবিষয় পদার্থের কথা বলিতে হয়, এইজন্য, অথবা জীবের প্রথমাভিব্যক্তি-তত্ত্ব স্থূল প্রত্যক্ষ-প্রমাণদ্বারা নির্ণেয় নহে, এই হেতু) বলেন নাই, প্রথমাভিব্যক্ত সজীব পদার্থসমূহ প্রোটোপ্লাজমের সূক্ষ্ম গোলকাত্মক। এই সূক্ষ্ম গোলকাকার পদার্থসমূহ কালে অবিশ্রাম সংবিভাগ ও সংযোগদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ উচ্চতর, উচ্চতম জীবরূপে পরিণত হইয়া থাকে। সজীব পদার্থের সুখ-দুঃখের অনুভবশক্তির (Feelings of pain and pleasure) অভিব্যক্তি হইতেই ক্রমশঃ মনের বিকাশ হয়, মানস বৃত্তিসমূহের স্ফুরণ হইয়া থাকে। মানস বৃত্তিসমূহের সমধিক স্ফুরণ হইলে, মানবীয় মনের (Human mind) বিকাশ হয়। সুখ-দুঃখের অনুভব,

বিজ্ঞান, ইচ্ছা ইত্যাদি মনোবৃত্তিসমূহ পরিপুষ্ট ও পরিপক্ক মনেই পূর্ণভাবে স্ফুরিত হয়। ইহার পর মনুষ্য-সমাজ-শরীরের গঠন হইয়া থাকে। ধৰ্ম্ম, নীতি, আচার, রাজ্য (Forms of Government), শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদির অভিব্যক্তি ও ক্রমোন্নতি হয়। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের দর্শনে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। পণ্ডিত স্পেন্সার জগতের ইতিহাস বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া, মানুষ স্থূল-প্রত্যক্ষদ্বারা যাহা জানিতে পারে, যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম দর্শন ও পরীক্ষার বিষয়ীভূত হয়, তাহদিগদ্বারাই যে বিশ্বের আদ্যন্তের স্বরূপ-বর্ণন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার দর্শন-গ্রন্থ পাঠ করিলে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। পূর্ণদর্শন (Rational Philosophy) প্রত্যক্ষ-প্রমাণদ্বারা পরিজ্ঞাত বিষয় সকলের তর্ক বা মানস পরীক্ষাদ্বারা ন্যূনতা নিরাকরণের, বা তাহাদের যাথার্থ্যের উপপত্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করেন, বিকার বা কার্য্যসমূহের মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, স্বতঃবিদ্যমান (Self-existent), অনন্যাপেক্ষ বা পূর্ণ তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। প্রত্যক্ষবাদমূলক (Empirical) ও পূর্ণ (Rational), এই উভয়বিধ দর্শনের স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। আমাদের বিশ্বাস, পূর্ব্বেই জানাইয়াছি, প্রত্যক্ষবাদমূলক ও আন্বীক্ষিক, এই দ্বিবিধ দর্শন যাবৎ একীভূত না হইতেছে, তাবৎ দর্শনের পূর্ণরূপের বিকাশ হইবে না। 'বেদ' বা বেদমূলক দর্শনসমূহই প্রকৃত পূর্ণ দর্শন কি না, পাঠক পক্ষপাত-বিরহিত হৃদয় লইয়া, তাহা বিচার করুন।

অণু ও পরমাণুর স্পন্দন হইতে মনুষ্যের অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত যে সকল কৰ্ম্ম সংঘটিত হয়, তৎসমুদায়ই প্রত্যক্ষবাদমূলক দর্শনের পরীক্ষণীয়। ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্র অণু ও পরমাণুর স্পন্দন-কর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধান করেন। জীববিজ্ঞান (উদ্ভিদ্ বিদ্যা, শারীরসংস্থান ও শারীরকৰ্ম্ম বিদ্যা) জৈবশরীরের জন্মাদি যড়্ভাব-বিকারের স্বরূপ জানিবার চেষ্টা করেন। মনোবিজ্ঞান মনের উৎপত্তি ও ক্রিয়া-তত্ত্বের গবেষণা করিয়া থাকেন। জীব-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান, প্রত্যক্ষবাদীর দৃষ্টিতে ভূততন্ত্র ও

রসায়নতন্ত্রেরই রূপান্তর, কারণ, প্রাণ ও মনঃ ইহার মতে ভূত ও ভৌতিকশক্তিরই পরিণাম। প্রাণ ও মনঃ যখন ভূত ও ভৌতিকশক্তিরই পরিণাম, তখন বলা বাহুল্য, আণবিক পরিস্পন্দনের নিয়মদ্বারাই প্রাণ ও মনের পরিস্পন্দনের স্বরূপ নির্ণীত হইবে। প্রত্যক্ষবাদীরা আণবিক পরিস্পন্দনের যে সকল নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারগ হইয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রাণ ও মনের স্বরূপ নিরূপিত হয় কি না, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। আমাদের ধারণা, হয় না, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও অনেকে এইরূপ মত পোষণ করেন। এক্ষণে প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকগণ 'বুদ্ধিপূর্ব্বক' ও 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক', এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিতে হইবে।

লক্ (LOCKE) বলিয়াছেন, — "বিবিধ মানস ও দৈহিক কর্ম্মের আরম্ভ ও নিবৃত্তি, আমরা যে, শুদ্ধ আমাদের মনের সংকল্প দ্বারা করিতে সমর্থ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি।" বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের রূপ লকের চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ইহাদের স্বরূপাবধারণের চেষ্টা করেন নাই। হিয়ুম (HUME) বলিয়াছেন, আমাদের শরীরের চেষ্টা যে, আমাদের ইচ্ছাশক্তির আদেশানুসারে হইয়া থাকে ("The motion of our bodies, follows upon the command of our will"), তাহা আমরা প্রতিক্ষণেই উপলব্ধি করিতেছি, কিন্তু কিরূপে ইহা হয়, কোন্ ধর্ম্ম বা শক্তিবশতঃ আমাদের ইচ্ছা এই প্রকার অসামান্য ব্যাপার নিষ্পাদন করিয়া থাকে, তাহা আমরা অদ্যাপি জানিতে পারি নাই। হার্টলে (HATLEY) অনুমান করিয়াছিলেন, স্বয়ংনিষ্পন্ন (Automatic) ও সংকল্পপূর্ব্বক (Voluntary), এই দ্বিবিধ কর্ম্মের মধ্যে স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্মসমূহ, ঐন্দ্রিয়ক ক্রিয়া-জ্ঞান-নিমিত্তক, এবং বুদ্ধি বা সংকল্পমূলক কর্ম্মসকল চিত্তের ভাবনাখ্য সংস্কারাধীন ("The first dependent upon sensation the last upon Ideas")। হার্টলের এইরূপ অনুমান দোষমুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ, হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র এবং

অন্যান্য আভ্যন্তর শারীরযন্ত্রসমূহের ক্রিয়া যে, ঐন্দ্রিয়ক-ক্রিয়া-নিমিত্তক নহে, তাহা স্থির। অপিচ চিত্তের ভাবনাখ্য সংস্কারও কখন কখন স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্মের উদ্দীপক কারণ হইয়া থাকে। হাস্যজনক ঘটনার সংস্কার যখন জাগিয়া উঠে, তখন আমরা হাস্যসম্বরণ করিতে পারি না। এইরূপ বহু কর্ম্ম আমরা দেখিতে পাই, যাহারা প্রথমতঃ সংকল্প বা মনের অবধানতা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না, কিন্তু অভ্যস্ত হইলে, মনের অবধানতা অপেক্ষা না করিয়া, নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। * জেমস্ মিল্ (JAMES MILL) বলিয়াছেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মে ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণ দেখা যায় না, যাহার জন্য বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম হইতে পৃথকরূপে নির্ব্বাচিত করা যাইতে পারে। † বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিতে হইলে, ইহাদের উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণের তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক। যে সকল কর্ম্মে আমাদের মনের প্রভুত্ব আছে, যে সকল কর্ম্ম ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারার্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক নিষ্পাদিত হয়, সেই সকল কর্ম্মের নিষ্পত্তিতে কিরূপ স্নায়ু ও পেশীর কার্য্যকারিতার প্রয়োজন হয়, 'ইচ্ছাশক্তি' ভৌতিকশক্তি হইতে ভিন্ন-জাতীয় পদার্থ কি না, ইচ্ছার আদ্যুৎপত্তিস্থান কোথায়, অপিচ যে সকল কর্ম্মকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক বলিয়া পরিগণিত করা হয়, তাহাদের নিষ্পত্তিতেই বা কিরূপ স্নায়ু ও পেশীর কার্য্যকরিতার আবশ্যক হইয়া থাকে, কিরূপ শক্তিদ্বারা অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে, অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের প্রারম্ভস্থান কোথায়, ইত্যাদি বিষয়ের সমীচীন মীমাংসা না হইলে, বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য-বিচার যথাযথভাবে নিষ্পন্ন হইবে না।

---

* "That actions, which are at first Voluntary, tend after a time, when frequently repeated to become truly Automatic."—*The Brain as an Organ of Mind, by H. C. Bastion, M.A., M.D., F.R.S., P. 549.*

† "There appears no circumstance by which the cases of voluntary are distinguished from the involuntary, except that in voluntary there exists a Desire."
— *Analysis of the Human Mind, by James Mill.*

আধুনিক প্রত্যক্ষবাদাত্মক দর্শন বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রধানতঃ শারীরবিজ্ঞানকেই (Physiology) আশ্রয় করিয়াছেন। বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইলে, কৈন্দ্রিক ও পারিধ (Central and peripheral) স্নায়ুবিধানের সংস্থান ও ক্রিয়ার তত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। তথাপি ইহাও বলিতে হইবে যে বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের প্রকৃত দার্শনিক-রীতিতে তত্ত্বনির্দ্ধারণ করিতে হইলে, কেবল স্নায়ুবিধানের সংস্থান ও ক্রিয়ার ইন্দ্রিয়গম্য স্বরূপদর্শনের উপরি নির্ভর করিলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না। বিশ্বজগতের সৃষ্টি বুদ্ধিপূর্ব্বক, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক, যাঁহারা তাহা স্থির করিতে ইচ্ছুক, স্নায়ুবিধানের নির্ম্মাণে সংকল্পের কার্য্যকারিতা আছে কিনা, যাঁহাদের মনে এইরূপ প্রশ্ন উদিত হয়, স্নায়ুযন্ত্রের আকারাদি ধর্ম্মগত ভেদই উহাদিগকে বিশেষ, বিশেষরূপ ক্রিয়াকারী করিয়াছে, অথবা বিশেষ, বিশেষরূপ ক্রিয়ানিষ্পাদনের প্রয়োজন, বিশেষ, বিশেষ প্রতিভা বা পূর্ব্ব কর্ম্মসংস্কার উহাদের আকারাদি ধর্ম্মগত ভেদের কারণ, যাঁহারা এই সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করেন, সমুদায় শরীরের মধ্যে মস্তিষ্কই (Brain) ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, জ্ঞান ইত্যাদির অভিব্যক্তি ও ক্রিয়াক্ষেত্র হইল কেন, যে শেল্ (Cell) নামক - পদার্থ স্নায়ু বিধানের উপাদান, তাহাই পেশী, শিরা, ধমনী, অস্থি, যকৃৎ, ফুসফুস ইত্যাদিরও উপাদান, শেলস্ (Cells) সমূহের পরস্পরের মধ্যে যে, কোনরূপ পার্থক্য আছে, রাসায়নিক, ভৌতিক বা আণুবীক্ষণিক পরীক্ষাদ্বারা তাহা নির্ণীত হয় নাই, তথাপি ইহারা কিরূপে ভিন্ন-ভিন্ন আকারাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াকারী যন্ত্রকলের নির্ম্মাণ করিল, যাঁহাদের এইরূপ জিজ্ঞাসা হয়, বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না, কোন কার্য্যই নির্নিমিত্ত বা আকস্মিক (Result of chance) নহে, যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, এবং এই প্রকার ধারণাবশতঃ যাঁহারা মনুষ্যাদি জীবের শারীরযন্ত্রসমূহের সংখ্যাবিশেষের, সংস্থান বা অবয়বসন্নিবেশের কারণ কি, তাহা জানিতে চাহেন, নরদেহে দ্বাদশযুগ্ম কারোট স্নায়ু (Cranial

nerves), এবং একত্রিংশৎযুগ্ম কাশেরুক-মাজ্জেয় স্নায়ু (Spinal nerves) হইল কেন, পৃষ্ঠবংশের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের স্নায়ুযুগ্মের সংখ্যা তত্রত্য কশেরুকা সকলের সংখ্যার অনুরূপ হইল, কিন্তু গ্রীবাদেশীয় (Cervical) ও ত্রিকাস্থির (পৃষ্ঠমূলাস্থি—Coccygeal) স্নায়ু সকলের সংখ্যা তদনুরূপ হইল না, ইহার হেতু কি, যাঁহারা বিশিষ্ট প্রতিভার প্রেরণায় এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে ইচ্ছা করেন নরশরীরবিজ্ঞানের (অবশ্য এপর্য্যন্ত ইহাঁর যতদূর উন্নতি হইয়াছে) আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাঁহারা চরিতার্থ হইতে পারিবেন না, নরশরীরবিজ্ঞানের আজিও তাঁহাদের অভাব মিটাইবার যোগ্যতা হয় নাই। এপর্য্যন্ত কোন দেশের কোন ব্যক্তি কি, এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দানে সমর্থ হইয়াছেন? কোন দেশের কোন গ্রন্থ পাঠ করিলে কি, এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়? বেদ কি, এই সকল প্রশ্নের সমাধান (বৈজ্ঞানিকের হৃদয় যেরূপ সমাধানে পরিতৃপ্ত হয়) করিতে পারিয়াছেন? সত্যানুসন্ধিৎসু হৃদয় লইয়া, চিত্ত হইতে রাগ-দ্বেষের দুরপনেয় মলকে প্রোৎসারিত করিয়া, ঐন্দ্রিয়ক সুখভোগের লালসাকে শম ও দম-গুণদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক, প্রকৃত জ্ঞানই প্রাণ, প্রকৃতজ্ঞানই আনন্দ, এই বোধকে দৃঢ় করিয়া, আলস্যাদি তমোগুণের শৃঙ্খলসমূহকে সত্ত্বগুণানুপ্রাণিত রজোগুণময় শাণিত অসিদ্বারা ছেদনপূর্ব্বক; মানবোচিত হৃদয়বান, বিশাল-প্রাণ ধনীর সাহায্য পাইয়া, পরিশেষে সত্যময়, জ্ঞানময়, পরম-কারুণিক পরম-পিতা শ্রীভগবান্ ও তাঁহারই রূপান্তর কোন বেদজ্ঞ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণের অনন্যগতি বালক সন্তানের ন্যায় শরণ-গ্রহণপূর্ব্বক, 'বেদ' এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিবার যোগ্য কি না, যিনি তাহা জানিতে চেষ্টা করিবেন, আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের বিশ্বাস, তাঁহারই চেষ্টা ফলবতী হইবে। বেদমুখে শুনিয়াছি, 'বেদ অনন্ত', * অতএব বেদে কি আছে কি নাই, তাহা কেমন করিয়া বলিব? যাঁহারা বেদকে ঈষৎসভ্য কবিহৃদয়প্রসূত পদার্থ বলিয়া বুঝিয়াছেন, ঋগ্বেদাদির লিখিত বা মুদ্রিত অংশসমূহই যাঁহাদের বিশ্বাস, বেদের পূর্ণরূপ, যাঁহাদের প্রতিভা বেদের বয়ঃ পাঁচ হাজার বৎসরের অধিক নহে, এইরূপ সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলিয়া

বুঝাইয়াছে, মনে হয়, বেদে কি আছে, কি নাই, তাঁহারা তাহা জানিবার যোগ্য পাত্র নহেন। বেদপ্রাণ ঋষিরা বেদের যে রূপ দেখিয়াছিলেন, ভগবান্ যাস্কের উপদেশানুসারে বলিতেছি, বেদের সে রূপ দর্শনপূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইতে হইলে তপস্যা করিতে হইবে ("তপসা পারমীপ্সিতব্যম্।" — নিরুক্ত), ব্রহ্মাচর্য্য পালন করিতে হইবে, বিগলিতাভিমান হইতে হইবে, মনকে বাহ্যবিষয় হইতে, প্রত্যাহার করিতে হইবে, বেদজ্ঞ গুরুচরণের সেবা করিতে হইবে। † ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, 'জগতে যত প্রকার বিদ্যা আছে, তৎসমুদায়ই মন্ত্রার্থমূলক'। ভগবান্ যাস্ক কি উদ্দেশ্যে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করা উচিত। ঋষিরা সরলহৃদয়ের লোক ছিলেন (অসভ্য লোক স্বভাবতঃ সরল হইয়া থাকে), কূপ-মন্ডুক ছিলেন, বিজ্ঞান-পারাবারের অনন্তরূপ তাঁহাদের সংকীর্ণচিত্তে পতিত হয় নাই, তা'ই তাঁহারা বেদকে সর্ব্ববিদ্যার আকর বলিয়াছেন, বেদের অবিষয় বিজ্ঞান নাই, এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছেন। আজকাল অনেকেই যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা আমরা জানি, তথাপি বলিতেছি, যদি কোন আর্য্যবংশধরের হৃদয় এইরূপ সিদ্ধান্ত শ্রবণে তৃপ্ত হইতে না পারে, তাহা হইলে, তিনি যেন ভগবান্ যাস্কের উক্ত বাক্যের মধ্যে কোন সার আছে কিনা, তাহা চিন্তা করেন।

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভাগ, অস্থি প্রভৃতির সংখ্যা, অবয়ব-

---

* ভরদ্বাজ সংকল্প করিয়াছিলেন, আমি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিব। সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে, তদুপযুক্ত আয়ুঃ চাই, পরিমিত আয়ুষ্ক হইয়া সমগ্র বেদাধ্যয়ন সম্ভব নহে, তা'ই তিনি আরাধনাদ্বারা ইন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার সকাশ হইতে তিন শত বৎসর ব্যাপক আয়ুঃ লাভপূর্ব্বক, এই দীর্ঘকাল যথানিয়মে ব্রহ্মাচর্য্যপালন ও বেদাধ্যয়নে অতিবাহিত করেন। তিন শত বৎসর পরিমাণ আয়ুঃ যখন প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, যখন তিনি স্থবিরাবস্থায় উপনীত হইলেন, তখন এক দিন শয়ান আছেন, এমন সময়, ইন্দ্র তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক বলিলেন, ভরদ্বাজ! যদি তোমাকে আর এক শত বৎসরব্যাপী আয়ুঃ প্রদান করি, তাহা হইলে, তুমি কি কর? ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন, ব্রহ্মাচর্য্যপালন ও বেদাধ্যয়ন করি। ইন্দ্র ভরদ্বাজের এই কথা শ্রবণ করিয়া, বলিয়াছিলেন, ভরদ্বাজ! 'বেদ' অনন্ত, সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিব, এইরূপ সংকল্প ত্যাগ কর। —"সহোবাচ। ভরদ্বাজেত্যামন্ত্র্য। বেদা বা এতে। অনন্তা বৈ বেদাঃ। — তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ, ৩।১০।১১।

† ঋগ্বেদের অষ্টমাষ্টকের ৭১ সূক্তে কিরূপ ব্যক্তি বেদের প্রকৃত অর্থ জানিবার অধিকারী, বেদ কোন্ পুরুষকে নিজরূপ প্রদর্শন করেন, তাহা উক্ত হইয়াছে।

সন্নিবেশের নিয়ম, ইত্যাদি বিষয়ের বেদে বহু উপদেশ আছে। বেদ বলিয়াছেন, বর্ণের বৈশেষ্য যে কারণে হইয়াছে, সেই কারণেই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈশেষ্য হইয়াছে। অকারাদি বর্ণতত্ত্ব এবং ছন্দের স্বরূপ যথাযথভাবে বিদিত হইলে, দিক্, কাল ও ক্রমের প্রকৃতরূপ চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হইলে, বিশ্বজগতের শরীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান (Anatomy, Physiology and Psychology) ও আত্মবিজ্ঞানের প্রকৃতরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতরেয় আরণ্যকশ্রুতি পাঠ করিলে, পাঠক জানিতে পারিবেন, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহার মূলে কিছু সত্য আছে কি না। ঐতরেয় আরণ্যক পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে (যদি কাহারও পাঠ করিবার প্রবৃত্তি হয়) কতিপয় কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথম কথা, 'বেদ' পাশ্চাত্য দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় বহুভাষী নহেন, অল্প কথায় তত্ত্বোপদেশ বেদের রীতি; ঋষিগণও এই রীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা, বেদ বিশ্বদর্শন, প্রত্যেক বেদমন্ত্রের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ অর্থ আছে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ অর্থেরই বেদ সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৃতীয় কথা, বেদে রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার আছে বটে, কিন্তু ইনি অসত্যকে সত্য বলিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে অলঙ্কারের ব্যবহার করেন নাই, সত্যের রূপ বিশদভাবে প্রকটিত করিবার নিমিত্ত অলঙ্কারের ব্যবহার করিয়াছেন, বেদের অলঙ্কার অস্থির-শোভাতিশায়ী নহে, বেদের অলঙ্কার ব্যাপ্তি-জ্ঞানেরই প্রসারণ করে। বেদের কোথাও অতিপ্রাকৃতিক কথা নাই। প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সংকীর্ণতাবশতঃ অনেক সময়ে বেদের উপদেশ অতিপ্রাকৃতিক বলিয়া বোধ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উহা তাহা নহে। বেদই বলিয়াছেন, "ঐন্দ্রিয়ক বা পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের আবরণ ভেদ করিতে না পারিলে, অতীন্দ্রিয়—অচিন্ত্য—সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকাদি ভাবসমূহের রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।" যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণের কথা ছাড়া আর কাহারও কথাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা যে, বেদে বহু

অতিপ্রাকৃতিক কথা দেখিতে পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? চতুর্থ কথা, বেদের প্রকৃত অর্থ-পরিগ্রহ করিতে হইলে, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, শিক্ষা ও কল্প, এই ছয়টী বেদের অঙ্গের সহিত প্রকৃত পরিচয় থাকা আবশ্যক। পঞ্চম কথা, আপাতদৃষ্টিতে বেদের কথার মধ্যে বিশেষ সার আছে বলিয়া বোধ না হইলে, উহাকে বালকোচিত কথা জ্ঞানে ত্যাগ করিবেন না, উহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন সার আছে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া, সার নিষ্কাশনের চেষ্টা করিবেন। চরম কথা, বেদার্থ পরিগ্রহ করিবার জন্য চিত্তের সংস্কার আবশ্যক। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়াছেন, ইহা আমাদের কথা নহে।

বেদ বলিয়াছেন, সিসৃক্ষু প্রজাপতির মুখ হইতে গায়ত্রীর উৎপত্তি হইয়াছে, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী অগ্র, অঙ্গের মধ্যে শিরঃ অগ্র। অগ্নি বা সূর্য্য শিরঃ ও গায়ত্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ("অথাতঃ শিরঃ তদ্‌গায়ত্রীষু ভবত্যগ্নির্বা অর্কঃ। * * *" — ঐতরেয় আরণ্যক)। প্রাণ সূত্রাত্মা, সূত্রদ্বারা যেমন পরস্পর বিছিন্ন বা দূরবর্ত্তী বস্তুসকলকে গ্রথিত — একীভূত করা হয়, সেইরূপ প্রাণ অণুসমূহকে গ্রথিত করিয়া, শরীর নির্ম্মাণ করে। প্রাণ শরীরাবয়ব সমূহের সন্ধাতা ("প্রাণো বৈ সৃদদোহাঃ প্রাণেন পর্ব্বাণি সন্দধাতি।"— ঐতরেয় আরণ্যক) । প্রজাপতি নবসংখ্যক কপাল একত্র সংযোজনপূর্ব্বক মনুষ্যের শির নির্ম্মাণ করিয়াছেন ("তা নব ভবন্তি নম কপালং বৈ শিরোদশমীং শংসতি।" — ঐতরেয় আরণ্যক)। শিরের 'শিরঃ, এই নাম হইল কেন? চক্ষুঃ শ্রোত্র, মনঃ বাক্, প্রাণ ইহারা শির'কে আশ্রয়পূর্ব্বক কার্য্য নিষ্পাদন করে, চক্ষুরাদির শির'ই ব্যবহার-নিষ্পত্তির স্থান — যন্ত্র, আত্মা সর্ব্বব্যাপক হইলেও, শির'কে অভিব্যক্তি ক্ষেত্রজ্ঞানে আশ্রয় করেন, এই জন্য শিরের 'শিরঃ,' এই নাম হইয়াছে ("উর্দ্ধং ত্বেবোদসর্পত্তচ্ছিরোহশ্রয়ত যচ্ছিরোহশ্রয়ত তচ্ছিরোহভবত্তচ্ছিরসঃ শিরস্ত্বং তা এতাঃ শীর্ষঞ্ছ্রিয়ঃ শ্রিতাশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাক্ প্রাণঃ শ্রয়ন্তেহস্মিঞ্ছ্রিয়ো য এবমেতচ্ছিরসঃ শিরস্ত্বং বেদ।" —ঐতরেয় আরণ্যক)। প্রজার সার হৃদয়, হৃদয়ের সার মনঃ। শ্রুতি হৃদয়কে যে, প্রজার

সার বলিয়াছেন, তাহার কারণ হৃদয় জীবাত্মার স্থান। মনকে যে, হৃদয়ের সার বলা হইয়াছে, তাহার কারণ, 'মন' জ্ঞানশক্তিযুক্ত। মাংসময় অষ্টদলের জ্ঞানশক্তি নাই ("প্রজানাং রেতো হৃদয়ং হৃদয়স্য রেতো মনো * * *" —ঐতরেয় আরণ্যক। "হৃদয়স্য সারং মনঃ জ্ঞানশক্তিযুক্তত্বাৎ। ন তু মাংসময়ানামষ্টদলানাং তচ্ছক্তিরস্তি।" — ঐতরেয় আরণ্যকভাষ্য)। প্রাণ শরীরের বংশ — আধার স্বরূপ, কারণ চক্ষুঃ শ্রোত্র, মনঃ ইত্যাদি সকলেই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে। প্রাণ আত্মার উষ্মরূপ, অস্থি সকল স্পর্শরূপ, মজ্জা স্বররূপ, এবং মাংস, লোহিত (শোণিত), প্রভৃতি অন্তস্থরূপ। অস্থি, মজ্জা ও পর্ব্ব, এই তিনের সংখ্যা-নির্ণয় করিবার সময়ে ঐতরেয় আরণ্যক বলিয়াছেন, অস্থি, মজ্জা ও পর্ব্ব, এই তিনের প্রত্যেকে ষষ্টি অধিক শতত্রয় (৩৬০)। অতএব তিনের মিলিত সংখ্যা অশীত্যুত্তর সহস্র (১০৮০)। ইহারা শরীরের দুই পার্শ্বস্থ অস্থ্যাদির সংখ্যা, সুতরাং এক এক পার্শ্বর সংখ্যা ৫৪০। আদিত্যের রশ্মি-সংখ্যার সহিত শরীরের অস্থ্যাদির সংখ্যার সাম্য আছে বলিয়া, শ্রুতি শরীরকে আদিত্যরূপ বলিয়াছেন। অস্থ্যাদির প্রত্যেকের ৩৬০ সংখ্যা হইল কেন? ইহারা বৃহতীছন্দস্ক; এক বৃহতী ষট্‌ত্রিংশৎ অক্ষরাত্মিকা দশ বৃহতীর অক্ষর সংখ্যা ৩৬০। ত্রিগুণিত ৩৬০ = ১০৮০। *

ঐতরেয় আরণ্যকের এই সকল কথা শ্রবণানন্তর, যিনি ঝটিতি ইহাদের মধ্যে কোন সার নাই, ইহারা কল্পনাপ্রবণ মস্তিষ্কপ্রসূত, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন, তাঁহাদের বেদাধ্যয়নের অধিকার নাই, তাঁহারা যতই বেদ হইতে দূরে থাকিবেন ততই মঙ্গল। আর যাঁহাদিগের মনে হইবে, আমরা আপাতদৃষ্টিতে বুঝিতে না পারিলেও, ইহাদের মধ্যে অনেক তথ্য আছে, তাঁহারা আমাদের প্রাগুক্ত কথাগুলি স্মরণপূর্ব্বক এই শ্রুতিবচন সমূহ

* "প্রাণো বংশ ইতি স্থবিরঃ শাকল্যস্তদ্যথা শালাবংশে সর্ব্বেহন্যে বংশাঃ সমাহিতাঃ স্যুরেবমস্মিন্ প্রাণে চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাগিন্দ্রিয়াণি শরীরং সর্ব্ব আত্মা সমাহিতঃ। তস্যৈতস্যাত্মনঃ প্রাণ উষ্মরূপ অস্থীনিস্পর্শরূপং মজ্জানঃ স্বররূপং মাংসং লোহিতমিত্যেতদন্যচ্চতুর্থমন্তস্থারূপমিতি। * * * তস্যৈতস্য ত্রয়স্যাস্থ্নাং মজ্জ্ঞাং পর্ব্বণামিতি পঞ্চেতশ্চত্বারিংশচ্ছতানি পঞ্চেতত্তদশীতি সহস্রং ভব অশীতিসহস্রং বা অর্কলিনো বৃহতীরহরভিসম্পাদয়ন্তি * * *।" —ঐতরেয় আরণ্যক।

হইতে সার নিষ্কাসনের চেষ্টা করিবেন। প্রতীচ্য শরীরবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিলে, যে লাভ হয়, বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, তাহা হইতে অধিকতর লাভ হয় কিনা, তাহা বিচার করিবেন, তবে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে প্রতীচ্য শারীরবিজ্ঞান যে, অবশ্য পাঠ্য, তাহা সহস্রবার বলিব।

প্রত্যক্ষবাদাত্মক দর্শন, পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, পদার্থসকলের ইন্দ্রিয়গম্য রূপেরই তত্ত্বানুসন্ধান করেন। প্রত্যক্ষবাদাত্মক মনোবিজ্ঞান (Empirical Psychology) এই জন্য আত্মা (Soul) ও শরীরের (Body) চরম-সম্বন্ধ (Ultimate relation) কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করেন না। প্রত্যক্ষবাদাত্মক মনোবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান (Phyosilogy) ভিন্ন পদার্থ নহে, শরীরবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত জানিলেই যথোক্ত মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত জানা হয়।

উপর্য্যুপরি সন্নিবেশিত ২৬ খানি কাশেরুকাস্থির (Verteræ) দ্বারা পৃষ্ঠবংশ (Vertebral column) নির্ম্মিত হইয়াছে। মস্তক মেরুদণ্ডের উপরি অবস্থিত। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে স্থূলরজ্জুর ন্যায় কাশেরুকমজ্জ-নামক এক প্রকার স্নায়ব-পদার্থ আছে, এই কাশেরুকমজ্জাই যেন স্ফীত হইয়া মস্তিষ্ক হইয়াছে। কাশেরুকমজ্জার যে অংশ করোটি-মধ্য-স্থিত, তাহা মস্তিক (Brain), এবং যে অংশে কশেরুকা বা পৃষ্ঠাস্থিগর্ভধৃত, তাহা 'কাশেরুকমজ্জা' এই নামে উক্ত হয়। বৃহত্তম ও উর্দ্ধতন অংশ — অধিপতি (Cerebrum) ক্ষুদ্রাংশ (Cerebellum), শৃঙ্গাটক (Corpus annalare, Processus annularis, Tuber annulare, and Tuberculum annulare — *Varolii Pons*) ও কাশেরুক-মজ্জার উর্দ্ধ বিতান (Medulla oblongata or spinal bulb), মস্তিষ্ক, এই চারিভাগে বিভক্ত, এবং দৃঢ়মাতৃকা (Dura mater) মৃদুমাতৃকা (Pia-mater), ও ঔর্ণনাভ-ঝিল্লি বা মধ্যাবরণী (Arachnoid) এই তিনটী আবরণীদ্বারা ইহা আবৃত। অগ্র বা পূর্ব্ব মস্তিষ্ক (The fore-brain), মধ্য-মস্তিষ্ক (The Mid-brain), প্রতীচ্য-মস্তিষ্ক (Hind-brain), এবং উত্তর বা অন্ত্য মস্তিষ্ক

(After-brain) মস্তিষ্ককে এই চারি ভাগেও বিভক্ত করা যাইতে পারে। অগ্র-মস্তিষ্ক (Fore-brain or cerebrum) (১) পার্শ্বিক অগ্র-মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্কীয় গোলকার্দ্ধদ্বয় (The lateral fore - brain or cerebral hemispheres) ও (২) অগ্নিস্নায়ুমূল (Thalamic region or inter brain, এই দুইটী বিভাগাত্মক। ক্ষুদ্রিতমস্তিষ্ক ও শৃঙ্গাঘটক (Cerebellum and Varollic Pons), প্রতীচ্য মস্তিষ্ক (Hind brain) এই অংশদ্বয়াত্মক। কাশেরুকমজ্জার উর্দ্ধবিতানই (The Medulla oblongata) উত্তর বা অন্ত্য-মস্তিস্ক (After brain)মস্তিষ্কের তলদেশে অনেকগুলি গ্রন্থি আছে। মস্তিষ্কের বিশেষ বিবরণ প্রদান এ গ্রন্থের বিষয় নহে, মস্তিষ্কের কোন অংশ ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তির বিকাশস্থান, বুদ্ধিপূর্ব্বক, স্বয়ংনিষ্পন্ন ও প্রত্যাবৃত্ত, এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার নিষ্পত্তি কোথায় হইয়া থাকে, তাহা জানানই আমাদের বর্ত্তমান প্রয়োজন। ঐতরেয় আরণ্যক বলিয়াছেন, মূর্দ্ধার মধ্যস্থিত গহ্বর—বিদৃতিই জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি-বিকাশের প্রধান ক্ষেত্র, মূর্দ্ধদেশই জ্ঞানেন্দ্রিয়-বহুল, এবং কণ্ঠাধোভাগ ক্রিয়াশক্তির বিশেষ ক্রীড়াভূমি, কণ্ঠাধোভাগ কর্ম্মেন্দ্রিয়বহুল। * প্রতীচ্য নরশরীরবিজ্ঞান (Human Physiology) বলেন, বৃহত্তম মস্তিষ্ক বা অধিপতি (Cerebrum) জ্ঞানোপত্তির, ইচ্ছার এবং অন্যোন্য মনোবৃত্তিসমূহের ক্ষেত্র (The seat of conciousness, memory, intellegence, and volition) বিশুদ্ধ স্বয়ংনিষ্পন্ন ও প্রত্যাবৃত্ত কর্ম্মসমূহ (Reflex and purely *automatic actions*) অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মে মনের প্রভুত্ব নাই, যাহাদিগকে প্রাণনব্যাপার (Vital actions) বলা যায়, তাহারা কাশেরুক স্নায়ুজ্জুদ্বারা নিষ্পাদিতহইয়া থাকে। যে সকল কর্ম্ম প্রথমতঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক থাকিয়া, পরে অভ্যাসবশতঃ অনেকতঃ

---

* "স এতমেব সীমানং বিদ্যার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত সৈষা বিদৃতিনাম * * *" — ঐতরেয় আরণ্যক।

"যুস্মাৎ জ্ঞানোপাধিকসয মুর্দ্ধমধ্যে প্রবেশঃ, তস্মাৎ মুর্দ্ধ ন জ্ঞানেন্দ্রিয়েবাহুল্য মুপলভ্যতে। ক্রিয়াশক্ত্যুপাধিকস্য পদাগ্রে প্রবেশাৎ কণ্ঠাদধোভাগে কর্ম্মেন্দ্রিয়বাহুল্যমুপলভ্যতে।"—ঐতরের আরণ্যকভাষ্য।

অবুদ্ধিপূর্ব্বকের ন্যায় হয়, তাহারা ক্ষুদ্র- মস্তিষ্ক (Cerebellum) দ্বারা সাধিত হয়। বাহ্য-ত্বগুৎপন্ন(superficial) গভীর বা কণ্ডরা সমুৎপন্ন(Deep or tendon), এবং যান্ত্রিক (Organic), প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়াকে (Reflex actions), এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। বেদাদি শাস্ত্র প্রাণ বা ক্রিয়াশক্তির কর্ম্ম বলিতে যে জাতীয় কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াছেন, নরশরীরবিজ্ঞান তজ্জাতীয় কর্ম্মকেই যে প্রত্যাবৃত্ত কর্ম্ম বলিয়াছেন তাহা বিশ্বাস হয়।

ক্রিয়া ভেদানুসারে স্নায়ুসকলকে পরাচীন—কেন্দ্রাতিগ (Efferent–Centrifugal), প্রতীচীন—কেন্দ্রাভিগ (Afferent–Centripetal), এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। পরাচীন স্নায়ুসমূহকে গতিবিধায়ক—সঞ্চালক (Motor), এই নামে উক্ত করা হয়। যে সকল স্নায়ুরজ্জু ত্বকের সহিত সম্বদ্ধ, তাহারা কৈন্দ্রিক-যন্ত্রে নোদন· বহন করে, এবং তা'ই উহাদিগকে প্রতীচীন—কেন্দ্রাভিগ (Afferent) বলা হইয়া থাকে। প্রতীচীন স্নায়ুসকলই সুতরাং সংজ্ঞা (Sensation)-বাহী। অতএব দেখা যাইতেছে, মস্তিষ্ক বা ইতর কেন্দ্রসমূহ হইতে নিয়োগ বহনপূর্ব্বক পেশীগণকে, এবং ত্বক্ হইতে নোদন-বহনপূর্ব্বক মস্তিষ্ক বা ইতর কেন্দ্রসমূহকে প্রদান, স্নায়ুগণ এই দ্বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। প্রত্যাবৃত্ত কর্ম্ম-নিষ্পত্তিতে (১) প্রতীচীন স্নায়ু (Afferent nerve), (২) স্নায়ু-কেন্দ্র—পরস্পর মিলিতভাবে ক্রিয়াকারী স্নায়ু-কোষশ্রেণী (A group of nerve-cells acting together), (৩) পরাচীন স্নায়ু (Efferent nerve), এই ত্রিবিধ যন্ত্রের প্রয়োজন।

বৃহত্তম মস্তিক বা অধিপতি (Cerebrum) যে, জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি বিকাশের প্রধান ক্ষেত্র, অপিচ প্রত্যাবৃত্ত অভ্যস্ত কর্ম্ম সকল যে, কাশেরুকমজ্জা ও ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক (Spinal cord and Cerebellum) দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে জ্ঞাতব্য হইতেছে, কাশেরুকমজ্জা প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়াসমূহের, এবং ক্ষুদ্র-মস্তিষ্ক (Cerebellum)

ও বৃহত্তম-মস্তিষ্ক বা অধিপতি (Cerebrum) যথাক্রমে অভ্যস্ত-ক্রিয়া (Acquired, habitual or customary actions) ও বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহের ক্ষেত্র হইল কেন? যে সকল কর্ম্ম অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বে যে স্থানে আরব্ধ হয়, অভ্যস্ত হইবার পর তাহারাই যে, অন্যত্র আরব্ধ হইয়া থাকে, ইহার হেতু কি?

এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে, প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়া (Reflex Action) স্বয়ংনিষ্পন্ন বা যাদৃচ্ছিক ক্রিয়া (Automatic action), অভ্যাস (Habit or secondarily-automatic action), সহজ জ্ঞান (Instinct), এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্ম, প্রণিধান (Attention), এই সকল পদার্থের তত্ত্ব-নিরূপণ কর্ত্তব্য।

প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়া (Reflex-action) সহসা-প্রবৃত্ত পরিস্পন্দ (Impulsive movememts), ইহা বাহ্য প্রণোদন কর্ত্তৃক উত্তেজিত শক্তির উদ্রেক ও পেশীসমূহের আকুঞ্চন হইতে আরব্ধ হইয়া থাকে। কোন বাহ্যশক্তি, অথবা দেহাভ্যন্তরের কোনরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন, সংজ্ঞাবাহী স্নায়ুসমূহের (Sensory nerves) অন্ত্যদেশে ক্রিয়া করিয়া, কেন্দ্রাভিমুখ আন্তর-প্রবাহ উৎপাদন করে। এই কেন্দ্রাভিমুখ আন্তর-প্রবাহ (This inward current to the centres) হইতে আকস্মিক ক্ষোভের সংবেদন হয় (A shock of sensation), এবং তাহার অব্যবহিত পরেই সঞ্চালক স্নায়ুদ্বারা বহির্ম্মুখ প্রবাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই বহির্ম্মুখ প্রবাহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঞ্চালিত করে। ইহারই নাম প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া (Reflex actions)। প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া উত্তেজিত বা বাধাপ্রাপ্ত ত্বকের রক্ষার্থে প্রবর্ত্তিত হয়। বৈশেষিকদর্শন ইহাকে জীবন যোনি-প্রযত্ন-নিষ্পাদিত কর্ম্ম বলিয়াছেন। বেন্ (Prof. BAIN) প্রভৃতি দার্শনিকগণ 'আত্ম-সংরক্ষণ' (Self-preservation), এই শব্দদ্বারা বৈশেষিকদর্শনের জীবনযোনি-প্রযত্নকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া, বোধ হয়। ভগবান্ বেদব্যাস পাতঞ্জল-যোগসূত্রের ভাষ্যে চিত্তের সংস্কারকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত

করিয়াছেন। জ্ঞানজ বা অনুভব-জন্য সংস্কার স্মৃতির কারণ, এবং অবিদ্যাদির সংস্কার অবিদ্যাদি ক্লেশের (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—মরণত্রাস) হেতু। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার জাতি, আয়ুঃ ও ভোগরূপ বিপাকের কারণ। স্মৃতি ও ক্লেশহেতু বাসনারূপ সংস্কার এবং বিপাকহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার, এই দ্বিবিধ সংস্কারই, স্ব-স্ব কারণদ্বারা পূর্ব্বজন্মে নিষ্পাদিত, চিত্তে বিদ্যমান, পরিণাম, চেষ্টা, নিরোধ, শক্তি ও জীবনরূপ চিত্তধর্ম্মসমূহের ন্যায় অতীন্দ্রিয়, পরিণাম-চেষ্টাদি চিত্তধর্ম্ম সকল যেমন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, সেইপ্রকার বাসনারূপ ও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ চিত্তধর্ম্মসমূহও প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না। * প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়াও যে, চিত্তের সংস্কারদ্বারা নিষ্পাদিত হয়, ভগবান্ বেদব্যাসের উক্ত উপদেশ হইতে তাহাই সূচিত হইতেছে। বৈশেষিক-দর্শন সংস্কারকে 'বেগ', 'স্থিতিস্থাপক' ও 'ভাবনা', এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও মনঃ, এই পঞ্চদ্রব্যে, নোদনাদি নিমিত্ত-বিশেষাপেক্ষ কর্ম্ম হইতে 'বেগ'-নামক সংস্কারের উৎপত্তি হয়। 'স্থিতিস্থাপক'-সংস্কার সম্বন্ধে এস্থলে কোন কথা বলা হইল না, মানবতত্ত্বের সূত্রস্থান নামক প্রথমখণ্ডে 'স্থিতিস্থাপক'-সংস্কার সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। 'ভাবনাখ্য সংস্কার' বৈশেষিকদর্শনের মতে আত্মগুণ, ইহা দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুভূত অর্থসমূহের স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞানের (Recognition) হেতু। পটুপ্রত্যয়, অভ্যাসপ্রত্যয় ও আদরপ্রত্যয় হইতে সংস্কারের আতিশয্য দৃঢ়তা হইয়া থাকে। কোন আশ্চর্য্য পদার্থ নয়নপথে সমাগত হইলে, লোকে তাহাকে মনোনিবেশপূর্ব্বক দর্শন করে, এবং তজ্জন্য তাহার মনে তৎপদার্থের সংস্কার দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়। প্রশস্তপাদ ইহাকে পটুপ্রত্যয়জ-সংস্কার বলিয়াছেন। বিদ্যা, শিল্প, ব্যায়াম ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ অভ্যস্যমান হইলে, ইহাদের যে, সংস্কারাতিশয্য হইয়া থাকে, তাহাকে অভ্যাস-প্রত্যয়জ সংস্কার

* "দ্বয়ে খল্বমী সংস্কারাঃ স্মৃতিক্লেশহেতবো বাসনারূপাঃ বিপাকহেতবো ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাঃ তে পূর্ব্বভবাভিসংস্কৃতাঃ পরিণামচেষ্টানিরোধশক্তি-জীবনধর্ম্মবদপরিদৃষ্টাশ্চিত্তধর্ম্মাঃ।" — যোগসূত্রভাষ্য।

বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তির ব্যাকরণাদি শাস্ত্র কণ্ঠস্থ হইয়াছে, সে ব্যক্তি অন্যমনস্ক হইয়াও যে, কণ্ঠস্থ সূত্রাদির আবৃত্তি করিতে পারে, অভ্যাস প্রত্যয়জ-সংস্কারই তাহার হেতু। ভাবনাখ্য সংস্কারের আত্মা ও মনের সংযোগ প্রধান বা প্রথম কারণ।

প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া যে, সংস্কারমূলক, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বাহ্য প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়ার (Superficial reflex action) নিষ্পত্তিতে প্রথমতঃ বাহ্য উত্তেজনের আবশ্যক। বাহ্য উত্তেজন অন্তর্ম্মুখ প্রবাহ উৎপাদন করে এবং অন্তর্ম্মুখ প্রবাহ হইতে সংবেদন জন্মে; সংবেদন উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পরেই বহির্ম্মুখ প্রবাহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিস্পন্দনের আরম্ভ হইয়া থাকে। প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়া সকলেরও অনিষ্ট-পরিহার এবং ইষ্ট প্রাপ্তিই উদ্দেশ্য বটে, তবে ইহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের ন্যায়, প্রতীয়মান সংকল্পমূলক নহে, প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া সকল যে, সন্দর্শন — পদার্থের স্বরূপাবধারণ, প্রার্থনা ও অধ্যবসায়, এই ত্রিবিধ মানসব্যাপার পুরঃসর আরব্ধ হয়, তাহা উপলব্ধি হয় না। শ্বাসক্রিয়া, শোণিত-সঞ্চালন, ক্ষতসংরোহণ, পরিপাক ইত্যাদি প্রাণন-ব্যাপার সমূহকে যান্ত্রিক প্রত্যাবৃত্ত বা স্বয়ংনিষ্পন্ন ক্রিয়া (Organic reflex or automatic action) বলা হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), ইচ্ছা (Will), দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান, ইহারা আত্মার ধর্ম্ম। স্বার্থ বা পরার্থ (ইহা আমার হউক, আমি ইহা পাই, ইহা স্বার্থ, এবং অমুকের ইহা হউক, ইহা পরার্থ) অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রার্থনার নাম 'ইচ্ছা'। কাম, অভিলাষ, রাগ, সংকল্প, কারুণ্য ইত্যাদি ইচ্ছারই প্রকারভেদ। ইচ্ছা কিরূপে ও কি নিমিত্ত উৎপন্ন হয়? আত্মা ও মনের সংযোগ হইতে সুখাদি বা স্মৃতি অপেক্ষাপূর্ব্বক ইচ্ছার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অপ্রাপ্ত বিষয়ে যে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়সাধ্য সুখ অনাগত হইলেও, বুদ্ধিসিদ্ধ বলিয়া, তাহা ইচ্ছোৎপত্তির নিমিত্তকারণ। অনুভূত সুখ-হেতুতে যে ইচ্ছা হয়, স্মৃতিই তাহার কারণ, অপ্রাপ্ত, অথচ প্রাপ্তব্যরূপে বিনিশ্চিত পদার্থকে পাইবার নিমিত্ত, কিম্বা ত্যক্তব্যরূপে অবধারিত পদার্থের ত্যাগের জন্য

প্রযত্নাদির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। প্রশস্তপাদ প্রযত্নকে জীবনপূর্ব্বক (জীবন-যোনি) ও ইচ্ছা-দ্বেষপূর্ব্বক, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ভাষা-পরিচ্ছেদে প্রযত্নকে প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবন-যোনি, এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি শারীরযন্ত্র সমূহের যে, অবিরাম আকুঞ্চন-প্রসারণ হইতেছে, জীবনপূর্ব্বক প্রযত্নই, তাহার কারণ। ইচ্ছা-দ্বেষপূর্ব্বক প্রযত্ন, হিতপ্রাপ্তি ও অহিত-পরিহার সমর্থ ব্যাপারের কারণ। ধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষ আত্মা ও মনঃ, এই উভয়ের সংযোগের নাম 'জীবন'। 'জীবন' হইতে যাহার উৎপত্তি হয়। তাহা জীবনপূর্ব্বক, — 'জীবনযোনি'। ইচ্ছা-দ্বেষপূর্ব্বক প্রযত্নের কারণ কি? ইচ্ছা ও দ্বেষাপেক্ষ আত্মা ও মনের সংযোগ হইতে ইচ্ছা-দ্বেষপূর্ব্বক প্রযত্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীবনযোনি প্রযত্ন হইতে যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তাহাদিগকে স্বয়ংনিষ্পন্ন (Automatic) কর্ম্ম বলা হইয়া থাকে।

সহজজ্ঞান (Instinct) কোন্ পদার্থ? যে জ্ঞান লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করে, 'সহজজ্ঞান', এই শব্দের তাহাই মূল অর্থ। সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্মের স্বরূপ কি? সহজ জ্ঞান কৃত কর্ম্মসমূহকে প্রসিদ্ধ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম বলা যায় না, ইহারা জন্মান্তরীয় প্রতিভাদ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থকে, বর্ত্তমান জন্মে অর্জ্জিত জ্ঞান ইহাদের প্রবর্ত্তক নহে। প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া হইতে সহজ জ্ঞান-কৃত ক্রিয়ার পার্থক্য কি? আদর্শভূত বাহ্য (Typical) প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া অমিশ্র ক্ষণিকক্রিয়া (Simple momentary act), সহজ-জ্ঞান-কৃত ক্রিয়া ব্যামিশ্র ক্রিয়া-পরম্পরা (Complex series)। বাহ্য বর্ত্তমান উপরাগ (Impression) যথোক্ত প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার উদ্দীপক, সহজ-জ্ঞান কৃত কর্ম্মের আত্মার বাধানুভবই উদ্দীপক কারণ। ব্যক্তিগত উপস্থিত বাধার অপসারণ প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার উদ্দেশ্য, সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্ম কেবল বর্ত্তমান ও ব্যক্তিবিশেষের উপকারার্থ অনুষ্ঠিত হয় না, সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্মের ফল কালান্তরেও প্রসূত হয়, ইহা অপরেরও ভোগ্য হইয়া থাকে, অনেক সময়ে কর্ম্মকর্ত্তা স্বীয় অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ করিবার পূর্ব্বেই জীবন লীলা

পরিসমাপ্ত করে। জাতমাত্র পশু-পক্ষ্যাদির স্তন্যপান, আহার-সংগ্রহ ইত্যাদি নিকৃষ্ট-পর্ব্বের সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্মসমূহের সহিত প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ার পার্থক্য উপলব্ধি না হইলেও, উৎকৃষ্টপর্ব্বের সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্মসমূহের সহিত প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ার বিশেষ পার্থক্য অনুভূত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম সকল হইতে সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্মসমূহের কোন্ বিষয়ে পার্থক্য আছে?

সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্ম (Instinctive action) ও প্রসিদ্ধ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, অভাব বা বাধা বোধ উভয়েরই প্রবর্ত্তক, তবে বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কর্ম্মকর্ত্তা অভাব বা বাধা অনুভবপূর্ব্বক কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে, উহা বিদূরিত হইতে পারে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা তাহা নিশ্চয় করেন, তৎপরে তাহাকে পাইবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হয়, তদনন্তর ক্রিয়ার আরম্ভ হইয়া থাকে। ন্যায়দর্শনের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন মুনি, অপিচ পাণিনিব্যাকরণের মহাভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভগবান্ পতঞ্জলিদেব, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন। "জ্ঞাতা বা প্রমাতা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা কোন বিষয়ের উপলব্ধি করিবার পর, উপলভ্যমান অর্থকে গ্রহণ বা ত্যাগ করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা উপলভ্যমান অর্থ যদি তাঁহার অভীপ্সিত হয়, যদি তিনি তদ্দ্বারা কোনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে মনে করেন, তবে তাহাকে গ্রহণ করেন, আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে, তিনি তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। সন্দৃষ্ট—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা প্রমিত বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ, প্রার্থিত বা জিহাসিত হইলে পর, জ্ঞাতার তদধিগমের বা তৎপরিত্যাগের সমীহা —প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। তদনন্তর কর্ম্মারম্ভ হয়। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, সুতরাং সন্দর্শনাদিপূর্ব্বক, সহজজ্ঞানের প্রেরণায় জীব অবশভাবেই কর্ম্ম করে, এইরূপ কর্ম্ম করিলে, ঈদৃশ ফল লাভ হইবে, অতএব ইহা করা উচিত, এবম্প্রকার পূর্ব্বেক্ষণ (Prevision) বা বিবেচনাপূর্ব্বক সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম অনুষ্ঠিত হয় না বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম ও সহজজ্ঞান-কৃত কর্ম্ম, এই উভয়ের যে, পার্থক্য আছে

তাহা বুঝিতে পারা গেল, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, জীব যে সহজ জ্ঞানের প্রেরণায় কর্ম্ম করে, সেই সহজ জ্ঞান কোথা হইতে কিরূপ উৎপন্ন হয়? প্রতীচ্য দার্শনিকগণ এই প্রশ্নের সমাধানার্থ নানাবিধ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। সহজজ্ঞান জন্মান্তরের প্রতিভা বা সংস্কারমূলক, এই সিদ্ধান্তই সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয়। ফলকথা সহজজ্ঞানের তত্ত্ব যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে, জীবন ও মনের প্রথমাভিব্যক্তিকালের প্রত্যক্ষ আবশ্যক, অনুমানদ্বারা ইহার স্বরূপ নিরূপণ কখনই সম্ভবপর নহে।

অভ্যস্ত বা গৌণ স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম্ম (Secondarily-automatic action), এবং মুখ্য স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম, এই উভয়ের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিলে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? অভ্যস্ত বা গৌণ স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম, অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বে, জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক নিষ্পন্ন হয়। এই কর্ম্ম করিলে, এই ফল পাওয়া যাইবে, এবম্প্রকার বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, লোকে প্রথমে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করিতে করিতে যখন অভ্যস্ত হয়, তখন মনের প্রণিধান ব্যতিরেকে সংস্কারদ্বারাই উহা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আমাদের মনে হয়, সে সকল কর্ম্ম বর্ত্তমান জীবনে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হওয়ায়, অভিব্যক্ত জ্ঞান বা ইচ্ছার মুখাপেক্ষা না করিয়াই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাদিগকে গৌণ স্বয়ংনিষ্পন্ন, এবং যে সকল কর্ম্ম জন্মান্তরের অভ্যাসবশতঃ মনের প্রণিধান ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয়, তাহাদিগকে মুখ্য স্বয়ংসিদ্ধ বলা হইয়া থাকে। শাস্ত্র এই উভয়বিধ কর্ম্মকেই 'প্রাতিভ' — প্রতিভা-হেতুক বলিয়াছেন। সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত শক্তি, যেরূপ পরিপাক— কালকৃত পরিণাম ভিন্ন যত্নান্তরের অপেক্ষা না করিয়া অভিব্যক্ত হয়, সেই প্রকার জন্মান্তরের অভ্যাসনিমিত্তক প্রত্যেক ব্যক্তিগত প্রতিভা, নিমিত্তকারণ-সহযোগে প্রকটিত হইয়া থাকে। প্রাণিমাত্রই স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে ইতি কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করে, ইহা এইরূপ বা এইরূপ নহে, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বালক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা, সকলেই স্ব-স্ব

প্রতিভানুসারে তাহা অবধারণ করে। পুংস্কোকিল মধুমাসে যে, পঞ্চম স্বরে গান করে, মধুকরগণ যে, স্ব-স্ব কুলায়াদি নির্ম্মাণ করে, বানর, কুকুর প্রভৃতি ইতর জীবসমূহ যে, কি হিতকর, কি অহিতকর, তাহা নির্ব্বাচন করে, প্রতিভাই তাহার কারণ। অনাদি প্রতিভাবশত'ই ভিন্ন-ভিন্ন জাতীয় মৃগ ও পক্ষিগণ স্ব-স্ব জাতি-প্রসিদ্ধ আহারাদি ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়। ভর্ত্তৃহরি (১) স্বভাবজ, (২) চরণজ, (৩) অভ্যাসজ, (৪) যোগজ, (৫) অদৃষ্টোপপাদিত, এবং (৬) বিশিষ্টোপহিত—বিশিষ্টসূত্র হইতে প্রাপ্ত, প্রতিভাকে এই ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। * অভ্যাসজ (বর্ত্তমান জন্মের) প্রতিভা কৃত কর্ম্মই গৌণ স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম্ম, অপিচ স্বভাবজ-প্রতিভাসিদ্ধ কর্ম্ম মুখ্য স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম। অভ্যাসবশতঃ কর্ম্মসকল যখন মনের প্রণিধান ব্যতিরেকে, স্বয়ং নিষ্পন্ন হইতে থাকে, তখন আর বুদ্ধি বা মনের স্থান বা অধিপতিতে (Cerebrum) উহাদের প্রারম্ভ হয় না, এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তি আছে। যে সকল কর্ম্ম অধঃস্তন কর্ম্মচারীদিগদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, সেই সকল কর্ম্ম-নিষ্পাদনের জন্য মনকে আর ব্যস্ত হইতে হইবে কেন? রাজা যে সকল ব্যক্তিতে যোগ্য জ্ঞানে স্বয়ং—তাঁহার মত না লইয়াই, যে যে কর্ম্ম করিবার অধিকার প্রদান করেন, তাঁহারা রাজার অনুমতি ব্যতিরেকে সেই সকল কর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক কার্য্যের ব্যবস্থাপন বা প্রবর্ত্তন এক জনকে করিতে হইলে, কোন কার্য্যই সুঘটিত হয় না, শ্রমবিভাগ উন্নতির মূল।

প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়া মুখ্য স্বয়ংনিষ্পন্ন ক্রিয়া (Automatic action), অভ্যস্ত বা গৌণ স্বয়ং নিষ্পন্ন ক্রিয়া (Habit or secondarily automatic action), সহজ-জ্ঞান-কৃত ক্রিয়া (Instinctive act), এবং প্রসিদ্ধ বুদ্ধিপূর্ব্বক ক্রিয়া (Voluntary action), এই সকল কর্মের স্বরূপ যথাপ্রয়োজন দর্শন হইল, এখন জানিতে হইবে, বুদ্ধিপূর্ব্বক ও

* "স্বভাবচরণাভ্যাস যোগাদৃষ্টোপপাদিতা।
বিশিষ্টোপহিতা চেতি প্রতিভাং ষড় বিধাং বিদুঃ।।" —বাক্যপদীয়।

অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের মধ্যে কোন প্রকার কর্ম্ম প্রাথমিক, প্রথমে বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আরম্ভ হয়, তদনন্তর (অভ্যস্ত হইবার পর), অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, অথবা প্রথমে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আরম্ভ হয়, তৎপরে ক্রমশঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম সম্পন্ন হয়? গৌণ স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্মসমূহের দিকে দৃষ্টিপ্রেরণ করিলে, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মেরই প্রথমতঃ আরম্ভ হইয়া থাকে, এবম্প্রকার সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। আবার যখন মুখ্য স্বয়ংসিদ্ধ বা প্রত্যাবৃত্ত কর্ম্মসমূহকে পরীক্ষার্থ গ্রহণ করা যায়, তখন বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম যে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের আদ্যাবস্থা, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপাবধারণ করিতে যাইয়া, যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, অগ্রে তাহা জানাইব, পরে শাস্ত্র এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের অনুমানের সহিত তাহার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার করিব।

পণ্ডিত স্পেন্সারের অনুমান, স্মৃতি (Memory), প্রজ্ঞা বা বিবেকশক্তি (Reason), এবং অনুভব (Feeling), ইহারা স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্মেরই (Automatic actions) ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্মসমূহ যখন ব্যামিশ্র (Complex), অসতত—অনিরন্তর (Infrequent), এবং বিলম্বিত (Hesitating) হয়, তখনই স্মৃতি, প্রজ্ঞা ও অনুভবশক্তির যুগপৎ আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইচ্ছাশক্তিও (Will), স্মৃত্যাদির ন্যায় স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়, যে নিয়মে, যেরূপ অবস্থায় স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম হইতে স্মৃত্যাদির অভিব্যক্তি হয়, ইচ্ছাশক্তিও উহা হইতে সেই নিয়মেই, সেইরূপ অবস্থায় জন্মলাভ করিয়া থাকে। চিত্তের পরিণাম বা বৃত্তি সকল (Psysical changes) যখন অমিশ্র অবস্থা (Simple) হইতে ব্যামিশ্র বা জটিল (Involved) অবস্থাতে উন্নীত হয়, সুদৃঢ় বা দুর্ভেদ্য সংসক্তভাব (Indissolubly-coherent) হইতে বিদ্রাব্য বা বিলয়নশীল সংসক্তভাবে (Involved and dissolubly-coherent) উপনীত হয়, তখনই স্মৃতি,

প্রজ্ঞা, অনুভব, এবং ইচ্ছার আপনা হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। মিশ্র প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়ার অবস্থা অতিক্রমপূর্ব্বক (On passing from compound reflex actions) চিত্তবৃত্তি সকল যখন এইরূপ অতিমাত্র সংমিশ্র বা জটিল অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, উহাদিগকে তখন আর সম্পূর্ণতঃ প্রত্যাবৃত্ত (Reflex) ক্রিয়া বলিতে পারা যায় না, দ্রুত বা অতর্কিতভাবে নিষ্পদ্যমান, দৈহিক যন্ত্রদ্বারা সংকল্পিত অবস্থা হইতে যখন উহারা এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যদবস্থাতে উহারা আর দৈহিক যন্ত্রসমূহদ্বারা সংকল্পিত (Organically determined) হয় না, সুতরাং যদবস্থাতে উহাদের নিষ্পত্তি পূর্ব্ববৎ দ্রুত বা অতর্কিতভাবে না হইয়া, বিলম্বিতভাবে, অতএব বুদ্ধিপূর্ব্বক (Consciously) হইয়া থাকে, তখনই স্মৃতি, প্রজ্ঞা, অনুভব ও ইচ্ছা, এই সকল মনোবৃত্তির স্ফুরণ হয়। * সর্ব্বপ্রকার সম্বিৎ বা জ্ঞানই (All modes of consciousness). ইন্দ্রিয় ও ইহার বিষয় বা অর্থ, এই উভয়ের অন্যোন্য সঙ্গতি বা সম্বন্ধমূলক ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু নহে; ইন্দ্রিয় ও তদর্থ, এই উভয়ের সন্নিকর্ষমূলক উক্ত ব্যাপারসমূহ নিশ্চয়ই পরস্পর সঙ্গত পরিবর্ত্তন নিবহের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ইন্দ্রিয় ও তদর্থ বা বিষয়, এই উভয়ের পরস্পর সন্নিকর্ষজ ক্রিয়াদ্বারা আন্তর সম্বন্ধসমূহকে বাহ্য সম্বন্ধসমূহের সহিত একীভূত করা হয়। উপরাগ বা বাহ্য নোদন-গ্রহণ ও যথাযোগ্য পরিস্পন্দাত্মক কর্ম্মের নিষ্পত্তি, এতদুভয়ের মধ্যে কোন আন্তর সম্বন্ধ আছে। এই আন্তর-সম্বন্ধ যদি ব্যবস্থিত বা সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, আন্তর ও বাহ্যের সন্নিকর্ষমূলক ব্যাপার সকল অমিশ্র বা ব্যামিশ্র প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়াত্মক (Reflex order, either simple or compound) হইয়া থাকে, এবং এই জাতীয় ক্রিয়ার নিষ্পত্তিতে, যাহাকে প্রকৃত সম্বিৎ

* "Memory, Reason, and Feeling, simultaneously arise as the automatic actions become complex, infrequent, and hesitating ; and Will, arising at the same time, is necessitated by the same conditions. As the advance from the simple and indissolubly-coherent psychical changes, to the psychical changes that are involved and dissolubly coherent, is in itself the commencement of Memory, Reason, and Feeling : so, too, is it in itself the commencement of Will. * * *"

— *Principles of Psychology, Vol. I., p. 495.*

(Consciousness) বলে, তাহা বিদ্যমান থাকে না, আর যদি উক্ত আন্তর সম্বন্ধ সম্যগরূপে ব্যবস্থিত হইয়া না থাকে, তাহা হইলে, বাহ্য উপরাগ ও পরিস্পন্দাত্মক কর্ম্ম, এই উভয়ের মধ্যে যে সকল মানস পরিণাম হয়, তাহাদিগকে বুদ্ধিপূর্ব্বক (Conscious) বলিতে হইবে। বাহ্য উপরাগ ও তজ্জনিত ক্রিয়ার অনুষঙ্গী মানস বৃত্তি বা অবস্থাসমূহ যখন এরূপে পরস্পর সংসক্ত হয় যে, উহাদের ক্রম—পূর্ব্বাপরীভাবের প্রবাহ নিরন্তরভাবে বিনা বিলম্বে চলিয়া যায়, তাহা হইলে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম সম্পন্ন হয়; মানস বৃত্তি বা অবস্থা সকলের বিনা বিলম্বে উত্তরোত্তর অনুক্রমণই অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের লক্ষণ। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মনিস্পত্তিতে মানস অবস্থাসমূহের (অসম্পূর্ণ ভাবের সংসক্তিনিবন্ধন) পূর্ব্বাপরীভাবের প্রবাহ বিলম্বিতভাবে হইয়া থাকে, ইহাদের পূর্ণভাবে স্ফুরিত হইতে বিলম্ব হয়। এই জাতীয় কর্ম্মনিস্পত্তিতে সুতরাং, অনুভবনীয় কালের জন্য বৌদ্ধব্যাপার অপেক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব বলা যাইতে পারে, স্বয়ংনিস্পন্ন কর্ম্মের নিবৃত্তি ও বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আরম্ভ, এক কথা। * বালক যখন প্রথমে হাঁটিতে শিক্ষা করে, তখন তাহার প্রত্যেক পাদ-বিক্ষেপে মনের প্রণিধান আবশ্যক হয়, কিন্তু হাঁটা অভ্যস্ত হইয়া গেলে, সে অন্যমনস্ক হইয়াই চলিতে পারে, তখন আর তাহার প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে মনের প্রণিধান আবশ্যক হয় না। অতঃপর জিজ্ঞাস্য হইবে, সকল কর্ম্মই কি, তাহা হইলে, প্রথমতঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক থাকিয়া, পরে অভ্যাসের গাঢ়তা নিবন্ধন অবুদ্ধিপূর্ব্বক হয়? শিশুর প্রাথমিক কর্ম্ম সকল যে, যাদৃচ্ছিক (Spontaneous), প্রত্যাবৃত্ত বা

---

* "If the inner connection is organized, the action is of the reflex order, either, simple or compound, and none of the phenomena of consciousness proper exist. If the inner connection is not organized, then the psychical changes which come between the impressions and the motions are conscious ones : * * * *

"Involuntary movement implies that the psychical states accompanying the impression and the action, are so coherent that one follows the other instantly · while voluntary movement implies that they are so imperfectly coherent, that the psychical state accompanying the action does not follow instantly is partially aroused before it is fully aroused : and so occupies cosciousness for an appreciable time. Thus the cessation of automatic action and dawn of volition are one and the same thing."

—*Principles of Psychology Vol. I., p. 496-7.*

সহজ-জ্ঞান কৃত (Instinctive), ইহা যে, প্রসিদ্ধ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম হইতে ভিন্ন-জাতীয়, তাহাই তো বোধ হয়। শিশু-জীবনের কর্ম্মসমূহকে পরীক্ষা করিলে, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম সকলের আরম্ভ যে, পরে হইয়া থাকে, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। কেহ কেহ বলেন, শিশুর প্রাথমিক পরিস্পন্দ যাদৃচ্ছিক এবং প্রাতিক্ষেপিক (Spontaneous and reflex kind)। এই স্বয়ংনিষ্পন্ন পরিস্পন্দনসমূহ, সুখ বা দুঃখের (অনুকূল-বেদনীয় বা প্রতিকূল-বেদনীয়ের) জনক হইয়া থাকে। যে জাতীয় পরিস্পন্দ অনুকূল-বেদন বা সুখের জনক হয়, তজ্জাতীয় পরিস্পন্দের স্বভাবতঃ বিস্তার ও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি (Prolongation and repetition) হইয়া থাকে, অপিচ তাদৃশ কর্ম্ম ও তাহার ফল, এই উভয়ের সংস্কার চিত্তে সংলগ্ন হয়। কালান্তরে যখন পূর্ব্বানুভূত সুখের স্মৃতি জাগিয়া উঠে, তখন তৎসঙ্গে সঙ্গে তজ্জাতীয় ক্রিয়ার স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়।

মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, সুখভোগানন্তর তজ্জাতীয় সুখে ও তৎসাধনে—সুখের হেতুভূত পদার্থে রাগ—আসক্তি, এবং দুঃখ ভোগানন্তর তজ্জাতীয় দুঃখ ও তৎসাধনে বিরাগ বা দ্বেষ জন্মিয়া থাকে। সুখভোগ কালে সুখ ও তৎসাধনের প্রতি রাগ, ও দুঃখভোগকালে দুঃখ ও তৎ-হেতুভূত পদার্থের প্রতি দ্বেষ বা বিরাগের আবির্ভাব কেন হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু কথা হইতেছে, সুখ বা দুঃখভোগের উত্তরকালেও তত্তৎপদার্থের প্রতি যথাসম্ভব রাগ-দ্বেষ থাকিবার কারণ কি? মহর্ষি কণাদ এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, 'বিষয়াভ্যাসনিমিত্ত সংস্কারই তাহার কারণ' ("তন্ময়ত্বাচ্চ।"—বৈশেষিকদর্শন ৬।১।১১)। দেখিতে পাওয়া পায়, বর্ত্তমানদেহে যে সকল বিষয়ের উপভোগ হয় নাই, ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহাদের কখনই সন্নিকর্ষ ঘটে নাই, তাদৃশ বিষয়সমূহের প্রতিও লোকের রাগ বা দ্বেষ হইয়া থাকে। যাহা দেখি নাই, শুনি নাই, এ জীবনে যে যে বিষয় কখনও প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় নাই, তত্তৎবিষয়ে যে, রাগ-দ্বেষের উৎপত্তি হয়, তাহার হেতু কি? বৈশেষিকদর্শনের উত্তর, 'অদৃষ্ট বা

জন্মান্তরকৃত সংস্কারবিশেষই, ইহার কারণ'। ("অদৃষ্টাচ্চ।"— বৈশেষিকদর্শন ৬।১।১২)। জাতি বা জন্মবিশেষ হইতেও স্বাভাবিক রাগ-দ্বেষের বৈশিষ্ট্য হইতে দেখা গিয়া থাকে ("জাতিবিশেষাচচ।"—বৈশেষিক দর্শন ৬।১।১৩)। মনুষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল পদার্থের প্রতি সাধারণতঃ অনুরাগ বা বিরাগ হয়, পশ্বাদি ইতর জীব -প্রকৃতিতে তাহা হয় না। মনুষ্যের মধ্যেও আবার সত্ত্বাদি গুণের ন্যূনাধিক্যানুসারে রাগ-দ্বেষের ভিন্নতা হইয়া থাকে। মাতা-পিতা সমান হইলেও, অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, সোদরগণের রুচি একরূপ হয় না। বিশুদ্ধান্তঃকরণ মাতা-পিতা হইতে জাত সন্তানের অনেক সময়ে বিশুদ্ধবিষয়ে অনুরাগ ও তদ্বিপরীতে বিরাগ হইয়া থাকে, অপিচ মলিনচিত্ত জনক-জননী পাপপ্রবণ কুরুচি সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে। পতঞ্জলিদেবও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন ("সুখানুশয়ী রাগঃ।"। "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।" —পাং দং)।

কি বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, একটু চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, উভয়বিধ কর্ম্মের ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারই প্রয়োজন। কি অনিষ্ট, কি ইষ্ট; যাহা অনিষ্ট, তাহাকে কোন উপায়ে ত্যাগ করিতে পারা যাইবে; অপিচ যাহা ইষ্ট, তাহা কিরূপে সমধিগত হইবে, যে সকল কর্ম্ম এইরূপ জ্ঞান ও বিচারপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহারাই সচরাচর 'বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম', এই নামে এবং যে জাতীয় কর্ম্মসমূহ এবম্প্রকার জ্ঞান ও বিচারপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়না, তাহারা 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম', এই নামে লক্ষিত হইয়া থাকে। অণু ও পরমাণুসমূহ যে, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে, তাহা নিশ্চয়ই অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের দৃষ্টান্ত। অণুসমূহ যে, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহার কারণ কি? পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করা, উহাদের স্বভাব। 'পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করা, উহাদের স্বভাব', এই কথার অর্থ কি? 'অণুসমূহ যে, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে, তাহার কোন কারণ নাই, তাহা নির্নিমিত্ত। 'পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করা, অণুসমূহের

স্বভাব', এই কথার কি, ইহাই অর্থ? এইরূপ স্বভাববাদীদিগকে উদয়নাচার্য্য প্রশ্ন করিয়াছেন (১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), যাহা নির্নিমিত্ত, যাহা বিনা কারণে, বিনা নিয়মে উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র—সকল কালে ও সকল দেশে উৎপন্ন না হইবে কেন? হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি জড়ৈকত্ববাদী পণ্ডিতগণ বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমরা সেই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই, আমাদের মনে হইয়াছে, হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অনুমান দোষ-মুক্ত নহে। অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম সকল, ক্রমশঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক হইয়া থাকে, আবার বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহও, অভ্যাসের গাঢ়তাবশতঃ অবুদ্ধিপূর্ব্বক হয়। শিশুর প্রথমাবস্থায় কতিপয় কর্ম্ম যে, ক্রমশঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক হয়, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, আবার অভ্যাসের গাঢ়তানিবন্ধন বহু বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম যে, অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আকার ধারণ করিয়া থাকে, তাহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব কোন্ জাতীয় কর্ম্ম প্রাথমিক, তাহা কিরূপ নিশ্চয় করা যাইবে? পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, চিরদিনই অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে, ইহাদের অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম যে কদাচ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আকার ধারণ করে, তাহা সপ্রমাণ হয় না। আমাদের দেহ ও মনে যে সকল কর্ম্ম হইয়া থাকে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কতিপয় জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যযন্ত অবুদ্ধিপূর্ব্বক পর্ব্বেই থাকে, কদাচ বুদ্ধিপূর্ব্বক পর্ব্বে উন্নীত হয় না। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মে পরিণতি উন্নতি, কিম্বা অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মে পরিণতি উন্নতি, হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গ্রন্থ পাঠপূর্ব্বক, আমরা তাহাও স্থির করিতে পারগ হই নাই। শিশুগণ যখন ক্রমশঃ বালক ও যুবা হয়, তখন তাহাদের অভ্যাসবশতঃ বহু বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, অতএব বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মে পরিণতিকে উন্নতি বলিতে হইবে। তবেই সংশয় হয়, কর্ম্মের অভ্যাস কি,

জড়ত্ব প্রাপ্তির কারণ? কর্ম্মের অভ্যাসে কি, ক্রমশঃ বুদ্ধির বিলোপ হয়? জড় ও চৈতন্য, এই পদার্থদ্বয় হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে দুইটী বিভিন্ন জাতীয় পৃথক পদার্থ নহে, অতএব ইহাদের সমদৃষ্টিতে উভয়ের মূল্য সমান, জড়ত্ব-প্রাপ্তিকে ইহাঁরা উন্নতি বলিতে পারেন। জড় ও চৈতন্য, ইহারা দুইটী ভিন্নজাতীয় পৃথক পদার্থ না হইতে পারে, কিন্তু পাষাণ, উদ্ভিদ, ইতর-জীব, মনুষ্য, ইহাদের মধ্যে যে, পার্থক্য আছে, তাহা স্থির। অণুসমূহের সন্নিবেশ ও সংখ্যাদির ভেদবশতঃ যে, পাষাণাদির ভেদ হইয়াছে, তাহা শুনিয়াছি, কিন্তু কথা হইতেছে, ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রযত্ন, প্রজ্ঞা, অনুভব, স্মৃতি ইত্যাদির স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্মসমূহ যখন জটিল—ব্যামিশ্র, অসতত ও বিলম্বিত হয়, তখনই আবির্ভাব হইয়া থাকে, হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কি, সন্দর্শন ও পরীক্ষাপূর্ব্বক, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন? কতিপয় স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম যে, কোন কালেও বুদ্ধিপূর্ব্বক হয় না, তাহার কারণ কি? সংজ্ঞাবাহী স্নায়ুসকল প্রথমাবস্থা হইতেই সংজ্ঞাবাহী, অথবা কর্ম্মবশতঃ সংজ্ঞাবাহী হইয়াছে? ইচ্ছাধীন ও অনিচ্ছাধীন, এই দ্বিবিধ পেশীর মধ্যে ইচ্ছাধীন পেশীসমূহ কোন্ ধর্ম্ম বা অধর্ম্মবশতঃ কোন্ সুকৃতি বা দুষ্কৃতির ফলে, ইচ্ছাধীন হইল, অপিচ অনিচ্ছাধীন পেশীসকলই বা কি কারণে অনিচ্ছাধীন হইল? প্রত্যাবৃত্তকর্ম্ম অবস্থাবিশেষ যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম হইতে পারে, তবে সঞ্চালক স্নায়ুর অবস্থাবিশেষে সংজ্ঞাবাহী হওয়া, অনিচ্ছাধীন পেশীর অবস্থাবিশেষে ইচ্ছাধীন হওয়া, অসম্ভব হইবে কেন? হৃদ্‌যন্ত্র কত কালই প্রত্যাবৃত্ত কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে, তথাপি ইহার উন্নতি হয় না কেন? কি নিমিত্ত ইহাকে বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিবার অধিকার দেওয়া হয় না? প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া করিতে করিতেই যে, ইহার জীবনলীলা পরিসমাপ্ত হয়, তাহার কারণ কি? কতিপয় বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম অভ্যাসবশতঃ অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের ন্যায়, মনের প্রণিধান ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া, তাদৃশ অভ্যস্থ কর্ম্মসমূহে কি, মনের আর প্রভুত্ব থাকে না? প্রাণনব্যাপার যে, যান্ত্রিক প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া, পূর্ব্বে তাহা উক্ত

হইয়াছে। প্রাণনব্যাপার চিরদিনই প্রত্যাবৃত্ত বা স্বয়ংসিদ্ধ, ইহা যে, কখনও বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম-পর্ব্বে ছিল বা আসিবে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই? নিকৃষ্টতম এক-কোষাত্মক (Protozoa) প্রাণির প্রাণনব্যাপারও স্বয়ঃসিদ্ধ বা প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া, আবার মর্ত্ত্যধামের উৎকৃষ্টতম জীব মনুষ্যের প্রাণনকার্য্যও স্বয়ং সিদ্ধ বা প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া। রিজোপোডা (Rhizopoda) হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত প্রাণনরূপ প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার কত আবৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহার স্বভাবের পরিবর্তন হইল না কেন? প্রত্যাবৃত্ত বা স্বয়ংনিষ্পন্ন ক্রিয়া যাদৃশ শক্তিদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, বুদ্ধিপূর্ব্বক ক্রিয়া তাদৃশ শক্তিদ্বারা সম্পন্ন হয় না। প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার তমঃ ও রজোগুণ, অপিচ তামস ও রাজস কর্ম্মসংস্কার, ইহারই কারণ। সত্ত্বগুণ, এবং সাত্ত্বিক কর্ম্মসংস্কার, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম এতদুভয়দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের সত্ত্বগুণ ও সাত্ত্বিক কর্ম্মসংস্কারই কারণ। রাজস বা ক্রিয়াশক্তিই প্রাণনব্যাপার নিষ্পত্তির কারণ। গুণত্রয় যে, অন্যোন্য-মিথুনবৃত্তিক, অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তিক, এবং অন্যোন্যজননবৃত্তিক, তাহা বলা হইয়াছে। মনঃ সত্ত্বগুণপ্রধান পরিণাম, সত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রাণ রজোগুণপ্রধান পরিণাম। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি এই ত্রিবিধ শক্তি 'নাদ' বা শব্দব্রহ্ম ('নাদ' চিৎ ও অচিৎ, এই দ্বিবিধ শক্তির সম্বন্ধরূপ—ইহা চিদ-চিদাত্মক, পূর্ব্বোক্ত, এই কথা স্মরণ করিবেন) হইতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। চিচ্ছক্তি সর্ব্বব্যাপক হইলেও, সকল পদার্থের অন্তরে বিদ্যমান থাকিলেও সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যবশতঃ ইহাঁর সর্ব্বত্র সমভাবে অভিব্যক্তি হয় না। রজঃ ও তমোগুণপ্রধান উপাধিতে ইহাঁর অভিব্যক্তি নিতান্ত সংকীর্ণ বা মলিনভাবেই হইয়া থাকে। তামস ও রাজস বস্তুজাত এই নিমিত্ত বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে পারে না, তামস ও রাজস ক্রিয়াসমূহকে এইজন্য বুদ্ধিপূর্ব্বক বলা হয় না। পশু-পক্ষ্যাদি ইতর জীবগণ তামস-তমোগুণপ্রধান, এই নিমিত্ত ইহারাও, চিরদিন অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়াই জীবলীলা পরিসমাপ্ত করে। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহের মধ্যে

কতিপয় কর্ম্ম যে, অভ্যাসের গাঢ়তাবশতঃ মনের প্রণিধান ব্যতিরেকে সিদ্ধ হইয়া থাকে, সংস্কারই তাহার কারণ। পুরুষের প্রযত্নদ্বারা আকৃষ্ট ইষু বা শরে (Arrow) আদ্যকর্ম্ম উৎপন্ন হয়, নোদনাদি কারণ হইতে সমুৎপন্ন আদ্যকর্ম্মদ্বারা সমানাধিকরণ (সমান হইয়াছে অধিকরণ যাহার) বেগাখ্য সংস্কার জন্মিয়া থাকে, এই নিমিত্ত নূতন নোদন না পাইলেও, ইষুটী আপনা হইতে কিয়দ্দূরে গমন করিতে পারে। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহও এইরূপ অভ্যস্ত হইলে, ভাবনাখ্য সংস্কারবশতঃ মনের নোদন বা প্রণিধানের অপেক্ষা না করিয়াই, নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, নিশ্চয়—অধ্যবসায় বুদ্ধির বৃত্তি, বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত পদার্থেই লোকের 'আমি', 'আমার', অহংকারের বৃত্তিরূপ এবম্প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অহংকার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক অহংকার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের, রাজস অহংকার হইতে প্রাণের, এবং তামস অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের পরিণাম হয়। "যে সকল কর্ম্ম সাত্ত্বিক অহংকার হইতে উৎপন্ন, যাহারা ইন্দ্রিয় ও মনের সাক্ষাৎ ক্রিয়াধীন, তাহাদিগকেই আমরা সচরাচর বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম বলিয়া থাকি, এবং যে সকল কর্ম্ম তামস অহংকারদ্বারা নিষ্পাদিত হয়, অথবা যাহারা সমষ্টি বা ব্যষ্টি মহত্তত্ত্বকর্তৃক, তাহারাই আমাদিগদ্বারা 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম', এই নামে লক্ষিত হইয়া থাকে।" পূর্ব্বোক্ত (২১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা এই স্থলে চিন্তা করিবেন। 'কর্ম্মতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' শীর্ষকপ্রস্তাবে আমরা এই বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক আরও কিছু বলিব।

সন্দর্শন—পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ, প্রার্থনা ও অধ্যবসায়, এই ত্রিবিধ মানসব্যাপার সর্ব্বপ্রকার বাহ্য ক্রিয়া-প্রবৃত্তির আদ্যপর্ব্ব—আদ্যাবস্থা। মনুসংহিতা বলিয়াছেন, সংকল্প সর্ব্বক্রিয়ার মূল। কাম সংকল্পপূর্ব্বক, যজ্ঞসকল সংকল্প-সম্ভব, ব্রত-নিয়মাদি সংকল্পজ। 'সংকল্প' কোন্ পদার্থ? সন্দর্শন, প্রার্থনা ও অধ্যবসায়, এই ত্রিবিধ মানস-ব্যাপারকেই 'সংকল্প' শব্দদ্বারা লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। 'এই পদার্থদ্বারা এইরূপ কার্য্যের সিদ্ধি

হইবে', মেধাতিথি বলিয়াছেন, এতাদৃশী বুদ্ধির 'সংকল্প'-নামে অভিহিত হয়। * ছান্দোগ্যোপনিষৎ পাঠ করিলেও, অবগত হওয়া যায়, বিশ্বজগৎ সংকল্পমূলক, সংকল্পে জগৎ উৎপন্ন হয়, সংকল্পে জগৎ বিলীন হয়, সংকল্পে জগৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভৌতিক জগতে যে সকল ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহারাও সংকল্পপূর্ব্বক, তবে ভৌতিকজগতে সংকল্পশক্তি অন্ধবৎ প্রকৃতির নিয়ম পালন করিয়া থাকে, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে (মানবতত্ত্বের সূত্রস্থানের ১৭২ হইতে ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ইচ্ছা (Will) পদার্থ সম্বন্ধে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সারের মত কি, তাহা সংক্ষেপে জানাইয়াছি। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার ইচ্ছাকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, ক্যান্ট্, মার্টিনিউ, গ্রীন, ওয়ালেস্ (ইনি ক্রমবিকাশবাদের একজন প্রধান সমর্থক) ইত্যাদি পণ্ডিতগণ, বলা বাহুল্য, ইচ্ছাকে তদ্দৃষ্টিতে দেখেন নাই। ওয়ালেস বলিয়াছেন, 'ইচ্ছাশক্তিই সকল শক্তির আদিভূত, বিশ্বজগৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তিস্বরূপ'। অধ্যাপক গ্রীন্ (GREEN) বলিয়াছেন, 'ইচ্ছা (Will) মনুষ্যের কোন পৃথক্ অংশ নহে, বুদ্ধি, কাম, ইহাদিগকে ইচ্ছাশক্তি হইতে পৃথগ্‌রূপে বিবেচনা করা যায় না। মনুষ্য ইচ্ছাশক্তিরূপ, ইচ্ছাই সর্ব্বশক্তির মূল'। ক্যান্ট্‌ও বলিয়াছেন, 'মানবের ইচ্ছাই তাহার আত্মা'। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞানশক্তিকে বুদ্ধি, এবং সংযমশক্তিকে ইচ্ছাশক্তি বলিয়াছেন। * ওয়ালেস্

---

* "সংকল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সংকল্পসম্ভবাঃ।
ব্রতনিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সংকল্পজাঃ স্মৃতাঃ।।" মনুসংহিতা। মেধাতিথির ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

† "If, therefore, we have traced one force, however minute, to an origin in our own Will, while we have. no knowledge of any other primary cause of force, it does not seem an improbable conclusion that all force may be willforce . and thus, that the whole universe is not merely dependent on, but actually is the Will of higher intellegences or of one Supreme Intellegence." —*Natural Selection.—A. R. Wallace, P. 212.*

"Will then is equally and indistinguishably desire and thought—not however *mere* desire or *mere* thought, if (by) that is meant desire or thought as they might exist in a being that was not self-distinguishing and self-seeking * * *" *Prolegomena to Ethics.—F. H. Green., M.A., LL.D., PP 178-9.*

"Kant says of man that 'his Will' is his 'proper self' — *Metaphysic of Ethics. p. 71.*

"Intellect is knowing power. Will is controlling power." — *H. Calderwood. LL.D., p. 166.*

প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে, ইচ্ছাশক্তিকে সর্ব্বশক্তির বা সর্ব্বকর্ম্মের মূল বলিয়াছেন, বিশ্বজগৎকে যে, পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তি স্বরূপ বলিয়াছেন, মানবের ইচ্ছাই তাহার আত্মা, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কারণ কি? হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি জড়ৈকত্ববাদী দার্শনিকদিগের দৃষ্টিতে যাহা স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম হইতে প্রাদুর্ভূত পদার্থরূপে পতিত হইয়াছে, যাহাকে ইহাঁরা প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার সংস্কার গ্রন্থবিশেষ বলিয়াই বুঝিয়াছেন, ওয়ালেস্ কি, তাহাকেই সর্ব্বশক্তির মূল বলিয়াছেন? গ্রীন্ কি, তৎপদার্থকেই সর্ব্বকর্ম্মের মূলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন? ক্যান্ট্ কি, তাহাকেই মানবের প্রকৃত 'আত্মা' (Self) বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন?

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বিশ্বজগতের তত্ত্ব বিনিশ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, শক্তি (Force) -কেই (বহুবার উক্ত হইয়াছে), ইহার মূলতত্ত্ব বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। ওয়ালেস্ (A. R. WALLACE) বলিয়াছেন, 'ভূত' ও ভৌতিক-শক্তি' (Matter and Force), ইহারা বস্তুতঃ দুইটী পৃথক্ পদার্থ নহে, 'ভূত' প্রকৃত প্রস্তাবে শক্তি হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, শক্তিই ভূত ("Matter is essentially force, and nothing but force; * * *" –*Natural Selection, p. 210*) 'ভূত (Matter) বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝা হয়, তাহা বস্তুতঃ সৎপদার্থ নহে, দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে, তাদৃশ পদার্থের অস্তিত্ব বুদ্ধিগোচর হয় না ("And is, in fact, philosophically inconceivable")। যখন আমরা কোন ভৌতিকবস্তুকে স্পর্শ করি, তখন আমাদের প্রতীঘাত বা প্রতিবন্ধকতারই সংবেদন হইয়া থাকে, সংস্ত্যান বা বিপ্রকর্ষণ-শক্তিরই (Sensations of resistance) অনুভব হয়। অতএব ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা ভূত বা ভৌতিকবস্তুর যে রূপ জানিতে পারি, তাহা 'সংস্ত্যান-শক্তি' (Repulsive force) ভিন্ন অন্য কিছু নহে। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের "বিশ্বজগতের দৃশ্যমান রূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাত্মক, শব্দ-স্পর্শাদি আবার প্রকৃতপ্রস্তাবে সংস্ত্যান ও প্রসব (প্রবৃত্তি), এই শক্তিদ্বয়াত্মক" ("গুণানাম্। কেষাম্? শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানাম্। সর্ব্বাশ্চ পুনর্মূর্ত্তয় এবমাত্মিকাঃ। সংস্ত্যান-প্রসবগুণাঃ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধবত্যঃ।"—মহাভাষ্য) এই সকল কথা,

অথবা "বিশ্বজগৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ , এই গুণত্রয়ের কার্য্য", এই শাস্ত্রোপদেশ স্মরণ করিবেন।

ভৌতিক-জগতে (In the material universe) শক্তি বা শক্তিসমূহই বিদ্যমান, শক্তি বা শক্তিসমূহ ব্যতীত ভৌতিকজগতে অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীভূত হয় না, যদি এই কথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর হৃদয় নিশ্চয়ই অতঃপর 'শক্তি' (Force) কোন্ পদার্থ, তদবধারণে প্রবৃত্ত হইবে। মাধ্যাকর্ষণ, আণবিক আকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ, তাপ, তড়িৎ ইত্যাদি প্রাথমিক (Primary) প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ, এবং আমাদের ইচ্ছাশক্তি (Will-force) পরস্পর ভিন্ন (বস্তুতঃ ভিন্ন হউক, অথবা আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন হউক), এই দ্বিবিধ শক্তির সহিত আমাদের পরিচয় আছে। মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation), আণবিক আকর্ষণ (Cohesion), বিপ্রকর্ষণ (Repulsion) ইত্যাদি শক্তিসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে অনেকেই প্রস্তুত, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির (Will-force) অস্তিত্ব বহু বিবাদাস্পদ, ইচ্ছাশক্তি নামে কোন শক্তি যে, বিদ্যমান আছে, বহু ব্যক্তি তাহা স্বীকার করেন না, ইচ্ছাশক্তি যথোক্ত মাধ্যাকর্ষণাদি শক্তিসমূহেরই রূপান্তর মাত্র ('It is a mere transformation of the primary forces'), ইহা মস্তিষ্কের আণবিক স্পন্দনেরই ফল, অনেকে এইরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন। পণ্ডিত ওয়ালেস্ বলিয়াছেন, 'ইচ্ছা মস্তিষ্কের আণবিক স্পন্দনের ফল মাত্র, এই প্রতিজ্ঞা যে অদ্যাপি অসিদ্ধ আছে, এইরূপ মত যে, আজিও প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হয় নাই, অপিচ ইহার সিদ্ধিও যে, সম্ভবপর নহে, আমার বিশ্বাস, তাহা প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। ইতর জন্তু বা মনুষ্যদিগের পেশী বল (*Muscular force*) যে, প্রকৃতির যথোক্ত প্রাথমিক শক্তিসমূহ হইতে সমধিগত বলেরই পরিবর্ত্তিত ভাব (যদ্যপি ইহাও দৃঢ় প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হয় নাই, তথাপি অনেকতঃ সম্ভব বলিয়া) তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু 'ইচ্ছাশক্তি মস্তিষ্কের আণবিক স্পন্দনের ফল', এই কথা বলা, এবং সম্পূর্ণরূপে উক্ত পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিষেধ করা (Absolutely negative the existence of Will) সমান কথা। 'ইচ্ছাশক্তি' নামে যদি

কোন পদার্থ থাকে, তবে যে শক্তি, দেহাভ্যন্তরে সঞ্চিত—শরীর মধ্যে বিদ্যমান অবান্তর শক্তিসমূহের ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বা নিয়ামক, উহা তৎপদার্থ ব্যতীত আর কিছু নহে। শরীরাভ্যন্তরে যে সকল অবান্তর শক্তি বিদ্যমান আছে, তাহাদের প্রবৃত্তি স্বতন্ত্র শক্তিবিশেষের প্রবর্ত্তনা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। শরীরাভ্যন্তরে যে সকল অবান্তর শক্তি বিদ্যমান আছে, তাহাদের প্রবৃত্তি যে, স্বতঃ হইতে পারে না, তাহাদের প্রবৃত্তি যে, কোন স্বতন্ত্রশক্তির প্রেরণাপেক্ষ, তাহার প্রমাণ কি? কোন বাহ্য যন্ত্র, যন্ত্র যতই সূক্ষ্মভাবে যতই কৌশলের সহিত নির্ম্মিত হউক, দেখিতে পাওয়া যায় উহার ক্রিয়া-প্রবৃত্তিতে—কর্ম্মের আরম্ভে সর্ব্বদা বাহ্যশক্তির নোদন আবশ্যক হয়, অতএব অনুমান করিতে হইবে জীবের শরীরযন্ত্রের কোষ (Cells) বা স্নায়ু রজ্জুসমূহের (Cells or fibres of the brain) পরিস্পন্দন-কর্ম্মের প্রবৃত্তিতে (সূক্ষ্মভাবের হইলেও) কোন শক্তিবিশেষের প্রেরণার প্রয়োজন আছে। 'কোষ (Cells) বা স্নায়ুরজ্জু সকলের স্পন্দন স্বয়ংসিদ্ধ (Automatic), বাহ্য কারণসমূহদ্বারা ইহাদের পরিস্পন্দ-কর্ম্ম আরব্ধ হইয়া থাকে,' যদি এই কথা বলা যায়, তাহা হইলে, আমাদের সম্বিৎ বা আত্ম-চৈতন্যের সারভূত অংশের, স্বাধীন ইচ্ছারূপ ধর্ম্মের একেবারে উচ্ছেদ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, যথোক্ত শুদ্ধ স্বয়ংসিদ্ধ যন্ত্রে সম্বিৎ (Consciousness) বা প্রতীয়মান ইচ্ছাশক্তির অভিব্যক্তির কোনরূপেই উপপত্তি হয় না, তাহা হইলে, অনুভবসিদ্ধ ইচ্ছাশক্তিকে মায়ার বিজৃম্ভণ বা অলীকপদার্থ বলিয়া নিশ্চয় করিতে হয়। * অতএব সম্বিৎ বা ইচ্ছা যে, কেবল মস্তিষ্কের আণবিক স্পন্দনের ফল নহে, তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে।

---

* "However delecately a machine may be constructed, with the most exquisitely contrived detents to release a weight or spring by the exertion of the smallest possible. amount of force, *some* external force will always be required ; so, in animal machine, however, minute may be the changes required in the cells or fibres of the brain, to set in motion the nerve currents which loosen or excite the pent-up forces of certain mussles, *some force* must be required to effect those changes. If it is said 'those changes are automatic, and are set in motion by external causes, then the essential part of our consciousness, a certain amount of freedom in willing, is annihilated, and it is inconceivable how or why there should have arisen any consciousuess or any apparent Will, in such purely automatic organisms." —*Natural Selection, pp. 211-12.*

কোন্ শক্তি অন্য সর্ব্বপ্রকার শক্তির মূল, কোন্ শক্তি স্বতন্ত্র, তাহা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আমাদের মনে হয়, 'সকল শক্তিই ইচ্ছাশক্তি প্রসূত, ইচ্ছাশক্তিই সকল শক্তির আদ্যাবস্থা', এইরূপ অনুমান ন্যায়বিগর্হিত নহে। বিশ্বজগৎ যে, কেবল বিশিষ্ট-চেতন পুরুষবর্গের, অথবা এক পুরুষ-প্রধানের ইচ্ছাধীন, তাহা নহে, পরন্তু ইহা তদিচ্ছাস্বরূপ।

গ্রীন্, ক্যান্ট্, শোপেন্হার, মার্টিনিউ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে যে-যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে বিস্তারপূর্ব্বক তাহা জানান আবশ্যক মনে করিলাম না। টমাস্ সোলী (THOMAS SOLLY) ইচ্ছাশক্তিকে প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ারও মূল বলিয়াছেন, ইচ্ছাশক্তিই যে, সর্ব্বকর্ম্মের মূল, ইনিও তাহাই বিশ্বাস করিয়াছেন। পণ্ডিত মার্টিনিউ তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব (A Study of Religion)-নামক গ্রন্থে, 'ইচ্ছা' (Will) কোন্ পদার্থ, তাহা বিচার করিবার সময়ে উক্ত পদার্থসম্বন্ধে বিবিধ মতের সংগ্রহ করিয়াছেন, আবশ্যক বোধ করিলে, পাঠক ঐ গ্রন্থ পড়িতে পারেন। মার্টিনিউ (MARTINEAU)-প্রণীত 'ধর্ম্মতত্ত্ব' হইতে নিম্নে ইচ্ছাপদার্থ সম্বন্ধে কতিপয় মত উদ্ধৃত হইল।

পণ্ডিত মার্টিনিউ 'ইচ্ছা' (Will) পদার্থ সম্বন্ধীয় যে সকল মত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের স্বরূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পাঠকগণকে আমরা "সন্দৃষ্ট — প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা প্রমিত বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ, প্রার্থিত বা জিহাসিত (ত্যাগ করিবার ইচ্ছার নাম জিহাসা) হইলে পর, জ্ঞাতা বা কর্ত্তার তদধিগমের (প্রার্থিত পদার্থকে পাইবার) বা তৎপরিত্যাগের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তদন্তর কর্ম্মের আরম্ভ হয়," পূর্ব্বোক্ত (৫২৫পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বাৎস্যায়ন মুনি ও ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের (মহাভাষ্যকার) এই সকল কথা একবার স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। 'কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, কি গ্রাহ্য, কি ত্যাজ্য, তাহা স্থির করাই, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আদ্যাবস্থা' (Initial stage)। মার্টিনিউ বলিয়াছেন, পক্ষ নির্ব্বাচনই ইচ্ছার স্বরূপ (*"There is nothing new in saying*

that willing consists in determining an alternative."- A Study of Religion, Vol. I p. 198) 'পক্ষ নির্ব্বাচন ইচ্ছার স্বরূপ', ইহা ইচ্ছার নিতান্ত সংকীর্ণ অর্থ (Narrowest sense), অনেকে ইহার ব্যাপকার্থ প্রদর্শনের জন্য সংকল্প বা উদ্দেশ্যমূলক কর্ম্মকে ইচ্ছার স্বরূপ বলিয়াছেন (Action upon conscious motive) অধ্যাপক লরী (Prof. LAURIE) 'ইচ্ছা' - পদার্থের আরও ব্যাপকতর রূপের বর্ণন করিয়াছেন, তিনি আত্মার জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তির অভিব্যক্ত অবস্থাকে 'ইচ্ছা'(Will)) বলিয়াছেন ("The whole energy of the ego in percipience, whether cognitive or active.")। টমাস্ সোলী যে, ইচ্ছাশক্তিকে প্রত্যাবৃত্ত -ক্রিয়ারও (Reflex action)) মূল বলিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা জানাইয়াছি।* শোপেন্হার (SCHOPENHAUER) সর্ব্বপ্রকার শক্তিকেই, ইচ্ছা (Will)) বলিয়াছেন, সংকল্পই যে, কার্য্যের কারণ (The selective act is the cause), শোপেন্হারের ইহাই মত।

প্রজ্ঞা বা বিবেকশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি (Reason and Will),) এই উভয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে যাইয়া, পণ্ডিত ক্যাণ্ট্ (KANT) বলিয়াছেন, "বিশ্বজগতের সকল পদার্থই নিয়মানুসারে কর্ম্ম করে, চেতনপুরুষেরই ঐশ বা প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের প্রতিরূপ কর্ম্ম করিবার বিশেষ অধিকার (Perogative)) আছে, চেতনপুরুষই ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট। প্রাকৃতিক নিয়ম দর্শনপূর্ব্বক কর্ত্তব্যের অনুমান করিতে হইলে, প্রজ্ঞা বা বিবেকশক্তির প্রয়োজন, অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, ইচ্ছা (Will)) প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির ব্যবহারিকী অবস্থা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। * অতএব বলা যাইতে পারে,

---

* "Professor Laurie enlarges the boundaries still further : so as to include the whole energy of the ego in percipience, whether cognitive or active * * *

"In Mr. Thomas Solly's Treatise on the Will, it is made the source of all, even reflex, action from stimulus or impulse, and therefore treated as predicable of all animated nature." —*A Study of Religion, Vol. I., p. 198.*

* "Everything in the world acts according to laws . an intellegent alone has the perogative of action according to the representations of Laws, *i.e.* has a Will : and since, to deduce actions from laws, reason is required, it follws that will is nothing else than practial reason." —*Metaphysic of Ethics by I. Kant, p. 25.*

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার ইচ্ছা (Will)) বলিতে যৎপদার্থকে গ্রহণ করিয়াছেন, ওয়ালেস্, গ্রীন্, মার্টিনিউ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইচ্ছা (Will) বলিতে তৎপদার্থকে গ্রহণ করেন নাই।

বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ - সম্বন্ধে যতদূর চিন্তা করা হইল, আমাদের বর্ত্তমান প্রয়োজনানুসারে, তাহাই যথেষ্ট মনে করিলাম। বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ চিন্তাপূর্ব্বক আমরা কি বুঝিয়াছি, অপিচ আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ চিন্তার সম্বন্ধ কি, জীবের জন্মতত্ত্ব বিচার করিতে যাইয়া, আমরা বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ মর্ম্মের স্বরূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম কেন, অতঃপর্ তাহা জানাইব।

সংসার কর্ম্মের মূর্ত্তি, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণদ্বারা আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা ভিন্ন ভিন্ন-রূপ কর্ম্ম। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও মনদ্বারা আমরা যে সকল কর্ম্মের উপলব্ধি করি, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণদ্বারা যতপ্রকার কর্ম্মের রূপ আমাদের বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে, তাহাদিগকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, প্রধানতঃ এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মহর্ষি কণাদ কর্ম্মকে প্রযত্ননিষ্পাদ্য ও নোদনাদি -নিষ্পাদ্য, এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। কতিপয় কর্ম্মকে আমরা স্পষ্টতঃ প্রযত্ননিষ্পাদ্য বলিয়া বুঝিতে পারি, কতিপয় কর্ম্ম নোদনাদি-নিষ্পাদ্যরূপে বিনিশ্চিত হইয়া থাকে। প্রযত্ননিষ্পাদ্য ও নোদনাদি-নিষ্পাদ্য, এই দুই শ্রেণীর কর্ম্ম ব্যতীত আর এক জাতীয় কর্ম্ম ও আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। ভূকম্প, জলপ্লাবন ইত্যাদি কর্ম্মসমূহ বুদ্ধিপূর্ব্বক, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক, ইহারা প্রযত্ননিষ্পাদ্য, কি নোদনাদি-নিষ্পাদ্য, তাহা সাধারণজ্ঞানে নিশ্চিত হয় না। মহর্ষি কণাদ এই জাতীয় কর্ম্মসমূহকে 'অদৃষ্টকারিত' বলিয়াছেন। যাহা দৃষ্ট — স্থূল প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, তাহাকে 'অদৃষ্ট' বলে। 'অদৃষ্টকারিত' শব্দের সুতরাং, অর্থ হইতেছে, সূক্ষ্ম কারণ-বিশেষদ্বারা নিষ্পাদিত।

যাঁহারা জড়ৈকত্ববাদী, তাঁহারা বলেন, যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কতিপয় কর্ম্ম বিনা প্রযত্নে, চেতনের মুখাপেক্ষা না করিয়া, শুদ্ধ

জড়শক্তিদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তখন 'কৰ্ম্মমাত্রেই জড়-শক্তি-নিষ্পাদ্য,' এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত। অন্যপক্ষ বলেন, কতিপয় কৰ্ম্ম যে, বিনাপ্রযত্নে চেতনের প্রেরণা ব্যতিরেকে শুদ্ধ জড়শক্তিদ্বারা সাধিত হয় না, তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; কতিপয় কৰ্ম্ম যখন চেতনের প্রবর্ত্তনাপেক্ষ, তখন কৰ্ম্মমাত্রেই চেতনের প্রেরণা ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না, এবম্প্রকার সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। কাহারও মতে কতিপয় কৰ্ম্ম চেতনের মুখাপেক্ষা না করিয়া নিষ্পন্ন হয়, এবং কতিপয় কৰ্ম্মের নিষ্পত্তিতে চেতনের প্রবর্ত্তন অপেক্ষিত হইয়া থাকে। জড়ৈকতত্ত্ববাদীগণ জড়ব্যতীত চৈতন্য-নামক স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্বই যখন স্বীকার করেন না, তখন বলা বাহুল্য, বিশ্বজগতে যতপ্রকার কৰ্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, তৎসমুদায়ই যে, জড়শক্তিদ্বারা হইয়া থাকে, ইহাঁরা যথাশক্তি তাহাই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবেন। 'চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অচেতন স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া, কোন কৰ্ম্ম করিতে পারে না, কৰ্ম্মমাত্রেই সংকল্পপূৰ্ব্বক,' যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহাদিগকে সপ্রমাণ করিতে হইবে, যাহাদিগকে সাধারণতঃ অবুদ্ধিপূৰ্ব্বক কৰ্ম্মরূপে নিশ্চয় করা হয়,তাহারাও প্রকৃতপ্রস্তাবে মূলতঃ চিচ্ছক্তির প্রেরণাপেক্ষ।

জড়ৈকতত্ত্ববাদীরা জড়শক্তিই যে, সৰ্ব্বপ্রকার কৰ্ম্মের একমাত্র কারণ, কোন কৰ্ম্মই যে, চেতনের প্রবর্ত্তনাপেক্ষ নহে, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্ত্তনসমূহকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অচেতন চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি চেতনের প্রেরণা বিনা কত কাৰ্য্য সম্পাদন করিতেছে, তাড়িত শক্তিদ্বারা কত অদ্ভুত কাৰ্য্য সংঘটিত হইতেছে, অতএব অচেতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন কৰ্ম্ম করিতে পারে না, এইরূপ মত যুক্তিসিদ্ধ নহে। চৌম্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, আণবিক আকর্ষণ, ইত্যাদি মূলতঃ চেতনের প্রেরণাপেক্ষ কি না, তাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণদ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হয় না। আপ্তোপদেশই প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই প্রমাণদ্বয়ের অবিষয় পদার্থসমূহের তত্ত্বনির্ণয়ের একমাত্র উপায়। কোন কৰ্ম্মই চেতনের

মুখাপেক্ষা করে না, যাঁহারা এইরূপ প্রতিভা লইয়া সংসারে আগমন করিয়াছেন, লোকে সাধারণতঃ যে সকল কর্ম্মকে প্রসিদ্ধ বা প্রতিপন্নচেতন কর্ত্তৃক বলিয়া মনে করে, তাহারাও যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে জড়শক্তিদ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, তাহারাও যে, বস্তুতঃ চেতনকর্ত্তৃক নহে, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য, তাঁহারা জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন, স্মৃতি, অনুভব ইহারাও মস্তিষ্কের আণবিক-স্পন্দনের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে, এই কথা বলিয়াছেন।

সংবাদ (Harmony) সকলেরই প্রিয়, বিসম্বাদ কাহারই হৃদ্য নহে। বিজ্ঞান এইজন্য বিশেষের মধ্যে সামান্যের, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। সঙ্গীত (Music) এই জন্য আসন্নচেতন পশু-পক্ষ্যাদিরও চিত্তকে আকর্ষণ করে, জড়প্রায় শিশুহৃদয়ও সঙ্গীত শ্রবণে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। তালের একতা, স্বরের একতা, চিত্তের একতা, স্পন্দনের সমতাভিন্ন আর কিছু নহে, সংবাদী স্পন্দনই (Harmonious vibrations) 'মধুর', এই নামে উক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু হইলে কি হয়, যাহা চাই, এই বৈষম্যময় সংসারে তাহা পাওয়া যাইবে কেন? মরুভূমি কি, কখনও পিপাসিতের আকাঙ্ক্ষিত-পদার্থ দান করিতে পারগ হয়? সংসারের যে রূপ আমাদের নয়নে পড়ে, তাহা প্রকৃতির বৈষম্যভাবাত্মক, সংসারে এইজন্য এইরূপ দুইটী পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহারা সর্ব্বাংশে সমান। অনেক বস্তু আপাতদৃষ্টিতে সমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু পরীক্ষা করিলে, জানিতে পারা যায়, উহাদের মধ্যেও বহুবিষয়ে বিষমতা আছে, মনে হয়, বৈষম্যের রাজ্যে পূর্ণসাম্যভাব দেখিবার আশা দুরাশা। প্রত্যেক মনুষ্যের জ্ঞান-বিশ্বাসাদিই যে, কেবল সর্ব্বাংশে অসমান, তাহা নহে, এইরূপ দুইটী নরদেহ দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, যাহাদের প্রত্যেক শারীর-বিধান পরস্পর সর্ব্বাংশে একরূপ। * সংসার যখন বৈষম্যের রাজ্য,

* শারীরসংস্থানবিদ্ পণ্ডিত ম্যাকালিষ্টর (A. MACALISTER, M.A., M.D., F.R.S) বলিয়াছেন—"No two human bodies are exactly alike in the details of organisation. Inheritance, habitual actions, occupation, and other circumstances of environment, are factors which act with unequal intensity in the history of each individual, modifying the proportional development of parts." —*A Text-book of Human Anatomy, p. 2.*

তখন এখানে যে, মতভেদ থাকিবে, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। সংবাদ (Harmony), পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সকলের প্রিয়, বিসংবাদ কাহারও হৃদ্য নহে। জিজ্ঞাস্য হইবে বৈষম্যময় সংসারের প্রজা হইয়া, আমরা সাম্যভাবকে ভালবাসি কেন? কোলাহলময় সংসারে বাস করিয়া, আমাদের সঙ্গীত শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা হয় কেন? সংসারের অন্তরতম প্রদেশে সাম্যভাব বিরাজ করিতেছে, তিক্ত পদার্থেও মধুর রস বিদ্যমান থাকে। সংসারের অন্তরে যদি সাম্যভাব বিরাজ না করিত, তিক্ত পদার্থেও যদি মধুর রস না থাকিত, তাহা হইলে, লোকের সাধারণতঃ সংসারে এত আসক্তি হইত না, তিক্ত পদার্থের আস্বাদ গ্রহণে কেহ ইচ্ছুক হইত না। সংসারে চিরস্থায়ী অপরিচ্ছিন্ন সাম্যভাবের কমনীয় রূপ দেখিতে না পাইলেও, লোকে ইহার অস্থায়ী অপরিচ্ছিন্ন রূপ দেখিতে পায়, কোলাহলের মধ্যে মেঘের ক্রোড়ে চপলার প্রকাশের ন্যায় সঙ্গীতের ক্ষণিক বিকাশ হইয়া থাকে। বৈষম্যময় সংসারে বাস করিয়াও, তাই আমাদের সাম্যভাবের হৃদয়রমণ রূপ দেখিবার ইচ্ছা হয়, কোলাহলের মধ্যে সঙ্গীত শ্রবণের প্রবৃত্তি হয়।

তত্ত্বজিজ্ঞাসা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও বিশেষের মধ্যে সামান্যের দর্শন-লালসা, কোলাহলের মধ্যে সঙ্গীত-শ্রবণেচ্ছা, তিক্তের মধ্যে মধুর-রসাকর্ষণের আকাঙ্ক্ষা, সমান পদার্থ। মানুষ সঙ্গীত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে মানুষ তত্ত্ব জানিবার, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যকে দেখিবার, তিক্তের মধ্যে মধুররস পান করিবার ইচ্ছা করে, ইহাও সত্য। প্রকৃতি বা শক্তিভেদে রুচিভেদ হয় বটে, প্রতিভার পার্থক্যবশতঃ লোকে ভিন্ন-ভিন্নরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে সত্য, তথাপি একটু নির্বিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, প্রতিপন্ন হয়, জীবমাত্রের চরম বা মুখ্য আকাঙ্ক্ষিত পদার্থ এক ভিন্ন দুই নহে, মূল দ্রষ্টব্য, জ্ঞাতব্য বা প্রাপ্তব্য পদার্থ সকলেরই এক। নিদাঘকালে, গভীর রজনীতে চার, পাঁচটা বন্ধু পবিত্র-সলিলা ভাগীরথীর তটে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দূর হইতে চিত্তোন্মাদী, সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, কোন্ দিক্ হইতে

এই ধ্বনি প্রবাহিত হইতেছে, সকলেই তাহা স্থির করিতে সচেষ্ট হইলেন. কিন্তু মতের ঐক্য হইল না, কেহ নিশ্চয় করিলেন, উত্তর দিক্ হইতে ইহা প্রবাহিত হইতেছে, কাহারও বিশ্বাস হইল, পূর্ব্বদিক্ হইতে, কেহ স্থির করিলেন দক্ষিণদিক্ হইতে, কোন্ ব্যক্তির মনে হইল, পশ্চিমদিক্ই ইহার প্রবাহ কেন্দ্র। যাঁহার যেরূপ বিশ্বাস হইল, তিনি তদনুরূপ কার্য্য করিলেন, কেহ উত্তরদিকে, কেহ পূর্ব্বদিকে, কেহ দক্ষিণদিকে, এবং কেহ পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য সকলেরই একরূপ, সকলেই এক প্রকার আকর্ষণশক্তিদ্বারা সমাকৃষ্ট হইলেন, কিন্তু বুদ্ধিভেদ-নিবন্ধন ভিন্ন-ভিন্ন দিক্ অবলম্বিত হইল। যিনি যে দিক্‌কে উক্ত সঙ্গীতধ্বনির প্রবাহকেন্দ্র বলিয়া বুঝিলেন, তিনি যে, অন্যকেও সেই দিক্ই প্রকৃত দিক্ বলিয়া বুঝাইবার, অন্যকেও সেই দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন, তাহা বলা বাহুল্য। প্রথম বিশ্বাসের প্রেরণায় যিনি যে দিক্ অবলম্বন করিলেন, কিয়দ্দূর গমনের পর, তাঁহার সেই অবলম্বিত দিকের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া, অসম্ভব নহে, এমন কি, পরিশেষে (যদি প্রকৃত দিক্ নির্ণীত না হইয়া থাকে— তাঁহাকে সম্পূর্ণতঃ বিভিন্ন দিক্ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হয়। আকর্ষণ ও উদ্দেশ্য সমান হইলেও, যে কারণে গতির দিক্ ভিন্ন হয়, এতদ্দ্বারা তাহা সূচিত হইল। তত্ত্বজিজ্ঞাসা, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাবের দর্শনলালসা কোলাহলের মধ্যে সঙ্গীত-শ্রবণেচ্ছা বা তিক্তের মধ্যে মধুর রসের আস্বাদন-বাঞ্ছাই যে, কর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ, তাহা নিঃসন্দেহ, তথাপি ব্যক্তিগত প্রতিভাভেদবশতঃ সকল কর্ম্মকর্ত্তাই একদিকে যাত্রা করিতে পারেন না, এক পদার্থের অন্বেষণার্থ বহির্গত হইয়া ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন-ভিন্ন দিক্ অবলম্বন করিয়া থাকেন। বেদ বা ঐশ-জ্ঞানেচ্ছাই বিশ্বজগতের, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ বা কর্ম্মের মূলপ্রবর্ত্তক, বেদের প্রবর্ত্তনায় পরমাণুসমূহ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে, বেদের প্রেরণায় জীব ত্যজ্য কি, গ্রাহ্য কি, তাহা স্থির করে, মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীববৃন্দ বেদের উপদেশেই বৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্কারার্থ সচেষ্ট হইয়া থাকে,

দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, সৎকার্য্যবাদ, অসৎকার্য্যবাদ, সৎকারণবাদ, অসৎকারণবাদ, সকলই বেদপ্রসূত। বেদ বলিয়াছেন, "ব্রহ্মই মধু—পরমানন্দলক্ষণ মাধুর্য্যোপেত বস্তু, অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই সকলের রস—সারভূত, তিনিই পরসামান্য, প্রকৃত সঙ্গীত শ্রবণপূর্ব্বক কৃতার্থ হইতে হইলে, যথোক্ত ব্রহ্মের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে; বিষ্ণুর পরমপদেই নিত্য প্রকৃত সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে; ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই; সংসারে আর ক্লেশভোগ করিও না, দুর্ব্বিসহ সংসারক্লেশের উচ্ছেদার্থ আমাকে ভজনা কর, আমাকে ভজনা কর, * বেদের এই হৃদয়রঞ্জন ধ্বনি, এই চিত্তোন্মাদী স্বর পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সুর, নর, সকলেরই শ্রবণগোচর হইতেছে, বেদের আকর্ষণ আকৃষ্ট হইয়া, সকলেই কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্কারার্থ সচেষ্ট হইতেছে, কোলাহলের মধ্যে সঙ্গীত-শ্রবণের জন্য ব্যগ্র হইতেছে, কিন্তু প্রতিভাভেদবশতঃ সকলে একদিক্ অবলম্বন করিতে, একরূপ কর্ম্ম করিতে, বা একরূপ মতাবলম্বী হইতে সমর্থ হন না, বেদের অভিপ্রায় সকলে যথাযথভাবে বুঝিতে পারগ হয় না। 'এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই,' 'ব্রহ্মই মধু', ইত্যাদি বেদোপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক কেহ জড়শক্তিকেই ব্রহ্ম, জড়শক্তিকেই মধু বলিয়া বুঝিয়াছেন, জড়শক্তি ভিন্ন পদার্থান্তরের অস্তিত্ব নাই, এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াছেন, জড়শক্তিরই উপাসনা করিতেছেন, সকলেই যাহাতে এইরূপ মতাবলম্বী হয় তজ্জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন, কেহ চিচ্ছক্তিকেই যথোক্ত ব্রহ্মপদার্থ মনে করিয়া, তাঁহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, চিচ্ছক্তি ভিন্ন অন্য পদার্থ নাই, এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, অন্যেও যাহাতে এবম্প্রকার মতের অনুবর্ত্তন করে, তন্নিমিত্ত সাধ্যমতে চেষ্টা করিতেছেন, কেহ দ্বৈতবাদকে শ্রেষ্ঠবাদ মনে করিয়াছেন,

* "ব্রহ্মমেতুমাং। মধুমেতুমাং। ব্রহ্মমেব মধুমেতুমাং।" —তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

"মধুং পরমানন্দলক্ষণ-মাধুর্য্যোপেতং বস্তু * * *।" —তৈত্তিরীয়-আরণ্যক-ভাষ্য।

'গায়ত্রী' শব্দের নিরুক্তি করিবার সময় দৈবতব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, বেদগানকারী, প্রজাপতির মুখ হইতে বেদ-সারভূতা, গায়ত্রীর আবির্ভাব হইয়াছে, এই জন্য ইহার 'গায়ত্রী' নাম হইয়াছে ("গায়তো

এবং স্বমত-স্থাপনের জন্য যথাশক্তি যত্ন করিতেছেন। যে কোন পদার্থ হউক, প্রতিভাভেদে তাহার ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ গৃহীত হইবেই। তাই বলিয়াছি, বৈষম্যময় সংসারে যে, মতভেদ থাকিবে, তাহা বিস্ময়াবহ নহে।

কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক, সকলেই কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিয়া থাকেন। কোন কার্য্যের কারণানুসন্ধান ও তাহার স্বরূপাবধারণের চেষ্টা, ভিন্ন-পদার্থ নহে। কারিত হয় যদ্দ্বারা, অথবা যাহা করে—যাহা ক্রিয়ানিষ্পাদক, তাহাকে 'কারণ' বলা হয় ("কার্য্যতেহনেন, করোতীতি")। কারণের ইহাই মূল অর্থ বটে, কিন্তু প্রতিভাভেদে লোকে ইহার বিবিধ অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকে। উপাদান ও নিমিত্ত, কারণকে প্রধানতঃ এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। উপাদান ও নিমিত্ত, কারণকে, এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয় কেন? কুম্ভকারকে মৃত্তিকা, এবং দণ্ড-চক্রাদিদ্বারা ঘটনির্ম্মাণ করিতে দেখিয়াছি। 'ঘট্'-কার্য্য মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র, সলিল ও কুম্ভকার, ইহাদিগদ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। ঘটকার্য্যের নিষ্পত্তিতে যখন কুম্ভকার, মৃত্তিকা এবং দণ্ড-চক্রাদির প্রয়োজন হয়, তখন ইহাদিগের সকলকেই ঘটকার্য্যের ('কারিত হয় যদ্দ্বারা, অথবা যাহা ক্রিয়ানিষ্পাদন করে,' কারণের এই লক্ষণানুসারে') কারণ বলিতে হইবে। কুম্ভকার প্রভৃতি সকলেই ঘটকার্য্যের কারণ বটে, কিন্তু সকলের কার্য্যকারিতা যে, একরূপ নহে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। যাবৎ ঘট থাকে, তাবৎ মৃত্তিকা ঘটকে ত্যাগ করে না, মৃত্তিকাকে বাদ দিলে ঘটের বাস্তব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। কুম্ভকার বা দণ্ড চক্রাদি, ঘটের উৎপত্তির পর স্থানান্তরে থাকিলেও, ঘটের কোন ক্ষতি হয় না। কুম্ভকার যে কার্য্য করে, দণ্ড-চক্রাদি বা মৃত্তিকা তৎকার্য্য করিতে পারে না, মৃত্তিকা যে কার্য্য করে, কুম্ভকার বা দণ্ডচক্রাদিদ্বারা

মুখাদুদপতদিতি হ ব্রাহ্মণম্।" —দৈবতব্রাহ্মণ)। গায়ত্রী-বিদ্যাতে শ্রুতি গায়ত্রী শব্দের প্রকারান্তরে নিরুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃথা সংসারে আর ক্লেশভোগ করিও না, সংসারক্লেশের উচ্ছেদার্থ আমার ভজনা কর, আমার ভজনা কর, যিনি অহর্নিশ স্বয়ং এইরূপ গান বা শব্দ করিয়া ক্লেশসঙ্কুল সংসার-সাগর-মগ্ন জীব সকলকে ত্রাণ করেন, তিনি গায়ত্রী" ("গায়ন্নেব ত্রায়তি পালয়তি চ সা গায়ত্রী। যা বৈ খলু গায়তি চ—বৃথা সংসারে মা ক্লিশ্যত। তদুচ্ছিত্তয়ে মামেব ভজধ্বমিতি স্বয়ং শব্দয়তি চ।"—দৈবতব্রাহ্মণ-ভাষ্য)।

তৎকার্য্য সাধিত হয় না। মৃত্তিকাই ঘটকার্য্যরূপে পরিণত হয়, এই নিমিত্ত মৃত্তিকাকে ঘটকার্য্যের উপাদান বা সমবায়ি-কারণ বলা হয়। যাহা সমবেত হইয়া কার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়, যাহা কার্য্য-শক্তি, তাহা সমবায়ী বা উপাদানকারণ। উপাদান বা সমবায়ি-কারণে অনভিব্যক্তভাবে বিদ্যমান শক্তি যদ্দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, কার্যের উৎপত্তির পরে যাহার সহিত কার্য্যের কোন সম্বন্ধ থাকে না, অতএব যাহাকে স্থূলতঃ বাহ্যকারণ বলা যাইতে পারেন, তাহা নিমিত্তকারণ। যদ্ব্যতিরেকে যাহা সিদ্ধ হয় না, যাহা যাহার নিয়ত পূর্ববর্ত্তী (That which invariably precedes), তাহা তাহার কারণ। মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট উৎপন্ন হয় না, আবার কুম্ভকার এবং দণ্ড-চক্রাদি না থাকিলেও, ঘটকার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব হয়, অতএব ঘটকার্য্যের মৃত্তিকাদি সকল পদার্থকেই কারণ বলিতে হইবে। * কারণের লক্ষণ ও প্রকারভেদ সম্বন্ধে যে, মতভেদ আছে, (প্রত্যেক পদার্থসম্বন্ধে মতভেদ থাকা যে, প্রাকৃতিক, পূর্ব্বে তাহা জানাইয়াছি), এক্ষণে তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

বেদ পাঠ করিলে, উপাদান—আরম্ভণ (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, উপাদান কারণ বুঝাইতে কারণ বুঝাইতে বেদে, 'আরম্ভণ' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়) ও নিমিত্ত (Patient and agent), এই দ্বিবিধ কারণের সংবাদ পাওয়া যায়। শাস্ত্রান্তরে কারণকে 'মুখ্য' ও 'অমুখ্য', এই দুই প্রধান ভাগে বিভাগ করিয়া, পরে মুখ্য কারণকে আবার সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত, এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ন্যায়মতে মুখ্যকারণ সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্তভেদ ত্রিবিধ। অমুখ্যকারণকে 'সহকারিকারণ্', এই নামে উক্ত করা হইয়া থাকে।

পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ (J. S. MILL) বলিয়াছেন, নিমিত্ত কারণই কারণ, উপাদান-কারণকে (Patient) স্বতন্ত্র কারণ বলিয়া স্বীকার করিবার

---

* হবস্ (HOBBES) উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণ স্বীকার করিয়াছেন ("A cause is the sum or aggregate of all such accidents, both in the agents and the patients, as concur in producing of the effect propounded".)

কোন যুক্তি নাই, 'কারণ' (Cause) বলিতে নিমিত্ত-কারণকেই বুঝাইয়া থাকে। * মিলের অভিপ্রায়, উপাদান-কারণকে কারণান্তর বলিয়া স্বীকার করিলে কর্ম্ম-কর্ত্তৃদোষ ঘটে, তাহা হইলে, কর্ম্ম স্বয়ংই কর্ম্মরূপে পরিণত হয়, এই কথা অঙ্গীকার করিতে হয়। স্বমত-স্থাপনার্থ পণ্ডিত মিল্ কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্রব্যের অধঃপতনব্যাপার তৎপ্রদর্শিত প্রথম দৃষ্টান্ত। একটী প্রস্তরখণ্ডের অধঃপতন কর্ম্মের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলে, উপলখণ্ডই ইহার কারণ, যদি এইরূপ উত্তর দেওয়া যায়, তাহা হইলে, 'কারণ' শব্দের অর্থবিরোধ—কারণ-লক্ষণ দূষিত হয়। যাঁহারা কার্য্য মাত্রের উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ পৃথক কারণ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, প্রস্তরখণ্ডের অধঃপতন কর্ম্মে, তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রস্তরখণ্ডকে উপাদান (Patient)-কারণ, এবং পৃথিবীকে (অথবা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ সাধারণ-বিশ্বাসানুসারে বলিতে হইলে পৃথিবীর অদৃষ্ট ধর্ম্মকে) নিমিত্ত কারণরূপে গ্রহণ করেন। একটু চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, প্রস্তরখণ্ড স্বয়ংই স্বীয় পতনকর্ম্মের কারণ, এতদ্বাক্যের সহিত, প্রস্তরখণ্ডের পতনকার্য্যের উহা উপাদান-কারণ, এই কথার অর্থগত পার্থক্য নাই। আমরা বলিতে পারি, প্রস্তরখণ্ড স্বীয় ধর্ম্ম (গুরুত্ব)-বশতঃ স্বয়ংই পৃথিবীর অভিমুখে গমন করিতেছে, প্রস্তরখানির পতনব্যাপার যদি এইভাবে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, উহাকেই উহার অধঃপতন কর্ম্মের নিমিত্ত-কারণ (Agent) বলিয়া স্বীকার করিবার কোন আপত্তি হইতে পারে না। জড়বস্তু স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া, কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, এই মতের রক্ষণার্থ লোকে, প্রস্তরখণ্ডের অধঃপতন-ব্যাপারে উহাকে নিমিত্ত-কারণ বলিতে চাহে না, কিন্তু সকল বস্তুই সকলকে আকর্ষণ করে, এই কথা স্মরণ করিলে, প্রস্তরখণ্ডের পতনকার্য্যে পৃথিবীর ন্যায় ইহারাও যে, কর্ত্তৃত্ব আছে, পৃথিবীর ন্যায় এ কার্য্যে উপলখণ্ডেরও যে, নিমিত্তত্ব আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পৃথিবীই কেবল অন্যান্য

* "In most cases of causation a distinction is commonly drawn between something which acts and some other thing which is acted upon, between an agent and a patient. Both of these, it would be thought absured to call the latter the cause, the title being reserved for the former." —*System of Logic, Vol. I., p. 347.*

বস্তুকে আকর্ষণ করে না, অন্যান্য বস্তু কর্ত্তৃক ইহাও আকৃষ্ট হয়। পণ্ডিত মিলের স্বমতসমর্থক দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঐন্দ্রিকক্রিয়া (Sensation produced in our organs)। ঐন্দ্রিয়কক্রিয়াতে বিষয় (Objects), ইন্দ্রিয় (Organs) ও মন (Mind), এই তিনেরই যে ক্রিয়ানিষ্পাদকত্ব (Agency) আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন; দর্শনকার্য্যের আলোকই কর্ত্তা নহে, আলোক, নয়নেন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক, এবং দ্রষ্টব্যবস্তু, দর্শনকার্য্য এই সমুদায়ের কর্ত্তৃত্বফল-সমষ্টি। *

উপাদান ও 'পেশেন্ট্' (Patient), এই শব্দদ্বয় সর্ব্বথা সমানার্থক নহে। উপাদান-কারণ শাস্ত্রে কোথাও ক্রিয়া-নিষ্পাদনধর্ম্ম বা কর্ত্তৃত্ববিরহিত বলিয়া নির্ব্বাচিত হয় নাই। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, 'কারক ক্রিয়া-নির্ব্বর্ত্তকত্বের সামান্য সংজ্ঞা, কর্ত্তৃ-করণাদি, ইহারা বিশেষ-বিশেষ ক্রিয়া নিষ্পাদকত্বের বাচক। কর্ত্তৃ-করণাদি সকল কারকেই ক্রিয়া নিষ্পাদন করে সত্য, কিন্তু সকলেই একরূপ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে না, প্রত্যেক কারণেই ভিন্ন-ভিন্ন রূপ ক্রিয়ার নির্ব্বর্ত্তক। 'ক্রিয়া' বলিতে আমরা সাধারণতঃ মূর্ত্তক্রিয়া বা ক্রিয়ার স্থূলরূপ বুঝিয়া থাকি। মূর্ত্ত-ক্রিয়া সকল কারকেরই কর্ত্তৃত্বফল সমষ্টি।

প্রত্যেক কারকের কর্ত্তৃত্ব (Agency) থাকিলেও, সকল কারককে যে, কর্ত্তা বলা হয় না, তাহার কারণ হইতেছে, প্রধান কর্ত্তার বা 'কর্ত্তৃ'-কারকের কর্ত্তৃত্ব ও অন্যান্য কারকের কর্ত্তৃত্ব একরূপ নহে। প্রধান কর্ত্তা স্বতন্ত্র, অন্যান্য কারক ইহাঁর নিদেশবর্ত্তী, ইহাঁর নিয়াম্য (Patient), প্রধান কর্ত্তার আদেশ না পাইলে, স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া, ইহারা কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। পরমাণুকে বিশ্লেষ করিবার শক্তি তাপের আছে বটে, কিন্তু ইহা স্বয়ংপ্রেরিত

---

* পণ্ডিত মিল্ বলিয়াছেন, 'কারণ' শব্দটী যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে উপাদানকে পৃথক্ কার্য্য বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। পরীক্ষা করিলেই, উপাদান ও নিমিত্ত, এই কারণদ্বয়ের পার্থক্যবোধ তিরোহিত হয়, অন্ততঃ বুঝিতে পারা যায়, ইহা বৈকল্পিক (Only verbal). শুদ্ধ বচনভঙ্গী হইতে এইরূপ প্রত্যয়ের উৎপত্তি হইয়াছে (Arising from an incident of mere expression)। মিলের লজিক্ (Logic) দ্রষ্টব্য।

হইয়া, পাককার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, ইহা অন্ধ, ইহা জড়শক্তি। পাকক্রিয়া শেষ হইয়াছে, তণ্ডুল সকল বিক্লিন্ন হইয়াছে (গলিয়া গিয়াছে), কিন্তু পাককর্ত্তা যদি তৎকালে উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে, অগ্নি স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া, পাককার্য্য স্থগিত করিবে না; তাহাকে যাহা করিতে বলা হইয়াছে যাবৎ প্রাণ থাকিবে, তাবৎ সে তাহাই করিবে, তদ্ভিন্ন তাহার অন্য কিছু করিবার শক্তি নাই। অন্ন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তথাপি অগ্নি স্বকার্য্য করিতে বিরত হইবে না। অন্ন দগ্ধ হউক, আর যাহাই হউক, অগ্নির তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি যাহার নাই, তাহা পরতন্ত্র। রাজা স্বীয় কর্ম্মচারীদিগের স্কন্ধে যে সকল কর্ম্মভার ন্যস্ত করেন, কর্ম্মচারিগণ, যথানির্দ্দেশ সেই সমস্ত কর্ম্মই সম্পাদন করিয়া থাকেন, রাজনিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না, নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি ইহাঁদের নাই, এইজন্য ইহাঁরা পরতন্ত্র। 'অগ্নি পাক করিতেছে', 'স্থালী পাক করিতেছে', ইত্যাদি বাক্যে যে, অগ্ন্যাদির স্বাতন্ত্র্য বা প্রধান-কর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি? জড় বা পরতন্ত্রকে স্বতন্ত্র বলিয়া অঙ্গীকার করা হয় কেন? পতঞ্জলিদেব এতদুত্তরে বলিয়াছেন, প্রধান কর্ত্তা যে স্থলে পরোক্ষ—দৃষ্টির বহির্ভূত, অথবা পরোক্ষ না হইলেও, অবান্তর কর্ত্তৃত্ব যেখানে প্রধানরূপে বিবক্ষিত হয়, তথায় এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অন্যান্য কারক যতক্ষণ প্রধান প্রধানকর্ত্তার সমভিব্যাহারে থাকে, ততক্ষণ ইহাদের পারতন্ত্র্য স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু প্রধানকর্ত্তা হইতে যখন উহারা দূরে বা পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করে, তখন উহারাই প্রধান কর্ত্তৃরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। অমাত্যগণ যাবৎ রাজার সমীপে অবস্থান করেন, তাবৎ তাঁহাদের পারতন্ত্র্য অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু যেখানে রাজা উপস্থিত থাকেন না, অমাত্যগণই তথায় রাজোচিত সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা রাজাকে কখন দেখেন নাই, রাজাকে দেখিবার যোগ্যতা যাঁহাদের নাই, রাজদর্শনের প্রয়োজন যাঁহারা বুঝেন না, সুতরাং যাঁহারা রাজাকে দেখিতে চাহেন না, অমাত্যগণকেই তাঁহারা

প্রধানকর্ত্তা মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রশক্তির পার্থক্য যথাযথরূপে উপলব্ধি করিতে তাঁহারা অক্ষম। * ভট্টোজিদীক্ষিত বলিয়াছেন, করণাদি কারকসমূহের সৌকর্য্যাতিশয়ের দ্যোতনার্থ যখন প্রধান কর্ত্তার ব্যাপার বিবক্ষিত হয় না, তখন অন্যান্য কারকও (স্ব-স্ব ব্যাপারে ইহাদের স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়া), 'কর্ত্তৃ'-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'অসি (খড়গ) সুন্দর ছেদন করিতেছে', 'কাষ্ঠ পাক করিতেছে, "স্থালী পাক করিতেছে', ইত্যাদি বাক্যে অসি প্রভৃতির কর্ত্তৃসংজ্ঞা পাইবার ইহাই কারণ। 'প্রস্তরখণ্ড ভূমিতে পতিত হইতেছে', এখানেও যে স্বতন্ত্রশক্তির আদেশে প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুকে আকর্ষণ করে, যাঁহার নিয়োগানুসারে উপলখণ্ড পৃথিবীর অঙ্কে পতিত হয়, উপলখণ্ড বা পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, উপলখণ্ড বা পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি ইহাদের অন্তর্যামী, ইহাদের অন্তরে থাকিয়া যিনি ইহাদিগকে নিয়ামিত করেন, তিনি লক্ষিত বা বিবক্ষিত হয়েন না। * পতঞ্জলিদেবতা'ই বলিয়াছেন, প্রধানকর্ত্তা যে স্থলে পরোক্ষ— দৃষ্টির বহির্ভূত, অথবা পরোক্ষ বা দৃষ্টির বহির্ভূত না হইলেও, যেস্থলে তিনি বিবক্ষিত হয়েন না, তৎস্থলে অন্যান্য কারক, কর্ত্তৃসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'উপাদান' (Patient), তখন নিমিত্ত ও উপাদান, এই উভয় রূপেই পরিদৃষ্ট হয়। পাঠক কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যের কথা স্মরণ করিবেন। যেখানে কর্ম্ম (ক্রিয়া) দৃষ্ট হয়, কিন্তু তৎকর্ম্ম বা ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তক কর্ত্তা দৃষ্ট হয় না, সেখানে তাদৃশ কর্ম্ম প্রাকৃত বা স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ("ন চান্যঃ কর্ত্তা দৃশ্যতে ক্রিয়া চোপলভ্যতে।"—মহাভাষ্য)। †

---

* "ক্কেদানীং পরতন্ত্রা স্যাৎ। যত্তৎ প্রক্ষালনং পরিবর্ত্তনং বা। ন বা এবমর্থং স্থাল্যুপাদীয়তে প্রক্ষালনং পরিবর্ত্তনং করিষ্যামীতি। কিং তর্হি সংভবনক্রিয়াং ধারণক্রিয়াং চ করিষ্যতীতি তত্র যাসৌ স্বতন্ত্রা।"

— মহাভাষ্য

* 'যদা সৌকর্য্যাতিশয়ং দ্যোতয়িতুং কর্ত্তৃব্যাপারো ন বিবক্ষ্যতে তদা কারকান্তরাণ্যপি কর্ত্তৃসংজ্ঞাং লভন্তে। স্বব্যাপারে স্বতন্ত্রত্বাৎ। তেন পূর্ব্বকরণত্বাদিসত্ত্বেহপি সংপ্রতি কর্ত্তৃত্বাৎ কর্ত্তরি লকারঃ। সাধ্বসিশ্ছিনত্তি। কাষ্ঠানি পচন্তি। স্থালী পাচতি।"—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

† ক্রিয়মাণন্তু যৎকর্ম্ম স্বয়মেব প্রসিদ্ধ্যতি।
সুকরৈঃ স্বৈর্গুণৈঃ কর্ত্তুঃ কর্ম্মকর্ত্তেতি তদ্বিদুঃ।।"

পণ্ডিত মিল্ (J. S. MILL) উপাদান-কারণকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে যে জন্য অনিচ্ছুক, পূর্ব্বে তাহা জানাইয়াছি, এক্ষণে ব্যাকরণ-সাহায্যে ইহাঁর উপাদান-কারণকে পৃথক কারণরূপে অঙ্গীকার করিবার আপত্তি সংক্ষেপে নিরাকৃত হইল।

উপাদান ও নিমিত্ত, এই কারণদ্বয়ের যে, অনেক বিষয়ে বৈধর্ম্ম্য আছে, পূর্ব্বে তাহা বিজ্ঞপিত হইয়াছে। যাহা সমবেত হইয়া, কার্য্য উৎপাদন করে, তাহা সমবায়ী বা উপাদান কারণ। মৃত্তিকা ঘটের, তন্তু পটের, সমবায়ী কারণ ("যৎ সমবেতং কার্য্যমুৎপদ্যতে, তৎ")। সাংখ্যদর্শন কার্য্যশক্তিকেই উপাদান-কারণ বলিয়াছেন। 'কার্যশক্তি' কোন্ পদার্থ? কার্য্যের অনাগত অবস্থা বা ধর্ম্মীয় অব্যপদেশ্য ধর্ম্মই 'কার্য্যশক্তি' ("কার্যশক্তিমত্ত্বমেবোপাদানকারণত্বম্।" — সাং, প্র. ভা.)। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 'কারণের আত্মভূতা শক্তি, এবং শক্তির আত্মভূত কার্য্য' ('কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্।"—শারীরক ভাষ্য)।

প্রত্যেক পরিবর্ত্তনই (Change) নিয়ত পৌর্ব্বাপর্য্য-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই পূর্ব্ববর্ত্তি-ভাবের সহিত অপর ভাবের নিয়ত সম্বন্ধ উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই পৌর্ব্বাপর্য্য-সম্বন্ধই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নামে প্রসিদ্ধ। যাহা কার্য্য সংঘটন করে, যাহা কার্য্যের প্রভব—প্রসূতি (What brings about an effect), তাহা 'কারণ', এবং কারণ হইতে যাহা প্রসূত হয় (What follows from a cause), তাহা কার্য্য।

অপবাদ বা নিষেধের (Denials) বর্ণনদ্বারা বিধির (Law) রূপ স্ফুটতরভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। অধ্যাপক বেন্ (BAIN) এই নিমিত্ত কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বিধির অপবাদ বা নিষেধের বর্ণন করিয়াছেন। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-বিধির, অধ্যাপক 'বেন্' বলিয়াছেন, দুইটী অপবাদ। (১) কোন ঘটনা বা কার্য্যই স্বতঃপ্রবৃত্ত, বা যদৃচ্ছামূলক নহে, কোন ঘটনা বা কার্য্যই স্বতন্ত্রভাবে, নোদন বা প্রেরণ ব্যতিরেকে আরব্ধ হয় না। নির্নিমিত্ত বা অকস্মাৎ উৎপত্তিবাদ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-বিধির প্রথম অপবাদ। (২) কোন ঘটনা বা কার্য্য অনিয়মিতভাবে, যদৃচ্ছাক্রমে অন্যের অনুবর্ত্তন করে

না। ঘটনা বা কার্য্যের অনিয়মিতভাবে যদৃচ্ছাক্রমে অনুবর্ত্তন কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-বিধির দ্বিতীয় অপবাদ। কারণ-তত্ত্বের স্বরূপবর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া, অধ্যাপক বেন্ ইহার তিনটী রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। (১) ব্যবহারিক—সাধারণতঃ পরিচিত বা অপূর্ণ রূপ; (২) বৈজ্ঞানিক বা পূর্ণরূপ; (৩) পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-ভাণ্ডারের নবসঞ্চিত শক্তি-সাতত্য বা শক্তিসমূহের ইতরেতর সম্বন্ধতত্ত্বমূলক ("Embracing the modern generalization entitled the Conservation or Correlation of Force.")।

কোন ঘটনা বা কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে যাইয়া লোকে, কারণচক্রের মধ্যে অব্যবহিত, সুদৃশ্য বা সুব্যক্ত কারণটীকেই সচরাচর লক্ষ্য করিয়া থাকে, ব্যবহিত বা সহকারী কারণচক্রের দিকে সাধারণের দৃষ্টি পতিত হয় না। অধ্যাপক 'বেন্' এইজন্য অব্যবহিত, সুব্যক্ত কারণকে কারণতত্ত্বের অসম্পূর্ণ—আংশিকরূপ বলিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি সিঁড়ী (Ladder) হইতে স্খলিতপদ হইয়া, ভূমিতে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, সাধারণতঃ শুদ্ধ পদস্খলনকেই উহার প্রাণবিয়োগের কারণরূপে নির্ব্বাচন করা হইয়া থাকে, যে হেতু, পদস্খলন ব্যাপার যদি নিবারিত হইত, তাহা হইলে, উহার মৃত্যু হইত না। কিন্তু পদস্খলন ব্যতীত উক্ত ব্যক্তির শরীরের ভার বা গুরুত্ব (The weight of the body–gravity), স্থানের উচ্চতা, মনুষ্যদেহের ভঙ্গুরতা, ইহারাও, উহার মৃত্যুর কারণ, সন্দেহ নাই। ব্যবহারিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য আমরা ইহাদিগকে কারণরূপে লক্ষ্য করি না। * একটী কার্য্যের সিদ্ধিতে যে সকল পূর্ব্বভাবের সংঘাত— পরস্পর সম্মিলন অবশ্য প্রয়োজন, যাহাদের সমবায় ব্যতিরেকে

* এক ব্যক্তির শরীরের ভার অন্য এক ব্যক্তির শরীরের ভার হইতে লঘুতর পতন-স্থানের উচ্চতা, অন্য এক ব্যক্তি পতন-স্থানের উচ্চতা হইতে অল্পতর, শরীরের দৃঢ়তা, অন্য এক ব্যক্তির শরীরের দৃঢ়তা হইতে অধিকতর, উভয়েই পদস্খলন-নিবন্ধন ভূমিতে নিপতিত হইল, প্রথমোক্ত ব্যক্তি 'পপাত চ মমার চ' হইল, শেষোক্ত ব্যক্তি অক্ষত-শরীরে, কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্থ না হইয়া চলিয়া গেল, এইরূপ ঘটনা বিরল নহে। অনেক সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়, দৃষ্ট-কারণের সর্ব্বাংশে সমানতা থাকিলেও, কার্য্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমান হয় না। ইহার কারণ কি? অধ্যাপক বেন্ ইহার কি উত্তর দিবেন? অদৃষ্ট-কারণ স্বীকার না করিলে কি, ইহার মীমাংসা হয়?

যৎকার্য্যের উৎপত্তি হয় না, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 'কারণ' বলিতে তৎসমুদায় গৃহীত হইয়া থাকে। কথা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু কার্য্যতঃ (Practically) তাহা হয় কি? যদি কার্য্যতঃ তাহা হইত, তাহা হইলে, বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞানতঃ অদৃষ্টবাদী হইতেন, তাহা হইলে, ইহাঁরা কেবল আণবিক স্পন্দনকেই সম্বিৎ, ইচ্ছা, অনুভব, প্রজ্ঞা ইত্যাদির কারণ বলিয়া, নিশ্চিন্তে থাকিতে পারিতেন না।

কারণতত্ত্বের তৃতীয় মূর্ত্তির স্বরূপ-বর্ণনার্থ অধ্যাপক 'বেন্' যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার হইতেছে, ধর্ম্মী বা বস্তুমাত্রেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম, শক্তি বা যোগ্যতাবচ্ছিন্ন; ধর্ম্মীর ধর্ম্মগত পরিবর্তন হয়, শক্তিসমূহ এক অবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান্তর গ্রহণ করে, ধর্ম্ম বা শক্তিসমূহ একভাব বা একরূপ অবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক অন্যভাব—অন্যরূপ অবস্থা গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু ইহারা তত্ত্বতঃ অপেত বা বর্দ্ধিত হয় না। সমষ্টিভূত শক্তির মানের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, ইহা সতত সমান থাকে; কি যান্ত্রিকশক্তি (Mechanical force), কি রাসায়নিক শক্তি (Chemical force), কি তাড়িতশক্তি (Electric force), কি জীবনীশক্তি (Vital force), সকলেই ইতরেতর-সম্বন্ধ, সকলেই প্রত্যেকের আকার গ্রহণ করিতে পারে সকলেই প্রত্যেকের ভাবে ভাবিত হইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট; শক্তিসমূহের তত্ত্বতঃ ধ্বংসরাহিত্য, স্থিতিশীলত্ব (Conservation), ইহাদের সন্ততত্ব (Persistence), ইহাদের ভাবান্তর-প্রাপ্তিশীলত্ব বা রূপান্তর-গ্রহণ-যোগ্যত্ব (Convertibility), এবং ইহাঁদের তুল্যবৃত্তিকত্বই (Equivalence) কারণতত্ত্ব।

কারণতত্ত্বের তৃতীয় মূর্ত্তির স্বরূপ-বর্ণনার্থ অধ্যাপক বেন্ যাহা বলিয়াছেন, কারণতত্ত্বের স্বরূপ জিজ্ঞাসুর হৃদয় তাহা শ্রবণ করিয়া কি, পরিতৃপ্ত হয়? ধর্ম্মী বা বস্তুসমূহ নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম, শক্তি বা যোগ্যতাবিশিষ্ট, অপিচ একটী ধর্ম্মী বা বস্তুনিষ্ঠ শক্তি অপর একটী ধর্ম্মী বা বস্তুতে গমন করিতে পারে, শক্তিসমূহের ভাবান্তরপ্রাপ্তিযোগ্যত্ব আছে, শক্তি সকলের তত্ত্বতঃ অপায় বা বৃদ্ধি হয় না, এই সকল জানিলেই কি, আমরা বিবিধ, বিচিত্র কার্য্যজাতের স্বরূপ অবধারণ করিতে সমর্থ হই? বৈচিত্র্যময়

সংসারের বৈচিত্র্যকারণানুসন্ধিৎসু মানব কারণতত্ত্বের এই কয়েকটী সাধারণসূত্র পাইয়াই কি, চরিতার্থ হইলাম মনে করিতে পারেন? ফলতঃ কারণতত্ত্বের প্রাগুক্ত কয়েকটী সাধারণসূত্র অবগত হইলেই কারণতত্ত্বের স্বরূপাবগতি পূর্ণভাবে হয় না, বৈচিত্র্যময় সংসারের বৈচিত্র্য-কারণাসন্ধিৎসু মানব, এতদ্বারা চরিতার্থ হইলাম, কারণতত্ত্বের রহস্য পূর্ণভাবে উদ্ভিন্ন হইল, ইহা মনে করিতে পারেন না, অধ্যাপক বেন্ (BAIN), বা মিল্ও তাহা মনে করিতে পারেন নাই, কারণতত্ত্বের কতিপয় সাধারণসূত্রদ্বারা যে, বিবিধ বিচিত্র কার্য্যজাতের বৈচিত্র্যকারণ-রহস্য উদ্ভিন্ন হওয়া অসম্ভব, ইহাঁরাও তাহা বুঝিয়াছেন। অধ্যাপক বেন্ই (BAIN) বলিয়াছেন, 'কারণতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া, বুঝিয়াছি, কোন কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে হইলে, কেবল তাহার সাধারণ শক্তি বা যোগ্যতাকে ধরিলে, কারণানুসন্ধান যথাযথভাবে সম্পন্ন হইবে না, শক্তি একভাব বা একরূপ অবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক, অন্য ভাব বা অন্যরূপ অবস্থা গ্রহণ করিতে পারে, কেবল এই কথা জানিলেই, কারণানুসন্ধান-চেষ্টা ফলবতী হইবে না। কেবল উপাদান-কারণই কার্য্য-প্রসবিতা নহে, প্রত্যেক কার্য্যোৎপত্তিতে উপাদান ও সহকারী, এই দ্বিবিধ কারণের প্রয়োজন, সহকারিকারণের (Collocation) বিচিত্রতাই বিচিত্র কার্য্যোৎপত্তির হেতু। *

অধ্যাপক বেন্ (Prof. BAIN) বুঝিতে পারা গেল, কার্য্যশক্তি বা উপাদানকারণ (সাংখ্যদর্শন যে, কার্য্যশক্তিকেই উপাদান কারণ বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিবেন) ও সহকারী বা নিমিত্ত কারণ, সকল-কার্য্যই যে, এই দ্বিবিধ কারণ হইতে সংঘটিত হইয়া থাকে, বহু বিচারের পর, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

অধ্যাপক বেন্ বলিয়াছেন, অখিল প্রাকৃতিক পরিণামই যে, মূলতঃ

---

* "Seeing that, in causation, there must be provided, not merely a sufficient force, energy, or moving power, but also the suitable arrangement for making the transfer as required ; this completing arrangement, or *collocation*, is a part of the Cause. * * *"
— *Bain's Logic, part II., p. 32.*

পণ্ডিত জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ও বলিয়াছেন, —"Now, it might always have been said with acknowledged correctness, that a force and a collocation were both of them necessary to produce and phenomenon."
—*Mill's Logic, p 230*

তাপ, তড়িৎ, প্রভৃতি মূল শক্তিসমূহ হইতে সংঘটিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; সৌরজগতের ক্রমবিকাশ-পদ্ধতির স্বরূপ দর্শনের চেষ্টা কর, ভূতত্ত্ববিদ্‌দিগের মুখে পৃথিবীর ইতিহাস শ্রবণ কর, উপলব্ধি হইবে, ক্রিয়াশীল তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি শক্তিসমূহই মূলতঃ নিখিল প্রাকৃতিক পরিণামের কারণ। প্রাকৃতিক পরিণামসমূহের মূল কারণ কি, তাহা আর আমাদের সমীপে অজ্ঞেয় নহে, তবে তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিণামহেতু ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের কিরূপ অবস্থা, সংস্থান বা সন্নিবেশ ভেদবশতঃ জগতে বিবিধ বিচিত্র কার্য্যের, উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে, কিরূপ সহকারী বা নিমিত্তকারণদ্বারা প্রণোদিত হইয়া, ইহারা ভূধরশ্রেণী প্রসব করিয়াছে ও করিতেছে, মহাদেশ, দেশ, সাগর, উপসাগর, নদ, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে, কিরূপ সহকারী বা নিমিত্তকারণের ভেদ প্রযুক্ত সাগর দেশে, দেশ সাগরে পরিণত হয়, দেশের অভ্যুদয় ও পতন হয়, দেশের জল-বায়ুর পরিবর্তন সংঘটিত হয়, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ভূকম্প প্রভৃতি দৈবব্যাপদের আবির্ভাব হয়, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই, এ রহস্য আজিও দুর্ভেদ্য আছে। *

বেন্ মিল্ প্রভৃতি জড়বাদী পণ্ডিতগণ কারণতত্ত্বের স্বরূপ নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া, যাহা বলিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা জানান হইল। পাঠক এক্ষণে নির্বিষ্টচিত্তে চিন্তা করুন, বেন্ মিল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কারণতত্ত্বের স্বরূপ বর্ণন করিতে যাইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ইহার স্বরূপ বস্তুতঃ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কি না। তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি ভৌতিক শক্তিসমূহকেই ইহাঁরা বিশ্বকার্য্যের মূল-কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন। যাঁহারা তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি জড়শক্তিসমূহকে বিশ্বকার্য্যের মূলকারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা যে, মূল-কারণ, এই শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে কারণতত্ত্বের কোনরূপ ব্যাখ্যাই করেন নাই,

* "In the same way, all the great cosmical changes, marking the evolution of the solar system, and the geological history of the earth, are referable to the primal sources of energy ; the moving power at work is no longer a secret. Yet the circumstances, arrangements, or collocations, whereby the power operated to produce our existing mountain chains, the rise and fall of continents, the fluctuations of climate, and all the other phenomena revealed by a geological examination of the earth are as yet in uncertainty." —*Bain's Logic, Part II., pp. 33-4.*

তাহা নিঃসন্দেহ। তাপ, তড়িৎ, ইহারা আণবিক স্পন্দন ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে, যাহারা স্বয়ং কার্য্যপদার্থ, তাহারা বিশ্বকার্য্যের মূলকারণ হইবে কিরূপে? 'যাহা কার্য্য সংঘটন করে, যাহা কার্য্যের প্রভব বা প্রসূতি (What brings about an effect), তাহা কারণ'। 'একটী কার্য্যের সিদ্ধিতে যে সকল পূর্ব্বভাবের সংঘাত—পরস্পর সম্মিলন আবশ্যক, যাহাদের সমবায় ব্যতিরেকে উহার উৎপত্তি হয় না', 'কারণ' বলিতে তৎ সমুদায়কে গ্রহণ করিতে হইবে। ভূত ও ভৌতিকশক্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে, তথাপি যে, সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত হয় না, তাহার কারণ কি? অধ্যাপক বেন্ ও মিল্ সহকারি কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সহকারি-কারণ ব্যতিরেকে যে, কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, তাহা মানিয়াছেন, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 'সহকারি-কারণ' বলিতে ইহাঁরা কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন? 'সহকারি-কারণ' যথোক্ত তাপাদি মূলকারণ হইতে ভিন্নজাতীয় পদার্থ কিনা? তাপাদি মূলকারণ হইতে ভিন্ন-জাতীয় পদার্থের অস্তিত্ব ইহাঁরা নিশ্চয়ই (জড়ৈকত্ববাদের ভিত্তি বিচলিত হইবে বলিয়া) স্বীকার করিবেন না। শাস্ত্র যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার স্বীকার করিয়াছেন, ইহাঁরা সেই সেইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারের অস্তিত্ব (জন্মান্তরভাবী প্রতিভা বা সংস্কার স্বীকার করিলে, ইহাঁদের নাস্তিকবাদ ব্যাহত হইবে এইজন্য) মানিতে পারিবেন না। নৈহারিকী অবস্থার বিক্ষোভকাল হইতে এপর্য্যন্ত যেসকল কর্ম্ম হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্মের সংস্কারকেই কি, তবে ইহাঁরা সহকারি-কারণ বলিয়াছেন? তাহাও তো স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায় না। ভূত ও ভৌতিকশক্তির নৈহারিকী অবস্থাতে যে, উহারা সংস্কারবিশিষ্ট থাকে ইহাঁরা তাহা অঙ্গীকার করেন নাই। ভূত ও ভৌতিকশক্তির যথোক্ত নৈহারিকী অবস্থার বিক্ষোভের কারণ কি? তাপাদিকেই যখন ইহাঁরা বিশ্বকার্য্যের মূলকারণ বলিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, তাপাদিই ইহাঁদের মতে ভূত ও ভৌতিকশক্তির নৈহারিকী অবস্থার বিক্ষোভের কারণ। তাপাদি আণবিক স্পন্দন ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নহে। নৈহারিকী অবস্থার বিক্ষোভও আণবিক স্পন্দন, অতএব বলিতে হইবে আণবিক স্পন্দনই আণবিক স্পন্দনের কারণ, বৈজ্ঞানিক কারণতত্ত্বের ইহাই প্রকৃতরূপ। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার এইজন্য স্মৃতি, ইচ্ছা, প্রজ্ঞা

ইত্যাদিকে আণবিক স্পন্দনেরই ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থা বলিয়াছেন।

শাস্ত্র পাঠপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, যাহা অমূল—মূলশূন্য, অর্থাৎ, যাহার অন্য মূল বা কারণ নাই, তাহাই মূলকারণ ("মূলে মূলাভাবাদ মূলং মূলম্।"—সাং দং ১।৬৭)। সাংখ্যদর্শন মূলকারণ বুঝাইতেই 'প্রকৃতি' এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন ("প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রমিত্যর্থঃ।" —সাং, প্র, ভা)। ন্যায়দর্শনেও উক্ত হইয়াছে, 'যাহার অন্তঃ ও বহিঃ, এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে, যাহা পৌর্ব্বাপর্য্যভাবাত্মক, তাহা কার্য্য, যাহা অকার্য্য, যাহা কাহারও কার্য্য নহে, তাহার অন্তঃ ও বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা নাই ("অন্তর্বহিশ্চ কার্য্যদ্রব্যস্য কারণান্তরবচনাদকার্য্যে তদভাবঃ।"—ন্যায়দর্শন)। অতএব তাপাদিকে বিশ্বজগতের মূলকারণ বলা যাইতে পারে না। উদয়নাচার্য্য স্বপ্রণীত ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে বলিয়াছেন, পরমেশ্বরের অদৃষ্টরূপা 'সহকারিশক্তি' মায়া', প্রকৃতি, 'অবিদ্যা' ইত্যাদি শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন। প্রকৃতিশব্দ যে, মূলকারণের বাচক, উদয়নাচার্য্যও তাহা স্বীকার করিয়াছেন ("ইত্যেষা সহকারিশক্তিরসমা মায়া দুরুন্নীতিতো মূলত্বাৎ প্রকৃতিঃ প্রবোধভয়তোহবিদ্যেতি যস্যোদিতা।" —ন্যায়কুসুমাঞ্জলি)।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সার যে শক্তিসাতত্যকে (Persistence of force) বিশ্বকার্য্যের কারণ বলিয়াছেন, তাহাকে সাংখ্যপাতঞ্জলের প্রকৃতির সমানার্থক বলা যায় কি? সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন, সাক্ষাৎ বা পরম্পরারূপে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বিশ্বজগতের উপাদান-কারণ। প্রকৃষ্টরূপে পদার্থসমূহের পরিণাম সাধন করেন, এইজন্য ইহাঁর 'প্রকৃতি', এই আখ্যা হইয়াছে, 'প্রকৃতি', 'শক্তি', 'অজা', 'প্রধান', 'অব্যক্ত','তমঃ', 'মায়া', 'অবিদ্যা' ইত্যাদি ইহারা প্রকৃতির পর্য্যায়।* 'প্রকৃতি'-শব্দ উপাদান কারণের বাচকরূপেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনিদেব বলিয়াছেন, 'জায়মানের যাহা প্রকৃতি, তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয় ("জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ।"—পা)। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিদেব ও কৈয়টের মতে 'প্রকৃতি'-শব্দ এস্থলে উপাদান কারণবাচী। 'প্রকৃতি'-শব্দ যে, উপাদান-কারণবাচী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও স্বপ্রণীত শারীরকভাষ্যে ('প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।'—বেদান্তদর্শন ১।৪।২৩, এই সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য) তাহা

* সাংখ্যসার দ্রষ্টব্য।

বলিয়াছেন। অতএব পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের শক্তি সাতত্যকে 'প্রকৃতি' বলা যাইতে পারে।, তবে এস্থলে বলিয়া রাখিতেছি, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার সাংখ্য-পাতঞ্জলের ন্যায় গুণ বা শক্তিত্রয়ের স্বরূপ বিশদ ও ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারগ হয়েন নাই। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার যদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তিত্রয়ের স্বরূপ যথাযথভাবে দর্শন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, তিনি জড়ৈকত্ববাদেরই আরও পরিপুষ্টি সাধনে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে, প্রজ্ঞা, মনঃ, ইচ্ছা, স্মৃতি ইত্যাদি পদার্থসমূহের জড় বা অচিদংশের তত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করিতে, ভৌতিক, ঔদ্ভিদ, আসন্নচেতন ও বিশিষ্টচেতন, এই চতুর্ব্বিধ প্রাকৃতিক পর্ব্বের শাস্ত্রের ন্যায় বিশুদ্ধরূপে সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিতে ক্ষমবান্ হইতেন। ত্রিগুণ-তত্ত্বের স্বরূপ দর্শন হইলে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানের অবিকল রূপ, নয়নপথে পতিত হয়। জড়ৈকত্ত্ববাদিগণের বুদ্ধি, মনঃ, ইচ্ছা, প্রযত্ন, অহংকার ইত্যাদি পদার্থসমূহকে জড়শক্তির পরিণাম বলিয়া সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা, বোধ হয়, সাংখ্যদর্শন-ব্যাখ্যাত ত্রিগুণ তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অনেকতঃ সফল হইতে পারে। বেদপাদ-প্রসূত সাংখ্যদর্শনেই বিজ্ঞানের পূর্ণরূপ চিত্রিত হইয়াছে।

কার্য্যের কারণানুসন্ধান প্রকৃষ্টভাবে করিতে হইলে, (পূর্ব্বেই জানাইয়াছি) উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণেরই স্বরূপাবধারণের চেষ্টা কর্ত্তব্য। স্থূল প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিকগণ কোন কার্য্যের মূল কারণের অনুসন্ধান করেন না, পরতন্ত্র শক্তিকেই ইহাঁরা মূল-কারণরূপে নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। পরতন্ত্র শক্তি যেস্থলে স্বতন্ত্ররূপে পরিদৃষ্ট হয়, প্রয়োজক বা প্রধান কর্ত্তা যেস্থলে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত থাকেন, তৎস্থলেই উপাদান কারণই পূর্ণকারণরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। দৃক্শক্তি ও দৃশ্যশক্তি (Ego and non-ego), অথবা ভোক্তৃ ও ভোগ্য শক্তি (Subject and object), এই উভয়ের স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতিরেকে কারণতত্ত্বের পূর্ণ রূপদর্শন কখন সম্ভব হয় না। পুরুষ ও প্রকৃতি বা চিৎ ও অচিৎ ইহাঁদের সংযোগ না হইলে কোন কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, বিশ্বজগৎ কেবল চিৎ বা অচিতের কার্য্য নহে, ইহা পুরুষ ও প্রধানের সংযোগ হইতে প্রসূত হইয়াছে,

ইহা নাদ বা শব্দব্রহ্মের কার্য্য। অণুর স্পন্দন নাদ বা শব্দব্রহ্মের লীলা, বেদবিদ্‌গণ এইজ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শব্দ বা বেদের পরিণাম বলিয়াছেন, ভগবান্ বাদরায়ণ এইজন্য দেবতাদি অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চকে শব্দপ্রসূত বলিয়া বুঝাইয়াছেন। জগৎ ভোক্তৃ-ভোগ্যের সম্বন্ধাত্মক। ভোক্তৃ-ভোগ্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রুতি হইতে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, পূর্ব্বে তাহার নির্গলিতার্থ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তথাপি যথারীতি স্মরণ করিয়া দিতেছি। মৈত্র্যপনিষৎ বলিয়াছেন, 'প্রকৃতি', 'জগদ্বীজ', 'অব্যাকৃত' ইত্যাদি শব্দবাচ্য প্রধানই ভোগ্য (Non-ego or Object), এই প্রধানের যিনি অন্তঃস্থ, যিনি প্রধান বা প্রকৃতির অন্তরে ইহার সত্তাপ্রদরূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই চেতনপুরুষই ভোক্তা। প্রধান বা প্রকৃতি ও তৎকার্য্য (ত্রিগুণ-বিকার)—মহদাদি বিশেষান্ত, এই সকলই ভোগ্য। 'মহদাদি বিশেষান্ত' এই শব্দদ্বারা শ্রুতি মহত্তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ স্থূলভূত, এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এই ত্রয়োবিশংতি তত্ত্ব ত্রিগুণভেদে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'মহত্তত্ত্ব' জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সম্মূর্চ্ছিত রূপ। উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণের স্থূল বা সাধারণতঃ পরিচিত রূপের পূর্ব্বে সংক্ষেপে বর্ণন করা হইয়াছে। উপাদান-কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে ভোগ্য-শক্তির এবং নিমিত্ত কারণ ভোক্তৃশক্তির বাচক। উপাদান-কারণও শক্তি, অতএব ইহার ক্রিয়ানিষ্পাদকত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা অন্ধ—প্রজ্ঞানেত্র-বিহীন, ইহার দিঙ্‌নিরূপণের বা কালাবধারণের সামর্থ্য নাই, ইহা চলিতে পারে, কিন্তু কোথায় যাইবে, কেন যাইবে, তাহা জানে না, ইহা চালিত হইলে চলে, স্থির করিলে স্থির হয়। উপাদান-শক্তি প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির প্রভু নহে, অতএব ইহাকে পূর্ণ কারণ বলা যায় না। উপাদান-কারণকে বা অন্ধ শক্তিকে (Blind power) যাঁহারা পূর্ণকারণ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা করণের অর্দ্ধাংশ দেখিয়াই, ইহার পূর্ণরূপ দেখা হইয়াছে মনে করেন। আমরা এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি, যাঁহারা জড়শক্তিকে বিশ্বজগতের মূল কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে কারণতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন না, কারণ-পদার্থের প্রকৃত রূপ তাঁহাদের নয়নে পতিত হয় নাই। অন্ধশক্তি যাবৎ পুরুষের সকাশ হইতে দৃষ্টিশক্তি না পায়, তাবৎ ইহা কারণ-পদবাচ্য হয়না। কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত

হইবার পূর্ব্বে তৎকর্ম্মের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন-বোধ থাকা আবশ্যক, যে দিকে, যে ভাবে, গতি পরিবর্ত্তিত করিলে, ঈপ্সিতের সমাগম হইবে, কর্ম্মকর্ত্তার তাহা বিদিত থাকা প্রয়োজনীয়। কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক; কি ত্যজ্য, কি গ্রাহ্য, তাহা জানা না থাকিলে, যাহা ত্যজ্য, তাহাকে কিরূপে ত্যাগ করিতে হইবে, অপিচ যাহা গ্রাহ্য; তাহাকেই বা কোন্ উপায়ে গ্রহণ করিতে পারা যাইবে, তাহা বিদিত না হইলে, কখনও কর্ম্মের আরম্ভ হইতে পারে না। অতএব বলিতে পারা যায়, কর্ম্মমাত্রেই সংকল্পমূলক সকল-কর্ম্মই বুদ্ধিপূর্ব্বক, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, শতপথব্রাহ্মণ, বেদান্তদর্শন, ভগবান মনু, এককথায় বেদ ও তদাশ্রিত, তৎপ্রসূত শাস্ত্রমাত্রেই এইজন্য বলিয়াছেন, ভৌতিক জগতে যে সকল কর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহারাও সংকল্পমূলক, তাহারাও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না। সংকল্পই (সন্দর্শন, প্রার্থনা ও অধ্যবসাই) বস্তুতঃ সর্ব্বকার্য্যের কারণ। ক্রিয়াশক্তি (Operative power) কদাচ জ্ঞানশক্তি বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, মহত্তত্ত্বকে যে, 'জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সম্মূর্চ্ছিতরূপ বলা হইয়াছে, ইহাই তাহার কারণ, গুণত্রয়কে যে, অন্যোন্য মিথুনবৃত্তিক বলা হইয়াছে, ঈশ্বরকে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই ত্রিমূর্ত্তি বলা হইয়াছে, বেদকে যে, ত্রয়ী—ঋক্, যজুঃ ও সাম, এই অবয়বত্রয়াত্মক বলা হইয়াছে, বেদ বা শব্দতত্ত্ববিদ্গণ যে, শব্দব্রহ্মকে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সমাহার বলিয়াছেন, ইহাই তাহার হেতু। উদ্দেশ্যবিহীন অন্ধশক্তি (Aimless blind force), যাহা গন্তব্যপথ নির্ণয় করিতে অসমর্থ, তাহা যে, কোন কার্য্যের মুখ্যকারণ হইতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহ। * জিজ্ঞাস্য হইবে, কর্ম্মমাত্রেই যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক বা সংকল্পমূলক হয়, তবে আমাদের বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ বিভিন্ন কর্ম্মের রূপ স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হয় কেন? তাহা হইলে, শাস্ত্র বুদ্ধিপূর্ব্বক-সৃষ্টি ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক-সৃষ্টি, সৃষ্টিকে এই দুই ভাগে বিভক্ত

---

* পণ্ডিত মার্টিনিউ (J. MARTINEAU) এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"Before blind power can earn that name, it must borrow vision enough to see an end from a beginning, and master geometry enough to distingush one direction from another, so as to have some idea what it would be at : then, it will be a determining power or Cause : the meaning of which is simply photographed from the consciousness and idea of Will." —*A Study of Religion, Vol. I., pp. 243-4.*

করিয়াছেন কেন? কেবল সাংখ্যদর্শনই যে সৃষ্টিকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দুই ভাগে বিভক্ত কবিয়াছেন, তাহা নহে, মার্কণ্ডেয়পুরাণও বলিয়াছেন, ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত অব্যক্ত বা ক্ষেত্র হইতে প্রাকৃতসর্গ প্রথমতঃ তড়িতের বিকাশের ন্যায় অবুদ্ধিপূর্ব্বক আবির্ভূত হয় ("ইত্যেষঃ প্রাকৃতঃ সর্গঃ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতস্তু সঃ। অবুদ্ধিপূর্ব্বঃ প্রথমঃ প্রাদুর্ভূতস্তড়িদ্‌যথা।।" —মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৪৫শ অধ্যায়)। নাগেশ ভট্টও বলিয়াছেন (৪৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), প্রলয়াবস্থাতে কিছু কাল অবস্থানের পর, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ন্যায়ে, প্রাণিদিগের সকামভাবে কৃত কর্ম্মসকল যখন ফলোম্মুখ হয়, তখন সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ ভগবানের অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি—মায়া ও পুরুষের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। যে জন্য আমাদের বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ বিভিন্ন কর্ম্মের রূপ উপলব্ধ হইয়া থাকে, আমরা প্রথমতঃ তাহা জানাইব, তৎপরে যে কারণে শাস্ত্র সৃষ্টিকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথাজ্ঞান তারা নিবেদন করিব।

যে সকল কর্ম্মের সন্দর্শনাদি ত্রিবিধ ব্যাপার (সন্দর্শন—পদার্থের স্বরূপাবধারণ, প্রার্থনা ও অধ্যবসায়) আমাদের জ্ঞানগোচর হয় না, সেই সকল কর্ম্মকে আমরা স্বয়ংসিদ্ধ (Automatic) বলিয়া থাকি। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিদেব এই কথা বুঝাইবার নিমিত্তই বলিয়াছেন, যেখানে কর্ম্ম দৃষ্ট হয়, কিন্তু তৎকর্ম্ম বা ক্রিয়া নির্ব্বর্ত্তক কর্ত্তা দৃষ্ট হয় না, সেখানে তাদৃশ কর্ম্ম প্রাকৃত বা স্বভাবসিদ্ধরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। স্বভাবসিদ্ধ বা স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম, এবং বুদ্ধিপূর্ব্বক বা সংকল্পমূলক কর্ম্ম, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিতে হইলে, শরীরাত্মা ও অন্তরাত্মা, আত্মার এই দ্বৈবিধ্যের তত্ত্ব-চিন্তা অবশ্য কর্ত্তব্য, প্রাণ ও মনঃ বা ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপাবধারণ আবশ্যক, আন্তর ও বাহ্য, এই ভাবদ্বয়ের সম্বন্ধনিরূপণ প্রয়োজনীয়।

সংসারে এইরূপ কতিপয় বস্তু আমাদের নয়নে পতিত হয়, যাহাদের প্রাণ ও মনঃ (প্রাণ ও মনঃ বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি) নাই। মৃত্তিকা, পাষাণ প্রভৃতি জড়বস্তুজাত যে প্রাণ ও মনবিহীন, আমাদের ইহাই বিশ্বাস। উদ্ভিদের প্রাণ আছে, কিন্তু মনঃ নাই। মনের বিকাশ জীবেই হইয়া থাকে।

জীবেই মনের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু সকল জীবে মনের বিকাশ সমভাবে হয় না। ঐতরেয় আরণ্যক বলিয়াছেন, বিশ্বজগৎ সচ্চিদানন্দময় আত্মার কার্য্য; কার্য্য, কারণের অনুরূপ হইয়া থাকে, অতএব সচ্চিদানন্দময় আত্মার কার্য্যভূত জগৎ যে, সত্তাদি ত্রিবিধ ব্রহ্মস্বভাববিশিষ্ট হইবে, তাহা নিশ্চিত। জাগতিক পদার্থসমূহ সত্তাদি ত্রিবিধ ব্রহ্মস্বভাববিশিষ্ট বটে, কিন্তু সকল জাগতিক পদার্থে সত্তাদি ত্রিবিধ ব্রহ্মস্বভাবের অভিব্যক্তি হয় না। অচেতন মৃৎ-পাষাণাদিতে আত্মার সত্তামাত্র আবির্ভূত হয়, ইতর স্বভাবদ্বয়ের অভিব্যক্তি হয় না। ওষধি, বনস্পতি, ইহারা স্থাবরজীব, এবং শ্বাসরূপ প্রাণধারিগণ জঙ্গমজীব। ওষধি-বনস্পতিতে জীবাত্মার কিঞ্চিৎ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, অচেতন মৃৎ-পাষাণাদিতে তাহা দৃষ্ট হয় না। প্রাণভৃৎ জঙ্গমজীবসমূহে চিত্ত আছে, ওষধি-বনস্পতিতে তাহা নাই। জঙ্গমজীব-সমূহের মধ্যেও যাঁহারা প্রজ্ঞানসম্পন্ন, যাঁহারা লোকালোকদর্শী, ইহলোক ও পরলোক, এই দ্বিবিধ লোকই অবলোকন করিতে সমর্থ, মর্ত্ত্য বা মরণশীল শরীরে অবস্থান করিয়াও, যাঁহারা অমৃতত্বলাভের ইচ্ছা করেন, মর্ত্ত্যধামে তাঁহারাই আত্মার সমধিক বিকাশ-স্থান। মনুষ্যেতর জীবসমূহের জ্ঞান কেবল বুভুক্ষু পিপাসাত্মক, ইহারা যেরূপ জ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যাবজ্জীবন তাহা লইয়াই বাস করে, সহজ-জ্ঞানের বৃদ্ধি করিবার শক্তি, সহজ-জ্ঞানকে অতিক্রম করিবার সামর্থ্য ইহাদের নাই।" *

পরিদৃশ্যমান জগতে যে, বিশিষ্ট বা ব্যাপক-চেতন পদার্থ, সংকীর্ণ বা আসন্ন-চেতন পদার্থ, সপ্রাণ স্থাবর বা উদ্ভিদ্, এবং অপ্রাণ স্থাবর, এই চতুর্ব্বিধ পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হইয়া থাকে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু জ্ঞাতব্য হইতেছে, কি কারণে এই চতুর্ব্বিধ পদার্থের ভেদ হইয়াছে? এক রূপ কারণ হইতে পরস্পর-বিভিন্ন বিবিধ কার্য্যের উৎপত্তি কখনও সম্ভব হয় না। অপ্রাণ স্থাবর পদার্থসমূহের স্বরূপ জানিবার চেষ্টা

* "পুরুষেত্বেবাবিস্তরামাত্মা সহি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি বিজ্ঞাতং পশ্যতি বেদ শ্বস্তনং বেদ লোকালোকৌ * * * অথেতরেষাং পশূনামশনাপিপাসে এবাভিবিজ্ঞানং ন বিজ্ঞাতং বদন্তি ন বিজ্ঞাতং পশ্যন্তি ন বিদুঃ শ্বস্তনং ন লোকালোকৌ ত এতাবন্তো ভবন্তি যথাপ্রজ্ঞং সম্ভবাঃ।"

—ঐতরেয় আরণ্যক।

করিয়া, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ, অপ্রাণ স্থাবর পদার্থজাত অণুর সমষ্টি, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অণু, এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ শক্তি, এই তিনটী পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অপ্রাণ পদার্থসমূহের স্বরূপ অবধারিত হইয়া থাকে। অণু, এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ শক্তি, এই তিনটী পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অপ্রাণ স্থাবর-পদার্থ-জাতের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে জানা যায় কি না, এস্থলে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না, আপাততঃ মানিয়া লইলাম, অণু ও উক্ত, শক্তিদ্বয়ের তত্ত্বজ্ঞানদ্বারাই অপ্রাণ স্থাবর-পদার্থ সমূহের স্বরূপ অবধারিত হইয়া থাকে। সপ্রাণ স্থাবর বা উদ্ভিদের তত্ত্বচিন্তা করিয়া, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন? 'প্রাণ'-নামক পদার্থের স্বরূপ কি? ইহা কিরূপে অভিব্যক্ত বা উৎপন্ন হয়?

উদ্ভিদের শরীর পরীক্ষাপূর্ব্বক বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন, উহা অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্ ও কার্ব্বন্, প্রধানতঃ এই চারটী ভৌতিক পদার্থদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। অপ্রাণ স্থাবর ও সপ্রাণ স্থাবর, এই উভয়ের শারীর উপাদান ভিন্ন-জাতীয় পদার্থ নহে। অপ্রাণ স্থাবর-শরীরের যে নিয়মে উৎপত্তি ও বৃদ্ধি (Growth) হইয়া থাকে, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার বলিয়াছেন, সপ্রাণ স্থাবর-শরীরের উৎপত্তি এবং বৃদ্ধিও অনেকতঃ তন্নিয়মেই হইয়া থাকে ("The essential community of nature between organic growth and inorganic growth, is, however, most clearly seen on observing that they both result in the same way." – *Principles of Biology. Vol. 1., p. 135*)। অণু সম্মূর্চ্ছনই-(Integration of matter) শরীরের বৃদ্ধির কারণ। অপ্রাণ স্থাবর ও সপ্রাণ স্থাবর, এই দ্বিবিধ পদার্থের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি যে এক নিয়মে হয়, তাহা শুনিলাম, এখন অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থজাতের অণু-সংঘাতে কিরূপ প্রাণ-নামক পদার্থের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তাহা শুনিতে হইবে।

জীবনের (Life) লক্ষণ করিবার সময়ে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, আন্তর সম্বন্ধসমূহের বাহ্য সম্বন্ধসমূহের সহিত একীকরণই জীবন ("The continuous adjustment of internal relations to

external relations." –*Principles of Biology*)। কার্পেন্টার বলিয়াছেন, উপক্রম হইতে (From the commencement) অপবর্গ পর্য্যন্ত (To the conclusion) একটী শরীরি-কার্য্যাত্মভাব (Any organized being) দ্বারা যে সকল ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে, সেই সকল ক্রিয়া-সমষ্টিই জীবন (Life) পদার্থ। পণ্ডিত হেন্‌রী ড্রুমণ্ড্ (H. DRUMOND) বলিয়াছেন, যে সকল ক্রিয়াদ্বারা মৃত্যু নিবারিত হয়, তৎক্রিয়া-সমষ্টিই জীবন ("The sumtotal of the functions which resist death")। 'জীবন' (Life) যৎপদার্থই হউক আমাদের 'জ্ঞাতব্য' হইতেছে। ইহার অভিব্যক্তি কিরূপে হয়, অপিচ যে শক্তিদ্বারা আন্তর ও বাহ্য, এই উভয়বিধ সম্বন্ধসমূহের একীকরণ হইয়া থাকে, যে শক্তিদ্বারা মৃত্যু (অবশ্য কিছুকালের জন্য) নিবারিত হয়, তাহা কি, ভৌতিকশক্তি? তাহা কি, আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ-স্বরূপিণী? অথবা তদ্বিজাতীয়? অপিচ 'আন্তর' ও 'বাহ্য', এই শব্দদ্বয়েরই বা অর্থ কি?

জীবনের কিরূপে অভিব্যক্তি হয়, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সার (পূর্ব্বেই জানাইয়াছি)— তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই, তবে জীবনীশক্তি যে, যথোক্ত আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণশক্তি হইতে ভিন্ন-জাতীয় নহে, ইনি তাহা বুঝাইবার জন্য অনেক শ্রম করিয়াছেন।

'প্রাণ'-পদার্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রের মত কি, আমরা 'আয়ুস্তত্ত্ব'-নামক গ্রন্থে বিস্তারপূর্ব্বক তাহা জানাইয়াছি। স্থূলশরীরের সহিত জীবাত্মার বা লিঙ্গদেহের সম্বন্ধ হইলেই, জীবনের কার্য্যারম্ভ হয়, এবং জীবাত্মা বা লিঙ্গ দেহ যখন স্থূলশরীর ত্যাগ করে, তখন মৃত্যু হইয়া থাকে। মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, সামান্য ও অসামান্যভেদে অন্তঃকরণের দ্বিবিধ বৃত্তি; তন্মধ্যে সাধারণী অন্তঃকরণবৃত্তিই 'প্রাণ' এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রশ্নোপনিষদের উপদেশ, 'প্রাণ' কোন্ পদার্থ, তাহা সম্যগ্‌রূপে অবগত হইতে হইলে, ইহার উৎপত্তি (পরমাত্মা হইতে প্রাণ-নামক পদার্থের আবির্ভাব), আয়তি (প্রাণের আগমন—দেহে প্রবেশ), স্থান (The places of manifestation), বিভুত্ব (স্বামিত্ব-সম্রাটের ন্যায় প্রাণাপানাদি বৃত্তিভেদে পঞ্চধা স্থাপন); এবং বাহ্য ও অধ্যাত্ম (The macrocosmic and the microcosmic appearances of *Prana*), এই সকল বিষয়

অবশ্য জ্ঞাতব্য। * 'প্রাণ' আত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে! প্রাণ ছায়ার ন্যায় মনোকৃত নিবন্ধন—সংকল্প ও ইচ্ছাদিদ্বারা নিষ্পন্ন পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মবশতঃ স্থূলশরীরে আগমন করে, অর্থাৎ কর্ম্মীর মনঃ যে ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া, কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে, প্রাণ তৎফলের ভোগায়তন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীরের সহিত পাঞ্চভৌতিক শরীরের সম্বন্ধ ও বিচ্ছেদই যথাক্রমে জীবন ও মরণরূপ বিকার। শুভাশুভ কর্ম্মবশতঃ লিঙ্গদেহের যেমন যেমন অধিবাস বা সংস্কারাধান হয়, ইহা তদুপযুক্ত স্থূলশরীর গ্রহণ করে। যে কর্ম্মবশতঃ যাদৃশ শরীর আরব্ধ হইয়াছে, উপভোগদ্বারা তৎকর্ম্মের ক্ষয় হইলেই, তদ্দেহের পতন হয়। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ জীবন কি, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রোপদেশেরই ছায়া। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ দৃষ্টিদ্বারা পদার্থতত্ত্ব বিচার করিলে, তবে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। আদিত্য বা সূর্য্যই বাহ্য প্রাণ ("আদিত্যোহবৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ" * * * প্রশ্নোপনিষৎ)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, আদিত্য সকল ভূতকে প্রেরণ করেন, ক্রিয়াশক্তি (Energy of motion) প্রদান করেন, এই জন্য ইহাঁর 'প্রাণ', এই সংজ্ঞা হইয়াছে ("আদিত্যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রণয়তি তস্মাদেনং প্রাণ ইত্যাচক্ষতে।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)। মৈত্র্যুপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'আত্মা আপনাকে—স্বীয় রূপকে দুই প্রকারে ধারণ করিয়া থাকেন। দেহ-মধ্যে প্রাণ (মুখ্য প্রাণ) যে, আপনাকে প্রাণাপানাদি পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া, অবস্থান করিতেছেন, তাহা আত্মার একরূপ স্থিতি, এবং বাহিরে, ব্রহ্মাণ্ডকরণ্ড মধ্যে এই যে, আদিত্য জগতের অবভাসকরূপে বিদ্যমান আছেন, তাহা ইহাঁর—আত্মার অন্যরূপ স্থিতি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যাহা প্রাণ, আধিদৈবিক দৃষ্টিতে তাহা আদিত্য। চিদাত্মার দুইটী পন্থা—দুইটী বিশেষ অভিব্যক্তি-মার্গ। একটী দেহাভ্যন্তর; অন্যটী বাহ্যদেশ। শরীরোপাধিতে বিদ্যমান, চিদাত্মার চিদাভাস হইতে অভিন্ন, ক্রিয়াশক্তি-প্রধান রূপ বা লিঙ্গ 'প্রাণ', এই নামে, এবং ইহাঁর শরীরের বহির্দ্দেশে

---

* "উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মঞ্চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে।।
বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি।"—প্রশ্নোপনিষৎ।

অবস্থিত, চিদাভাস হইতে অভিন্ন, ক্রিয়াশক্তিপ্রদান রূপ বা লিঙ্গ 'আদিত্য', এই নামে উক্ত হইয়া থাকে। *

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সারের জীবনলক্ষণের সহিত, শ্রুত্যুপদিষ্ট প্রাণলক্ষণের তুলনা করিলে, পাঠক বুঝিতে পারিবেন, শ্রুত্যুপদিষ্ট প্রাণলক্ষণানুসারে যাঁহার প্রাণপদার্থের স্বরূপপদার্থের স্বরূপ-দর্শন হইবে, তিনি চিরস্থায়ী প্রাণ পাইবেন, কাল তাঁহাকে আর স্পর্শ করিতে পারিবে না, তিনি অমৃতত্ব (Eternal life) লাভপূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইবেন, কিন্তু জড়ৈকত্ববাদী পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সার প্রাণের যে রূপ দেখাইয়াছেন, প্রাণের সে রূপ নিরীক্ষণপূর্ব্বক চিরদিন কালের শাসনাধীন হইয়া থাকিতে হইবে, ভবসাগরে পুনঃ পুনঃ অবশভাবে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইতে হইবে।

অতএব বুঝিতে পারা গেল, চিদাত্মার চিদাভাসবিশিষ্ট ক্রিয়াশক্তিপ্রধান রূপই, চৈতন্যাধিষ্ঠিত রজোগুণই 'প্রাণ'-পদার্থ। এখন জানিতে হইবে, বাহ্য ও আন্তর, এই ভাবদ্বয়ের স্বরূপ কি।

অন্তঃ ও বহিঃ এই শব্দদ্বয়ের আমরা বহুল ব্যবহার করিয়া থাকি, সুতরাং ইহারা সাধারণতঃ পরিচিত শব্দ, সন্দেহ নাই। 'অন্তঃ' ও 'বহিঃ', ইহারা সাধারণতঃ পরিচিত হইলেও শাস্ত্রে ইহাদের স্বরূপ যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক। 'বাহ্যপদার্থ নাই, মন'ই এক মাত্র সৎ; 'না, বাহ্যপদার্থই সৎ, মননামে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই', 'তোমরা উভয়েই ভ্রমে পতিত হইয়াছ, বাহ্য ও আন্তর, এই দ্বিবিধ পদার্থই, সৎ, অন্তঃ ও বহিঃ, এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ গৃহীত হইলে, আমাদের বিশ্বাস আন্তর ও বাহ্য পদার্থঘটিত, এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ বিবিধ মতের সমাধান হয়। প্রাপণার্থক 'বহ' ধাতুর উত্তর 'ইস' প্রত্যয় করিয়া, 'বহিঃ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা প্রাপ্য—যাহা ইন্দ্রিয়গম্য, অতএব যাহা ও আমি, এক অধিকরণে নাই, যাহাকে আমি আমা হইতে ভিন্ন দেশে বিদ্যমান বলিয়া বুঝি, তাহাই 'বাহ্য'। দেশ বা দিক্ ও কালকৃত পরিচ্ছেদই, আন্তর ও বাহ্য,

* "দ্বিধা বা এষ আত্মানং বিভর্ত্ত্যয়ং যঃ প্রাণো যশ্চাসা আদিত্যঃ।
অথ দ্বৌ বা এতা অস্য পন্থানা অন্তর্বহিশ্চাহোরাত্রেণৈতৌ ব্যাবর্ত্তেতে।" —মৈত্র্যুপনিষৎ।

এই দ্বিবিধ পদার্থের উৎপত্তিহেতু। ক্রম (Succession) কালের, এবং সহবর্ত্তিতা (Co-existence) দিকের (Space) ধর্ম্ম। পণ্ডিত ক্যান্ট্ দিক্ ও কালকে ঐন্দ্রিয়ক বলেন নাই, ইহাঁর মতে ইন্দ্রিয়গণ দিক্ ও কালের জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। দিক্ই আমাদের বাহ্যার্থ-জ্ঞানের উৎপত্তি-হেতু। আমরা যাহাকে জানিব, তাহা যদি আমাদিগ হইতে দেশতঃ ভিন্ন না হয়, তাহা (জ্ঞেয় পদার্থ) ও আমরা (জ্ঞাতা), যদি এক দেশে—একাধিকরণে অবস্থান করি, তাহা হইলে, আমরা তাহাকে কিরূপে জানিতে পারিব? জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয় যদি দেশতঃ ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে, জ্ঞেয়পদার্থের জ্ঞেয়ত্বই সিদ্ধ হয় না। যাহা প্রাপ্য—ইন্দ্রিয়গম্য, তাহা বাহ্য। অতএব বাহ্য, প্রাপ্য ও জ্ঞেয়, সমানার্থক। দিক্‌কৃত পরিচ্ছেদই বহিষ্ট্ব বা জ্ঞেয়ত্ব-বোধের কারণ। ইন্দ্রিয়গণের সহিত স্ব-স্ব বিষয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ যে যে ক্রিয়া হয়, আমরা তাহাই জানিয়া থাকি। গতি বা ক্রিয়া দিক্ ভিন্ন হইতে পারে না। একদেশ হইতে অন্যদেশে গমনের (Motion) স্বরূপ চিন্তা করিতে যাইলে, দিকের রূপ সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধিদর্পণে পতিত হইয়া থাকে। বাহ্যার্থ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সুতরাং দিক্ই আকার (Form)। কালও, পণ্ডিত ক্যান্টের মতে দিকের ন্যায় ঐন্দ্রিয়ক নহে। কাল ও দিক্, এই দুইটী সর্ব্বপ্রকার সংশ্লেষাত্মক জ্ঞানের (Synthetical cognition) প্রভব। দিক্ বাহ্যজ্ঞানের, এবং কাল আন্তর-জ্ঞানের আকৃতি (Form)। * মিল্, হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি প্রত্যক্ষবাদী পণ্ডিতগণ ক্যান্টের মতাবলম্বী হইতে পারেন নাই। মিল্ (J. S. MILL) ঐন্দ্রিয়ক বিজ্ঞানবাদী (Empirical idealist), ইনি প্রাগ্‌ভবীয় সংস্কার (*A priori ideas*) স্বীকার করেন নাই।

---

* "By means of our external sense, a property of our mind, we represent to ourselves objects as external or outside ourselves, and all of these in space * * * *

"Space is not an empirical concept which has been derived from external experience. For in order that certain sensations should be referred to something outside myself, *i.e.*, to something in a different part of space from that where I am : * * * Changes, however, are possible in time only, and, therefore, time must be something real.

"Time and space are, therefore, two sources of knowledge from which various *a priori* synthetical cognitions can be derived."

—*Kant's Critique of Pure Reason, pp. 18-31.*

শোপেন্হার (SCHOPNHAUER) কাল, দিক্ ও কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ (Time, Space and Causality) এই তিনটী তত্ত্বদ্বারা অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ, এই উভয়ের স্বরূপ বুঝাইয়াছেন। দিক্ ও কালের জ্ঞান, ইহাঁরও মতে ঐন্দ্রিয়ক নহে, ইহারা সহজ (Native pre-suppositions of sense), কালের সংস্কার হইতে অন্তরের এবং দিকের সংস্কার হইতে বাহিরের বোধ জন্মগ্রহণ করে। আন্তর ও বাহ্যের জ্ঞান, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধরূপ নিয়ম রজ্জুদ্বারা পরস্পর সম্বন্ধ হইলেই, অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতের ইতরেতরসম্বন্ধাত্মক জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষবাদিগণ শুদ্ধ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-তত্ত্ব দ্বারাই অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতের স্বরূপ-নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। 'প্রত্যেক পরিবর্ত্তন বা কার্য্যের কারণ আছে', এই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান হইতে অন্তর্জ্জগতের ও বহির্জ্জগতের অনুমান হইয়া থাকে, ইহাঁদের ইহাই সিদ্ধান্ত। যে সকলকার্য্য আমাদের ইচ্ছাদ্বারা আরব্ধ হয়, সেই সকল কার্য্যের আমরা আপনাদিগকেই কারণ বলিয়া বুঝিতে পারি। বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যের কারণজ্ঞান হইতে অর্ন্তর্জ্জগতের, এবং অবুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যের কারণজ্ঞান হইতে বহির্জ্জগতের বোধ জন্মলাভ করে। কার্য হইতে কারণের অনুমানদ্বারা বাহ্যজগতের আবিষ্কার হইয়া থাকে; যে সকল কার্য্য আমরা করিতে পারি না, সেই সকল কার্য্যের আমরা বাহ্য জগৎকে কারণ বলিয়া অবধারণ করি।

জগৎকে পূর্ব্বে অন্তঃ ও বহিঃ, এই দুই ভাগে বিভক্ত না করিয়া কি, আমরা বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের কারণ অন্তরে, এবং অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের কারণ বাহিরে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারগ হই? বাহিরের জ্ঞান না থাকিলে কি, অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের কারণ বাহিরে, এবম্প্রকার বোধ হইতে পারে? অতএব স্বীকার করিতে হইবে, বহিষ্ট্বের জ্ঞান পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান থাকে, তা'ই অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের কারণ বাহিরে, আমরা এইরূপ অনুমান করিতে পারগ হই।

শাস্ত্রের উপদেশ, মায়া বা অনাদি কর্ম্মসংস্কারই আমাদের অন্তঃ ও বহিঃ, এই দ্বিবিধ জ্ঞানের প্রসূতি। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'যাহা আন্তর, তাহা

বাহ্য, যাহা বাহ্য, তাহাই আন্তর' ("যদন্তরং তদ্ বাহ্য যদ্ বাহ্য তদন্তরম্।"—অথর্ব্ববেদসংহিতা)। মৈত্র্যপনিষদে উক্ত হইয়াছে, আত্মই অন্তঃ, আবার আত্মাই বহিঃ ("আত্মঽন্তর্বহিশ্চান্তর্বহিশ্চ।"—মৈত্র্যপনিষৎ)। পরমাত্মা, জীবাত্মা, ঈশ্বর ও সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ, এই সকল পদার্থের স্বরূপ চিন্তা করিবার সময়ে, আমরা এই বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক কিছু বলিব। কারণ কার্য্য হইতে বস্তুত ভিন্ন নহে, ভগ্‌বান্ শঙ্করাচার্য্য এই কথা বুঝাইবার জন্যই বলিয়াছেন, (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) 'কারণের আত্মভূতা শক্তি, এবং শক্তির আত্মভূত কার্য্য'। জার্ম্মন্-দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হেগেল্‌ও অনেকতঃ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন (২৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বিমল স্ফটিকে নানাবিধ পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, ইহা যে প্রকার নানারূপে রঞ্জিত দৃষ্ট হয়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দলক্ষণ পরমাত্মাও সেইরূপ মায়াদ্বারা নানাবিধ নামরূপে পরিচ্ছিন্ন হইয়া (ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ বাস্তব নহে), বিচিত্র বিশ্বরূপ ধারণ করেন। একই ব্যক্তি কর্ম্মভেদে যেমন ভিন্ন-ভিন্ন নামে অভিহিত হয়েন, পরমাত্মাও সেইরূপ কর্ম্মভেদে বিবিধ নাম-রূপে উক্ত হইয়া থাকেন। মায়ার মনোমুগ্ধকর নৃত্যবিমোহিত চিত্তেই ভেদজ্ঞান আধিপত্য করিয়া থাকে, মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিই কার্য্যকে কারণ হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্ সামগ্রী ভাবিয়া থাকেন। * আত্মবিদের নয়নে জগৎ আত্মময়, আত্মবিদ্ আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ দেখিতে পান না। প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ ইত্যাদি সকলেই আত্মবাচী, আত্মাই সকলের বাচ্য। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, আত্মা যখন প্রাণনক্রিয়া সম্পাদন করেন, তখন তিনি 'প্রাণ' নামে, যখন বাক্যোচ্চারণ করেন, তখন 'বাগিন্দ্রিয় নামে, যখন দর্শনাদি ঐন্দ্রিয়ককার্য্য সম্পাদন করেন, তখন 'চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়' নামে, এবং যখন মননকার্য্য নিষ্পাদন করেন, তখন 'মনঃ, নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

---

* "সাংখ্যসারে উক্ত হইয়াছে—"মায়ৈবৈকাহি নৃত্যন্তী মোহবত্যখিলা ধিয়ঃ, পুংসাং ভেদো বুদ্ধিভেদাদম্বুভেদাদ্ যথা রবেঃ।"

"অকৃৎস্নোহিস প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি। বদন্বক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বঞ্ছ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি কর্ম্মনামান্যেব।" —বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

প্রাণ, বাক্ চক্ষু, শ্রোত্র, মনঃ ইহাঁরা আত্মার কর্ম্মজ নাম মাত্র। † ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 'প্রাণ' ও 'বাক্', এই শব্দদ্বয়দ্বারা শ্রুতি ক্রিয়াশক্তিবিকার, এবং 'চক্ষুঃ' ও 'শ্রোত্র', এই শব্দদ্বয়দ্বারা বিজ্ঞানশক্তি-বিকারকে লক্ষ্য করিয়াছেন। 'মনঃ' জ্ঞানশক্তি বিকাশের সাধারণ কারণ। কাম, সংকল্প, শ্রদ্ধা ইত্যাদি মনেরই বৃত্তি। *

শুক্লযজুর্ব্বেদ-সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, আত্মতত্ত্ব সক্রিয় পরিস্পন্দকর্ম্মবিশিষ্ট, আবার নিষ্ক্রিয়—নিশ্চল, আত্মতত্ত্ব জঙ্গম, অপিচ স্থাবর। আত্মাই সর্ব্বজন্তুরূপে বিদ্যমান আছেন, আত্মাই অখিল স্থাবর-পদার্থাকারে অবস্থান করিতেছেন; আত্মাই দূরে, আবার আত্মাই অন্তিকে বর্ত্তমান। আদিত্য-নক্ষত্রাদিরূপে ইনি দূরে বিদ্যমান আছেন, পৃথিব্যাদিরূপে ইনি সমীপে অবস্থান করিতেছেন। আত্মাই নিখিল প্রাণিজাতের অন্তরে বিজ্ঞান ঘনরূপে বিদ্যমান, আবার তিনিই বাহিরে জড়শক্তির আকারে বর্ত্তমান, আত্মাই চেতনা চেতন সর্বপ্রকার সদ্বস্তুর স্বরূপ আত্মা অনন্ত, অপরিচ্ছন্ন, আত্মাই কারণ, আত্মাই কার্য্য, আত্মা উপাদান কারণ, আত্মাই নিমিত্তকারণ, অর্থাৎ, আত্মা অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান কারণস্বরূপ ("তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।।"—শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা ৪০।৫)। ঋগ্বেদও বলিয়াছেন, ইন্দ্র বা আত্মা স্বীয় মায়াদ্বারা পুরুরূপ—বহুবিচিত্র আকার ধারণ করেন ("ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" * * * ৪।৪৭।১৮)।

'অন্তঃ' ও 'বহিঃ' যে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, এতদ্দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইল। বেদ 'অন্তঃ' ও 'বহিঃ', এই পদার্থদ্বয়কে স্বরূপতঃ অভিন্ন বলিয়াছেন, ব্রহ্মাকে অভিন্ন নিমিত্তোপাদান-কারণস্বরূপ বলিয়াছেন,

† "প্রাণন্নেব প্রাণো বদন্বাগিত্যাভ্যাং ক্রিয়াশক্ত্যুদ্ভবঃ প্রদর্শিতো ভবতি পশ্যংশ্চক্ষু শৃণ্বন্ শ্রোত্রমিত্যাভ্যাং বিজ্ঞানশক্ত্যুদ্ভবঃ প্রদর্শ্যতে। মন্বানো মনো মনুত ইতি জ্ঞানশক্তিবিকাশানাং সাধারণং করণং মনঃ মনুতেহনেনেতি পুরুষস্তু কর্ত্তা সম্মান্বানো মন ইত্যুচ্যতে।" — শাঙ্করভাষ্য।

* "কাম সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব।" — বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

এইজন্যই কি, স্বীকার করিতে হইবে যে, 'অন্তঃ' ও 'বহিঃ' স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, এইজন্যই কি, প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হইলেও, এক পদার্থকেই উপাদান ও নিমিত্তকারণ বলিয়া মানিতে হইবে? এক ব্রহ্মকেই উপাদান ও নিমিত্তকারণস্বরূপ বলা ও এক জড়শক্তিকে সর্ব্বকারণরূপে অবধারণ করা কি এক কথা নহে? প্রজ্ঞা, স্মৃতি, ইচ্ছা, সম্বিৎ ইহাদিগকে তাহা হইলে, জড়শক্তির কার্য্য বলিবার আপত্তি কি?

বেদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যে, সত্য, বেদ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ যে, সর্ব্বত্র অব্যভিচারী হইতে পারে না, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান যে, অভ্রান্ত নহে, যাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, তাঁহারা চিরদিনই এইরূপ প্রশ্ন করিবেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার শক্তি আমাদের নাই। তবে ইহা অবশ্য বলিব যে, বেদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য, যথারীতি পরীক্ষা করিলে, সকলকেই, কোন না কোন জন্মে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে, বেদের কথা ঋষিরা বহুশঃ পরীক্ষা করিয়াছেন বিনা পরীক্ষায় তাঁহারা বেদকে স্বতঃপ্রমাণ বলেন নাই, কপিল, গোতম, কণাদ, জৈমিনি,, বাদরায়ণ, পতঞ্জলি, ব্যাস, যাস্ক, শৌনক, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, ইহাঁরা রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কথা বলিবার পাত্র নহেন। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান, এই প্রমাণদ্বয়ও যে, বেদমূলক, পূর্ব্বে সংক্ষেপে তাহা জানাইয়াছি। যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান যে মাত্রায় বেদের বিসংবাদী, সে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান, সেই মাত্রায় ভ্রান্তিপূর্ণ। জড়ৈকত্ববাদ ও বেদোপদিষ্ট অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন সামগ্রী, দিবসের সহিত রজনীর যে সম্বন্ধ, ছায়ার সহিত আতপের যে সম্বন্ধ, জড়ৈকত্ববাদের সহিত বেদোপদিষ্ট অদ্বৈতবাদের সেই সম্বন্ধ।

যিনি সত্য,—অব্যভিচারী, যিনি জ্ঞান—অববোধস্বরূপ, এবং যিনি অনন্ত-যিনি দেশ, কাল ও বস্তু কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন নহেন, তিনি 'ব্রহ্ম'। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরমব্যোমরূপ গুহাতে—অব্যাকৃত আকাশরূপ আবরণীতে (Invironment) নিহিত ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থানপূর্ব্বক পরমানন্দ ভোগ করেন। পঞ্চদশীকার এই

অমূল্য শ্রুত্যুপদেশের তাৎপর্য্য বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, গুহানিহিত ব্রহ্মকে জানিতে হইলে, পঞ্চকোশের বিবেচন অবশ্য কর্ত্তব্য, পঞ্চকোশের বিবেকদ্বারাই গুহানিহিত ব্রহ্মকে জানা যাইতে পারে। "গুহা' শব্দটী উপাধি, কোশ বা ব্যক্তাবস্থার বাচক। যাহা স্থূল, যাহা ব্যক্ত, অর্থাৎ যাহা কার্য্য, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা কার্য্য কারণাত্মক, তাহার অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থা তাহার অন্তর্ভাব আছে। স্থূলের সূক্ষ্ম দেখিতে হইলে বা কার্য্যের কারণকে জানিতে হইলে, অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। যাহা যাহার কারণ, যাহা যাহার অন্তর্ভাব, তাহা তাহার আত্মা। ব্যক্ত বা বাহ্যভাব 'শরীরাত্মা', অব্যক্ত বা অন্তর্ভাব 'অন্তরাত্মা'। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিদেব এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, 'শরীরাত্মা' ও 'অন্তরাত্মা' ভেদে আত্মা দ্বিবিধ। শরীরাত্মা যে কর্ম্ম করেন, অন্তরাত্মা তজ্জন্য সুখ-দুঃখ অনুভব করেন, এবং অন্তরাত্মা যৎকর্ম্ম করেন, শরীরাত্মা তন্নিবন্ধন, সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। * পতঞ্জলি দেবের এই উপদেশের তাৎপর্য্য হইতেছে, বিকার বা কার্য্য পদার্থের 'অন্তঃ' ও 'বহিঃ', এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে, বিকার বা কার্য্যমাত্রেই কারণ-গর্ভধৃত। নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম ব্যতীত সকলেরই পশ্চাৎ অন্য আত্মা আছেন। অন্নময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মা, প্রাণময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার বাহ্যভাব—প্রাণময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার শরীর; এইরূপ প্রাণময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মা, মনোময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার বাহ্যভার — মনোময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার শরীর; মনোময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মা, বিজ্ঞানময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার বাহ্যভাব—বিজ্ঞানময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার শরীর; বিজ্ঞানময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মা আবার আনন্দময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার বাহ্যভাব,—আনন্দময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার শরীর। অতএব বুঝিতে পারা গেল, প্রাণময় অন্নময়ের অন্তরাত্মা; মনোময় প্রাণময়ের অভ্যন্তর—অন্তরাত্মা; বিজ্ঞানময় মনোময়ের অন্তরাত্মা, এবং আনন্দময় বিজ্ঞানময়ের অন্তরাত্মা। পতঞ্জলিদেব তৈত্তিরীয়-

* "দ্বাবাত্মানৌ শরীবাত্মা অন্তরাত্মা চ। অন্তরাত্মা চ। অন্তরাত্মা তৎকর্ম্ম করোতি যেন শরীরাত্মা সুখ-দুঃখে অনুভবতি। শরীরাত্মা তৎকর্ম্ম করোতি, যেনান্তরাত্মা সুখ-দুঃখে অনুভবতি।"— মহাভাষ্য।

শ্রুতির বচনানুসারেই 'শরীরাত্মা' ও 'অন্তরাত্মা', আত্মাকে এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।। * প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়, এই কোষচতুষ্টয় বা সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর, স্থূল শরীরতত্ত্ববিদের দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব নহে, ইহারা স্থূল ছুরিকার ব্যবচ্ছেদ্য নহে। প্রাণময়াদি কোষচতুষ্টয় বা সূক্ষ্ম ও কারণ, এই শরীরদ্বয়, সূক্ষ্ম-শরীর তত্ত্ববিদ্ যোগিগণেরই দ্রষ্টব্য, ইহারা সমাধি ছুরিকাদ্বারা ব্যবচ্ছেদ্য, তবে চিন্তাশীল অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে ইহাদের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারেন। চিন্তাশীল পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে, স্পষ্টভাবে, না হইলেও সূক্ষ্মশরীরের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন।

যাহা ব্যক্ত বা বাহ্যাবস্থা, তাহা কার্য্য, এবং যাহা অব্যক্ত বা আন্তর অবস্থা, তাহা কারণ। 'ব্যক্ত', 'বাহ্য', 'কার্য্য', 'স্থূল', এবং 'অব্যক্ত', 'আন্তর', 'কারণ' ও 'সূক্ষ্ম', ইহারা একার্থবোধক। 'আত্মা' শব্দটীও কারণ বা সূক্ষ্মের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে অব্যক্তভাব হইতে যে ব্যক্তভাবের উদয় হয়, যে অব্যক্তভাব যে ব্যক্তভাবের ব্যাপক, সেই অব্যক্তভাব সেই ব্যক্তভাবের আত্মা। যাহা পরম-কারণ, যাহা সর্ব্বাভ্যন্তর, যাহা সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ, তাহা পরমাত্মা। অতএব শাস্ত্র পঞ্চকোষ বা স্থূলাদি শরীরত্রয়ের বিচেনাদ্বারা কার্য্য-কারণতত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কার্য্যমাত্রের অন্তঃ ও বহিঃ, এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে, যাহা ব্যক্ত, তাহা অব্যক্তের গর্ভে ধৃত হইয়া অবস্থান করে, স্থূলের সূক্ষ্ম বা ব্যাপ্যের ব্যাপক আছে, এই কথাই বুঝাইয়াছেন।

'অন্তঃ' ও 'বহি', এই শব্দদ্বয়ের শ্রুত্যাদি শাস্ত্রসমূহ হইতে যে অর্থ পাওয়া গেল, তাহাতে আন্তর অবস্থা যে, বাহ্যাবস্থা হইতে ব্যাপকতর, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্তু আমাদের সহজজ্ঞানে বাহ্যই ব্যাপকতররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, আমরা অন্তরকেই সাধারণতঃ ক্ষুদ্রতর বলিয়া বুঝি, বাহ্য-প্রকৃতি হইতে আন্তর-প্রকৃতিকেই পরিচ্ছিন্ন বা

* স এব এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। * * * তস্মাদ্বা এতস্মাদন্ন রসময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। * * * তস্মাদ্বা এতস্মাৎ, প্রাণময়াৎ অন্য অন্তরো আত্মা মনোময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। * * *" — তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

সংকীর্ণ মনে করিয়া থাকি, শ্রুতির উপদেশানুসারে আমরা আত্মাকে অন্তরে, আত্মাকেই বাহিরে, আত্মাকে সর্ব্বভূতকে আত্মাতে ভাবিতে পারি না, ইহার কারণ কি?

অবিদ্যা বা অবিবেকই তাহার কারণ, রজঃ ও তমঃ বা রাগ ও দ্বেষ, এই গুণ বা শক্তিদ্বয়ের উপরাগবশতঃ আমাদের আত্মজ্ঞান সংকীর্ণ হইয়াছে, আমাদের ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি নিতান্ত পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তা'ই আমরা আত্মার প্রকৃতরূপ দেখিতে পাই না, এইজন্য আমাদের পরবুদ্ধি এত প্রবল, এইজন্য আমাদের বাহ্যকেই আন্তর হইতে ব্যাপকতর বলিয়া মনে হয়। আত্মজ্ঞান মলিন হইয়াছে বলিয়াই তো আমরা কর্ম্মকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি, যাহারা স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম্মরূপে বিবেচিত হয়, তাহারাও যে, প্রকৃতপ্রস্তবে বুদ্ধিপূর্ব্বক, ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি না, এইরূপ কথা শুনিলে, আমরা অসভ্য বা বর্ব্বরের কথা বলিয়া উহাকে উপেক্ষা করিয়া থাকি। যে সকল কার্য্যের কারণ আমাদের বহিঃস্থিতরূপে প্রতীত হয়, সেই সকল কর্ম্মকে আমরা স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া নিশ্চয় করি। যে সকল কর্ম্ম স্বয়ংসিদ্ধরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহারাও যে, বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা কি, তাহা সপ্রমাণ হয়? প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করিবারও শক্তি আমাদের আর নাই। বেদ তো তাহা পরীক্ষা করিতেই আদেশ করিয়াছেন, বেদভক্ত ঋষি ও আচার্য্যেরা বেদের উপদেশানুসারে বহুশঃ পরীক্ষা করিয়াই তো জগৎকে, 'বেদের প্রত্যেক অক্ষর সত্যময়', উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ এইকথা শুনাইয়া গিয়াছেন। কর্ম্মমাত্রেই বুদ্ধিপূর্ব্বক, সকল কর্ম্মই সংকল্পমূলক, ইহা যদি সত্য না হইবে, তবে "শৈত্য ও তেজের সংকল্পে জল বাষ্পাকার ধারণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে গমন, এবং পুনর্ব্বার বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া থাকে, বৃষ্টির সংকল্পে অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্নের সংকল্পে প্রাণের সংকল্প হয়, প্রাণের সংকল্পে মন্ত্রের সংকল্প, মন্ত্রের সংকল্পে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের সংকল্প, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের সংকল্পে লোকের সংকল্প, এবং লোকের সংকল্পে জগতের সংকল্প হইয়া থাকে, অতএব সংকল্পের উপাসনাকর, যে ব্যক্তি সংকল্পকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিতে পারে, সংকল্পতত্ত্ব অবগত হইয়া, যে ব্যক্তি দৃঢ়-সংকল্প-হইতে পারে, সে কামচার

হয়, তাহর কোন কামনা অতৃপ্ত থাকে না, কোন কর্ম্মই তাহাই অসাধ্য নহে", শ্রুতি এই কথা বলিবেন কেন? ইচ্ছাশক্তি (Will force) যদি সর্ব্বশক্তির মূল না হইবে, তবে পতঞ্জলিদেবই বা ইচ্ছাশক্তির উপাসনা করিতে উপদেশ দিবেন কেন? সংকল্প বা ইচ্ছাশক্তি যে, জড়শক্তির উপরি আধিপত্য করিতে পারে, যোগশাস্ত্র তো তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছেন। শুক্রাচার্য্য স্বপ্রণীত শুক্রনীতিসারে নালিকাস্ত্র (বন্দুক,কামান) দ্বারা যে যুদ্ধ হয়, তাহা হইতে মান্ত্রিকাস্ত্র-যুদ্ধকে উৎকৃষ্টতর বলিয়াছেন। মন্ত্রশক্তি-প্রেরিত বাণ প্রভৃতি দ্বারা যে শত্রু-নাশন,তাহার নাম মান্ত্রিকাস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ। মন্ত্রশক্তি যদি কাল্পনিক পদার্থ হইত, তাহা হইলে, শুক্রাচার্য্য কখনই নালিকাস্ত্র হইতে মান্ত্রিকাস্ত্রকে উৎকৃষ্টতর বলিতেন না। এই দুর্দ্দিনেও কত নিরক্ষর-ব্যক্তি মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে অচেতন বংশখণ্ডাদিকে চেতনবৎ কার্য্য করাইয়া, মন্ত্রশক্তিতে অনাস্থাবান্ পুরুষদিগের মস্তক ঘুরাইয়া দিতেছে। কিন্তু হইলে কি হয়, প্রতিভার মহিমা অনির্ব্বচনীয়। প্রত্যক্ষ করিলেও, প্রতিভা যদি প্রতিকূল হয়, তবে তাহাতেও লোকের বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, সংকল্প বা ইচ্ছাই যে, মূল বা প্রকৃত কারণ, তাহাতে সন্দেহ-লেশ নাই। বিনা সংকল্পে ক্রিয়া হইবে কেন? বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না,একথারও তাহাই অর্থ। চিচ্ছক্তি বিশ্বজগতের সকল পদার্থের অন্তরে বিদ্যমান আছেন, অতএব জড় স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করে, এই কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। জড়বাদিগণ যে প্রকৃতি বা শক্তিকে বিশ্বজগতের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, সেই প্রকৃতিই যে পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তি-স্বরূপ। যদ্দ্বারা কোনরূপ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহাকেই শক্তি (Force) বলা হয়। কোনরূপ ক্রিয়া-নিষ্পত্তির স্বরূপ-দর্শন করিতে যাইলেই,শক্তির এক অবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক অন্য অবস্থা গ্রহণের, একদিক্ বর্জ্জনপূর্ব্বক অন্য দিক্ গ্রহণের রূপ বুদ্ধিদর্পণে পতিত হইয়া থাকে। এক ভাব বা একরূপ অবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক, অন্যভাব বা অন্যরূপ অবস্থা গ্রহণ, সন্দর্শনাদি ব্যাপার ব্যতিরেকে হইতে পারে না। শক্তি বিনা সংকল্পে-সন্দর্শনাদি ব্যাপার ব্যতিরেকে কার্য্য সম্পাদন করে, এই কথা বলা, এবং অকস্মাৎ উৎপত্তিবাদের সমর্থন করা, সমান। নির্নিমিত্তবাদী কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিবেন কেন?'কার্য্যের কারণ

আছে, বিনা কারণে কোন কার্য্য সংগঠিত হয় না', এই কথাও বলিব, আবার নির্নিমিত্তবাদেরও সমর্থন করিব, ইহা হইতে পারে না; হয়, স্বীকার করিতে হইবে বিশ্বজগতে যে কোন কার্য্য সংঘটিত হয়, তৎসমুদায় কাকতালীয় ন্যায়ে, বিনা উদ্দেশ্যে, বিনা কারণে হইয়া থাকে না হয়, মানিতে হইবে, কর্ম্মমাত্রেই সংকল্পপূর্ব্বক, ইচ্ছাশক্তি সকল-শক্তির মূল। ক্রমবিকাশবাদিগণ প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনকে (Natural selection) বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার পরিণামের কারণ বলিয়াছেন। 'নির্ব্বাচন' শব্দের অর্থ কি? 'ইহা এই বা এই নহে, ইহা কর্ত্তব্য, উহা অকর্ত্তব্য, ইহাকে রাখিব, উহাকে তাড়াইব, ইহা ত্যাগ করিব, উহা গ্রহণ করিব', এবম্প্রকার বিবেচনই তো 'নির্ব্বাচন' শব্দের অর্থ; নির্ব্বাচন, সংযোজন, ক্রম বা অনুপূর্ব্ব্য-পরিপাটি (Selection, combination, gradation), ইহারাই তো বুদ্ধি বা প্রেক্ষাপূর্ব্বক কর্ম্মের লক্ষণ। অতএব প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনবাদ বিশ্বের পরিণামকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক বলিবেন কিরূপে? যে সকল কর্ম্মের নিষ্পত্তিতে আমরা সন্দর্শনাদি ব্যাপার উপলব্ধি করিতে পারি না, তাহাদিগকে আমরা অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এবং যে সকল কর্ম্মের নিষ্পত্তিতে সন্দর্শনাদি ব্যাপার জ্ঞানগোচর হয়, তাহাদিগকে বুদ্ধিপূর্ব্বক বলিয়া নিশ্চয় করি। কিন্তু কথা হইতেছে, প্রসিদ্ধ অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহের নিষ্পত্তিও যে, সংকল্প বা সন্দর্শনাদি ব্যাপারপূর্ব্বক, আমরা তাহা,আমাদের স্থূলদৃষ্টিবশতঃ বুঝিতে পারি না বলিয়া কি, 'সকল কর্ম্মই স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্মসমূহই অবস্থাভেদে বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আকার ধারণ করে', এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত? ফলকথা, কর্ম্মমাত্রেই সংকল্পমূলক, বা বুদ্ধিপূর্ব্বক, চরম উন্নতিপ্রার্থী মানবের এই সিদ্ধান্তই হিতকর, চরম উদ্দেশ্য-সিদ্ধি-পথের বিশেষতঃ উপকারক, এই সিদ্ধান্তই সুতরাং, আত্ম-পর-কল্যাণার্থীর অবলম্বনীয়। কর্ম্মমাত্রেই সংকল্পমূলক, এইরূপ প্রত্যয় হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তা'ই তো পৃথিবীতে অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পুরুষবৃন্দের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সংকল্পের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতাতে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, তা'ই তো মানব মর্ত্ত্যশরীরে বাস করিয়াও, অমৃতত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তা'ই তো মানবের প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার, মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার ইচ্ছা হয়,আহা! এইজন্যই তো কত

প্রকৃতিজয়ী যোগীর চরণরেণু বক্ষে ধারণপূর্ব্বক ভারতভূমি একদিন কৃতার্থম্মন্য হইতে পারিয়াছিলেন। মনের শক্তি কত, তাহা আমরা জানি না,আমরা আত্মার প্রকৃতরূপ দেখিবার চক্ষু হারাইয়াছি, এইজন্য কর্ম্মমাত্রেই সংকল্পমূলক, এই কথা এক্ষণে আমাদের সমীপে যুক্তিবিগর্হিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এইজন্য অলৌকিক পদার্থে এখন বিশ্বাসস্থাপন করিতে আমরা অপারগ, এইজন্য বেদের পরমহিতকর উপদেশ বচনসমূহকে আমরা অতিপ্রাকৃতিক বা কাল্পনিক বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকি, যোগবিভূতি তা'ই আমাদের উপহাসের সামগ্রী হইয়াছে, আগষ্ট কোম্‌ত্, লর্ড কেল্‌বিন্ প্রভৃতি প্রতীচ্য পণ্ডিত কুলচূড়ামণিগণ তা'ই অসঙ্কুচিত হৃদয়ে যোগীদিগকে ভণ্ড বলিতে পারিয়াছেন। * মনের শক্তি কত, বেদচরণ-সেবক আর্য্যগণ তাহা অবগত হইয়াছিলেন, এবং তা'ই তাঁহারা যোগাভ্যাস-বিকাশিত মানসশক্তিদ্বারা স্থূলদৃষ্টি জড়বিজ্ঞানের পরিচিত প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের উপরি আধিপত্য করিয়াছেন, যাহা শুনিলে, ইদানীং সাধারণের অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে, যাহা প্রত্যক্ষ করিলেও, আমরা আজকাল বিশ্বাস করিতে পারিব না, তাঁহারা তাহা বস্তুত'ই সম্পাদন করিয়াছেন।

কর্ম্মমাত্রেই বুদ্ধিপূর্ব্বক হইলেও, আমরা যে কারণে তাহা বুঝিতে পারি না, যে কারণে আমাদের কর্ম্মের বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ বিভিন্ন মূর্ত্তি জ্ঞাননেত্রে পতিত হইয়া থাকে, সংক্ষেপে তাহা জানাইলাম। অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহও যে, সাধনাবিশেষদ্বারা বুদ্ধিপূর্ব্বক হইতে পারে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিলাম। সংকল্প কর্ম্মমাত্রের মূল হইলেও, বুদ্ধির পরিচ্ছিন্নতা বা চিত্তের বহির্মুখতাবশতঃ আমাদের যে,

---

* পণ্ডিত আগষ্ট কোম্‌ত্ যোগকে অধ্যাত্মতত্ত্বচিন্তকদিগের চিত্তভ্রম বা দুষ্টাভিসন্ধি-সিদ্ধির জাল (Veil) বলিয়াছেন। লর্ড কেল্‌বিন্‌ও (Lord Kelvin) অনেকতঃ এইরূপ মতাবলম্বী—

পণ্ডিত কোম্‌তের উক্তি,—"The metaphysical utopias, in which a life of pure contemplation is held out as the highest ideal, attractive as they are to modern men of science, are really nothing but illusious or veils for dishonest schemes."

—*System of positive polity, Vol. I, p. 13.*

লর্ড কেল্‌বিন্ বলিয়াছেন,—"Clairovoyance, and the like, are the result of bad observation chiefly, somewhat mixed up, however, with the effects of wilful imposture, acting on an innocent, trusting mind."

—*Popular Lectures and Addresses, Vol. I, p. 265.*

তাহা উপলব্ধি হয় না, তাহা বিজ্ঞাপিত হইল। এক্ষণে শাস্ত্র যে জন্য সৃষ্টিকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, অপিচ জীবের জন্মতত্ত্ব বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যে কারণবশতঃ আমরা বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা করিলাম, তাহা জানাইব।

শ্রুতি বলিয়াছেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমেশ্বরের প্রথমে 'আমি বহু হইব', এবম্প্রকার ইচ্ছা হয়; তদনন্তর তিনি তপ করেন — সৃজ্যমান জগতের রচনাদি-বিষয়ক আলোচনা করেন; তৎপরে প্রাণিদিগের অতীতকল্পে কৃত কর্ম্মাদি কারণের অনুরূপ বিশ্বজগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ("সোঽকাময়ত। বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত।"-তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)। ঋগ্বেদসংহিতাও যে, এই কথা বলিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে (২৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ঐতরেয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে, পরমেশ্বর 'পৃথিব্যাদি লোক সৃষ্টি করিব' প্রথমতঃ এইরূপ ঈক্ষণ—এইরূপ বিচার করেন; এবম্প্রকার বিচারপুরঃসর পৃথিব্যাদি লোকের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ("স ঈক্ষত, লোকন্নঃ সৃজা ইতি স ইমাংল্লোকানসৃজত।"—ঐতরেয় আরণ্যক)।

এই সকল শ্রুতিবচন হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টিই শ্রুতির অনুমোদিত। 'এক ব্রহ্ম বা আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই', অদ্বৈত প্রতিবাদক শ্রুতির ইহাই অভিপ্রায়। 'এক ব্রহ্মা বা আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই; 'আত্মাই উপাদান-কারণ, এবং আত্মাই নিমিত্তকারণ', 'আত্মাই জ্ঞাতা, এবং আত্মাই জ্ঞেয়, ঐন্দ্রিয়ক-জ্ঞানে এই সকল শ্রুতিবচন অসঙ্গত বা অর্থশূন্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, ঐন্দ্রিয়কজ্ঞানে ভোক্তৃ ও ভোগ্য, দ্রষ্টা ও দৃশ্য বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ইহারা দুইটী ভিন্ন পদার্থরূপেই উপলব্ধ হইয়া থাকে, উপাদান-কারণকে আমরা সাধারণতঃ নিমিত্তকারণ হইতে ভিন্ন জাতীয় বলিয়াই বুঝিয়া থাকি। কুম্ভকার ও দণ্ডচক্রাদিকে আমরা মৃত্তিকা হইতে অভিন্নরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। তাহার পর, নির্ব্বিকার, এক ব্রহ্ম-নামক পদার্থ, অন্য কোন পদার্থের সাহায্য না লইয়া, বিবিধ বিচিত্র

জগদাকার ধারণ করেন, সহজজ্ঞানে ইহাও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। নির্ব্বিকারের, পূর্ণ বা আপ্তকামের জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইবে কেন? অপ্রাপ্ত পদার্থকে পাইবার জন্যই ইচ্ছা হইয়া থাকে; যিনি আপ্তকাম, যিনি পূর্ণ, তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্ত থাকিতে পারে না; অতএব আপ্তকাম বা পূর্ণব্রহ্মের ইচ্ছা কিরূপে উপপন্ন হইবে?'সৃষ্টির অগ্রে এক—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন, তখন আর কিছু ছিল না', এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের 'আমি বহু হইব, বিশ্বপ্রপঞ্চ উৎপাদন করিব', এবম্প্রকার ইচ্ছা হইলে, তিনি তপ করেন, এবং তদনন্তর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের অভিপ্রায় কি, তাহা চিন্তা করিতে যাইলে, আমাদের মনে বিবিধ সংশয় উদিত হয়, ফলতঃ এই সকল কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমরা তাহা ভাল বুঝিতে পারি না। এক জড়শক্তি হইতে সর্ব্বপ্রকার চেতনাচেতন পদার্থ জাতের পরিণাম হইয়াছে ও হইতেছে, চৈতন্য জড়শক্তি হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে, দ্রষ্টা ও দৃশ্য জড়শক্তির দ্বিবিধ অবস্থামাত্র ইত্যাদি বাক্যসমূহও আমাদের সমীপে যেরূপ যুক্তিবিরূদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এক সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম হইতে ভোক্তৃ ভোগ্যাত্মক বিশ্বজগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, এই সকল বচনও আমাদের কাছে সেইরূপ যুক্তিবিরূদ্ধরূপেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। কেবল আমাদের কেন, ঋষি এবং আচার্য্যগণও যে, এই সকল শ্রুত্যুপদেশকে অনায়াসবোধ্য বলিয়া মনে করেন নাই, সাধারণজ্ঞানে ইহারা যে, যুক্তিবিরুদ্ধরূপেই প্রতীয়মান হইবে, তাঁহারাও তাহা বুঝিয়াছিলেন। ঋষি ও আচার্য্যগণ বেদোপদিষ্ট অদ্বৈতবাদ অনায়াসবোধ্য নহে, বহির্মুখ-প্রবণ ব্যক্তিগণের আপাততঃ পরমপুরুষার্থ অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ সম্ভব নহে, ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তো তাঁহারা অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করিবার দ্বারস্বরূপ দ্বৈতবাদসমর্থক শাস্ত্রসমূহের প্রচার করিয়াছেন, প্রথমতঃ নাস্তিক্যের

নিরাকরণের চেষ্টা করিয়াছেন।* শ্রুতিবোধিত অদ্বৈতমার্গ সাধারণের প্রবেশার্হ নহে, সকলেই অদ্বৈতবাদের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, যথাযথভাবে তাহা ধারণা করিতে পারিবে না, মহর্ষি গোতম ও কণাদ সেই জন্যই ঈশ্বরাধিষ্ঠিত পরমাণুপুঞ্জকে বিশ্বের মূল উপাদান এবং ঈশ্বর ও অদৃষ্টাদিকে নিমিত্তকারণ বলিয়াছেন, নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন সেইজন্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক প্রধান বা প্রকৃতিকে, এবং সেশ্বর সাংখ্য, তা'ই সেশ্বর প্রধানকে বিশ্বের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন বেদকে ঈশ্বর-স্থানীয় করিয়াছেন, ধর্ম্মকেই বিশ্বজগতের নিমিত্তকারণ বলিয়াছেন। আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ বা অসৎকার্য্যবাদ, সৎ কার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, ইহারা অধিকারানুসারে তত্ত্বোপদেশ প্রদানার্থ আবির্ভূত হইয়াছে।

নির্ব্বিকার এক তত্ত্বের—এক ব্রহ্ম নামক পদার্থের জগদাকার ধারণ-জগদ্‌ভাব-প্রাপ্তি অসম্ভব, শ্রুতি এইজন্য বলিয়াছেন, ইন্দ্র বা পরমাত্মা মায়াদ্বারা পুরু (বহু)-রূপ প্রাপ্ত হয়েন, মায়া সহিত ব্রহ্ম বিশ্বজগতের উপাদান-কারণ। শ্রুত্যন্তরে মায়াকে প্রকৃতি, এবং মায়ীকে (মায়া যাঁহার শক্তি) মহেশ্বর বলা হইয়াছে ("মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)। মায়ার সহিত ব্রহ্মের জগদ্‌ভাব প্রাপ্তি আরম্ভ বা পরিণাম নহে, ইহা বিবর্ত্ত। আরম্ভবাদী ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন যে দৃষ্টিতে পরমাণুকে বিশ্বজগতের উপাদান বা সমবায়ি-কারণ বলিয়াছেন, পরিণামবাদী সাংখ্যদর্শন যে দৃষ্টিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক প্রধানকে বিশ্বকার্য্যের উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রুতি বা বেদান্তদর্শন সেই দৃষ্টিতে মায়া-সহিত ব্রহ্মকে বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদান বলেন নাই। আরম্ভ, পরিণাম ও বিবর্ত্তের লক্ষণ পূর্ব্বে জানান হইয়াছে। জিজ্ঞাস্য হইবে, শ্রুতি

* নহি তে মুনয়ো ভ্রান্তাঃ। তেষাং সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ। ভ্রান্তত্বে বা বিনিগমনাবিরহাৎ। কিন্তু বহির্মুখ প্রবণানাং আপাততঃ পরমপুরুষার্থেঽদ্বৈতমার্গে প্রবেশো ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্যনিরাকরণায় তৈঃ প্রস্থানভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ ন তু তাৎপর্য্যেণ।"—অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি।

তখন মায়া বা প্রকৃতি-নামক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তখন 'এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই', এই প্রতিজ্ঞার কিরূপে স্থাপন হইবে? ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থের সদ্ভাব অঙ্গীকার করিলেই তো অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হয়। এই প্রশ্নের সমাধান বহু বিচারাপেক্ষ, দুই এক কথায় ইহার মীমাংসা হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদীরা এই প্রশ্নের সমাধানার্থ যে সকল বিচার করিয়াছেন, আমরা এস্থলে সেই সকল বিচারের সিদ্ধান্তই জানাইতেছি।

প্রথম সিদ্ধান্ত, শক্তি শক্তিমান্ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে; মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি; অতএব মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করাতে অদ্বৈতবাদের কোন ক্ষতি হয় নাই দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, মায়া অবস্তুভূত—ইহা সৎপদার্থ (Real thing) নহে; অতএব অবস্তুভূত মায়ার অঙ্গীকার অদ্বৈতবাদ-সিদ্ধিপথের কোনরূপ বিঘ্ন করিতে পারে না। 'মায়া অবস্তুভূত',এই কথার প্রকৃতি মর্ম্মোপলব্ধি করা অত্যন্ত-দুরূহ-ব্যাপার, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াকে মিথ্যা বলা সাধারণ প্রতিভাতে অসম্ভব, সত্যের যে লক্ষণ আমরা বিদিত আছি, তাহাতে মায়া আমাদের সকাশে, সৎপদার্থরূপেই উপলব্ধ হইয়া থাকেন। যাহা মিথ্যা, যাহা অবস্তুভূত, তাহার ক্রিয়াকারিত্ব উপপন্ন হইবে কিরূপে? আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীকপদার্থ বিশ্বজগতের উপরি এত প্রভুত্ব করেন, ইহা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে? ফলকথা, বৈদান্তিকগণ মায়াকে অবস্তুভূতপদার্থ বলিয়া বুঝাইবার জন্য যতই চেষ্টা করুন না কেন, সাধারণ প্রতিভা চিরদিন ইহাঁকে সতী বলিয়াই গ্রহণ করিবে। ঋগ্বেদসংহিতা এইজন্যই বলিয়াছেন, যাহারা অবিদ্যাদ্বারা সম্যক্‌রূপে বদ্ধ, যাহারা মনের বশে বিচরণশীল, ইন্দ্রিয়াধীন হইয়া যাহারা অবিরাম বিবিধ সুখদুঃখ ভোগ করে, যাহারা রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী, তাহারা কখন 'একব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই,' এই বেদোদ্ভাসিত তত্ত্বজ্ঞানকে যথাযথভাবে হৃদয়ে ধারণ করিবার যোগ্য হইতে পারে না। ঋত বা পরব্রহ্মের প্রথমজ— প্রথমোৎপন্ন— আদিভূত জ্ঞানের যখন বিকাশ হইবে, ঐন্দ্রিয়কজ্ঞান ভুলিয়া গিয়া, মানব যখন অতীন্দ্রিয় সনাতনজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারিবে, বহির্ম্মুখচিত্তকে যখন

যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে অন্তর্মুখ করিতে ক্ষমবান্ হইবে, তখনই সর্ব্বসংশয় বিদূরিত হইবে, তখনই স্বয়ংপ্রকাশ অদ্বৈতজ্ঞান-রবি অবিদ্যামেঘ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, প্রকাশিত হইবেন, মায়ার মিথ্যাত্ব—অবস্তুভূতত্ব তখনই যথাযথভাবে উপলব্ধ হইবে। আজ কাল এদেশে বেদান্তের প্রতি অনেকেরই শ্রদ্ধা হইয়াছে, অদ্বৈতবাদের উপদেশ এক্ষণে যে সে শ্রবণ করে,অদ্বৈতবাদের উপদষ্টাও এখন প্রচুর পরিমাণে জন্মগ্রহণ করিতেছেন। ইহা উন্নতির লক্ষণ, কি অবনতির লক্ষণ কালে তাহা সপ্রমাণ হইবে, তবে আমাদের বিশ্বাস, ইহা উন্নতির লক্ষণ নহে। অদ্বৈতবাদ জগতের জিনিস নহে, অদ্বৈতবাদ সংসারসাগর পার হইবার তরণি, যাঁহাদের সংসার-সাগর পার হইবার প্রয়োজন হইয়াছে, অদ্বৈতবাদ তাঁহাদেরই পরম উপকারক বন্ধু। কিন্তু সংসারাসক্ত জীব অদ্বৈতবাদের এত ভক্ত হয়েন কেন, আমরা তাহা ভাল বুঝিতে পারি না, কি জানি কেন, আমাদের মনে হয়, ইহা অবিদ্যারই খেলা। আমাদের এই কথা এদিনে অনেকেরই শ্রুতিবিরস হইবে বটে, তথাপি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা না জানাইয়া থাকিতে পারি না।

শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা বলিয়াছেন, জীব জলবুদ্‌বুদের ন্যায়, বিজ্ঞান মদশক্তিবৎ, অর্থাৎ জলবুদ্‌বুদের ন্যায় জীবের উৎপত্তি ও লয় হইয়া থাকে, এবং তণ্ডুল, গুড় ইত্যাদির পরস্পর সংযোগে যেপ্রকার মদশক্তির আবির্ভাব হয়, সেই প্রকার পৃথিব্যাদি পরমাণুসমূহের পরস্পর সংযোগে বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, মৃতের পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে না, অতএব বর্ত্তমান দেহের পতন হইলে, আমাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবিনী, যাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা অজ্ঞান-লক্ষণ তমোলোক প্রাপ্ত হয়েন। অপিচ যাঁহারা কর্ম্মপরাঙ্মুখ হইয়া, স্ব-স্ব বুদ্ধির লঘুতা বুঝিতে না পারিয়া, কেবল আত্মজ্ঞানে রত হয়েন (বর্ত্তমান কালের ন্যায় বেদান্তের অনুশীলন করেন), আত্মাই একমাত্র সৎ, কর্ম্ম অসৎ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অসৎ, জ্ঞানকাণ্ডের সহিত কর্ম্মকাণ্ডের কোন সম্বন্ধ নাই,

যাঁহারা এবম্প্রকার মতাবলম্বী হয়েন, তাঁহারা গাঢ়তর অজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া থাকেন ("অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ "— শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা ৪০/৯)। আমাদের তা'ই ভয় হয়, তা'ই বন্ধুভাবে দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। বরং জড়বাদী হইয়া, জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া, যথাসম্ভব আত্ম-পরের উপকার করা শ্রেয়ঃ, তথাপি ভাক্তবৈদান্তিক হইয়া ইতোভ্রষ্ট, ততোনষ্ট হওয়া শ্রেয়ঃ নহে। যাউক এ সকল কথা।

পরমাত্মা বিশ্বজগতের কেবল নিমিত্তকারণ নহেন, তিনিই ইহার উপাদানকারণ বা প্রকৃতি ("প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।"— বেদান্তসূত্র)। ন্যায়-বৈশেষিক বা সাংখ্য-পাতঞ্জল পরমাত্মাকে বিশ্বের উপাদান-কারণ বলেন নাই। বেদান্তদর্শন এইজন্য ন্যায়-বৈশেষিকাদির মত খণ্ডনপূর্ব্বক পরমাত্মা যে, নিমিত্ত ও উপাদান, এই দ্বিবিধ কারণস্বরূপ, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। জগতের উপাদান-কারণ চেতন কি অচেতন, প্রথমে তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। সাংখ্যদর্শন যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক অচেতন প্রকৃতিকে জগতের উপাদান-কারণ বলিয়াছেন, তখন এমতে জগতের উপাদান-করণ যে, অচেতন, তাহা সুখবোধ্য। জীব (জীব সকলই স্বকর্ম্মদ্বারা কর্ত্তা হইয়া থাকেন, কেহ কেহ এইরূপ মতাবলম্বী) ও অণু (অণুসংঘাতবাদ—বৌদ্ধগণের) ব্যতিরিক্ত, চেতন ঈশ্বর-নামক নিমিত্তকারণাধিষ্ঠিত, চতুর্ব্বিধ পরমাণুকে যাঁহারা জগতের উপাদান-কারণ বলিয়াছেন, জগতের উপাদান-কারণ যে, তাঁহাদের মতেও অচেতন, তাহা বলা বাহুল্য।

সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, ব্রহ্ম অপরিণামী, সুতরাং ব্রহ্মে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির সদ্ভাব সম্ভব হয় না। কার্য্যদ্বারা শক্তির সদ্ভাব অনুমিত হইয়া থাকে, যাহা স্বয়ং অপরিণামী, তাহার কার্য্য হইবে কিরূপে? অতএব এক —নির্গুণ অপরিণামী চিদাত্মাতে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না। ত্রিগুণাত্মক প্রধান পরিণামী, সুতরাং, ত্রিগুণাত্মক প্রধানেই জ্ঞান ও

ক্রিয়ার সদ্ভাব সম্ভব। সাম্যাবস্থাতে অবস্থিত প্রধান বা প্রকৃতিতে যদ্যপি জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি ব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে না, তথাপি ইহারা যে, তৎকালে সূক্ষ্ম বা অব্যক্তভাবে শক্ত্যাত্মাতে বিদ্যমান থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। অতএব প্রধান বা প্রকৃতিই সর্ব্বজ্ঞ, প্রধান বা প্রকৃতিই সর্ব্বশক্তি, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ বা সর্ব্বশক্তি নহেন। স্বরূপ-চৈতন্য নিস্ক্রিয়, সুতরাং ইহাঁর কর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না।* ভোগ ও অপবর্গ, এই পুরুষার্থ দ্বয়প্রযুক্ত, অনাদি প্রধান ও পুরুষ, এই উভয়ের সংযোগনিমিত্ত, চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত অচেতন প্রধানের যে, মহৎ অহংকারাদিক্রমে পরিণাম হয়, তাহাই সর্গ—তাহাই জগতের সৃষ্টি। চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত অচেতন যে, পুরুষার্থ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে তাহার, বৎসের বিবৃদ্ধির জন্য অচেতন দুগ্ধের প্রবৃত্তি ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্ত আছে। জিজ্ঞাস্য হইবে, তবে 'আমি বহু হইব, এইরূপ ইচ্ছাপূর্ব্বক পরমাত্মা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন', শ্রুতি এইরূপ কথা বলিয়াছেন কেন? সাংখ্যাদর্শনের উত্তর, "কূল পতিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে, উক্ত শ্রুতিবচন এইরূপ প্রকৃতি বিষয়ক, ইহা গৌণ বা ঔপচারিক, ইহা অচেতনে চেতনবৎ উপচার, অথবা এতাদৃশ শ্রুতিবাক্য বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টিপ্রতিপাদক, অবুদ্ধিপূর্ব্বক আদিসর্গ প্রতিপাদক নহে।" বেদান্তদর্শন এইরূপ মতের খণ্ডনার্থ যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহার সারাংশ সন্নিবেশিত হইল।

"**ঈক্ষতের্নাশব্দম্**।" —বেদান্তদর্শন ১।১।৫

অর্থাৎ সাংখ্যপরিকল্পিত অচেতন প্রধান জগতের কারণ হইতে পারে না, যেহেতু শ্রুতিমুখে জগৎ কারণের ঈক্ষিতৃত্বই — ঈক্ষাপূর্ব্বকারিত্বই শ্রুত হয়, জগতের সৃষ্টি যে, সংকল্পপূর্ব্বক, শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন

---

* "জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যভাবাদ্‌ব্রহ্মণোঽপরিণামিনঃ।
ন সর্ব্বশক্তিবিজ্ঞানে প্রধানে ত্বস্তিসম্ভবঃ।।"

"জ্ঞানক্রিয়াশক্তী খলু জ্ঞানক্রিয়াকার্য্যাদর্শনোন্নেয়-সদ্ভাবে। ন চ জ্ঞানক্রিয়ে চিদাত্মনি স্তঃ। তস্যাপরিণামিত্বাদেকত্বাচ্চ। ত্রিগুণে চ প্রধানে পরিণামিনি সংভবতঃ। যদ্যপি চ সাম্যাবস্থায়াং প্রধানে সমুদাচরদ্বৃত্তিনী ক্রিয়াজ্ঞানে ন স্তঃ তথাপ্যব্যক্তেন শক্ত্যাত্মনা রূপেণ সম্ভবত এব। তথা চ প্রধানমেব সর্ব্বজ্ঞং চ সর্ব্বশক্তি চ, ন তু ব্রহ্ম।" —ভামতী।

("তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।"- ছান্দোগ্যোপনিষৎ)। অচেতন বা জড় প্রধানের কখন ঈক্ষাপূর্ব্বকারিত্ব উপপন্ন হয় না। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি প্রকাশীল সত্ত্বাংশদ্বারা ঈক্ষণ করিয়া থাকেন, যদি এই কথা বল, তাহা হইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, কারণ সত্ত্বগুণও জড়, জড়ের ঈক্ষণ উপপন্ন হইবে কিরূপে? সত্ত্বগুণও যদি জড় হয়, তবে রজঃ ও তমঃ এই গুণদ্বয় হইতে সত্ত্ব গুণের বিশেষ কি? সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ, রজঃ ও তমোগুণ অস্বচ্ছ—মলিন, সত্ত্বগুণ হইতে রজঃ ও তমোগুণের এইটুকু বিশেষ। সত্ত্বগুণ স্বচ্ছতাবশতঃ চৈতন্যের বিম্বগ্রাহী, এবং এইজন্য ইহাকে প্রকাশশীল বলা হইয়া থাকে। কাচ ও লোষ্ট্র, উভয়েই পার্থিব, তথাপি কাচের বিম্বোদ্‌গ্রাহিতা আছে, লোষ্ট্রের তাহা নাই।

সাংখ্যদর্শন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলিয়াছেন। প্রধানাবস্থাতে গুণত্রয় যখন সমভাবে থাকে, তখন সত্ত্বধর্ম্ম জ্ঞানের বিকাশ কিরূপে সম্ভব হইবে? গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাতেও সত্ত্বধর্ম্ম জ্ঞানশক্তির আশ্রয়ে, জ্ঞানশক্তিমত্ত্বহেতু প্রধান সর্ব্বজ্ঞ হয়েন, এই কথা বল, তাহা হইলে, রজঃ এবং তমোগুণের জ্ঞানপ্রতিবন্ধক-শক্তির আশ্রয়ে ইনি স্বল্পজ্ঞ হইয়া থাকেন, এই কথা না বলিবে কেন? অতএব রজঃ ও তমোগুণের প্রতিবন্ধকতাহেতু প্রকৃতির সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না। তাহার পর জিজ্ঞাস্য হইতেছে, সত্ত্ববৃত্তিই কি, জ্ঞান? অসাক্ষিকা সত্ত্ববৃত্তি কি, কিছু জানিতে পারে? অচেতন বা জড় প্রকৃতির কি, সাক্ষাৎ দ্রষ্টৃত্ব — জ্ঞাতৃত্ব উপপন্ন হয়? নিশ্চয়ই হয় না। অতএব অচেতন প্রধানের সর্ব্বজ্ঞতা কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। অগ্নির নিমিত্ত লৌহপিণ্ডাদির যেমন দগ্ধৃত্ব কল্পনা করা হয়, সেইরূপ সাক্ষী পুরুষের সন্নিধান-নিমিত্ত প্রকৃতির ঈক্ষিতৃত্ব কল্পিত হইয়া থাকে, যদি এই কথা বল, তাহা হইলে, যাঁহার জন্য প্রকৃতির ঈক্ষিতৃত্ব কল্পিত হইয়া থাকে, তাঁহাকেই মুখ্য সর্ব্বজ্ঞ এবং জগতের কারণ বলা যুক্তিসঙ্গত। প্রকৃতি-বিকার ত্রয়োদশ অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ সত্ত্বপ্রধান হইলেও, স্বয়ং অচেতন, অতএব ইহাদের বৃত্তিসকল কদাচ আপনাদিগকে

বা পরকে জানিতে পারে না। সহস্র অন্ধপথিকও পথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু একজন চক্ষুষ্মান্ পথ স্থির করিতে পারে, সুতরাং একজন চক্ষুষ্মান্ই মার্গদর্শী, স্বতন্ত্র—কর্ত্তা, সহস্র অন্ধ পথিকের নেতা। স্বয়ং অচেতন বুদ্ধিসত্ত্বে চিচ্ছক্তির প্রতিবিম্ব সংক্রান্ত হইলে, তবে ইহার জানিবার সামর্থ্য হয়, অতএব চিচ্ছক্তিকেই স্বতন্ত্র জ্ঞাত্রী বলিতে হইবে। নিত্য-জ্ঞান-ক্রিয় ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব উপপন্ন হয় না, কারণ, যিনি-নিত্য-জ্ঞান-ক্রিয়, তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রতি স্বাতন্ত্র্য—কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না। নিত্য-জ্ঞান-ক্রিয়ের সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না, তাহা কে বলিল? যাঁহার সর্ব্ববিষয়ের অবভাসনক্ষম জ্ঞান নিত্য বিদ্যমান, তিনি কি অসর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন? যাহার জ্ঞান অনিত্য, সেই কদাচিৎ জানে, কদাচিৎ জানিতে পারে না, সুতরাং তাহাকেই অসর্ব্বজ্ঞ বলা সঙ্গত, ব্রহ্মের জ্ঞান নিত্য, এই অপরাধে তাঁহাকে অসর্ব্বজ্ঞ বলা ঠিক নহে। 'ব্রহ্ম নিত্য-জ্ঞান-ক্রিয়, এই জন্য তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রতি স্বাতন্ত্র্য উপপন্ন হয় না', এইরূপ আক্ষেপের পরিহারার্থ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, আদিত্যের উষ্ণতা ও প্রকাশধর্ম্ম আদিত্যের সহিত সতত বিদ্যমান আছে, আদিত্য নিত্য উষ্ণতা ও প্রকাশধর্ম্মবিশিষ্ট, তথাপি 'সূর্য্য দগ্ধ বা প্রকাশ করিতেছে', সূর্য্যের এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের — কর্ত্তৃত্বের ব্যপদেশ—ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়, অর্থাৎ, নিত্যেরও ঔপাধিক জন্যত্বের ব্যপদেশ হইয়া থাকে। নিত্যজ্ঞান ব্রহ্মেও এইরূপ দৃশ্যাবচ্ছেদকৃত অনিত্যত্বের অনিত্যত্বের আরোপপূর্ব্বক, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, এবম্প্রকার ব্যপদেশ হয়।

'ব্রহ্মের নিত্য-জ্ঞান-ক্রিয়ত্ব-নিবন্ধন জ্ঞানক্রিয়ার প্রতি স্বাতন্ত্র্য—কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না, অতএব তাঁহার মুখ্য সর্ব্বজ্ঞত্বও উপপন্ন হয় না', এই কথার অভিপ্রায় কি?

ক্রিয়া সিদ্ধিতে যে কারককে স্বতন্ত্র—প্রধান বা অগুণী ভূতরূপে বিবেচনা করা হয়,পাণিনিদেব তৎকারককে'কর্ত্তৃ' এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন ("স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা।"—পা ১।৪।৫৪)। 'স্বাতন্ত্র্য' কাহাকে বলে?

স্বতন্ত্রের ভাব 'স্বাতন্ত্র্য'। 'তন্ত্র' শব্দ প্রাধান্য, এই অর্থেরও বাচক হইয়া থাকে। 'স্ব' শব্দের অর্থ আত্মা। 'স্ব' বা আত্মা হইয়াছে, 'তন্ত্র' প্রধানভূত যাহার, তাহা 'স্বতন্ত্র'।* অনেক কারকসাধ্য ক্রিয়াতে যাহার ব্যাপার ধাতুদ্বারা অগুণভাবে—প্রাধান্যতঃ উক্ত হয়, তাহাই স্বতন্ত্র বা কর্ত্তৃকারক ("যস্য ধাতুনা ব্যাপারোঽগুণভাবেনোচ্যতে স এবাসৌ স্বতন্ত্র ইতি।"—কৈয়ট ও মঞ্জুষা)। কাষ্ঠাদি, কর্ত্তা দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইলে, তবে করণাদিশক্তি প্রাপ্ত হয়, কর্ত্তা পূর্ব্ব হইতেই করণাদি-প্রবর্ত্তক শক্তিবিশিষ্ট। কর্ত্তার সন্নিধিতে করণাদি পরতন্ত্র, কারণ ইহাদের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কর্ত্তার অধীন। প্রধানকর্ত্তার প্রতিনিধি দৃষ্ট হয় না, কিন্তু করণাদির প্রতিনিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। করণাদির অভাবেও, কেবল কর্ত্তাকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কর্ত্তার অভাবে করণাদিকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কারকান্তরের অবিবক্ষাতেও কর্ত্তার অগুণভাব—কর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য থাকে।† কর্ত্তা তটস্থ হইয়া—দূরে থাকিয়াও, করণাদির ন্যায় দ্রব্যে অনুপ্রবেশ না করিয়াও, ফলসিদ্ধির উপকারক হইতে পারেন, করণাদি তাহা পারে না। ভর্ত্তৃহরি কর্ত্তার স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ বর্ণনার্থ এই সকল কথা বলিয়াছেন (প্রাগন্যতঃ শক্তিলাভান্ন্যগ্‌ভাবাপাদনাদপি। তদধানপ্রবৃত্তিত্বাৎ প্রবৃত্তানাং নিবর্ত্তনাৎ।। অদৃষ্টত্বাৎ প্রতিনিধেঃ প্রবিবেকেঽপি দর্শনাৎ। আরাদপ্যুপকারিত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যং কর্ত্তুরিষ্যতে।।"— বাক্যপদীয়)। পাণিনিদের অপিচ বলিয়াছেন, 'যাহা কর্ত্তৃসংজ্ঞাবিশিষ্ট স্বতন্ত্রের প্রযোজক, তাহার 'হেতু'-সংজ্ঞা ও কর্ত্তৃসংজ্ঞা হইয়া থাকে ("তৎপ্রযোজকো হেতুশ্চ।"—১।৪।৫৫)। 'দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত দ্বারা পাক করাইতেছেন', এস্থলে দেবদত্ত যজ্ঞদত্তের

---

* "অস্তি প্রাধান্যে বর্ত্ততে। তদ্যথা স্বতন্ত্রোঽসৌ ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে স্বপ্রধান ইতি গম্যতে।"
—মহাভাষ্য।

"স্ব শব্দ আত্মবাচী। স্ব আত্মা তন্ত্রং প্রধানং যস্য স স্বতন্ত্র উচ্যতে। * * *"—কৈয়ট।

† "তেন যস্য গুণভাবো নাস্তি স কর্ত্তা কারকান্তরাবিবক্ষায়ামপি চাগুণ ভাবোঽস্ত্যেব।"
—হরদত্তমিশ্রবিরচিত পদমঞ্জরী।

"স স্বতন্ত্রস্ত্রিবিধঃ। শুদ্ধঃ প্রযোজকঃ কর্ম্মকর্ত্তা চেতি। তদনুকূল ব্যাপারাশ্রয়ঃ শুদ্ধঃ। ব্যাপারানাশ্রয়ত্বে সতি ফলাশ্রয়ো দ্বিতীয়ঃ। ফলানাশ্রয়ত্বে সতি অনুকূলব্যাপারাশ্রয়স্তৃতীয়ঃ।"
—গাগা ভট্ট।

"ধাতুপাত্তব্যাপারাশ্রয়ত্বং স্বাতন্ত্র্যম্‌।" —শব্দকৌস্তুভ।

প্রযোজক বলিয়া, কর্ত্তৃসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভাট্টচিন্তামণিতে উক্ত হইয়াছে, স্বতন্ত্র বা কর্ত্তা শুদ্ধ, প্রযোজক ও কর্ম্মকর্ত্তা, এই ত্রিবিধ। অনুকূলব্যাপার ও ফলের যাহা আশ্রয়, তাহা 'শুদ্ধ স্বতন্ত্র', ব্যাপারের আশ্রয় না হইয়া, যাহা ফলের আশ্রয়, তাহা প্রযোজক, এবং ফলের আশ্রয় না হইয়া, যাহা অনুকূল ব্যাপারের আশ্রয়, তাহা 'কর্ম্মকর্ত্তা'। ধাত্বর্থ-ব্যাপারের আশ্রয়ত্বই কর্ত্তৃত্ব। ভট্টোজীদীক্ষিতও স্বপ্রণীত শব্দ-কৌস্তুভ নামক গ্রন্থে ধাতূপাত্ত ব্যাপারের আশ্রয়ত্বকেই স্বাতন্ত্র্য বলিয়াছেন।।

'স্বাতন্ত্র্য' শব্দের অর্থ কি, তাহা অবগত হইলাম, এক্ষণে 'ব্রহ্মের নিত্যজ্ঞান-ক্রিয়ত্বনিবন্ধন স্বাতন্ত্র্য সম্ভব হয় না', এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

যিনি জানেন, তিনি 'জ্ঞ'। 'জ্ঞা' ধতুর উত্তর 'ক' প্রত্যয় করিয়া ('ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ।'— পা, ৩।১।১৩৫) 'জ্ঞ', এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যিনি সর্ব্বকে জানেন, তিনি 'সর্ব্বজ্ঞ'। 'নিত্যজ্ঞানক্রিয় ব্রহ্মের জ্ঞানক্রিয়ার প্রতি স্বাতন্ত্র্য বা কর্ত্তৃত্বের অসম্ভব বশতঃ মুখ্য সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না', যাঁহারা এই কথা বলেন, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, প্রকৃত্যর্থের অভাববশতঃ ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব অসিদ্ধ হয়, অথবা প্রত্যয়ার্থের অভাবনিবন্ধন তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা অনুপপন্ন হইয়া থাকে? প্রকৃত্যর্থ ও 'প্রত্যয়ার্থ, এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কি? 'প্রকৃতি' ও 'ধাতু, ইহারা একার্থক ("তত্রপ্রকৃতির্ধাতুরিত্যেকোঽর্থঃ।"— নিরুক্তটীকা)। অতএব 'প্রকৃত্যর্থ' শব্দের অর্থ 'ধাত্বর্থ'। প্রকৃতিকে নিমিত্ত করিয়া বিধীয়মান স্বার্থবোধক শব্দবিশেষের নাম 'প্রত্যয়'। প্রত্যয়ের অর্থ — প্রত্যয়ার্থ। 'জ্ঞা' ধাতুর অর্থ জানা।'ক' প্রত্যয় কর্ত্রর্থক। 'ব্রহ্মের জানাই অসম্ভব', এইজন্য কি, তাঁহাকে অসর্ব্বজ্ঞ বলা হইতেছে? ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, 'যাঁহার সর্ব্ববিষয়ে অবভাসনক্ষম নিত্যজ্ঞান বিদ্যমান, তিনি অসর্ব্বজ্ঞ, ইহা কি, কখন সম্ভব হয়', এতদ্বাক্যদ্বারা ব্রহ্মে যে, 'জ্ঞা'-ধাত্বর্থের অনুপপত্তি হয় না, তাহা বুঝাইয়াছেন। নিত্যজ্ঞান ব্রহ্মে 'জ্ঞা'-এই ধাত্বর্থের অনুপপত্তি হয় না, ইহা

বুঝাইয়া ভগবান্ ভাষ্যকার ইহাঁতে 'ক', এই প্রত্যয়ার্থেরও যে, অনুপপত্তি হয় না, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিয়াছেন, 'সবিতা নিত্য ঔষ্ণ্য ও প্রকাশবিশিষ্ট হইলেও, 'সবিতা দগ্ধ করিতেছে, প্রকাশ করিতেছে'এইরূপে সবিতার স্বাতন্ত্র্যের—কর্ত্তৃত্বের ব্যপদেশ হইয়া থাকে। যাহা স্বতন্ত্র, তাহাই যে, সর্ব্বত্র বিনা ব্যভিচারে ক্রিয়া —ব্যাপারের আশ্রয় হইবে,তাহা নহে, ক্রিয়াশ্রয়ত্বই স্বাতন্ত্র্যের একমাত্র লক্ষণ এই কথা বলা যাইতে পারে না। প্রযোজক, ব্যাপারের আশ্রয় না হইয়াও, স্বতন্ত্র।।

'জানা' সকর্ম্মক ধাতু, জ্ঞেয় বা কর্ম্ম না থাকিলে, জানা-ক্রিয়া কিরূপে নিষ্পন্ন হইবে? ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বই বা তাহা হইলে, সিদ্ধ হইবে কেন?

ফল ও ব্যাপারের (Action and effect) যেখানে একনিষ্ঠতা — একাধিকরণবৃত্তিতা আছে, তথায় ধাতু অকর্ম্মক, এবং যে স্থলে ফল ও ব্যাপারের অধিকরণ বা আশ্রয় বিভিন্ন, তৎস্থলে ধাতু সকর্ম্মক হইয়া থাকে, অর্থাৎ ফল ও ব্যাপার, এই উভয়েরই অশ্রয় এক হইলে, ধাতু অকর্ম্মক, এবং যে স্থলে ইহাদের আশ্রয় ভিন্ন, ফলাশ্রয় ও ব্যাপারাশ্রয় যেস্থলে এক নহে, তথায় ধাতু সকর্ম্মক হয়। * 'রাম অন্ন ভোজন করিতেছেন', 'শ্যাম হাসিতেছেন', এই বাক্যদ্বয়ের অর্থ চিন্তা করিলে, সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ক্রিয়ার স্বরূপ বিশদভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। 'রাম অন্ন ভোজন করিতেছেন', এই বাক্যে 'রাম' কর্ত্তৃপদ, এবং 'অন্ন' কর্ম্মপদ। 'রাম', এই শব্দবোধ্য অর্থের সহিত 'অন্ন' এই শব্দবোধ্য অর্থের যে, সামানাধিকরণ্য নাই, রাম যে অধিকরণে—যে আধার বা দেশে আছেন, অন্ন যে, তদধিকরণে নাই, রাম ও অন্ন, এই উভয়ের মধ্যে যে, দৈশিক ব্যবধান আছে, তাহা সহজবুদ্ধিগম্য। ফল ও ব্যাপারের এখানে একনিষ্ঠতা নাই, এই জন্য 'ভোজন করিতেছেন', এইটী 'সকর্ম্মকক্রিয়া'। 'শ্যাম হাসিতেছেন', এই বাক্যে 'শ্যাম' কর্ত্তৃপদ, এবং 'হাসিতেছেন' ক্রিয়াপদ। হাস্যব্যাপার

* "ফলব্যাপারয়োরেক নিষ্ঠতায়ামকর্ম্মকঃ।
ধাতুস্তয়োর্ধর্ম্মিভেদে সকর্ম্মক উদ্যাহৃতঃ।।" বৈয়াকরণভূষণসার।

সম্পাদন করিতে শ্যামকে ভিন্ন অধিকরণে স্থিত বস্তুবিশেষের সহিত সংযুক্ত হইবার আবশ্যক হয় না, হাস্য ব্যাপার ও হাস্যফল, এই উভয়েরই আশ্রয় শ্যাম। 'হাসিতেছেন' ক্রিয়া পদটী এইনিমিত্ত 'অকর্ম্মক'। কর্ত্তার যাহা ঈপ্সিততম (কর্ত্তার যাহা ঈপ্সিততম, পাণিনিদেব তাহাকেই 'কর্ম্ম' বলিয়াছেন—"কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম।"—পা.১।৪।৪৯). তাহা যখন কর্ত্তার স্বাধিকারে বিদ্যমান থাকে, তাহাকে পাইবার জন্য কর্ত্তাকে যখন ভিন্নাধিকরণ বস্তুর সহিত মিলিত হইতে হয় না, তখন কর্ত্তার যে,ব্যাপার হয়, তাদৃশ ব্যাপারকে (কর্ত্তার শক্তির স্ফুরণরূপ তাদৃশ কর্ম্মকে, সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত শক্তির স্থুলাবস্থাপ্রাপ্তিরূপ পরিবর্ত্তনকে) 'অকর্ম্মক' বলা হয়। জিজ্ঞাস্য হইবে, 'আমি আমাকে জানিতেছি', 'আত্মা আত্মাকে ধারণ করিয়া আছেন','আত্মা আত্মাকে উৎপাদন করিতেছেন', ইত্যাদি বাক্যে সকর্ম্মক ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয় কেন?

মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব, এই প্রশ্নের মীমাংসার্থ বলিয়াছেন (পূর্ব্বে জানাইয়াছি), 'শরীরাত্মা ও অন্তরাত্মাভেদে আত্মা দ্বিবিধ, অর্থাৎ যাহা কার্য, তাহার 'অন্ত' ও 'বহিঃ' এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে; শরীরাত্মা যে কর্ম্ম করেন, অন্তরাত্মা তজ্জনিত সুখ-দুঃখের অনুভব করিয়া থাকেন, এবং অন্তরাত্মা যে কর্ম্ম করেন, শরীরাত্মা তজ্জন্য সুখ-দুঃখের অনুভব করিয়া থাকেন। নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম ভিন্ন সকলেরই পশ্চাৎ অন্য আত্মা বা জ্ঞাতা আছেন। যিনি যাহার অন্তরে, তিনি তাঁহার আত্মা, তিনি তাঁহার জ্ঞাতা বা কারণ, এবং যিনি যাঁহার বাহিরে, তিনি তাঁহার জ্ঞেয়, তিনি তাঁহার দৃশ্য বা কার্য্য। 'আমি আমাকে জানিতেছি', এস্থলে'আমি'-শব্দ অন্তরাত্মার, এবং 'আমাকে' এই পদ শরীরাত্মার বাচক। দ্বৈতজ্ঞান সম্বন্ধের জ্ঞান। দুইটী রাশি যখন পরস্পর এইরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া উপলব্ধ হয় যে,একটীতে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইলে, অপরটীতে তদনুরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে, পরটীকে সাধারণতঃ পূর্ব্বটীর কার্য্য(Function)-রূপে অবধারণ করা হইয়া থাকে।* অতএব যাঁহারা গণিত-শাস্ত্রবিদ্, তাঁহারা অনায়াসেই

বুঝিতে পারিবেন যে, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ‘শরীরাত্মা যে কর্ম্ম করেন, অন্তরাত্মার তজ্জনিত সুখ-দুঃখের অনুভব হইয়া থাকে’, এই বাক্যদ্বারা কার্য্যকারণসম্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন। গাণিতিক (অবশ্য যাঁহারা ‘ক্যাল্‌কুলস্—Calculus নামক গণিত প্রকরণ বিদিত আছেন) ‘পরতন্ত্রপরিবর্ত্ত্য’ ও ‘স্বতন্ত্রপরিবর্ত্ত্য’(Dependent and Independent variables), এই দ্বিবিধ পরিবর্ত্ত্যের তত্ত্ব অবগত আছেন, সন্দেহ নাই। ‘পরতন্ত্রপরিবর্ত্ত্য ও কার্য্য, এবং ‘স্বতন্ত্রপরিবর্ত্ত্য ও কারণ, সমান পদার্থ। শক্তি কারণের আত্মভূত, এবং কার্য্য শক্তির আত্মভূত। অতএব কার্য্য ও কারণ, ইহারা বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, ভেদবুদ্ধি ইহাদিগকে যে ভাবে বুঝায়, ইহারা বস্তুতঃ তাহা নহে। জগতের জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিকগণ ক্রম ও যৌগপদ্যের জ্ঞান বলিয়াছেন; তা'ই ইহাঁরা যৌগপদ্য বা সহবর্ত্তিতাঘটিত এবং ক্রমঘটিত, এই দ্বিবিধ প্রাকৃতিক ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব-সম্বন্ধেরই (Uniformities of co-existence and uniformities of succession) তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকেন। অধ্যাপক বেন্ (Prof. BAIN) ক্রমিকসম্বন্ধকেই (Uniformities of succession) কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বলিয়াছেন। ক্রম ও যৌগপদ্যকে অতিক্রম করিয়া যে, কোন প্রকার লৌকিক-জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, কার্য্যমাত্রেই যে, ক্রম ও যৌগপদ্য, এই দুইটী সম্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ, তাহার কারণ কি? পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরির চরণপ্রসাদে আমার এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাইয়াছি। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, শব্দসকলের প্রয়োগকালে ‘ক্রম’ ও যৌগপদ্য’, এই দুইটী উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, জগৎ ক্রম ও যৌগপদ্যকে অতিক্রমপূর্ব্বক অবস্থান করিতে পারে না। (“দ্বাবভ্যুপায়ৌ শব্দানাং প্রয়োগে সমবস্থিতৌ। ক্রমো বা যৌগপদ্যং বা যৌলোকো নাতিবর্ত্ততে।”—বাক্যপদীয়)। ‘ক্রম’ ও ‘যৌগপদ্য’ এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ কি? ক্রমে রূপের ভেদ হয়,

* "In general, whenever two quantities are so related, that any change made in the one produces a corresponding variation in the other, then the latter is said to be function of the former." —*Differential Calculus*

যৌগপদ্যে তাহা হয় না। তবে যৌগপদ্যেও ক্রিয়া ক্রমরূপানুপাতিনী হইয়া থাকে। একটীর পর, আর একটী, তাহার পর আর একটী, এবম্প্রকার পৌর্ব্বাপর্য্যই ক্রমের (Succession) স্বরূপ। অতএব পরিবর্ত্তন—একভাব ত্যাগ-পূর্ব্বক, অন্যভাব গ্রহণ বা ক্রিয়া যে, ক্রমরূপানুপাতিনী, তাহা সুখবোধ্য। একটীর পর আর একটী, তাহার পর আর একটী, এবম্প্রকার পৌর্ব্বাপর্য্যই যে ক্রম, তাহা শুনিলাম, কিন্তু কথা হইতেছে, একটীর পর যে, আর একটীর আগমন হইতেছে, তাহাকে যদি পূর্ব্বটীর সহিত সম্বদ্ধ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে, ক্রমেরই বা জ্ঞান হইবে কেন? অতএব ক্রমোৎপন্ন ব্যাপারসমূহকে পরস্পর সম্বদ্ধ করে, এইরূপ কোন শক্তি যে, আছে, তাহা মানিতে হইবে। বৈদিক বা বৈয়াকরণগণ যে, বিশ্বজগৎকে শব্দের পরিণাম বা বিবর্ত্ত বলিয়াছেন, তাহা বহু বারই জানাইয়াছি। শব্দই যখন জগদাকারে পরিবর্ত্তিত হয়েন, তখন বলা বাহুল্য, শব্দের জ্ঞান হইলেই, জগতের জ্ঞান হইবে। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, শব্দের ভেদ-বৃত্তিক (Separative) ও সংসর্গবৃত্তিক (Aggregative), এই দ্বিবিধ শক্তি আছে। শব্দের ভেদশক্তি হইতে ক্রমের, এবং সংসর্গশক্তি হইতে যৌগপদ্যের জ্ঞান হইয়া থাকে, ক্রম ও যৌগপদ্য প্রকৃতপ্রস্তাবে যথাক্রমে, ভেদ ও সংসর্গশক্তির কার্য্য (ভেদসংসর্গশক্তী দ্বে শব্দাত্মিন্নে ইব স্থিতে।"—বাক্যপদীয়। "ততশ্চ ক্রমযৌগপদ্যে ভেদসংসর্গশক্তিরূপে।"—বাক্যপদীয়-টীকা)। রজোগুণের প্রাধান্যেই যে, ভেদবুদ্ধির প্রাধান্য হইয়া থাকে, রজোগুণই যে, দ্বৈতজ্ঞানের প্রসূতি, ভগবদগীতাতে শ্রীভগবান্ (পূর্ব্বে জানাইয়াছি) তাহাই বুঝাইয়াছেন। কারণ হইতে কার্য্য বস্তুতঃ ভিন্ন না হইলেও, যে কারণবশতঃ আমরা ইহাদিগকে ভিন্ন বলিয়া বুঝি, সংক্ষেপে তাহা জানান হইল, অকর্ম্মক এবং সকর্ম্মক-ক্রিয়ারও স্বরূপ দেখিলাম। শারীরকভাষ্যপ্রণেতা ভগবান শঙ্করাচার্য্য নিত্যজ্ঞান-ক্রিয় ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্যও উপপন্ন হয়, এই কথা বুঝাইবার জন্য যে সকল তর্ক করিয়াছেন, তাহাদের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে হইলে, অথবা বুদ্ধিপূর্ব্বক ও

অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের তত্ত্ব যথাযথভাবে অবগত হইতে হইলে, কারক এবং অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক ক্রিয়ার স্বরূপ-চিন্তন অবশ্য কর্ত্তব্য, আমরা এই নিমিত্ত এই বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক দুই এক কথা বলিলাম।

কর্ম্ম না থাকিলেও, কর্ত্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্যের ব্যপদেশ হইয়া থাকে। 'ঘট হইতেছে' এই বাক্যের 'উপাদানকারণ মৃত্তিকাই ঘটরূপ কার্য্যাত্মাতে পরিণত হইতেছে' ইহাই অর্থ। 'সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন', এস্থলে যেমন কর্ম্মের অভাবেও, সূর্য্যের কর্ত্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্ম না থাকিলে ওর 'ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন', ব্রহ্মের এইরূপ কর্ত্তৃত্বের—স্বাতন্ত্র্যের ব্যপদেশ হইতে পারে, ব্রহ্ম তৎকালে সকর্ম্মক ক্রিয়া না করিলেও, অকর্ম্মক ক্রিয়া করিয়া থাকেন। "সবিতার দাহ্য ও প্রকাশ্যের সহিত সংযোগ হয় বলিয়া, 'সবিতা দগ্ধ করিতেছেন', সবিতা প্রাকাশ করিতেছেন', এইরূপ কর্ত্তৃত্বের ব্যপদেশ উপপন্ন হয়। কিন্তু সৃষ্টির অগ্রে ব্রহ্মের ঈক্ষণ-কর্তৃক কিরূপে উপপন্ন হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর পাইলাম, ভাষ্যকার ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের সহিত দার্ষ্টান্তিকের বৈষম্যাপবাদ নিরাকৃত হইল।

কুম্ভকার যখন ঘট নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করে, তখন কুম্ভকারের উপাধিরূপ অন্তঃকরণের যে পরিণতি হয়, তাহাই কুম্ভকারের ঈক্ষণ— সংকল্প, এইরূপ অনাদি-কাল-প্রবৃত্ত সৃষ্টিসংস্কণর বিশিষ্ট, ব্রহ্মোপাধি অবিদ্যার, প্রলয়-কারণ কর্ম্মের ক্ষয় বা উত্থাপিত—প্রবোধিত সংস্কারাদি নিমিত্ত-নিবন্ধন যে সৃষ্টির সর্গোন্মুখা পরিণতি, তাহাই ব্রহ্মের ঈক্ষণ— ব্রহ্মের সংকল্প।

মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম, অব্যয় ব্রহ্মই ভূতযোনি—অখিল বিশ্বের কারণ। ঊর্ণনাভ—লূতাকীট (Spider) যেমন কোন কারণান্তরের অপেক্ষা না করিয়া, স্বয়ংই স্বীয় শরীর হইতে অব্যতিরিক্ত তন্তুসমূহকে বাহিরে প্রসারিত, এবং উহাদিগকে আপনাতে প্রত্যাহার করিয়া থাকে (Outbrings and absorbs), পৃথিবীতে যেমন পৃথিবী হইতে অব্যতিরিক্ত ওষধি প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে, জীবিত পুরুষ হইতে যেমন কেশ-লোমাদির আপনা হইতে উদ্ভব হয়, সেইরূপ

নিমিত্তান্তরের অনপেক্ষ অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে বিশ্বজগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম হইতে উৎপদ্যমান বিশ্ব কি, যুগপৎ উৎপন্ন হয়, অথবা ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে? শ্রুতি বলিয়াছেন, বিশ্বের উৎপত্তি, বদরমুষ্টি-প্রক্ষেপের ন্যায় (হাতে কতিপয় কুল আছে, যাহাদিগকে ছড়াইয়া দেওয়ার মত) যুগপৎ হয় না, ক্রমশ'ই হইয়া থাকে। পরব্রহ্ম হইতে কিরূপ ক্রমে, বিশ্বের বিকাশ হয়, তাহা জানাইবার জন্য শ্রুতি (মুণ্ডাকোপনিষৎ) বলিয়াছেন, ভূতযোনি অক্ষরব্রহ্ম তপঃ বা অব্যাকৃত নাম-রূপবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা (ভগবানের তপঃ জ্ঞানময়, আয়াসময় নহে) উপচিত হয়েন। পরমেশ্বর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের শক্তিবিশিষ্ট, অপিচ তিনি ইহার উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের বিধি বা নিয়মজ্ঞ। বীজ যখন অঙ্কুর হয়, তখন তাহার যেমন উপচয়-বৃদ্ধি হয়, অসত্তরূপ বিশ্ববীজ যখন অব্যাকৃত অবস্থা হইতে ব্যাকৃত অবস্থাতে ইলাগমনের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার উপচয়—স্থূলতা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সত্যসংকল্প, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকাম ব্রহ্মের অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে ব্যক্ত বা স্থূল অবস্থা প্রাপ্তির সংকল্পই তাঁহার উপচিতি। সত্যসংকল্প, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের ব্যাচিকীর্ষা—ব্যাকৃত—স্থূলরূপে অভিব্যক্ত হইবার বহু হইবার ইচ্ছা বা জগৎ সৃষ্টি করিবার কামনা হইলে, অন্নের—অব্যাকৃত ভোগ্যের— সাধারণ সংসারীদিগের ব্যাচিকীর্ষিত অবস্থার উৎপত্তি হয়। অন্ন হইতে প্রাণ—হিরণ্যগর্ভ—ব্রহ্মের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠান —সম্মূর্চ্ছিতভাব (সাংখ্যদর্শন যাঁহাকে মহত্তত্ত্ব বলিয়াছেন), জগৎ-সাধারণ সূত্রাত্মা আবির্ভূত হয়েন। প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভ হইতে সংকল্প-বিকল্পাদি-লক্ষণ মনের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। মন হইতে সত্যসংজ্ঞক (সত্য হইয়াছে সংজ্ঞা বা নাম যাহার, ভূতকে 'সত্য' এই নামে উক্ত করা হইয়া থাকে) আকাশাদি পঞ্চভূতের ক্রমশঃ উৎপত্তি হয়। আকাশাদি ভূতপঞ্চকের উৎপত্তি হইলে, এই ভূতপঞ্চক হইতে মহদণ্ডের, এবং তদনন্তর ক্রমশঃ ভূরাদি সপ্তলোকের বিকাশ হইয়া থাকে। তৎপরে মনুষ্যাদি প্রাণিজাত, বর্ণাশ্রমক্রমে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মসমূহ ও তৎফলের অভিব্যক্তি হয়। যিনি সর্ব্বজ্ঞ (সামান্যতঃ সকলকে জানেন,) ও সর্ব্ববিৎ (বিশেষতঃ সকলকে

জানেন), যে ভগবানের জ্ঞানই তপঃ, সেই কারণ-ব্রহ্ম হইতে এই কার্য্যলক্ষণ হিরণ্যগর্ভাখ্য জগদাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে।*

মুণ্ডকোপনিষদের বিশ্বজগতের সৃষ্টিবিষয়ক এই অতীব সারগর্ভ উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিলে, 'বিশ্বের সৃষ্টি বুদ্ধিপূর্ব্বক বা সংকল্পমূলক', এই কথার প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে, জড়প্রধান যে, বিশ্বের মূলকারণ নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইবে, আদিকর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্য যে, অসম্ভব নহে, তাহা উপলব্ধি হইবে, ব্রহ্মের সংকল্প বা ইচ্ছাশক্তিই যে, প্রকৃতি, তাহা সপ্রমাণ হইবে, বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ ও ক্রমবিকাশবাদ, এই উভয়ের বিরোধভঞ্জন হইবে।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, সৃষ্টির অগ্রে —প্রলয়কালেও কর্ম্ম থাকে, অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, সৃষ্টির অগ্রে বিদ্যমান, যথোক্ত 'কর্ম্ম'-পদার্থ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কি অভিন্ন? যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে, অদ্বৈতবাদের হানি হইবে,আর যদি অভিন্ন হয়,তবে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইবে না। উৎপত্তির পূর্ব্বে যে কর্ম্ম ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয় হয়, সেই কর্ম্মের স্বরূপ কি, অতঃপর তাহা জ্ঞাতব্য।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, যথোক্ত কর্ম্ম-পদার্থকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বলা যায় না, আবার অভিন্নও বলা যায় না। অব্যাকৃত— অনভিব্যক্ত, অপিচ ব্যাচিকীর্ষিত—ব্যাকৃত হইবার ইচ্ছাবিশিষ্ট নাম ও রূপই তৎকর্ম্মের স্বরূপ। নাম-রূপাত্মক উক্ত কর্ম্মকে যে, অব্যাকৃত বলা হইয়াছে,'ব্যাকৃতের সৃষ্টি-সিদ্ধি হইতে পারে না', ইহাই তাহার কারণ, যাহা ব্যাকৃত—ব্যক্ত তাহার আবার সৃষ্টি হইবে কি? অব্যাকৃতের যদি অব্যাকৃত অবস্থাতে থাকাই স্বভাব হয়, তাহা হইলেও, সৃষ্টি— ব্যাকৃত অবস্থাপ্রাপ্তি অসম্ভব হয়, এই নিমিত্ত উহাকে 'ব্যাচিকীর্ষিত'—ব্যাকৃত হইবার ইচ্ছা বা সংকল্পবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। *

---

* "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্।।" — মুণ্ডকোপনিষৎ।

* "কর্ম্মাপেক্ষায়াং তু ব্রহ্মণীক্ষিতৃত্বশ্রুতয়ঃ সুতরামুপপন্নাঃ। কিংপুনস্তৎ কর্ম্ম যৎ প্রাগুৎপত্তেরীশ্বরজ্ঞানস্য বিষয়োভবতি। তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে নাম-রূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে ইতি ক্রমঃ। —শারীরকভাষ্য।

কর্ম্মকে (জ্ঞেয়কে) যখন জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন বা অভিন্নরূপে নির্ব্বাচন করা সম্ভব নহে, তখন কর্ম্মের স্বরূপ কিরূপে নিশ্চিত হইবে? তাহা হইলে, দার্শনিকগণ এত তর্ক-বিতর্ক করিয়াছেন কেন? 'ইহা কিংস্বরূপ, তাহা বলা যায় না', এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য এত আয়াস স্বীকারের প্রয়োজন কি? ইহা কি, বহ্বাড়ম্বরে লঘুক্রিয়া (Much ado about nothing) নহে?

ব্রহ্মই যে, বিশ্বজগতের উপাদান-কারণ, অপিচ ব্রহ্মই যে, ইহার নিমিত্তকারণ, অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে হইলে, তাহা সপ্রমাণ করিতে হইবে। বিশ্বজগৎ শুদ্ধ জড় প্রধান বা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় নাই, হইতে পারে না, অদ্বৈতবাদ স্থাপন, জড়ৈকত্ববাদের প্রত্যাখ্যান, এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে হইলে, বলা বাহুল্য, ইহাও সপ্রমাণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অদ্বৈতবাদীদিগের ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ নহেন। ঈশ্বর যদি কেবল নিমিত্ত কারণ হয়েন, তাহা হইলে, উপাদাকারণ বা প্রকৃতিকে নিমিত্তকারণ হইতে পৃথক পদার্থরূপে নির্ব্বাচন করিতে হয়; উপাদানকারণকে নিমিত্তকারণ হইতে পৃথক্ পদার্থরূপে নির্ব্বাচন করিলে, অদ্বৈতবাদের হানি বা অসিদ্ধি হয়। আবার জড় প্রকৃতি চেতনের প্রেরণানিরপেক্ষ হইয়া, স্বয়ং বিশ্বজগদাকারে পরিণত হইয়া থাকে, যদি ইহা প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্য ব্যাহত হয়। অদ্বৈতবাদিগণ এইজন্য ব্রহ্মই যে, বিশ্বজগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ, ব্রহ্ম যে, অভিন্ন নিমিত্তোপাদান-স্বরূপ, ব্রহ্মের ঈক্ষণ বা সংকল্পই যে, সৃষ্টির মূলকারণ, তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। ব্রহ্মই যে,জগতের উপাদান, এবং ব্রহ্মই যে, নিমিত্তকারণ, কিরূপে তাহা সপ্রমাণ হইতে পারে? বাদী কিরূপ যুক্তি বা প্রমাণদ্বারা ব্রহ্মকেই উপাদান, এবং ব্রহ্মকেই নিমিত্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন? অপিচ প্রতিবাদীই বা অদ্বৈতবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক দ্বৈতবাদ স্থাপনের জন্য কি প্রকার যুক্তিশরের আশ্রয় লইয়াছেন? 'ব্রহ্মই জগতের উপাদান, এবং ব্রহ্মই নিমিত্ত', ইহা সপ্রমাণ করিতে হইলে, প্রথমতঃ উপাদান ও নিমিত্ত, এই কারণদ্বয়ের স্বরূপ-নিরূপণ আবশ্যক, তদনন্তর ব্রহ্মের স্বরূপ কি, তাহা (যতদূর সম্ভব) নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

দ্বৈতবাদের স্থাপন হইতে অদ্বৈতবাদের (জড়ৈকত্ববাদের কথা এখন ছাড়িয়া দিলাম) স্থাপন নিশ্চয়ই অধিকতর কষ্টসাধ্য। অদ্বৈতবাদের স্থাপন করিতে হইলে, কেবল প্রত্যক্ষ বা অনুমানপ্রমাণের শরণ-গ্রহণ করিলে, ইষ্টসিদ্ধি হয় না। বেদান্তদর্শন এইজন্য শ্রুতিকেই বিশেষতঃ আশ্রয় করিয়াছেন। বাগ্‌যুদ্ধ করা, ও সত্যের উপলব্ধি করা, নিশ্চয়ই পৃথক্ সামগ্রী। জলচর জন্তুর স্থলের জ্ঞানার্জ্জন যেমন অসাধ্য ব্যাপার, দ্বৈতজ্ঞান-সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির, অবিদ্যার ক্রীড়া-পুত্তলিকার, অদ্বৈতজ্ঞানার্জ্জনও সেইরূপ অসাধ্য ব্যাপার। দ্বৈতবুদ্ধির সংস্কার আমাদের মজ্জায়-মজ্জায় লগ্ন হইয়া আছে, এ সংস্কারকে সমূলে উৎপাটিত করিতে না পারিলে, অদ্বৈতজ্ঞানের বিমলপ্রভা বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত হইতে পারে না', যিনি যথারীতি পুনঃ পুনঃ বিচারপূর্ব্বক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন, অদ্বৈতজ্ঞানার্জ্জনে তিনি অধিকারী হইবেন। অতএব বৈদান্তিকদিগের অনির্ব্বচনীয়বাদ অনর্থক নহে, মানুষকে বচনদ্বারা যতদূর বুঝাইতে পারা যায়, অদ্বৈতবাদিগণ ততদূর বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু যাহা বচনদ্বারা বুঝাইবার নহে, যাহা স্বানুভূতিবেদ্য, তাহাকে তাঁহারা বচনদ্বারা কিরূপে বুঝাইতে পারেন? শ্রুতি বলিয়াছেন, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব অন্তরাত্মা পরমপুরুষ বা পরমাত্মাকে কেহ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণদ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, তিনি স্বপ্রকাশ-স্বরূপ, যাঁহাদিগের বুদ্ধি, যথাবিধি সাধনাদ্বারা নির্ম্মল হইয়াছে, সংশয় বিরহিত হইয়াছে, পরমাত্মা তাঁহাদের বুদ্ধিতে স্বয়ং প্রকাশ পান। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত যখন বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়, অধ্যবসায়লক্ষণ বুদ্ধি যখন আর স্বীয় ব্যাপার নিষ্পাদন করে না,তখনই অদ্বৈত-জ্ঞান-রবির বিকাশ হইয়া থাকে। যিনি অনন্ত, যিনি অনাদি, যিনি সর্ব্বকার্য্যের পরমকারণ, তাঁহার স্বরূপ বাক্যদ্বারা বর্ণন করা যায় না, ঐন্দ্রিয়কজ্ঞান তাঁহার সমীপে গমন করিতে পারে না, মনঃ তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না, যিনি এই কথা বলেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে

পরমাত্মার স্বরূপ কিছু জানিয়াছেন। তবে ইহাও এস্থলে বক্তব্য যে,'এইরূপ মত প্রকাশ করিবার শক্তি তো সকলেরই আছে', যাঁহারা এই কথা বলিবেন, তাঁহারা এই সকল কথার প্রকৃত মর্ম্ম-গ্রহণ করিবার যোগ্য নহেন। বহুজন্মের সাধনাবলে, বহুকাল ব্যাপিয়া শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন করিবার পর, প্রাগুক্ত শ্রুতি-বচনসমহের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহের শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহা আমি বুঝি, যাহা আমি পারি, তাহা অকিঞ্চিৎকর, আত্মকল্যাণার্থীর সর্ব্বদা ইহা ভাবা উচিত। স্বীয় উৎপ্রেক্ষামূলক— স্ব-স্ব বুদ্ধি-পরিকল্পিত, বেদবিরুদ্ধ তর্ক বিতর্কদ্বারা কেহ কখন বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে সমর্থ হয়েন না ("নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।"—কঠোপনিষৎ)। ব্রহ্ম ও ক্ষত্র— হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতি, ইহাঁরা সর্ব্বধর্ম্মের বিধায়ক হইলেও, সকলের প্রাণভূত হইলেও, যে পরমাত্মার ওদন—অশন—ভোগ্যস্বরূপ, সর্ব্বহর— সর্ব্বভক্ষক মৃত্যু যাঁহার উপসেচন— উপকরণ-স্বরূপ, সাধনবিহীন হইয়া, প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে পারে (যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ।।"—কঠোপনিষৎ)।

এক ব্রহ্মের অবিদ্যোপহিতত্বদ্বারা উপাদানত্ব, এবং অবিদ্যার পরিণাম ইচ্ছা-যত্নাদির আশ্রয়ত্ব-হেতু নিমিত্তত্ব সম্ভব হইয়া থাকে ("একস্যৈবাবিদ্যোপহিতত্বেনোপাদানত্বস্যাবিদ্যা পরিণামেচ্ছাকৃত্যাদ্যাশ্রয়ত্বেন নিমিত্তত্বস্যাপি সম্ভবাৎ।"—অদ্বৈতসিদ্ধি)। নির্ব্বিশেষ—নির্ব্বিকার ব্রহ্মের, কিরূপে উপাদান ও নিমিত্তকারণ হওয়া সম্ভব হইতে পারে? বিকারবৎ কারণেরই উপাদানত্ব উপপন্ন হয়, নির্ব্বিকারের উপাদানত্ব উপপন্ন হয় না; ব্রহ্মকে যদি বিশ্বজগতের উপাদান বলা যায়, তাহা হইলে, 'ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, তিনি শুদ্ধ', ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ হইয়া থাকে। অদ্বৈত-সিদ্ধিকার পূজ্যপাদ মধুসূদনসরস্বতী এতদুত্তরে বলিয়াছেন, পরিণামিতাদ্বারা ব্রহ্মের উপাদানত্ব সিদ্ধ না হইলেও, বিবর্ত্তাধিষ্ঠানতাদ্বারা উপাদানত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'বিবর্ত্তাধিষ্ঠানত্ব' কাহাকে বলে? বিবর্ত্তের কারণ অজ্ঞানবিষয়ত্বই

বিবর্ত্তাধিষ্ঠানত্ব! অবিদ্যা বা মায়া ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, অবিদ্যা বা মায়া ব্রহ্মের শক্তি। এই দ্বৈত-ইন্দ্রজালের উপাদানকারণ অজ্ঞান ব্রহ্মাশ্রিত, এইজন্য অদ্বৈত-দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলা হইয়া থাকে। * বিশেষ বিবরণ অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থ পাঠপূর্ব্বক অবগত হইবেন। সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন, বিচারাসহত্বই— বিচারদ্বারা স্বরূপাবধারণের অযোগ্যত্বই, অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়ত্বই অবিদ্যার অলঙ্কার, ইহাই তো অবিদ্যার অবিদ্যাত্ব, ইহাই অবিদ্যার লক্ষণ। অবিদ্যা যদি বিচারাসহিষ্ণু না হইতেন, তাহা হইলে তো ইনি বস্তু (যাহা বাস করে, যাহা সৎ, তাহা বস্তু) হইতেন। †

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নিরীশ্বরবাদিগণকে নিত্যজ্ঞানক্রিয় ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য, ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা বুঝাইয়া, পরে সেশ্বরবাদী যোগশাস্ত্রবিদ্‌দিগকে বলিয়াছেন, যাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে, যোগিগণ অতীত ও অনাগত বিষয়সমূহকেও প্রত্যক্ষ করিতে পারিব, এইরূপ আশা করেন, সেই নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-বিষয়ক নিত্যজ্ঞান থাকা অসম্ভব নহে, সেই যোগশাস্ত্রবিদ্‌দিগকেও কি, আবার ইহা বুঝাইতে হইবে? পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, ঈশ্বর-প্রণিধানদ্বারা ব্যাধি প্রভৃতি চিত্তবিক্ষেপক সমস্ত অন্তরায় তিরোহিত হইয়া থাকে, এবং যোগীর ঈশ্বর বা আত্মার স্বরূপ-দর্শন হয় ("ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।"— যোগসূত্র)।

---

* "ননু নির্ব্বিশেষং চেদ্‌ব্রহ্ম কথং তদেব নিমিত্তমুপাদানমিত্যভিন্ননিমিত্তোপাদানকত্বং জগতঃ বিকারবৎকারণস্যৈবোপাদানত্বাৎ ব্রহ্মণোঽবিকারত্বাৎ অন্যথা নির্ব্বিকারো হরঃ শুদ্ধ ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধাপত্তিরিতি চেন্নপরিণামিতয়োপাদানত্বাভাবেঽপি বিবর্ত্তাধিষ্ঠানতয়োপাদানত্বসম্ভবাৎ বিবর্ত্তাধিষ্ঠানত্বং চ বিবর্তকারণাজ্ঞানবিষয়ত্বমেব তদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ অস্যদ্বৈতেন্দ্রজালস্য যদুপাদানকারণং অজ্ঞানং তদুপাশ্রিত্য ব্রহ্ম কারণমুচ্যত ইতি * * *" —অদ্বৈতসিদ্ধি।

† "সেয়ং ভ্রান্তির্নিরালম্বা সর্ব্বন্যায়-বিরোধিনী।
সহতে ন বিচারং সা তমো যদ্বদ্দিবাকরম্।।
বিচারাসহত্বং চাবিদ্যায়া অলঙ্কার এব।
অবিদ্যায়া অবিদ্যাত্বমিদমেবাত্র লক্ষণম্।
যদ্বিচারাসহিষ্ণুত্বমন্যথা বস্তু সা ভবেৎ।।" — নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি।

প্রতিভার অনধিগম্য পদার্থকে কেহ জানিতে পারেন না, সংস্কারের আবরণভেদ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। স্থূলপ্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমানের বাহিরের কথা সাধারণতঃ যে, অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত হইবে, তাহা অন্যায় নহে। সংকল্প বা ঈক্ষণ শরীরাদির সম্বন্ধ ব্যতিরেকে উপপন্ন হয় না, আমাদের ইহাই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব সংশয় হইবে, সৃষ্টির অগ্রে শরীরাদির সম্বন্ধ ব্যতিরেকে ব্রহ্মের সংকল্প কিরূপে হইতে পারে? ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এতাদৃশ সংশয়-নিরসনার্থ বলিয়াছেন, সবিতার প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মের জ্ঞান নিত্য, ব্রহ্ম নিত্যজ্ঞানস্বরূপ; যিনি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ তাঁহার জ্ঞানের সাধনের অপেক্ষা হয় না। সংসারী জীব অবিদ্যা-প্রতিবদ্ধ, এইনিমিত্ত ইহাদের জ্ঞানোৎপত্তিতে শরীরাদি জ্ঞানসাধনের প্রয়োজন হয়, জ্ঞান-প্রতিবন্ধক কারণরহিত ঈশ্বরের জ্ঞানসাধনের প্রয়োজন হইবে কেন? শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি এইজন্যই বলিয়াছেন, পরমেশ্বরের কার্য্য— শরীর বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিকতর কোন পুরুষ কখন কাহারও দৃষ্টি বা শ্রুতিপথে পতিত হয়েন নাই, পরমেশ্বরেরই বিবিধ প্রকৃষ্ট শক্তিসমূহের এবং স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানক্রিয়া সর্ব্ববিষয়জ্ঞানের প্রবৃত্তি) ও বলক্রিয়ার (সর্ব্বনিয়মনক্রিয়া কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পরমেশ্বরের পাণি না থাকিলেও তিনি সর্ব্বগ্রাহী, পাদ না থাকিলেও, তিনি দূরগামী, চক্ষুঃ না থাকিলেও, তিনি সকলই দেখিতে পান, কর্ণ না থাকিলেও, তিনি সকলই শুনিতে পান, অমনস্ক হইলেও, সর্ব্বজ্ঞতাবশতঃ তিনি সমস্তই জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার অন্য বেত্তা— জ্ঞাতা নাই। পরমেশ্বর সর্ব্বকার্য্যের কারণ, এইজন্য তাঁহাকে অগ্র্য—প্রথম বা প্রধান, তাঁহাকে পূর্ণ—মহান্ বলা হয়। *

জড় বা অচেতন প্রকৃতি যে, বিশ্বের মূলকারণ নহে, বিশ্বের সৃষ্টি যে, প্রেক্ষাপূর্ব্বক, তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রুতি ও শ্রুতির তাৎপর্য্য-প্রকাশক

---

* "ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাঽস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ।"
*　　　*　　　*　　　*
অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স চেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।।"
—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

বেদান্তদর্শন যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম অতি সংক্ষেপে জানান হইল।

সাংখ্যদর্শন যেজন্য ব্রহ্মকে বিশ্বের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, বিশ্বের আদ্যসৃষ্টিকে বুদ্ধিপূর্ব্বক বলিতে অসম্মত, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। যিনি কূটস্থ, যিনি অপরিণামী তাঁহার কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। সাংখ্যমতে অনুকূল-প্রযত্নবিশিষ্ট অন্তঃকরণের যে প্রকৃতিত্ব, তাহাই কর্ত্তৃত্ব। অতএব অপরিণামী, অদ্বিতীয়, নির্গুণ ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হয় না। ন্যায়মতে কর্ত্তৃত্ব মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্নবত্ত্ব মুখ্যকর্ত্তৃত্ব, এবং ব্যাপার বা ক্রিয়াশ্রয়ত্ব গৌণকর্ত্তৃত্ব। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে, চেতনের যে কর্ত্তৃত্ব, ন্যায়মতে তাহাই মুখ্যকর্ত্তৃত্ব, এবং অচেতনের যে কর্ত্তৃত্ব, তাহাই গৌণকর্ত্তৃত্ব। বৈয়াকরণেরা স্বাতন্ত্র্যকেই কর্ত্তৃত্ব বলিয়াছেন। স্বাতন্ত্র্য যে, জড় বা পরতন্ত্রের থাকিতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহ। তথাপি অপরিণামী,এক, নির্গুণ ব্রহ্মেরও যে, কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞাতৃত্বাদি উপপন্ন হয় না, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সাংখ্যদর্শনের ন্যায় প্রতীচ্য দার্শনিকগণও বলিয়াছেন, পরিবর্ত্তন ব্যতীত জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, এবং সর্ব্বদাই পদার্থদ্বয়াত্মক, জ্ঞাতৃ ও জ্ঞেয়, এই দুইটী পদার্থের সম্বন্ধমূলক। কোন কিছু জানিতে হইলে, চিন্তা করিতে হয়; চিন্তনব্যাপার চিত্তসংস্কার বা ভাবনার সহিত বর্ত্তমান চিত্তোপরাগের সম্মেলন ভিন্ন অন্য কিছু নহে; এবং ইহা করিতে হইলে, আন্তর-পরিবর্ত্তনের অধীন হইতেই হইবে। অতএব পরিবর্ত্তনের অধীন না হইলে, কোন কিছু উপলব্ধি করা অসম্ভব।* অতএব অপরিণামী, এক ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বাদি কিরূপে উপপন্ন হইবে, এই প্রশ্নের সমাধান নিশ্চয়ই সুখসাধ্য নহে। বৈদান্তিকগণ বলিয়াছেন, চৈতন্য ব্রহ্মের স্বভাব, ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ, নিত্য, অপরিণামী, অতএব ইহা ক্রিয়া পদার্থ হইতে পারে না। ব্রহ্ম অনবচ্ছিন্ন হইলেও, বিষয়ের উপধানভেদকৃত

* অধ্যাপক বেন্ (Prof. BAIN) বলিয়াছেন—"As regards *knowledge*, there must likewise be a transition, or change ; and the act of knowing includes always two things."
—*Logic. Part I., p. 23.*

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের উক্তি—"To be conscious is to think: to think is to put together impressions and ideas ; and to do this is to be the subject of internal changes."
—*Principles of Psychology, Vol. II., p 291.*

অবচ্ছেদবশতঃ তাঁহার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। কল্পিতভেদ তাদৃশ ব্রহ্মের (সগুণ ব্রহ্মের) অনিত্যত্ব ও কার্য্যত্ব উপপন্ন হয়। 'অনাদি-কাল প্রবৃত্ত সৃষ্টি-সংস্কারবিশিষ্ট ব্রহ্মোপাধি অবিদ্যার, প্রলয়কারণ কর্ম্মের ক্ষয়বশতঃ উত্থাপিত— প্রবোধিত সংস্কারাদি নিমিত্ত-নিবন্ধন যে সৃষ্টি বা সর্গোন্মুখা পরিণতি, তাহাই ব্রহ্মের ঈক্ষণ।' যথোক্ত লক্ষণ ব্রহ্মের এবম্প্রকার ঈক্ষণ বা সংকল্পে স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হইতে পারে, কূটস্থ নিত্য, অপরিণামী ব্রহ্মের ঔদাসীন্য বাস্তব হইলেও, অনাদি, অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের ব্যাপারবত্ত্ব প্রতীয়মান হয়, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে। * সাংখ্যের সহিত তাহা হইলে, বেদান্তের বিরোধ কোথায়?

শ্রুতি ও শ্রুতি-তাৎপর্য্য-প্রকাশক বেদান্তদর্শন বলিয়াছেন, পরমাত্মা মায়াদ্বারা বিবিধ বিচিত্র জগদাকার ধারণ করেন, পরমাত্মা হইতে অভিন্ন তদীয় শক্তিরূপা মায়া বা অবিদ্যা বিশ্বজগতের উপাদানকারণ, অতএব শ্রুতি বা বেদান্তের মতে ব্রহ্ম, বিশ্বজগতের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদন, শ্রুতি বা বেদান্ত বিবর্ত্তবাদী, জীবের সহিত ব্রহ্মের বাস্তবভেদ শ্রুতি বা বেদান্তে স্বীকৃত হয় নাই, শ্রুতি বা বেদান্তে নিত্য ঈশ্বরের স্বীকার আছে, সাংখ্যদর্শন ব্রহ্মকে অভিন্ন নিমিত্তোপাদান বলেন নাই, সাংখ্যদর্শন দ্বৈতবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন, সাংখ্যদর্শন পরিণামবাদী, সাংখ্যদর্শনে পুরুষের বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, সাংখ্যদর্শন চেতনের ব্যাপারমূলক অধিষ্ঠাতৃত্ব অঙ্গীকার করেন নাই, অয়স্কান্তবৎ সন্নিধানমাত্র-নিমিত্তক প্রেরকত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, সাংখ্যমতে আদ্যসর্গ অবুদ্ধিপূর্ব্বক। বেদান্তের সহিত সাংখ্যের এই সকল বিষয়ে মতের অনৈক্য আছে। সাংখ্যদর্শন আদিসর্গকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক বলিয়াছেন কেন?

সাংখ্যদর্শন ব্রহ্মের (ব্রহ্ম কূটস্থ নিত্য, ব্রহ্ম অপরিণামী এইজন্য) জ্ঞাতৃত্বাদি স্বীকার করেন নাই। সাংখ্যমতে চিচ্ছক্তির সন্নিধান-নিমিত্ত প্রকৃতি স্বয়ং বিশ্বাকারে, পরিণত হয়েন, প্রকৃতির চেষ্টা স্বভাব বা

---

* "যদ্যপি চ কূটস্থনিত্যস্যাপরিণামিনঃ ঔদাসীন্যমস্য বাস্তবং তথাপ্যনাদ্য নির্ব্বচনীয়াবিদ্যাবচ্ছিন্নস্য ব্যাপারবত্ত্বমবভাসত ইতি কর্ত্তৃত্বোপপত্তিঃ।"—ভামতী

সংস্কারবশতঃ হইয়া থাকে, অনাদিকর্ম্মের আকর্ষণই প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিক্ষোভের—বিচ্যুতির কারণ। অধ্যবসায়-লক্ষণ মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির আদ্যবিকার —প্রাথমিক পরিণাম, ইহা জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ও সম্মূর্চ্ছিতভাব। যে সকল কর্ম্ম সন্দর্শন—পদার্থসমূহের স্বরূপাবধারণ, প্রার্থনা ও অধ্যবসায়, এই ত্রিবিধ মানসব্যাপার বা সংকল্পপূর্ব্বক, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহারা 'বুদ্ধিপূর্ব্বক'। সাংখ্যদর্শন যখন নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই, চেতনের ব্যাপারমূলক অধিষ্ঠাতৃত্ব অঙ্গীকার করেন নাই, প্রকৃতি স্বভাব বা সংস্কারবশতঃ ক্রিয়া করিয়া থাকেন, বিশ্বাকারে পরিণত হয়েন, সাংখ্যদর্শনের যখন ইহাই মত, প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইলে, তবে অধ্যবসায়-লক্ষণ মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়, সাংখ্যদর্শনের যখন ইহাই সিদ্ধান্ত, তখন সাংখ্যদর্শন আদিসর্গকে 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক' ভিন্ন আর কি বলিতে পারেন?

প্রকৃতি যে, ক্রিয়া করেন, তাহা কি, সংকল্প বা যথোক্ত সন্দর্শনাদি ত্রিবিধ ব্যাপারপূর্ব্বক নহে, প্রকৃতি কি, যদৃচ্ছাক্রমে, কোন নিয়মের বশবর্ত্তী না হইয়া, পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন? বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কি, অনিয়মিত? সাংখ্যদর্শনকে এতদুত্তরে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, প্রকৃতি উদ্দেশ্যবিহীনা নহেন, ইনি যদৃচ্ছাক্রমে, কোন নিয়মের বশবর্ত্তী না হইয়া, পরিণাম সাধন করেন না, প্রকৃতির প্রত্যেক কার্য্যই নিয়মিত। শুদ্ধ জড়শক্তির কি, কালজ্ঞান থাকা সম্ভব? শুদ্ধ জড়শক্তি কি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ব্বাচনে সমর্থ হইতে পারে? ক্রিয়া করা জড়শক্তির ধর্ম্ম বা স্বভাব, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু ক্রিয়ার প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে জড়ের স্বাতন্ত্র্য নাই, তাহাও মানিতে হয়, অতএব আদিসর্গও যে বুদ্ধি বা সংকল্পপূর্ব্বক, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সাংখ্যদর্শন জড়ৈকত্ববাদীদিগের ন্যায় চিচ্ছক্তিকে জড়প্রকৃতির কার্য্য বলেন নাই, সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ, এই উভয়েই নিত্য, উভয়েই অনাদি, তবে সাংখ্যদর্শন চিচ্ছক্তির ব্যাপারবত্ত্ব অঙ্গীকার করেন নাই। যাহা ব্যাপারবিহীন, তাহাকে কোন্ প্রমাণে সৎ বলিয়া স্বীকার করা যাইবে? জর্ম্মান্দেশীয় পূর্ণবিজ্ঞানবাদী পণ্ডিত হেগেল্ বলিয়াছেন,

যাহা ব্যাপারশূন্য, নিরুপাধিক বা নির্গুণ, তাহাও অভাব—অসৎ সমান পদার্থ, কেবল ভাব ও কেবল অভাব ভিন্ন পদার্থ নহে। সাংখ্যের চিচ্ছক্তি বা পুরুষ কি, তাহা হইলে, অসৎ পদার্থ? যাহা ব্যাপাররহিত, আমরা তাহাকে আমাদের প্রতিভানুসারে সৎ পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারি না। 'সৎ' শব্দটী বিদ্যমান বাচী 'অস্' ধাতুর উত্তর 'শতৃ' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা বিদ্যমান, তাহাই সৎ 'অস্', 'ভূ' 'বিদ্' ইহাদের ধাতুত্ব উপপন্ন হয় কি? না হইবে কেন? ব্যাপার বা ক্রিয়া ধাতুর অর্থ, কিন্তু বিদ্যমানবাচী 'অস্','ভূ','বিদ্' ইহাদের ব্যাপার বা ক্রিয়ার উপপত্তি হয় না। ধাতু যে ক্রিয়াবচন, তাহার প্রমাণ কি? 'কৃ' ধাতু নিষ্পন্ন পদের সহিত পচাদি ধাতুসমূহের সামানাধিকরণ্য আছে, এই নিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়, ধাতু সকল ক্রিয়া বচন। 'কি করিতেছে'? উত্তর 'পাক করিতেছে'; 'কি করিবে'? উত্তর 'পাক করিবে', 'কি করিয়াছে'? উত্তর 'পাক করিয়াছে'। অতএব দেখা যাইতেছে, 'কৃ' ধাতু নিষ্পন্ন পদের সহিত ধাতু সকলের সামানাধিকরণ্য আছে। 'ক্রিয়া' পদ 'কৃ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। পচাদি ধাতু সকলের যেমন 'কৃ' ধাতু নিষ্পন্ন পদের সহিত সামানাধিকরণ্য আছে, 'ভূ' ধাতু নিষ্পন্ন পদের সহিত সেইরূপ সামানাধিকরণ্য আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না। এতএব ধাতু সকল ক্রিয়াবচন, ভাববচন নহে, এবং ধাতুসকল যখন ভাববচন নহে, তখন 'অস্' 'ভূ' প্রভৃতির ধাতু সংজ্ঞা হইতে পারে না। * 'অস্' 'ভূ' প্রভৃতি ধাতু সকল ক্রিয়ার বাচক নহে, এইনিমিত্ত (ধাতু ক্রিয়াবচন বলিয়া) ইহাদের ধাতুত্ব সিদ্ধ হয় না; এস্থলে 'ক্রিয়া' বলিতে কিরূপ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করা হইতেছে? 'দেবদত্ত কাংস্যপাত্রে পাণিদ্বারা অন্ন ভক্ষণ করিতেছেন', 'ক্রিয়া' বলিতে কি, এস্থলে এইরূপ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করা হইতেছে? কারকসমূহ ক্রিয়া নহে, ইহাদিগের প্রবৃত্তিবিশেষই ক্রিয়া। সকল প্রবৃত্তিই প্রবৃত্ত্যন্তর হইতে ভিন্ন, অতএব সকল প্রবৃত্তিরই ক্রিয়াত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। শুষ্ক ওদনে (অন্নে) ভোজনকর্ত্তার মন্দ-প্রযত্ন প্রবৃত্তি, এবং

---

* "কথং পুনর্জ্ঞায়তে ক্রিয়াবচনাঃ পচাদয় ইতি। যদেতেষাং করোতিনা সামানাধিকারণ্যম্। কিং করোতি পচতি, কিং করিষ্যতি পক্ষ্যতি, কিমকার্ষীৎ অপাক্ষীদিতি।" —মহাভাষ্য।

মাংসমিশ্রিত ওদনে সবেগ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভোজনক্রিয়া সকলের পরস্পর বৈলক্ষণ্যবশতঃ যেমন প্রবৃত্তির বিশেষত্ব দেখা যায়, 'অস্' 'ভূ' প্রভৃতি ভাববচন ধাতুসমূহের সেইরূপ প্রবৃত্তির বিশেষত্ব লক্ষিত হয় না। প্রবৃত্তির বিশেষত্বই যদি 'ধাতু' সংজ্ঞাপ্রাপ্তির কারণ হয়, তবে 'অস্' 'ভূ' ইত্যাদিরও ধাতু সংজ্ঞা হইতে পারে, কারণ 'আছে' ('অস্তি'), ইহাতে আত্মধারণরূপ প্রবৃত্তির এবং মরিতেছে, ইহাতে আত্মত্যাগরূপ প্রবৃত্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভগবান্ বার্ষায়ণি বলিয়াছেন, 'জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিনাশ', ইহারা ছয়টী ভাববিকার, জন্মাদি বিনাশান্ত এই ছয়টী বিকারের প্রত্যেকেই সত্তার (Existence) অনুষঙ্গ আছে, ইহারা পরস্পর কার্য্য-কারণ বা দ্বার-দ্বারিভাব-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। 'জন্ম'-শব্দবাচ্য ভাববিকার পূর্ব্ব, 'অস্তি'-শব্দবাচ্য ভাববিকার বিদ্যমান থাকে, কারণ, অবিদ্যমানের উৎপত্তি হইতে পারে না। 'জন্ম'-নামক ভাববিকার পূর্ব্বভাবের আদ্যাবস্থার সূচনা করিয়া দেয়। 'জন্ম' শব্দের অর্থ আবির্ভাব— প্রকাশ; বস্তুর জন্ম বা আবির্ভাব- বিকারই যে, পূর্ব্বভাব তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, যে হেতু, জন্ম বা আবির্ভাব-বিকার বুদ্ধিগোচর হইবার পর, অস্ত্যাদি-ভাববিকার সমূহের উপলব্ধি হইয়া থাকে; যাহার জন্মই হয় নাই, তাহার অন্যান্য ভাববিকার হইবে কিরূপে? একটু চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, জন্মাদি ভাববিকার সমূহ দ্বার দ্বারিভাবেই (Reciprocally) বিশেষাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'জন্ম'-বিকারদ্বারা 'অস্তি'-বিকার, এবং অস্তি-বিকারদ্বারা বিপরিণাম-বিকার অভিব্যক্ত হয় —বিশেষাত্মভাব লাভ করে। অজাতের—অনুৎপন্ন বা অনভিব্যক্তের অস্তিত্বব্যবহার, এবং অবিদ্যমানের বিপরিণাম-প্রত্যয় হয় না। ক্রিয়ার উপক্রম (Beginning) হইতে অপবর্গ— সমাপ্তি (Completion)পর্য্যন্ত যতপ্রকার পরিবর্ত্তন হয়, পূর্ব্বাপরীভূত সেই ভাববিকার সমূহের আদ্যাবস্থা 'জন্ম'-নমক ভাববিকার। জায়মান অবস্থাতে 'অস্তি'-শব্দবাচ্য বিকারও বিদ্যমান থাকে, কিন্তু ইহাদ্বারা তাহা আখ্যাত হয় না। জন্ম-ভাববিকার অস্তি-ভাববিকারের সূচনা করে না বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া প্রতিষেধও করে

না। অস্তিত্ববানেরই জন্ম বা আবির্ভাব হওয়া সম্ভব, অনাত্মক পদার্থের জন্ম হইতে পারে না। অস্তিত্বকে প্রতিষেধ করিলে, কি অবলম্বন করিয়া, জন্ম-পরিণাম সিদ্ধ হইবে?

'অস্তি'-শব্দবাচ্য ভাববিকারদ্বারা উৎপন্ন বা জাত সত্ত্বের অবধারণমাত্র সূচিত হয়, অপূর্ণত্ববশতঃ ইহা বিপরিণাম ভাববিকারের সংবাদ প্রদান করে না, এবং উপস্থিতত্ববশতঃ ইহার প্রতিষেধও করে না। 'বিপরিণাম' ভাব-বিকারদ্বারা তত্ত্ব (তদ্ভাব) হইতে অপ্রচ্যবমান— অনপভ্রশ্যমান বিকার-মাত্র উক্ত হইয়া থাকে। স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির—শিরঃ গ্রীবা, বাহু প্রভৃতির, অথবা সাংযৌগিক হিরণ্য-ধান্যাদি অর্থসমূহের অভ্যুচ্চয়— বৃদ্ধিকে, বৃদ্ধি ভাব-বিকার বলে। বৃদ্ধি যেমন স্বাঙ্গ বা সাংযৌগিক দ্রব্যসমূহের উপচয়ব্যঞ্জক, অপক্ষয় সেই প্রকার ইহাদের অপচয়ব্যঞ্জক, বিনাশ বা তিরোভাব-বিকারদ্বারা অপর-ভাবের আদিকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। জন্ম যেরূপ পূর্ব্বভাবের আদ্যাবস্থা, বিনাশ সেইপ্রকার অপর-ভাবের আদ্যাবস্থা। বিনাশ-ভাববিকার পূর্ব্বভাবের কোন সংবাদ দেয় না, প্রতিষেধও করে না।

অতএব দেখা যাইতেছে, জন্মাদি ছয়টী ভাব-বিকার একভাব বা ক্রিয়ারই ছয়টী প্রকারভেদ, অথবা ইহারা ভাব বা সত্তারই বিশেষ, বিশেষ অবস্থা, অনেক-ক্রিয়াত্মিকা সত্তাই সাধনসম্বন্ধহেতু প্রতীয়মান সাধ্যরূপা হইয়া, জন্মাদিরূপে অবভাসিত হয় ("ভাবস্য ক্রিয়ায়াঃ ষট্ প্রকারা ইত্যর্থঃ। * * * অথবা ভাবস্য সত্তায়া এতে প্রকারাঃ। সত্তৈবানেকক্রিয়াত্মিকা সাধনসম্বন্ধাদবসীয়মানসাধ্যরূপা জন্মাদিরূপতয়াবভাসতে।"—কৈয়ট)। যত প্রকার অন্য ভাব-বিকার আছে, তৎসমুদায় জন্মাদি ষড়্ভাব-বিকারেরই বিকার ("অতোঽন্যেভাববিকারা এতেষামেব বিকারা ভবন্তীতি হ স্মাহ।"—নিরুক্ত)। 'ভাব'

* "কাং পুনঃ ক্রিয়াং ভবান্ মন্বাহ অস্তিভবতিবিদ্যতীনাং ধাতুসংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতীতি। কিং যত্তদ্দেবদত্তঃ কাংস্যপাত্র্যাং পাণিনৌদনং ভুঙ্‌ক্তে ইতি। ন ক্রমঃ কারকাণি ক্রিয়েতি। কিং তর্হি কারকাণাং প্রবৃত্তিবিশেষঃ ক্রিয়া। শুক্লৌদনে প্রবর্ত্তন্তে অন্যথা চ। অন্যথা চ কারকাণি মাংসৌদনে। সত্যেবং সিদ্ধাস্তিভবতিবিদ্যতীনাং ধাতুসংজ্ঞা। অন্যথা হি কারকাণ্যস্তৌ প্রবর্ত্তন্তেঽন্যথা হি ম্রিয়তৌ। ষড্ ভাববিকারা ইতি হ স্মাহবার্ষ্যায়ণিঃ। জায়তেঽস্তি বিপরিণমতে বর্দ্ধতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি।"

— মহাভাষ্য।

কার্য্যাত্মা ও কারণাত্মা-ভেদে দ্বিবিধ। কার্য্যাত্মা ভাবক্রিয়া-নির্ব্বর্ত্ত্য, অথবা কার্য্যাত্মা ভাব ও ক্রিয়া এক পদার্থ। নিরুক্ত-টীকাকার ভগবান্ দুর্গাচার্য্য বুঝাইয়াছেন, ভাব-বিকার বা কার্য্যাত্ম-ভাবসমূহই দ্রব্য (Substance), গুণ (Attributes) ও 'কর্ম্ম' (Action),এই ত্রিবিধভাবে অবস্থান করে, ইহারাই নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, এই চতুর্ব্বিধ পদদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে ("স চ পুনরুভয়াত্মা ভাবঃ। কার্য্যাত্মা কারণাত্মা চ। তয়োর্যঃ কার্য্যাত্মা তমধিকৃত্যোক্তম্, —'ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্ত্যোঽর্থঃ স ভাবঃ, ক্রিয়ৈব বা ভাবঃ। * * * তদ্বিকারা এব হি দ্রব্যগুণকর্ম্মভাবেনাবস্থিতাঃ সন্তো নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতৈরভিধীয়ন্তে।"—নিরুক্তটীকা)। মহর্ষি জৈমিনিও বলিয়াছেন, যে সকল শব্দ উচ্চারিত হইলে, রূপের—কোন প্রকার সত্ত্বের উপলব্ধি হয়, যাহা (যে সত্ত্ব বা রূপ) সকৃৎ উৎপন্ন হইয়া, কালান্তরে বিদ্যমান থাকে, ক্রিয়ার ন্যায় উৎপন্ন-মাত্র বিনষ্ট হয় না, সেই সকল শব্দকে 'নাম' বলা হয়। শ্রীমৎ শবরস্বামী বলিয়াছেন, 'নাম'-পদ দ্রব্য ও গুণের (Substance and attributes) বাচক, যে সকল শব্দ উচ্চারিত হইলে, কোনরূপ সত্ত্বভূত অর্থের প্রতীতি হয় না, তাহারা 'আখ্যাত', এই নামে উক্ত হইয়া থাকে। জৈমিনি-ন্যায়মালাতে সিদ্ধস্বভাব ও সাধ্যস্বভাব-ভেদে ধাত্বর্থকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সাধ্যস্বভাব ধাত্বর্থ 'করিতেছে' ('করোতি'), এই শব্দদ্বারা ব্যবহৃত হয়। সাধ্যস্বভাব ধাত্বর্থই 'ক্রিয়া'।* বৈয়াকরণেরা ক্রিয়াকে পরিস্পন্দসাধন-সাধ্য গমনাদি (Motion) এবং তদ্বিপরীত অপরিস্পন্দনসাধন-সাধ্য অবস্থানাদি Existence), এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অতএব 'অস্','ভূ' ইত্যাদির ধাতুসংজ্ঞা পাইবার কোন বাধা নাই। অধ্যাপক বেন্, মিল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনেকতঃ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। *

কার্য্যাত্মভাব বা ভাববিকার অনিত্য—পরিণামী, কারণাত্মভাব নিত্য। অখিল কার্য্যাত্মভাব বা ভাববিকার কারণাত্মাতেই বিদ্যমান থাকে, কারণাত্মভাব সর্ব্বার্থ-প্রসবের সামর্থ্য-বিশিষ্ট।

---

* "যেষামুৎপত্তৌ স্বে প্রয়োগে রূপোপলব্ধিস্তানি নামানি * * *"— মীমাংসাদর্শন ১।১।৩।
"সিদ্ধসাধ্যস্বভাবাভ্যাং ধাত্বর্থো দ্বিবিধঃ।"—জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তর।

পুরুষ বা চিচ্ছক্তির কোন ব্যাপার বা ক্রিয়া নাই,এই কথার অভিপ্রায় কি? কূটস্থ নিত্যপদার্থের গমনাদি ক্রিয়া না থাকিলেও,অবস্থানাদি ক্রিয়া আছে,পরিণামি পদার্থসমূহের সত্তা ও চৈতন্যপ্রদ বলিয়া, ইহাঁকে সৎ বলিতে হইবে। অপরিণামী ভাব বা সত্তা না থাকিলে, পরিণামী ভাবের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইত না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নিত্য জ্ঞান-ক্রিয় ব্রহ্মেরও যে, জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রতি স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য সবিতার প্রকাশ-কর্ত্তৃত্বকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 'সবিতা প্রকাশ পাইতেছেন' এস্থলে বিষয়োপোহিত প্রকাশের জন্যত্ববশত সবিতার প্রকাশ কর্ত্তৃত্ব, উপপন্ন হইতেছে। এইরূপ 'ব্রহ্ম জানিতেছেন' এখানেও বিষয়োপহিত জ্ঞানের জন্যত্বনিবন্ধন ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বসিদ্ধ হইতেছে (ব্রহ্ম জানাতি সবিতা প্রকাশত ইত্যাদৌ বিষয়োপহিত জ্ঞানস্য তদুপহিত-প্রকাশস্য চ জন্যত্বাত্তৎকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্ম-সবিত্রোঃ।—মঞ্জুষা)।

অকর্ম্মক ক্রিয়া ও সকর্ম্মক ক্রিয়া, এই দ্বিবিধ ক্রিয়ার লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাঁহার কোন কর্ম্মই সকর্ম্মক হইতে পারে না, কারণ তাঁহার ব্যাপার ও তৎফল, এই উভয় নিত্য একাধিকরণেই থাকে, সর্ব্বগত, সর্ব্বাধার ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত অধিকরণ বা আধার নাই, থাকিতে পারে না। শুদ্ধ বা নির্ব্বিকার ব্রহ্ম, উপপদবিহীন ভাব বা সত্তা। 'উপপদবিহীন ভাব বা সত্তা' কাহাকে বলে? যে ভাব বা সত্তার পূর্ব্বে কোন বিশেষণপদ নাই, তাহা নির্ব্বিশেষ ভাব, তাহাই উপপদবিহীন ভাব। যে কোন শব্দ হউক, ভাব বা সত্তাই তাহার বাচ্য। এক সামান্যভাব, যখন বিশেষিত হয়, তখন তাহাকে প্রকাশ করিতে হইলে, সোপপদ — উপপদযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। পরমাণু, ঈশ্বর, প্রকৃতি, মায়া,ভূত, শক্তি, পৃথিবী, জল, অগ্নি, মনঃ, বুদ্ধি, তাপ, তড়িৎ, আলোক, ইত্যাদি সোপপদ ভাব। পরমাণু, ঈশ্বর, প্রকৃতি ইত্যদি শব্দ

---

* "Many verbs, of the kind which grammarians call neuter or intransitive verbs, express rest, or inaction : as sit, lie and in some cases, stand."—*Analysis of the Phenomena of the Human Mind, by James Mill. Vol. I., p. 155.*

পরমাণুভাব, ঈশ্বরভাব, প্রকৃতিভাব, মায়াভাব, ভূতভাব, শক্তিভাব, এইরূপ বিশেষ বিশেষ ভাবের বাচক (ঈশ্বরভাবঃ পরমাণুভাব ইতি সোপপদত্বাৎ।—নিরুক্তটীকা) সোপপদ-ভাবই কার্য্যাত্ম-ভাব। এই কার্য্যাত্মভাব সিদ্ধ ও সাধ্য-ভেদে দ্বিবিধ। সিদ্ধ কার্য্যাত্মভাব দ্রব্য বা গুণ-নামে, এবং সাধ্য কার্য্যাত্মভাব ক্রিয়া-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরমাণুভাব, ঈশ্বরভাব, ইত্যাদি সোপপদ ভাবজাত (সোপপদ বলিয়া) অনিত্য। কার্য্যাত্মভাব সমূহ কি,তাহা হইলে শূন্য, অসৎ বা অভাব পদার্থ? না, শূন্য বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, কার্য্যাত্মভাবজাত তাদৃশ পদার্থ নহে। শূন্য ও শব্দবিশেষ, অসদর্থে শব্দের প্রয়োগ হয় না, শব্দের সহিত শব্দবোধ্য অর্থের সম্বন্ধ আছে। অতএব শূন্য কিঞ্চিৎ সৎ, শূন্যও সোপপদভাব (শূন্য ভাব)। 'শূন্য' শব্দ দ্বারা সম্পূর্ণ 'অভাব' বা সর্ব্বভাবের বিরোধিত্ব উক্ত হয় না, ইহা অপেক্ষাকৃত অভাবের বাচক। শূন্য শব্দের সহিত 'ভাব', শব্দ উপপদরূপে যুক্ত হইয়া আছে, যদি এই কথা বলা যায়, অর্থাৎ 'ভাবশূন্য,' 'শূন্য' শব্দের যদি এই অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে, কি দোষ হয়? 'শূন্য' বা অভাবের সহিত ভাবের প্রয়োগ অপ্রসিদ্ধ। শূন্য বা অভাবের সহিত ভাব-শব্দকে উপপদরূপে প্রয়োগ করিলেও, 'ভাব' শব্দই, থাকে, ইহা (উপপদত্ব-হেতু), প্রধান পরমাণু ইত্যাদি শব্দের ন্যায় কোন বিশেষ-ভাব প্রত্যয়েরই জনক হইয়া থাকে। অতএব সর্বোপপদবিহীন ভাবাত্মাতে জগৎ—কার্য্যাত্মভাব নিত্য, পরমাণ্বাদি সোপপদভাব বা বিকারাত্মাতে অনিত্য, অর্থৎ সকল ভাববিকারই কারণাত্মাতে অপরিণামি, কার্য্যাত্মাতে পরিণামী। 'অনিত্য'-শব্দ যে, শূন্য বা অভাবের বাচক নহে, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য ভগবান দুর্গাচার্য্য এই সকল কথা বলিয়াছেন।* নির্ব্বিকার ব্রহ্মই যে, পূর্ণসত্য তিনিই যে বিশুদ্ধ কারাণাত্মা, তাঁহার সত্তাতেই যে, সকলের সত্তা, তাঁহার জ্ঞানই যে, সকলের জ্ঞান, এবং তাঁহার আনন্দেই যে,

* "এতেনৈব ঈশ্বরপরমাণ্বাদিভাবাঃ প্রত্যুক্তাঃ। ঈশ্বরভাবঃ পরমাণুভাব ইতি সোপপদত্বাৎ। শূন্যং তর্হি! তদপি ন। যস্মাচ্ছূন্যশব্দোঽপি ভাবশব্দাসঙ্গদর্শনম্ নহ্যসত্যর্থে শব্দঃ প্রযুজ্যতে। শব্দো হি

সকলের আনন্দ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

শ্রুতি 'জ্ঞানই ব্রহ্ম' এই কথা বলিয়াছেন! 'জ্ঞানই ব্রহ্ম,' এখানে 'জ্ঞান' শব্দ 'জ্ঞা' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'ল্যুট'প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যিনি অখন্ড, যিনি নিত্য, যিনি পুর্ব্বাপরীভূত অবয়ববিশিষ্ট নহেন, তাঁহার প্রকৃতি বা স্বভাবের 'জানা' ('জ্ঞা') এই সকর্ম্মক ধাতুত্ব কিরূপে উ ৎপন্ন হইবে? বৈদান্তিকগণ, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নির্ব্বিকার জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে বৃত্তিধর্ম্মের আরোপদ্বারা তাঁহার 'জানা' এই ধাতুত্বের উপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। নির্গুণ ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব, ও জ্ঞাতৃত্ব যে, বাস্তব নহে, বেদান্তদর্শনও, বুঝিতে পারা গেল, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্বের উপপত্তি প্রদর্শনের জন্য এত তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন ছিল কি? আমাদের এখনও এই জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হয় নাই, এখনও চিত্ত স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে নাই, তবে সাংখ্যদর্শনের সহিত বেদান্তের পার্থক্য কি, এখনও আমাদের মনে এইরূপ প্রশ্ন উঠিতেছে। বেদান্ত বলিয়াছেন, নির্ব্বিকার ব্রহ্ম বস্তুতঃ উদাসীন, আবার ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্য তিনি বিবিধ তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, ইহার কারণ কি?

'ব্রহ্ম'-শব্দ শ্রুত্যাদি শাস্ত্রে 'পরব্রহ্ম' ও 'অপরব্রহ্ম', ব্রহ্মের এই দ্বিবিধভাবের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। নাম-রূপাদি উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্ম অপর বা 'কার্য্যব্রহ্ম', এবং নাম-রূপাদি সর্ব্বপ্রকার উপাধিবর্জ্জিত ব্রহ্ম, 'পর' বা 'কারণব্রহ্ম'। ভগবান্ বাদরায়ণ বলিয়াছেন, পরব্রহ্মের সমীপ্যহেতু অপরব্রহ্ম বুঝাইতে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ দোষাবহ নহে। পরব্রহ্মই উপাধিবিশিষ্ট হইয়া 'অপরব্রহ্ম', এই নামে অভিহিত হইয়া

শব্দস্যান্তর্থেন সম্বন্ধঃ কিঞ্চিত্তদস্তি যচ্ছূন্যমিতি। * * * কিং তর্হি অপেক্ষাকৃতং শূন্যত্বমিতি। ভাবশব্দ এবাত্রোপপদত্বেনযুক্ত ইতি চেৎ প্রয়োগাপ্রসিদ্ধেঃ। নাহি অভাবে ভাব ইতি প্রসিদ্ধঃ প্রয়োগঃ। ন চ প্রযুজ্যমানোঽপি ভাবশব্দো ভাবশব্দ এবোপপদত্বেন প্রধানাদি শব্দবৎ কিঞ্চিদ্বিশেষপ্রত্যমাদধাতি তস্মাৎ সর্ব্বোপপদহীনস্য ভবতেরাত্মভাবেনেদং জগন্নিত্যম্ ইত্যবৈস্ত্ত ভাববিকারৈঃ পরমাত্মাদিভির্ভাববিকারাত্মভিরনিত্যম্।— নিরুক্তটীকা।

থাকেন্ ("সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ"— বেদান্তসূত্র ঃ ৪। ৩। ৮)। হিরণ্যগর্ভকে 'কার্য্যব্রহ্ম', এই নামে উক্ত করা হয়। দুর্গাচার্য্য কার্য্যব্রহ্মাকেই কার্য্যাত্মভাব বা সোপপদভাব এবং কারণব্রহ্মাকে কারণাত্মভাব বা উপপদবিহীন ভাব বলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, জ্ঞানই পরব্রহ্ম, "জ্ঞানই বন্ধনের কারণ, বিশ্ব জ্ঞানাত্মক, জ্ঞান হইতে পর কিছুই নাই। হে মৈত্রেয়! বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই উভয়কেই জ্ঞান বলিয়া অবধারণ কর"। নিরুপাধিক ব্রহ্মাকেই 'বিদ্যা' এবং সোপাধিক ব্রহ্মাকে 'অবিদ্যা' বলিয়াছেন। *

প্রকৃতি বা মায়াকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝিলে দ্বৈত জ্ঞানেই থাকিতে হয়, অচেতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কর্ম্ম করিতে পারে, এইরূপ জ্ঞান পরমপুরুষার্থ- সি দ্ধিপথের বা নির্ব্বাণমুক্তিলাভের প্রতিবন্ধক, বেদান্তদর্শন এইনিমিত্ত প্রকৃতি বা মায়া যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অচেতন যে, স্বয়ং কোনরূপ কর্ম্ম করিতে পারে না, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রকৃতি যে অন্ধ, চিচ্ছক্তির সন্নিধান রূপ নিমিত্ত-নিরপেক্ষ হইয়া, প্রকৃতি যে কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না, সাংখ্যদর্শনও তাহা মানিয়াছেন। দুই প্রকারদ্বারা ইত— জ্ঞাত দ্বীত, দ্বীতের ভাব দ্বৈত। 'দ্বৈত'- শব্দটী সুতরাং 'নাম' ও 'রূপ', এই পদার্থদ্বয়ের বাচক। নাম-রূপরহিত ভাবই অদ্বৈত শব্দের বাচ্য।* শ্রুতি বিকার বা কার্য্যকে নাম মাত্র—ব্যবহারিক সত্য বলিয়াছেন, পারমার্থিক সত্য বলেন নাই। 'ঘট' কার্য্য, 'মৃত্তিকা' কারণ। মৃত্তিকাবাদে ঘটের অস্তিত্ব যে, নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই (" বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"। — ছান্দোগ্যোপনিষৎ)। তন্ত্রান্তরে—সাংখ্যাদি দ্বৈতপ্রতিপাদনপর শাস্ত্রসমূহে

* "জ্ঞানমেব পরং ব্রহ্ম জ্ঞানং বন্ধায় চেষ্যতে।
জ্ঞানাত্মকমিদং বিশ্বং ন জ্ঞানাদ্বিদ্যতে পরম্।।
বিদ্যাবিদ্যেচ মৈত্রেয় জ্ঞানমেবোপধারয়।।"—বিষ্ণুপুরাণ।
"নিরুপাধিব্রহ্মৈববিদ্যা সোপাধিতদেবাবিদ্যেতি।"—মঞ্জুষা।

* "দ্বৈতশব্দেন চ দ্বাভ্যাং প্রকারাভ্যামিতং জ্ঞাতং দ্বীতং তস্য ভাবো
ইতি ব্যুৎপত্ত্যা নামরূপে উচ্যেতে তদ্রহিতং চাদ্বৈতশব্দেন।" —মঞ্জুষা।

দ্বৈত বা নাম রূপকে বস্তু বা সদ্‌রূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অদ্বৈতপ্রতিপাদক বেদান্তদর্শন, এইজন্য এত তর্ক-বিতর্ক করিয়াছেন। চেতনের সন্নিধানমাত্র দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনঃ প্রভৃতিতে ক্রিয়া হইয়া থাকে, এইনিমিত্ত চিচ্ছক্তিতে প্রেরকত্ব-জনকত্বাদি ধর্ম্মের আরোপ করা হয়। শ্রুতি পাঠ করিলে, ব্রহ্মের 'তটস্থ' ও 'স্বরূপ' এই দ্বিবিধ লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহা হইতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়, যাঁহাতে বিশ্বপ্রপঞ্চ অবস্থান করে, অপিচ যাঁহাতেই ইহার লয় হইয়া থাকে, তিনি ব্রহ্ম ("যতো বা ইমানি ভূতানি। জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বি-জিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।"—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)। বেদান্তদর্শন ব্রহ্মের শ্রুত্যুক্ত এই তটস্থ লক্ষণই "যে কারণ হইতে বিশ্বপ্রপঞ্চের জন্মাদি (জন্ম, স্থিতি ও লয়) হইয়া থাকে, তিনি ব্রহ্ম" ("জন্মাদ্যস্য যতঃ') এই সূত্রদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'যিনি সত্য স্বরূপ, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, যিনি অনন্ত, তিনি ব্রহ্ম' ("সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"।—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ) ইহা ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, যদি তাহার তদ্রূপের কদাচ ব্যভিচার না হয়, তবে তাহা 'সত্য'। অনৃত বা মিথ্যা এতদ্বিপরীত। যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, যদি তাহার তদ্রূপের ব্যভিচার বা অন্যথা হয়, তবে তাহা মিথ্যা। শ্রুতি এই-জন্য বিকারকে মিথ্যা বলিয়াছেন। যাহা সৎ, তাহাই সত্য, অতএব ব্রহ্মই সত্য। 'সত্য'-শব্দদ্বারা নির্ব্বিকার ব্রহ্ম লক্ষিত হইয়াছেন। যাহা সত্য, যাহা বস্তু, তাহাই কারণ, এবং যাহা কারণ, তাহাই কারক। ব্রহ্ম -বিশেষণ 'জ্ঞান'-শব্দ ভাবসাধন—ইহা (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), 'জ্ঞা' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ। ব্রহ্ম-বিশেষণ 'জ্ঞান'-শব্দকে ভাবসাধন বলিয়া স্বীকার না করিলে, ইহাঁর সত্যতা ও অনন্ততা উপপন্ন হইবে না। জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব-নিবন্ধন বিক্রিয়মাণ—পরিবর্ত্তনাধীন ব্রহ্ম, কিরূপে সত্য ও অনন্ত হইবেন? যাহা কোন কারণে প্রবিভক্ত হয় না, তাহা অনন্ত। জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব জ্ঞেয় (Object) ও জ্ঞানকরণ দ্বারা প্রবিভক্ত হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যশ্রুতি এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, 'যাহা অন্যকে জানে', তাহা ভূমা—

অপরিচ্ছিন্ন— অবিভক্ত (Unconditioned) নহে, তাহা অল্প— পরিচ্ছিন্ন। লৌকিক-জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন, অন্তবৎ, ব্রহ্ম অনন্ত, এইজন্য ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে। এইজন্য ব্রহ্মবিশেষণ 'জ্ঞান'-শব্দ ভাবসাধন। স্বরূপলক্ষণদ্বারা শ্রুতি সর্ব্বধর্ম্ম-ত্যাগপূর্ব্বক অদ্বৈত, শুদ্ধ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কণাদাদি মহর্ষিগণও বিশ্বপ্রপঞ্চের মায়িক বা মিথ্যাভূত— অনৃতরূপ, এবং ব্রহ্ম বা সত্যরূপ, এই দ্বিবিধ রূপই বিমল জ্ঞান-দৃষ্টিদ্বারা অবলোকন করিয়াছিলেন, তবে বোধনীয় শিষ্যদিগের অধিকারের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক, তাঁহারা মায়িক-রূপের আপলাপ করিয়া, ব্রহ্ম বা সত্যরূপে প্রতীয়মান পর মাণ্বাদিদ্বারা ইহার সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন সমবায়াদি মৃষা সমূহের বিবরণ করিয়াছেন। অতএব (নাগেশভট্ট বলিয়াছেন) কণাদাদি মহর্ষিগণ-প্রোক্ত পদার্থসমূহের শুষ্ক তর্কবলদ্বারা খণ্ডন করিবার চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নহে। বস্তুতঃ অসৎ হইলেও পরমাণ্বাদি পদার্থসমূহ যখন সদ্রূপে ভাসমান হয়, তখন সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণের রীত্যনুসারে, তাহাদের কল্পনা করাই কর্ত্তব্য পরমার্থসারে উক্ত হইয়াছে, রাগান্ধ পুরুষগণ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে যে যে সিদ্ধান্তকে সমীচীন মনে করিয়া ভ্রমণ করে (সমীচীন মনে করিলেও, বস্তুতঃ চিত্ত স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না, এইজন্য ভ্রমণ করে, বলা হইয়াছে) আমরা সর্ব্বাত্মবাদ বুদ্ধি (সকলই আত্মা, এই জ্ঞান) দ্বারা সেই সেই সিদ্ধান্তেরই অনুমোদন করিয়া থাকি। *

নাগেশভট্ট প্রভৃতির এইরূপ বাক্যসমূহের অভিপ্রায় হইতেছে, ঋষিরা তত্ত্বদর্শী হইলেও, বোধনীয়দিগের বোধসামর্থ্যানুসারে ভিন্ন-ভিন্নরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সকলেই অদ্বৈত-জ্ঞানে জ্ঞানী হইবার যোগ্য নহে, এইজন্য দ্বৈতবাদের সমর্থন করিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ ঋষিরা যে রীতির অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই হিতকারী, ঋষিদিগের তত্ত্বোপদেশের

* "যদ্যৎ সিদ্ধান্তাগমতর্কাদিষু ভ্রমন্তি রাগান্ধাঃ।
অনুমোদামস্তত্তত্তেষাং সর্ব্বাত্মবাদধিয়া।।" —পরমার্থসার।

রীতি কদাচ নিষ্প্রয়োজনীয় হইতে পারে না, তাঁহারা অনর্থক কোন কথা বলেন নাই। অতএব বাগ্‌যুদ্ধ না করিয়া, তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের জন্য যথাবিধি সাধনা করা কর্ত্তব্য।

বেদান্তদর্শন সগুণব্রহ্মকেই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কারণ বলিয়াছেন, নির্গুণব্রহ্ম যে, নিষ্ক্রিয়, বেদান্তদর্শনেরও তাহা অভিমত। অতএব সাংখ্যের সিদ্ধান্তকে বেদান্ত একেবারে অকিঞ্চিৎকর বলিতে পারেন না। আদিসর্গকে সাংখ্যদর্শন যে জন্য অবুদ্ধিপূর্ব্বক বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে জানান হইল। মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্বের বিকাশ হইবার পূর্ব্বে বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম হইতে পারে না, সাংখ্যদর্শন এইজন্য আদিমকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক বলিয়াছেন। সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব ও বেদের হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি, বেদের কার্য্যব্রহ্ম এক পদার্থ। অখিল জগতের অধিষ্ঠানরূপ পরব্রহ্ম প্রজাপতির পিতা, এবং চিৎপ্রতিবিম্বিতা মূলপ্রকৃতি ইহাঁর মাতা। সাংখ্যদর্শন হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তিকে, অর্থৎ ব্রহ্মের সৃষ্টিকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক বলিয়াছেন। শ্রুতি বা শ্রুতি-তাৎপর্য্যপ্রকাশক বেদান্তের উপদেশ, হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি ঈক্ষণপূর্ব্বক। 'ঈক্ষণ' শব্দ শ্রুতি কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন? অবিদ্যা বা প্রকৃতির যে সর্গোন্মুখা পরিণতি— যে বিক্ষোভ, তাহাই ব্রহ্মের ঈক্ষণ। প্রকৃতির বিক্ষোভ স্বতঃ হয় না, কারণ, জড়ের স্বতঃ প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সাংখ্যদর্শনের সহিত বেদান্তের এই স্থলে একটু মতবিরোধ আছে বলিয়া বোধ হয়। বেদান্তের ঈশ্বর মায়াধিষ্ঠিত চিচ্ছক্তি। সাংখ্যের ঈশ্বর মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভ, সাংখ্যের ঈশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, সাংখ্য নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। সাংখ্যদর্শন চিচ্ছক্তির ব্যাপার অঙ্গীকার করেন নাই; পুরুষ বা চিচ্ছক্তির সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়েন, সাংখ্যদর্শন এই কথা মানিয়াছেন, অচেতন প্রকৃতির শক্তিতঃ— স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে। জীবের জন্মতত্ত্ব বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা করিলাম কেন?

জীবের জন্ম-সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্রসমূহ হইতে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, আধুনিক বিজ্ঞানবর্ণিত জীবের উৎপত্তি-তত্ত্বের সহিত সেই সকল উপদেশের সর্ব্বাংশে একতা নাই। এক বিষয়ের যদি পরস্পরবিরুদ্ধ বহুপ্রকার সিদ্ধান্ত জাগরূক থাকে, তাহা হইলে, কোন সিদ্ধান্তকে সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে? পরীক্ষাদ্বারা যে সিদ্ধান্তের সত্যত্ব প্রতিপন্ন হইবে, তাহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, সাধারণের নিকটে এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু কথা হইতেছে, অতীন্দ্রিয় বা পরোক্ষ বিষয়ের কি, স্থূলপ্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব নিশ্চিত হইতে পারে? অতীন্দ্রিয় বিষয়ের পরীক্ষা কি, ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানদ্বারা হওয়া সম্ভব? আমাদের বিশ্বাস, অতীন্দ্রিয় বা পরোক্ষ বিষয়ের পরীক্ষা স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা সংসাধিত হইতে পারেনা। শাস্ত্র বলিয়াছেন, পরোক্ষ বিষয়সমূহের তত্ত্ব অবগত হইবার আপ্তোপদেশই একমাত্র উপায়। বেদই প্রধান বা মূল আপ্তোপদেশ। বেদ ও শব্দ একপদার্থ। অতএব বেদের স্বরূপ জানিতে হইলে, শব্দের স্বরূপ অবশ্য জ্ঞাতব্য। যে বেদকে শাস্ত্র অতীন্দ্রিয় বা পরোক্ষ বিষয়সমূহের একমাত্র অবগতিহেতু বলিয়াছেন তত্ত্বজিজ্ঞাসু বা সত্যানুসন্ধিৎসু পুরুষের সেই বেদের স্বরূপ কি, তাহা জানিবার চেষ্টা স্বভাবতঃ হইবার কথা। ঋষিরা বেদকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, ঋষিদিগের নয়নে বেদ যে প্রকার উপাদেয় পদার্থরূপে পতিত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমানকালে অত্যল্পব্যক্তিই বেদকে সেই দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ. সেই দৃষ্টিতে দেখা তো দূরের কথা, বেদকে অধুনা অনেকেই অর্দ্ধসভ্যাবস্থার কাব্য বলিয়া উপেক্ষা করেন। আমরা শাস্ত্রের দাসের দাস হইতে অভিলাষী, আমরা বেদ ও বেদপূজক ঋষি ও আচার্য্যগণের উপদেশানুসারে, অথবা সহজ প্রতিভার প্রেরণায় বেদকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক, বেদ ভিন্ন জীবের গতি নাই, দুস্তর ভবপারাবারের বেদই এক মাত্র তরণি, বেদ ইহলোক, পরলোক, এই দ্বিবিধ লোকেরই এক মাত্র বন্ধু, আমাদের ইহাই ধারণা, জ্ঞাননিধি পিতৃ-

পিতামহগণ যে বেদচরণে লুণ্ঠিত-বিলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, আমরাও সেই বেদচরণে লুণ্ঠিত, বিলুণ্ঠিত হওয়াকে শ্লাঘার বিষয় মনে করি। বেদসম্বন্ধে আমাদের এইরূপ বিশ্বাস, তা'ই আমাদের স্থান, অস্থান বিচার না করিয়া, বেদের মহিমা কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা হয়, শতমুখে বেদের গুণগান করিতে বাসনা হয়, 'বেদ,' এই নাম উচ্চারণ করিলে, আমাদের দৃঢ়প্রত্যয়, শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করা হইল। পূজ্যপাদ মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন, 'দ্বিজগণ যত সংখ্যক বেদাক্ষর পাঠ করেন, তাঁহাদের নিঃসংশয় ততসংখ্যক হরিনাম কীর্ত্তন করা হয়। ("বেদাক্ষরাণি যাবন্তি কীর্ত্তিতানি দ্বিজাতিভিঃ তাবন্তি হরিনামানি কীর্ত্তিতানি ন সংশয়ঃ"—ঋগ্বিধান)। পূজ্যপাদ ভগবান শৌনকের উপদেশ আমরা প্রাণের সহিত শিরে ধারণ করিতে বাঞ্ছা করি। জীবের জন্ম-সম্বন্ধে বেদ যাহা বলিয়াছেন, (বুঝি, আর না বুঝি) আমাদের বিশ্বাস, তাহাই পরম সত্য। অনেকে বলিয়া থাকেন, বেদের উপদেশসমূহ প্রায়'ই রূপকাদি অলঙ্কারদ্বারা আবৃত, বেদ হইতে সত্যের রূপ আবিষ্কার করা জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি দুঃসাধ্য ব্যাপার। জীবের জন্ম-সম্বন্ধে বেদ হইতে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, তাহাদের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিবার জন্য, অপিচ যথাশক্তি নিষ্কলঙ্ক বেদে আরোপিত কলঙ্কের অপনোদনার্থ আমরা একটু চেষ্টা করিতেছি। বেদ ও শব্দ এক-পদার্থ, এই জন্য শব্দের স্বরূপ-দর্শন আবশ্যক হইয়াছে। 'আপ্তোপদেশ' যে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, তাহা প্রতিপাদন করিতে হইলে, শব্দের স্বরূপাবলোকন অবশ্য কর্ত্তব্য। শব্দের স্বরূপ-দর্শন করিতে যাইয়া, হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, শব্দ নির্গুণ ব্রহ্ম, শব্দ বিশ্বের উপাদান-করণ, শব্দই ইহার নিমিত্ত-কারণ, শব্দ হইতেই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, শব্দেই বিশ্ব জগৎ স্থিত হইয়া আছে, অপিচ লয়কালে ইহা শব্দেই বিলীন হইয়া থাকে। বিজ্ঞান ও দর্শন শব্দেরই তত্ত্বান্বেষণ করেন। তাপ, তড়িৎ, আলোক, ইত্যাদি ভৌতিক শক্তিসমূহ শব্দের পরিণাম, পরমাণু ও অণু, ইহারাও শব্দের কার্য্য, প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, এই সকলও শব্দ-ভিন্ন পদার্থ নহে। জগৎ কর্ম্মের মূর্ত্তি, কর্ম্মের

আকর্ষণই প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতির কারণ. কর্ম্মেই সুখ-দুঃখের দাতা। 'বুদ্ধিপূর্ব্বক', কর্ম্মের এই দ্বিবিধরূপ আমাদের জ্ঞাননেত্রে পতিত হইয়া থাকে, জন্ম, মরণ, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, ইহারা কর্ম্ম বা ক্রিয়ারই ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থা, জীবের জন্মতত্ত্ব, অথবা কেবল জীবের কেন, বিশ্বের জন্মাদি ষড়্ভাবিকারের তত্ত্ব জানিতে হইলে, 'কর্ম্ম'-পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান প্রধান কর্ত্তব্য। শব্দই বস্তুতঃ কর্ম্মের নিষ্পাদক, কি বুদ্ধিপূর্ব্বক, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক, শব্দই এই দ্বিবিধ কর্ম্মের কারণ। বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, শব্দই যে, এই উভয়বিধ কর্ম্মের স্বরূপ, তাহা প্রতিপাদন করিবার প্রয়োজন কি? বেদের স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে, 'বিশ্বজগৎ শব্দের পরিণাম, দেবতাদি বিশ্বপ্রপঞ্চ শব্দ হইতে সম্ভূত হইয়াছে', এই শাস্ত্রোপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম, করিতে হইলে, মন্ত্রের সাধন করিতে হইলে, (তাহা) করিবার প্রয়োজন যাঁহারা বুঝেন, মন্ত্রশক্তিতে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছি), দর্শনাধ্যায়নকে ব্যবহারে আনিতে হইলে, আধিভৌতিক বা জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান, এই উভয়ের সম্বন্ধ জানিতে হইলে, প্রত্যাবৃত্ত (Reflex) বা স্বয়ংসিদ্ধ (Automatic) কর্ম্মসমূহের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে, বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের শব্দই যে, কারণ, তৎপ্রতিপাদনের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

'শব্দ' বলিতে আমরা সাধারণতঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ বা কর্ম্মকে (Motion) বুঝিয়া থাকি। বেদাদি শাস্ত্র যে শব্দকে দেবতাদি বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ বলিয়াছেন, তাহা যে শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণপদার্থ নহে, তাহা বলা বাহুল্য, ভাষা-পরিচ্ছেদ শব্দকে বীচিতরঙ্গন্যায়ে উৎপন্ন পদার্থ বলিয়াছেন ("সর্ব্বঃ শব্দো নভোবৃত্তিঃ শ্রোত্রোৎপন্নস্তু গৃহ্যতে। বীচিতরঙ্গন্যায়েন তদুৎপত্তিস্তুকীর্ত্তিতা।" — ভাষা-পরিচ্ছেদ)। বীচিতরঙ্গন্যায় কাহাকে বলে? 'বীচি' শব্দের অর্থ 'উর্ম্মি' (Wave)। জলাশয়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, লোষ্ট্রাহত প্রদেশের চতুর্দ্দিকে প্রথমতঃ উর্ম্মিকা—

মণ্ডলাকার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বীচি (Ring of wave) উৎপন্ন হয়, এবং তৎপরে উহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত—বৃত্তাকারে প্রসারিত হইয়া থাকে। একটা উর্ম্মিদ্বারা অন্য উর্ম্মির, তদ্দ্বারা অন্য উর্ম্মির, এইরূপ উর্ম্মির পর উর্ম্মির উৎপত্তিন্যায়কে 'বীচিতরঙ্গন্যায়' বলে। শব্দ বীচিতরঙ্গন্যায়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন, সংযোগ-বিভাগ শব্দ হইতে বীচিসন্তান (Propagation) — বৎ শব্দের সন্তান হইয়া থাকে। একটী জলবীচি হইতে তদব্যবহিত দেশে যেমন অন্য বীচির (Wave) উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে অন্য, তাহা হইতে অন্য, এইরূপ ক্রমশঃ যেমন বীচির সন্তান হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রথম একদেশে উৎপন্ন শব্দের অব্যবহিত দেশে শব্দান্তরের উৎপত্তি হয়, এবং তাহা হইতে অন্য শব্দের, তাহা হইতে অন্যের, এইপ্রকারে শব্দের সন্তান (Propagation) হইয়া থাকে। এই বীচিতরঙ্গ ন্যায়ে উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইতে হইতে শব্দোর্ম্মি শ্রোত্রদেশে সমাগত হইলে, তাহা গৃহীত হয় ("শব্দাচ্চ সংযোগ-বিভাগনিষ্পন্নাদ্বীচিসন্তানবচ্ছব্দসন্তান ইত্যেবং সন্তানেন শ্রোত্রদেশমাগতস্য গ্রহণম্।" —প্রশস্তপাদভাষ্য)। জার্ম্মন্‌দেশীয় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত 'হেলম্ হোল্‌জ' (H. L. F. HELMHOLTX, M.D.) তাঁহার 'শব্দসংবেদনতত্ত্ব' (On the Sensations of the Tone)-নামক গ্রন্থে শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।*

জলাশয়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, উত্তরোত্তর উর্ম্মিসন্তান হয় বটে, কিন্তু যে জলীয় অণুসমূহদ্বারা আদ্যোর্ম্মির উৎপত্তি হয় দ্বিতীয় উর্ম্মিমণ্ডলের তাহারা সমবায়ি-কারণ নহে, দ্বিতীয় উর্ম্মিমণ্ডল তাহাদিগদ্বারা সংগঠিত হয় না, উর্মিকারণ জলীয় অণুসমূহ স্ব-স্ব স্থান ত্যাগপূর্ব্বক উর্ম্মিসহ চলিয়া যায় না। প্রত্যেক উর্ম্মিই পৃথক, পৃথক জলীয় অণুসমূহদ্বারা সংগঠিত হয়। বীচিরূপে যাহা চলিয়া যায়, তাহা কোন্ পদার্থ? পণ্ডিত 'হেলম্‌হোল্‌জ' বলিয়াছেন,

* ". . . Suppose a stone to be thrown into a piece of calm water. Round the spot struck there forms a little ring of wave, which, advancing equally in all directions, expands to a constantly increasing circle. Corresponding to this ring of wave, sound also proceeds in the air from the excited point and advances in all directions as far as the limits of the mass of air extend. The process in the air is essentially identical with that on the surface of the water. . . ." —*The Sensations of Tone*. —*Helmholtz*. *p. 9.*

তাহা কেবল পরিস্পন্দন, তাহা শুদ্ধ কম্পন, তাহা জলপৃষ্ঠের—জলের দৃশ্যাঙ্গের পরিবর্ত্তিতরূপ—অন্যথাভূত আকার। প্রত্যেক জলীয় অণুরাশি স্ব-স্ব স্থান ত্যাগপূর্ব্বক অধিক দূর চলিয়া না গিয়া, ঊর্দ্ধাধোভাবে আন্দোলিত হয় মাত্র, তরঙ্গিত জলে একখণ্ড কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে, ঊর্ম্মি-প্রবাহকালে জলীয় অণুসমূহের কিরূপ গতি হইয়া থাকে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। 'শব্দ' যখন বীচিতরঙ্গন্যায়ে উৎপন্ন হয়, তখন শব্দোর্ম্মি-প্রবাহেও যে, সমন্তাদ্ব্যাপ্ত বায়বীয় অণুরাশি স্ব-স্ব স্থান ত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যায় না, তাহা বুঝিতে হইবে। শব্দোর্ম্মি-প্রবাহে বীচিরূপে যাহা সঞ্চরণ করে তাহা কি? তাহা বায়বীয় অণুস্তরের পরিস্পন্দন। পরিস্পন্দন কি, দ্রব্য (Matter) ব্যতিরেকে চলিতে পারে? দ্রব্য বিনা পরিস্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়ার দেশান্তর প্রাপ্তি কি, সম্ভবপর? গতি (Motion) কি, গতিশীল দ্রব্য (Moving matter)-ভিন্ন অবস্থান করিতে সমর্থ? "ঊর্ম্মিকারণ জলীয় অণুসমূহ স্ব-স্ব স্থান ত্যাগপূর্ব্বক ঊর্ম্মিসহ চলিয়া যায় না," এতদ্বাক্যের ইহা তাৎপর্য্য নহে যে, ঊর্ম্মি জলীয় অণু- ব্যতিরেকে সংগঠিত হয়, ঊর্ম্মি জলীয় অণু-বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। কথা হইতেছে, যে জলীয় অণুরাশিদ্বারা আদ্যোর্ম্মির উৎপত্তি হয়, দ্বিতীয় ঊর্ম্মির উৎপত্তি তাহাদিগদ্বারা হয় না, দ্বিতীয় ঊর্ম্মির উৎপত্তি, তদ্ভিন্ন অথচ তৎসলগ্ন অণুপুঞ্জদ্বারা হইয়া থাকে, এইরূপ উত্তরোত্তর ঊর্ম্মি উত্তরোত্তর অণুরাশিদ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। *

'তাপ' (Heat), 'আলোক' (Light), 'তাড়িতপ্রবাহ' (Electric currents) ইত্যাদিও, আধুনিক বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিতে শব্দবৎ আন্দোলায়িত গতিবিশেষ, ভিন্ন-ভিন্নরূপ পরিস্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়া। 'তাপ' ও 'আলোক' সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রধানতঃ দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে। এক পক্ষ বলেন, ইহারা সূক্ষ্ম দ্রব্যপদার্থ, অন্য পক্ষের সিদ্ধান্ত, ইহারা দ্রব্যপদার্থ নহে, ইহারা দ্রব্যের অবস্থা-বিশেষ (A condition of matter)। স্থিতিস্থাপক-ধর্ম্মবিশিষ্ট, সমন্তাদ্ব্যাপ্ত 'ইথার'-নামক পদার্থের দ্রুত আন্দোলায়িত গতি বা প্রকম্পন হইতে তাপ ও আলোকের উদ্ভূতি হইয়া থাকে। তাপ ও আলোকের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় এইমতই আধুনিক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সুধীবর্গ কর্ত্তৃক সমাদৃত-হইতেছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডেভী (DEVY) তাপকে ভেদবৃত্তিক গতি-বিশেষ

* *Vide* "Sensations of Tone."—*Helmholtz. p.* 9.

(Repulsive motion) বলিয়াছেন। 'তাপ'-কার্য্যের গতিই (Motion) সাক্ষাৎ কারণ, তাপসঞ্চার নিয়ম ও গতি-সক্রমণ-নিয়ম সর্ব্বথা একরূপ। * তড়িৎ (Electricity)-পদার্থ সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকদিগের নানাবিধ সিদ্ধান্ত আছে। ফ্যারাডের (FARADAY) মতে অণুসমূহের সংঘর্ষণ-নিমিত্তক অবস্থাবিশেষই তাড়িতাবস্থা। কোনমতে সূক্ষ্মতম, সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপী আলোকবাহন 'ইথার'-নামক পদার্থের সহিত তড়িতের অভিব্যক্তির সম্বন্ধ আছে। কেহ কেহ ইথারকেই 'তড়িৎ' বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। ইহাঁদের মতে দ্রব্যপৃষ্ঠ-সংলগ্ন ইথারের স্বস্থানভ্রংশই 'ধন' ও 'ঋণ', এই দ্বিবিধ তাড়িতাবস্থার আপাদনের কারণ। তাপ, আলোক, তড়িৎ ইত্যাদি যে, আণবিক স্পন্দন হইতে অভিব্যক্ত হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অণুসমূহের সংযোগ-বিভাগ, বা আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণই গতির উৎপাদক। পণ্ডিত গ্রোভের অনুমান, ভৌতিকদ্রব্যের আণবিক তরঙ্গ হইতেই আলোক ও তাপের অভিব্যক্তি হয়, পণ্ডিত গ্রোভ 'ইথার'-নামক পদার্থের অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই। অধ্যাপক বেমা (BAYMA) ইথারীয়-বাদের সমর্থন করিবার জন্য যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহার সারাংশ 'ভূত ও শক্তি' নামক গ্রন্থে জানাইয়াছি। অধ্যাপক বেমা বলিয়াছেন, ইথার যে, সাধারণতঃ পরিচিত ভূত (Matter) হইতে বিজাতীয় ভূত নহে, তাহা আমরাও অঙ্গীকার করি, তথাপি ইহাও মানিতে হইবে যে, ইথার কোন বিজাতীয় ভূত না হইলেও, বিশিষ্ট ভৌতিকবস্তু। মূর্ত্তভূতকে যথাসম্ভব বিরলাবয়ব (Rarefaction) করিলে কি, উহা ইথারের ন্যায় তীব্রবেগে আলোক সঞ্চারণে সমর্থ হয়? সাধারণ ভূত যতই বিরলীভূত (Rarefied) হউক না কেন, কখনও আলোক-সঞ্চারণের দ্বারীভূত (Medium) হইতে পারে না। অতএব 'তৈজস ইথার' নামক পদার্থের (Luminiferous ether) অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ 'তাড়িত ইথার' ও 'তৈজস ইথার' ইথারকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

নোদন বা অভিঘাতরূপ সংযোগ হইতে এক দ্রব্যে বা অণুপুঞ্জে আদ্যকর্ম্ম

---

* "It may with propriety be called the repulsive motion. * * * The immediate cause of the phenomenon of heat, then, is motion, and the laws of its communication precisely the same as the laws of the communication of motion."

-Heat by P. G. Tait, M.A., pp. 27-8.

উৎপন্ন হয়; এই আদ্যকর্ম্মজনিত সংস্কার (বেগাখ্য) হইতে তৎপরবর্ত্তী দ্রব্য বা অণুপুঞ্জে কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ উত্তরোত্তর অণুপুঞ্জে কর্ম্মের সন্তান (Propagation) হয়। মহর্ষি কণাদ নোদন, অভিঘাত (আপীড়ন) ও সংযুক্তসংযোগ, এই ত্রিবিধ সংযোগকে পৃথিব্যাদির কর্ম্মোৎপত্তির কারণ বলিয়াছেন। শক্তির সঞ্চার—একদেশ হইতে দেশান্তরে শক্তির সংক্রমণ দ্বিবিধ রীতিতে হইয়া থাকে। প্রক্ষিপ্ত ইষু (Arrow) বৃহন্নালিকা-যন্ত্র (Cannon)-মুক্ত গোলক ইত্যাদির স্থানান্তর প্রাপ্তিতে নোদনাদি কর্ম্মোদিত শক্তি, ইষু প্রভৃতি আধার-দ্রব্য সহ—প্রথমাধিকারণের সহিত গমন করিয়া থাকে, কিন্তু শব্দ, তাপ, আলোক, ইহাদের সঞ্চার এইরূপ হয় না। শব্দাদি শক্তিসমূহ প্রথমাধিকরণের সহিত সঞ্চরণ করে না।

নোদনাদি কারণবশতঃ কোন অণুর সাম্যাবস্থার (Position of equilibrium) বিচ্যুতি (Displacement) হইলে, উহা পরবর্ত্তী অণুর সহিত নূতন দৈশিকসম্বন্ধ স্থাপন করে, এবং এইজন্য পরবর্ত্তী অণুসমূহেরও সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইয়া থাকে। অণুসমূহের আদ্যস্থানিক বিচ্যুতি নোদনাদি সংযোগ হইতে সংঘটিত হয়, নোদনাদি কর্ম্ম অণুসমূহের আদ্যস্থান-বিচ্যুতির কারণ, এবং প্রথমতঃ স্থানচ্যুত অণুসমূহ পরবর্ত্তী দ্বিতীয় অণুসমূহের, দ্বিতীয় তৃতীয়ের, তৃতীয় চতুর্থের, এইরূপ পূর্ব্ব, পূর্ব্ব অণুপুঞ্জ পরপর অণুপুঞ্জের স্থানচ্যুতির কারণ হইয়া থাকে।

'সংবেগ (Velocity) বা শক্তি (Energy) এক আধার হইতে আধারান্তরে সঞ্চরণ (Transmit) করে', অধ্যাপক বেমা বলিয়াছেন, এই কথা সত্য নহে। সংবেগ দ্রব্যের অবস্থা বিশেষ (Mode); দ্রব্যের অবস্থা দ্রব্যকে ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করে, ইহা সম্ভব হইতে পারে না। এতএব 'ক' নামক দ্রব্যের সংবেগ (Velocity) প্রাপ্ত হয়, তাহা 'ক' নামক দ্রব্যে পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান সংবেগ নহে, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে 'ক' নামক দ্রব্যের, 'খ' নামক দ্রব্যের প্রতি ক্রিয়া হইতে সমুৎপন্ন। * বৈশেষিকদর্শন বলিয়াছেন, নোদনাদিদ্বারা আদ্য কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তৎপরে তদ্দ্বারা সমানাধিকরণ বেগাখ্য সংস্কার জন্মিয়া থাকে, এবং তাহা হইতে গতির উত্তরোত্তর সন্তান (Propagation) হয় ("নোদনাদ্যমিষোঃ কর্ম্ম তৎকর্ম্মকারিতাচ্চ সংস্কারাদুত্তরং তথোত্তরমুত্তরঞ্চ।"— বৈশেষিকদর্শন ৫।১।১৭)। কর্ম্মের লক্ষণ করিবার সময়ে

মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, 'যাহা এক-দ্রব্য (একটী দ্রব্য হইয়াছে, আশ্রয় যাহার), যাহা অগুণ (যাহাতে গুণ বাস করে না), যাহা সংযোগ ও বিভাগের অনপেক্ষ-কারণ, তাহা কর্ম্মপদার্থ ("একদ্রব্যমগুণং সংযোগ-বিভাগেষ্বনপেক্ষকরণমিতি কর্ম্মলক্ষণম্।"—বৈশেষিকদর্শন ১।১।১৭)। দ্রব্য (Substance), গুণ (Attribute) ও কর্ম্ম (Action), এই পদার্থত্রয়ের স্বরূপসম্বন্ধে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে, এবং এই মতভেদের জন্য পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণ কষ্টসাধ্য হইয়াছে, বিবিধ তর্কোত্থাপনের অবসর হইয়াছে। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মসম্বন্ধীয় মতভেদ, এবং 'ভূত ও শক্তি' বিষয়ক মতভেদ যে, একজাতীয়, তাহা বলা বাহুল্য। মহাভাষ্যকার পূজ্যপাদ পতঞ্জলিদেব 'গুণসংদ্রাবের নাম দ্রব্য', দ্রব্যের এবম্প্রকার নির্ব্বাচনই অন্বর্থ হইয়াছে, দ্রব্যের ইহা যথার্থ নির্ব্বাচন ("অন্বর্থং খল্বপি নির্ব্বচনং গুণসংদ্রাবো দ্রব্যমিতি।" — মহাভাষ্য) বলিয়াছেন। সংদ্রুত বা সঙ্গত হয়, যাহাতে, তাহা 'সংদ্রাব'। গুণের সংদ্রাব = গুণসংদ্রাব। যাহা গুণসংদ্রাব— গুণসমূহের আশ্রয়, তাহা দ্রব্য ("সংদ্রূয়তে, সঙ্গম্যতে, আশ্রীয়ত ইতি সংদ্রাবঃ। গুণনামাশ্রয়ো দ্রব্যমিত্যর্থঃ।" — কৈয়ট)। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, 'যাহা ক্রিয়া ও গুণবিশিষ্ট, যাহা সমবায়িকারণ (Coinherent cause), তাহা দ্রব্য' ("ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্।"—বৈশেষিকদর্শন ১।১।১৫)। যাহা দ্রব্যাশ্রয়ী—যাহা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা 'গুণ'। 'যাহা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে', এইমাত্র বলিলে, দ্রব্য ও কর্ম্ম, ইহারাও গুণ পদার্থের অন্তর্ভূত হইতে পারে। কারণ-দ্রব্যও দ্রব্যান্তরকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং কর্ম্মও দ্রব্যাশ্রয়ী বটে। গুণলক্ষণ যাহাতে দ্রব্য ও গুণপদার্থে অতিব্যাপ্ত না হয়, এই নিমিত্ত 'যাহা অগুণবান্, যাহা সংযোগ-বিভাগের অনপেক্ষ না হইয়া, কারণ হইতে পারে না, গুণের এই দুইটী ইতরব্যাবর্ত্তক লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। গুণ আছে, যাহার, তাহা 'গুণবান্, দ্রব্য গুণবান্, কিন্তু গুণ গুণবান্ নহে, গুণে গুণ থাকে না। অতএব গুণ ও দ্রব্য একপদার্থ নহে। 'সবষ্ট্যান্স্' (Substance) শব্দটী— 'সব্‌সিস্‌টেন্‌ডো' (Subsistendo)—অনন্যাপেক্ষ-স্থিতিশীল—স্বতঃ বর্ত্তমান ("What subsists by itself"), কিংবা 'সবষ্ট্যাণ্ডো'

* "Consequently the velocity of the body A cannot be identically transmitted to the body B. Therefore the velocity acquired by the body B is not the velocity pre-existing in the body A, but a velocity really produced by A acting upon B." —*Molecular Mechanics, p. 18*

(Substando) যাহা গুণ বা ধর্ম্মসমূহের আশ্রয়রূপে বিদ্যমান ("What subsists in its accidents, being the basis of qualities or attributes") হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। অধ্যাপক বেন্ (Prof. BAIN) বলিয়াছেন, সাধারণ শাব্দবোধ, 'দ্রব্য' (Substance) ও গুণ (Quality), এই পদার্থদ্বয়ের বৈধর্ম্ম্য বুঝাইয়া থাকে বটে, কিন্তু আমরা যাহা জানি, ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহাই তো গুণ বা ধর্ম্মপদার্থ, অপিচ 'দ্রব্য'-রূপে কল্পিত পদার্থ হইতে তাহার সমস্ত গুণকে পৃথক করিলে, কোন অবশিষ্ট পদার্থের যথোক্ত-লক্ষণ দ্রব্যরূপে বিদ্যমানত্ব সপ্রমাণ হয় না। সুবর্ণ (Gold) একটী দ্রব্য (Substance) পদার্থ, সুবর্ণ গুরুত্ব (Weight), কাঠিন্য (Hardness) আনম্যতা (Ductility), বর্ণ (Colour) ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, গুরুত্বাদি গুণ বা ধর্ম্মব্যতিরিক্ত কোন্ পদার্থকে 'সুবর্ণ দ্রব্য'-রূপে গ্রহণ করা যাইবে? 'জড়ত্ব' (Inertia) জড়বস্তুর (Matter) ধর্ম্ম, তবে কোন্ পদার্থকে 'দ্রব্য' (Substance) বলিব? * যাঁহারা দ্রব্যকে গুণব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ বলেন, তাঁহারা 'গুণ'-ব্যতিরিক্ত 'দ্রব্য'-নামধেয় পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিপাদনার্থ বিবিধ গুণের আধার-স্বরূপ একটী অজ্ঞান ও অজ্ঞেয় তত্ত্ব অভ্যুপগম (স্বীকার) করিয়া থাকেন। এই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় 'দ্রব্য'-পদার্থ, কোন অবিদিত-স্বরূপ—নিগূঢ় নিয়মানুসারে গুণসমূহকে ধারণ করিয়া থাকে। যাঁহারা দ্রব্যকে গুণব্যতিরিক্ত পৃথক সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত, সামান্য-বিশেষ গুণসমুদায়ই 'দ্রব্য'। যখন আমরা এক একটী গুণকে পৃথক্-পৃথগ্‌ভাবে লক্ষ্য করি, তখন তাহারা গুণপদার্থরূপে, এবং অবশিষ্ট গুণসমূহ দ্রব্যরূপে—পৃথক পৃথকভাবে লক্ষিত গুণসকলের আধাররূপে গৃহীত হইয়া থাকে। কোনমতে গুণ বা ধর্ম্ম নিত্যানিত্যভেদে দ্বিবিধ। জড়ত্ব (Inertia) জড়বস্তুজাতের অপরিবর্ত্তনশীল বা নিত্যধর্ম্ম, এবং বর্ণ (Colour), স্বচ্ছতা, কাঠিন্য, স্থিতিস্থাপকতা, দহন বা পাক (Oxidation) ইত্যাদি পরিবর্ত্তনশীল—অনিত্য ধর্ম্ম। পণ্ডিত ক্যান্ট্ বলিয়াছেন, কোন স্থির বা নিত্য আধারের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, ক্রম (Succession), এবং যৌগপদ্য বা সহবর্ত্তিতার (Simultaneity) সাতত্য উপপন্ন হয় না। যে

---

* "Gold has the qualities of weight hardness, ductility, colour, &c. what then is the substance Gold? Matter has the property (Inertia) : what is the substance?

—*Mental and Moral Science—Appendix, p 98.*

স্থির বা নিত্য আধারে 'ক্রম' ও 'যৌগপদ্য' ধৃত হইয়া থাকে, তাহা দ্রব্য (Substance). 'দ্রব্য' কাল্পনিক পদার্থ নহে। পণ্ডিত ম্যাক্‌শ্‌ও (McCOSH) বলিয়াছেন. আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা গুণ (Qualities) পদার্থ বটে, তথাপি যৌক্তিক বা সহজজ্ঞানের প্রেরণার গুণসকল কাহারও আশ্রিত, এইরূপ বিশ্বাস করিতে আমরা বাধ্য ("We know it is said, only qualities, but we are constrained by reason, or by common-sense to believe in a something in which they inhere." –*The Intuitions of the Mind, p. 148.*)। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সার বলিয়াছেন, 'প্রত্যেক অনুভব ও ভাবনাময় কৃৎস্ন জীবনও যখন অনিত্য— ক্ষণবিধ্বংসী; কেবল ইহাই নহে, যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়া. জীবন অতিবাহিত হয়, তাহারা অপেক্ষাকৃত চিরপরিণামী হইলেও, ত্বরিত-বিলম্বিত যেভাবেই হউক, যখন প্রত্যেক স্ব-স্ব ব্যক্তিতা—ব্যক্তিগত অস্তিত্ব পরিত্যাগ করিতেছে, তখন এই পরিণামিভাব সমূহের অন্তরালে বিদ্যমান, অপ্রত্যক্ষ-সত্তাক কোন অপরিণামী বা স্থিরপদার্থ, কোন স্থিরভাব যে আছে, তাহা আমাদের অনুমান হয়। * মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, "যাহার গুণান্তরের প্রাদুর্ভাব হইলেও তত্ত্ব বিহত হয় না. তাহা দ্রব্য" ("গুণান্তরেষ্বপি প্রাদুর্ভবৎসু তত্ত্বং ন বিহন্যতে তদ্দ্রব্যম্।"—মহাভাষ্য)।

ভাববিকারজাতের স্বরূপ-দর্শন করিতে যাইলে, সূক্ষ্মদর্শীর নয়নপ্রান্তে ইহাদের দ্বিবিধ রূপ পতিত হইয়া থাকে, সূক্ষ্মদর্শী ভাববিকারসমূহের পরিবর্ত্তনাত্মক ও অপরিবর্ত্তনাত্মক—চঞ্চল ও ধ্রুব, এই দ্বিবিধ রূপ দেখিতে পান। জগতের জগত্ত্ব— প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তনশীলত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া, স্থূলদর্শিগণ স্ব-স্ব প্রতিভার প্রেরণায় ইহাকে ক্ষণিক—ক্ষণভঙ্গুর বা অস্থায়ী বলিয়া নিশ্চয় করেন, জগতের ক্ষণপরিণামিত্বই ইহাঁদের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে, পরিণামী ধর্ম্মসমূহের অন্বয়ী—পরিবর্ত্তনশীল ভাবজাতের অনুগত ধর্ম্মিপদার্থের রূপ ইহাঁদের দৃষ্টিতে পতিত হয় না। সূক্ষ্মদর্শিগণ বলেন, জাগতিক বস্তুসকল প্রতিক্ষণ পরিণাম প্রাপ্ত হইলেও. তত্ত্বতঃ বিনষ্ট হয় না, ধর্ম্মীর ধর্ম্মসমূহ পরিবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু তদাশ্রয়ের অন্যথা হয় না. অসতের উৎপত্তি বা সতের বিনাশ অসম্ভব। ন্যায়-বৈশেষিকমতে জড়জগৎ বায়বীয়, তৈজস, আপ্য

* "* * * We learn that the one thing permanent is its unknowable Reality hidden under all these changing shapes" —*Principles of Psychology. Vol II., p 503.*

ও পার্থিব, এই চতুর্ব্বিধ পরমাণুর কার্য্য, পরমাণু নিত্য দ্রব্য পদার্থ। গুণ ও কর্ম্মের আশ্রয় দ্রব্য, নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ। পরমাণু, আকাশ, দিক্, কাল ও আত্মা, ইহারা নিত্য দ্রব্য। নিত্যদ্রব্য নিত্যগুণবিশিষ্ট। পরমাণুসমূহের কার্য্য ও তন্নিষ্ঠ গুণসকল অনিত্য। ন্যায়-বৈশেষিক দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়কে ভিন্ন বলিয়াছেন।

সাংখ্য-পাতঞ্জলমতে পরিণামী ধর্ম্মসমূহের অনুগত ধর্ম্মিনামক পদার্থ আছে। দ্রব্যরূপ ধর্ম্মীর বিকার বা কার্য্যজননশক্তিকে সাংখ্য-পাতঞ্জল ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। ধর্ম্মিমাত্রেই স্থায়ী, তবে তাহার ধর্ম্ম—গুণ বা অবস্থাসকল পরিবর্ত্তনশীল। ধর্ম্মীর ধর্ম্মসমূহ পরবর্ত্তনশীল বটে, কিন্তু কোন ধর্ম্মের অত্যন্ত বিনাশ হয় না। পতঞ্জলিদেব ধর্ম্মী ও ধর্ম্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা বুঝিয়াছি, পতঞ্জলিদেব ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অত্যন্ত ভেদ বা অত্যন্ত অভেদ, এই উভয়ই অস্বীকার করিয়াছেন। পতঞ্জলিদেবের মতে ধর্ম্মী হইতে ধর্ম্ম কথঞ্চিৎ ভিন্ন, কথঞ্চিৎ অভিন্ন। ধর্ম্মী হইতে ধর্ম্ম যদি অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ হইত, তাহা হইলে, ইহাদের ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব সিদ্ধ হইতে পারিত না। যাহার সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ আছে, তাহা হইতে তাহা অত্যন্ত ভিন্ন নহে। পক্ষান্তরে অত্যন্ত অভিন্ন হইলেও, ধর্ম-ধর্ম্মিভাব উপপন্ন হইতে পারে না। ধর্ম্ম আছে যাহার, তাহা ধর্ম্মী, এবং ধর্ম্মীর যোগ্যতা বা শক্তিই ধর্ম্ম। অতএব ধর্ম্ম ধর্ম্মীর, এবং ধর্ম্মী ধর্ম্মের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক, ধর্ম্ম যে, ধর্ম্মীর অস্তিত্ব বিজ্ঞাপন করে, তাহার যুক্তি কি? অসৎ হইতে সতের বা অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না, যাহাতে যাহা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান নাই, তাহা হইতে তাহা কখনও উৎপন্ন হয় না। ধর্ম্মসকল এক অবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাপ, তড়িৎ, আলোক প্রভৃতি ভৌতিক শক্তিসমূহ পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্ম গ্রহণ করে; তাপ তড়িতের আকারে আকারিত হয়, তড়িৎ তাপাকারে পরিণত হয়, আলোক তাপের, তাপ আলোকের, রাসায়নিক শক্তি তাপ, তড়িৎ বা আলোকের ভাব গ্রহণ করে। তাপ, তড়িৎ, আলোক ইত্যাদি ধর্ম্ম, বা শক্তিসমূহ যখন পরস্পর পরস্পরের ভাবে ভাবিত হইতে পারে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, তাপাদি পদার্থনিচয়ে পরস্পরের ভাবে ভাবিত হইবার যোগ্যতা আছে। তাপ যখন আলোকাদি রূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তখনও তাহাতে যে, পুনর্ব্বার তাপাকার

ধারণের যোগ্যতা অব্যাহত থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। যদি তাহাতে তাপাকার ধারণের যোগ্যতা অব্যাহত না থাকিত, তাহা হইলে, উহা পুনর্ব্বার তাপাকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরিণামী তাপাদি ধর্ম্মসমুহের অনুগত, ইহাদের অন্বয়ী, ইহাদের প্রসবসমর্থ কোন স্থিরপদার্থ আছে। এই স্থিরপদার্থকেই তাপাদি ধর্ম্মের ধর্ম্মী বা দ্রব্য বলা হয়। ধর্ম্মও ধর্ম্মান্তরের স্বরূপাপেক্ষায় ধর্ম্মী হইতে পারে। তন্মাত্রকে (সাংখ্যপাতঞ্জলমতে পঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্রের ধর্ম্ম বা কার্য্য) অপেক্ষা করিয়া পৃথিবীভূতকে ধর্ম্ম বলা যায়, এবং এই পৃথিবীভূত বা পার্থিব অণু, আবার ঘটাদি মৃদ্বিকারের অপেক্ষায় ধর্ম্মী হয়। পরমার্থতঃ যদি কেবল ধর্ম্মীর বিবক্ষা হয়, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর যদি অভেদ-প্রতিপাদন করা যায়, তাহা হইলে, ধর্ম্মীই 'ধর্ম্ম' নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে (অভেদোপচারবশতঃ), ধর্ম্মীতেই ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাসকলের অর্ন্তভাব হয়। পণ্ডিত ম্যাক্‌শ্ অনেকতঃ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। * বৌদ্ধগণ ধর্ম্ম হইতে অতিরিক্ত ধর্ম্মিপদার্থ স্বীকার করেন নাই, বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্ত, ধর্ম্মসমূহই দ্রব্য বা ধর্ম্মী, বৌদ্ধগণ পরিণামি-ধর্ম্মানুপাতী কোন স্থির পদার্থের অস্তিত্ব অভ্যুপগম করেন নাই, ধর্ম্মসমূহকে আশ্রিতরূপে বুঝেন নাই, অতএব বৌদ্ধমতের সহিত পাতঞ্জলমতের সমতা নাই।

সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার দ্বারাই বস্তুতত্ত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। একটী পদার্থ যদি ধর্ম্মতঃ পদার্থান্তরের সমানরূপে প্রতিপন্ন হয়, তবে তাহাদিগকে সমান পদার্থ বলা হইয়া থাকে, ধর্ম্মগত ভিন্নতা উপলব্ধ হইলে, উহারা বিভিন্নরূপে নির্ব্বাচিত হয়। মহর্ষি কণাদ এইনিমিত্ত দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্ম্য বিচার করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যবস্থা বা প্রকৃতি, ইহাদের বৈষম্যাবস্থা বা বিকার (—মহত্তত্ত্ব, অহংকার তত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চস্থূলভূত, এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব), এবং পুরুষ, এই পঞ্চবিংশতি পদার্থকেই 'দ্রব্য' বলিয়াছেন, সাংখ্যের মতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী, ইহারা বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। ধর্ম্ম ও ধর্মীর অভেদবশতঃ বৈশেষিকদর্শনোক্ত গুণকর্ম্মাদি পদার্থসমূহ (গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়) দ্রব্যরূপ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বেরই অন্তর্ভূত, এই পঞ্চবিংশতি পদার্থই পরস্পর প্রবেশ দ্বারা কোন তত্ত্বে

* "Intuitions of the Mind" নামক গ্রন্থের ১৫০ হইতে ১৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এক সংখ্যায়, কোন তন্ত্রে ষট্ সংখ্যায়, কোন তন্ত্রে ষোড়শ সংখ্যায়, কোন তন্ত্রে সংখ্যান্তরে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতও এই কথা বলিয়াছেন।*

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই পদার্থত্রয়ের স্বরূপ-সম্বন্ধে বহু বক্তব্য থাকিলেও, আমরা এস্থলে তাহাদের উল্লেখ করিলাম না। আধিভৌতিক বা জড়বিজ্ঞানের 'ভূত' ও 'শক্তি', এই দুইটিই পদার্থ। বৈজ্ঞানিকগণ স্ব-স্ব প্রতিভার প্রেরণায় ম্যাটারের নানাবিধ লক্ষণ করিয়াছেন। 'ভূত' ও 'শক্তি', এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ বৈজ্ঞানিকদিগের নয়নে ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে পতিত হওয়াতেই ইহাঁরা ইহাদের লক্ষণ সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। ম্যাক্সোয়েল্ ভূতকে শক্তির আধার — শক্তির বাহনরূপে নিশ্চয় করিয়াছিলেন। বৈশেষিকদর্শন যে কারণে দ্রব্যকে গুণ ও কর্ম্মের আশ্রয় বলিয়াছেন, ম্যাকসোয়েল্ অনেকতঃ সেই কারণেই ম্যাটারকে শক্তির আধার বা বাহন (Vehicle of energy) বলিয়াছেন। অধ্যাপক বেমা (BAYMA) বলিয়াছেন, 'ভূত' ও 'ভৌতিকবস্তু' (Matter and material substance), ইহারা একপদার্থ নহে। ভৌতিক বস্তুসকলের মধ্যে যাহা গতি বা কর্ম্মকে গ্রহণ করে, গতি বা কর্ম্মের যাহা আশ্রয়, তাহাই 'ম্যাটার' (Matter)। ভৌতিক বস্তুজাত ব্যামিশ্র ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইলে উহাদের ধর্ম্মসমূহকে 'প্রবৃত্তি শক্তি' (Motive power), গতি বা ক্রিয়াব্যাপ্যত্ব (Mobility), এবং জড়ত্ব (Inertia) এই তিনটি প্রধানভাগে লঘুকৃত করা যাইতে পারে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব দৃশ্যপদার্থের স্বরূপ-প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন, প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ এবং স্থিতিশীল তমঃ, দৃশ্যপদার্থ ভূত ও ইন্দ্রিয়াত্মক। 'ভূত' ত্রিগুণকার্য্য বটে, তবে ভূতের উৎপত্তিতে স্থিতিশীল তমোগুণ অঙ্গী — প্রধান। অধ্যাপক বেমার উপদেশ, গতিপ্রবর্ত্তন গতি বা কর্ম্মের গ্রহণ, এবং স্থানিক-গতি (Local motion) বা কর্ম্মের সংরক্ষণ(Conservation) ভৌতিক-বস্তুজাতে, এই ত্রিবিধ ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, এই ত্রিবিধ ক্রিয়ানিষ্পত্তির জন্য ভৌতিক বস্তুসমুহের প্রবৃত্তিশক্তি, ক্রিয়া-ব্যাপ্যত্ব এবং জড়ত্ব, এই ত্রিবিধ ধর্ম্মবিশিষ্ট হওয়া চাই। প্রবৃত্তিশক্তিকেই সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শন 'রজোগুণ'বলিয়াছেন। স্থিতিশীল তমোগুণকে যে,

* "অয়ং পঞ্চবিংশতিকো গণো দ্রব্যরূপ এব। ধর্ম্ম-ধর্ম্মাভেদাৎ তু গুণকর্ম্মসামান্যদীনামত্রৈবান্তর্ভাবঃ। * * * অতএব পদার্থাঃ পরস্পরপ্রবেশাভ্যাং ক্বচিৎ তন্ত্র একমেব, ক্বচিৎ তু ষট্, কচিচ্চ ষোড়শ, ক্বচিচ্চ সংখ্যান্তরৈরপ্যুপদিশ্যান্তে।"— সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

অধ্যাপক বেমা 'জড়ত্ব'- ধর্ম্ম (Inertia) দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে। সত্ত্বগুণই ক্রিয়াব্যাপ্য, ভগবান বেদব্যাস তাপক রজোগুণকেই 'তপ্য' বলিয়াছেন,'সত্ত্ব' শব্দ দ্রব্যের বাচকরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধ্যাপক বেমা যে, ত্রিগুণতত্ত্বেরই কিয়দংশ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ত্রিগুণতত্ত্বের স্বরূপদর্শন যথাযথভাবে হইলে, গুণত্রয় ইতরেতরাশ্রয়বৃত্তিক, অন্যোন্য- মিথুনবৃত্তিক ও পরস্পরাভিভব বৃত্তিক, এই শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারলে,'ভূত'ও'শক্তি',এই পদার্থদ্বয়সম্বন্ধীয় মতভেদের সমন্বয় হইবে। শব্দ, তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি পদার্থসমূহের স্বরূপসম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতে যেরূপ উপদেশ পাওয়া যায়, আমাদের বিশ্বাস,সাংখ্য-পাতঞ্জলব্যাখ্যাত ত্রিগুণতত্ত্বের প্রকৃত রূপ-দর্শন হইলে, তদুপদেশের মূল্য যে, অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহা অঙ্গীকার করিতে হয়। পণ্ডিত'কিলী' ইলেক্ট্রীসিটি (Electricity) কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, ইহাকে ত্রিগুণপ্রবাহ (Tripple currents) বলিয়াছেন। অথবা কেবল 'ইলেক্ট্রিসিটি' কেন, মস্তিষ্কীয়শক্তি, মাধ্যাকর্ষণশক্তি, চৌম্বকাকর্ষণশক্তি ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার শক্তিই যে, ত্রিগুণপরিণাম অধ্যাপক কিলীর তাহাই বিশ্বাস। *

গতি(Motion) রজোগুণপ্রধান ত্রিগুণপরিণাম, গতি-প্রবৃত্তিতে ক্রিয়াশীল রজোগুণ,স্থিতিশীল প্রতিবন্ধক—উপষ্টম্ভ-ধর্ম্মক তমোগুণ— তমঃশক্তি,এই তিনেরই কারণত্ব আছে। বাধা ব্যতিরেকে গতির উৎপত্তি হয় না। বাধা প্রদান স্থিতিশীল তমোগুণের কার্য্য, অতএব গতি- প্রবৃত্তিতে যে তমোগুণের (Resistance) কার্য্যকারিত্ব আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বাধা বা প্রতিবন্ধকে অভিভূত করিতে না পারিলেও, গতির প্রবৃত্তি হয় না। বাধাতিক্রম ক্রিয়াশীল রজোগুণের কার্য্য। অতএব গতি-প্রবৃত্তিতে রজোগুণের প্রাধান্য আবশ্যক। সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে যে, ক্রিয়ার উৎপত্তি বা প্রকাশ হইতে পারে না, তাহা সুখ-বোধ্য। শুক্লযজুঃপ্রতিশাখ্যে উক্ত হইয়াছে, 'শব্দ' বাম্বাত্মক, বায়ু শব্দের কারণভূত, এবং ইহা আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় ("বায়ুঃ খাৎ।"-

---

* "Keely's discoveries prove that the doctrine of the Trinity should be set down as an established canon of science --the Trinity of force. All nature's sympathetic streams—cerebellic, gravital, electric and magnetic, —are made up of triple currents."—*True Science or Keely's or Latest discoveries, p. 13.*

"বায়ুঃ কারণভূতঃ শব্দস্য স চ খাদাকাশাদুৎপদ্যতে।" "শব্দস্তৎ।"-"শব্দাস্তন্মাকোবায্বাত্মক ইত্যর্থঃ।"—"শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য ও উব্বটকৃত তদ্ভাষ্য)। মহর্ষি কাত্যায়ন শব্দকে বায্বাত্মক বলিয়াছেন, অতএব বলা বাহুল্য, শব্দের স্বরূপ জানিতে হইলে, 'বায়ু' কোন পদার্থ, তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, সতত গতিশীলত্বই বায়ুর লক্ষণ। বায়ু বা গতি রজোবহুল্য ত্রিগুণ-পরিণাম। শ্রুতি বায়ুর ক্রিয়াশক্তিকে যজ্ঞের যোনি বলিয়াছেন (৩৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যৎ পদার্থের ক্রিয়াশক্তিকে শ্রুতি যজ্ঞের যোনি বা কারণ বলিয়াছেন, তাহার স্বরূপ কি? বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সূত্রদ্বারা যে প্রকার পুষ্পাদি গ্রথিত হয়, সেই প্রকার সূক্ষ্ম, আকাশবৎ বিষ্টম্ভক—সন্ধারক সূত্রস্থানীয় বায়ুদ্বারা ইহলোক, পরলোক ও অখিলভূত সংগ্রহিত— বিধৃত হইয়া আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, কর্ম্মবাসনাসমুহের সমবায়ী— আশ্রয়, প্রাণিগণের সমষ্টি-ব্যষ্ট্যাত্মক সপ্তদশবিধ লিঙ্গশরীর, অপিচ সমুদ্রের ঊর্ম্মিসকলের ন্যায় সপ্ত-সপ্ত (৪৯) প্রকাশ বায়ু যাহার বাহ্য বা স্থূলভাব, শ্রুতি 'বায়ু' শব্দদ্বারা এস্থলে তৎপদার্থকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। * 'বায়ু' শব্দ সুতরাং, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির সম্মূর্চ্ছিতভাব—প্রাণ, জগতের সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভের বাচক। অতএব বলিতে পারা যায়, প্রতীচ্য-বিজ্ঞানের শক্তিসাতত্য (Persistence of force) নামে লক্ষিত পদার্থ, যথোক্ত বায়ুরই সধুমিক রূপ। শব্দের পরা, পশ্যন্তী, মাধ্যমা ও বৈখরী, এই চতুর্ব্বিধ পর্ব্বের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। জগতের উপাদান 'শব্দব্রহ্ম' বা 'নাদ'-সংজ্ঞক পদার্থ 'পরা', পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চারি অবস্থায় বিভক্ত হয়েন। 'নাদ' চিৎ ও অচিৎ, এই উভয়াত্মক। অতএব চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতিই 'শব্দব্রহ্ম' বা 'নাদ'। বৈয়াকরণগণ চিচ্ছক্তিকেই 'স্ফোট'-শব্দদ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, নাদব্যঙ্গ্য স্ফোট, এক বা নিত্য হইলেও নাদাভিব্যক্তিগত ক্রমবশতঃ সক্রম—ভেদবান্ রূপে গৃহীত হইয়া থাকেন, নতুবা স্ফোটের পূর্ব্বত্ব-পরত্বকৃত ক্রম বা ভেদ বাস্তব নহে ("নাদস্য ক্রমজাতত্বান্ন পূর্ব্বো নাপরশ্চ

---

* স হোবাচ বায়ুর্বৈ গৌতম তৎসূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতাণি সংদৃব্ধানি ভবন্তি।"—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

"সূক্ষ্মমাকাশবদ্বিষ্টম্ভকং পৃথিব্যাদীনাং যদাত্মকং সপ্তদশবিধং লিঙ্গং কর্ম্ম বাসনাসমবায়িপ্রাণিনাং যত্তৎসমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং যস্য বাহ্যাভেদাঃ সপ্ত-সপ্ত মরুদ্গণাঃ সমুদ্রস্যেবোর্ম্ময়স্তদেতদ্বায়ব্যাং তত্ত্বং সূত্রমিত্যভিধীয়তে।"—শাঙ্করভাষ্য।

সঃ। অক্রম ক্রমরূপেণ ভেদবানিব গৃহ্যতে।।"—বাক্যপদীয়)। চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব যে আধারে সংসৃষ্ট হয়, সেই আধারের ক্রিয়াবশতঃ, স্বতঃ নিষ্ক্রিয় হইয়াও, যে প্রকার সক্রিয়রূপে প্রতীয়মান হয়, সেই প্রকার স্ফোট স্বভাবতঃ নির্ব্বিকার এবং একরূপ হইলেও, নাদের বিচিত্রতাবশতঃ বিচিত্ররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। * বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বায়ুকে বিশ্ব জগতের সূত্র বলিয়া, ঐ সূত্রের অন্তর্যামী বা নিয়ন্তার স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন ("ইত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্যান্তর্যামিনং ব্রূহীতি।"—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)। পৃথিব্যাদি ভূত, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, এক কথায় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ পদার্থের আত্মাই অন্তর্যামী, আত্মাই অমৃত। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব, ঋগ্বেদের প্রমাণানুসারে শব্দব্রহ্মকে অন্তর্যামী বলিয়াছেন। † শব্দের দুই আত্মা, প্রথম নিত্য, দ্বিতীয় কার্য্য, ("দ্বৌ শব্দাত্মানৌ নিত্যঃ কার্য্যশ্চ।"—মহাভাষ্য)। যাহা ব্যবহারিক, তাহা কার্য্য, এবং যিনি সর্ব্বব্যবহারের কারণ, সকলের অন্তঃসন্নিবেশী, যিনি সর্ব্বকর্ম্মের আশ্রয়, সুখ-দুখের অধিষ্ঠান, যাঁহার কার্যশক্তি, সর্বত্র অপ্রতিহত, যিনি সর্ব্বমূর্ত্তির অপরিণামা প্রকৃতি, যিনি বোধস্বরূপ, যিনি প্রসব ও উচ্ছেদ (সৃষ্টি ও সংহার) -শক্তিযুক্ত, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তি, তিনিই সর্ব্বান্তর্যামী, তিনিই নিত্যশব্দ। † বাক্ বা শব্দই প্রকাশ্য, বাক বা শব্দই প্রকাশন-ক্রিয়ার সাধন, এবং বাক্ বা শব্দই প্রকাশক। আমরা এইজন্যই বলিয়াছি, আধিভৌতিক বিজ্ঞান শব্দের স্তুতি করেন, আধিদৈবিক বিজ্ঞান শব্দের স্তুতি করেন, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানও শব্দের স্তুতি করেন, এইজন্যই বলিয়াছি পঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্বারা

---

* "প্রতিবিম্বং যথান্যত্র স্থিতং তোয়ক্রিয়াবশাৎ।
তৎপ্রবৃত্তিমিবান্বেতি স ধর্ম্মঃ স্ফোটনাদয়োঃ।।" — বাক্যপদীয়।

* "চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্য।
ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহোদেবা মর্ত আবিবেশ।" — ঋগ্বেদসংহিতা ৩।৫৮।৩।

এই মন্ত্রটীর বিবিধ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিবিধ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু উহারা পরস্পর অসম্বদ্ধ বা বিরুদ্ধ নহে। মহাভাষ্যকার শব্দব্রহ্মপক্ষেই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—
"চত্বারি শৃঙ্গাণি চত্বারি পদজাতানি। * * *"— মহাভাষ্য।

† ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—
"অপি প্রয়োক্তুরাত্মানং শব্দমন্তরবস্থিতম।
প্রাহুর্মহান্তমৃষভং যেন সাযুজ্যমিষ্যতে।।"—বাক্যপদীয়।

যাহা জানিতে পারি, তাহা শব্দের বৈখরী অবস্থা, তাহা শব্দের জড়রূপ, শব্দের আধিভৌতিক মূর্ত্তি, প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি ইত্যাদি পদার্থসমূহ শব্দাত্মক।

ব্যবহারিক শব্দকে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, এই চারিভাগে বিভক্ত করা হয়। নাম যে, দ্রব্য ও গুণের, এবং আখ্যাত যে, ক্রিয়ার বাচক, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। 'নাম' কদাচ আখ্যাত বিরহিত হইয়া, অপিচ আখ্যাত কখন নাম বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, নাম ও আখ্যাত, ইহারা ইতরেতরাকাঙ্ক্ষী। দ্রব্য কদাচ ক্রিয়াশূন্য হইয়া অবস্থান করে না, এই কথারও যাহা অর্থ, নাম কখন ক্রিয়া বিরহিত হইয়া থাকে না, এই কথারও তাহাই অর্থ।

'শব্দ' সম্বন্ধে যতদূর চিন্তা করা হইল, তাহাতে বলিতে পারা যায়, শব্দই ব্রহ্ম, শব্দই ঈশ্বর, শব্দই জীব, শব্দই প্রকৃতি বা মায়া, শব্দই পরমাণু, শব্দই প্রাণ, এক কথায় শব্দই সর্ব্ব। পদ বা শব্দবোধ্য অর্থের নাম 'পদার্থ'। যে কোন পদার্থ হউক, তাহা শব্দবোধ্য, এই নিমিত্ত পদার্থের 'পদার্থ' এই নাম হইয়াছে। বিজ্ঞান যখন তাপাদিকে আণবিক স্পন্দন বলিয়াছেন, তখন তাঁহার ইহাদিগকে শব্দ বলিবার কোন আপত্তি হইতে পারে না। শব্দের সহিত অর্থের নিত্য-সম্বন্ধ। শব্দের সহিত অর্থের নিত্যসম্বন্ধ, এই কথা বুঝিতে যাইলে, আমাদের মনে বিবিধ সংশয় উপস্থিত হয়। ব্যাকরণাদি শাস্ত্র 'শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য', এই কথা বুঝাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেও, আমাদের প্রতিভাতে শব্দের সহিত অর্থের যে, নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা যথাযথভাবে প্রতিভাত হয় না। না জানিয়াও অগ্নিতে হাত দিলে যেমন তাহা পুড়িয়া যায়, সেইরূপ অজ্ঞাতার্থ শব্দ উচ্চারণ করিলে, তাহার অর্থোপলব্ধি হয় না, অতএব শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের সম্মন্ধ নিত্য, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? অগ্নিও যে, শব্দের রূপভেদ, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। অগ্নি নামক শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের যে, নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন। এইরূপ অন্যান্য ভূত ও ভৌতিক-পদার্থও যে, স্ব-স্ব অর্থ বা যোগ্যতার সহিত নিত্য সম্বদ্ধ, তাহাও বিনা আপত্তিতে মানিতে হইবে। শব্দ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহারও যে, যোগ্যতা আছে, বৈজ্ঞানিকগণকে তাহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। একটী অণু যখন অন্য একটী অণুকে আকর্ষণ বা

বিপ্রকর্ষণ করে, তখনই শব্দের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সার অনেকতঃ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। শব্দার্থক 'অণ্' ধাতুর উত্তর 'উ' প্রত্যয় করিয়া ('অণশ্চ'—উনা ১।৮।৯), 'অণু'পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'যাহা শব্দ করে', অথবা যাহা সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা 'অণু'। কোন একটী বস্তু যখন অপর একটী বস্তুকে আঘাত করে, তখন উহাদের ঘাত-প্রতীঘাত হইতে যে ক্রিয়া বা কর্ম্ম উৎপন্ন হয়,তাহাকে আমরা গতি বা স্থিতি বলিয়া থাকি। একটী বস্তু অপর একটী বস্তুকে আঘাত করিলে কেবল যে গতি বা স্থিতি কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহা নহে, অত্যল্প চিন্তাতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে, ইহার সঙ্গে শব্দেরও অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কথা হইল, যেখানে স্পন্দন আছে, সূক্ষ্মত্ববশতঃ আমাদের উপলব্ধি না হইলেও, সেইখানে শব্দ আছে। যাঁহারা 'অণুকে' আকাশের তরঙ্গ বা চক্রাবর্ত্ত বলিয়া অনুমান করিতেছেন, তাঁহারা উহাকে 'শব্দ' না বলিবেন কেন? আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, অণুসমূহ এই দ্বিবিধ শক্তিবিশিষ্ট। ভর্ত্তৃহরি (পূর্ব্বে জানাইয়াছি), অণুকে ভেদসংসর্গ-বৃত্তি বলিয়াছেন। শব্দ উচ্চারিত হইলে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে ক্রিয়া হয়, তাহা স্থির। ইন্দ্রিয়দ্বারে ক্রিয়া হইলে, মনেও ক্রিয়া হয়, সন্দেহ নাই। মনে যে ক্রিয়া হয়, আমরা তাহাকে জানিয়া থাকি। জানা কাহাকে বলে? 'জানা' শব্দের অর্থ কি? জানা শব্দের অর্থ হইতেছে, 'ইহা এই বা এই নহে', 'ইহা অমুকের সমান বা অসমান', এইরূপে বর্ত্তমান বিষয় বা সংবেদনের সহিত অতীত বা পূর্ব্বানুভূত, এবং চিত্তে সংস্কাররূপে বিদ্যমান বিষয় বা সংবেদনের সমীকরণ--- সম্মেলন। জড়জগতে যে, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ শক্তিরই লীলাভিনয় হইয়া থাকে, তাহা বহুবার উক্ত হইয়াছে। অণু বা পরমাণু সকল নিরন্তর পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করিতেছে। অণু বা পরমাণু সকল নিরন্তর পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করিতেছে বটে, কিন্তু ইহাদের এই আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ-ক্রিয়া অনিয়মিত নহে, ইহারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, পরস্পরকে আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে। অণু বা পরমাণুসমূহ যে যে নিয়মে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে, জড়বিজ্ঞান (ভূততন্ত্র, রসায়ন এবং ইত্যাদি) সেই সেই নিয়মেরই তত্ত্বান্বেষণ করেন। অণু বা পরমাণুসমূহের সজাতীয় ও বিজাতীয়, এই দ্বিবিধ ভেদ আছে। একটী

পার্থিব অণুর সহিত আর একটী পার্থিব অণুর যে ভেদ, তাহা সজাতীয় ভেদ, একটী জলীয় অণুর সহিত একটী পার্থিব অণুর যে ভেদ, তাহা বিজাতীয় ভেদ। অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন, গুণগত ভেদই বিজাতীয় ভেদোপলব্ধির হেতু একটু চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, কর্ম্ম ও কর্ম্মবাসনাই— কর্ম্মসংস্কারই সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির কারণ। জড়দ্রব্যের সামান্য বা সাধারণ, এবং বিশেষ বা অসাধারণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম্মের নির্ব্বাচন করা হইয়া থাকে। আধুনিক রাসায়নিক পণ্ডিতগণ কাল এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের ভেদকেই ভৌতিক (Physical) ও রাসায়নিক (Chemical), এই দ্বিবিধ ধর্ম্মগত ভেদের কারণরূপে অবধারণ করিতেছেন। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন্ প্রভৃতি ভৌতিকবস্তুজাত যে, কাল এবং আকর্যণ-বিপ্রকর্ষণ বা গুরুত্বের ভেদনিবন্ধন পৃথক্, পৃথগ্‌রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইহাঁদের ইহাই অনুমান। শাস্ত্রের 'কর্ম্ম', এই নামে লক্ষিত পদার্থের স্বরূপ চিন্তা করিলে, কাল এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ যে, কর্ম্ম পদার্থের অন্তর্ভূত তাহা প্রতিপন্ন হইবে। অণু বা পরমাণুসকলের মধ্যে সকলেই সকলকে-সর্ব্বদা সমভাবে আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করে না। অণু বা পরমাণুসমূহের প্রত্যেকের এক একটী আপেক্ষিক সাম্যাবস্থা(Position of relative equilibrium) আছে। এই আপেক্ষিক সাম্যাবস্থাই সকলপদার্থের আপেক্ষিক বা পরিচ্ছিন্ন 'অহং'। আপেক্ষিক সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি কেহ অবাধে সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই, ক্রিয়ামাত্রের প্রতিক্রিয়া আছে, তা'ই জড়বস্তুসমূহ স্থিতিস্থাপক-ধর্ম্মবিশিষ্ট। সজাতীয় অণুসমূহ সজাতীয় অণুসমূহকে আকর্ষণ করে, আবার বিজাতীয় অণুসমূহও পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। রাসায়নিক আকর্ষণ বিজাতীয় অণু বা পরমাণুসমূহের মধ্যেই হইয়া থাকে। রাসায়নিক আকর্ষণ যে, নিয়ত নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুসারে হয়, যে কোন মাত্রায় দ্রব্যসমূহ যে, পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত হয় না, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। রাসায়নিকসংযোগ যে, নিয়ত নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুসারে হইয়া থাকে, তাহারও কারণ কর্ম্মসংস্কার। কথাটা অগ্রাহ্য করিবেন না। অণুসমূহেরও সম্বন্ধজ্ঞান আছে, সম্বন্ধজ্ঞান না থাকিলে, ইহারা কাহাকে কদাচিৎ আকর্ষণ, এবং কদাচিৎ বিপ্রকর্ষণ করিবে কেন? সম্বন্ধজ্ঞান না থাকিলে, ইহারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কর্ম্ম করিবে কেন? জড়ের জ্ঞান

থাকিতে পারে না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে, অণুসমূহ কোন অন্তর্যামী পদার্থদ্বারা নিয়ামিত হইয়া, কর্ম্ম করে। অণু বা পরমাণু সমূহ যে অন্তর্যামী পদার্থের প্রেরণায় কর্ম্ম করিয়া থাকে, শব্দবিদ্‌গণ তাহাকেও 'শব্দ' বলিয়াছেন। শব্দবিদ্‌গণ 'শব্দ' এই নাম দ্বারা যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, অন্যান্য দার্শনিকগণ তাঁহাকেই 'আত্মা' বা 'চিচ্ছক্তি', এই নামদ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। শাব্দিকদিগের দৃশ্যপদার্থজাতের বোধকরূপে ব্যবহৃত 'শব্দ'-পদ ত্রিগুণও তদ্বিকারের বা কার্য্যের—পরমাণ্বাদিরই বাচক। আণবিক স্পন্দন বা গ্রাহ্য শব্দ স্নায়ুযন্ত্রে ক্রিয়া করিলে, স্নায়ুযন্ত্রের অণুসমূহের আপেক্ষিক সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইয়া থাকে, এবং উহারা স্বভাবে অবস্থিত হইবার জন্য সচেষ্ট হয়, অব্যবহিত পরবর্ত্তী অণুসমূহে স্পন্দন সঞ্চারিত করে। তৎপরে চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত অন্তঃকরণ উহার গ্রহণ ও সমীকরণ করিয়া থাকে। তদনন্তর 'ইহা অমুকের সমান বা অসমান', এইরূপ বিনিশ্চয় হয়। ইহাকেই আমরা জানা বলিয়া থাকি। ভিন্ন-ভিন্নরূপ স্পন্দনের গ্রহণ বা ইন্দ্রিয় ভিন্ন-ভিন্ন, প্রসিদ্ধ শব্দাখ্য স্পন্দন শ্রোত্রেন্দ্রিয়দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে, শ্রোত্র ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না। এইরূপ তাপাদি স্পন্দন বা ঊর্ম্মিসমূহও পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত হয়। পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়দ্বারা যে পৃথক্ পৃথক্ বিষয় গৃহীত হয়, তাহার কারণ কি? ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, গ্রহণ ও গ্রাহ্য, এই উভয়ের মধ্যে নিয়ত যোগ্যতা আছে, যে নিয়মে অণুসমূহ পরস্পরকে বিশেষতঃ আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে, ভিন্ন-ভিন্ন ইন্দ্রিয়গণও সেই নিয়মে ভিন্নভিন্ন বিষয় বা গ্রাহ্যের গ্রহণ করে। * স্পন্দনের ভেদবশতই বিষয়ের ভেদ হয়, স্পন্দনের ভেদবশতঃ ইন্দ্রিয়েরও ভেদ হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের তারতম্যই বিষয় বা গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয় বা গ্রহণের ভেদের হেতু। বিষয় বা গ্রাহ্য অপেক্ষাকৃত তমোগুণপ্রধান পরিণাম, ইন্দ্রিয় বা গ্রহণ অপেক্ষা কৃত সত্ত্বগুণপ্রধান পরিণাম।

---

* "গ্রহণ-গ্রাহ্যয়োঃ সিদ্ধা যোগ্যতা নিয়তা যথা।
ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবেন তথৈব স্ফোটনাদয়োঃ।
"সদৃশগ্রহণানাং চ গন্ধাদীনাং প্রকাশকম্।
নিমিত্তং নিয়তং লোকে প্রতিদ্রব্যমবস্থিতম্।। —বাক্যপদীয়।

'জানা' শব্দের অর্থ কি, তাহা সংক্ষেপে জানান হইল। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ হয়, তাহা অণুসমূহের পরস্পর সংযোগের ন্যায় অবুদ্ধিপূর্ব্বক, তাহা সংস্কার বা যোগ্যতামূলক। শাব্দিকগণ ইহাকেই 'শব্দ সংস্কার', এই নামে উক্ত করিয়াছেন। বৈয়াকরণদিগের মুখে শব্দের স্বরূপসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে শব্দসংস্কার বা অণু-সংস্কার যে, ভিন্ন নহে, তাহা বলিতে পারা যায়। অণুসমূহ যে, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে, জড়বাদিগণ বলেন, তাহা অণুসমূহের স্বভাব, ইহাতে জড়শক্তি-ব্যতিরিক্ত চিচ্ছক্তির নিয়ন্তৃত্ব অঙ্গীকার করিবার প্রয়োজন নাই। জড়শক্তি—ব্যতিরিক্ত চিচ্ছক্তির নিয়ন্তৃত্ব অঙ্গীকার না করিলে, কি দোষ, পূর্ব্বে তাহা জানান হইয়াছে। আমাদের মধ্যে যে চিচ্ছক্তি আছেন, তাহা জড়শক্তির পরিণাম নহে, তাহা স্বতন্ত্র, যাঁহারা এই কথা স্বীকার করেন, চিৎপ্রতিবিম্বিত চিত্ত বা আত্মাই জ্ঞাতা, যাঁহারা ইহা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, জড়শক্তি জ্ঞাতাকে নির্ম্মাণ করে, এবম্প্রকার মতকে যাঁহারা অসার বলিয়া ভাবিবার প্রতিভা পাইয়াছেন, এই জন্মই আমাদের প্রথম ও শেষ জন্ম নহে, অপিচ পূর্ব্বজন্মের প্রতিভা লিঙ্গদেহে লগ্ন হইয়া থাকে, যাঁহারা ইহা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে শব্দের সহিত অর্থের যে, নিত্যসম্বন্ধ আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ হইবামাত্র আমাদের যে, আলোচন বা নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান হয়, তাহা হইতেই শব্দের সহিত অর্থের যে নিত্যসম্বন্ধ আছে, তাহা সপ্রমাণ হয়। সবিকল্পক জ্ঞানোৎপত্তিরও শব্দসংস্কারই কারণ। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, অন্তর্যামীর চৈতন্যই যেমন প্রকাশত্বের স্বরূপ, সেইরূপ প্রকাশ বা অববোধের বাক্ বা শব্দই স্বরূপ, বাক্ বা শব্দ ব্যতিরেকে অববোধ হয় না। বাহ্য অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ বিশেষ নিমিত্তের পরিগ্রহ ব্যতিরেকে 'ইহা বস্তুমাত্র', 'ইহা সৎ', ইত্যাকাব যে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হইয়া থাকে, শব্দই তাহার কারণ। তাহার পর 'ইহা এই বা এই নহে', এবম্প্রকার যে সবিকল্পক-জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাও বিশেষ-বিশেষরূপ শব্দসংস্কার হইতেই হয়। শব্দভাবনা ব্যতিরেকে চিন্তন হইতে পারে না। উপদেশের অভাবেও, প্রথমোৎপন্ন বালকের যে, ইন্দ্রিয় বিন্যাসাদি হয়, প্রতি পুরুষে অবস্থিত অনাদি

শব্দভাবনাই তাহার হেতু। অর্থের স্মরণও শব্দের উল্লেখ হইতে হইয়া থাকে। * সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পকভেদে প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইবামাত্র, 'কোন কিছু আছে' ইত্যাকার অবিকল্পিত, নাম-জাত্যাদি যোজনারহিত ('ইহা অমুক জাতি', অর্থাৎ এটী মনুষ্য, ওটী অশ্ব, ইত্যাদিযোজনা—শূন্য), বৈশিষ্ট্যানবগাহী—নিষ্প্রকারক (Indefinite) জ্ঞান হইয়া থাকে। এ জ্ঞানে উপলভ্যমান পদার্থ, 'ইহা এই', এবম্প্রকার বিশেষণ—বিশেষ্যভাবদ্বারা বিবেচিত হয় না, এ জ্ঞান প্রত্যুপস্থিত বস্তুর অস্তিত্ব নির্দ্ধারিণ করে মাত্র। ইহাকে আলোচন-জ্ঞান বলে। আলোচন-জ্ঞান হইবার পর, সংকল্পাত্মক মনঃ প্রত্যুপস্থিত বস্তুর ইদন্তা নির্দ্ধারিণ করে, উপলভ্যমান বা আলোচিত বস্তুর বিশেষ-বিশেষ ধর্ম্ম সম্যগ্রূপে কল্পনা করিয়া থাকে। বৈশিষ্ট্যানবগাহী বা সামান্যাস্তিত্ব জ্ঞানই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। সবিকল্পক জ্ঞান, বিশিষ্ট জ্ঞান। †

অরণিস্থ— অগ্নিমন্থন কাঠের গর্ভে লুক্কায়িত তেজঃ বা জ্যোতিঃ যাবৎ অবিবৃতভবে— তন্বস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাবৎ ইহার অস্তিত্ব কাহারও বুদ্ধিগোচর হয় না, অরণি (wood used for kindling fire) গর্ভে যে অগ্নি আছে, তাবৎ কেহ তাহা বুঝিতে পারে না; ঘর্ষণদ্বারা তন্বস্থায় (Potential state) অবস্থিত অগ্নি যখন অভিজ্বলিত শয়, তখন ইহা,স্বরূপ ও পররূপের প্রকাশক হইয়া থাকে। বুদ্ধিস্থ শব্দসংস্কার যাবৎ অব্যাকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ ইহার অস্তিত্ব কাহারও হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাবৎ ইহা অসম্বেদ্যভাবেই অবস্থান করে। বুদ্ধিস্থ শব্দ স্থানকরণাদি দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া, যখন বিবর্ত্তিত হয়, তখন ইহা অরণিস্থ জ্যোতির ন্যায় স্বরূপ ও পররূপের প্রকাশক হইয়া থাকে ("অরণিস্থং যথা জ্যোতিঃ

* "প্রথমোৎপন্নস্য বালস্যায়মিন্দ্রিয়বিন্যাসাদি উপদেশাভাবেঽপি জ্ঞানসাধ্যং জায়মানং দৃশ্যতে। তস্মাদনাদিজ্ঞানবীজশব্দপরিগ্রহা শব্দভাবনা প্রতিপুরুষমবস্থিতেতি মন্তব্যম্। অর্থস্মরণস্যাপি শব্দোল্লেখেনৈব দর্শনাৎ।" — বাক্যপদীয়টীকা।

† "তচ্চ প্রত্যক্ষং দ্বিবিধং নির্ব্বিকল্পকং সবিকল্পকঞ্চেতি। তচ্চ নামজাত্যাদিযোজনারহিতং বৈশিষ্ট্যানবগাহি নিষ্প্রকারকং নির্ব্বিকল্পকম্। * * * সবিকল্পকং চ বিশিষ্টজ্ঞানং যথা গৌরয়মিতি।"— তত্ত্বচিন্তামণি-প্রত্যক্ষখণ্ড।

"সংকল্পকং মন ইতি, সংকল্পেন রূপেণ মনো লক্ষ্যতে আলোচিতমিন্দ্রিয়েণ বস্তিদমিতি সম্মুগ্ধমিদমেবং নৈবমিতি সম্যক্ কল্পয়তি বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেন বিবেচয়তীতি যাবৎ।" — তত্ত্বকৌমুদী।

প্রকাশাত্তবকারণম্। তদ্বচ্ছব্দোঽপি বুদ্ধিস্থঃ শ্রুতানাং কারণং পৃথক।।"— বাক্যপদীয়)। ভগবান্ যাস্ক এবং নিরুক্ত-টীকাকার ভগবান্ দুর্গাচার্য্যও, এইরূপ কথা বলিয়াছেন। বুদ্ধিস্থ শব্দভাবনা বা শব্দসংস্কারই যে, সবিকল্পক জ্ঞানের কারণ, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সাংখ্যদর্শন মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভকেই যে, বুদ্ধিতত্ত্ব বলিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা নিবেদন করিয়াছি। বুদ্ধিতত্ত্ব সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে দ্বিবিধ। সমষ্টিভূত বুদ্ধিতত্ত্বই হিরণ্যগর্ভ। ব্যষ্টিভূত বুদ্ধিতত্ত্ব পরিচ্ছিন্ন, এইনিমিত্ত। ইহার শক্তি সংকীর্ণ। বুদ্ধিতত্ত্বের সংকীর্ণতাবশতঃ আমরা বিনা উপদেশে সকল শব্দের অর্থ জানিতে পারি না, অরণিস্থ জ্যোতির ন্যায় আমাদের জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে। অরণিগর্ভে তদবস্থায় বিদ্যমান জ্যোতিকে যেমন ঘর্ষণাদি দ্বারা অভিব্যক্ত করিতে হয়, সেইরূপ আমাদেরও উপদেশ-শ্রবণাদি ক্রিয়াদ্বারা বুদ্ধিস্থ শব্দসংস্কারকে প্রবোধিত করিতে হয়। যাঁহার সংস্কার যত মলিন, যত তামস, তাঁহাকে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য তত শ্রমস্বীকার করিতে হয়। সংস্কারের জড়তাই বুদ্ধিকে জড় করে। জড় পদার্থজাত যে প্রকার স্ব-স্ব স্বভাবের প্রেরণায়, স্ব-স্ব পরিচ্ছিন্ন প্রতিভা বা শব্দ- সংস্কারবশে কতিপয় অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে পারে, সেইরূপ জড়বুদ্ধি মনুষ্যগণও, স্ব-স্ব স্বভাবের প্রেরণায়,স্ব-স্ব শব্দ-সংস্কারবশে কতিপয় অবুদ্ধিপূর্ব্বক এবং কতিপয় সংকীর্ণবুদ্ধি-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া থাকে। অতএব এই শব্দের, এই অর্থ, শব্দজ্ঞ পুরুষের মুখে তাহা শ্রবণ না করিলে, আমাদের শব্দার্থ জ্ঞান হয় না, এইজন্য যাঁহারা শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে মানব-স্থাপিত বা সাঙ্কেতিক (Conventional) বলিয়া থাকেন, তাহাদের দৃষ্টি স্থূল। দুর্গাচার্য্য বলিয়াছেন, ধাতুরূপা বুদ্ধিই ধাত্বর্থরূপে সংযুক্ত হইয়া থাকে, ধাত্বাদিরূপে বিপরিণমমানা বুদ্ধিই শাস্ত্রদ্বারা সংস্কৃত হয়। * পূর্ব্বে বহুবার জানাইয়াছি, ঋষিরা বিনা পরীক্ষায় কোন পদার্থকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের নিত্য সম্বন্ধ আছে, ঋষি ও আচার্য্যেরা বহু পরীক্ষাপূর্ব্বক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এই শব্দের এই অর্থ, বিনা উপদেশে, শুদ্ধ

চিত্তমল শোধনরূপ তপস্যাদ্বারা তাহা অবগত হওয়া যায়। কাহাদিগকে বেদ পড়াইবে, এবং কাহাদিগকেই বা পড়াইবে না, তাহা জানাইবার সময়ে, ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, যাহারা বৈয়াকরণ নহে, তাহাদিগকে বেদ পড়াইবে না, যাহারা অনুপসন্ন—যাহারা প্রকৃত শিষ্যভাবে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত নহে, যাহারা অভিমান রাহুগ্রস্ত, যদি তাহারা বৈয়াকরণও হয়, তথাপি তাহাদিগকে বেদ পড়াইবে না, যে ব্যক্তি তপস্বী, যদি তাহারা অবৈয়াকরণও হয়, তবে তাহাদিগকে বেদ পড়াইবে, কারণ, মেধাবী ও তপস্বীর কিছুই অসাধ্য নাই, তপস্যাদ্বারা বেদার্থ স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।*

বিজ্ঞপ্তি

"পরলোক তত্ত্ব" পুস্তকটির তিনটি খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। এর আরো কোনো খণ্ড আছে কিনা, সে সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞাত। যদি কোনো পাঠক বর্গের কাছে এর — চতুর্থ খণ্ড থাকে, তিনি যদি আমাদের জানান আমরা তাহলে চতুর্থ খণ্ড আলাদাভাবে ছাপানোর ব্যবস্থা করবো।

বিনীত
প্রকাশক

---

* "তথা চ ধাতুরূপা বুদ্ধিস্তদর্থয়া সংযুজ্যতে। বুদ্ধিরেব হি ধাত্বাদিরূপেণ বিপরিণমমানা শাস্ত্রেণ সংস্ক্রিয়তে।" — নিরুক্তটীকা।

* "নির্ব্রয়াদ্যো বালং বিজ্ঞতুং স্যাম্মেধাবিনে বা।"—নিরুক্ত।
"তপসা হি স্বয়মপি বেদার্থঃ প্রদুর্ভবেদেব।"—নিরুক্তটীকা।